আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

[আয়ুর্ব্বেদমতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ]

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে

কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ

কর্ত্তৃক সংকলিত

অষ্টাংগ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন

কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-তর্কতীর্থ মহাশয়-কর্ত্তৃক

আদ্যান্ত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত অষ্টম সংস্করণ

চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
এম. ভট্টাচার্য
চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০৭৩

অষ্টম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৫১

মুদ্রাকর :
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫নং ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০৬

ভূমিকা

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এতই জটিল যে, সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং বহুকাল বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞানলাভ ব্যতীত উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে সফলকাম হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এমতাবস্থায় সাধারণের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মর্ম্ম অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে, অথচ যাহার সহিত জীবন-মরণের নিত্যসম্বন্ধ, এরূপ একটি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু বঙ্গ-ভাষায় লিখিত তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসাবিষয়ক সরল গ্রন্থ নাই। হোমিও-প্যাথিক ও এলোপ্যাথিক-চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থসকলের মর্ম্ম যেরূপ সহজে উপলব্ধি করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকল রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াও দীর্ঘকাল, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা-বিষয় শিক্ষা না করিলে উত্তমরূপে চিকিৎসা-জ্ঞান জন্মে না। এইজন্যই আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেকে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। কারণ প্রাচীন মহর্ষিগণ কেবল অধিকার-অনুসারেই ঔষধ-নির্ব্বাচন ও তাহার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষণানু-যায়ী চিকিৎসাবিষয়ক কোনও সহজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই এবং দুইটি, তিনটি বা ততোধিক রোগ মিলিত অথবা একটি মূলরোগে বিবিধ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইলে কোন্ রোগের বা উপসর্গের চিকিৎসা কোন্ সময়ে কিরূপভাবে করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা কেবল ঔষধগুলিকে জ্বর প্রভৃতি রোগের অধিকারানুসারে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কোন্-কোন্ অবস্থায় কোন্-কোন্ উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে কোন্ ঔষধটি প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ, এ-বিষয়ে যদি তাঁহারা কিংবা তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থকারগণ বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের উপর জনসাধারণের যেরূপ শ্রদ্ধা, তদপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত, সন্দেহ নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসার উন্নতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এলোপ্যাথিক-চিকিৎসা রাজ-চিকিৎসা; সুতরাং রাজার সাহায্যে উহার এত উন্নতি; কিন্তু এলো-প্যাথিক-চিকিৎসার কথা ছাড়িয়া দিলেও হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসার এই অল্পকালের মধ্যে যে কতই উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য কারণের মধ্যে বাঙ্গালা

ভাষায় সরল চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের বহুল-প্রচলনই এদেশে হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসাবিস্তারের একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইবে। অনেকে মনে করেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট ; উহার সংস্কার বা বঙ্গানুবাদ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা ইহা বুঝিয়া দেখেন না যে, বিজ্ঞচিকিৎসক বঙ্গের সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য নহে এবং যাহাতে সাধারণের জীবন-মরণের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। আরও একটি দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যদেশে বহুদর্শী চিকিৎসকগণের বহুদর্শনের ফলস্বরূপ যেরূপ মেডিকেল জার্ণাল বা চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আমাদের দেশে বিজ্ঞচিকিৎসকগণ সে-বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। তাঁহারা আজীবন চিকিৎসা এবং ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই তৎসমস্ত বিলুপ্ত হয় ; ইহা কি কম দুঃখের কথা !

আমাদের যাহা কিছু ছিল, এইরূপ ভাবেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে যদি এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা যায়, তবে এখনও যাহা কিছু আছে, তাহাও হয়ত কালের প্রভাবে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইতে পারে। এই আশঙ্কায় দীর্ঘকাল যাবৎ চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ঔষধ ও চিকিৎসা-সম্বন্ধে যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাও দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং এইজন্যই "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা"-নামক এই অভিনব গ্রন্থের সৃষ্টি। হোমিওপ্যাথিক-গ্রন্থ দেখিয়া যেরূপ সহজে ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়, এই গ্রন্থখানি দেখিয়া সাধারণে তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সুধীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। উপসংহারে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞচিকিৎসকগণের নিকট আবেদন এই যে, তাঁহারা স্ব-স্ব-চিকিৎসাবিষয়ক-জ্ঞানলব্ধ ফল পুস্তকাকারে প্রচার করিলে দেশের একটি প্রধান অভাব দূরীভূত হইবে।

পরিশেষে উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থে কোন স্থানে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হইলে তাহা আমাকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন-পূর্ব্বক গ্রন্থ মুদ্রিত করিব।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়

এই গ্রন্থে প্রত্যেক রোগের নিদানানুযায়ী লক্ষণসকল সরলভাবে বিস্তারিত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রোগের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণানুসারে এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতিভেদে কোন্ সময়ে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় এবং অবস্থাবিশেষে প্রলেপ ও বস্তি প্রভৃতি ব্যবহার করিবার নিয়মসকল বিস্তারিতরূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতিভেদে এবং বাহ্য-লক্ষণানুসারে অথবা ২।৩টি রোগ মিলিত হইলে যেসকল অনুপানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, সেইসকল সহজ-প্রাপ্য অনুপান ঔষধের সঙ্গে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

একটি রোগ উৎপন্ন হইলে তাহার উপদ্রবস্বরূপ অন্য যেসমস্ত উৎকট রোগ উপস্থিত হয়, এই গ্রন্থে সেই সমস্ত উপদ্রবের চিকিৎসাবিধি ও ঔষধসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

চিকিৎসাবিধির মধ্যে প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ এবং যন্ত্রাদির বিকৃতিবশতঃ রোগসমূহ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি যথাসাধ্য পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রোগসমূহের কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ মুখ্যরোগের সঙ্গে ২।৩ বা ৪টি রোগ মিলিত হইলে এবং রোগের নূতন ও পুরাতন-অবস্থায় অথবা বাতপিত্তাদি-ভেদে কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, চিকিৎসাবিধির মধ্যে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক অবস্থায় ৩।৪টি ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থিত ঔষধের নিম্নেই তাহার প্রস্তুত-প্রণালী ও উপকরণের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক রোগের অবস্থাভেদে সহজলভ্য পথ্য-সকল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ঔষধসমূহ প্রস্তুত করিতে হইলে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য এবং বিষ, উপবিষ ও উদ্ভিজ্জাদির প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয়, সুতরাং উহাদের শোধন ও জারণ-মারণের সহজ প্রণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে এবং তন্মধ্যে কোনও দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে তদ্গুণবিশিষ্ট কোন্ দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা পরিভাষা নামক অংশে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

তৈল, ঘৃত, মোদক ও অবলেহ প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালী সহজে যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয়, সেরূপভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মূর্চ্ছা, কাথ ও কল্ক-দ্রব্যাদির পাকের নিয়ম পরিব্যক্ত করা হইয়াছে।

রোগীর অবস্থাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন পথ্যাদির আবশ্যকতাবশতঃ মসুরযূষ, মুগের যূষ, মণ্ড, মাংসযূষ ও উষ্ণোদক প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যেসকল ঔষধ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের বহুপরীক্ষিত, সুতরাং ঐসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে ঔষধগুলি অপরীক্ষিত বলিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

শাস্ত্রে যেরূপ মাত্রার উল্লেখ আছে, তদ্রূপ মাত্রায় আজকাল ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না। আমরা সচরাচর যে-মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি, ইহাতে সেইরূপ মাত্রাই লিখিত হইয়াছে।

যেসকল ঔষধের প্রয়োগ কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্ট হয় না, এই গ্রন্থে সেইরূপ অনেক ঔষধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐসকল ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী বিশেষতঃ জ্বরবিকার-চিকিৎসা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থবিশেষে কোনও ঔষধে দ্রব্যের ও পরিমাণের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ঔষধ-প্রস্তুতকালে যে-যে দ্রব্য যে-পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ব্যবসায়ের অনুরোধে অনেকে বিষ, উপবিষ, ধাতু ও উপধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন ও জারণ-মারণের সহজ প্রণালী এবং ঔষধ-প্রয়োগ ও প্রস্তুতের সহজ প্রণালী সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন না, কিন্তু আমি এই গ্রন্থে প্রত্যেক বিষয় সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, কিছুই গোপন করি নাই।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

প্রকাশকের নিবেদন

স্বর্গীয় কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ-সঙ্কলিত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" বাংলাভাষায় আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি অভিনব পুস্তক। প্রাচীন মহর্ষিগণ-কর্তৃক উপদিষ্ট বিভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে কেবল রোগাধিকার-অনুসারেই ঔষধ-নির্ব্বাচন ও তাহার গুণ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা-বিষয়ক কোন সহজ গ্রন্থ রচিত হয় নাই বিভিন্ন উপসর্গযুক্ত রোগে কোন্ অবস্থায় কোন্ উপসর্গের প্রশমনের জন্য কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়, তাহা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ ও পরবর্ত্তিকালের আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসকগণ এই সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ সেই সকল জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা একটি গুরুতর অভাব। কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়-সঙ্কলিত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" সেই অভাব বহুল পরিমাণে দূর করিয়াছে। গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল যাবৎ আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী এবং ছাত্রগণের নিকট বিশেষ সমাদরলাভ করিয়াছে। এমন কি সম্ভ্রান্ত সুধীবর্গ বা শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই গ্রন্থ স্বীয় স্বীয় পারিবারিক চিকিৎসার জন্য সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থকর্ত্তা কবিরাজ মহাশয় চিরন্তন-সংগোপন-প্রথা পরিহারপূর্ব্বক চিকিৎসা এবং ঔষধ-প্রস্তুত-সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতা অতি-অকপটে ও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী এমন কি শিক্ষিত জনসাধারণ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার ফল প্রয়োগ করিয়া বহুক্ষেত্রে বিশেষ উপকারলাভ করিতে পারিবেন। এই কারণে প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসকের এই গ্রন্থখানি নিত্য-সহচররূপে গ্রহণ করা অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি।

গ্রন্থকারের পরলোকগমনের পর "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা"র কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও আধুনিক চিকিৎসা-ক্ষেত্রে যে-সকল ক্রমোন্নতি দৃষ্ট হয়,

তদনুযায়ী গ্রন্থের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয় নাই। বহুবৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ নিঃশেষিত হইলেও নানা অপরিহার্য্য কারণে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করা এতদিন সম্ভব হয় নাই। এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানির অভাবে জনসাধারণ যে অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, তাহা দূরীকরণার্থ আমরা এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের ভার লইয়া কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন মহাশয়-কর্ত্তৃক আদ্যন্ত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করাইয়া এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিলাম। এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসকমণ্ডলী উপকৃত হইলে আমাদিগের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে, মনে করিব। ইতি -

১লা পৌষ,

১৩৫৮ সাল।

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থারম্ভ

জ্বর-চিকিৎসা

সামজ্বরে ঔষধ

জ্বরে উপদ্রব-চিকিৎসা

জ্বরে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

ত্রয়োদশ সন্নিপাতজ্বরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসাবিধি ৩১

সন্নিপাতজ্বরে ঔষধ

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

প্লীহা ও যকৃৎ-চিকিৎসাবিধি

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে ঔষধ

উরোগ্রহ-চিকিৎসা

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে পাণ্ডু-চিকিৎসা

প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র সম্পূর্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

[প্রথম খণ্ডের সূচীর পত্রাঙ্কের সহিত এই খণ্ডের সূচীর পত্রাঙ্কের মিল আছে]

কাস-চিকিৎসা

কাসরোগে ঔষধ

কাসরোগে পাণ্ডু ও কামলা-চিকিৎসা

কাসরোগে রক্তবমন-চিকিৎসা

অতিসারে শূল-চিকিৎসা

অতিসারে পিপাসা-চিকিৎসা

অতিসারে বমন-চিকিৎসা

অতিসারে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

অজীর্ণরোগে জ্বর-চিকিৎসা

অজীর্ণরোগে শিরঃশূল ও গাত্রবেদনা-চিকিৎসা

অজীর্ণরোগে শূল-চিকিৎসা

বিসূচিকারোগে হিক্কা ও বমন-চিকিৎসা

বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান, মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সম্পূর্ণ

স্থানভেদে কুপিত বায়ুর লক্ষণ

উন্মাদরোগে জ্বর-চিকিৎসা

অপস্মাররোগ-চিকিৎসা
(হিষ্টিরিয়া)

অপস্মাররোগে ঔষধ

চতুর্থ খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

পরিভাষাপ্রকরণ

শোধন ও মারণবিধি

পারদশোধনবিধি

প্রস্তরখলে পারদ রাখিয়া রসুনের স্বরস দ্বারা ঐ পাবদ কিছুকাল মর্দ্দন করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পানেব রসে ঐ পারদকে পুনরায় মর্দ্দন করিবে, তৎপরে পূর্ব্ববৎ বৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে অথবা পান ও রসুনেব স্বরস একত্র করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে রৌদ্রে ভাবনা দিয়া ঐ রস শুষ্ক হইলে জলে ধৌত করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

হিঙ্গুলোত্থপারদপ্রস্তুতবিধি

হিঙ্গুলকে নিম্বপত্ররসে অথবা জামীরের (গোড়ালেবুর) রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া একটি দৃঢ় মৃন্ময় হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিবে এবং ঐ হাঁড়ীর মুখে একখানা শরা চিৎ করিয়া চাপা দিবে ; অনন্তর ঐ শরার সন্ধিস্থান মৃত্তিকা বা ময়দার লেই দ্বাবা এরূপ ভাবে লিপ্ত করিবে, যেন হাঁড়ীর মধ্য হইতে ধূম নির্গত না হয়, কারণ ধূম নির্গত হইলে তৎসঙ্গে পারা বহির্গত হইয়া যাইতে পারে ; তৎপবে শরার উপব কিছু জল দিয়া হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে। শরার জল উষ্ণ হইলে যখন ঐ জল হইতে ঈষৎ ধূম উঠিতে থাকিবে, তখন ঐ জল হাতা দ্বারা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিবে এবং ঐ জল পূর্ব্ববৎ উষ্ণ হইলে আবার ফেলিয়া দিবে। এইরূপভাবে প্রতি তোলা হিঙ্গুলে ৫ পাঁচ বার করিয়া জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। হিঙ্গুলোত্থিত পারদ শরার পৃষ্ঠে কালির সহিত মিশ্রিত থাকে।

সেই পারদকে প্রস্তরের খলে পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ ও ধৌত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিলেই পরিষ্কৃত হয়; এই পারদ অষ্টদোষ-বর্জ্জিত ও সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরঃ—শোধিত হিঙ্গুল ৮।১০ তোলা পরিমাণ লইয়া পরিষ্কার কাপড়ে জড়াইয়া বলের মত করিবে ও একটি মাটীর কলসীর ভিতরে রাখিয়া টীকা দিয়া আগুন ধরাইয়া দিবে ও কলসীটি একটু কাত করিয়া নির্জ্জন স্থানে রাত্রে রাখিয়া দিবে। কলসীর মুখে কাগজের একটি মুকুট উপরে ছিদ্র করিয়া পরাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। পরদিন প্রাতে কলসীর পেট, গলা ও মুকুটের ভিতর পিঠে হাত দিয়া ঘষিয়া পারা তুলিয়া একটি কলাই করা বা পাথরের পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে। কলসীর তলায় ছাই, কখনও কখনও অদগ্ধ কিছু হিঙ্গুল পড়িয়া থাকিবে। হিঙ্গুলোত্থ পারদ জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। ইহাতে ১০ তোলা হিঙ্গুলে ৭॥ কি ৮ তোলা পারা পাওয়া যাইবে। এই সঙ্গে সহজে রৌপ্য ভস্মও প্রস্তুত হয়। রৌপ্যপত্র ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া হিঙ্গুলের ভিতর ২।৩ তোলা দিয়া বলের মধ্যে রাখিবে। কলসীর তলায় ছাইএর মধ্যে কালবর্ণের রৌপ্য-পত্রগুলি পাওয়া যাইবে। ধুইয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিলেই রৌপ্যভস্ম প্রস্তুত হইবে।

গন্ধকশোধনবিধি

একখানা লৌহনির্ম্মিত হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত রাখিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ গন্ধকের ক্ষুদ্রখণ্ডসমূহ ঐ হাতায় নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধকের খণ্ডসমূহ দ্রব হইলে উহা দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ দুগ্ধনিক্ষিপ্ত গন্ধককে জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয়, এইরূপে শোধিত গন্ধক সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

গন্ধক-শোধনঃ—রসপর্পটী, রসেন্দ্রগুড়িকা, ক্ষুধাবতী গুড়িকা, প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধের জন্য গন্ধককে ৭ বার ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ভৃঙ্গরাজের রসে গলিত গন্ধক নিক্ষেপ করিয়া ছাঁকিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

কজ্জলীপ্রস্তুতবিধি

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক তুল্যাংশে লইয়া

একখানা প্রস্তরখলে মর্দ্দন করিবে, যাবৎ গন্ধক ও পারদ মিশ্রিত হইয়া কজ্জলপ্রায় দৃষ্ট না হইবে, তাবৎ মর্দ্দন করিতে থাকিবে। পারদের সূক্ষ্মকণা-সমূহ অদৃশ্য হইলে কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। কোন ঔষধে পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ উক্ত থাকিলে, সেই স্থানে কজ্জলী ২ ভাগ গ্রহণ করিবে; যে ঔষধে গন্ধকের ভাগ অধিক থাকিবে, সেই ঔষধে কজ্জলীর সহিত অতিরিক্ত গন্ধক পূর্ব্বে মিশ্রিত করিয়া লইবে অর্থাৎ পারদ ২ তোলা এবং গন্ধক ৩ তোলা কোন ঔষধে আবশ্যক হইলে, সেই স্থানে ৪ চারি-তোলা কজ্জলীর সহিত ১ তোলা শোধিত গন্ধক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। পারদশোধনবিধি ১ম পৃষ্ঠায় ও গন্ধকশোধনবিধি ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গুলশোধনবিধি

হিঙ্গুলকে একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁড়ীর মধ্যে জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে নিমজ্জিত করতঃ হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিবে; কিছুকাল পরে ঐ হিঙ্গুল বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই হিঙ্গুল শোধিত হয়। এতদ্ব্যতীত বক-ফুলের পাতার রস দ্বারা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া লইলেও হিঙ্গুল শোধিত হয়।

রসসিন্দূরপ্রস্তুতবিধি

রসসিন্দূর প্রস্তুত সম্বন্ধে বিবিধ মত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহৃত বিধি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত পারদ ৮ তোলা এবং শোধিত গন্ধক পারদের সমান গ্রহণ করিয়া কজ্জলী করতঃ ঐ কজ্জলীকে বটের অঙ্কুরের ক্বাথদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিবে; অনন্তর ঐ কজ্জলী মৃত্তিকালিপ্ত একটি কাচের বোতলে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ খড়ী দ্বারা বন্ধ করিবে এবং একটি মাটীর হাঁড়ীর নিম্নভাগে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ঐ বোতল এরূপভাবে স্থাপন করিবে, যেন ঐ হাঁড়ীর ছিদ্রের উপর বোতল দণ্ডায়মান থাকে। তৎপরে ঐ হাঁড়ী বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিবে। সময় সময় বোতলের মুখ উত্তপ্ত লৌহের শলাকাদ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিবে। এরূপভাবে চারিপ্রহর জ্বাল দিলে সমস্ত পারদ বোতলের গলায় সংলগ্ন হইবে। বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির আভা দৃষ্ট হইলে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। তৎপরে বোতল শীতল হইলে, ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে

রসসিন্দুর গ্রহণ করিবে। পারদশোধনবিধি ১ম পৃষ্ঠায় ও গন্ধকশোধনবিধি ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণসিন্দূরপ্রস্তুতবিধি

স্বর্ণপাত ১ এক তোলা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে শোধন করিয়া কাঁচিদ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিবে, পরে উহার সহিত শোধিত পারদ ৮ আট তোলা মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, স্বর্ণের সহিত পারদ মিশ্রিত হইলে, উহাতে শোধিত গন্ধক ৮ আট তোলা প্রদান পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া মৃত্তিকা-লিপ্ত বোতলে পূর্ণ করিবে, পরে সচ্ছিদ্র হাঁড়ীর উপর ঐ বোতল স্থাপন করিয়া বোতলের গলার নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং গলদেশ সম্যগ্‌রূপে লবণে বেষ্টিত করিয়া বোতলের মুখ খড়ী দ্বারা রুদ্ধ করতঃ রসসিন্দুরের পাকের নিয়মানুসারে ৪ চারি প্রহর পাক করিবে। বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির আভা দৃষ্ট হইলে পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। বোতল শীতল হইলে ভগ্ন করিয়া স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিবে এবং বোতলের নিম্নস্থ স্বর্ণ যথোক্ত নিয়মানুসারে পুট দিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। স্বর্ণশোধনবিধি ৯ম পৃষ্ঠায়, পারদশোধনবিধি ১ম পৃষ্ঠায় ও গন্ধকশোধনবিধি ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভ্রশোধনবিধি

বালুকারহিত কৃষ্ণাভ্র ও অভ্রের এক চতুর্থাংশ শালিধান্য একখণ্ড কম্বলে বদ্ধ করিয়া ৩ দিন জলমধ্যে রাখিবে, পরে ঐ অভ্র হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে যে অভ্র বহির্গত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রকার-গণ ইহাকেই ধান্যাভ্র নামে নির্দ্দেশ করেন। এই অভ্র অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া কুলের কাথে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর হস্তদ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয়।

অভ্রভস্মবিধি

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত ধান্যাভ্র আকন্দের ক্ষীরে একদিন পেষণ পূর্ব্বক ছোট চাকির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; অনন্তর ঐ অভ্র আকন্দের পাতা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একখানা শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য শরাদ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্বয়ের মুখ মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া

একটি গর্ত্তমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বনগুটিয়ার অগ্নি দ্বারা তীব্রপুট প্রদান করিবে। এইরূপে অভ্রকে পুনরায় আকন্দের ক্ষীরে পেষণ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া আকন্দের পাতা দ্বারা বেষ্টিত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ ২ দুই খানা শরার মধ্যে রাখিয়া পুট দিবে. এই প্রকার আকন্দের ক্ষীরে সাতবার পুট প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর বটের ঝুড়ির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত ক্বাথদ্বারা অভ্র পেষণ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া ৩ তিন বার তীব্র পুট দিবে, এইরূপে অভ্র ভস্ম হয়; উহা দেখিতে রক্তবর্ণ এবং সমস্ত ঔষধে প্রযোজ্য, অথবা শোধিত ধান্যাভ্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ২ দুই খানা শরার মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া ঘুটিয়ার আগুনে পুনঃপুনঃ পুট প্রদান করিবে, এইরূপ ক্রিয়া দ্বারাও অভ্র ভস্ম হয়। শতপুটিত অভ্র সমস্ত ঔষধে ব্যবহৃত হয়, সহস্রবার পুট প্রদান করিলে অভ্র বিশেষ গুণশালী হয়, এই অভ্র রসায়নে প্রযোজ্য।

লৌহশোধনবিধি

লৌহকে চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ ৭ বার উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার লৌহ শোধন করিবে। যাহারা তুবড়ী প্রভৃতি বাজী প্রস্তুত করে, তাহারা অনায়াসে লৌহ চূর্ণ করিয়া দিতে পারে. কিন্তু এই সুবিধা না থাকিলে, গোমূত্রে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

লৌহভস্মবিধি

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত লৌহচূর্ণ কিছুদিন (৩।৪ মাস) গোমূত্রে রাখিবে, অনন্তর গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক গোলাকার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং ২ হস্ত পরিমিত গভীর গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়া দ্বারা ঐ লৌহে তীব্র পুট প্রদান করিবে, এইরূপ গোমূত্রে পেষণ করিয়া একশতবার পুট দিলে লৌহ ভস্ম হয় এবং ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সহস্রবার পুট দিলে সেই লৌহ রসায়নে ব্যবহৃত হয়।

মণ্ডূরশোধনবিধি

লৌহ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর কহে। শতাধিকবর্ষের মণ্ডূর সমধিক গুণবিশিষ্ট; অশীতিবর্ষের মণ্ডূর

মধ্যম ; ষাট বৎসরের মণ্ডূর অধম , ইহা অপেক্ষা অল্পকালের মণ্ডূর বিষসদৃশ ; সুতরাং তাহা অব্যবহার্য্য। মণ্ডূর সাধারণতঃ মৃত্তিকাভ্যন্তরে ও জলাশয় ইত্যাদি খনন করিতে অনেক সময়ে পাওয়া যায়। এই মণ্ডূর গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপ ৭ বার দগ্ধ করিয়া ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে মণ্ডূর বিশোধিত হয়।

মণ্ডূরভস্মবিধি

শোধিত মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া গোমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তুলাকার করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়া দ্বারা পুনঃপুনঃ লৌহবৎ পুট-পাক করিবে। একশত পুট প্রদান করিলে মণ্ডূর সমধিক গুণশালী হয়।

বঙ্গশোধনবিধি

পদ্মরাঙ্ লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া চূণের জলে নিক্ষেপ করিয়া ২ দুই ঘণ্টা কাল জ্বাল দিলেই বঙ্গ শোধিত হয়। দ্রবীভূত পদ্মরাঙ্ চূণের জলে নিক্ষেপকালে অতি সাবধান হওয়া আবশ্যক, যেহেতু উহার কণা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চক্ষু, মুখ ও কর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে পারে।

বঙ্গভস্মবিধি

উল্লিখিত নিয়মে শোধিত পদ্মরাঙ্ লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিবে, অনন্তর পদ্মরাঙের সমান শুষ্ক হরিদ্রা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া লৌহদণ্ডদ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে। হরিদ্রা ভস্মসাৎ হইলে পদ্মরাঙের তুল্যাংশ যমানী উহাতে প্রদান করিবে এবং পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। যমানী ভস্ম হইলে পদ্মরাঙের সমান জীরা প্রদান করিবে এবং জীরা ভস্ম হইলে পদ্মরাঙের সমান তেঁতুলবৃক্ষের শুষ্ক ছাল প্রদান করিবে এবং উহা ভস্মীভূত হইলে পদ্মরাঙের সমান অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কবল্কল প্রদান করিবে এবং সর্ব্বদা লৌহদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা পদ্মরাঙ্ ভস্ম হয় ; ইহাকেই বঙ্গভস্ম বলে। এই বঙ্গ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ কেবলমাত্র শুষ্ক সিদ্ধিপত্র (ভাঙ্গ) দ্বারা বঙ্গ ভস্ম করিয়া থাকেন। বঙ্গভস্মকে দুগ্ধ দ্বারা ছানিয়া গোলাকার ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘুটিয়ার আগুনে একটি পুট দিলে আরও উৎকৃষ্ট হয়।

সীসকশোধনবিধি

সীসকের শোধনবিধি বঙ্গের ন্যায়।

সীসকভস্মবিধি

শোধিত সীসক লৌহপাত্রে দ্রব করিবে, অনন্তর উহাতে অল্প পরিমাণে যবক্ষার (সোরা) প্রদান করিবে এবং লৌহদণ্ড দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। এইরূপ অল্প যবক্ষার-সহিত তীব্র অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিলে সীসক ভস্ম হয়। যাবৎ সীসক রক্তবর্ণ ও চূর্ণাকার না হইবে, তাবৎকাল অল্প অল্প যবক্ষার দিয়া জ্বাল দিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা সীসক ভস্ম হয় এবং তাহাই ঔষধে প্রযোজ্য।

তাম্রশোধনবিধি

তাম্র পিটিয়া পাত করতঃ গোমূত্র সহ একপ্রহর তীব্রাগ্নিতে পাক করিবে; এইরূপে তাম্র দোষবিহীন ও শোধিত হয়।

তাম্রভস্মবিধি

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত তাম্রপাতের দ্বিগুণ পরিমিত হিঙ্গুল জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে মর্দ্দন করিয়া ঐ হিঙ্গুলদ্বারা তামার পাত লেপন করিবে; অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২ খানা শরার মধ্যে ঐ তামার পাত স্থাপন পূর্ব্বক সন্ধিস্থান মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিবে এবং ঐ মূষা শুষ্ক হইলে, বিলঘুটিয়াদ্বারা তীব্রপুট প্রদান করিবে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাম্র ভস্ম হয়। শোধিত তাম্রকে দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া ২।৩ বার তীব্রপুট দিলেও তাম্র ভস্ম হয়।

তাম্রের অমৃতীকরণ

তাম্রভস্মকে ছোলঙ্গলেবুর রসে বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া শুষ্ক করিবে; অনন্তর একটি ওলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া উপরে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক গজপুট প্রদান করিবে, এইরূপে তাম্রের অমৃতীকরণ সমাধা হয়। এই তাম্র বমন, বিরেচন, অরুচি ও ভ্রান্তিদোষবিহীন; ইহা প্রমেহ, কুষ্ঠ ও অন্যান্যরোগের বিবিধ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিত্তল ও কাংস্যশোধনবিধি

পিত্তল ও কাংস্যের শোধন তাম্রের ন্যায়।

পিত্তল ও কাংস্যভস্মবিধি

পিত্তল ও কাংস্যের ভস্ম-প্রণালী তাম্রবৎ

খর্পরশোধনবিধি

খর্পর (দস্তা) একখণ্ড কাপড়ে বদ্ধ করিয়া একটি পাত্রের মধ্যে ঝুলাইয়া ঐ পাত্র গোময়ে পূর্ণ করিবে, অনন্তর ঐ পাত্রের নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে, এরূপ তিন প্রহর জ্বাল দিলে খর্পর বিশোধিত হয়।

খর্পরভস্মবিধি

শোধিত খর্পরকে একটি লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে গলাইবে, অনন্তর উহাতে অল্প অল্প সৈন্ধবলবণ দিয়া জ্বাল দিবে এবং পলাশবৃক্ষের দণ্ডদ্বারা ঐ খর্পর আলোড়ন করিতে থাকিবে, যাবৎ ঐ খর্পর ভস্মীভূত অর্থাৎ চূর্ণাকার না হয়, তাবৎ সৈন্ধবলবণ প্রদান করিবে ও দণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে; এইরূপে খর্পর ভস্ম হইয়া থাকে।

রৌপ্যশোধনবিধি

রৌপ্য পাত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ তিলতৈল, তক্র (ঘোল), গোমূত্র, কাঁজি ও কুলথকলাইয়ের ক্বাথ, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে, এইরূপে রৌপ্য শোধিত হয়। সাবধানে উত্তপ্ত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে রৌপ্য গলিয়া যাইতে পারে।

রৌপ্যভস্মবিধি

শোধিত রৌপ্যের সমান স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক, এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া আকন্দের ক্ষীরদ্বারা মর্দ্দন করিবে, পরে উক্ত মর্দ্দিতদ্রব্য দ্বারা রৌপ্য-পাত লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং মূষামধ্যে ঐ পাত রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা মূষা লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে গভীর গর্ত্তমধ্যে বিলঘুটিয়ার অগ্নিদ্বারা পুট দিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা মূষান্তর্গত রৌপ্য ভস্ম হয়; মূষা হইতে রূপার পাত পৃথক্ করতঃ প্রস্তরখলে চূর্ণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ

করিবে। অথবা কিঞ্চিৎ হরিতাল জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্যপাত লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং মূষার মধ্যে রৌপ্যপাত স্থাপন করিয়া উহার উর্দ্ধ ও অধোভাগে শোধিত গন্ধকচূর্ণ রাখিয়া পুট দিবে। এইরূপে ১২ পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া থাকে। ঘুটিয়া ২০।২৪ খানির বেশী দেওয়া উচিত নহে, কারণ বেশী ঘুটিয়া দিলে প্রবল অগ্নির উত্তাপে রৌপ্য গলিয়া যাইতে পারে।

স্বর্ণশোধনবিধি

সোনার পাত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রৌপ্যশোধনের নিয়মানুসারে তৈলাদি পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার নিক্ষেপ করিলেই স্বর্ণ শোধিত হয়। স্বর্ণ সাবধানে উত্তপ্ত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে উহা গলিয়া যাইতে পারে।

স্বর্ণভস্মবিধি

বিশোধিত স্বর্ণের পাতকে কাঁচিদ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিয়া উহার তুল্যাংশ বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে। অনন্তর স্বর্ণ ও পারদ উভয়দ্রব্য একত্র করিয়া একটি প্রস্তরখলে দৃঢ়রূপে দুইদিন মর্দ্দন করিবে, কারণ উত্তমরূপে মর্দ্দন না করিলে স্বর্ণ সহজে ভস্ম হয় না; তৎপরে পারদের সমান গন্ধক উহাতে মিশ্রিত করতঃ কজ্জলী করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করিবে, অনন্তর মৃত্তিকা-সংযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মূষা দৃঢ়রূপে লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ত্রিশখানি বনঘুটিয়া দ্বারা উহাকে গর্ত্তমধ্যে পুট দিবে, তৎপরে ঐ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সমভাগ পারদ স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত করতঃ গন্ধক সহ কজ্জলী করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ত্রিশখানি বনঘুটিয়ার দ্বারা পুটপাক করিবে, এইরূপ সর্ব্বসমেত ২।৩ বার পুট দিলেই স্বর্ণ ভস্ম হইয়া সর্ব্বকার্য্যোপযোগী হয়। ঘুটিয়া বেশী দিলে সোনা গলিয়া যাইতে পারে; সুতরাং ২৫।৩০ খানির বেশী দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

স্বর্ণমাক্ষিকশোধনবিধি

তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রস সহ লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে, যাবৎ লৌহপাত্র রক্তবর্ণ না হয়, তাবৎ ঐ প্রকার জ্বাল দিবে এবং রক্তবর্ণ হইলে স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

স্বর্ণমাক্ষিকভস্মবিধি

শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ ও তাহার চারিভাগের এক ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে, পরে উহাকে চাকির ন্যায় করিয়া একখানা শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য শরাদ্বারা মুখ রুদ্ধ করিবে এবং মৃত্তিকাদ্বারা দৃঢ়রূপে সন্ধিস্থান লিপ্ত করিয়া গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়ার দ্বারা তীব্র পুট প্রদান করিবে। এইরূপে ঐ স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম হইয়া সিন্দূরের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে।

রৌপ্যমাক্ষিকশোধনবিধি

রৌপ্যমাক্ষিককে কাকরোল, মেড়াশিঙ্গী ও গোড়ালেবুর রসদ্বারা একদিন রৌদ্রে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিবে, এই প্রক্রিয়াদ্বারা রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হইয়া থাকে।

রৌপ্যমাক্ষিকভস্মবিধি

স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় রৌপ্যমাক্ষিক ভস্ম করিবে।

পিণ্ডহরিতালশোধনবিধি

হরিতালকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে, অনন্তর সেই হাঁড়িতে চাল-কুমড়ার রস এমতভাবে প্রদান করিবে, যেন হরিতাল সর্ব্বদা কুমড়ার রসে নিমজ্জিত থাকে, তৎপরে হাঁড়ির নিম্নে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে; এরূপভাবে এক প্রহর পাক করিয়া চূণের জলে পূর্ব্ববৎ এক প্রহর পাক করিবে, অনন্তর তৈলে এক প্রহর পাক করিলেই হরিতাল বিশোধিত হয়। কেহ কেহ কেবলমাত্র চূণের জলে পাক করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বংশপত্র-হরিতালশোধনবিধি

বংশপত্র-হরিতালকে চূণের জলে সাতবার ভাবনা দিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়।

হরিতালভস্মবিধি

শোধিত হরিতালকে পুনর্নবার রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; অনন্তর একটি হাঁড়ির অর্দ্ধাংশে পুনর্নবাক্ষার

স্থাপন করিয়া তদুপরিভাগে শরাদ্বয়ে অবরুদ্ধ হরিতাল স্থাপন করিবে এবং তদুপরিভাগে পুনর্ন্নবার ক্ষার প্রদান পূর্ব্বক হাঁড়ির গলদেশ পর্য্যন্ত ঐ ক্ষারে পূর্ণ করিবে। তৎপরে হাঁড়ির মুখ অন্য একখানা শরাদ্বারা রুদ্ধ করতঃ সন্ধিস্থান লিপ্ত করিয়া হাঁড়িতে ৫ দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জ্বাল দিতে থাকিবে এবং অগ্নি-জ্বাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে; এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা উভয় প্রকার হরিতাল ভস্ম হয়; ইহা বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মাত্রা ১ রতি।

রসমাণিক্যপ্রস্তুতবিধি

শোধিত বংশপত্র-হরিতালকে কুমড়ার জলে ৩ তিনবার বা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া পুনরায় দধির মাত বা কোনও অম্লরসে ৩ তিনবার বা ৭ সাত বার ভাবনা দিবে। অনন্তর ঐ হরিতালকে শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলাকৃতি কবতঃ দুইখানা শরা দ্বারা অবরুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্বয়ের সন্ধিস্থান পেষিত কুলের পাতাদ্বারা লিপ্ত করিবে, এইরূপে ঐ হরিতালপূর্ণ শরা বালুকাদ্বারা অর্দ্ধ-পরি-পূরিত হাঁড়ির মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার উপরিভাগ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিবে; অনন্তর ঐ হাঁড়িতে জ্বাল প্রদান করিতে থাকিবে, যাবৎকাল পাত্রের নিম্নভাগ অরুণবর্ণ না হয়, তাবৎ অগ্নির তাপ প্রদান করিবে।

গোদন্ত-হরিতালশোধনবিধি

হাঁড়ির মধ্যে কিছু গোময় রাখিয়া তদুপরি একটি পান রাখিবে এবং তদুপরি গোদন্ত-হরিতাল স্থাপন করিয়া ঐ হাঁড়ির উপর অন্য একটি হাঁড়ি উত্তানভাবে স্থাপন করিবে এবং উভয় হাঁড়ির সন্ধিস্থান লেপন করতঃ ঐ হাঁড়ির নিম্নে ১ দিন অগ্নির তাপ প্রদান করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা গোদন্ত-হরিতাল শোধিত হয়।

মনঃশিলাশোধনবিধি

মনঃশিলাকে চূণের জলে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা শোধিত হইয়া ঔষধে ব্যবহারোপযোগী হয়।

দারুমুজশোধনবিধি

সাদা ও লাল দারুমুজের শোধনবিধি পিণ্ডহরিতালের ন্যায় জানিবে।

সোহাগাশোধনবিধি

সোহাগাকে কোন পাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া খৈ করিলেই সোহাগা শোধিত হয়। এই সোহাগার খৈ ঔষধে প্রযোজ্য।

কড়িশোধনবিধি

কড়িকে কাঞ্জি দ্বারা জ্বাল দিলে উহা বিশোধিত হয়।

কড়িভস্মবিধি

শোধিত কড়িকে অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলে দগ্ধ হইয়া যখন ফুলিয়া উঠিবে, তখন শীতল করিয়া পেষণ করিলেই কড়িভস্ম হয়।

মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তিশোধনবিধি

শুক্তিকে একখণ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া একটি হাঁড়িতে ঝুলাইবে, অনন্তর জম্বীর-রস ও কাঁজিতে নিমজ্জিত করিয়া জ্বাল দিলেই শুক্তি শোধিত হয়।

মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তিভস্মবিধি

শোধিত শুক্তিকে অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিতে করিতে যখন উহা চূণের ন্যায় সাদা হইবে ও অনায়াসে ভগ্ন হইবে, তখন শুক্তি ভস্ম হইয়াছে বুঝিবে।

শঙ্খশোধনবিধি

শঙ্খকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বদ্ধ করতঃ জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে ও কাঁজিতে শুক্তির ন্যায় পাক করিবে, অনন্তর উষ্ণজলে ধৌত করিয়া লইলেই শঙ্খ শোধিত হয়। শঙ্খনাভির শোধন ও ভস্মপ্রণালী শঙ্খের ন্যায়।

শঙ্খভস্মবিধি

শোধিত শঙ্খ মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শঙ্খ ভস্ম হয়।

সমুদ্রফেনশোধনবিধি

সমুদ্রফেনকে কাগজীলেবুর রসের সহিত পেষণ করিলে উহা শোধিত হয়।

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকাশোধনবিধি

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকা গব্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া লইলেই বিশোধিত হয়।

গৈরিকশোধনবিধি

গেরিমাটীকে জম্বীর (গোড়ালেবুর) রসে পাক করিলেই উহা বিশোধিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জনশোধনবিধি

রসাঞ্জনকে একদিন জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে ভাবনা দিলে উহা বিশোধিত হয়।

হীরাকসশোধনবিধি

হীরাকসকে ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ) রসের সহিত কিছুকাল পাক করিলে নির্ম্মল হইয়া বিশোধিত হয়।

তুত্থকশোধনবিধি

তুত্থক (তুঁতে) ও তাহার অর্দ্ধাংশ গন্ধক একত্র করিয়া মূষামধ্যে পূর্ণ করতঃ মূষার উপরিভাগ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে; অনন্তর মূষা শুষ্ক হইলে কিছুকাল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে; এইরূপে তুত্থক শোধিত হয়।

কঙ্কুষ্ঠশোধনবিধি

কঙ্কুষ্ঠ কাঁজিতে এক প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়।

স্ফটিকশোধনবিধি

ফিট্‌কিরী অগ্নি-সন্তাপে ফুটাইয়া লইলেই শোধিত হয়।

নিশাদলশোধনবিধি

নিশাদলকে উষ্ণজলে মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণজলে গুলিয়া একখণ্ড মোটা কাপড়দ্বারা ছাঁকিবে এবং কিছুকাল একটি পাত্রে রাখিবে; অনন্তর ঐ জল শীতল হইলে পাত্রের নিম্নস্থিত নিশাদলের দানা গ্রহণ করিবে। এইরূপে শোধিত নিশাদল ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

যবক্ষারপ্রস্তুতবিধি

যবের শুক (শুঁয়া) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা হইতে /২ সের পরিমিত ভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলে মিশ্রিত করিবে; অনন্তর ঐ জল ক্রমান্বয়ে

একুশবার মোটা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া তীব্র অগ্নি-সন্তাপে পাক করিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জল নিঃশেষিত হইলে পাকপাত্রে যবক্ষার দৃষ্ট হয়।

যবক্ষারশোধনবিধি

যবক্ষার উষ্ণ জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণজলে গুলিয়া একটি পাত্রমধ্যে রাখিবে এবং ঐ জল শীতল হইলে পাত্রের নিম্নসঞ্চিত বিশুদ্ধ যবক্ষার গ্রহণ করিবে।

হীরকশোধনবিধি

হীরককে কণ্টিকারীর মূলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ করতঃ একটি হাঁড়িতে ঝুলাইয়া রাখিবে, অনন্তর ঐ হাঁড়িতে কুলত্থ কলাইয়ের ক্বাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে; ঐ ক্বাথ নিঃশেষিত হইলে ঐ হাঁড়িতে কোদধান্যের ক্বাথ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় জ্বাল দিবে, এইরূপে তিন দিন পাক করিলে হীরক বিশোধিত হয়।

হীরকভস্মবিধি

শোধিত হীরককে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ-সংযুক্ত কুলত্থ কলাইয়ের ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপে ২১ একুশবার দগ্ধ করিয়া নিক্ষেপ করিলে হীরক ভস্ম হয়।

মুক্তা ও প্রবালশোধনবিধি

মুক্তাকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটি পাত্রে ঝুলাইয়া ঐ পাত্র জয়ন্তীপাতার রসে পূর্ণ কবিবে ও পাত্রের নিম্নে অগ্নিতাপ প্রদান করিতে থাকিবে। এইরূপ এক প্রহর পাক করিলে মুক্তা শোধিত হয়। প্রবালের শোধনবিধিও মুক্তার ন্যায় জানিবে।

মুক্তা ও প্রবালভস্মবিধি

শোধিত মুক্তাকে লঘু পুটে পাক করিলে উহা ভস্ম হয়। প্রবালের ভস্ম-বিধিও মুক্তার ন্যায় জানিবে।

বৈক্রান্তশোধন ও ভস্মবিধি

বৈক্রান্তের শোধন ও ভস্মবিধি হীরকের শোধন ও ভস্মবিধিবৎ জানিবে।

বিবিধরত্নশোধনবিধি

পদ্মরাগ ইত্যাদি রত্নকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া

জম্বীর (গোড়ালেবুর) রসে বা ছোলঙ্গলেবুর রসে নিমজ্জিত করিবে; অনন্তর ঐ হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল প্রদান করিবে; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা রত্নসমূহ বিশোধিত হয়।

বিবিধরত্নভস্মবিধি

কুলথ কলাইয়ের ক্বাথ দ্বারা মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক মর্দ্দন করিয়া ঐ মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা রত্নসমূহকে বেষ্টন পূর্ব্বক মূষামধ্যে স্থাপন করিবে; অনন্তর ঐ মূষা মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাক করিবে; এইরূপ আটবার পুটপাক করিলে রত্নসমূহ ভস্মীভূত হয়।

উপরত্নশোধন ও ভস্মবিধি

পেরোজ, কাচ, স্ফটিক ও বিবিধ বর্ণের মণির শোধন ও ভস্মবিধি রত্নের শোধন ও ভস্মবিধিবৎ জানিবে।

রাজপট্টশোধন ও ভস্মবিধি

রাজপট্ট চূর্ণ করিয়া উহার সহিত গব্যঘৃত মিশ্রিত পূর্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিবে; অনন্তর ঐ রাজপট্ট লৌহপাত্রে ঝুলাইয়া মহিষীর দুগ্ধে নিমজ্জিত করতঃ অগ্নির তাপ প্রদান করিবে। এইরূপে দুগ্ধ নিঃশেষিত হইলে সৈন্ধব-লবণে, ক্ষারবর্গে ও শজিনার রসে নিক্ষেপ করিয়া ছোলঙ্গলেবুর রসে বা জম্বীর-রসে একদিন ভাবনা দিবে এবং বস্ত্রবদ্ধ করিয়া ঐ রসের সহিত পুনরায় পাক করিলে রাজপট্ট বিশোধিত হয়। শোধিত রাজপট্টকে পুটপাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

শিলাজতুশোধনবিধি

শিলাজতুকে গোদুগ্ধে, ত্রিফলাক্বাথে ও ভীমরাজরসে যথাক্রমে মর্দ্দন পূর্ব্বক এক দিন করিয়া ভাবনা দিলে বিশোধিত হয়।

নখীশোধনবিধি

নখীকে কাঁচা তেঁতুলের রসে অথবা গোময়রসে সিদ্ধ করিয়া ভাজিয়া লইবে; অনন্তর গুড় ও হরীতকীর জলে ভিজাইয়া লইলেই নখী বিশুদ্ধ হয়।

বিষশোধনবিধি

বিষকে (কাঠবিষকে) খণ্ড খণ্ড করিয়া ২।৩ ঘণ্টা গোমূত্রে পাক করতঃ

জলে ধৌত করিবে ; অনন্তর উপরিস্থিত ত্বক্ ফেলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই বিষ শোধিত হয়।

কৃষ্ণসর্পবিষশোধনবিধি

যুবা ও বলবান্ কৃষ্ণসর্পের নূতন বিষ গ্রহণ করিয়া সর্ষপতৈল দ্বারা আপ্লুত করিবে ; অনন্তর রৌদ্রে ঐ বিষ শুষ্ক করিয়া পানের রস, বকবৃক্ষের পত্রের রস ও কুডের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে ; এইরূপে সর্পবিষ বিশুদ্ধ হয় এবং ইহাই ঔষধে প্রযোজ্য।

জৈপালবীজশোধনবিধি

জৈপালের খোসা পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রবর্ণ বীজ গ্রহণ করিবে ; অনন্তর ঐ বীজ দ্বিখণ্ড করিয়া মধ্যস্থ জিহ্বাসদৃশ সূক্ষ্মপাত সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্তর-খলে মর্দ্দন করিবে ; পরে উহা নূতন শরায় লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই উহার তৈল নিঃশেষিত হয়। এইরূপে উহা তৈলরহিত হইলে উহাকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটি পাত্রে ঝুলাইয়া গোদুগ্ধ-সহ অগ্নিতে এক প্রহর পাক করিবে ; এইরূপে জৈপালবীজ বিশোধিত হয়।

ধুস্তূরবীজশোধনবিধি

ধুস্তূরবীজকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটি গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ঝুলাইয়া নিম্নে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে, এইরূপে ২ ঘণ্টাকাল গোদুগ্ধ-সহ পাক করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই ধুস্তূরবীজ শোধিত হয়।

সিদ্ধিবীজ ও সিদ্ধিশোধনবিধি

সিদ্ধির বীজ ধুস্তূরবীজের ন্যায় গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। সিদ্ধিপত্র সিদ্ধিবীজের ন্যায় গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশোধিত হয়।

লাঙ্গলীশোধনবিধি

লাঙ্গলীকে এক দিন গোমূত্রে ভাবনা দিলেই উহা বিশোধিত হয়।

বৃদ্ধদারকবীজশোধনবিধি

বৃদ্ধদারক (বিস্তারক) বীজসকল বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ধুস্তূরবীজের ন্যায় সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে।

অহিফেনশোধনবিধি

অহিফেনকে গোদুগ্ধে একবার ভাবনা দিলেই উহা শোধিত হয়।

কুঁচিলাশোধনবিধি

কুঁচিলাকে এক প্রহর দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিলেই উহা বিশোধিত হয়।

ভল্লাতকশোধনবিধি

সুপক্ব ভেলাসমূহ জলে নিক্ষেপ করিলে যেগুলি জলে নিমগ্ন হয়, সেই সকল ভেলাই শোধনযোগ্য ; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উক্ত ভেলাসকলকে ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধৌত করিলেই উহা বিশোধিত হয়।

গুগ্‌গুলুশোধনবিধি

নূতন গুগ্‌গুলু ঔষধে ব্যবহার্য্য, কারণ উহাই সমধিক গুণশালী। নূতন গুগ্‌গুলু নরম এবং পুরাতন গুগ্‌গুলু শক্ত। গুগ্‌গুলুর সহিত সংলগ্ন প্রস্তরখণ্ড ও অন্যান্য ময়লা যথাসম্ভব দূরীভূত করিয়া খণ্ড-খণ্ড করতঃ গোদুগ্ধে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহাকে একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া দুগ্ধপূর্ণ হাঁড়িতে ঝুলাইয়া পাক করিবে। তৎপর পোট্‌লীস্থিত গুগ্‌গুলু গলিয়া হাঁড়ির তলায় পতিত হইলে উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। গুগ্‌গুলু নূতন হইলে উহা শুষ্ক করিলেও বেশ নরম থাকে, সুতরাং কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া লইলে আরও নরম হয়, তখন ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়। যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ঘৃতদ্বারা গুগ্‌গুলু পেষণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। গুগ্‌গুলু পুরাতন হইলে উহা অত্যন্ত শক্ত হয়, সুতরাং শোধন করিয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা গুগ্‌গুলু শোধিত হয়।

হিঙ্গুশোধনবিধি

হিংকে ঘৃতসহ ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা হিং বিশোধিত হইয়া থাকে।

রসোনশোধনবিধি

রসোনের খোসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জলমিশ্রিত দুগ্ধে কিছুক্ষণ পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই রসোন বিশুদ্ধ হয়।

সীজক্ষীরশোধনবিধি

সীজক্ষীর ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া উহার সহিত তেঁতুল-পত্রের রস দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই ঐ ক্ষীর বিশোধিত হয়।

আকন্দশোধনবিধি

আকন্দমূলের ছাল বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া দুগ্ধপূর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিতে পাক করিলে বিশোধিত হয়। আকন্দক্ষীরকে সীজক্ষীরবৎ শোধন করিবে।

কুঁচ ও করবীমূলশোধনবিধি

কুঁচ ও করবী-বৃক্ষের মূলকে আকন্দবৎ শোধন করিবে।

বিবিধবীজশোধনবিধি

শ্বেতঘোষার বীজ, ঘোষাবীজ, দন্তীবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখালশশার বীজ, তিতলাউবীজ, কাকঠুটীবীজ ও মাকালফল—ইহাদিগকে আমলকীর রসে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে। ডালকরমচার বীজ ও নাটাকরমচার বীজকে ভীমরাজের রসে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিয়া লইবে।

জলৌকাশোধনবিধি

তাম্রপাত্রে একসের পরিমিত জলের সহিত অর্দ্ধতোলা হরিদ্রাচূর্ণ গুলিয়া উহাতে পুরাতন জলৌকা (জোঁক) নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা জলৌকা লালা পরিত্যাগ করে এবং বিশোধিত হয়; এই জলৌকা রক্তমোক্ষণার্থ প্রয়োগ করিবে।

পরিমাণনির্ণয়

৬ সর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ গুঞ্জা অর্থাৎ ১ রতি, ৫ রতিতে ১ মাষা। মাষা-সম্বন্ধে ছয়প্রকার মত দৃষ্ট হয়—কোনও মতে ছয় রতিতে, কাহারও

মতে ৭ রতিতে, কোনও মতে ৮ রতিতে, কোনও মতে ১০ রতিতে, আবার কাহারও মতে ১২ রতিতে এক মাষা ; চরকের মতে ১০ রতিতে এক মাষা এবং সুশ্রুতের মতে ৫ রতিতে এক মাষা নিরূপিত হইয়াছে ; এক্ষণে ঔষধে ১২ রতি হিসাবে মাষা গ্রহণ করা হয়, ৪ চারি মাষায় অর্থাৎ ৪৮ রতিতে এক শান অর্থাৎ ॥ অর্দ্ধ তোলা, ২ শানে বা ৯৬ রতিতে অথবা ৮ মাষায় ১ কোল অর্থাৎ ১ তোলা, ২ কোলে অর্থাৎ দুই তোলায় এক কর্ষ, ৪ কর্ষে বা ৮ তোলায় এক পল, ৪ পলে বা ৩২ তোলায় এক কুড়ব বা অর্দ্ধসের, ২ কুড়বে বা ৬৪ তোলায় ১ শরাব অর্থাৎ ১ সের, ২ শরাবে অর্থাৎ দুই সেরে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে অর্থাৎ ৮ সেরে এক আঢ়ক, ৪ আঢ়কে অর্থাৎ ৩২ সেরে এক দ্রোণ, ২ দ্রোণে অর্থাৎ ৬৪ সেরে ১ স্থর্প বা কুম্ভ, ২ স্থর্পে অর্থাৎ ১২৮ সেরে এক দ্রোণী, বাহ বা গোণী হয় ; ৪ গোণীতে ১ খাড়ী।

দ্রব্যবিশেষে মাত্রার ভেদ

সমস্ত উদ্ভিজ্জই নূতন ও শুষ্ক গ্রহণ করিবে, কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য আর্দ্র গ্রহণ করিতে হইলে দ্বিগুণ-পরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক ; অর্থাৎ যদি কোন তৈল, ঘৃত বা ক্বাথে ১ তোলা মুথা-গ্রহণের উল্লেখ থাকে, অথচ সময়াভাবে বা অন্য কোন কারণে উহা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয়, তবে ২ তোলা গ্রহণ করিবে।

সরসদ্রব্যবিশেষগ্রহণবিধি

বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়্চি, অশ্বগন্ধা, শুলফা, হস্তিকর্ণপলাশ, পীতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটি, গুগ্‌গুলু, হিং, আদা, গুড়, শর্করা ও মাংস ; এইসকল দ্রব্য ঘৃত বা তৈলাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে আর্দ্র অর্থাৎ সরস অবস্থায় প্রদান করিবে, কিন্তু দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না।

পুরাতনদ্রব্যবিশেষগ্রহণবিধি

গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ ; এইসকল দ্রব্য পুরাতন হইলে সমধিক কার্য্যকারী হয় ; কিন্তু রোগবিশেষে নূতনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্রব্যাঙ্গগ্রহণবিধি

খদিরাদি বৃক্ষের সার গ্রহণ করিবে। নিম্বাদি (নিম, অর্জ্জুন ও শোণ প্রভৃতি) বৃক্ষের বল্কল, দাড়িম ও হরীতকী প্রভৃতি ফলের খোসা, পটোল ও তালীশাদির পাতা গ্রহণ করিবে। সচরাচর যে-সকল বৃক্ষ ও তাহাদের মূল বৃহৎ এবং অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ-সারবিশিষ্ট, তাহাদের বল্কল গ্রহণ করিবে। যে-সকল বৃক্ষ ক্ষুদ্র ও যাহাদের অভ্যন্তর সারবিহীন (আকনাদি প্রভৃতি), সেই সকল বৃক্ষের মূল, শাখা ও পত্র সমস্তই ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গ গ্রহণ

উদ্ভিজ্জের মূল শীত ও গ্রীষ্মকালে উদ্ধৃত করিবে ; পত্র বর্ষা ও বসন্তঋতুতে আহরণ করা বিধেয় ; ত্বক্, কন্দ (ভূমিকুষ্মাণ্ডাদি), ক্ষীর (মনসা, আকন্দ প্রভৃতি) ও সপত্রগুল্মাদি শরৎকালে এবং বৃক্ষের সার হেমন্তঋতুতে গ্রহণ করিবে ; কিন্তু ফল ও পুষ্প যে ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতেই গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঔষধের বীর্য্যকালনিরূপণ

চূর্ণ ঔষধ ২ মাসের পর বীর্য্যহীন হয় এবং বটিকা, মোদক ও অবলেহ ও সাধারণতঃ সমস্ত ঔষধই একবৎসরের পর হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। পক্ক ঘৃত, পক্ককটুতৈল এবং লঘুপাকের ঔষধ চারিমাসান্তে বীর্য্যবিহীন হয়, কিন্তু পক্কতিলতৈল ও এরণ্ডতৈল একবৎসরের পর বীর্য্যশালী হয় ; পরন্তু আসব, ধাতুদ্রব্য ও পারদ যত পুরাতন হয়, ততই সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঔষধগ্রহণের স্থাননিরূপণ

আগ্নেয়-গুণসম্পন্ন বিন্ধ্যাচলাদি পর্ব্বতস্থিত ঔষধ এবং সোমগুণসম্পন্ন হিমালয়াদি পর্ব্বতস্থিত ঔষধ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বত ব্যতীত অন্যান্য স্থানের ঔষধও গ্রহণ করিবে। জঙ্গল ও সাধারণদেশস্থিত পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের ঔষধ কীটাদি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হইলে তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঔষধগ্রহণে অপ্রশস্তস্থান

দেবালয়, বল্মীকাবৃতস্থান, কূপমধ্য, শবদাহভূমি, বৃক্ষমূল, পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, জলাবৃতভূমি ও লবণাক্ত ভূমিতে যেসকল উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও গ্রহণ করিবে না এবং অকালজাত, কীটাদি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও বহুকাল-জাত বৃক্ষও গ্রহণ করা বিধেয় নহে। বৃক্ষের স্বাভাবিক আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর অবয়ব-বিশিষ্ট বৃক্ষও ঔষধে প্রযোজ্য নহে।

পুংস্ত্রীভেদে প্রাণিজদ্রব্যগ্রহণ

মাংসরস, তৈল বা ঘৃতাদি প্রস্তুতকরণার্থ পক্ষিজাতির (পায়রা, কুক্কুট, তিত্তিরি ও ময়ূর প্রভৃতির) মাংস গ্রহণ করিতে হইলে পুরুষ-পক্ষীর মাংসই গ্রহণ করিবে। পশুজাতির মাংস ও মূত্র গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রীজাতীয় পশুর মাংস ও মূত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু পশুমধ্যে স্ত্রীজাতীয় বন্ধ্যা-ছাগীর এবং পুরুষ-শৃগালের মাংস গ্রহণ করা বিধেয়। পশু ও পক্ষিসকল বলিষ্ঠ, বয়ঃপ্রাপ্ত, রোগবিহীন ও সুন্দরকায় হওয়া আবশ্যক। মূত্র গ্রহণ করিতে হইলেও স্ত্রীজাতীয় পশুর (ছাগী, গর্দ্দভী ও গাভীর) মূত্র, তাহাদের উদরস্থ আহার জীর্ণ হইলে গ্রহণ করিবে।

এক দ্রব্যের অভাবে অন্য দ্রব্য গ্রহণ

মধুর অভাবে পুরাতন গুড় এবং পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় রৌদ্রে চারিপ্রহর উত্তপ্ত করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধের অভাবে কাঁচা মুগের বা মসূরের যূষ, ইক্ষুগুড়জাত মিশ্রী বা ইক্ষু-চিনির অভাবে খাঁড়গুড়, শালিধান্যের অভাবে যেটেধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীফল, দাড়িমের অভাবে বৃক্ষাম্ল (তেঁতুল), সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী বা ফিট্‌কারী, তগরমূলের অভাবে শীহলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডূর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সর্ষপ, চই ও গজপিপুলের অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শালপাণি, মুণ্ডতিকার অভাবে তালমস্তক, কুঙ্কুম-অভাবে কাঁচা-হরিদ্রা বা কুসুম-পুষ্প, মুক্তা-অভাবে শঙ্খভস্ম, হীরক-অভাবে পীতকড়িভস্ম, কাঁকড়াশৃঙ্গী-অভাবে মায়াফুবীজ, ধনের অভাবে শুলফা, বারাহীকন্দ-অভাবে চামার আলু, মূর্ব্বা-(সূচীমুখী)-

অভাবে জিঙ্গিনীবৃক্ষের মূল, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধবলবণের অভাবে সামুদ্রলবণ বা বিট্‌লবণ, কুস্তুম্বুরুর অভাবে ধনে এবং পুষ্পের অভাবে কচিফল গ্রহণ করিবে। উদরাময় রোগে কচি বিল্বফলই সর্ব্বদা গ্রাহ্য; যষ্টিমধুর অভাবে চই বা আমলকী, কুড়্‌চির অভাবে তালমূলীর মূল, রাস্নার অভাবে পরগাছা, জীরার অভাবে ধনে এবং তুম্বুরুর অভাবে শালিধান্য প্রয়োগ করিবে।

ভল্লাতক (ভেলা) রোগীর অসহ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন বা রক্ত-চিতার মূল অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। ইক্ষুর অর্থাৎ আকের অভাবে নল-তৃণ, মদ্য অভাবে শিধাকী, শুক্তির অভাবে কাঁজি, রক্তচিতার অভাবে দন্তীমূল অথবা আপাঙ্‌ক্ষার, ধন্বযাস-অভাবে দুরালভা, কুলেখাড়ার অভাবে গোক্ষুর-বীজ বা মানকচুর মূল, লক্ষণামূলের অভাবে ময়ূরপুচ্ছ, বকুলের অভাবে সুঁদি উৎপল বা পদ্ম গ্রহণ করিবে। নীলোৎপল-অভাবে কুমুদ, জাতীপুষ্প-অভাবে লবঙ্গ, আকন্দ বা সীজ প্রভৃতির ক্ষীরের অভাবে ঐসকল বৃক্ষের পত্ররস, বিষলাঙ্গুলিয়ার ও গেটেলার অভাবে কুড়, শ্রীখণ্ডচন্দনের অভাবে কর্পূর, রক্তচন্দনের অভাবে বেণার মূল, আতইযের অভাবে মুথা, হরীতকীর অভাবে আমলকী এবং নাগকেশরের অভাবে পদ্মকেশর ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক বা লৌহ, রূপার অভাবে রৌপ্যমাক্ষিক অর্থাৎ বিমল ব্যবহার করিবে; স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে কান্তলৌহও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কান্তলৌহের অভাবে তীক্ষ্ণলৌহ (ইস্পাতলৌহ) ব্যবহার্য্য।

রসাঞ্জন অভাবে দারুহরিদ্রা, তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী, বামনহাটীর অভাবে তালীশপত্র বা কণ্টিকারীর মূল গ্রহণ করিবে। সাচিক্ষারের অভাবে পাঙ্গালবণ, অম্লবেতসের অভাবে চুক্র, গাম্ভারী-ফলের অভাবে পীতসালপুষ্প, নখীর অভাবে লবঙ্গপুষ্প, কস্তুরীর অভাবে কাকোলী, কাকোলীর অভাবে জাতীপুষ্প, কর্পূরের অভাবে বেড়েলা বা সুগন্ধিমুথা, দারুহরিদ্রার অভাবে কাঁচা-হরিদ্রা ব্যবহার করিবে। সেবনযোগ্য ঔষধে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে যমানী প্রদান করিবে এবং প্রলেপাদিতে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে বনযমানী প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে

গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতক-ছালের অভাবে নিমছাল, মৃগনাভির অভাবে খাটাসী, যে কোন মাংসের অভাবে কপোত-(পায়রা)-মাংস, মাংসযূষের অভাবে মুগের যূষ এবং যে কোন দুগ্ধের অভাবে গর্ভবতী গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করিবে।

এক দ্রব্যের অভাবে সমগুণ-বিশিষ্ট অন্য দ্রব্যের প্রয়োগবিধি

বটিকা, চূর্ণ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতির প্রস্তুতকালে কোন দ্রব্যের অভাব হইলে সেই ঔষধের পরিবর্ত্তে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী তুল্যগুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য প্রদান করিবে এবং অনেক স্থানে বিবেচনাপূর্ব্বক বা প্রাচীন বৈদ্যগণের উপদেশানুসারে একটি দ্রব্যের অভাবে রোগনিবারক দ্রব্য-বিশেষ গ্রহণ করিবে; কিন্তু কোনও ঔষধ-প্রস্তুতকালে দ্রব্য-বিশেষের মাত্রাধিক্য দৃষ্ট হইলে বা সেইসকল দ্রব্য মুখ্য ঔষধ বিবেচিত হইলে সেই ঔষধের পরিবর্ত্তে তৎসদৃশ অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ সুদর্শনচূর্ণে বা জ্বরভৈরবচূর্ণে চিরতা, জ্বরনাগময়ূরচূর্ণ ও কৃষ্ণজীরাচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য, কুটজাবলেহে কুড়্চির ছাল, বাসাবলেহে বাসক, পিত্তান্তকরসে রৌপ্যভস্ম, গুড়ূচ্যাদিলৌহে বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহে লৌহভস্ম। এইসকল প্রধান ঔষধের অভাবে বা পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিবে না।

কোন ঔষধ-প্রস্তুতকালে সেই ঔষধে রোগের অবস্থানুসারে কোন দ্রব্য অনুপযুক্ত বোধ করিলে চিকিৎসক তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ গ্রহণ করিবেন এবং সুচিকিৎসক রোগের উপযুক্ত অতিরিক্ত কোন দ্রব্যও আবশ্যক হইলে গ্রহণ করিবেন। যে-সমস্ত দ্রব্য অন্যান্য ঔষধের অভাবে নিরূপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য রোগ ও ঔষধের ফলাফল বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে অর্থাৎ সকল স্থানেই অভাবে বা পরিবর্ত্তে অন্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে সেই ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না।

স্বরস ও তদভাবে রসপ্রস্তুতবিধি

কীটাদি-কর্ত্তৃক অভক্ষিত সরস উদ্ভিদ্ ভূমি হইতে উদ্ধৃত করিয়া জলে ধৌতপূর্ব্বক পেষণ করিবে; অনন্তর বস্ত্র বা যন্ত্রাদি-সহযোগে ঐ দ্রব্যের রস বহির্গত করিয়া লইবে, ইহাই স্বরস-নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্বরসের অভাব হইলে শুষ্কদ্রব্য কুট্টিত করিয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করতঃ চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে অথবা শুষ্কদ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণে চূর্ণ করিয়া একসের জলে অহোরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, উহাও স্বরসের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

তণ্ডুলোদকপ্রস্তুতবিধি

আটতোলা পরিমাণে আতপ তণ্ডুল (চাউল) কুট্টিত করিয়া চতুর্গুণ জলে অহোরাত্রি ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে; এইরূপে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়।

উষ্ণোদকপ্রস্তুতবিধি

জল অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ অথবা অর্দ্ধাংশ পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে, ইহাকে উষ্ণোদক কহে। অল্পপরিমাণে শোষিত হইলেও সেই জলকে উষ্ণোদক কহে।

কাঁজিপ্রস্তুতবিধি

কুট্টিত আশুধান্য ৮ সের এবং খণ্ডীকৃত কচি-মূলা ২ সের ও জল ১৬ সের; এই সমস্ত একটি পাত্রে রাখিবে এবং যখন উহা অম্লরসভাবাপন্ন হইবে, তখন কাঁজি প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। আশুধান্যের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে চাউল দ্বারাও কাঁজি প্রস্তুত হয়।

তক্রপ্রস্তুতবিধি

দধিতে চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থনদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিলে তাহার স্নেহ অংশকে মাখন এবং জলীয় অংশকে তক্র বা ঘোল কহে।

কট্বরপ্রস্তুতবিধি

সরবিশিষ্ট দধিকে মন্থন করিলে যে তক্র নির্ম্মিত হয়, তাহাকে কট্বর কহে

অম্লমূলকপ্রস্তুতবিধি

কাঁজিতে মূলা ভিজাইয়া রাখিয়া বাসি করতঃ পাক করিলে তাহাকে অম্ল-মূলক কহে।

মধুশুক্তপ্রস্তুতবিধি

জম্বীর রস ২ সের, মধু অর্দ্ধসের এবং পিপুলমূল অর্দ্ধসের; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটি কলসীতে পূর্ণ করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে একমাস রাখিবে; এইপ্রকারে মধুশুক্ত প্রস্তুত হয়।

পর্পটীপ্রস্তুতবিধি

সমভাগ শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে কজ্জলীর সহিত অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইবে, অনন্তর পর্পটী পাক-কালে গোময়োপরি অতি কোমল কলার পাতা এমতভাবে স্থাপন করিবে, যেন ঐ কলার পাতার মধ্যস্থানে তরলপদার্থ অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ মধ্যস্থান ঢালু হয় এবং অন্য কোমল কলার পাতা দ্বারা কিঞ্চিৎ গোময় বেষ্টিত করিয়া লইবে, তৎপব বদরী-কাষ্ঠের কয়লার মৃদু-অগ্নিতে লৌহনির্ম্মিত পুরু হাতা উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রদান করিবে; অনন্তর ঐ কজ্জলী বা কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত দ্রব্য উহাতে অল্পপরিমাণে প্রদান করিবে এবং একটি ছোট লৌহ-খুন্তি দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। যখন ঐ কজ্জলী লৌহ হাতা হইতে পৃথক্ হইয়া আঠার ন্যায় হইবে, তখন উক্ত খুন্তি দ্বারা ঐ কজ্জলীকে কলার পাতার ঢালুস্থানে বিন্যস্ত করিবে এবং অন্য কদলীপত্র-বেষ্টিত গোময় দ্বারা শীঘ্রই দৃঢ়রূপে চাপ দিবে, যেন কোন পার্শ্ব হইতে উহার ধূম বহির্গত না হয়। এইরূপ ভাবে চাপ দিয়া মুহূর্ত্ত পরে ঐ গোময়-পিণ্ড অপসারিত করিলে পর্পটী প্রস্তুত হইয়াছে দেখিবে; পর্পটী সহজে ভগ্ন হইলে বা ভগ্ন করিবার কালে শব্দ না হইলে মৃদুপাক হইয়াছে বুঝিবে এবং ভাঙ্গিতে শব্দ হইলে উহা খরপাক হইয়াছে বুঝিবে; এইরূপ খরপাকের পর্পটী পরিত্যাজ্য।

অন্নাদিসাধনবিধি

তণ্ডুলের পরিমাণ যত হইবে, তাহার পাঁচগুণ জলদ্বারা অন্ন পাক করিবে এবং তণ্ডুলের নয়গুণ জলদ্বারা বিলেপী পাক করিবে; তণ্ডুলের উনবিংশগুণ জল দ্বারা পাক করিলে তাহাকে মণ্ড কহে এবং একাদশগুণ জলে পাক করিলে তাহাকে পেয়া বলা যায়। সিঠার অর্থাৎ কণার ভাগ অধিক ও তরল পদার্থের ভাগ অল্প থাকিলে বিলেপী পাক করা হইয়াছে বুঝিবে এবং সিঠা-রহিত অথচ তরল থাকিলে মণ্ড পাক হইয়াছে বুঝিবে, সিঠার ভাগ অল্প এবং তরল পদার্থের ভাগ অধিক থাকিলে পেয়া প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিবে।

মাংসরসপ্রস্তুতবিধি

মাংসরস তিনপ্রকার যথা—ঘন, অচ্ছ অর্থাৎ পাতলা ও অচ্ছতর অর্থাৎ অত্যন্ত পাতলা। ঘন মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৯৬ তোলা মাংসকে প্রস্তরে কিঞ্চিৎ পেষণপূর্ব্বক বটকাকার করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে; অনন্তর ৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পাতলা মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৪৮ তোলা মাংসকে পূর্ব্ববৎ ঘৃতে ভাজিয়া চারি সের জলসহ পাক করিবে এবং একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অচ্ছতর মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৮ তোলা মাংসকে কুট্টিত করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া ৪ সের জলসহ পাক করিবে এবং একসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মাসযূষপ্রস্তুতবিধি

দাইল প্রভৃতি বস্তুর দ্বিগুণ মাংস লইয়া সর্ব্বসমষ্টির আটগুণ জলসহ পাক করিবে এবং এক-চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে।

দুগ্ধপাকবিধি

ঔষধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিবার বিধি থাকিলে ঐ ঔষধের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্য একটি হাঁড়িতে রাখিয়া পাক করিবে; তৎপরে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই দুগ্ধ পাক হইয়াছে জানিবে।

মোদকপাকবিধি

মোদক পাক করিতে হইলে সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি বা ইক্ষুগুড় গ্রহণ করিবে, কিন্তু যে-স্থানে বিশেষ বিধান দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে চিনি বা গুড় সেই পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মোদকে চূর্ণের পরিমাণ অধিক হইলে চিনিকে প্রথমে অল্পজল সহ পাক করিয়া চিনির রস যথারীতি পাক না হইতেই চুল্লীর উপরিস্থিত ঐ রসের মধ্যে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাতাদ্বারা আলোড়ন করিবে, কিন্তু মোদকে চূর্ণের পরিমাণ অল্প থাকিলে চিনিতে অল্প জল দিয়া যথারীতি রস প্রস্তুত করতঃ চুল্লা হইতে ঐ পাত্র অবতরণ করাইবে, অনন্তর ঐ চিনির রসমধ্যে সমস্ত চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাতাদ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে ও যাবৎ চিনির রসের সহিত চূর্ণ সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত না হয়, তাবৎ দৃঢ়রূপে আলোড়ন করিবে ; অনন্তর শীতল হইলে উহাতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

গুড়পাকবিধি

গুড়পাককালে হাতায় করিয়া উহার পরীক্ষা করিবে, কিঞ্চিৎ গুড় হাতার উপর তুলিয়া ধরিলে যখন সূতার ন্যায় নাল পড়িবে এবং হাতায় লিপ্ত হইবে, তখন উহার পাক সমাধা হইয়াছে জানিবে। জলপূর্ণ পাত্রে গুড় নিক্ষেপ করিলে যখন উহা নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে অর্থাৎ বিস্তৃত না হইবে, তখন উহার পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

গুড় পাকের ন্যায় গুগ্গুলুর পাক জানিবে।

ঔষধপ্রস্তুতবিধি

রোগীর আর্থিক অবস্থানুসারে অল্প বা অধিকমাত্রায় ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; তাহাতে বটিকাদির গুণের বিশেষ কোন তারতম্য হয় না, কিন্তু অগ্নিপক্ক ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রস্তুত করাই বিধেয়।

বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে সমস্ত উদ্ভিজ্জদ্রব্য (মূল, সার, পত্র, বল্কল ও ফল প্রভৃতি) রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর যাবতীয় দ্রব্য (ধাতু ও উদ্ভিজ্জদ্রব্যাদি) যথাপরিমাণে ওজন করিয়া মিশ্রিত করিবে। বটিকা-প্রস্তুতকালে ঔষধের পরিমাণ অধিক হইলে সমস্ত দ্রব্য প্রথমে শিলায় পেষণ করিবে এবং যখন ঔষধের কণা অদৃশ্য হইবে, তখন উহাকে প্রস্তর-খলে রাখিয়া মর্দ্দন করিবে। ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলে খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। দ্রব্যের স্বরস বা ক্বাথ প্রভৃতি দ্বারা ঔষধে ভাবনার বিধান থাকিলে খলস্থিত ঔষধ যথোক্ত রস বা ক্বাথ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; চূর্ণপ্রস্তুতকালে সমস্ত দ্রব্যের পৃথক্ চূর্ণসমূহ সম্যগ্রূপে মিশ্রিত হইলে চূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। অবলেহ-পাকের সময়ে ক্বাথের পাক শেষ হইলে চুল্লী হইতে উহা নামাইয়া চূর্ণসমূহ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক ঘন হইলে নামাইবে।

চূর্ণের পাকনিষেধ

অগ্নিতে চূর্ণের পাক করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নিসন্তাপে চূর্ণ-ঔষধের বীর্য্য নষ্ট হয়। অবলেহ বা মোদক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে ক্বাথ বা রস যথানিয়মে পাক করিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া তন্মধ্যে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে।

স্নেহপাকবিধি

ঘৃত বা তৈল দৃঢ় কটাহে রাখিয়া মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে এবং স্নেহ-দ্রব্য (তৈল বা ঘৃত) ফেণারহিত হইলে উহাকে চুল্লী হইতে অবতরণ করাইবে; অনন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে স্নেহের চতুর্গুণ জলসহ কুট্টিত মূর্চ্ছার দ্রব্যসকল উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে। মূর্চ্ছাপাক শেষ হইলে স্নেহদ্রব্য ছাঁকিয়া উহাতে কল্কদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক স্নেহদ্রব্যের চতুর্গুণ জলসহ পাক করিবে; অনন্তর কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া উহাতে ক্বাথ প্রদান করিবে; যেস্থানে ৩।৪ প্রকার বা ততোধিক ক্বাথসহ স্নেহপাক করিবার বিধি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে একটি ক্বাথ প্রায় শোষিত হইলে অন্য একটি ক্বাথ প্রদান করিবে এবং স্বরস, দুগ্ধ বা কাঁজি, তৈল বা ঘৃতে প্রদানের উল্লেখ থাকিলে

তাহাও ক্বাথপাক শেষ না হইতেই অর্থাৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতেই এক-একটি করিয়া যথাক্রমে তৈল বা ঘৃতে প্রদান করিবে। গন্ধপাকের উল্লেখ থাকিলে কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে গন্ধদ্রব্যসকল প্রদান করিবে। যে-স্থানে গন্ধদ্রব্যের পরিমাণ অধিক, সেইস্থলে গন্ধদ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথদ্বারা গন্ধপাক সমাধা করিবে।

স্নেহপাকার্থ যে চুল্লী প্রস্তুত হইবে, তাহার নয়টি ক্ষুদ্র মুখ প্রস্তুত করিবে ও চুল্লীমধ্যে কাষ্ঠপ্রদানকরণার্থ পূর্ব্বদিকে প্রধান মুখ রাখিবে।

তৈল বা ঘৃতের পাক একদিনের মধ্যে সমাধা করিবে না। তৈল বা ঘৃতে ক্বাথ প্রদান করিয়া বাসি হইলে স্নেহদ্রব্যকে পাক করিবে, কিন্তু প্রাণিজ-মাংসের ক্বাথ বা ধান্যাদির ক্বাথসহ পাক করিতে হইলে এক-দিনের মধ্যেই ঐ ক্বাথ শোষণ করিবে; দুগ্ধসহ পাক করিতে হইলে দুই-রাত্রিমধ্যে, কোন দ্রব্যের স্বরসসহ পাক করিতে হইলে তিনরাত্রিমধ্যে এবং তক্র অর্থাৎ ঘোল, কাঁজি বা দধিসহ পাক করিতে হইলে পাঁচরাত্রিমধ্যে পাক শেষ করিবে। মূল বা লতাদির ক্বাথসহ স্নেহপাক উক্ত থাকিলে দ্বাদশরাত্রিমধ্যে পাক সমাধা করিবে; এইরূপে তৈল বা ঘৃতের পাক নিষ্পন্ন করিবে।

ঘৃত বা তৈলের পাকশেষ পরীক্ষা করিতে হইলে পাত্রস্থ কল্ক অঙ্গুলিতে লেপন করিবে, যদি ঐ কল্ক অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হয় এবং উহা দ্বারা বাতির ন্যায় প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিবে, বিশেষতঃ ঐ কল্ক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি কোন শব্দ না হয়, তাহা হইলে তৈল বা ঘৃতের পাক শেষ হইয়াছে জানিবে।

তৈল ও ঘৃত যেসকল কাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিতে হইবে, সেই সকল বৃক্ষ অম্লরস-বিশিষ্ট বা বিষাক্ত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ভাবনাবিধি

ঔষধে কোন দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে ঔষধের সমপরিমাণ ক্বাথদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার আটগুণ জলসহ সিদ্ধ করিবে; অনন্তর অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দিবে।

ঔষধকে রস, ক্বাথ বা দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা মর্দ্দন করিয়া তরল হইলে দিনে রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিবে এবং রাত্রিতে বাসি করিবে, কিন্তু ঔষধ দ্রব-অবস্থায় রাত্রিতে রাখিবে না। দিনে—সন্ধ্যার পূর্ব্বে শুষ্ক করিয়া রাখিবে এবং পরদিন পুনরায় ভাবনা দিবে। যেস্থলে ভাবনা-সম্বন্ধে দিন বা বার উল্লেখ না থাকে, সেইস্থলে সাতদিন বা সাতবার ভাবনাবিধি জানিবে।

ক্বাথে প্রক্ষেপমাত্রানিরূপণ

ক্বাথের মধ্যে কোন দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিবার বিধি থাকিলে হিং, সৈন্ধবলবণ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্যসমূহ ২ রতি পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। জীরকাদি দ্রব্যের চূর্ণ চারি-আনা প্রক্ষেপ দিবে এবং চিনি, মধু বা গুড় প্রক্ষেপ দিতে হইলে ক্বাথদ্রব্যের আটভাগের একভাগ ক্বাথে প্রদানপূর্ব্বক সেবন করা কর্ত্তব্য।

ক্বাথে দোষভেদে মধু ও চিনির প্রক্ষেপমাত্রা

ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে বায়ুর আধিক্যাবস্থায় ক্বাথের ষোল-ভাগের একভাগ, পিত্তাধিক্যাবস্থায় ক্বাথের আটভাগের একভাগ, কফাধিক্যা-বস্থায় ক্বাথের চারিভাগের একভাগ প্রদান করিবে; কিন্তু চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বায়ুর আধিক্যাবস্থায় ক্বাথের চতুর্থাংশ, পিত্তাধিক্যাবস্থায় আটভাগের একভাগ, কফাধিক্যাবস্থায় ক্বাথের ষোলভাগের একভাগ প্রদান করিবে। অনেক স্থলে চিনি ও মধু ইহা অপেক্ষা কম দেওয়া হয়।

দোষভেদে অনুপানের মাত্রা

ঔষধ-সেবনকালে বাতাদি দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া অনুপানের মাত্রা নির্দ্ধারিত করিবে। অল্পাগ্নিব্যক্তির কফজনিত-রোগে বটিকাদি ও অবলেহ প্রভৃতি ঔষধের অনুপান ॥ তোলা মাত্রায় প্রদান করিবে; বায়ুজনিত-রোগে ১ তোলা মাত্রায় এবং পিত্তজনিত-রোগে ১॥ তোলা মাত্রায় প্রদান করিবে; কিন্তু গুড় ও চিনি প্রভৃতি অনুপানরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে দোষভেদে মাত্রা স্থির করিয়া লইবে।

ঔষধ-সেবনবিধি

রোগী প্রশস্তভাবে উপবেশনপূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে ঔষধ রাখিয়া সেবন করিবে। ঔষধ-সেবনকালে মুখ বা চক্ষু বিকৃত করিবে না এবং ঔষধ-সেবনান্তে জলদ্বারা মুখ ধৌত করিয়া তাম্বূলাদি মুখশোধনদ্রব্য চর্ব্বণ করিবে।

ঔষধ-সেবনের কাল-নির্ণয়

প্রভাতকালেই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্যাধিবিশেষে, ধাতু-বিশেষে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ক্বাথ ও দুগ্ধাদি-পক্ক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

বায়ুর প্রকোপ ও বিবিধ রোগবিশেষে ঔষধের সেবনকাল-সম্বন্ধে অনেক মত দৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ ঔষধ-সেবনের দশপ্রকার কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যথা—ভোজনের আদিতে, মধ্যে, অন্তে, মুহুর্মুহুঃ, সামুদ্গ (ভোজনের আদিতে ও অন্তে), ভুক্তদ্রব্য-সংযোগে, গ্রাসে, গ্রাসান্তরে, ভক্তান্তরে ও অভুক্ত অবস্থায়। অপানবায়ু কুপিত হইলে ও সর্ব্ববিধ রোগে ভোজনের আদিতে, সমানবায়ু প্রকুপিত হইলে এবং শরীরের মধ্যভাগস্থিত রোগে ভোজনের মধ্যে অর্থাৎ অর্দ্ধেক ভোজন করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। উদানবায়ু প্রকুপিত হইলে ও সুস্থকায় এবং ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগে ভোজনের পরে ঔষধ সেবন করিবে, ব্যানবায়ু প্রকুপিত হইলে প্রাতঃকালে, প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে গ্রাসে ও গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। শ্বাস, কাস ও তৃষ্ণারোগে মুহুর্মুহুঃ, হিক্কারোগে ও কোষ্ঠবদ্ধ এবং তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে সামুদ্গ অর্থাৎ ভোজনের আদিতে ও অন্তে (দুইবার), অরুচিরোগে ও সুকুমার বালক এবং ঔষধ-বিদ্বেষীদিগের পক্ষে খাদ্যদ্রব্যের সহিত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। হীনাগ্নি ও বুদ্ধিভ্রংশ ব্যক্তিকে গ্রাসে-গ্রাসে ঔষধ সেবন করাইবে; কুষ্ঠ ও প্রমেহ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গ্রাসান্তরে ঔষধ-সেবন বিধেয়। বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে এবং কঠিন ব্যাধি উপস্থিত হইলে অভুক্ত অর্থাৎ ভোজন না করিয়া (খালি-

পেটে) ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। মধ্যদেহগত রোগে দুইবার ভোজনের মধ্যসময়ে ঔষধ সেব্য

স্তন্যপায়ীশিশুর ঔষধ-সেবনবিধি

যে-সকল স্তন্যপায়ী অর্থাৎ ২।৩ মাসের শিশু ঔষধ সেবন করিতে অক্ষম, তাহাদের ক্কাথ-সেবন আবশ্যক হইলে তাহারা যাহার স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) পান করে, তাহাকে ঐ ক্কাথ সেবন করাইবে ; অথবা রোগাক্রান্ত শিশুর উপযুক্ত ঔষধ-সমূহের চূর্ণ মধুসংযোগে তাহার মাতার স্তনের অগ্রভাগে লেপন করিয়া দিবে, এইরূপে স্তনদুগ্ধ পানকালে শিশুর দেহে ঔষধ প্রবিষ্ট হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর প্রায় সমস্ত রোগের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা ও ঔষধ এই গ্রন্থের বালরোগাধিকারে বর্ণিত হইবে।

মহাপুটবিধি

লৌহ, অভ্র, মণ্ডুর, তাম্র ও অন্যান্য ধাত্বাদির পুটপাকার্থ মহাপুটের প্রয়োজন, মহাপুট প্রদান করিতে হইলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা-বিশিষ্ট দুইহস্ত প্রশস্ত চতুষ্কোণ গর্ত্ত প্রস্তুতপূর্ব্বক তন্মধ্যে ১০০০ বিলঘুঁটে রাখিয়া অগ্নি-প্রদানপূর্ব্বক তদুপরি মূষা স্থাপন করিবে এবং বিলঘুঁটে চাপা দিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিপ্রদান করিবে, যখন সমস্ত বিলঘুঁটে ভস্মীভূত এবং মূষা শীতল হইবে, তখন মূষা বাহির করিয়া ধাতুদ্রব্য গ্রহণ করিবে। ধাতুদ্রব্যের পরিমাণ অধিক হইলেই মহাপুটের আবশ্যকতা হয়।

গজপুটবিধি

লৌহ, অভ্র ও মণ্ডুর প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহ গজপুটে পাক করিতে হইলে একগজ গভীর গোলাকার গর্ত্ত প্রস্তুত করিবে ; ঐ গর্ত্তের মুখভাগের ব্যাস অর্থাৎ প্রশস্ততা ২৪ অঙ্গুলি হইবে এবং প্রশস্ততা ক্রমশঃ অধিক হইয়া গোলাকারভাবে নিম্নভাগে ৩৬ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ধারণ করিবে অর্থাৎ মুখভাগ হইতে নিম্নভাগের প্রশস্ততা দেড়গুণ হওয়া আবশ্যক ; গর্ত্তের চারিভাগের তিনভাগ বিলঘুঁটিয়া দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে ঔষধ স্থাপন-পূর্ব্বক গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ বিলঘুঁটিয়া দ্বারা পূর্ণ করিবে ; অনন্তর উপরে

অগ্নি প্রদান করিবে; এইরূপ গর্ত্তে লৌহ, অভ্র ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ও অন্যান্য ঔষধ পাক করিবে। এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট গর্ত্তই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বরাহপুটবিধি

যে গর্ত্তের সকল দিকেরই পরিমাণ পৌনে এক হাত হইবে, সেই গর্ত্তে ঔষধ পাক করিতে হইলে তাহাকে বরাহপুট কহে।

কৌক্কুটপুটবিধি

যে গর্ত্তের সকল দিকেই অর্থাৎ গভীরতা ও প্রশস্ততা ষোল অঙ্গুলি থাকিবে, সেই গর্ত্তে পুট প্রদান করিতে হইলে তাহাকে কৌক্কুটপুট কহে।

কপোতপুট ও লঘুপুটবিধি

যে গর্ত্তে আট খানা বিলঘুঁটিয়া দ্বারা পুট প্রদান করা যায়, তাহাকে কপোতপুট কহে; লঘুপুট ইহার নামান্তর।

ভাণ্ডপুটবিধি

তুষপূর্ণ বৃহৎ হাঁড়ীর মধ্যে মূষা স্থাপন-পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিয়া হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিবে, এইরূপভাবে পুট প্রদানকে ভাণ্ডপুট কহে।

ঔষধ-পরিজ্ঞানের উপায়

উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য দ্রব্যের নাম অজ্ঞাত থাকিলে রাখাল, তপস্বী, শীকারী, মালাকর ও বনভ্রমণকারীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধের নাম পরিজ্ঞাত হইবে।

ঔষধের গুণপরীক্ষা

কোনও অপরিজ্ঞাতগুণযুক্ত নূতন ঔষধ প্রস্তুত করা হইলে, প্রথমতঃ ইতর লোককে প্রদান করিয়া ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবে, অনন্তর রাজপদবাচ্য ব্যক্তিকে প্রদান করিবে।

বিরেচনের অযোগ্য ব্যক্তি

বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভয়ার্ত্ত, পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূলাঙ্গ, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা স্ত্রী, মন্দাগ্নিযুক্ত, শল্যপীড়িত এবং রুক্ষধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, উরঃক্ষত ও শোষ (যক্ষ্মা) রোগী, অধোগত রক্তপিত্ত রোগী, নূতন-প্রতীশ্যায় রোগী এবং মদাত্যয় রোগী ; এই সকল ব্যক্তিকে কখনও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

নস্যগ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তি

নূতন প্রতীশ্যায় রোগী, গর্ভিণী, বিষদোষ-পীড়িত ব্যক্তি, অজীর্ণ রোগী, বস্তিক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি, স্নেহদ্রব্য ও আসবাদি তরলদ্রব্যপায়ী ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি, শোকাভিভূত ব্যক্তি, তৃষ্ণার্ত্ত, বৃদ্ধ, বালক, মলমূত্রবেগধারী ব্যক্তি, স্নাত, শ্রান্ত ও কামাতুর ব্যক্তি ; এই সকলকে নস্য প্রদান করিবে না। বিশেষতঃ অষ্টবর্ষের ন্যূন এবং অশীতিবর্ষের ঊর্দ্ধ ব্যক্তিকেও নস্য প্রদান করা অবৈধ।

বমনের অযোগ্য ব্যক্তি

তিমির রোগ, গুল্মরোগ ও উদরীরোগ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি এবং কৃশ, অতিবৃদ্ধ, গর্ভিণী, স্থূলকায়, ক্ষতরোগী, মদার্ত্ত, বালক, রূক্ষদেহ, ক্ষুধিত, নিরূহ-ক্রিয়ান্বিত এবং উদাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত, প্রকুপিত বায়ু, পাণ্ডু, কৃমি ও অধ্যয়ন দ্বারা স্বরভঙ্গরোগীকে বমনকর ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। ঐ সমস্ত ব্যক্তির অজীর্ণ, বিষরোগ বা কফাধিক্য হইলে যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে।

কটুতৈলমূর্চ্ছাবিধি

কটুতৈল ৪ চারি সের লইয়া অগ্নিতে পাক করতঃ নিষ্ফেন হইলে আম্র-পল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ উত্তপ্ত তৈলে প্রদান করিবামাত্র পত্র ভর্জ্জিত হইলে পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল হইলে এই সকল দ্রব্য দ্বারা মূর্চ্ছাপাক করিবে। প্রথমে

হরিদ্রারস ২ তোলা প্রদান করিবে; অনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা এবং আমলা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশররেণু, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের (মূর্চ্ছনদ্রব্য ও জলের) হ্রাসবৃদ্ধি করিবে।

তিলতৈলমূর্চ্ছাবিধি

তিলতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করতঃ নিষ্ফেন করিবে, অনন্তর আম্রপল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা-করণান্তর শীতল হইলে এই সকল দ্রব্যদ্বারা মূর্চ্ছাপাক করিবে। প্রথমে হরিদ্রারস ৪ তোলা প্রদান করিবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, লোধ, বালা, নালুকা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কেয়ার মাথী ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জল মিশ্রিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে মূর্চ্ছনদ্রব্য ও জলের হ্রাসবৃদ্ধি করিবে।

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছাবিধি

এরণ্ডতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করিয়া পত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে। মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, জয়ন্তীপত্র, রাস্না, বনখর্জ্জুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার ঝুরি, দধি ও কাঁজি; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা কুট্টিত করতঃ ১৬ সের জলে মিশ্রিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিবে।

ঘৃতমূর্চ্ছাবিধি

ঘৃত ৪ সের অগ্নিতে পাক করতঃ ফেণারহিত হইলে আম্রপল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল করিবে; অনন্তর এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে। প্রথমে হরিদ্রার রস ৯ তোলা প্রদান করিয়া তৎপরে ছোলঙ্গ লেবুর রস ৮ তোলা প্রদান করিবে; অনন্তর হরীতকী, আমলা, বহেড়া

ও মুথা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করতঃ ঘৃতে প্রদান করিবে। ঘৃতের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি-অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করিবে।

গন্ধপাক-দ্রব্য

এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকোলী, জটামাংসী, শঠী, সরলকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, কর্পূর, শিহ্লক, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খাটাসী, কৃষ্ণাগুরু, মুথা, মেথী ও লবঙ্গ . এই সকল দ্রব্য বিষ্ণু তৈলাদিতে গন্ধপাকার্থ প্রদান করিবে।

মতান্তরে—গন্ধপাক-দ্রব্য

দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দারুচিনি, তেজপাত, মুথা, কুড, কুঙ্কুম, গেঁঠেলা, বচ, জটামাংসী, কর্পূর, কুন্দুরখোটী, খাটাসী, মৌরী, এলাইচ, নখী, শ্বেতচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, মেথী, কস্তূরী, সুগন্ধ চাঁপা, দেবতাড়, নালুকা, পৃক্কা ও কাঁকোলী। এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য দ্বারা তৈলের গন্ধপাক সমাধা করিবে। অন্যান্য বায়ুনাশক অথচ সুগন্ধ দ্রব্যও বিবেচনা পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিবে।

যূষ প্রস্তুতবিধি

মুগ, মসূর, কুলথ কলাই, বনমুগ বা ছোলা প্রভৃতি কোন একটি দাইলের পরিমাণ অপেক্ষা অষ্টাদশ গুণ জল লইয়া একত্র সিদ্ধ করিবে এবং গলিয়া পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন হইলে ছাঁকিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

খৈর মণ্ড প্রস্তুতবিধি

টাট্‌কা খই উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া উপযুক্ত গরম জলে চট্‌কাইতে থাকিবে, পরে খই গলিয়া গেলে কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া ও উহাতে কিঞ্চিৎ মিশ্রী বা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস ও রৌপ্যভস্ম-প্রণালী

হিঙ্গুল হইতে পারদগ্রহণের আবশ্যকতা হইলে ঐ সঙ্গে একেবারে

রৌপ্যভস্ম করা যাইতে পারে। শোধিত রূপার পাত কাঁচি দ্বারা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া শোধিত হিঙ্গুলচূর্ণ দ্বারা উহা আবৃত করিয়া হাঁড়ীর তলায় স্থাপনপূর্ব্বক নিম্নে জ্বাল দিলে উপরের শরার নিম্নভাগে পারদ সংলগ্ন হইবে এবং রৌপ্য ভস্মাবস্থায় হাঁড়ীর তলায় পতিত থাকিবে। এই রূপাভস্ম দেখিতে ঠিক রূপার ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ বর্ণের কোন তারতম্য হয় না।

স্বর্ণভস্মকালে স্বর্ণসিন্দূরের উৎপত্তি
ও
তৎসহ স্বর্ণের উত্থান

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজের সহিত স্বর্ণ উত্থিত হয় না, স্বর্ণ ভস্মাবস্থায় বোতলের নিম্নে পতিত থাকে। স্বর্ণসিন্দূরের সহিত স্বর্ণ উঠাইবার জন্য আমিও অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সুতরাং নানা কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, স্বর্ণসিন্দূরের সহিত স্বর্ণ উঠাইবার চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে না। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথম খণ্ডে আমি এইরূপ মতই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথম খণ্ড প্রচারিত হওয়ার পর ঘটনাক্রমে আমার ঐরূপ মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একদিন স্বর্ণ ভস্ম করিবার প্রয়োজন হওয়ায় পারদের সহিত স্বর্ণ মর্দ্দন-পূর্ব্বক গন্ধকের সহিত কজ্জলী করিয়া প্রথম পুট প্রদানের পর মূষা খুলিয়া দেখা গেল যে, উপরের মূষাতে স্বর্ণসিন্দুর উত্থিত হইয়াছে; নিম্নের মূষাস্থিত স্বর্ণ ওজন করিয়া দেখা গেল, একভরির স্থানে মোটে এগার আনা রহিয়াছে। তখন মনে করিলাম হয়ত অবশিষ্ট পাঁচ আনা সোনা স্বর্ণসিন্দূরের সহিত উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণসিন্দূরের সহিত সোনা উঠিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য ঐ স্বর্ণসিন্দুর খলে পেষণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পুট দিয়া দেখা গেল, যথার্থই পাঁচ আনা সোনা এই স্বর্ণসিন্দূরের মধ্যে ছিল। তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম ঘুঁটিয়াগুলি একটু ভিজা ছিল, তজ্জন্য অগ্নির উত্তাপের তারতম্যেই ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক তারপর আমি এ সম্বন্ধে আর পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই। আশা করি একার্য্যে যাঁহারা ব্রতী আছেন তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, আয়ুর্ব্বেদের

একটি প্রধান অভাব দূরীভূত হয়। গন্ধক, পারদ ও স্বর্ণ এই তিন দ্রব্য স্বর্ণসিন্দূরের প্রধান উপাদান, কিন্তু স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুতকালে গন্ধক সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়, কেবলমাত্র পারদ ও স্বর্ণ এই দুইটি উহাতে থাকে। সোনা ও পারদ এই উভয় দ্রব্যই পৃথক্‌ভাবে বহুগুণশালী, সুতরাং উভয়ের মিশ্রণে স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত হইলে, তদ্দ্বারা যে জরা-মরণাদি পর্য্যন্ত রহিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যখন সোনা উহাতে থাকে না, তখন উহা দ্বারা ষোল আনা উপকারের আশাও করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, স্বর্ণ-সিন্দূরের সহিত স্বর্ণ কোনকালেই থাকে না, কিন্তু স্বর্ণের গুণ ও বীর্য্য উহাতে থাকে, সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে সোনা না থাকিলেও উহা গুণহীন হয় না। এই উভয় মতের কোন্‌টি প্রকৃত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন, আয়ুর্ব্বেদও এ সম্বন্ধে নীরব।

ভল্লাতকের গুণ ও প্রয়োগপ্রণালী

ভল্লাতকের ন্যায় সুলভ অথচ মহোপকারী ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না. কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল কেহই উহা প্রয়োগ করেন না। কেহ কেহ বলেন, উহা বিষাক্ত, কেহ কেহ বলেন, উহা আজকাল মানব-শরীরে সহ্য হয় না, কিন্তু আমার মতে ইহার কোনও যুক্তিই সমর্থনযোগ্য নহে। প্রথম কথা এই—বিষ বলিয়া যদি উহা পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদের অধিকাংশ ঔষধ পরিত্যাজ্য। সূচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধে সর্পবিষ ব্যবহৃত হয়, অথচ সূচিকাভরণের ন্যায় মহোপকারী ঔষধ মৃত্যুপ্রদ সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারের আর কি আছে? এ বিষয়ে শাস্ত্রের যুক্তি এই—বিষ উত্তমরূপে শোধন করিয়া যুক্তিযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, সেই বিষই অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়। বাস্তবিক এই মতই সমর্থনযোগ্য ও প্রকৃত।

দ্বিতীয় কথা এই—কেহ কেহ বলেন, উহা মানব-শরীরে সহ্য হয় না; এই মতও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সকলেরই শরীরে যে উহা সহ্য হইবে না, তাহা অসম্ভব। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা ভল্লাতক কখনও প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। আয়ুর্ব্বেদে ঐ ধরণের একটি বচন আছে, আমার বিশ্বাস তাঁহারা সেইজন্য ঐরূপ বলিয়া থাকেন। সেই সংস্কৃত বচনটি এই—"ভল্লাতকাসহত্বেতু রক্তচন্দনমিষ্যতে" অর্থাৎ ভল্লাতক অসহ্য হইলে,

তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন প্রয়োগ করিবে; কিন্তু ইহা যে সকলের শরীরেই অসহ্য হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যেখানে অসহ্য হইবে, উহার অর্থ এই যে, ভল্লাতক অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং পিত্তপ্রধান শরীরে অর্থাৎ অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগে উহা সহ্য হয় না; কিন্তু অমৃতভল্লাতক যে নিয়মে প্রস্তুত হয়, আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ঐ সকল পিত্ত-প্রধান রোগেও সহ্য হইতে পারে; তবে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভল্লাতক এতাদৃশ উপকারী হইলেও পিত্তনাশক দ্রব্যের সংযোগ ব্যতীত সেবন করা কদাপি উচিত নহে। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি-সহযোগে ইহা সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আর এইজন্যই অমৃতভল্লাতক দুগ্ধ, চিনি ও ঘৃত-সংযোগে পাক করিয়া সেবনের বিধি আছে, কিন্তু তথাপি উহা সেবনে শরীর গরম হইলে বা গাত্রজ্বালা অনুভূত হইলে অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে, চিনি দ্বারা প্রস্তুত তিলের লাড়ু, নারিকেলের দুধ, ইক্ষুরস, ডাবের জল প্রভৃতি দ্রব্য ঐ সকল উপসর্গ নিবারণের জন্য প্রতিষেধকরূপে আমরা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। উহা সেবন-কালে যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অর্শরোগে অমৃতভল্লাতক অমৃতের ন্যায় উপকারী। অর্শরোগে ইহা প্রয়োগে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত ও বলি শুষ্ক হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করে। রক্তগুল্মরোগে কেবলমাত্র উহা প্রয়োগেই রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এইরূপ দেখা গিয়াছে। আর পারদবিকৃতি, উপদংশবিষ ও কুষ্ঠ ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে; এমন কি, আমার বিশ্বাস এই সকল রোগের বিষ নষ্ট করিতে ইহা সালসা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সালসার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে আমি অমৃতভল্লাতক ভক্ষণ করিতে পরামর্শ দেই। অত্যল্প খরচে রোগমুক্ত হইবার পক্ষে এমন অদ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। অমৃতভল্লাতকের মাত্রা ১৫ ফোঁটা হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ দিনে একবার আহারান্তে সেব্য।

ভল্লাতকশোধনে সতর্কতা

ভল্লাতক এতাদৃশ উপকারী হইলেও উহা শোধনের বা প্রস্তুতের সময় অতি সতর্ক হওয়া উচিত, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ দুই হস্তে ঘৃত মাখাইয়া সুপক্ক ভল্লাতক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে যেগুলি ডুবিয়া যাইবে,

সেইগুলি গ্রহণ-পূর্ব্বক ইষ্টকচূর্ণ বা শুরকীর সহিত একদিন এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে; অনন্তর পুনর্ব্বার হস্তদ্বয় ঘৃতদ্বারা লিপ্ত করিয়া আস্তে আস্তে শুরকীর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অমৃত-ভল্লাতক প্রস্তুত করিতে হইলে, আবার হস্তদ্বয় ঘৃতলিপ্ত করিয়া যাঁতি দ্বারা উক্ত ভেলাসকল কাটিয়া দুইখণ্ড করিবে; তৎপরে যথানিয়মে জলের সহিত পাক করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং এই ক্বাথ ঘৃত ও দুগ্ধসহ যথানিয়মে পাক ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সেবন করিবে। শোধনের সময় যদি উহার আঠা কোন অঙ্গে লাগে, তবে সেইস্থান রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এই জন্যই হস্তদ্বয়ে ঘৃতলিপ্ত করা কর্ত্তব্য। আর উহা পাকের সময়ে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া লওয়া উচিত, কারণ উহার ধূম বা বাষ্প লাগিলে, সেইস্থানেও রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে; যাহা হউক ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। যে স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানে নারিকেল তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তাম্র, কাংস্য ও পিত্তলভস্মের সহজ প্রণালী

উক্ত তিনটি দ্রব্যের ভস্মপ্রণালী যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকারই করিবে, কিন্তু তামা, কাঁসা ও পিতলের গুঁড়া সংগ্রহ করিতে পারিলেই সহজে ভস্ম হয়। যেখানে কুঁদানোর কার্য্য হয়, সেইখানেই উহাদের গুঁড়া সংগ্রহ হইতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই পরিভাষাপ্রকরণে জারণ, মারণ ও শোধনের যে-সকল সহজ প্রণালী লিখিত হইল, ঐ নিয়মানুসারে আমি শত শত বার স্বহস্তে জারণ, মারণ ও শোধন করিয়াছি। সুতরাং ঐ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কাহাকেও কোনপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না। বলা বাহুল্য ঐ সকল সহজ প্রণালী আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত আমাকে যে নানা প্রকার কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

পরিভাষা সম্পূর্ণ

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রাধান্য—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃতি যাবতীয় রোগের কারণ এবং শমতাই সুস্থতার হেতু; ইহারা জীবের দেহে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া দেহীর জীবন-রক্ষা ও দেহের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনও একটি বিকৃত বা কুপিত হইলে জীবশরীরের বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং দেহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেরূপ বিবিধ বাষ্পীয়-যন্ত্র অর্থাৎ এঞ্জিন প্রভৃতি জল, বাষ্প ও অগ্নিসংযোগে চালিত হইয়া নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাহায্যে জীবের দেহেও বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই ৪টি দ্বারা দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হয়।

বায়ু, পিত্ত ও কফের সাধারণ স্থান—সাধারণতঃ বায়ু শ্রোণি ও গুহ্যনাড়ীতে অবস্থিত। শ্রোণি ও গুহ্যনাড়ীর উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নে পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থলে পিত্তের স্থান এবং আমাশয়ে শ্লেষ্মার স্থান নির্ণীত হইয়াছে।

বায়ুর কার্য্য—সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গ (হস্তপদাদি)-বিক্ষেপ, শরীরে মুদ্গরাদি দ্বারা পীড়নবৎ কষ্ট, স্পর্শাজ্ঞানতা, শরীরের অবসন্নতা, শূলবৎ বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বিদারণবৎ কষ্টবোধ, মল-মূত্রাদির সম্যক্ প্রকার নির্গমনাভাব, শরীরে ভঙ্গবৎ বেদনা, শিরাদির সঙ্কোচ, মলের পিণ্ডীভাব, রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, শরীরের রুক্ষতা, অস্থি-সমূহের ছিদ্রতা [মধ্য শুষ্কতা], রসাদির শোষণ, স্পন্দন, রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিতবৎ ভাব, স্তব্ধতা, মুখের কষায়াস্বাদ, দেহের কৃষ্ণ বা অরুণ-বর্ণতা; এই সমস্ত বায়ুর কার্য্য।

পিত্তের কার্য্য—দাহ, শরীরের রক্তাভা, উষ্ণতা, পাকক্রিয়া, ঘর্ম্ম, ক্লেদ, স্রাব, শরীরের অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, মুখে কটু ও অম্লরস বোধ, দেহের পাণ্ডু ও অরুণ-বর্ণ ভিন্ন অন্য-বর্ণতা; এই সমস্ত পিত্তের কার্য্য।

শ্লেষ্মার কার্য্য—স্নিগ্ধতা, কাঠিন্য, কণ্ডু, শীতবোধ, গুরুতা, দেহের স্রোতঃসমূহের বিবন্ধ, লিপ্ততা, শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃত বোধ, শোথ, অপরিপাক,

নিদ্রাধিক্য, দেহের শ্বেতবর্ণতা, মুখ স্বাদু ও লবণবোধ এবং দীর্ঘসূত্রিতা ; এই সমস্ত কফের কার্য্য।

বায়ুর স্থানভেদে নাম ও কার্য্য—বায়ু স্থানভেদে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতেছে। ১। হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবস্থিত থাকায়, উহার সাহায্যে আহার্য্য-দ্রব্য অন্ননালী দ্বারা উদরে প্রবিষ্ট হয় এবং এই বায়ুই প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হয় ; প্রাণবায়ুর প্রকোপ-বশতঃ হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। ২। অপানবায়ু পক্কাশয়ের নিম্নভাগে অবস্থিত থাকিয়া যথাসময়ে মল, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তব ও গর্ভ অধোগামী করে। অপানবায়ু প্রকুপিত হইলে বস্তিদেশস্থিত এবং গুহ্যনাড়ীগত বিবিধ পীড়া, প্রমেহ ও অন্যান্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। ৩। সমানবায়ু নাভিমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে বিচরণ করে। সমানবায়ুই পাচকাগ্নিসংযোগে ভুক্ত অন্নের পরিপাকক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ভুক্ত অন্নের সারভাগ (রস) মলমূত্রাদি হইতে পৃথক্ করে। ৪। উদানবায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থিত থাকায়, উহার সাহায্যে গীত ও বাক্য-প্রয়োগ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদানবায়ু বিকৃত হইলে, ঊর্দ্ধজত্রুগত বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হয়। ৫। ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরগত,—ইহার সাহায্যে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ (রস) সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয় এবং ঘর্ম্মনির্গম, গমন, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। দেহীর সমস্ত কার্য্যই বায়ু-সাপেক্ষ। ব্যানবায়ুর কার্য্য শরীরচালনা, উদানবায়ুর কার্য্য উদ্বহন, প্রাণবায়ুর কার্য্য আহার্য্যদ্রব্য গ্রহণ, সমানবায়ুর কার্য্য মলমূত্রাদি পৃথকীকরণ, অপানবায়ুর কার্য্য শুক্র-মূত্রাদির প্রবর্ত্তন ও ধারণা ; পাঁচ প্রকার বায়ুর দ্বারা এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

পিত্তের স্থানভেদে নাম ও কার্য্য—পিত্ত পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। ১। পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত। ইহার সাহায্যে অন্নের পরিপাক ও অবশিষ্ট পিত্তগণের অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়, এই পিত্তই রস, মল ও মূত্রাদির বিরেচন-কার্য্য সমাধান করে। রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অবস্থান করিতেছে। রঞ্জকপিত্ত দ্বারা ভুক্ত-দ্রব্যের রস রক্তরূপে পরিণত হয়। ৩। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিতি করে, ইহা দ্বারা বুদ্ধি, মেধা এবং স্মৃতিশক্তি উৎপন্ন হয়। ৪। আলোচকপিত্ত

চক্ষুদ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া দ্রব্যাদির রূপদর্শন-কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ৫। ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বদেহস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন করে এবং ইহার সাহায্যে দেহে মর্দ্দিত প্রলেপ ও তৈলাদির পরিপাক হইয়া থাকে।

কফের স্থানভেদে নাম ও কার্য্য—শ্লেষ্মা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। ১। ক্লেদন-নামক শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত, ইহা ভুক্তদ্রব্যকে ক্লিন্ন অর্থাৎ কর্দ্দমভাবাপন্ন করে এবং নিজের ক্ষমতাবলে অন্য চতুর্ব্বিধ শ্লেষ্মার জলীয়শক্তি বৃদ্ধি করে। ২। অবলম্বন-নামক শ্লেষ্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়া ত্রিকদেশ (মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি) ধাবণ করে এবং ঐ শ্লেষ্মা শুষ্ক বা বিকৃত হইলে বাহুর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। ৩। রসন-নামক শ্লেষ্মা কণ্ঠদেশে অবস্থান করায় রসজ্ঞান জন্মে,—রসনা আমাদের রসজ্ঞানের প্রধান উপায়। ৪। স্নেহন-নামক শ্লেষ্মা মস্তকে অবস্থান করিয়া স্নেহপদার্থ প্রদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। ৫। শ্লেষণ-নামক শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানে অবস্থান করে এবং ইহার সাহায্যে শরীরের যাবতীয় সন্ধি সংশ্লিষ্ট থাকে।

জ্বর-চিকিৎসা

চিকিৎসার সুবিধার জন্য জ্বরকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়। সামজ্বর ও নিরামজ্বর। সামজ্বরের দুই প্রকার ভেদ—স্তব্ধসাম ও অস্তব্ধসাম। অস্তব্ধসামজ্বরের মর্য্যাদা সাতদিন। ইহার লক্ষণ পরে বলা হইয়াছে। এই সাতদিনের ভিতরে ভেষজ-ঔষধ ও কষায়াদি প্রয়োগ করা হয় না, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে পথ্য ও পানীয় ভেষজসহ ষড়ঙ্গ-পরিভাষা অনুসারে পাক করিয়া প্রয়োগ করা হয়। এ অবস্থায় রসৌষধি প্রয়োগে কোন বাধা নাই।

অস্তব্ধসামের লক্ষণ—আমপক্ক লক্ষণ পরে বলা হইতেছে। অস্তব্ধসামজ্বরে আমপাচক পাচন ঔষধ ও নিরাম অবস্থায় শমন ঔষধ দেওয়া হয়।

জ্বরোৎপত্তির কারণ—অনিয়মিত আহার-বিহার দ্বারা প্রকুপিত দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা আমাশয়ে গমন-পূর্ব্বক আমরসের সহিত মিলিত হইয়া পাচকাগ্নিকে পাকাশয় হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া ত্বক্-

(চর্ম্মকে) আশ্রয় করার জন্যই শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ইহাকেই জ্বর বলে। এই জ্বর আট প্রকার, যথা—বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম ও সন্নিপাত এবং আগন্তুজ্বর।

পৃথক্ দোষ তিন প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। যে কোন রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক—এই তিনটির মধ্যে দুইটির লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ বা দ্বিদোষজ এবং তিনটির লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে ত্রিদোষজ বা সন্নিপাতজ বলে। দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার যথা—বাত-পৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক। সান্নিপাতিক এক প্রকার।

জ্বরের পূর্ব্বরূপ—পরিশ্রম-বোধ, চিত্তের অস্থিরতা বা কার্য্যে অনিচ্ছা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা, জলপরিপূর্ণ নেত্র এবং শীতল দ্রব্য, বায়ু ও রৌদ্রাদিতে পুনঃপুনঃ ইচ্ছা ও দ্বেষ, হাই, শরীর বেদনা ও ভারবোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, বিমর্ষভাব ও শীতবোধ ; জ্বরের পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ হয় , বিশেষতঃ বাতিক জ্বরের পূর্ব্বে, অত্যন্ত হাই, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুদ্বয়ে অত্যন্ত জ্বালা এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বে মুখে অত্যধিক অরুচি হইয়া থাকে ; এই তিনটি লক্ষণের দুইটি মিলিত হইলে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ এবং এক সঙ্গে তিনটি মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক জ্বর বলে। উক্ত তিনটি লক্ষণ দ্বারা একদোষজনিত তিনপ্রকার, দ্বিদোষজ বা দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার এবং ত্রিদোষজ বা সন্নিপাতজ এক প্রকার ; এই সপ্তবিধ জ্বর অতি সহজেই নিরূপিত হইতে পারে।

বাতজ্বরের লক্ষণ—জ্বরকালে গাত্রকম্প, জ্বরের আগমন-কালের অনিশ্চয়তা বা উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি, কণ্ঠ ও ওষ্ঠদেশের শুষ্কতা, নিদ্রাশূন্যতা, হাঁচির অভাব, গাত্রের রূক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে বেদনার আধিক্য, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, উদরে বেদনা, উদরাধ্মান এবং সময় সময় হাই উঠা , এই সমস্ত বাতজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ—জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তাপ, পাতলা দাস্ত, নিদ্রার অভাব, বমি এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় ফোস্কার ন্যায় নির্গম, ঘর্ম্ম-নির্গম, অযথাবাক্য পুনঃপুনঃ প্রয়োগ, মুখ কটুবোধ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং নেত্রদ্বয়ে, মলে ও মূত্রে পীতবর্ণাভা ; এই সমস্ত পিত্তজ্বরের লক্ষণ।

কফজ্বরের লক্ষণ—গাত্র আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বিবেচনা, জ্বরের অল্প

বেগ, অলসতা, মুখের মধুরাস্বাদ, মল ও মূত্রের শুক্লবর্ণাভা, শরীরের স্তব্ধতা, আহারান্তে ভোজনে অনিচ্ছাভাব, বমি, অঙ্গের অবসন্নতা, অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতবোধ, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, সর্দ্দিভাব, অরুচি, কাস ও চক্ষুর শুক্লবর্ণাভা ; এই সমস্ত কফজ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ—পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিদ্রা-নাশ, মস্তকবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারবৎ দর্শন, সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা ও হাই উঠা ; এই সমস্ত বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বিবেচনা, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, সর্দ্দিবোধ, কাস, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শরীরে অত্যন্ত তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ ; এই সমস্ত বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ—শ্লেষ্মাদ্বারা মুখলিপ্ততা, মুখ তিক্ত-বোধ, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, ক্ষণকাল দাহ ও পরমুহূর্ত্তে শীতবোধ ; এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ ২৫ পৃষ্ঠায় ও আগন্তুজ্বরের লক্ষণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বর-চিকিৎসাবিধি

জ্বরের আরম্ভকাল হইতে দিনগণনাক্রমে জ্বরসমূহ পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নামকরণ,—সময়ানুসারে ও অবস্থানুসারে পৃথক্ ঔষধের প্রয়োগ ও চিকিৎসার সুবিধার জন্যই হইয়াছে। যথা—সাম-জ্বর (তরুণজ্বর), নিরামজ্বর, মধ্যজ্বর, জীর্ণ বা পুরাতনজ্বর ও অতি জীর্ণজ্বর। নিদানগ্রন্থে অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, সতত ও সন্ততজ্বরগুলি আমজ্বররূপে প্রথমতই আরম্ভ হয় অথবা জ্বরবিচ্ছেদের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বে আহার-বিহারের অনিয়ম হইতে পুনরায় বৃদ্ধি পাইযা থাকে বলিয়া এবং রসগত, রক্তগত, মেদোগত, মাংসগত, অস্থিগত ও মজ্জাগত প্রভৃতি যে সমস্ত জ্বরের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল জ্বর পুরাতন ও অতিজীর্ণজ্বরের অন্তর্গত। পুরাতন ও জীর্ণজ্বরের অনেক ঔষধ সমকার্য্যকারী অর্থাৎ একই ঔষধ দ্বারা উভয়বিধ জ্বর দূরীভূত হয় এবং মধ্যজ্বরে প্রযুক্ত ঔষধ দ্বারা অনেক স্থানে বিষমজ্বর দূরীভূত হয়, বিষমজ্বর পুরাতন জ্বরেরই অন্তর্গত।

সামজ্বর—সাত দিন পর্য্যন্ত যে জ্বর তীক্ষ্ণভাবে শরীরে অবস্থান করে এবং মুখ হইতে লালানিঃসরণ, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা, অরুচি, তন্দ্রা,

আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, মূত্রাধিক্য, শরীরের জড়তা, ক্ষুধানাশ ও গাত্রে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই জ্বরকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ সামজ্বর বলিয়া থাকেন।

আমপক্ব লক্ষণ, যথা।—জ্বরের মৃদুতা অর্থাৎ জ্বরের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও মলমূত্রের যথাযথরূপে নির্গমন হইলে, বায়ুপিত্তাদির পরিপাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিরামজ্বর—ক্ষুধার উদ্রেক, শরীরের কৃশতা অর্থাৎ জ্বরকালীন শরীরের যেরূপ অবস্থা ছিল তদপেক্ষা কৃশতা, জ্বরের অল্পতা ও অষ্টাহকাল অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে তৎপরবর্ত্তী দিনে সামজ্বরের উল্লিখিত লক্ষণ ক্রমশঃ নিবৃত্তি হইলে নিরামজ্বর বুঝিতে হইবে। কাহারও মতে দশ দিবস পর্য্যন্ত নিরামতা অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এবং রসাদি ধাতু দশ দিনে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মধ্যজ্বর—অষ্টাহের পরবর্ত্তী দিন হইতে দ্বাদশদিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন যে, চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর সংজ্ঞা, কিন্তু এই মত সর্ব্বসম্মত নহে।

পুরাতনজ্বর—ত্রয়োদশ দিবস হইতে যে জ্বর শরীরে অল্পভাবে প্রকাশ পায় এবং বাতাদি দোষের অল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে পুরাতন জ্বর বলে।

অতিজীর্ণজ্বর—ত্রিসপ্তাহ অর্থাৎ একুশ দিনের পর যে জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি উৎপাদন পূর্ব্বক শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে, তাহাকে অতি জীর্ণজ্বর বলে।

জ্বরে ঔষধপ্রয়োগ

সামজ্বরে অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে ক্বাথ (পাচন) প্রয়োগ নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র দোষসংশোধক, আমরসপাচক ও কোষ্ঠশোধক বটিকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, কারণ রস, (পারদ)-সংযুক্ত বটিকা সপ্তাহ মধ্যে সেবনে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। বরং ইহা দ্বারা বাতাদিদোষের শমতা জন্মে এবং অনেকস্থানে ঐ জ্বর আর নিরামজ্বররূপে বা বিষমজ্বরে পরিণত হয় না অর্থাৎ সাতদিবস মধ্যেই জ্বর একেবারে কমিয়া যায়; কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে জ্বর একেবারে দূরীভূত না হইয়া মৃদুভাবে অবস্থিতি করিলে, সেই অবস্থায় নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট দোষ-পাচক কষায় (পাচন) ও বটিকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। শরীরের অবস্থানুসারে

অনেক স্থানে ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগেও জ্বর নিবৃত্তি হয় না বা নিবৃত্তি হইলেও ২।৩ দিন পরে পুনরায় উৎপন্ন হয়; তখন পুরাতনজ্বরের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ ও ক্বাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে। সময় সময় জলবায়ুর দোষে ও শরীরের অবস্থানুসারে অনেক স্থানে এই সমস্ত ঔষধদ্বারাও জ্বর নিবৃত্তি হয় না বা নিবৃত্তি হইয়াও পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় বাতাদি দোষের পর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক অতি জীর্ণজ্বরের ঔষধসমূহ (ক্বাথ ও বটিকা প্রভৃতি) সেবন করাইবে। ঐ সমস্ত জ্বর এত দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান করে যে, রোগীর অবশেষে শাস্ত্রোক্ত বিবিধ তৈল মর্দ্দন ও ঘৃতাদি সেবন পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়।

সন্নিপাতজ্বর—বায়ু, পিত্ত ও কফের এক সময়ে প্রকোপ বশতঃ অতি কষ্টকর সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরের চিকিৎসার্থ যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপণ করা হইয়াছে, লক্ষণসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত অতি ধীরভাবে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থা দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না। নিরামজ্বরের নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদি দ্বারাই সেই জ্বর দূরীভূত হয়। অনেক স্থানে শরীরের অবস্থানুসারে দীর্ঘকাল এই জ্বর স্থায়ী হওয়ায় পুরাতন বা অতি জীর্ণজ্বরের বটিকা, চূর্ণ এবং ক্বাথ প্রভৃতিও রোগীকে প্রয়োগ করিতে হয়।

আগন্তুকজ্বর—আগন্তুজ্বর উৎপন্ন হইবার পরে বাতাদি দোষের সহিত সম্মিলিত হয়, সুতরাং যে জ্বরে যে দোষের প্রাধান্য থাকিবে, সেই দোষ-নাশক চিকিৎসা করিলেই জ্বর আপনি কমিয়া আইসে, যথা—কোনও ব্যক্তি কোনও কারণবশতঃ ক্রোধান্বিত হওয়ায় জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই জ্বর হ্রাস পাইবে; এইরূপে কাম ও শোক-জনিত-জ্বরে বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কারণ এই উভয়বিধ জ্বরেই বায়ু প্রকুপিত হয়। অন্যান্য আগন্তুজ্বরেরও এই নিয়মে প্রতিকার করিবে।

কারণভেদে জ্বরের রূপান্তর—বাতজ্বর শৈত্যক্রিয়া দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে এবং কফজ্বরও ঐরূপ অহিতাচরণ দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ পিত্তপ্রধান জ্বরে শৈত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বরে অহিতাচরণদ্বারা সন্নিপাতজ্বর এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইতে

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় বিবেচনা-পূর্ব্বক রোগের আক্রমণ বুঝিয়া অর্থাৎ বাতজ্বর হইতে বাতশ্লেষ্মার আক্রমণ বুঝিতে পারিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বরের এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর হইতে সন্নিপাতজ্বরের আক্রমণ বুঝিতে পারিলে সন্নিপাতজ্বরেরই চিকিৎসা করিবে। এইরূপ কফ-জ্বর হইতে বাতশ্লেষ্মজ্বর হইলে বাতশ্লেষ্মজ্বরের, পিত্তজ্বর হইতে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইতে সন্নিপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের এবং বায়ুর রূক্ষতা বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে বাতপিত্তজ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোনও কোনও রোগে অনেক উপদ্রব উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—বাতশ্লেষ্মজ্বরে শিরোবেদনা, কাস ও সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে ঐ সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ অর্থাৎ শিরঃশূল অত্যন্ত প্রবল হইলে লক্ষ্মীবিলাস, কাস প্রবল হইলে কাসান্তকরস বা চন্দ্রামৃতরস প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রবল গাত্রবেদনার জন্য স্বেদ ও বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি প্রযোজ্য।

সহজ ব্যবস্থা—সর্ব্বপ্রথমে রোগ পরীক্ষা করিয়া তৎপর রোগানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং তদ্দ্বারা কিরূপ ক্রিয়া বা ফলাফল হইতেছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, নচেৎ চিকিৎসায় সফলতালাভের আশা কম। রোগনির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ অনিবার্য্য হইলে অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর মধুসহ রোগীকে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রোগ স্থির করিয়া তদনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

সামজ্বরে ঔষধ

মৃত্যুঞ্জয়রস—ইহা আমের পাচক ও পিত্তনিঃসারক। ইহা দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বপ্রকার জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। আমজ্বরের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। সন্ততজ্বরে এবং টাইফয়েডের (typhoid) প্রথমাবস্থায় ইহা দিনে ২।৩ বার ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। শ্লেষ্মজ্বরে বা বাত-শ্লেষ্মজ্বরে এই ঔষধ আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস-সংযোগে প্রযোজ্য, কিন্তু যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে পানের রসের সহিত সেবন করাইবে। বাতজ্বরে বা পিত্তজ্বরে কেবল মধুর সহিত সেবন-বিধি, পিত্তপ্রধান জ্বরে বা কফজ্বরের নিরামাবস্থায় অথবা দূষিত জলবায়ু-সমুৎপন্ন জ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

জ্বরের অবস্থানুসারে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে একসময় ২।৩ বটী দেওয়া যাইতে পারে; ৭।৮ বৎসর বয়স্কদিগকে ১ বটিকা সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন-বিধি; পুরাতন জ্বরে প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড়-সহযোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মস্তকে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও পানের রস-সহযোগে সেব্য। ২।১ বার ঈষৎ তরল দাস্ত হইলে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয়রস। বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা ও হিঙ্গুল ২ তোলা। জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি। এই ঔষধে হিঙ্গুল ২ তোলার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ পারদ ১ তোলা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মৃত্যুঞ্জয়রস (কাল)—উদরী-সংযুক্ত জ্বরে সেকা মনসাপাতার রস ও মধুসহ সেব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস (কাল)। বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা ও কজ্জলী ২ তোলা। জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

হিঙ্গুলেশ্বর—ইহা সামনিরাম বাতজ্বরের ঔষধ। নিরামবাতজ্বরে দধির মাত বা মিশ্রির সরবৎ অনুপান। বাতশ্লেষ্মজ্বর (ইনফ্লুয়েঞ্জা), সবিরাম-জ্বর, সকম্প ম্যালেরিয়া জ্বর, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক এইসকল জ্বরে আদার রস মধু বা নিসিন্দা পাতার রস মধুসহ প্রয়োগ করিবে। গলগণ্ড, আমাতিসার ও জ্বরাতিসার এবং আমবাতের প্রথমাবস্থায় ইহার ব্যবহার হয়। এই ঔষধে বিষ আছে, সেইজন্য শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয়। দিনে ২ বার ব্যবহার করা চলে। পিত্তপ্রধান জ্বরে বমি থাকিলে প্রয়োগ করা হয় না। ইহার অতিপ্রয়োগে বমন, অবসন্নতা, হিমাঙ্গ, দ্রুত শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ, কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গুলেশ্বর। পিপুল ১ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা। এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জয়াবটী—বাতজ্বরে এই ঔষধ মধুর সহিত বা অবস্থানুসারে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে করলাপাতার

রস ও মধু অথবা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুযোগেও দেওয়া যায়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে আদার রস ও মধু এবং বাতপিত্তজ্বরে চন্দন ঘষিয়া তাহার সহিত সেবন করিতে দিবে। নিরামজ্বরে, মধ্যজ্বরে বা পুরাতনজ্বরেও এই ঔষধ উপকারী; পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে বা পিত্তজ্বরের নিরামাবস্থায় সেফালিকাপাতার রস ও মধু-সংযোগে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে পিপুলচূর্ণ ও মধু-সহযোগে ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ ছাগীমূত্রে ২১ বার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিলে জীর্ণজ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে। কেহ কেহ এই ঔষধে সমস্ত দ্রব্যের সমান জয়ন্তীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন-পূর্ব্বক অনুপান-বিশেষে নানা-প্রকার রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জ্বরনাশক ঔষধ।

জয়াবটী। বিষ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরিদ্রা, নিম্বপাতা ও বিড়ঙ্গ। এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অগ্নিকুমার রস—সর্ব্ববিধ জ্বরে এই ঔষধ আমদোষ-সংশোধক ও অগ্নিমান্দ্য-নিবারক, অগ্নিমান্দ্য (অজীর্ণ)-দোষে জ্বর হইলে এবং সেই জ্বরে উদরাধ্মান, সর্ব্বশরীরে বেদনা, বমন বা দাস্ত ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—আমজ্বরে শুণ্ঠীচূর্ণ ও মধু; কফজ্বরে আদার রস ও মধু বা নিসিন্দা-পাতার রস ও মধু এবং সন্নিপাতজ্বরের প্রারম্ভে পিপ্পলীচূর্ণ ও আদার রস। জ্বরে এই ঔষধ সেবন দ্বারা অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয় ও আমদোষের নিবৃত্তি হয়; ইহা অতিসার, আমাতিসার, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও শ্বাস প্রভৃতি রোগেও বিভিন্ন অনুপান-সংযোগে প্রয়োগ করা যায়।

অগ্নিকুমার রস। মরিচ ।০ আনা, বচ ।০ আনা, কুড় ।০ আনা, মুথা ।০ আনা, বিষ ১ তোলা। এইসমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

তরুণজ্বরারি—জ্বরের দিন গণনা করিয়া ৫ম, ৬ষ্ঠ বা ৭ম দিনে প্রাতঃকালে জলের সহিত ইহার একটিমাত্র বটিকা সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ২।৩ বার দাস্ত হয় এবং সেইদিনই জ্বর বন্ধ হয়। বাতজ্বরে বা বাত-পৈত্তিকজ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। জ্বরাবস্থায় যাহার প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় অথবা তৎসহ দাহ, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা ও প্রলাপাদি বিদ্যমান থাকে, তাহাকে প্রয়োগ করিবে না। কারণ এই ঔষধ বিরেচক।

তরুণজ্বরারি। শোধিত জয়পালবীজ, গন্ধক, পারদ ও বিষ। এইসকল সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

জ্বরমুরারি—এই ঔষধ অত্যন্ত বিরেচক; জ্বরারম্ভ হইতে দিন গণনা করিয়া ৫।৬ বা ৭ দিন পরে ইহা প্রাতে জলসহ সেবন করাইবে; এই ঔষধের প্রয়োগ-বিধি তরুণজ্বরারির ন্যায়। বাতজ্বরে বা বাতপিত্তজ্বরে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলেই এই ঔষধ সেব্য। বালক, বৃদ্ধ বা গর্ভিণীদিগকে এই তীব্র বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে না।

জ্বরমুরারি। হিঙ্গুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা ও শোধিত জয়পালবীজ ৮ তোলা। একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

জ্বরকেশরী—জ্বরকেশরী, তরুণজ্বরারি ও জ্বরমুরারি, এই তিনটিই জয়পাল-ঘটিত ঔষধ। স্থতরাং বিরেচক। ইহাদের মধ্যে জ্বরকেশরী নিরাপদ ঔষধ। শিশুদেরও ব্যবহার করা চলে। তরুণজ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বা পৈত্তিকজ্বরে অল্প অল্প ভেদ হইতে থাকিলে সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরে, পুনরাবর্ত্তকজ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়। আমবাত, উদরী, প্লীহাযকৃৎবৃদ্ধিযুক্ত পুরাতন জ্বরে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অনুপান—নারিকেলের জল, চিনির জল।

জ্বরকেশরী। পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও জয়পাল প্রত্যেকে সমভাগ। ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন। বটী ১ রতি।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ—কফজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এবং যেসকল জ্বরে জ্বরকালে ঘর্ম্ম হয় না, সেই সকল জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ঔষধ-সেবনে ঘর্ম্ম হইলে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, ঘর্ম্মদ্বারা জ্বর-বিরাম হইলেও পুনরায় জ্বর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেই সময় এই বটী রোগীকে পুনরায় সেবন করাইবে। ইহা দিনে ২।১ বার এবং রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান আদার রস ও মধু।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ। গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ ও হরিতাল। এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রোহিতমৎস্যের পিত্ত দ্বারা ২ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

মহাজ্বরাঙ্কুশ—সাম ও নিরাম এই উভয়বিধ জ্বরেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সর্ব্বশরীরে বেদনা, মাথায় ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও কাস ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা কফজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরেও বিশেষ উপকারী। দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। রোগীর মাথায় ও গাত্রে বেদনা থাকিলে অনুপান—নিসিন্দা-পাতার রস ও পালিধাপাতার রস এবং মধু; কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু।

পুনরাবর্ত্তক ম্যালেরিয়া-জাতীয় জ্বরে, বাতপৈত্তিকজ্বরের দ্বিতীয়াবস্থায় অথবা প্লীহাযকৃৎবৃদ্ধিযুক্ত জ্বরে হাত-পায়ে শোথ থাকিলে অজীর্ণযুক্ত পুরাতন জ্বরে শ্লেষ্মাপ্রধান থাকিলে প্রয়োগ করিবে।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, ধুস্তুরবীজ ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, মরিচ ৪ তোলা। এইসমস্ত একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকুলান্তক—বাতশ্লেষ্মজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানসহযোগে সেবন করাইবে। বালক বা বৃদ্ধব্যক্তিকে এই বটী কখনও সেবন করাইবে না। যাহারা বাতাস বা রৌদ্র সহ্য করিতে অতি কষ্টবোধ করে অর্থাৎ সুখী, তাহাদিগকেও ইহা প্রদান করিবে না। ইহার সেবনে জ্বর-বিরাম হইলে রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন এবং অম্লাহার করিতে দিবে। জ্বরে দাস্ত বা বমন না থাকিলে ইহা জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি-অনুসারে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ তিন বেলা তিনবার এবং রাত্রে একবার রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বরকুলান্তক। লৌহ, অভ্র, বিষ, হিঙ্গুল, লালদারমুজ, সাদাদারমুজ, মনঃশিলা, শ্বেত-আকন্দের মূল, শ্বেতকরবীর মূল ও জয়পালবীজ সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমান পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ আদার রসসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পঞ্চবক্ত্র রস—বাতজ্বরে গাত্রকম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা এবং ঘর্ম্ম দ্বারা জ্বরবিচ্ছেদ, এইসকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্য-কারী। যাহাদের প্রত্যহ বৈকালে বা রাত্রে ঐরূপভাবে জ্বর হইতে থাকে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহচিত্তে ইহা সেবন করাইবে। জ্বর-বিরাম হইলে যথোচিত অন্নপথ্য প্রদান করিবে। প্রত্যহ যাহারা অহিফেন সেবন করে, তাহাদের জ্বরেও এই ঔষধ সমধিক কার্য্যকারী। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার আদার রস ও মধুসহ সেব্য। বাতশ্লেষ্মজ্বরে আকন্দমূলের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চবক্ত্র রস। রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, মরিচ, আফিং ও পিপুল। এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কফকেতুরস—শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মজ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার রোগীকে সেবন করাইবে। কফজ্বরে যাহাদের সর্ব্বদা স্তব্ধভাব, নিদ্রাধিক্য, আহারে অনিচ্ছা ও মুখে দুর্গন্ধ

প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও সন্নিপাতজ্বরে ঐ সমস্ত লক্ষণ থাকিলেও ইহা সেবন করান যায়। সুখী, বালক ও গর্ভিণীকে ইহা প্রদান করিবে না। জ্বর ছাড়া অন্য রোগে, যেমন—পাষান গর্দভ (Mumps), দন্তশূল, কর্ণশূল, শিরঃশূল, গ্রহণী-রোগের প্রথমাবস্থায়, তরুণ অতিসার, বর্ষাকালীন উদরাময় প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। অনুপান—পানের রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

কফকেতুরস। সোহাগার খৈ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও শঙ্খভস্ম সমভাগ। বিষ সর্ব্ব ঔষধের সমান। এইসকল একত্র মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ক্ষারবটী—বাতশ্লেষ্ম বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে তীক্ষ্ণ বেগ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধ, বালক ও সুখী ব্যক্তিদিগকে কখনও সেবন করাইবে না। শ্রমজীবী ব্যক্তিকেই সেবন করাইবে। ইহার সেবনে শরীরের অবস্থানুসারে কাহারও ২।১ বার দাস্ত এবং কাহারও বা ২।১ বার বমি হয়। এই বটী অবস্থাভেদে একবার বা ২।৩ বার ব্যবহার করাইবে। জ্বর-নিবৃত্তি হইলেও রোগীর অম্লভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই ঔষধ প্রায়শঃ অধিক সেবনের আবশ্যকতা হয় না; জ্বর বন্ধ হইলে ইহা আর সেবন করাইবে না; তখন রোগীকে অন্নপথ্য দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

ক্ষারবটী। যবক্ষার, সাদা দারমুজ, আতপচাউলের গুঁড়া। এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বিষবটী—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে অত্যধিক উত্তাপ, ঘর্ম্ম-নির্গম বা হাত-পা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; জ্বরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইহা দিবসে ২।৩ বার সেব্য। এই ঔষধ-সেবনে জ্বর-বিরাম হইলে রোগীকে অন্নপথ্য দিবে ও শীতলদ্রব্য সেবন করাইবে। বালক, বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইবে না; শ্রমজীবী ব্যক্তির পক্ষে ইহা সেব্য, কিন্তু রোগীর দাস্ত বা বমি থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান— করলাপাতার রস বা আদার রস ও মধু।

বিষবটী। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও বিষ ৮ তোলা। এইসকল মিশ্রিত করিয়া মহিষের পিত্তে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শম্ভুনাথরস—জ্বরে প্রলাপ, মত্ততা, সন্ধিস্থানে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তন্দ্রা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে. বালক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না। ইহা জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করাইবে। জ্বর কম থাকিলে দিনে ২ বার ও রাত্রে ১ বার মাত্র সেবন-বিধি। অহিফেনসেবী ব্যক্তির পক্ষেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ইহার সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে রোগীকে অন্নপথ্য দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু।

শম্ভুনাথরস। বিষ ৮ তোলা, রস ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও আফিং ১৭ তোলা। এইসমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

কস্তুরীভৈরব—বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘর্ম্ম, নিদ্রাধিক্য, পার্শ্ববেদনা ও কাসের প্রবলতা দেখিতে পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্রবল পিত্তশ্লেষ্ম ও সন্নিপাতজ্বরে এই ঔষধ কার্য্যকারী। বালক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে অর্দ্ধবটী সেবন করাইবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কস্তুরীভৈরব। হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জাতিফল, জয়িত্রী, মরিচ, পিপুল ও কস্তুরী। এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে বা আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকস্তুরী—বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর নিদ্রাধিক্য, উৎকাসি, সর্দ্দি ও শিরোবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দিবসে ২।৩ বটী সেব্য ; জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে রোগীকে ইহার ৪।৫টি বটিকা পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বরকস্তুরী। হিঙ্গুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, জাতিফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, সিদ্ধিবীজ ১ তোলা, কস্তুরী ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ৩ তোলা। এইসকল দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

আগরকস্তুরী—পিত্তজ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সন্নিপাতজ্বরে ও দাহ বা তন্দ্রা প্রবল থাকিলে রোগীকে ইহা সেবন করাইবে। যক্ষ্মারোগীর তীব্রজ্বরে অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘষা ও মধু এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও সন্নিপাতজ্বরে বাতশ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ ঘর্ম্ম, জ্বরের প্রবল তাপ ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আদার রস ও মধু।

আগরকস্তুরী। আগরকাষ্ঠ ১ তোলা, কস্তুরী ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, রুদ্রাক্ষ-ঘষা

১ তোলা, কপূর ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা। এইসমস্ত দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

আগরকস্তুরী (মতান্তরে)—বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ গাত্রবেদনা, নিদ্রাধিক্য ও পর্ব্বভেদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে কাস, অরুচি, বুকে বেদনা ও হিমাঙ্গতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। বালক ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধবটী-সেবনের ব্যবস্থা। অনুপান—আদার রস ও মধু। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রবলতা অথবা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে তাল-শাখার রস ও মধু।

আগরকস্তুরী (মতান্তরে)। আগরকাষ্ঠ, কস্তুরী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রস, গন্ধক, হরিতাল, রুদ্রাক্ষ, বিষ, জাতিফল ও জয়িত্রী। এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে)—বাতশ্লেষ্মজ্বরে এবং সন্নিপাত-জ্বরে বাত ও শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলেও ইহার ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে)। কস্তুরী, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কপূর, রুদ্রাক্ষ। এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বামনহাটীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে উপদ্রব-চিকিৎসা

জ্বরে উদারাধ্মান-চিকিৎসা

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—জ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য অথবা উদরাধ্মান হইলে বা অগ্নির দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্ষুধা হ্রাস পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত রোগীর স্বভাবতঃ উদরাধ্মান হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং, এই আটটি দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বালক ও বৃদ্ধের জন্য ⁄০ আনা; পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য ৵০ আনা।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—জ্বরে অগ্নিমান্দ্যবশতঃ বা স্বভাবতঃ উদরাধ্মান থাকিলে এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের স্বভাবতঃ অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। হিং ১ তোলা, বচ ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, যমানী ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, রক্তচিতার মূল ৭ তোলা ও কুড় ৮ তোলা। এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে /০ আনা, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ০/০ আনা।

দারুষট্‌কপ্রলেপ—এই প্রলেপ যথাবিহিত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া একখণ্ড সরু কাপড়ের উপর আধইঞ্চি পুরু করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে উদরে লাগাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা আধ্মান (পেটফাঁপা), পেটের তীব্র বেদনা, অন্ত্রগ্রন্থি (masentric glandএর inflammation), উণ্ডুকপুচ্ছ বিদ্রধি (appendicitis) শীঘ্রই কমিয়া আইসে। পরবর্ত্তী যবপ্রলেপেও এই উপকার পাওয়া যায়। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও এই প্রলেপ বিশেষ উপকারী।

দারুষট্‌কপ্রলেপ। দেবদারু, বচ, কুড়, যমানী, হিং, সৈন্ধব; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করতঃ কাঁজির জলসহযোগে উষ্ণ করিয়া গাঢ় হইলে উষ্ণ থাকিতে কাপড়ে লাগাইয়া প্রলেপ দিবে।

যবপ্রলেপ—এই প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া উক্ত দারুষট্‌কপ্রলেপের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ইহার ব্যবহারে জ্বরকালীন উদরাধ্মান শীঘ্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যবপ্রলেপ। যবচূর্ণ দুই ছটাক ও যবক্ষার দুই ছটাক একত্রে ঘোলসহ মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ করিবে ও পূর্ব্ববৎ উদরে প্রলেপ লাগাইয়া দিবে। অবস্থানুসারে অধিক প্রলেপ প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

জ্বরে অতিসার-চিকিৎসা

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস—জ্বরকালে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ মুথার রস ও মধুসহ এবং পাতলা দাস্তের সহিত সামান্য উদরাধ্মানে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি করিবে। মল ক্রমশঃ ঘন হইয়া

আসিলে ইহা আর অধিক সেবন করাইবে না। এই ঔষধ জ্বরাতিসার ও অতিসার রোগেও সেবন করান যাইতে পারে।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, সাজিমাটী ।০ আনা, সোহাগার খৈ ।০ আনা, যবক্ষার ।০ আনা, বিটলবণ ।০ আনা, সৈন্ধবলবণ ।০ আনা, সাম্ভারলবণ ।০ আনা, সৌবর্চ্চললবণ ।০ আনা, করকচলবণ ।০ আনা, হরীতকী ।০ আনা, আমলা ।০ আনা, বহেড়া ।০ আনা, শুঁঠ ।০ আনা, পিপুল ।০ আনা, মরিচ ।০ আনা, ইন্দ্রযব ।০ আনা, জীরা ।০ আনা, কৃষ্ণজীরা ।০ আনা, রক্তচিতা ।০ আনা, যমানী ।০ আনা, হিং ।০ আনা, বিড়ঙ্গ ।০ আনা ও শুলফা ।০ আনা। এইসমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি। বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ২ রতি। জ্বরকালে বমন থাকিলে হিং-স্থানে শঠীর পালো প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক—জ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত পাতলা দাস্ত হইলে বা জ্বর হইবার পরই আমাশয় বা রক্তামাশয় হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অবস্থানুসারে ইহা দিবসে ১।২ বা ৩ বার সেবন করিতে দিবে। স্তন্যপায়ী শিশু, বালক ও প্রসূতির পক্ষে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ইহাদের উদরাময়, আমাশয় বা প্রবাহিকায় ইহার সেবনে শীঘ্রই উপকার দৃষ্ট হয়। রোগীর আম পরিপাক বা রক্তদাস্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেবন করাইবে। অনুপান—আমাতিসারে ভর্জ্জিত জীরাচূর্ণ ও মধু বা দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়; রক্তাতিসারে দাড়িমপাতার রস ও ইক্ষুচিনি।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিয়া উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত পর্পটী ৪ তোলা (পর্পটী ৪ তোলা প্রস্তুত করিতে হইলে পারদ ও গন্ধক সমভাগে কিছু অধিক পরিমাণে লইয়া কজ্জলী করিবে), জাতিফল ২ তোলা, জয়িত্রী ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, নিমপাতা ২ তোলা, নিসিন্দাপাতা ২ তোলা ও ছোট এলাইচ ২ তোলা একত্রে জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে। এই ঔষধ মর্দ্দনান্তে ২ খানি ঝিনুক দ্বারা আবৃত করিয়া উত্তমরূপে মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে ৩০ খানা বনঘুঁটিয়া দ্বারা পুট দিবে, গন্ধকের গন্ধ বাহির হইবামাত্র ঔষধের পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বটী ৩ রতি। ইহাকে মহাগন্ধক কহে; ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপেক্ষা অধিক উপকারী।

প্রাণেশ্বররস—জ্বরকালে রোগীর অতিরিক্ত পাতলাদাস্ত হইলে এই ঔষধ জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু-সংযোগে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। রোগীর মল ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যথারীতি এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। জ্বরাতিসারে বা অতিসারেও এই ঔষধ সমধিক উপকারী।

প্রাণেশ্বররস। রস, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুল্ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেকে ৪ তোলা, যবক্ষার, হিং, বিটলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে বমন-চিকিৎসা

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—জ্বরকালে রোগীর বমনবেগ প্রবল হইলে অথবা অন্যান্য বিবিধকারণে পিত্তের প্রকোপবশতঃ পিত্তবমন, ক্রিমিকর্ত্তৃক উদীর্ণ বমনবেগ, তীব্র ঔষধ-প্রয়োগে বমন অথবা অতিসারে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অত্যধিক বমন হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু অগ্নিমান্দ্যবশতঃ অন্নের অপরিপাক অবস্থায় বমন হইলে এই ঔষধ-সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। অত্যধিক বমনবশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইলে এবং হিক্কারোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—শশার বীজের মধ্যস্থ শাঁসবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা (অভাবে কিস্‌মিস্), কুলের মধ্যস্থ শাঁস, যষ্টিমধু, ইক্ষুচিনি, বিড়ঙ্গশাস ও কুড়। এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্ব ঔষধের সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

চন্দ্রকান্তিরস—জ্বরে, জ্বরাতিসারে বা অতিসারে বমন উপস্থিত হইলে এই ঔষধ নিঃসন্দেহচিত্তে রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্তের অত্যধিক প্রকোপবশতঃ বমন হইলে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ-সেবনেই সমধিক উপকার হয়। বালক, বৃদ্ধ বা শিশুদিগের জ্বরে বমন হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—শশার বীজের শাঁসবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। বদরীবীজের শাঁস ২ তোলা, চালতার কুঁড়ি ৪ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

স্বর্ণমৎস্যাণ্ডী—ক্রিমির বিকারবশতঃ বমন হইলে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। জ্বরবিকারের ন্যায় মৃত্যুপ্রদ ক্রিমিজনিত বিকার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ রোগীর উদরে বেদনা, বমন ও দাস্তকালীন পুনঃপুনঃ ক্রিমি নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরেও অনেকস্থানে এইরূপ বিকার দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। অনুপান—শশার শাঁসবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যাণ্ডী। স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, মিশ্রি ৩ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৬ তোলা। এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ক্রিমিনাশকযোগ—জ্বরকালে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন, হৃদয়ে ও উদরে বেদনা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে বমনের পরই সেবন করাইবে। শিশু ও বালকদিগের ক্রিমির লক্ষণ অবগত হওয়া কঠিন, তাহাদিগের এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বমনের পর ঔষধ প্রয়োগ করিবে; ইহাতে ক্রিমির শান্তি হয়। নিম্নলিখিত ক্বাথসমূহ জ্বরের সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে সেবনে কোন বাধা নাই, কারণ এইসমস্ত ঔষধ ক্রিমিনাশক।

ক্রিমিনাশকযোগ। মিশ্রি, ইকরের শাঁস ও খেজুরবৃক্ষের মাথী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। (১)

ক্রিমিনাশকযোগ। মিশ্রি ও খেজুরবৃক্ষের মাথী সমভাগে ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করাইবে। বালক বা শিশুদিগের জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে উহার অর্দ্ধমাত্রা গ্রহণ করিবে। (২)

ছর্দ্দিহরযোগ—জ্বরে বা অন্যান্য কারণে বমনবেগ উপস্থিত হইলে অথবা ক্রিমির জন্য বমন হইলে রোগীকে এই জল সেবন করাইবে। ইহাতে বমি ও হিক্কা উভয়ই নষ্ট হয়। ২নং—ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ ঠাণ্ডা হইলে মধু মিশাইয়া অল্প অল্প করিয়া বার বার পান করিবে। ইহাতে বমির নিবৃত্তি হইবে। ৩নং—ন্যাকড়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধুসহ অবলেহন করিবে।

ছর্দ্দিহরযোগ। অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ফেলিয়া রাখিবে, সেই জল ছাঁকিয়া সময় সময় রোগীকে পান করাইবে।

জ্বরে প্রলাপ-চিকিৎসা

সিদ্ধবটী—জ্বরকালে রোগীর প্রলাপ (অযথা বাক্যপ্রয়োগ) দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে। রোগীর প্রলাপের বাহুল্য দর্শন করিলে প্রলাপ নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান আবশ্যক। অনুপান—আদার রস ও মধু।

সিদ্ধবটী। অশ্বত্থবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ, আমড়াবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ ও স্বর্ণসিন্দুর সমভাগে লইয়া ঐসকল ঔষধের সমান কনকধুতুরার বীজ মিশ্রিত করতঃ আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

প্রলাপনিবর্ত্তক—যে কোন জ্বরে প্রলাপ ও মত্ততা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা একবার সেবন করাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রলাপ নিবৃত্ত না হইলে পুনরায় আর এক বটী সেবন করাইবে; কিন্তু

প্রলাপ বন্ধ হইলে আর সেবন করাইবে না। অবস্থাভেদে অর্দ্ধবটী বা সিকি বটী প্রয়োগ করিবে। অনুপান—জল।

প্রলাপনিবর্ত্তক। আফিং ।/০ আনা, কর্পূর ।/০ পাঁচ আনা ; জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে দাহ-চিকিৎসা

দাহমঞ্জরী—জ্বরকালে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরেও অত্যধিক দাহ থাকিলে রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অবস্থাভেদে এই ঔষধে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ; রোগীর অধিক দাস্ত হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক এই ঔষধ সেবন করাইবে অথবা ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে। ইহা দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার করলাপত্রের রস ও মধু-অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা।

দাহমঞ্জরী। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, রক্তচন্দন ৩ তোলা, ইন্দ্রযব ৪ তোলা, কটকী ৫ তোলা। এইসমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া করলাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রতি।

দাহান্তকলৌহ—পিত্তপ্রধানজ্বরে অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। যেসমস্ত জ্বরে পিত্ত বা বাত-পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জ্বরকালে যেসকল রোগীর বমন, পাতলা দাস্ত, অন্ধকারবৎ দর্শন ও মূর্চ্ছা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; কিন্তু জ্বরে শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে ইহা রোগীকে প্রদান করিবে না। অনুপান—ইন্দ্রযব-ভিজান জল।

দাহান্তকলৌহ। রক্তচন্দন ১ তোলা, বদরীবীজের শাঁস ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজ ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা ও ইন্দ্রযব ২ তোলা। এইসমস্ত ঔষধের চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

দাহহরলেপ—পিত্তপ্রধান বা বাতপিত্তজ্বরে রোগীর প্রবল দাহ থাকিলে এই প্রলেপ যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া তাহার গাত্রে লেপন করিবে। ইহা দ্বারা দাহ তৎকালেই দূরীভূত হয় বটে ; কিন্তু জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে ইহা গাত্রে লেপন না করিয়া সমস্ত গাত্রে বিন্দুবৎ ছড়াইয়া দিবে ; যেহেতু শীতল জলীয়দ্রব্য শরীরে শুষ্ক হইলে জ্বরবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

দাহহরলেপ। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণার মূল, বালা, নাগকেশরের রেণু, তেজপাতা, কৈবর্ত্তমুথা ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শ্বেতচন্দনের ক্বাথে মর্দ্দন করিবে ; পরে ঐ ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে লেপন বা বিন্দু-বিন্দু-আকারে সেচন করিবে।

জ্বরে পিপাসা-চিকিৎসা

ষড়ঙ্গপানীয়—জ্বরকালে রোগীর প্রায়শঃ পুনঃপুনঃ পিপাসা হয়। পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্র তখনই রোগীকে এই জল পান করিতে দিবে। এই জল দিবসে প্রস্তুত হইলে দিবসেই সেবন করাইবে; কিন্তু রাত্রে আবশ্যক হইলে পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহার সেবনে পিপাসা ও জ্বর উভয়ই নষ্ট হয়। এই পানীয় তৃষ্ণারোগে বা অন্যান্য রোগের উপসর্গীভূত পিপাসায়ও প্রয়োগ করা যায়।

ষড়ঙ্গপানীয়। মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, অনন্তর এই জল পবিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া শীতল হইলে অল্পমাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগ—নিম্নলিখিত ঔষধ পিপাসার সময় রোগীর মুখে অল্প অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে। পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে ঐসময় এই ঔষধ রোগীর মুখে পুনঃপুনঃ প্রদান করিলে পিপাসা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

তৃষ্ণাহরযোগ। খৈ চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া অবলেহবৎ প্রস্তুত করিবে এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর মুখে প্রদান করিবে। (১)

তৃষ্ণাহরযোগ। কিস্‌মিস্‌, রক্তচন্দন, খর্জ্জুর ও বেণার মূল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৬ তোলা অত্যুষ্ণজলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরদিন ঐ জল ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসার সময় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। (২)

তৃষ্ণাহরযোগ। ধনে ২ তোলা কুট্টিত করিয়া উহাকে ৮ তোলা অত্যুষ্ণজলে ভিজাইবে, পরদিবস ছাঁকিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসাকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতি শীঘ্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে উষ্ণজলে ভিজাইবার ৩ ঘণ্টা পরে চিনি মিশ্রিত করিয়া ঐ জল পান করিতে দিবে। (৩) যষ্টিমধু ১ তোলা, মৌরি ১ তোলা, জল /৪ সের শেষ /২ সের। অল্প অল্প করিয়া সেবন করিতে দিলে পিপাসা ও উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হয়।

কুলগাছের শিকড় ঘষিয়া জলের সাথে মিশাইয়া পান করিলে পিপাসার নিবৃত্তি হয়।

জ্বরে কাস-চিকিৎসা

কাসকুঠার—জ্বরে কাসের বেগ উপস্থিত হইলে রোগীর অত্যন্ত ক্লেশ হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে

দিবে। জরকালে যাহাদের কাস তরলাবস্থায় বা অল্পপরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রযোজ্য। সন্নিপাতজ্বরে বা সাধারণতঃ কাস-রোগেও ইহা রোগীকে সেবন করান যায়। জ্বরে কাস ও মাথার বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করাইবে। অনুপান—বাবুইতুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা বাসকপাতার রস ও মধু।

• কাসকুঠার। হিঙ্গুল ১ তোলা, শুঠ ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও সোহাগার খৈ ১ তোলা। এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস—জ্বরে কাসের নিরন্তর বেগ থাকিলে এবং কাস কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় যথারীতি নিঃসৃত না হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কফজ্বরে, বাতশ্লেষ্মজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে যে-কোনও অবস্থায় কাসের বেগ দৃষ্ট হইলে ইহা রোগীকে সেবন করান যায়। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেব্য। অনুপান—পানের রস ও মধু। কাস শুষ্ক হইলে বাবুইতুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ, পুরাতন কাসে বাসকপাতার রস ও মধু।

চন্দ্রামৃতরস। রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৮ তোলা, মরিচ ৫ তোলা, শুঠ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, আমলকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, চই ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, জীরা ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কাসান্তকরস—জরকালে বা অন্যান্য রোগে কাসের অল্পবেগ দৃষ্ট হইলে বিশেষতঃ কফজ্বরে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কাসান্তকরস। রস, গন্ধক, বিষ, শালপাণি ও ধনে। ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ এবং সমস্ত ঔষধের সমান মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে সর্ব্বাঙ্গগত শূল-চিকিৎসা

বাতগজাঙ্কুশ—জরকালে রোগীর মস্তকে বিশেষতঃ গাত্রে ও শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থানে বেদনার আতিশয্য হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহার সেবনে জ্বর ও গাত্রবেদনা এই উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। বাতিক, বাতশ্লৈষ্মিক তরুণজ্বরে জ্বরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিতে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে প্রয়োগ

করিবে। রোগের অবস্থা দৃষ্টি করিয়া দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করাইবে। অনুপান—কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি ও মাথায় ভার থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। রসসিন্দূর, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারিছাল ও সোহাগার খৈ; এইসকল সমভাগে লইয়া মুণ্ডী ও নিসিন্দাপত্র-রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

রামবাণরস—ইহা পাচক, শোষক এবং ধারক। অগ্নিমান্দ্য-প্রযুক্ত জ্বর উপস্থিত হইলে অথবা জ্বর হইবার পর বা পূর্ব্বে হইতে পেটফাঁপা, অম্লোদ্গার বা দুই-একবার পাতলা দাস্ত ও উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে রোগীর গাত্রবেদনা প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐসকল অবস্থায় গাত্রবেদনা ও অজীর্ণ-নিবারণের জন্য রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অগ্নিমান্দ্যবিহীন গাত্রবেদনায়ও ইহা উপকারী। অবস্থাবিশেষে দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার প্রযোজ্য। অনুপান—অম্লোদ্গার, পেটফাঁপা ও পাতলা দাস্ত থাকিলে জীরাচূর্ণ ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্রবেদনায় আদার রস ও মধু; কেবলমাত্র দাস্ত থাকিলে জল বা মুথার রস ও মধু।

রামবাণরস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও জাতিফল ॥০ তোলা। এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

রসোনাদিক্বাথ—বিবিধ শীতক্রিয়াবশতঃ বক্ষঃস্থলের বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে অথবা গ্রীবাদিসন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরে সপ্তাহমধ্যে এই ক্বাথ-সেবনে কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই; যেহেতু ইহা আমবাত-নিবারক। রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে প্রাতে ও রাত্রে ২ বার এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রসোনাদিক্বাথ। রসোন, নিসিন্দাপাতা ও শুঁঠ, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে।

বালুকাস্বেদ—বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে অসহ্য

বেদনা হইলে স্বেদপ্রদান কর্ত্তব্য। স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা শরীরের বেদনা, স্তব্ধতা ও ভারবোধ ইত্যাদি প্রশমিত হয়।

বালুকাস্বেদ। একটি মৃত্তিকাপাত্রে বালুকা রাখিয়া তীক্ষ্ণ অগ্নির উত্তাপে ভাজিতে থাকিবে; ঐ বালুকা যখন ঈষৎ রক্তাভ হইবে, তখন ভাজা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; অনন্তর ঐ বালুকায় কাঁজি এমনভাবে সেচন করিবে, যেন বালুকার উত্তাপে ঐ কাঁজি শুকাইয়া যায়। পরে ঐ উষ্ণ বালুকা একখানি ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বক্ষঃস্থল ব্যতীত রোগীর হস্তপদাদি সন্ধিস্থানেই সমধিক স্বেদ-প্রদান কর্ত্তব্য। পুনঃপুনঃ স্বেদ প্রদান দ্বারা রোগীর ঘর্ম্ম হইলে স্বেদ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে, কিন্তু এই ঘর্ম্ম-নির্গম রোগের প্রবলতাবশতঃ অনেকবার স্বেদ-প্রদানের পরই দৃষ্ট হয়, অতএব ক্রমশঃ ২।৩ ঘণ্টা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেষ্মার অত্যধিক প্রবলতা দৃষ্ট হইলে আরও অধিক সময় স্বেদ প্রয়োগ করা বিধেয়। সাধারণতঃ দিবসে ও রাত্রে দুইবার স্বেদ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

জ্বরে শিরঃশূল-চিকিৎসা

লক্ষ্মীবিলাস—জ্বরকালে মাথায় অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। শিরঃশূল এবং গাত্রবেদনায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। জ্বরারম্ভ-সময় ব্যতীত অন্যসময় মাথায় অসহ্য বেদনা হইলে তাহাও এই ঔষধ-সেবনে বিনষ্ট হয়। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদা এবং পানের রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস। লৌহ, অভ্র, বিষ, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধুতুরা-বীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ ও পিপুলমূল; এইসমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং গোক্ষুর ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ধুতুরাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস—জ্বরকালে বা অন্যান্য যে-কোন রোগে বা অবস্থায় শিরোবেদনা হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। যাহাদের শরীর কৃশ এবং বিবিধ রোগে জর্জ্জরিত ও বায়ুপ্রধান, তাহাদের জ্বর হইলে বা জ্বরারম্ভের পূর্ব্ব হইতে মাথায় অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে ইহা দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তিষ্কগত বিবিধ কফ-জনিত রোগে উপকারী। অনুপান—কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে পানের রস ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা এবং রস, গন্ধক, কর্পূর, জাতিফল, জয়িত্রী, বৃদ্ধদারক-বীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

জ্বরে অরুচি-চিকিৎসা

সুধানিধিরস—জ্বরে রোগীর অরুচি জন্মিলে অর্থাৎ পথ্য সেবনে অনিচ্ছা হইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বশরীরে বেদনা থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্রাতে ১ বার সেব্য। অনুপান—শুঁঠচূর্ণ ও ইক্ষুগুড়।

সুধানিধিরস। রস ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া উহাকে দন্তীকাথ, জম্বীররস, আদার রস এবং ছোলঙ্গলেবুর রস ও ছোলঙ্গমজ্জার রস দ্বারা ক্রমান্বয়ে একবার করিয়া ভাবনা দিবে; অনন্তর উহার সহিত সোহাগার খৈ ২ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ৫ তোলা ও বিষ ।০ আনা মিশ্রিত করিবে। বটী ৫ রতি।

আমলাদ্যযোগ—জ্বরকালে রোগীর অরুচি জন্মিলে এই ঔষধ মুখে ধারণ করিতে দিবে; ক্রমান্বয়ে দিবসে ২।৩ বার মুখে ধারণ করিলে রুচি হয়। ঔষধ গলাধঃকরণ করিবে না; উষ্ণজলসহ কিছুকাল মুখে রাখিয়া পরে কুলকুচা করিবে।

আমলাদ্যযোগ। আমলা, কিস্‌মিস্‌ ও ইক্ষুচিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

দাড়িমাদিচূর্ণ—জ্বরে অরুচি থাকিলে অথবা অরুচির সহিত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পীনস (নাসাস্রাব) ও কাস থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণজল।

দাড়িমাদিচূর্ণ। দাড়িমের খোসা ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা এবং দারুচিনি, ছোট এলাইচ ও তেজপাত; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ রতি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা চারি আনা।

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

ত্রয়োদশ সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ লক্ষণ—ক্ষণকাল দাহ এবং পরক্ষণেই শীতবোধ, অস্থি, সন্ধিস্থান ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল-নির্গম, চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তিমা ও ঘোলাটে বর্ণ, চক্ষুর্দ্বয়ের কোটরে প্রবেশ, কর্ণে বিবিধশব্দ-শ্রবণ ও বেদনাবোধ, কণ্ঠের অভ্যন্তরে ধান্যের শূয়াদ্বারা আবৃতবৎ বোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অসম্বদ্ধ-বাক্য-প্রয়োগ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শ, সর্ব্বশরীরের শিথিলতা, রক্তের সহিত পিত্তের অন্ন-উদ্গীরণ বা কফের সহিত পিত্ত-নিঃসরণ, মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালন, পিপাসা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, অনেক সময় পরে অল্পমলমূত্রত্যাগ, গাত্র হইতে অল্পপরিমাণে ঘর্ম্মনির্গমন, শরীরের নাতিকৃশতা অর্থাৎ শরীর সুস্থ-দেহবৎ প্রতীয়মান, সর্ব্বদা অব্যক্ত-শব্দ-উচ্চারণ, শরীরে কৃষ্ণ ও রক্তাভ মণ্ডলাকার কোঠ-উৎপত্তি (বোল্‌তাদষ্টস্থানবৎ উন্নত), অতি অল্পবাক্য-প্রয়োগ, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে ফোস্কার ন্যায় উদ্গম, উদরে ভারবোধ এবং অনেক-দিন পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিপাক অর্থাৎ শমতা, এইসমস্ত সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ লক্ষণ অর্থাৎ এইসমস্ত লক্ষণ ত্রয়োদশবিধ সন্নিপাতের লক্ষণসমূহের অন্তর্গত। যথা—রক্তের সহিত পিত্তনিঃসরণ পালক-সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত। গাত্রে মণ্ডলাকার কোঠের উৎপত্তি ভল্লু-সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত। জিহ্বা খরস্পর্শ কর্কটক-সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত ইত্যাদি।

বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস, মধ্যাবস্থা এবং বৃদ্ধি-অনুসারে ত্রয়োদশ সন্নিপাতের নাম ও বিশেষ লক্ষণ

বিস্ফারক বা বাতোল্বন-সন্নিপাতের লক্ষণ—শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্বশূল, হাইউঠা ও মুখে কষায়-রসবোধ, এইসমস্ত বিস্ফারক অর্থাৎ বাতোল্বন-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১)

আশুকারী বা পিত্তোল্বন-সন্নিপাতের লক্ষণ—অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখে ফোস্কাবৎ উত্থিত হওয়া, গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দুর উদ্গম ও অত্যন্ত দাহ ; এইসমস্ত আশুকারী বা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (২)

কম্পনা বা কফোল্বন-সন্নিপাতের লক্ষণ—দেহের জড়তা, গদ্‌গদবাক্য অর্থাৎ অস্পষ্টবাক্য-প্রয়োগ, রাত্রিতে নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা ও মুখের মধুরাস্বাদ; এইসমস্ত কম্পনা বা কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৩)

বভ্রু বা বাতপিত্তোল্বন-সন্নিপাতের লক্ষণ—মত্ততা, তৃষ্ণা, মুখের শুষ্কতা, চক্ষুর নিমীলনভাব, আধ্মান, অরুচি, তন্দ্রা, শ্বাস, কাস, ভ্রম ও শ্রান্তিবোধ. এইসমস্ত বভ্রু বা বাতপিত্তোল্বন-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৪)

শীঘ্রকারী বা বাতশ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাতের লক্ষণ—শীতপ্রধানজ্বর, মূর্চ্ছা, হাঁচি, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, শূল, ঘর্ম্মাভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস, এইসমস্ত শীঘ্রকারী বা বাতশ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৫)

ভল্লু বা পিত্তশ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাতের লক্ষণ—শরীরের অভ্যন্তরে দাহ ও বহির্ভাগে শীতবোধ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, দক্ষিণপার্শ্বে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে ও গলায় বেদনা, অতিকষ্টে কফপিত্ত-উদ্গীরণ, গাত্রে মণ্ডলাকার কোঠের উৎপত্তি, পাতলা দাস্ত, শ্বাস, হিক্কা ও চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলনভাব; এইসমস্ত ভল্লু বা পিত্তশ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৬)

কুটপালক বা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাতের লক্ষণ—রোগীর সর্ব্বদা হাইর উদ্রেক, শরীরের স্তব্ধতা ও চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দনহীনতা; এইসমস্ত কুটপালক বা বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ; এই সন্নিপাত মৃত্যুপ্রদ। (৭)

সংমোহ বা প্রবৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ-সন্নিপাতের লক্ষণ—বাতাধিক্যবশতঃ গাত্রবেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভের প্রাধান্য এবং পিত্তের মধ্যবিধ প্রকোপবশতঃ দাহ, তৃষ্ণা, উষ্ণতা ও ঘর্ম্মের মধ্যাবস্থা এবং কফের অল্পপ্রকোপবশতঃ শরীরে ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাসি, সর্দ্দিবোধ ও কাসের অল্পতা; বিশেষতঃ প্রলাপ, পরিশ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, গ্লানি, ভ্রম এবং পক্ষাঘাত; এইসমস্ত সংমোহ অর্থাৎ প্রবৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অতি ভয়ানক। (৮)

পাকল বা মধ্যবায়ু, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ-সন্নিপাতের লক্ষণ—বায়ুর মধ্যবিধ প্রকোপবশতঃ পূর্ব্বোক্ত গাত্র-বেদনা প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপবশতঃ দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রবলতা এবং কফের হীনতাবশতঃ শরীরের গুরুত্ব ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির অল্পতা; বিশেষতঃ মোহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গ্রীবাদেশে বেদনা, শিরঃপীড়া, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্তনির্গম, চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দন-রাহিত্য ও রক্তিমা এবং রোগীর জ্ঞান-হীনতা; এইসমস্ত পাকল বা মধ্যবায়ু, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাতে রোগীর ৩ দিবসে মৃত্যু হয়। (৯)

ক্রকচ বা প্রবৃদ্ধবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ-সন্নিপাতের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত গাত্রবেদনাদির প্রবলতা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির অল্পতা এবং গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা; বিশেষতঃ প্রলাপ, শ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, গ্লানি, ভ্রম, শোষ এবং গ্রীবাদেশে বেদনা; এইসমস্ত ক্রকচ বা প্রবৃদ্ধবায়ু, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১০)

যাম্য বা হীনবাত, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও মধ্যকফ-সন্নিপাতের লক্ষণ—পূর্ব্বোল্লিখিত গাত্রবেদনাদির অল্পতা; দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রবলতা; গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা; বিশেষতঃ হৃদয়ে দাহ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের পক্কতা, রক্ত ও পুঁয ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া নিঃসরণ এবং দন্তসকলের শীর্ণতা; এইসমস্ত যাম্য বা হীনবাত, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও মধ্যকফ-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১১)

কর্ক্কটক বা মধ্যবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ-সন্নিপাতের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত গাত্রবেদনাদির মধ্যাবস্থা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির অল্পতা; গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির প্রবলতা; বিশেষতঃ অত্যধিক অন্তর্দ্দাহ, মুখমণ্ডলের রক্তাভা এবং কফ ও বায়ু-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় বক্ষঃস্থল হইতে ঐ কফের নির্গমনাভাব, পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধবৎ বেদনা, হৃদয় উৎপাটিতবৎ বোধ, চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলনতা, প্রতিদিন শ্বাস ও হিক্কার বৃদ্ধি, জিহ্বা অঙ্গারবৎ দগ্ধ ও খরস্পর্শবৎপ্রতীয়মান, গলমধ্যে শূয়া অর্থাৎ হুলদ্বারা আবৃতবৎ বোধ, কপোতের শব্দের ন্যায় অব্যক্ত শব্দের

উচ্চারণ ; এইসমস্ত কর্কটক বা মধ্যবায়ু, হীনপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১২)

বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ-সন্নিপাতের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত গাত্রবেদনাদির অল্পতা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, গাত্রগুরুতা প্রভৃতির প্রবলতা, বিশেষতঃ অস্থিশূল, কটিদেশে বেদনার আধিক্য, অন্তর্দাহ, সর্ব্বশরীরে বেদনা, ভ্রম, অত্যন্ত কষ্টবোধ, শিরঃপীড়া এবং বস্তিদেশে, গ্রীবায় ও হৃদয়ে বেদনা, বাক্যের জড়তা, নয়নের নিমীলনতা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দেহের জড়তা, জ্ঞাননাশ, এইসমস্ত বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য, কিন্তু এই সন্নিপাতে কর্ণমূলে শোথ হইলে সুখসাধ্য। (১৩)

ত্রয়োদশ সন্নিপাতজ্বরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর

শীতাঙ্গ-সন্নিপাতের লক্ষণ—গাত্রের অত্যন্ত শীতলতা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি, বলহানি, অন্তর্দাহ, বমন, শরীরে বেদনা ও স্বরভঙ্গ ; এইসমস্ত শীতাঙ্গ-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (১)

তন্দ্রিক-সন্নিপাতের লক্ষণ—অত্যন্ত তন্দ্রা, প্রবল পিপাসা, অতিসার, প্রবল শ্বাসবেগ, কাস, গাত্রবেদনা, জ্বরের প্রবলতাপ, গলদেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ ; এইসমস্ত তন্দ্রিক-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (২)

প্রলাপক-সন্নিপাতের লক্ষণ—ত্রিদোষের অত্যন্ত প্রকোপ-বশতঃ এই সন্নিপাতে সহসা অসংখ্য প্রলাপবাক্য-কথন, কম্প, বেদনা, শরীরে দাহ ও অজ্ঞানতা ; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৩)

রক্তষ্ঠীবী-সন্নিপাতের লক্ষণ—রক্তবমন, শরীরে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চক্রাকৃতি শোথ, চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা, পিপাসা, অরুচি, বমি, শ্বাস, অতিসার, ভ্রম, আধ্মান, জ্ঞানলোপ, হিক্কা ও অত্যন্ত গাত্রবেদনা ; এইসমস্ত রক্তষ্ঠীবী-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৪)

ভুগ্ননেত্র-সন্নিপাতের লক্ষণ—নয়নের অতিশয় বক্রভাব, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, ভ্রম, প্রলাপ, মত্ততা, কম্প, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও মোহ ; এই সমস্ত ভুগ্ননেত্র-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা অসাধ্য। (৫)

অভিন্যাস-সন্নিপাতের লক্ষণ—অত্যন্ত মোহ, চেষ্টা-হীনতা, ইন্দ্রিয়াদির বিকলতা, প্রবলশ্বাস, বাক্‌শক্তির হ্রাস, দাহ, মুখের চিক্কণতা (মুখে তৈলমর্দ্দনবৎ ভাব), মন্দাগ্নি ও বলক্ষয়, এইসমস্ত অভিন্যাস-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য।

জিহ্বক-সন্নিপাতের লক্ষণ—জিহ্বা কণ্টকাবৃতবৎ বোধ, অনন্তর একেবারে বাক্যরোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, বলক্ষয়, শ্বাস, কাস ও শরীরে অত্যন্ত উত্তাপ ; এইসমস্ত জিহ্বক-সন্নিপাতের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য। (৭)

সন্ধিগ-সন্নিপাতের লক্ষণ—শরীরের সন্ধিস্থানে ফুলা ও বেদনা, মুখে কফলিপ্তভা, নিদ্রাহীনতা ও কাস, এইসমস্ত সন্ধিগ-সন্নিপাত-জ্বরের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য। (৮)

অন্তক-সন্নিপাতের লক্ষণ—সর্ব্বদা শিরঃকম্পন, কাস, শরীরে অসহ্য বেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, শরীরে অত্যন্ত তাপ, চিত্তের ব্যাকুলতা ও প্রলাপ ; এইসমস্ত অন্তক-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৯)

রুগ্‌দাহ-সন্নিপাতের লক্ষণ—অসহ্য দাহ, প্রবল পিপাসা, শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মোহ এবং মন্যা (ঘাড়ে), হনু ও কণ্ঠদেশে বেদনা ও শ্রমবোধ ; এইসমস্ত রুগ্‌দাহ-সন্নিপাতের লক্ষণ। ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। (১০)

চিত্তভ্রম-সন্নিপাতের লক্ষণ—ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ রোগীর নিরন্তর গান, নৃত্য, হাস্য, প্রলাপবাক্য-উচ্চারণ, বিকৃতভাবে দ্রব্যাদি-দর্শন, মোহ এবং শরীরে বেদনা ও দাহ, ভয়ে প্রায়শঃ উৎপীড়িতভাব ; এই সমস্ত চিত্তভ্রম-সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১১)

কর্ণিক-সন্নিপাতের লক্ষণ—কর্ণমূলে তীব্রশোথ ও বেদনা, কণ্ঠরোধ, বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, ঘর্ম্ম, মোহ ও দাহ ; এইসমস্ত কর্ণিক-সন্নিপাত-জ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১২)

কণ্ঠকুব্জ-সন্নিপাতের লক্ষণ—কণ্ঠদেশে ধান্যাদির শূয়া (অগ্রভাগ) দ্বারা অবরুদ্ধবৎ বোধ, প্রবল অরুচি, দাহ, শরীরে বেদনা, পিপাসা, হনুস্তম্ভ, শিরঃপীড়া, মোহ ও কম্প ; এইসমস্ত কণ্ঠকুব্জ-সন্নিপাতের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১৩)

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসাবিধি

সন্নিপাত অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপবশতঃ মৃত্যুপ্রদ জ্বরবিকার উৎপন্ন হয়, সুতরাং অতি সাবধানে তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে; অন্যান্য জ্বরের উপদ্রবসকল কালবিলম্বে উপস্থিত হইয়া অনেকস্থানে ঔষধ ব্যতীতও নিবৃত্ত হয়; কিন্তু ত্রিদোষজনিত জ্বর দেহকে আক্রমণ করিলে তাহার উপদ্রব-সকলও প্রবল বা সাধারণভাবে তৎসঙ্গে উপস্থিত হয়, ঐসকল উপদ্রবের মধ্যে অনেকগুলি বলবৎ ও মুখ্যরোগে পরিণত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু ঐসকল আশু-জীবননষ্টকারী উপদ্রবসমূহের নিবৃত্তি করিতে পারিলে মূলরোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হইতে থাকে এবং রোগী রোগের ভোগকাল-অন্তে সুস্থ হইতে পারে। ৭ম দিনে, ৯ম দিনে, ১০ম দিনে, ১১শ দিনে, ১২শ দিনে ও ১৪শ দিনে ঐ জ্বর বিবিধ মারাত্মক উপদ্রবসহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; অনেকস্থানে ১৮শ দিন এবং ২২শ দিনেও বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। কতিপয়-লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ঐসকল দিনে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং কতিপয়-লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ঐসকল দিনে রোগীর জীবন নষ্ট করিয়া থাকে, অতএব রোগীর যখন যে উপদ্রব উপস্থিত দেখিবে, তখন তাহার নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিবে এবং বলবান্ একটি উপদ্রব নষ্ট হইলে অন্য উপদ্রবের প্রতিকার করিবে। উদরাধ্মান, মলমূত্রের রোধ, শ্বাস এবং হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব শীঘ্রই জীবন-নাশক; অতএব জীবন-নাশক উপদ্রবসকলের কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইলে শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমন, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, অতিসার, মলমূত্ররোধ, উদরাধ্মান, তন্দ্রা, প্রলাপ, আক্ষেপ, গাত্রকম্প, গাত্রবেদনা, ঘর্ম্ম, অরুচি ও জ্ঞানহীনতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, এইসকল উপদ্রবের মধ্যে অনেকস্থানে একটি উপদ্রব অন্য উপদ্রবের কারণ হয়, যথা—প্রবল বমন হইতে হিক্কাবেগ, ঘর্ম্ম ও শরীরের শীতলতা, হিক্কা হইতে শ্বাস, মলমূত্রাদির রোধ হইতে উদরাধ্মান, আবার ঐ উদরাধ্মান নিবৃত্ত না হইলে ক্রমশঃ শ্বাসবেগ উপস্থিত হয়। এই উদরাধ্মান এবং মল ও মূত্রের রোধ গুহ্য-দেশস্থিত অপানবায়ুর প্রকোপবশতঃ হইয়া থাকে। নিরন্তর কাসের বেগ বা কাসের বিকৃতি হইতে শ্বাস ইত্যাদি উপদ্রবের উৎপত্তি হয়; একটি নষ্ট হইলে অন্য উপদ্রব স্বয়ং হ্রাস পাইতে থাকে, এমতাবস্থায় যেসকল উপদ্রব অন্য উপদ্রবের কারণ-স্বরূপ, সেইসকল উপদ্রবকেই প্রথমে নষ্ট

করা কর্ত্তব্য ; সাধারণতঃ যাহাতে বায়ুর অনুলোম হয়, অগ্নিবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ও কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ ঔষধ সন্নিপাতজ্বরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি নিতান্ত গর্হিত। বক্ষঃস্থলস্থিত শ্লেষ্মা যাহাতে শুষ্ক হইতে না পারে অর্থাৎ তরলভাবে মুখ হইতে বা অধোগামী হইয়া নিঃসৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাতজ্বরে মল ও মূত্ররোধ হওয়ায় সহসা বা অকস্মাৎ জ্ঞানশূন্যতা, মূর্চ্ছা ও উন্মত্ততা প্রভৃতি উপদ্রব অনেকস্থানেই উদরাধ্মান দৃষ্ট হয়, অনেকস্থানে রোগীর শ্বাসক্রিয়ার সময় সময় লোপ ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, শরীর শীতল ও জড়পদার্থবৎ ইত্যাদি লক্ষণসকলও দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সেইসকল অবস্থায় চিকিৎসক অধীর হইলে রোগীর অমঙ্গল হইতে পারে ; সুতরাং চিকিৎসক ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে অনেকস্থানে নিরাশ রোগীও রোগমুক্ত হইতে পারে। সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব নষ্ট করিতে না পারিলে কেবল জ্বরের ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না।

ঐসকল অবস্থায় অনেক সময় রোগীর নিকট উপস্থিত থাকিয়া মনোযোগ-সহকারে রোগীর বাহ্যলক্ষণ ও নাড়ীর গতি পর্য্যালোচনা করা উচিত এবং অর্দ্ধ-ঘণ্টা বা একঘণ্টা অন্তর উপদ্রব-অনুসারে ঔষধসমূহ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকস্থানে চিকিৎসকের বিবেচনার অভাবে এবং অনেক-স্থানে উপযুক্ত ঔষধের অভাবে রোগীর মৃত্যু হয় ; অতএব উপদ্রবসমূহের সম্যক্ বা আংশিক অবস্থা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য। উদরাধ্মান, সংজ্ঞাহীনতা, নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা, শ্বাসবেগ ও হিমাঙ্গতা, অনেক সময় একই রোগীতে যুগপৎ দৃষ্ট হয় ; ইহার কারণ উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের আয়তন বৰ্দ্ধিত হয় ; এইজন্য কারণ উল্লেখ না করিয়া কেবল চিকিৎসাবিষয়ক সামান্য উপদেশ এস্থলে বর্ণিত হইল। সাধারণতঃ সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে কফনিবর্ত্তক রুক্ষস্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ বায়ু ও পিত্তের প্রতিকার করিবে ; কিন্তু বিকার উপস্থিত হইলে যে দোষ প্রধান দেখিবে, তাহার চিকিৎসা করিবে।

উদরাধ্মানকালে যথোক্ত প্রলেপ-প্রয়োগ ও স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্বেদপ্রদান এবং যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য, তৎসঙ্গে মূত্রকারক বাহ্যিক ও

আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করাও বিধেয়। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার না হইলে মলদ্বারে বর্ত্তি ও বিবিধ বস্তিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইলে যাবৎ রোগী ঔষধ সেবন করিতে সমর্থ হয়, তাবৎকাল কফ-নিবর্ত্তক বৃহৎ কফকেতু বা শ্লেষ্মসুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং ঔষধের ক্রিয়া দর্শন করিয়া বমনকারক-ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করিবে; কিন্তু ঔষধ গলাধঃকরণ না হইলে নস্যগ্রহণ করাইয়া জ্ঞানোৎপাদন করা কর্ত্তব্য। প্রথমে বমনযোগ্য রোগীকে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; যেহেতু বমন দ্বারা সঞ্চিত শ্লেষ্মা ঊর্দ্ধগামী হইয়া নিঃসৃত হইলে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। যাহার পক্ষে ঔষধ-সেবন অসম্ভব, তাহাকে নস্য প্রয়োগ করিলে জ্ঞানসঞ্চার হয়; তীক্ষ্ণবমন ও তীক্ষ্ণনস্য বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণ-রোগীকে প্রয়োগ করিবে না।

বমন দ্বারা সঞ্চিত শ্লেষ্মা উত্থিত না হইলে রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত কফ শুষ্ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে; অতএব বমনক্রিয়ার পূর্ব্বেই কফের তরলতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য এবং বমন আরম্ভ হইলেও যেসমস্ত ঔষধে শ্লেষ্মা তরল হয়, তাহা (শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ বা ভার্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি) সেবন করান কর্ত্তব্য। বমনকালে শ্লেষ্মা যত অধিক নিঃসৃত হয়, ততই রোগীর পক্ষে মঙ্গল। বমন-কারক-ঔষধ-প্রদানকালে রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিবে, যেহেতু শুষ্ককফে ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। বমন ও নস্যপ্রয়োগের অযোগ্য ব্যক্তির বক্ষঃস্থলে সিদ্ধার্থক প্রলেপ ও শিরাবিদ্ধ করিয়া সূচিকাভরণ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অল্পকালব্যাপী সামান্য মূর্চ্ছায় তীক্ষ্ণনস্য বা বমনকারক ঔষধ প্রদান করিবে না, কেবল সংজ্ঞাজনক মৃদুবীর্য্য নস্য প্রয়োগ করিবে। রোগীর সংজ্ঞালাভ হইলে যথোক্তনিয়মে পুনরায় চিকিৎসা করিবে।

অন্যান্য উপদ্রব নষ্ট হইলে তৎসঙ্গে নাড়ীর বিশৃঙ্খলতাও দূরীভূত হয়; তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ-প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না, নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা-সম্বন্ধে অনেক কারণ দৃষ্ট হয়, প্রবল বমনবেগ বা অধিক তরল-দাস্তবশতঃ অনেক সময় নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, এমন কি স্পর্শবিহীনতা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বমন ও দাস্ত প্রশমিত হইলে অনেকক্ষণ পরে ঐ নাড়ী স্বস্থানে আগমন করে। বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ঘটিলে বাহুলক্ষণ-

অনুসারে চিকিৎসা করিবে। যেহেতু নাড়ীর গতির সহিত বাহ্যলক্ষণের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সন্নিপাতজ্বরে বিবিধ কারণবশতঃ প্রায়শঃ শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হয় এবং অনেক সময় ফুসফুসস্থিত শ্লেষ্মা বিবিধ কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসের গতির বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করে; ঐ শ্লেষ্মা ঔষধাদি দ্বারা তরল হইয়া নিঃসৃত হইলে এবং ক্রমশঃ পরিপক্ক হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টের লাঘব হয়; উদরাধ্মানজনিত শ্বাস উদরাধ্মান নিবৃত্ত হইলে হ্রাস পায়।

সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীর অনেক কারণে শীতল হয়। প্রবল বমন-বেগান্তে ও অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম হইবার পর শরীরস্থিত পিত্তের ভাগ নিঃসৃত হওয়ায় শরীর শীতল হইয়া পড়ে। বমন-বেগ নিবৃত্ত হইলেও অনেকস্থানে অগ্নির দুর্ব্বলতাবশতঃ শরীর যথোচিত উষ্ণ হয় না; তখন বলকারক উষ্ণ-বীর্য্য ঔষধ (বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মকরধ্বজবটী এবং মৃতসঞ্জীবনীসুরা; অভাবে ব্রাণ্ডি ইত্যাদি) এবং পথ্য (বিবিধ পক্ষী ও ছাগমাংসযূষাদি) প্রয়োগ করা বিধেয়, ঐ অবস্থায় স্বেদপ্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু কফের প্রকোপবশতঃ শরীরের শীতলতা লক্ষিত হইলে উষ্ণস্বেদ-প্রয়োগ এবং কফনিবর্ত্তক অথচ দেহের উষ্ণতাকারক বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মৃগনাভি, মৃতসঞ্জীবনীসুরা প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা নাড়ীও প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বরে অবস্থাভেদে ৭ দিন, ১০ দিন, ১২ দিন, ১৪ দিন, ১৮ দিন বা ২২ দিন অতীত হইলে আমরসের পরিপাক বা নিরাম-অবস্থা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত লঘু, ক্ষুধার উদ্রেক এবং উপদ্রবাদি হ্রাস পাইয়া থাকে; সেই সময় ঐ সমস্ত ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন-ভিন্ন ঔষধ এবং ক্বাথাদি-সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ঐ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বলকারক পথ্যাদি (মাংসযূষ, মাংসার্ক ও মুগের যূষ প্রভৃতি) অগ্নিবলানুসারে প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শারীরিক বলই শরীরস্থ বাতাদি-দোষ নষ্ট করিতে সমর্থ হয়; অতএব অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকে সন্নিপাতের সাম বা নিরামাবস্থায় বল-কারক পথ্য প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপদ্রবসমূহ এবং জ্বরের বেগ নিবৃত্ত হইলে বলকারক ঔষধ (মকরধ্বজবটী ও বৃহৎ মকরধ্বজ প্রভৃতি) রোগীকে প্রদান করিবে।

সন্নিপাতজ্বরে ঔষধ-সেবনের সময় নিরূপণ করা সুকঠিন, যেহেতু লক্ষণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ একঘণ্টা বা দুইঘণ্টা অন্তর রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীকে সেবন করাইতে হয়। উপদ্রবনাশক ঔষধসমূহ ত্রিদোষের প্রকোপ-কালে সেবন করান নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিষপ্রধান ঔষধসকল অর্থাৎ ত্রিদোষ-নীহার ও সূচিকাভরণ প্রভৃতি সেবন দ্বারা কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহার নিবারণার্থ উপযুক্ত পথ্যাদি ও আবশ্যকমত বিবিধ ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে ঔষধ

চন্দ্রশেখররস—সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ রোগীর দাহ, পিপাসা, গাত্রের স্থানবিশেষে মণ্ডলাকার শোথ (বোল্তা-দষ্টস্থানবৎ উন্নত) বা ঘর্ম্ম, এইসকল লক্ষণের কোন একটি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার করলাপাতার রস ও মধু-সহযোগে সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর ক্রিমিদোষবশতঃ সময় সময় বমন হইলে অথবা তন্দ্রা ও গলদেশে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে ইহা আদার রস ও মধু-সহযোগে সেবন করাইবে। এই ঔষধ শিশু ও অতিবৃদ্ধব্যক্তিকে প্রদান করিবে না।

চন্দ্রশেখররস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও মনঃশিলা ৪ তোলা। এইসকল দ্রব্য একত্র জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্তে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

ত্রিদোষনীহাররস—সন্নিপাতজ্বরে তন্দ্রা, প্রলাপ, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং উন্মাদবৎ ভাব ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে আদার রস-সহযোগে সেবন করাইবে, কিন্তু বিবিধ রোগে কৃশ, বৃদ্ধ, বালক ও গর্ভিণী স্ত্রীলোককে ইহা কখনও সেবন করাইবে না; বিশেষতঃ রোগীর বায়ু-কর্তৃক কফ আবদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে সঞ্চিত থাকিলে অর্থাৎ কফ তরলভাবে নিঃসৃত না হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রায়শঃ সেবন করাইবে না। সবল রোগীকে ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে এবং আবশ্যক বোধ করিলে এই ঔষধ-সেবনের পূর্ব্বে ভার্গ্যাদি ক্বাথ বা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ শ্লেষ্মার শমতাকরণার্থ সেবন করাইবে।

বাতশ্লেষ্মপ্রধান প্রবল বিকার হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে আদার রস ও মধু-অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্নিপাতজ্বরে রোগীর নিদ্রার অভাব, মূর্চ্ছা, কম্প, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত-নির্গম, শিরঃপীড়া, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, হিক্কা এবং বমন ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে সেবন করাইবে না। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রায়শঃ রোগীর বমন হইতে থাকে; ঐ বমিতে অল্প শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং বিশেষ উপকার না হইলে ক্রমশঃ ২।৩ বটী সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা সঞ্জাত বমির বেগ নষ্ট করিতে অনেক সময় আবার অন্য ঔষধ ও বিবিধ পথ্য সেবন করাইতে হয়।

ত্রিদোষনীহাররস। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী রক্তচিতার রসে ৮ বার ভাবনা দিবে, পরে ঐ কজ্জলীর সহিত বিষ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে মর্দ্দন-পূর্ব্বক রোহিতমৎস্যের পিত্তে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ ত্রিদোষনীহাররস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রলাপ, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা ও মত্ততা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে; ইহার প্রয়োগবিধি ত্রিদোষনীহারের ন্যায়; উপকারিতা ত্রিদোষনীহার অপেক্ষা অধিক; ইহা অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য; বিশেষতঃ কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং সন্নিপাতজ্বরে গ্রীবাদেশে বেদনা, মাথায় ভার ও গদ্‌গদভাব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সমধিক ফলপ্রদ। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বৃহৎ ত্রিদোষনীহাররস। রস ১ তোলা ও গন্ধক ৩ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, অনন্তর রক্তচিতার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিবে। ভাবনা শেষ হইলে উহার সহিত বিষ ৮ তোলা, হিঙ্গুল ৮ তোলা ও রসসিন্দূর ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে; সমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্তে পুনরায় ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

মৃত্যুঞ্জয়রস—সন্নিপাতজ্বরে দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলন অর্থাৎ তন্দ্রাভাব, কাস, শরীরের বেদনা ও ভারবোধ, শিরোবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা (উন্মাদবৎ ভাব) ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ আদার রস ও মধু-সহযোগে সেবন করাইবে। মস্তকে ও গলায় বেদনা থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু-সহযোগে সেবন করিতে দিবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

মৃত্যুঞ্জয়রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা, ধুস্তুরবীজ ১৬ তোলা, শুঁঠ ১০॥৵৪ রতি, পিপুল ১০॥৵৪ রতি ও মরিচ ১০॥৵৪ রতি। এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতুরার মূলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়রস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য এবং পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ ভৃঙ্গরাজরসের সহিত সেবন করাইবে এবং ঔষধ সেবন করাইয়া গরম কাপড় দ্বারা তাহার গাত্র আবৃত করিয়া রাখিবে। ইহার সেবনে রোগীর ঘর্ম্ম হইলে এবং পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা ও দাহ প্রকাশ পাইলে জ্বর তিরোহিত হইয়াছে জানিবে। ইহার সেবনে অনেকের বমন হইতে দেখা যায়; অতএব সাবধানে সেবন করাইবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে ইহা কখনও সেবন করাইবে না।

শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়রস। বিষ, রস, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাঙমূল, রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ। এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী মাষকলাই প্রমাণ।

কফকেতুরস—সন্নিপাতজ্বরে কফের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ দেহের জড়তা, অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ, নিদ্রাধিক্য, শিরঃশূল বা সর্দ্দি ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ আদার রস ও মধু-সংযোগে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। এই ঔষধ বালক, গর্ভিণী এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না।

কফকেতুরস। ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসরাজেন্দ্র—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রলাপ, শীতবোধ, মাথায় ও গলদেশে বেদনা, উৎকাসি অর্থাৎ অল্পশ্লেষ্মা-নিঃসরণ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা বা কাস ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার তুলসীপাতার রস-সহযোগে সেবন করিতে দিবে। একটির সেবনে মস্তক গরম ও দাহ উপস্থিত হইলে তাহাকে সেইদিন ঐ ঔষধ আর সেবন করাইবে না; তখন রোগীর মাথায় জলপটী দিবে ও তাহাকে চিনির সরবৎ পান করাইবে এবং দাহ ও জ্বর-বিরামান্তে উপদ্রবসমূহ হ্রাস পাইলে রোগীকে ক্রমশঃ শৈত্যক্রিয়া করাইবে। ঔষধের ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া কদাপি শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু বাতাদির প্রকোপসত্ত্বে শৈত্যক্রিয়া করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। ঔষধের ক্রিয়া নাড়ীপরীক্ষা দ্বারাও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়।

রসরাজেন্দ্র। রস, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, হরিতাল ও বিষ। এইসকল ঔষধ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া প্রথমে কাকমাচীর রসে, অনন্তর আদার রসে মর্দ্দন করিবে, পরে রোহিতমৎস্যের পিত্ত, বরাহপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত ও মহিষপিত্ত দ্বারা ক্রমান্বয়ে সাত-সাতবার ভাবনা দিবে, অনন্তর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিনটি দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করতঃ সেই কাথে মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ১০০ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

সন্নিপাতবড়বানলরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, গলায় ও মাথায় ভাববোধ, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা এবং উৎকাসি ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ অবস্থানুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস।

সন্নিপাতবড়বানল রস। রস ৮ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, বিষ ৭ তোলা, হরিতাল ৬ তোলা, নখীবীজ ৬ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, ধুস্তুরবীজ ৪ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৩ তোলা এবং মরিচ ৩ তোলা। এই সমুদয় একত্র করিয়া রক্তচিতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শম্ভুনাথরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা প্রলাপ, উন্মাদবৎ ভাব, পার্শ্ববেদনা, তন্দ্রা, অন্তর্দাহ এবং গাত্রবেদনা ইত্যাদি উপদ্রব থাকিলে অথবা জ্বরাতিসারে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। একটি বটীর সেবনে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে আর একটি বটী সেবন করাইবে। ঔষধ-সেবনান্তে কিছুক্ষণ পরে রোগীর ঈষৎ নিদ্রা হইলে অথবা মাথা গরম ও অসহ্য উদ্বেগ হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিবে, তখন রোগীর মাথায় জলপটী দিবে। জ্বরাতিসারে দাস্ত নিবৃত্ত হইয়া উদরাধ্মান উপস্থিত হইলে জ্বরে উদরাধ্মান-নিবারকযোগ প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রকোপ কিয়দংশে হ্রাস পাইলে রোগীকে শৈত্যদ্রব্য সেবন করাইবে এবং রোগীর মাথায় তৈল মাখাইয়া স্নান করাইবে। শৈত্যক্রিয়া দ্বারা এই ঔষধের গুণাধিক্য হয়, কিন্তু ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে শৈত্যদ্রব্যাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু। জ্বরাতিসারে জীরাচূর্ণ ও মধু।

শম্ভুনাথরস। লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, সোহাগার খৈ, হিঙ্গুল, ফিট্‌কারী, মনঃশিলা, গোদন্ত হরিতাল ও বিষ। ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং রস ১৪ তোলা, গন্ধক ১৪ তোলা ও অহিফেন ১৪ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধির কাথ, নিসিন্দাপাতার রস, কনকধুস্তুররস ও নিমপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অঘোরনৃসিংহরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অজ্ঞানতা ও সময় সময় মূর্চ্ছা এবং ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে এই ঔষধের একটি বটী ডাবের জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত তীব্র; রোগের সাধারণ অবস্থায় কখনও প্রয়োগ করিবে না; ঔষধ-সেবনান্তে নাড়ীর গতি ও বাহ্য-অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগীকে শীতলদ্রব্য অর্থাৎ দধি ও মিশ্রীর সরবৎ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে এবং মাথায় জলের ধারা দিতে থাকিবে; ইহার অন্যথা করিলে ঔষধই প্রাণনাশক হইবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও সুখী ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না; ইহা অতিসার বা জ্বরাতিসার-জনিত বিকারে প্রয়োগ করা যায়।

অঘোরনৃসিংহরস। তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বঙ্গ ৩ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, স্বর্ণ-মাক্ষিক ১ তোলা, রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ তোলা, শুঁঠ ১।/২ রতি, পিপুল ১।/২ রতি, মরিচ ১।/২ রতি, কুঁচিলা ২২ তোলা ও বিষ ৮৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্ত, মহিষপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, শূকরপিত্ত এবং রক্তচিতার ক্বাথ; ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপ-প্রমাণ।

সূচিকাভরণরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর চৈতন্যলোপ, শ্বাসবায়ুর শীতলতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা বা গতিহীনতা এবং সর্ব্বশরীর একেবারে শীতল বোধ হইলে যখন অন্য কোন ঔষধে উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই ঔষধ ডাবের জলসহ সেবন করিতে দিবে; অবস্থাবিশেষে তালের শাখার রসসহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি বটীতে উপকার না হইলে পুনরায় আর একটি বটী সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাবৎ নাসারন্ধ্রের বায়ু উষ্ণভাবে প্রবাহিত ও নাড়ী উষ্ণবোধ না হইবে, তাবৎ আধঘণ্টা অন্তর এক-একটি বটী সেবন করাইবে। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া মাত্রই রোগীর মাথায় তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া শীতল জলের ধারা প্রয়োগ করিতে থাকিবে; যখন দেখিতে পাইবে যে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন শীতলজলের ধারা এবং প্রচুর শৈত্যদ্রব্য প্রদান না করিলে রোগীর জীবন নষ্ট হইতে পারে। শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রদান করিবে না। অতিসারজনিত বিকারেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

সূচিকাভরণরস। বিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং হিঙ্গুল সর্ব্বসমান; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে; পরে রোহিতমৎস্যপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষপিত্ত, ছাগপিত্ত ও ময়ূরপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা এক-একবার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপাকার।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস—সন্নিপাতজ্বরে ত্রিদোষের প্রকোপ-বশতঃ রোগীর সর্ব্বশরীর শীতল, জ্ঞানলোপ, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, নাড়ীর স্বস্থান-পরিত্যাগ ও মৃদুভাবে শীতল-শ্বাসবায়ু-পরিত্যাগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা অতিসার বা বিসূচিকারোগে ঐসমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। একটি বটীর সেবনে সূচিকাভরণের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে পুনরায় আর একটি বটী সেবন করাইবে, তাহাতেও ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে আর একটি বটী সেবন করাইবে। অনুপান—ডাবের জল। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবামাত্রই সূচিকাভরণের ন্যায় পথ্যাদি প্রদান করিবে।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস। রস, গন্ধক, সীসা, অভ্র, বিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর রোহিতমৎস্যের পিত্ত, বরাহপিত্ত, মহিষপিত্ত, ছাগপিত্ত এবং ময়ূরপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপাকার।

কস্তুরীভৈরব—সন্নিপাতজ্বরে কফের বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ বিবিধ উপদ্রব, শরীরের জড়তা, তন্দ্রা, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রাধিক্য, সন্ধি-স্থানে বেদনা, মুখে কফলিপ্ততা ও কাস, এইসমস্ত বিদ্যমান থাকিলে এবং সন্ধিগ-সন্নিপাতে বা কম্পন-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরেও এই ঔষধ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও মধু।

কস্তুরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরকস্তুরীভৈরব—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রলাপ, নিদ্রাধিক্য, পার্শ্ববেদনা, মস্তকে ভারবোধ, উৎকাসি, দেহের জড়তা, মত্ততা, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা ও মুখে মধুরাস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী বা সন্ধিগ-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মজ্বরেও বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু অথবা রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও মধু।

জ্বরকস্তুরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগরকস্তুরী—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীরের ভিতরে ও বাহিরে অসহ্য দাহ, প্রবল ঘর্ম্ম, পিপাসা, দক্ষিণপার্শ্বে অসহ্য বেদনা এবং অন্যান্য অঙ্গে বেদনা-বোধ, মস্তকে ভারবোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, দাস্ত, বমন, জ্ঞানলোপ বা নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা প্রভৃতি নানা উপসর্গ থাকিলে অথবা ভগ্ন-

আশুকারী, রক্তষ্ঠীবী, শীঘ্রকারী, বৈদারিক, সন্ধিগ ও রুগ্‌দাহ, এইসমস্ত সন্নিপাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দাহ প্রবল থাকিলে শ্বেত-চন্দন-ঘসা, রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ; বমন প্রবল থাকিলে শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ; গাত্রবেদনা থাকিলে আদার রস ও মধু এবং উৎকাসি বা শ্বাস প্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

আগরকস্তুরী। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগরকস্তুরী (মতান্তরে)—সন্নিপাতজ্বরে দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা, পার্শ্ববেদনা, তন্দ্রা, চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দন-হীনতা, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, গলদেশে শোথ, জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, বাক্‌শক্তির হীনতা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী, কুটপালক, তন্দ্রিক ও অভিন্যাস-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ হীনকফ, হীনপিত্ত বা হীনবায়ু-সন্নিপাতে প্রয়োগ করিবে না। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বরেও বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ; শ্বাস প্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

আগরকস্তুরী (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকস্তুরী—সন্নিপাতজ্বরে অসংখ্য প্রলাপবাক্য-উচ্চারণ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, গাত্রবেদনা ও অসহ্য পার্শ্ববেদনা, নিদ্রার অভাব, উদরাধ্মান, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দাহ, মত্ততা, কম্প, মোহ, সন্ধিস্থানে বেদনা ও ফুলা, চিত্তের ব্যাকুলতা, নিরন্তর গান, হাস্য বা হনুস্তম্ভের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা শীঘ্রকারী, সংমোহ, ক্রকচ, পালক, শীতাঙ্গ-সন্নিপাত, তন্দ্রিক, প্রলাপক, ভুগ্ননেত্র, সন্ধিগ ও চিত্তভ্রম-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু বা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

স্বর্ণকস্তুরী। স্বর্ণ, কস্তুরী, রৌপ্য, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা, বংশপত্রহরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণসিন্দুর, জয়িত্রী, জাতিফল, কর্পূর, দারুচিনি, এলাইচ, লবঙ্গ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মৃগাঙ্ককস্তুরী—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, গ্রীবা ও কটিদেশে বেদনা, নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তনির্গম, অন্তর্দাহ, বাক্যের জড়তা, জ্ঞাননাশ, পিপাসা, অরুচি, বমন, মোহ, অসহ্য দাহ ও শরীরে অত্যন্ত উত্তাপ ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, রুগ্‌দাহ, অন্তক, রক্তষ্ঠীবী, তন্দ্রিক,

বৈদারিক, যাম্য ও পালক-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ বা শ্বেতচন্দন, শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালশাখার রস ও মধু।

মৃগাঙ্ককস্তুরী। কস্তুরী ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, রসসিন্দুর ২ তোলা, শ্বেতচন্দন ২ তোলা, বামনহাটী ২ তোলা, রসমাণিক্য ২ তোলা ও রুদ্রাক্ষ ২ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মৃগাঙ্ককস্তুরী (মতান্তরে)—সন্নিপাতজ্বরে অতিসার, তন্দ্রা, অত্যন্ত দাহ, মূর্চ্ছা, অন্তর্দাহ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দনহীনতা, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তপূঁযাদি-নির্গম, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, শরীরে চক্রাকৃতি শোথ, জ্ঞানশূন্যতা এবং হনু ও কণ্ঠদেশে বেদনার ভাব বিদ্যমান থাকিলে অথবা আশুকারী, ভল্লু, পালক, যাম্য, তন্ত্রিক, রক্তষ্ঠীবী ও রুগ্‌দাহ-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বমন থাকিলে শ্বেতচন্দন ও স্তনদুগ্ধ, অন্যান্য অবস্থায় তালশাখার রস ও মধু।

মৃগাঙ্ককস্তুরী (মতান্তরে)। কস্তুরী ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রুদ্রাক্ষ ১ তোলা ও শ্বেতচন্দন ১ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

নবজ্বরেভকস্তুরী—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, স্তব্ধভাব, অন্তর্দাহ, পিপাসা এবং মস্তকে ও গলদেশে বেদনা বা বাক্যের জড়তা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, ভল্লু বা সন্ধিগ-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, কিন্তু সংমোহ, পালক, যাম্য ও ক্রকচ-সন্নিপাতে প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু। দাহ ও পিপাসা প্রবল থাকিলে শ্বেতচন্দন ও স্তনদুগ্ধ, স্তব্ধতা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি অবস্থায় তালশাখার রস ও মধু।

নবজ্বরেভকস্তুরী। কস্তুরী ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা এবং আগরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, বিষ, অভ্র, লৌহ, হরিতাল ও রুদ্রাক্ষ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ৪ তোলা; এইসকল একত্র করিয়া সিদ্ধিপত্রকাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, গদ্গদ-বাক্য (অস্পষ্টবাক্য)-কথন বা বাক্‌রোধ, নিদ্রাধিক্য, শীতজ্বর, প্রবল তন্দ্রা এবং কটিদেশে, গ্রীবায়, পার্শ্বদেশে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, গলায় ও যাবতীয় সন্ধি-স্থানে বেদনা, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা, কপোতের ন্যায় অব্যক্ত-শব্দ-উচ্চারণ, গলদেশে

ফুলা, নাসিকাগ্রভাগের শীতলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, কাস, মুখ কফলিপ্তবৎ বোধ কর্ণমূলে তীব্র শোথ ও কণ্ঠরোধ অথবা কণ্ঠদেশে ধান্যশূকাবৃতবৎ বোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কুটপালক, কর্কটক, বৈদারিক, তন্ত্রিক, জিহ্বক, সন্ধিগ, কর্ণিক ও কণ্ঠকুব্জ-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বিবিধ কফরোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা, রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধতোলা, কর্পূর ২ তোলা, জাতিফল ২ তোলা, জয়িত্রী ২ তোলা, বিস্তারক-বীজ ২ তোলা, ধুস্তূরবীজ ২ তোলা ও স্বর্ণ ।৷০ অর্দ্ধতোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চতুর্ভুজরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, গাত্রকম্প, ভ্রম, শ্রান্তিবোধ, সর্ব্বদা হাই, পক্ষাঘাত (অঙ্গবিশেষের স্পর্শবিহীনতা), সর্ব্বগাত্রে, বিশেষতঃ পার্শ্বে, গ্রীবায় ও সন্ধিস্থানে বেদনাধিক্য, শরীরের শীতলতা, সর্ব্বদা প্রলাপবাক্য-উচ্চারণ, জ্ঞানশূন্যতা, মত্ততা অর্থাৎ উন্মাদবৎ ভাব, বক্রভাবে পদার্থদর্শন, সর্ব্বদা শিরঃকম্পন বা চিত্তের ব্যাকুলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বিস্ফারক, বভ্রু, কুটপালক, সংমোহ, ক্রকচ ও শীতাঙ্গ-সন্নিপাত, প্রলাপক, ভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, অন্তক, চিত্তবিভ্রম ও কণ্ঠকুব্জ-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বায়ুজনিত বিবিধ বিকারে ও কফপ্রধান উন্মাদরোগে বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

চতুর্ভুজরস। স্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, কস্তুরী ১ তোলা ও হরিতাল ১ তোলা; একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি। এই ঔষধ এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিতে হয়।

কস্তুরীভূষণ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, গদ্গদবাক্য (অস্পষ্টবাক্য)-কথন, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, পার্শ্ব ও কটিদেশে বেদনা এবং সন্ধিস্থানে ফুলা ও বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, কর্কটক, বৈদারিক, জিহ্বক, সন্ধিগ ও কণ্ঠকুব্জ-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু; শ্বাস প্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামনহাটির মূলের ক্বাথ এবং সৈন্ধবলবণ।

কস্তুরীভূষণ। রসসিন্দুর, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, কস্তুরী, পিপুল, সিদ্ধিবীজ, দন্তীবীজ, মরিচ ও কর্পূর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে; পরে আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে)—সন্নিপাতজ্বরে পার্শ্বশূল, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, গাত্রবেদনা, গলদেশে অত্যন্ত বেদনা ও শোথ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, সন্ধিস্থানে ফুলা ও বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বিস্ফারক, শীঘ্রকারী, সংমোহ, ক্রকচ, কর্কটক, তন্দ্রিক, সন্ধিগ ও কণ্ঠকুব্জ-সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; অনুপান—বামনহাটীর মূলের ক্বাথ ও সৈন্ধবলবণ অথবা তালের শাখার রস ও মধু কিংবা রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও মধু।

কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব—সন্নিপাতজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী, রোগীর সর্ব্বশরীরের শীতলতা, নাড়ীর স্বস্থান-ত্যাগ, নাড়ীস্থানের শীতলতা, জ্ঞানলোপ বা উন্মাদবৎ ভাব ইত্যাদি মৃত্যুসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে এবং বায়ুজনিত-বিকার, সূতিকাবিকার ও রক্তপিত্তবিকার প্রভৃতি উৎকট অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বিষমজ্বরে ও সর্ব্ববিধ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় অথবা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে যাহাদের কফ, কাস, দুর্ব্বলতা, মাথাভার ও কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষেও এই ঔষধ উৎকৃষ্ট রসায়ন। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি বটী সেব্য। অরুচি থাকিলে এই ঔষধে তাম্রর পরিবর্ত্তে রৌপ্যভস্ম তাম্রর সমান গ্রহণ করিবে, কিন্তু বিষমজ্বরে অমৃতীকরণ-বিধানানুসারে তাম্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম অথবা ত্রিদোষ-প্রধান বিকারে তালের শাখার রস ও মধু; বমন থাকিলে সাদাচন্দন-ঘসা, শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ। বিষমজ্বরে আদার রস ও মধু বা পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু। কফপ্রধান শরীরে বিবিধরোগে পানের রস এবং মধু।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। কস্তুরী, কর্পূর, তাম্র, ধাইপুষ্প, শুকশিম্বীবীজ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গশাঁস, মুথা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)—উল্লিখিত বৃহৎ

কস্তুরীভৈরব যেসকল অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই ঔষধও সেইসকল অবস্থায় তাদৃশ কার্য্যকারী, কিন্তু সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলা দাস্ত ও উদরাময় থাকিলে ইহা সমধিক উপকারী; জ্বরাতিসারে বিকার হইলে ইহা অমৃতবৎ ফলপ্রদ। অরুচি থাকিলে এই ঔষধে তাম্রস্থানে তামার সমভাগ রৌপ্য ব্যবহার্য্য। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি বটী প্রযোজ্য। অনুপান— সন্নিপাত-বিকারে পাতলা দাস্ত থাকিলে ও জ্বরাতিসারে বিকার হইলে মুথার রস ও মধু; অন্যান্য রোগে বৃহৎ কস্তুরীভৈরবের ন্যায়।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)। কস্তুরী, কর্পূর, তাম্র, ধাইপুষ্প, শুকশিম্বীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, জয়িত্রী, বিড়ঙ্গশাঁস, মুথা, শুঁঠ, জাতিফল, হরিতাল, অভ্র, হিঙ্গুল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে উপদ্রব-চিকিৎসা

সন্নিপাতজ্বরে কাস-চিকিৎসা

কাস—বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের কাস নিত্যসহচর। ইহা তিন প্রকার কারণ হইতে হয়—

১। ক্লোমনলিকা ও ক্লোমশাখাগত শ্লেষ্মধরা কলার প্রদাহ হইতে।

২। কাকলক, উপজিহ্বিকা (Tonsil) উত্তেজিত হইয়া।

৩। ফুস্‌ফুস্‌ধরা কলা বা ফুস্‌ফুসের একদেশের বিকৃতির জন্য।

এই ত্রিবিধ কারণ হইতে দুই প্রকার কাস হইতে দেখা যায়। তৃতীয় কারণ হইতে যে কাস হয়, তাহাতে কোন-কোন সময় রক্তমিশ্রিত কফ বা সফেন কফ নির্গত হয়। দ্বিতীয় কারণ হইতে উৎকাসি উপস্থিত হইয়া বড় যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়। বিলোম-বায়ুর জন্য অতি-কষ্টে অল্প-অল্প কফ নির্গত হয়, অথবা আদৌ নির্গত হয় না। বায়ু অনুলোম থাকিলে অপেক্ষাকৃত সহজে কফ নির্গত হয়। এইরূপ স্থানে—

(ক) অষ্টাঙ্গঅবলেহিকা ।০ বা ৵০ মাত্রায় আদার রসসহ সেবন করিলে উপকার হয়।

(খ) যষ্টিমধুচূর্ণ ৬ রতি, কর্পূর ১ রতি গরম জলের সহিত সেবন করিলে কফ নির্গত হয়।

(গ) কাবাবচিনি চূর্ণ ৩ রতি, ছোটএলাচ চূর্ণ ৪ রতি, কর্পূর অর্দ্ধরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুসহ অবলেহ করিলে উৎকাসির নিবৃত্তি হয়।

কাসান্তকরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস উপস্থিত হইলে এবং কাস পরিপক্ক না হইয়া তরলভাবে উঠিতে থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; ঔষধ-ব্যবহারকালে শ্লেষ্মার অল্প বা অধিক পরিমাণে উদ্গীরণ-বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু কাস অত্যন্ত শুষ্ক হইলে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসকুঠার—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস তরলভাবে অল্প বা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে এবং রোগীর মাথার বেদনা বা ভারবোধ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার আদার রস ও মধু-সংযোগে সেবন করাইবে, রোগীর দাস্ত বা উদরাময় থাকিলে কণ্টিকারীর কাথের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে।

কাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এলাদিচূর্ণ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস শুষ্কাবস্থায় অল্পপরিমাণে নিঃসৃত হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। যাহাদের সর্ব্বদা কাসের বেগ বিদ্যমান আছে, অথচ শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও এই ঔষধ সমধিক উপকারী। যখন কাসের বেগ প্রকাশ পাইবে, সেই সময় উহা উষ্ণজল-সহযোগে সেবন করাইবে।

এলাদিচূর্ণ। ছোটএলাইচচূর্ণ ১ তোলা, দারুচিনিচূর্ণ ২ তোলা, নাগেশ্বরচূর্ণ ৩ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৬ তোলা ও ইক্ষুচিনি ২১ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৬ রতি বা ⁄০ আনা।

সন্নিপাতজ্বরে শ্বাস-চিকিৎসা

ভার্গ্যাদিক্বাথ—সন্নিপাতজ্বরে কাসের প্রকোপবশতঃ বা জ্বরের বেগবশতঃ সহসা শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। যেসকল রোগীর শ্লেষ্মা শুষ্ক হওয়ায় বক্ষঃস্থল হইতে ঐ শ্লেষ্মা

বহির্গত হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও এই ক্বাথ সমধিক উপকারী। ইহা অল্প-অল্প পরিমাণে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

ভার্গ্যাদিক্বাথ। বামনহাটী, কণ্টিকারী ও সৈন্ধবলবণ, ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—সন্নিপাতজ্বরে বা অন্যান্য জ্বরে শ্বাসের বেগ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে, জ্বরের প্রকোপ-বশতঃ কাস শুষ্ক হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর বক্ষঃস্থলে সন্‌সন্‌ শব্দ, বেদনা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই চূর্ণসেবনে কাস তরল হয় এবং বেদনা ও উদরাধ্মান হ্রাস পায়, স্তন্যপায়ী বালকের ও বৃদ্ধব্যক্তির ঐরূপ শুষ্ক কাসে এবং কাসের সহিত অল্পশ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে এই চূর্ণ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক; অনুপান—উষ্ণজল।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কণ্টিকারী, বামনহাটীর ছাল, কুড়, জটামাংসী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ ও করকচ-লবণ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ১ রতি।

শ্বাসকুঠার—বাতশ্লেষ্মপ্রবল সন্নিপাতজ্বরে ক্ষুদ্র শ্বাসের সহিত কাসের বেগ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ ইত্যাদি উপসর্গ শ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—শুঁঠ ও বামনহাটীর ক্বাথ এবং সৈন্ধবলবণ।

শ্বাসকুঠার। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা, শুঁঠ ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও মরিচ ২ তোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শ্বাসচিন্তামণি—সন্নিপাতজ্বরে যে-কোন প্রকার শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসকালে রোগীর জ্ঞান-শূন্যতা, উদরাধ্মান ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে; যাহাদের শ্বাসকালে পুনঃপুনঃ হিক্কা বা বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং কাস শুষ্ক বা তরলভাবে বহির্গত হয়, দাস্ত ও

বক্ষঃস্থলে বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু। বমন ও হিক্কা থাকিলে শশার বীজ-বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

শ্বাসচিন্তামণি। রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর ক্ষুদ্র, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, বা মহাশ্বাসের বেগ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সঙ্গে উদরাধ্মান, জ্ঞানশূন্যতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, দাস্ত, বমন, প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। জ্বরভিন্ন অন্য রোগে শ্বাস উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, এইসকল একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে বমন, রক্তবমন ও হিক্কা-চিকিৎসা

হিক্কা-চিকিৎসা

১। পিপুল, আমলকী, শুঁঠচূর্ণ সমভাগে লইয়া সমপরিমাণ চিনি মিশাইয়া মধুসহ পুনঃপুনঃ অবলেহ।

২। ছাগদুগ্ধসহ শুণ্ঠীর ক্ষীরপাক।

৩। লেবুর রসে সচললবণ ও মধু মিশাইয়া পান করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

৪। চিনি ও বড়এলাচীচূর্ণ সমপরিমাণে মধুসহ মিশাইয়া পুনঃপুনঃ অবলেহ।

৫। মকরধ্বজ অর্দ্ধরতি, মৃগনাভী একরতি, কর্পূর একরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া লাউএর শুঙ্গার রসসহ ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে।

৬। রেণুকা ও পিপ্পলীর কাথে হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর

বমন ও তজ্জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়ার শাঁসবাটা এবং স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তিরস—সন্নিপাতজ্বরে বমন প্রবল থাকিলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত, হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী—সন্নিপাতজ্বরে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ রোগীর দাস্ত, বমনবেগ ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অবস্থাভেদে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য; অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিনাশকযোগ—সন্নিপাতজ্বরে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ রোগীর পুনঃপুনঃ বমন ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে বমনান্তেই এই ক্বাথ সেবন করাইবে।

ক্রিমিনাশকযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছর্দ্দিহরযোগ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর বমন দৃষ্ট হইলে তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই যোগ ক্রমশঃ সেবন করাইবে।

ছর্দ্দিহরযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতিপত্রযোগ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর রক্তবমন হইলে দিবসে ২।৩ বার এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

জাতিপত্রযোগ। জাতিপত্রের রস ও বিল্বপত্ররস একত্র মধুসহ সেবন করাইবে।

এলাদিগুড়িকা—সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর রক্তবমন হইলে এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার রোগীকে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, কাস এবং যক্ষ্মারোগেও প্রশস্ত।

এলাদিগুড়িকা। এলাইচ ১ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা এবং ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখেজুর ও দ্রাক্ষা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।৴০ আনা।

সন্নিপাতজ্বরে প্রলাপ-চিকিৎসা

প্রলাপ

প্রকুপিত বায়ু পিত্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমনকরতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মাইলে রোগীর চোখ লাল হয়, প্রলাপ বকিতে থাকে, শরীরের উত্তাপবৃদ্ধি হয় এবং অস্থিরতা থাকে। এইরূপ অবস্থায় চোখের লালভাব বা জর না কমা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত যোগগুলি প্রয়োগ করিবে।

১। মাথায় শীতল জলের ধারা।

২। মাথায় বরফ দেওয়া।

৩। পানের রস ও পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ।

৪। কুক্কুটাণ্ডের কুসুমভাগ পুরাতন-ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া মাথায় প্রলেপ দিবে।

নাড়ীসমূহের দুর্ব্বলতাবশতঃ মস্তিষ্কে রক্তহীনতা ঘটিলে অথবা সাধারণতঃ প্রকুপিত বা শ্লেষ্মাযুক্ত বায়ু উর্দ্ধগামী হইলে তন্দ্রাযুক্ত একপ্রকার প্রলাপ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ ইহাতে চোখ লাল হয় না। ইহাতে চক্ষু নিমীলিত, ডাক দিলে সহজে সাড়া পাওয়া যায় না। অস্পষ্ট প্রলাপ, মুখমণ্ডলের চিক্কণতা ও ঈষৎ ভারী-ভারী ভাব থাকে।

এইরূপ অবস্থায় চিকিৎসার পার্থক্য হইবে। নাড়ীসমূহের দুর্ব্বলতাবশতঃ তন্দ্রা ও প্রলাপে পুষ্টিকারক ও উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করিবে।

মাথায় আদার রসের পট্টি বা অল্প-অল্প বালুকা-স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

সিদ্ধবটী—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বদা প্রলাপ ও মত্ততা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু রোগীর উদরাধ্মান ও বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া বক্ষঃস্থলাদিতে বেদনা হইলে অর্থাৎ পালক বা সংমোহ প্রভৃতি সন্নিপাতে এই ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। একঘণ্টা অন্তর একটি বটী জলসহ সেবন করাইবে, ইহার সেবনে জরকালীন মত্ততার নিবৃত্তি হয়; ঔষধ-সেবনের ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রলাপ ও মত্ততার নিবৃত্তি হইলে ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে।

সিদ্ধবটী। প্রস্তুতবিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রলাপনিবর্ত্তক—সন্নিপাতজ্বরের যে-কোন অবস্থায় রোগীর

সর্ব্বদা প্রলাপ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

প্রলাপনিবর্ত্তক। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে দাহ-চিকিৎসা

দাহমঞ্জরী—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার করলাপাতার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে। ইহার সেবনে শরীরের অবস্থানুসারে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহাদের দাহ বিদ্যমান ও তৎসঙ্গে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ বমনবেগ বা বমন প্রকাশ পায়, তাহাদিগের করলা-পাতার রস অনুপান অসহ্য হইলে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

দাহমঞ্জরী। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহান্তকলৌহ—সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অসহ্য দাহ এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও বমন হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্ম-প্রধান সন্নিপাতজ্বরে অর্থাৎ ভল্ল, বৈদারিক বা কর্কটক প্রভৃতি সন্নিপাতে এই ঔষধ প্রদান করিবে না। অনুপান—জল; বমন এবং দাস্ত থাকিলে ইন্দ্রযব-ভিজান জল।

দাহান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহহরলেপ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দাহ প্রবল হইলে এই লেপ রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে, অল্প দাহ হইলে গাত্রে বিন্দু-বিন্দু সেচন করিলেই উপকার হয়, কিন্তু দাহ প্রবল হইলে লেপন করা কর্ত্তব্য। তবে প্রলেপের ক্রিয়া অল্পকালস্থায়ী, ইহা অনেকস্থানে পরীক্ষিত হইয়াছে।

দাহহরলেপ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যশর্করা—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অন্তর্দাহ ও তৎসঙ্গে পিপাসা থাকিলে রোগীকে ২।১ ঘণ্টা অন্তর অল্প-অল্প মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করাইবে।

ধান্যশর্করা। ধনে ৪ তোলা, জল ১৬ তোলা, সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া পরদিবস ঐ জল ছাঁকিয়া লইবে; অনন্তর উহাতে অল্প ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে তৃষ্ণা-চিকিৎসা

ষড়ঙ্গপানীয়—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে এই জল প্রস্তুত করিয়া পিপাসাকালে রোগীকে প্রদান করিবে, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা হইলেও এই জল প্রদান করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। ইহার সেবনে জ্বরবেগও অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে এই তিনপ্রকার যোগের মধ্যে যে-কোন প্রকারের যোগ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পিপাসার সময় অল্প-অল্প মাত্রায় প্রদান করিবে।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে ঘর্ম্ম-চিকিৎসা

ঘর্ম্ম

১। ফিটকারী, শুঁঠ, অথবা আবীরচূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্মের নিবৃত্তি হয়।

২। মকরধ্বজ অর্দ্ধরতি ও প্রবালভস্ম ৩ রতি একত্র মিশাইয়া চিনির জলসহ প্রয়োগ করিবে।

৩। বচ, যমানী ও শুণ্ঠী সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া অথবা পিপ্পলী, দেবদারু, শুঁঠ ও কট্কী সমভাগে একত্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে।

স্বেদহরযোগ—সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বশরীরে অবিশ্রান্ত ঘর্ম্মোদ্গম হইলে এই দ্বিবিধ যোগের মধ্যে কোনও একটি যোগ সমস্ত গাত্রে উপযুক্তরূপে লেপন করিয়া দিবে, ইহাতে ঘর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, পুনরায় ঘর্ম্মোদ্গম হইলে ঐ চূর্ণ পুনঃপুনঃ গাত্রে লেপন করিবে।

স্বেদহরযোগ। কুলত্থকলাই রৌদ্রে শুকাইয়া শিলায় পেষণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে; অনন্তর মোটা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। (১)

চিরতা, কৃষ্ণজীরা, কট্কী, বচ ও কট্ফল; এইসকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। (২)

সন্নিপাতজ্বরে অতিসার-চিকিৎসা

প্রাণেশ্বররস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে এই

ঔষধ সেবন করাইবে। অল্প দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে ইহা সেবন করাইবে না, মল ক্রমশঃ ঘন হইলে ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

প্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলাদাস্ত ও তৎসঙ্গে সামান্য উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু উদরাধ্মান প্রবল থাকিলে অথবা মল ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিলে ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে। রোগের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও ঈষদুষ্ণ জল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাময় অর্থাৎ আমাশয় বা রক্তামাশয় হইলে এই ঔষধ অবস্থানুসারে রোগীকে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আমাশয়ে জীরাচূর্ণ ও মধু; রক্তামাশয়ে দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গশূল-চিকিৎসা

বাতগজাঙ্কুশ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীকে সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে এবং মস্তকে অসহ্য বেদনা হইলে এবং জ্বর ব্যতীত বাতরোগেও হস্তপদাদি অসাড়-বোধ হইলে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩টি বটী সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতশৈলেন্দ্ররস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে; জ্বর ব্যতীত বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগেও গাত্রে অসহ্য বেদনা হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়; বেদনার আধিক্য থাকিলে দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। বালক ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে মাত্রা—অর্দ্ধবটী বা সিকিবটী। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

বাতশৈলেন্দ্ররস। পারদ, গন্ধক, বিষ, কুড়, কট্‌ফল, চই, লবঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগার খৈ, জয়িত্রী, জাতিফল, মনঃশিলা, অভ্র, বঙ্গ, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, পিপুল, ধুস্তূরবীজ ও স্বর্ণসিন্দুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

স্বচ্ছলক্ষ্মীবিলাস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মাথায় ভারবোধ বা অসহ্য বেদনা এবং মুখে ঘা হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার নিসিন্দা-পাতার রস ও মধুসহ সেবন-বিধি।

স্বচ্ছলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বালুকাস্বেদ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রবল গাত্রবেদনা, শরীরের শীতলতা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগীর গাত্রে এই স্বেদ প্রদান করিবে, কিন্তু যেস্থানে কফের হীনতা এবং বায়ু বা পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে অর্থাৎ বক্র, সংমোহ বা পালক প্রভৃতি সন্নিপাতজ্বরে এই স্বেদ প্রদান করিবে না। রোগীর বক্ষঃস্থল ও অণ্ডকোষ ব্যতীত যাবতীয় সন্ধিস্থানে এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বেদপ্রদান কর্ত্তব্য।

বালুকাস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে অরুচি-চিকিৎসা

আমলাদ্যযোগ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অরুচি জন্মিলে অর্থাৎ পথ্যাদি সেবন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে এই যোগ সেবন করিতে দিবে।

আমলাদ্যযোগ। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুধানিধিরস—সন্নিপাতজ্বরে বা অন্যান্য রোগে রোগীর অরুচি জন্মিলে অথবা জিহ্বার স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা রহিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠচূর্ণ ও ইক্ষুগুড়।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে শোথ-চিকিৎসা

রক্তমোক্ষণ—সন্নিপাতজ্বরের অন্তে রোগীর কর্ণমূলে শোথ অর্থাৎ ফুলা দেখিতে পাইলে ঐ স্থানে শোধিত জলৌকা (জোঁক) লাগাইয়া দিবে, জোঁক দ্বারা সেই স্থানের রক্ত নিঃসারিত হইলে ঐ স্থানের দোষসংশোধনার্থ

এবং ঘা শুকাইবার জন্য পঞ্চতিক্তঘৃত বা ত্রিফলাদিঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু জ্বরের প্রথমে বা মধ্যাবস্থায় জলৌকা-প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

হিঙ্গ্বাদিলেপত্রয়—কর্ণিকসন্নিপাতজ্বরে অথবা অন্যান্য সন্নিপাত-জ্বরের প্রারম্ভে বা মধ্যাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ হইলে হিঙ্গ্বাদিলেপ বা কুলত্থাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। গলায় ফুলা দেখিতে পাইলে বীজপূরকাদি লেপ প্রদান করিবে।

হিঙ্গ্বাদিলেপ। হিং, হরিদ্রা, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, কুড় ও বিড়ঙ্গ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

কুলত্থাদিলেপ। কুলত্থকলাই, কট্‌ফল, শুঠী ও কৃষ্ণজীরা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে জলসহ বা সিদ্ধিপত্ররসদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক অগ্নিতাপে ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

বীজপূরকাদিলেপ। টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, চই ও রক্তচিতার মূল; সমানাংশে জলসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া গলদেশে প্রলেপ দিবে।

সন্নিপাতজ্বরে মূর্চ্ছা, জ্ঞানলোপ ও শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা

মহেন্দ্রসূর্য্যরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা অর্থাৎ জ্ঞানলোপ হইলে অথবা তন্দ্রা ও প্রলাপ বিদ্যমান থাকিলে ঔষধাদি-সেবনের অনুপযুক্তা-বস্থায় আদার রসের সহিত এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে প্রদান করিবে। যেহেতু নস্যপ্রয়োগ দ্বারা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করতঃ রসোনের রসে কিছুকাল মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলীর সমান মরিচচূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে এবং রসোনের রসদ্বারা মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২।৩ রতি।

বচাদিনস্য—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর জ্ঞানলোপ, মাথায় বেদনা এবং কফকর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলের ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে এই নস্য আদার রসসহ মিশ্রিত করিয়া নাসিকারন্ধ্রে ফুৎকার দ্বারা প্রয়োগ করিবে, অপস্মারে এবং বায়ুজনিত বিকারে জ্ঞানলোপ হইলেও এই নস্য বিশেষ উপকারী।

বচাদিনস্য। বচ, রসুন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীফল, রুদ্রাক্ষ, গৃহধুম (ঝুল), হিজ্জলবীজ, শোধিত বিষ, এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক রোহিত-মৎস্যের পিত্তে ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

সৈন্ধবাদিনস্য—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রবল তন্দ্রা উপস্থিত হইলে এই নস্য আদার রস-সংযোগে নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। তন্দ্রা দীর্ঘকালব্যাপী হইলে অর্থাৎ রোগীকে কোনরূপে উদ্বোধিত করিতে অক্ষম হইলেই এই নস্য প্রয়োগ করিবে, নচেৎ এই নস্য প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই।

সৈন্ধবাদিনস্য। সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি।

তুরঙ্গাদিনস্য—ভুগ্ননেত্র-সন্নিপাতরোগে মূর্চ্ছা ও নেত্রের বক্রগতি লক্ষিত হইলে এই নস্য আদার রসসহ নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা নেত্রের বক্রভাব ও মূর্চ্ছা বিনষ্ট হয়।

তুরঙ্গাদিনস্য। অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও রসুন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি।

সিদ্ধার্থকলেপ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ও শরীরের শীতলতা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে এই প্রলেপ লাগাইয়া দিবে। রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে এবং নাড়ী স্বস্থানে আগমন করিলে প্রলেপ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে। এই প্রলেপ অধিক সময় লাগাইয়া রাখিলে সেইস্থানে ফোস্কা জন্মে।

সিদ্ধার্থকলেপ। শ্বেতসর্ষপ অর্দ্ধছটাক পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণজল-সহযোগে মর্দ্দন করিবে; পরে বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া প্রলেপ দিবে।

বৃহৎ কফকেতু—সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপবশতঃ রোগীর প্রবল তন্দ্রা, জ্ঞানলোপ ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহার সেবনে শ্লেষ্মার প্রকোপ নিবৃত্ত হইলে জ্ঞান-সঞ্চার হয়। দিনে দুইঘণ্টা অন্তর ও রাত্রে দুইঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা ॥০ অর্দ্ধ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ৪ তোলা; স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

শ্লেষ্মসুন্দররস—সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপবশতঃ রোগীর প্রবল তন্দ্রা, জ্ঞানলোপ ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার আধিক্য উপলব্ধি হইলে এই ঔষধ রোগীকে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

শ্লেষ্মসুন্দররস। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, মুক্তা, রস, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

তুত্থকযোগ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাবৃত হইয়া জ্ঞান-লোপ হইলে ঐ শ্লেষ্মার নিঃসরণার্থ বমনকারক এই ঔষধ সেবন করাইবে। শ্লেষ্মা তরল না থাকিলে বমন হয় না বরং রোগীর কষ্ট হয়; সুতরাং শ্লেষ্মার তরলতা পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রয়োগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, চিররুগ্ন ও গর্ভিণীদিগকে এই যোগ সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

তুত্থকযোগ। কাঁচা তুঁতে ও লৌহভস্ম সমানভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—চাউলধোয়া জল। (১)

কাঁচা তুঁতে ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং সোহাগার খই।০ চারি আনা মিশ্রিত করিবে; মাত্রা ২ রতি। অনুপান—আদার রস।

সন্নিপাতজ্বরে আক্ষেপ, মত্ততা ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা

বৃহৎ কফকেতু—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ ও তৎসঙ্গে বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উন্মাদবৎ ভাব, আক্ষেপ (হস্ত ও পদ প্রভৃতির সঞ্চালন) এবং বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু পিত্তকর্তৃক বায়ু কুপিত হইলে বা একমাত্র বায়ুর প্রকোপবশতঃ আক্ষেপ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ তাদৃশ কার্য্যকারী হয় না; ইহা দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেব্য। সন্নিপাত-জ্বরে কফের ও বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কফের প্রকোপবশতঃ বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় মত্ততা, আক্ষেপ ও বুদ্ধির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ কফকেতুর নিয়মানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মবিকারে বিশেষ ফলপ্রদ।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, জাতিফল ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ বা ৩ রতি।

বাতকুলান্তক—সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ অথবা বায়ু ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপবশতঃ মত্ততা, বুদ্ধিভ্রম ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ বভ্রু ও সংমোহ প্রভৃতি সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে, এতদ্‌ভিন্ন রোগীর মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা প্রলাপ, কম্প, নিদ্রানাশ, পক্ষাঘাত, শ্রবণশক্তির লোপ, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, বিকৃতভাবে পদার্থের রূপদর্শন ও ভয়ের উদ্রেক প্রভৃতি অবস্থা লক্ষিত হইলে অর্থাৎ বিস্ফারক, আশুকারী, বভ্রু, সংমোহ, পালক, যাম্য, তন্ত্রিক, প্রলাপক, রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, জিহ্বক, রুগ্‌দাহ ও চিত্তভ্রম প্রভৃতি সন্নিপাতেও রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বেড়েলার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। কস্তুরী, হরীতকী, নাগকেশররেণু, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জাতিফল, এলাইচ ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করবে। বটী ২ রতি।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি—সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রকোপবশতঃ এবং রুক্ষবায়ুসহ শ্লেষ্মার প্রকোপপ্রযুক্ত রোগীর মত্ততা, মতিভ্রম ও আক্ষেপ (হস্তপদাদির বিক্ষেপ) উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সংমোহ ও ক্রকচ ইত্যাদি সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ১ বার সেবন করাইবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু ; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। হীরক (অভাবে পীতকড়িভস্ম) ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা, এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে উদরাধ্মান এবং মলমূত্ররোধ-চিকিৎসা

নানাকারণে উদরাধ্মান হইয়া থাকে। যথা—

(১) সঞ্চিত মল অবরুদ্ধ হইয়া, (২) উদরে বায়ু অধিক সঞ্চিত হইলে এবং (৩) মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাত হইতেও তলপেটে আধ্মান হইয়া থাকে।

১নং কারণ হইতে উদরাধ্মান হইলে বস্তি বা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে।

২নং কারণ হইতে উদরাধ্মান হইলে পুরাতনঘৃত মালিশ করতঃ হাত গরম করিয়া পেটে স্বেদ দিবে। অথবা সমস্ত পেটে হিং-চূর্ণ সাবান-জলের সহিত মিশাইয়া মালিশ করিবে।

মূত্রাঘাতের জন্য বস্তিতে মূত্র সঞ্চিত হইয়া নাভির নীচে পেট ফাঁপে।

বস্তিদেশে উত্তাপ ও আঘাতের দ্বারা ইহার ভেদ নির্ণয় করিতে হয়। মূত্ররোধ দুই প্রকার কারণ হইতে উপস্থিত হয়। যথা—

(১) অতিসারের জন্য অতিরিক্ত মলক্ষয়হেতু বা বৃক্কের বিকৃতিবশতঃ মূত্রের উৎপত্তিতে ব্যাঘাত হইয়া ; (২) প্রকুপিত বায়ু দ্বারা বস্তিদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া মূত্ররোধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—(১) তৃণপঞ্চমূলের পেয়া। (২) গোক্ষুর, বরুণছাল ও পাথরকুচি ; ইহাদের পাচন বা পেয়া।

দ্বিতীয় অবস্থার জন্য—এই অবস্থাতে মূত্রাঘাত যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইহাতে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ, অস্থিরতা, বিকারের লক্ষণ ও হিক্কা উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—(১) কর্পূর ও সোরা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্তিদেশে পুনঃপুনঃ পট্টি দিবে।

(২) পাথরকুচির পাতা বাটিয়া সোরা-মিশ্রিত করিয়া তলপেটে প্রলেপ।

(৩) যষ্টিমধুচূর্ণ ৵১০ আনা ও ছোটএলাচিচূর্ণ ৵১০ আনা চিনির জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—সন্নিপাতজ্বরে উদরাধ্মান (আমাশয়স্থিত বায়ু কুপিত হওয়ায় হৃদয়, পার্শ্ব ও উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও ফাঁপা এবং নাভির নিম্নস্থ পক্কাশয়স্থিত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় মলমূত্ররোধ ও গুড়্‌গুড়্ শব্দ) হইলে রোগীকে এই চূর্ণ ৵০ আনা বা ৶০ আনা মাত্রায় উষ্ণজল-সহযোগে দিনে ২।৩ বার এবং রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্মুখরস—সন্নিপাতজ্বরে উদরাধ্মান অর্থাৎ আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এবং তজ্জন্য শ্বাস, পার্শ্ব ও উদরে বেদনা এবং গুড়্‌গুড়্ শব্দের উপলব্ধি অথচ দাস্ত বা প্রস্রাব বন্ধ হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, প্রবল উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলেও ইহার প্রভাবে তাহা প্রশমিত হয়। রোগীকে বায়ুর প্রকোপ-অনুসারে ঔষধ দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে ; আধ্মান নিবৃত্ত হইলে ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে ; যেহেতু এই ঔষধ স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ; এইজন্যই বিবিধ বায়ু ও পিত্তজনিত রোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও স্বর্ণ ।০ আনা; এইসমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে এবং এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রতি।

দারুষট্কপ্রলেপ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাধ্মান অর্থাৎ আমাশয় ও পক্বাশয়ের ফাপ এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগীর সমস্ত উদরে এই প্রলেপ উষ্ণাবস্থায় লাগাইয়া দিবে।

দারুষট্কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাধ্মান হইলে দারুষট্ক-প্রলেপের ন্যায় ইহা সমস্ত উদরে লাগাইয়া দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বটপত্রীপ্রলেপ—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ও তজ্জন্য বস্তিদেশের (পক্বাশয়ের নিম্নভাগের) স্ফীতি এবং উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়া দিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। কাঁচা হিমসাগরের পাতা ১ ছটাক ও যবক্ষার ১ তোলা একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; পরে উহা লাগাইয়া দিবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ—সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রকোপবশতঃ রোগীর বস্তিদেশের স্ফীতি ও মূত্ররোধ হইলে এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়া দিবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। তেলাকুচার মূল ১ ছটাক লইয়া কাঁজির জলসহ পেষণপূর্ব্বক বস্তিদেশে লাগাইবে।

বস্তিক্রিয়া—সন্নিপাতজ্বরে প্রস্রাব বন্ধ হওয়ায় রোগীর বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এবং তৎজন্য অসহ্য কষ্ট ও উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে প্রস্রাবদ্বারে পিচকারী করিবে। মলরোধ এবং উদরাধ্মান হইলে গুহ্যদেশে হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি অথবা পিচকারী প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। হিং, মধু ও সৈন্ধবলবণ; সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিবে; অনন্তর ঐ বর্ত্তি ঘৃতলিপ্ত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল; এই-সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক মধু ৮ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে; অনন্তর গাঢ় হইলে বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা ও হিমাঙ্গ-চিকিৎসা

বালুকাস্বেদ—সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপবশতঃ শরীর শীতল

এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলে রোগীর হৃদয়, চক্ষু ও অণ্ডকোষ ব্যতীত সমস্ত স্থানে এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিতে থাকিবে ; যাবৎ শরীর উষ্ণ না হয়, তাবৎ স্বেদপ্রদান করা কর্ত্তব্য।

বালুকাস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কর্কোটিকাদ্য উদ্বর্ত্তন—শীতাঙ্গসন্নিপাতে বা অন্যান্য সন্নিপাতজ্বরে রোগীর গাত্র শীতল হইলে এই চূর্ণ তাহার সমস্ত গাত্রে সর্ব্বদা গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। ইহার প্রয়োগ দ্বারা শ্লেষ্মা বিনষ্ট ও শরীর উষ্ণ হয়।

কর্কোটিকাদ্য উদ্বর্ত্তন। পীতঘোষামূল, কুলথকলাই, পিপুল, বচ, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, রক্তচিতার মূল, বালা ও হরীতকী : ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ছটাক এবং কট্‌ফলচূর্ণ দুই ছটাক ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে।

মৃগনাভিযোগ—সন্নিপাতজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ অথবা পুনঃপুনঃ ঘর্ম্মবশতঃ রোগীর শরীর শীতল হইলে ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ঘটিলে এই ঔষধ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে ; ঔষধসেবন দ্বারা নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও শরীর উষ্ণ হইলে ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে।

মৃগনাভিযোগ। মৃগনাভি ২ রতি বা ৪ রতি এবং মৃতসঞ্জীবনীসুরা ৪ তোলা (অভাবে ব্রাণ্ডি) মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ অথবা পুনঃপুনঃ ঘর্ম্ম হওয়ায় নাড়ীর গতিলোপ ও শরীর শীতল হইলে একঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ তালের শাখার রসসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ—ইহা ত্রিদোষনাশক। অতি উত্তেজক, স্রোতঃশোধক এবং উষ্ণতাকারক। সন্নিপাতজ্বরে বাতশ্লেষ্মার বা শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ ও সর্ব্বশরীর শীতল হইলে এবং ধমনীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকিলে এই ঔষধ এমন কি মৃতকল্প ব্যক্তিকেও ডাবের জল, তালশাখার রস অথবা আদার রসসহ সেবন করাইবে, একটি বটীতে ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে পুনরায় আর একটি বটী সেবন করিতে দিবে, এইরূপ ৪।৫।৬টি পর্য্যন্ত বটী রোগের প্রবলতানুসারে সেবন করান যায়, ইহা সেবন করাইতে না পারিলে রোগীর মস্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া লাগাইয়া দিবে এবং ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে যথোচিত শীতক্রিয়া করিবে।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। প্রস্তুতবিধি ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগন্তু-জ্বর-চিকিৎসা

বিষভক্ষণজনিত জ্বরের লক্ষণ—বিষভক্ষণজনিত জ্বরে অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। জঙ্গম-বিষ-ভক্ষণে অতিসার হয় না, স্থাবর-বিষই বিরেচন-গুণসম্পন্ন।

ওষধিগন্ধজনিত জ্বরের লক্ষণ—তীক্ষ্ণ ওষধির (পুষ্প-বিশেষের পরাগ) ঘ্রাণ দ্বারা জ্বর উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা এবং বমন উপস্থিত হয়।

কামবেগজনিত জ্বরের লক্ষণ—পুরুষের অভিলষিত স্ত্রীর অপ্রাপ্তিহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে তাহাতে মনের বিশৃঙ্খলতা, তন্দ্রা, আলস্য, অন্নে অরুচি, হৃদয়ে বেদনা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগের কামজ্বর উপস্থিত হইলে মূর্চ্ছা, শরীরে বেদনা, পিপাসা, চক্ষুর্দ্বয়ের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ, স্তনদ্বয়ে ও মুখে ঘর্ম্মোদ্গম এবং হৃদয়ে দাহ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভয়, শোক ও ক্রোধজনিত জ্বরের লক্ষণ—ভয়জনিত জ্বর হইলে প্রলাপ, শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং ক্রোধজনিত জ্বরে পিত্তসহযোগে বায়ুকর্ত্তৃক রোগীর কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাভিষঙ্গ-জ্বরের লক্ষণ—ভূতাবেশজনিত জ্বর হইলে তাহাতে রোগীর উদ্বেগ, বিনাকারণে হাস্য, রোদন ও কম্প উপস্থিত হয়, এই জ্বর কোন সময়ে বেগবান্ ও কোন সময়ে অল্পবেগযুক্ত হইয়া থাকে।

বিষমজ্বরে ভূতাভিষঙ্গরূপ আগন্তুকের অনুবন্ধ থাকে। ইহার মধ্যে সন্ততাখ্য বিষমজ্বর এবং বিষাভিষঙ্গজও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যমতে Pneumonia ও Typhoidকে এই সন্ততজ্বরের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। Pneumonia বাত-শ্লেষ্মোল্বন-সন্তত এবং Typhoid বাতপিত্তোল্বন-সন্তত-সন্নিপাত বলিয়া সেই অনুসারে চিকিৎসা করিলে সুফল পাওয়া যায়। বাতপিত্তপ্রধান সন্তত-বিষম-জ্বরের লক্ষণ—(মহামহোপাধ্যায় ৺গণনাথ সেন মহাশয় Typhoidএর নাম আন্ত্রিকজ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) পশ্চাত্যমতে আগন্তুক ক্রিমি ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষভাগ আশ্রয় করিয়া এই রোগের উৎপত্তি ঘটায়। জ্বরের বেগ ক্রমশঃ

বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার বৃদ্ধি হয়। অনেকস্থলে দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আধ্মান ও অতিসার চলিতে থাকে। অনেক রোগীর প্রলাপ, মোহ, দাহ, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় রক্তবর্ণ এবং মধ্যস্থল কর্কশ থাকে। অনেক সময় অতিসারের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়। তখন রোগীর অবস্থা কঠিন হয়। দোষের পরিপাক হইলে তৃতীয় সপ্তাহ হইতে উপদ্রব ও জ্বর কমিতে থাকে। ২২ হইতে ৪২ দিন পর্য্যন্ত ইহা চলিতে থাকে। ধাতুর পাক হইলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে রোগী মারা যায় অথবা ১০ দিন পরে অনেক সময় অন্ত্রক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইয়া রোগী মারা যায়। দীর্ঘকাল জ্বরভোগের পর আরোগ্যলাভ করিয়া অনেকের স্বরভেদ, বধিরতা বা বাতব্যাধির অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—প্রথম সপ্তাহে রোগ সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাতে ও বৈকালে মৃত্যুঞ্জয়রস আদার রস ও মধুসহ, মধ্যাহ্নে বজ্রক্ষার উষ্ণজলসহ এবং ষড়ঙ্গপানীয় পেয়া-হিসাবে প্রয়োগ করিবে। অবস্থানুসারে দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর, সৌভাগ্যবটী, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, হ্রীবেরাদি বা উশীরাদি পাচন।

বাতশ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাত (Pneumonia)—আগন্তুক বিষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া ত্রিদোষকে প্রকুপিত করে। তন্মধ্যে বিগুণ বায়ু শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ বা বাম অথবা উভয় ফুস্‌ফুসের একদেশের রক্তস্রোত রোধ করায় তথায় রক্ত বা লসিকা-সংগৃহীত ও সান্দ্র হইয়া তথাকার বায়ুকোষের অবরোধবশতঃ শ্বাসযন্ত্র বিকৃত করে। ইহার ফলে পার্শ্বশূল এবং কাস, শ্বাস ও তীব্রজ্বর আরম্ভ হয় এবং তিনটি লক্ষণই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্বাসের বেগে নাসিকার দুই পার্শ্ব স্ফীত হয়। কাসের সঙ্গে অনেকসময় কৃষ্ণাভ রক্ত থুথুর সহিত নির্গত হয়। সন্নিপাতজ্বরের অধিকাংশ লক্ষণই ইহাতে প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ সপ্তম হইতে নবম দিনের মধ্যে অকস্মাৎ জ্বরবিচ্ছেদ ও অতিরিক্ত ঘর্ম্মস্রাব, হিমাঙ্গতা, নাড়ীলোপ হইয়া চতুষ্পাদযুক্ত হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করে অথবা রোগীর মৃত্যু হয়। ইহাকে ভাবপ্রকাশোক্ত কর্কটক-সন্নিপাত বলিয়া বলা চলে। এই রোগ নির্ণয় করিবার আর একটি লক্ষণ; যথা—স্বাভাবিক অবস্থায় নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের যে গতিসংখ্যা থাকে, নিউমোনিয়া হইলে তাহার পরিবর্ত্তন

হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় নাড়ীর গতি যদি ১ মিনিটে ৭২ হয়, তাহা হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ১৮ হইবে। কিন্তু নিউমোনিয়া হইলে যদি নাড়ীর গতি ১ মিনিটে ১০০ হয়, তাহা হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ৫০ বা ৫৫ হইবে।

ঔষধ-প্রয়োগ—বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মহালক্ষ্মীবিলাস, চন্দ্রামৃত, শৃঙ্গারাভ্র, কট্‌ফলাদি পাচন, বজ্রক্ষার, অষ্টাঙ্গাবলেহ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি সন্নিপাত-অধিকারের পূর্ব্বোক্ত ঔষধগুলি অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হয়।

অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরের লক্ষণ—অভিচার (মারণ ও বশীকরণাদি মন্ত্র) ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয় এবং আভিচারিক-মন্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট ব্যক্তির প্রথমে মনস্তাপ, অনন্তর শরীরের উষ্ণতা, তৎপরে বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ এবং মূর্চ্ছা জন্মে ও প্রতিদিন জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হয়।

বিষভক্ষণ ও ওষধিগন্ধ-জনিত জ্বরে ঔষধ

বিষভক্ষণে এবং তীব্রৌষধির আঘ্রাণবশতঃ জ্বর উৎপন্ন হইলে রোগীকে বিষনাশক ও পিত্তনাশক ঔষধ এবং সর্ব্বগন্ধকৃত কষায় সেবন করাইবে। স্থাবর-বিষভক্ষণে অতিসার হয়, সুতরাং তাহাতে বমন করান কর্ত্তব্য।

অজিতাগদ—স্থাবর বা জঙ্গম-বিষ-সেবনজনিত আগন্তুজ্বরে রোগীর অতিসার, অন্নে অরুচি ও পিপাসা ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

অজিতাগদ। বিড়ঙ্গ, আকনাদি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বনযমানী, হিং, তগর-বন-পাদুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ ও রক্তচিতা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া অন্য গোশৃঙ্গ দ্বারা ১৫ দিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, অনন্তর বহির্গত করিয়া সেবন করাইবে। মাত্রা।০ আনা।

সর্ব্বগন্ধকষায়। দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপত্র, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

কামজ্বরে ঔষধ

স্ত্রীলোকের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য মূর্চ্ছা পিপাসা ও শরীর-বেদনা হইলে সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন শয্যায় স্ত্রীকে স্বীয় পতিসহ ক্রীড়া করিতে দিবে, এইরূপ ক্রীড়া দ্বারা স্ত্রীলোকের কামজ্বর নিবৃত্ত হয়।

বালাদিক্কাথ—পুরুষের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য মনের চঞ্চলতা, তন্দ্রা, আলস্য ও অন্নে অরুচি ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে তাহাকে বালাদিকাথ সেবন করাইবে এবং সুন্দরী স্ত্রীর সংহিত ক্রীড়া করিতে দিবে অথবা রোগীর ক্রোধ উৎপাদন করিবে, তাহাতেও কামজ্বরের শান্তি হয়।

বালাদিক্কাথ। বালা, পদ্মপুষ্প, রক্তচন্দন, বেণার মূল, দারুচিনি, ধনে ও জটামাংসী ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভয়াদিজনিত জ্বরে ঔষধ

ভয় বা শোকবশতঃ জ্বর হইলে রোগীর মনে ক্রোধ-উৎপাদন এবং কামভাব উদ্দীপন করিবে অথবা সুন্দরী-স্ত্রীসহ ক্রীড়া করিতে উপদেশ প্রদান করিবে। মানসিক জ্বর উপস্থিত হইলে মনের শান্তিপ্রদান দ্বারা রোগীকে সুস্থ করিবে। ক্রোধবশতঃ জ্বর হইলে পিত্তনাশক দ্রব্য প্রদান করিয়া রোগের শান্তি করিবে।

ভূতাভিষঙ্গ, অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরের শান্তির জন্য বিবিধ যজ্ঞ, হোম ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া করিবে।

নিরাম ও মধ্যজ্বরে ঔষধ

চন্দ্রশেখররস—পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে, নিরাম-অবস্থায় রোগীর জ্বরের বেগ অধিক এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা ও গাত্রে ঘর্ম্ম ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে রোগীকে জ্বরের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে দিন ২।৩টি বটী সেবন করাইবে। অনুপান—করলাপাতার রস ও মধু। রোগীর তন্দ্রা বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে পাকা কাঁটালপাতার রস ও মধু ; অথবা আদার রস ও মধু।

চন্দ্রশেখররস। প্রস্তুতবিধি ৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতারিরস—নিরামজ্বরে রোগীর কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে একবার মাত্র সেবন করাইবে। ইহার সেবনে ২।৩ বার দাস্ত হয়; অবস্থানুসারে কাহারও বা ততোধিক দাস্ত হইয়া থাকে। নিরাম-অবস্থায় অল্পজ্বর থাকিলে ইহার প্রয়োগে তাহাও বিনষ্ট হয়। যাহাদের জ্বর হইলেই স্বভাবতঃ দাস্ত হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না; বাতজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরাম-অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শীতারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, শোধিত জয়পাল-বীজ ২ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, তেঁতুলচটাভস্ম ১ তোলা, বিষ ১ তোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। বটী দুই রতি প্রমাণ।

বাতপিত্তান্তকরস—বাতপিত্তাশ্রিতজ্বরে অল্পবেগ এবং তৎসহ দাহ, পিপাসা ও ভ্রম ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা মধ্য এবং জীর্ণজ্বরেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; নিরাম-অবস্থায় জ্বরের বেগ পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে অথবা জ্বরে বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা কখনও সেবন করাইবে না, জ্বরের অবস্থানুসারে বৈকালে এবং দ্বিপ্রহরের পর এক-একটি বটী রোগীকে সেবন করাইবে। বৈকালে অল্পকাল ২।১ ঘণ্টা মাত্র জ্বরের অল্পবেগ প্রকাশ পাইলে সেই অবস্থায় এই ঔষধ সমধিক কার্য্যকারী। অনুপান—যষ্টিমধুর ক্বাথ ও চিনি।

বাতপিত্তান্তক রস। রস, গন্ধক, অভ্র, মুথা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল এবং তাম্র; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, আমলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রসে (রসের অভাবে ক্বাথ গ্রহণ করিবে) একবার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি পরিমাণ।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ—নিরামাবস্থায় জ্বরের অল্পবেগ এবং মধ্যজ্বরে ও রোগীর জ্বরকালে গাত্রদাহ ও ভ্রম ইত্যাদি পিত্তজ্বরের লক্ষণ বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু রোগীর জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে জ্বরের নিরাম-অবস্থায়ও এই ঔষধ সেবন করাইবে না। প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে তিনবার সেবনবিধি। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা সেফালিকা-পাতার রস এবং মধু।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে; বটী ১ রতি।

জ্বরারি অভ্র—বাতশ্লেষ্মাশ্রিতজ্বরের বা সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় কিংবা মধ্য ও বিষমজ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; রোগীর কাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ইহা অত্যন্ত কার্য্যকারী; প্লীহার বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে এই ঔষধে সোহাগার পরিবর্ত্তে অমৃতীকরণ বিধানানুসারে তাম্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। যাহাদের প্রত্যহ জ্বর হয় এবং জ্বরের মধ্য বা অধিক বেগ ও তৎসহ রোগীর গাত্রবেদনা, শিরঃশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে ইহা সেবন করান যায়। বিষমজ্বরের অর্থাৎ অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরের অধিক বেগ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিবসে একবার বা দুইবার সেবনবিধি। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু; প্লীহার আধিক্য থাকিলে মনসা-সীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া তাহার রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

জ্বরারি অভ্র। অভ্র ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, ধুস্তূরবীজ ২ তোলা, শুঁঠ ১॥৵৪ রতি, পিপুল ১॥৵৪ রতি, মরিচ ১॥৵৪ রতি; এইসকল দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

চিন্তামণিরস—একদোষ বা দ্বিদোষাশ্রিত জ্বরে অথবা সন্নিপাত-জ্বরের নিরাম-অবস্থায় এবং অন্যেদ্যুষ্ক ও অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর কাস, গাত্রবেদনা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; বৃদ্ধ ও যাহাদের শরীর কৃশ, তাহাদিগের মৃদুজ্বরে এই ঔষধ যত্নপূর্ব্বক সেবন করাইবে। জীর্ণজ্বরেও ইহা অত্যন্ত উপকারী। ইহা প্রাতে ১ বার ও রাত্রে ১ বার সেব্য। অনুপান—আদার রস ও মধু; কাস থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু।

চিন্তামণিরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল মরিচ, মনঃশিলা ও কস্তুরী; এইসকল ঔষধ সমভাগে লইয়া একত্র করতঃ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সৌভাগ্যবটী—সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নিরামাবস্থায় বা মধ্যজ্বরে এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বরে অর্থাৎ অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, সন্তত, সততক, সততকবিপর্য্যয়,

প্রভৃতি জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের মধ্য বা অল্পবেগ থাকিলে এবং রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, জ্বরের সময় চক্ষুর্জ্বালা ও তৃষ্ণা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। যাহাদের দীর্ঘকাল হইতে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অল্প বা প্রবলরূপে জ্বর প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদের পক্ষেও এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী। অনুপান—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে মনসা-সীজের পাতার রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু। কেবল জ্বর ও কাস থাকিলে বাসকপাতার রস ও মধু। জ্বরকালে মাথায় বেদনা বা ভারবোধ হইলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু।

সৌভাগ্যবটী। সোহাগার খৈ, বিষ, জীরা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস; এইসকল ঔষধ সমভাগে একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; পরে নিসিন্দাপাতা, ভীমরাজ, কেশুর্ত্ত্যা, বাসকপাতা ও আপাঙপাতা—ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার (মতান্তরে ৭ বার) ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

মকরধ্বজবটিকা—সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নিরাম-অবস্থায় জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে ও শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে শরীরের দুর্ব্বলতা-বিনাশার্থ রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে জর্জ্জরিত কৃশ-ব্যক্তির জ্বরবিরামান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে তাহাদের শুক্রাদির অল্পতাবশতঃ পুনঃপুনঃ জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করান সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, যক্ষ্মা ও ক্ষয়কাসাদিজনিত দুর্ব্বলতায় ইহা সেবন করান যাইতে পারে, প্রাতে ও সন্ধ্যার পর এক-একটি বটী সেব্য। অনুপান—পানের রস ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

মকরধ্বজবটিকা। স্বর্ণ ১ তোলা, রূপা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, কস্তুরী ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, জাতিফল ১ তোলা, রসসিন্দূর ২ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, প্রবাল ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ১৬ তোলা; এইসমস্ত ঔষধ একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

জ্বরারিরস—অন্যান্য জ্বরের নিরামাবস্থায় ও বিষমজ্বরে জ্বরের অধিক বেগ প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে দাহ, ঘর্ম্ম ও কম্প ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে কোনও কোনও ব্যক্তির বমন হইবার আশঙ্কা; অতএব এই ঔষধ সাবধানে সেবন

করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ও রাত্রে ২।৩ বার সেব্য। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বরারিরস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বিষ ২ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, সীসা ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা ও ধুস্তুরবীজ ২ তোলা; এইসকল ঔষধ একত্র মর্দ্দন করিবে; পরে রোহিতমৎস্যের পিত্ত আকন্দ-ক্ষীর ও আদার রস—ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ১ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস—বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকজ্বরের নিরাম অবস্থায় অর্থাৎ ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮ বা ২২ দিন পরে উপদ্রব ও জ্বরের উত্তাপ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে এবং সন্তত (অবিচ্ছেদী জ্বর), সতত (দ্বৈকালীন) এবং রাত্রিগত বিষমজ্বরেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ; জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—কোষ্ঠশুদ্ধি ও কাস থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস। হিঙ্গুল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, দস্তা, সীসা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা ও কস্তুরী; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকটি ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সার্ব্বভৌমরস—বাতশ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় বা মধ্যজ্বরে জ্বরের বেগ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে এবং সন্তত ও অন্যেদ্যুষ্ক প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর কাস, সর্ব্বদাপ্রবল জ্বর, মাথায় ভারবোধ, সর্দ্দি বা প্লীহাবৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ যত্নপূর্ব্বক প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সেবন করাইবে। সর্দ্দি ও কাসসংযুক্ত বিষমজ্বরেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

সার্ব্বভৌমরস। পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, রৌপ্য, ধুস্তুরবীজ, হিজলবীজ, সিদ্ধিবীজ, সোহাগার খৈ, দারুচিনি, লালগৈরিক, দন্তীবীজ, স্বর্ণমাক্ষিক, বৃদ্ধদারকবীজ, পিপুল ও কস্তুরী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর রক্তচিতার মূলের রসে ৭ বার ও আদার রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

জ্বরমাতঙ্গকেশরী—সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় উপদ্রবাদি হ্রাস পাইলে ও জ্বরের বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত

কৃশ হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা প্রলাপক, চাতুর্থক, চাতুর্থক-বিপর্য্যয় ও সততক প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে এবং ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে প্রবল জ্বর থাকিলেও সমধিক কার্য্যকারী ; ইহা অত্যন্ত পুষ্টিজনক ও জ্বরঘ্ন ; বৃদ্ধ ও ক্ষীণব্যক্তির পক্ষে ঐসকল অবস্থায় জ্বরের অবস্থাভেদে প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সেব্য। জীর্ণজ্বরে জ্বরের উত্তাপ অতি অল্প থাকিলে এই ঔষধে হরিতাল-স্থানে মুক্তা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদার রস ও মধু।

জ্বরমাতঙ্গকেশরী। তাম্র ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, পিত্তল ৩ তোলা, কাংস্য ৪ তোলা, সীসা ৫ তোলা, স্বর্ণ ৬ তোলা, কস্তুরী ৭ তোলা, হরিতাল (মতান্তরে মুক্তা) ৮ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১২ তোলা ও অভ্র ১৩ তোলা ; এইসকল একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে।

জ্বরে কষায়-প্রয়োগবিধি

বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে রোগীকে কষায় পান করাইবে। এইরূপ পিত্তজ্বরে ১০ দশদিন, কফজ্বরে ১২ বারদিন, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ৭ সাতদিন, বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ নয়দিন, বাতপিত্তজ্বরে ৭ সাতদিন অতীত হইলে ও সন্নিপাত-জ্বরে ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮ বা ২২ দিন অতীত এবং উপদ্রবসমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাইলে ক্বাথ (পাচন) সেবন করিতে দিবে, ঐসমস্ত দিন অতীত হইলে ঐসকল জ্বরাক্রান্ত রোগীর আমরসের সম্যগ্‌রূপে পরিপাক এবং জ্বর নিরামাবস্থায় পরিণত হয়, তখন রোগীকে ক্বাথের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জ্বরের উত্তাপ ও দোষের বলাবল-অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক বিবিধ ক্বাথ ও রসপ্রধান জ্বরারি অভ্র, সৌভাগ্যবটী ও জ্বরাবিরস প্রভৃতি ঔষধ ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করিবে।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ—বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে এবং রোগীর গাত্র-বেদনা, অল্পজ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে প্রাতে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে, ইহার সেবনে জ্বরের বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং দোষেরও পরিপাক হইয়া থাকে।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ। শুঁঠ, চিরতা, নাগরমুথা ও গুলঞ্চ ; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ।৷০ অর্দ্ধতোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কণাদিক্বাথ—বাতজ্বরে সাতদিন অতীত হইলে রোগীর জ্বরের অল্পবেগ ও তৎসহ হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কণাদিক্বাথ। পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টিকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুথা; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি ।০ আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শ্রীফলাদিক্বাথ—বাতজ্বরের নিরামাবস্থায় অর্থাৎ ৭ দিন অতীত হইলে রোগীর নিদ্রার অল্পতা, মাথাঘোরা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও জ্বরকালে কম্প ইত্যাদি থাকিলে রোগীকে এই পাচন প্রাতে সেবন করাইবে। জ্বরের বেগ অল্প এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই পাচনের সহিত সোণাপাতা ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠপরিষ্কার থাকিলে সোণা-পাতামিশ্রিত করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীফলাদিকাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী গোক্ষুর, পিপুল, পিপুলমূল, রাস্না, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুথা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা কিস্‌মিস্, দুরালভা ও শুল্‌ফা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ—বাতজ্বরে সাতদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর শরীরের সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহার সেবনে বাতরোগেরও বিশেষ উপকার দর্শে, আমবাতে, বাত-মিশ্রিতজ্বরে ও সর্ব্বাঙ্গগতবাতে এই পাচন-ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পঞ্চমূল্যাদিকাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়, এই নয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পর্পটাদিক্বাথ—পিত্তজ্বরে ১০ দিন অতীত হইলে রোগীর দাহ, বমি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পর্পটাদিক্বাথ। ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ; এই চারিটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

হ্রীবেরাদিক্বাথ—পিত্তজ্বরে ১০ দিন অতীত হইলে জ্বরকালে

রোগীর প্রবল পিপাসা, দাহ ও পাতলা দাস্ত ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন সেবন করিতে দিবে; ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে রোগীকে সেবন করাইবে।

হ্রীবেরাদিক্বাথ। — বালা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, মুথা ও ক্ষেতপাপড়া; এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কিরাতাদিক্বাথ—পিত্তজ্বরে ১০ দিনের পর রোগীর জ্বরকালে দাহ, তৃষ্ণা বমনবেগ বা বমন এবং মুখের কটু আস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই পাচন সেবন করিলে ঐ সমস্ত উপদ্রব এবং জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

কিরাতাদিক্বাথ। চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ক্ষেতপাপড়া ও পদ্মকাষ্ঠ; এই ৭ সাতটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

দ্রাক্ষাদিক্বাথ—পিত্তজ্বরে দশদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর জ্বরকালে অসহ্য দাহ, প্রলাপ, মুখশোষ, শরীরাভ্যন্তরে দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং দেহের অবস্থানুসারে কাহারও বা ২।১ বার দাস্ত হইয়া থাকে। এই পাচন ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে প্রয়োগ করা যায়।

দ্রাক্ষাদিক্বাথ। কিস্‌মিস্, হরীতকী, মুথা, কট্‌কী ও ক্ষেতপাপড়া; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ দুই তোলা; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

সিন্ধুবারক্বাথ—কফজ্বরে বারদিন অতীত হইলে এবং রোগীর শ্রবণশক্তির অল্পতা ও হাঁটুর শক্তির হ্রাস হইলে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে; অবস্থানুসারে ৭ দিনের পরও সেবন করান যাইতে পারে।

সিন্ধুবারক্বাথ। নিসিন্দাপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ছাঁকিয়া তাহাতে পিপুলচূর্ণ।০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

মরিচাদিক্বাথ—কফজ্বরে বারদিন অতীত হইলে রোগীর শরীরে ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অরুচি ও বমনভাব ইত্যাদি উপসর্গসহ অল্পজ্বর থাকিলে তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

মরিচাদিক্বাথ। মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, রক্তচিতা, কট্‌ফল, কুড়, মুথা, বচ,

হরীতকী, কণ্টিকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যোয়ান ও নিমছাল; এই ১৬টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ—বাতপৈত্তিকজ্বরে সাতদিনের পর রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, বমি ও দাহ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ঐসকল উপদ্রব ও জ্বর উভয়েরই নিবৃত্তি হয়; বমন প্রবল থাকিলে এই ক্কাথের সহিত মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। পদ্মগুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন; এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিক্কাথ—বাতপৈত্তিকজ্বরে সাতদিন অতীত হইলে ও রোগীর পিপাসা, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। বাতপিত্তোল্বন-সন্নিপাত-জ্বরেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোন্দালমজ্জা, বালা, আকনাদি, ধনে, মুথা ও কট্‌কী; এই ১৩টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; ছাঁকিয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ঘনচন্দনাদিক্কাথ—বাতপৈত্তিকজ্বরে সপ্তাহ অতীত হইলে এবং গাত্রদাহ, বমন ও অরুচি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। জ্বরে পিপাসা থাকিলে এই ক্কাথ সেবন করিলে তাহাও দূরীভূত হয়; পিত্তপ্রধান শরীরে এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

ঘনচন্দনাদিক্কাথ। মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌কী, বেণারমূল, পল্‌তা ও বালা; এই ৭টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চভদ্রক্কাথ—বাতপিত্তজ্বরে সপ্তাহান্তে রোগীর গাত্রদাহ, জ্বরের আরম্ভকালে অত্যধিক কম্প ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া এই পাচন সেবন করিতে দিবে; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ক্কাথের সহিত সোঁদালের শাঁস ॥০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দূষিত-জলবায়ু-সমুৎপন্নজ্বরে এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

পঞ্চভদ্রক্কাথ। গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, চিরতা ও শুঁঠ; এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাষ্টকক্কাথ—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে সপ্তাহ অতীত হওয়ার পর রোগীর জ্বরকালে পিপাসা ও গাত্রদাহ অথবা বমন বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে।

অমৃতাষ্টকক্কাথ। গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুথা; এই আটটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পিপুলচূর্ণ ✓০ আনা মিশ্রিত করিবে।

কণ্টিকার্য্যাদিক্কাথ—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে সাতদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর জ্বরকালে দাহ, পিপাসা এবং কাসাধিক্য অথবা পার্শ্ববেদনা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাস ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কণ্টিকার্য্যাদিকাথ। কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পল্‌তা ও কট্‌কী; এই এগারটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চতিক্তক্কাথ—বাতজ্বরে, পিত্তজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে বা পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরে এই পাচন রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রায় সমস্ত জ্বরেই যথা-নির্দ্দিষ্ট নিরামাবস্থায় এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

পঞ্চতিক্তক্কাথ। কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা; এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চকোলক্কাথ—কফজ্বরে ১২ দিনের পর এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ দিনের পর এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগীর উৎকাসি, হৃদয়বেদনা ও পার্শ্বশূল ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ৭ দিনের পরই সেবন করিতে দেওয়া উচিত। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভূত হইলে এই পাচন বিশেষ উপকারী; ঐসকল অবস্থায় ইহাতে সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রোগীকে সেবন করাইবে। নবপ্রসূতির যথারীতি রজঃস্রাবেব অভাবে উদরে বেদনা এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে এই পাচন অত্যন্ত উপকারী; ইহার সেবনে শোণিতস্রাব হয় এবং রক্তস্রাবের অভাব-জনিত উপদ্রব হ্রাস পাইয়া থাকে।

পঞ্চকোলক্কাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ; এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পিপ্পল্যাদিক্কাথ—বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ দিনের পর বা অবস্থাবিশেষে ৭ দিনের পর রোগীর অগ্নিমান্দ্য, যাবতীয় সন্ধিস্থানে ও গাত্রে বেদনা, কাস, মাথায় ভার ও অল্প জ্বরের বেগ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদিক্কাথ। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঠ, রক্তচিতা, চই, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, শ্বেতসরিষা, বামনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম, আতইচ, কট্‌কী, বিড়ঙ্গ ও মূর্ব্বা; এই ২০টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত ঘৃতে ভর্জ্জিত হিং ২।৩ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্কাথ—বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৭ দিন বা ৯ দিন পরে রোগীর অত্যন্ত গাত্রবেদনা, কাস, সন্ধিবেদনা, শিরঃশূল ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন সেবন করাইবে, এই পাচন বাতব্যাধিরোগে (অপতন্ত্র, একাঙ্গবাত বা সর্ব্বাঙ্গবাতে) ব্যবহৃত হয়। ঐসমস্ত বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর থাকিলে এই ক্কাথ প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্কাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, বচ, আতইচ, কৃষ্ণজীরা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, রেণুকা, চিরতা, মূর্ব্বা, শ্বেতসরিষা, মরিচ, কট্‌ফল, কুড়, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, ক্ষেতপাপড়া, শুক্ষমূলা, কণ্টিকারী, গজপিপুল, দুরালভা, যমানী, বনযমানী, কাকনাসিকা ও হিং; এই ২৮টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ঔষধে হিং পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত ঘৃতে ভর্জিত হিং ২।৩ রতি মিশ্রিত করিবে।

দশমূলক্কাথ—সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর কাস, শ্বাস এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ক্কাথের সহিত পিপুলচূর্ণ।০ আনা বা অবস্থাভেদে ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। যাহাদের শ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে ঐ ক্কাথে কুড়চূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। রোগীর বয়ঃক্রম ও বল-অনুসারে ঐ সকল চূর্ণের মাত্রা নিরূপিত করিয়া ক্কাথের সহিত প্রক্ষেপ দিবে, যেহেতু ঐ সকল ঔষধ উষ্ণবীর্য্য। এই ক্কাথ প্রাতে সেবন করাইবে।

দশমূলক্কাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে,

বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসমস্ত ঔষধ সমানাংশে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

দ্বাদশাঙ্গক্কাথ—সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর কাস ও পার্শ্ববেদনা থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বর ব্যতীত বাতশ্লেষ্মজ্বরেও কাস এবং সন্ধিস্থানাদিতে সামান্য বেদনা অনুভূত হইলে এই ক্বাথ সেবন করান যায়।

দ্বাদশাঙ্গক্কাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণি, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, চাকুলে, কুড় ও পিপুল; এইসমস্ত ঔষধ সমানাংশ মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

চতুর্দ্দশাঙ্গক্কাথ—বাতশ্লেষ্মাধিক্যবিশিষ্ট সন্নিপাতজ্বরে বা বাত-শ্লেষ্মজ্বরের নিরামাবস্থায় কাস ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে অথবা বিষমজ্বরে ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ অবস্থাভেদে ।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করাইবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গক্কাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

অষ্টাদশাঙ্গক্কাথ—পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান বা পালক-সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর বমন, পিপাসা, মোহ, দাহ, কাস ও অরুচি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের নিরামাবস্থায়ও জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করান যায়।

অষ্টাদশাঙ্গক্কাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুথা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহত্যাদিক্কাথ—সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় কাস, শ্বাস, দাহ ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরের নিরামাবস্থায়ও এই ক্বাথ সেবন করান যাইতে পারে।

বৃহত্যাদিক্কাথ। বৃহতী, কণ্টিকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পলতা ও কট্‌কী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শট্যাদিক্বাথ—সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় রোগীর শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

শট্যাদিক্বাথ। শটী, কুড়, কণ্টিকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা ও কট্‌কী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তেলো, শেষ ৮ তোলা।

অর্কাদিক্বাথ—শীতাঙ্গ-সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় রোগীর গাত্রের শীতলতা, মোহ ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

অর্কাদিক্বাথ। আকন্দছাল, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বামনহাটী, কণ্টিকারী, শুঁঠ ও কুড়; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

পদ্মকাদিক্বাথ—রক্তষ্ঠীবী বা যাম্যনামক সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় রোগীর বমন হইলে এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া তাহাকে মধ্যাহ্নে সেবন করাইবে, ইহার সেবনে পিপাসা, বমন, শরীরের চক্রাকৃতি শোথ ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

পদ্মকাদিক্বাথ। পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, জাতীপুষ্প, জীবক, রক্তচন্দন, বালা, যষ্টিমধু ও নিমছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কারব্যাদিক্বাথ—প্রবল অভিন্যাস-সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তির বিকলতা হইলে তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে, ইহার সেবনে ইন্দ্রিয়ের স্রোত বিশুদ্ধ হয়।

কারব্যাদিক্বাথ। কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী, পুনর্ণবা, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

কিরাতাদিসপ্তক—পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা থাকিলে তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে। পিত্তপ্রধান জ্বরেও এই ক্বাথ অত্যন্ত উপকারী।

কিরাতাদিসপ্তক। চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বালা ও পদ্মমৃণাল; এইসকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

স্বল্পপঞ্চমূলক্কাথ—বাতপিত্তপ্রধান অথবা সংমোহ-সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ক্বাথ মধুর সহিত প্রাতে সেবন করাইবে। বাতপিত্তজ্বরেও এই ক্বাথ বিশেষ কার্য্যকারী।

স্বল্পপঞ্চমূলকাথ। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কট্‌ফলাদিক্কাথ—কফপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, বধিরতা ও কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরামাবস্থায় প্লীহা ও যকৃৎ থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কট্‌ফলাদিক্কাথ। কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শটী, গন্ধতৃণ ও ধনে; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—শোধিত হিং ৫ রতি ও আদার রস ।।০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ কট্‌ফলাদিক্কাথ—বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা ক্রকচ অথবা বৈদারিক-সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর দীর্ঘকালানুবন্ধি, জ্বর, কাস, মাথায় বেদনা, স্বরভঙ্গ, তন্দ্রা ও কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত-জ্বরের নিরামাবস্থায় যেসকল রোগীর প্রায়শঃ জ্বর-পরিত্যাগ হয় না, তাহাদের পক্ষে এবং সন্ততাদিজ্বরেও এই ক্বাথ বিশেষ উপকারী। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বিষমজ্বরেও প্লীহাবৃদ্ধি পাইলে ইহা সেবন করান যায়।

বৃহৎ কট্‌ফলাদিক্কাথ। কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শটী, গন্ধতৃণ, ধনে, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—শোধিত হিং ৫ রতি ও আদার রস ।।০ অর্দ্ধতোলা, কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে আদার রস ও হিং প্রয়োগ করিবে না। প্লীহাবৃদ্ধি হইলে হিং সর্ব্বদা প্রযোজ্য।

বিষম ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা

বিষমজ্বরের সামান্য লক্ষণ—যে জ্বর নিয়মসহকারে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় শরীরে অবস্থান করে না, শীত ও উষ্ণতা-সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মরহিত এবং কখনও অত্যন্তবেগ, আর কখনও বা অল্পবেগ-সহকারে প্রকাশ পায়, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাহাকে বিষমজ্বর-নামে নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ বাতিক-জ্বর সাতদিন, পৈত্তিকজ্বর দশদিন, শ্লৈষ্মিকজ্বর বারদিন এবং দোষের প্রবলতা-বশতঃ বাতিকজ্বর চতুর্দ্দশদিন, পৈত্তিকজ্বর বিংশতিদিন, শ্লৈষ্মিকজ্বর চতুর্ব্বিংশতিদিন পর্য্যন্ত যেমন নিয়মপূর্ব্বক (স্বীয় লক্ষণ-সহকারে) প্রকাশ পায়, বিষমজ্বর সেইরূপ ভাবে প্রকাশ পায় না। এই জ্বর প্রায়শঃ পূর্ব্বোল্লিখিত বাতাদি জ্বরসমূহের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অর্থাৎ দোষপাচক ঔষধ-প্রয়োগ ব্যতীত কেবল উগ্রগুণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ায় অহিতাচরণ দ্বারা দোষের প্রকোপবশতঃ পুনরায় অল্পবেগ-সহকারে রসাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কাহারও শরীরে প্রথম হইতেই বিষমজ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জ্বর সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক, প্রলেপক ও বাতবলাসক প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সন্ততজ্বরের লক্ষণ—বায়ুর প্রাধান্যহেতু সাতদিন, পিত্তের প্রাধান্যহেতু দশদিন এবং শ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ বারদিন ব্যাপিয়া যে জ্বর সর্ব্বদা শরীরে প্রকাশ পায়, তাহাকে সন্ততজ্বর কহে। এই জ্বর বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ ১৪ দিন, ২০ দিন ও ২৪ দিন যথাক্রমে শরীরে অবস্থিতি করিয়া বিরত হয় এবং পুনরায় উৎপন্ন হয়। ইহার বিরামকাল দুর্লভ, সন্ততজ্বর সর্ব্বদা শরীরে অবস্থান করে, এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে বিষমজ্বরমধ্যে পরিগণিত করেন না, এই জ্বর রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সততজ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রে একবার প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতাদিদোষ আমাশয়ে অবস্থানপূর্ব্বক. যথাসময়ে দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্গত করতঃ অহোরাত্রে দোষপ্রকোপকালে দুইবার জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে

সততজ্বর কহে। এই জ্বর দ্বিদোষাশ্রিত হইলে দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সততবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর অহোরাত্র ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু দোষের প্রকোপকালে (প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে, প্রথম-রাত্রে, মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রে) জ্বরের উপলব্ধি হয় না, তাহাকে সতত-বিপর্য্যয়জ্বর কহে। অর্থাৎ দিনে দোষপ্রকোপকালে একবার জ্বরনিবৃত্তি হয় ও রাত্রে দোষপ্রকোপকালে একবার জ্বরনিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অন্যেদ্যুষ্কজ্বরের লক্ষণ—বাতাদিদোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া হৃদয়ে গমনপূর্ব্বক প্রথম প্রকোপকালে হৃদয়ে অবস্থান করিয়া পরবর্ত্তী প্রকোপকালে আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্গত করতঃ দিনে বা রাত্রে যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্কজ্বর কহে। এই জ্বরে দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর সমস্ত দিবা-রাত্র অবস্থিতি করে এবং দিবারাত্র ভোগ করিয়া একবার কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হয়, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়জ্বর কহে।

তৃতীয়কজ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর একদিন অন্তর (জ্বরারম্ভদিন গণনা করিয়া তৃতীয় দিনে) উপস্থিত হয় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকুপিত বাতাদি-দোষ কণ্ঠদেশ আশ্রয় করতঃ দিন ও রাত্রির মধ্যে হৃদয়ে নীত হইয়া তৃতীয় দিবসে আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে তৃতীয়কজ্বর কহে। এই জ্বর ত্রিবিধ দৃষ্ট হয় এবং দ্বিদোষাশ্রিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পায়। যথা—বাতপিত্তাশ্রিত তৃতীয়কজ্বর অগ্রে মস্তকে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পায়, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত তৃতীয়কজ্বর কটি ও মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, বাত-শ্লেষ্মাশ্রিত তৃতীয়কজ্বর পৃষ্ঠদেশে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। দোষভেদে স্থানবিশেষে বেদনা তৃতীয়কজ্বরের দোষনিরূপণার্থ অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই জ্বর মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৃতীয়কবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর একদিন

ব্যাপিয়া প্রকাশিত হয় এবং জ্বরের আদি ও শেষদিনে নিবৃত্ত থাকে, তাহাকে তৃতীয়কবিপর্য্যয়জ্বর কহে।

চতুর্থকজ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর দুইদিন অন্তর (জ্বরের দিন গণনা করিয়া চতুর্থদিনে) প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকুপিত বাতাদিদোষ মস্তক আশ্রয় করতঃ দ্বিতীয়দিনে কণ্ঠদেশে গমন করিয়া অহোরাত্রে অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে গমন করে এবং চতুর্থ দিবসে হৃদয় হইতে আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে চতুর্থকজ্বর কহে। চতুর্থকজ্বরে বায়ু ও কফের প্রধানতাই দৃষ্ট হয়, পিত্তের প্রবলতা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, বায়ুপ্রধান চতুর্থকজ্বরের অগ্রে মস্তকে বেদনা ও শ্লেষ্মাপ্রধান চতুর্থকজ্বরে জ্বরের আরম্ভকালে জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা এবং পিত্তপ্রধান চতুর্থকজ্বরে মধ্যদেহ অর্থাৎ কটিদেশে বেদনা লক্ষিত হয়। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত।

চতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর দুইদিন নিরন্তর শরীরে অবস্থান করিয়া একদিন নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় চতুর্থদিন হইতে ক্রমশঃ দুইদিন প্রকাশ পায়, তাহাকে চতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বর কহে।

বিষমজ্বরের অন্তর্গত ম্যালেরিয়া ও তাহার লক্ষণ—বিষমজ্বরে আগন্তুর অনুবন্ধ থাকে বলিয়া বলা হইয়াছে। আগন্তুক বিষ মশক দ্বারা সংক্রামিত হইয়া ম্যালেরিয়াজ্বর উৎপাদন করে বলিয়া আধুনিক মত। তিন প্রকার বিভিন্ন জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার তিন প্রকার ভেদ ধরা হয়। বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া, কোয়াটার্ণ ম্যালেরিয়া ও ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া।

সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর প্রত্যহ, একদিন অন্তর ও দুইদিন অন্তর হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জ্বরের তিনটি অবস্থা। প্রথম আক্রমণে শীত ও কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় জ্বর বৃদ্ধি পাইয়া ১০৪° ডিগ্রী হইতে ১০৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হয়। মাথায় যন্ত্রণা ও বমি ইহার বিশেষ অবস্থা। তৃতীয় অবস্থায় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরবিচ্ছেদ হয়। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা শীতপূর্ব্ব জ্বর এবং ইহাকে অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বরের অন্তর্গতও বলা যায়। অন্যেদ্যুষ্ক ও তৃতীয়ক বিনাইন টার্শিয়ানের অন্তর্গত। চতুর্থকজ্বর কোয়াটার্ণ ম্যালেরিয়ার অন্তর্গত। ম্যালেরিয়াজ্বরে প্রথমে প্লীহা ও

পরে যকৃতের বৃদ্ধি হয়। পুরাতন-অবস্থায় বড় হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠপ্লীহা নামে অভিহিত হয়।

ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া—সাধারণতঃ শরৎকালে ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া সংক্রামকরূপে দেখা দেয়। বেদে ইহাকে তক্মন্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এই জ্বর সন্তুতজ্বররূপে দেখা যায়। ইহার অসাধ্য অবস্থা এইরূপ—

ইহাতে জ্বর অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫°, ১০৬° ডিগ্রী জ্বর উঠে। রোগী ভুল বকে ও কোন-কোনস্থলে রোগী অজ্ঞান হইয়া যায়। জ্বর হঠাৎ ১০৫° ডিগ্রী হইতে ৯৫°, ৯৬° ডিগ্রীতে নামিয়া আসে। কোন-কোন সময় রক্তপ্রস্রাব দেখা যায়। রোগী ইহাতে হার্টফেল হইয়া মারা যায়। মস্তিষ্কে জীবাণু-সংক্রমণের ফলে এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

এই আগন্তুক বীজাণু মস্তিষ্কে অথবা যকৃতে কিংবা কখনও কখনও অস্থি-মজ্জায় অথবা অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সম্প্রাপ্তির ভেদানুসারে জ্বরের লক্ষণেরও ভেদ হইয়া থাকে। অন্ত্রমধ্যে সংক্রামিত হইয়া কলেরার মত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়, কখনও বা রক্তাতিসার প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, ইহাতেও মৃত্যু-সম্ভাবনা যথেষ্ট; ইহাকে অ্যালজিড (algid) ম্যালেরিয়া বলে। মজ্জাগত সম্প্রাপ্তি হইতে আমবাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ম্যালেরিয়া-পরীক্ষার উপায়—জ্বর-আরম্ভের দুই-তিন-দিনের মধ্যে মূত্রপরীক্ষা করিলে ম্যালেরিয়া কিনা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ম্যালেরিয়াতে প্রস্রাবে ইউরোবিলিন নামক পদার্থের বৃদ্ধি হয়।

ঔষধ-প্রয়োগ—তরুণ-অবস্থায় হিঙ্গুলেশ্বর, সৌভাগ্যবটী, জ্বর-কেশরী প্রভৃতি ঔষধ; পুরাতন-অবস্থায় পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহর-লৌহ, সুদর্শনচূর্ণ, অভয়ালবণ, জ্বরারি অভ্র, গুড়পিপ্পলী এবং অগ্নেত্র্যক—প্রভৃতি জ্বরে নিম্নোক্ত পাচন বিশেষ উপযোগী—

ক্ষেতপাপড়া, মুথা, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, চিরতা, প্রত্যেকে ।৵১০। জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কালাজ্বর ও তাহার লক্ষণ—স্যাণ্ড ফ্লাই (Sand-fly)-নামক মশক হইতে এক-চতুর্থাংশ ছোট সাদা-রঙের একজাতীয় কীট হইতে

আগন্তুক জীবাণুগুলি রক্তস্রোতে নীত হইয়া প্লীহা, যকৃৎ ও অস্থিমজ্জায় আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক কালাজ্বরের উৎপত্তি ঘটায়। নিম্নভূমি, স্যাঁত্সেঁতে ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান, ডোবা-পুকুরের আশ-পাশ, গৃহপালিত পশুপক্ষীর আবাসস্থান, গোবর-পচা জমি, ভিজামাটি ও শেওলাযুক্ত জমি প্রভৃতি স্থানে এই কীট বাস করে। শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহাদের বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্য-শরীর ম্যালেরিয়ার জীবাণুর পক্ষে যেরূপ উর্ব্বর, কালাজ্বরের জীবাণুর পক্ষে সেরূপ নহে। এইজন্য ম্যালেরিয়া সংক্রামকরূপে দেখা দেয়, কিন্তু কালাজ্বর সেরূপ নহে। মনুষ্য-শরীর কালাজ্বরের জীবাণুকে সহজেই প্রতিরোধ করিতে পারে। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্ বা অন্য কোন রোগের পরে শরীরের রক্তহীনতা ও স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হইলে এই রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

কালাজ্বর সততক-বিষমজ্বরের অন্তর্গত। অহোরাত্রে জ্বর দুইবার ১০৪°, ১০৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া ৯৭°-৯৮° ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। অনেক সময় নাসিকা ও দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব হয়। অনেক সময় কালাজ্বর টাইফয়েডের লক্ষণ লইয়া আরম্ভ হয়। কোন-কোনস্থলে জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া কয়েকদিন পরে আবার আরম্ভ হয়। কখনও বা একেবারে জ্বরবিচ্ছেদ না হইয়াই কালাজ্বরে পরিণত হয়। তবে টাইফয়েডের সহিত কালাজ্বরের কতকগুলি লক্ষণের পার্থক্য থাকে। এই জ্বরে বিকারের ভাব থাকে না, জিহ্বা অত্যন্ত পরিষ্কার থাকে, পেটফাঁপা বা অতিসার থাকে না। কালাজ্বরে দ্রুত প্লীহাবৃদ্ধি হয়। কালাজ্বরের প্লীহা ম্যালেরিয়ার প্লীহা অপেক্ষা আকারে ছোট ও নরম থাকে। কখনও কখনও ম্যালেরিয়ার মত কম্প দিয়া জ্বর হয় ও জ্বরবিচ্ছেদ হয়। ম্যালেরিয়ার মত কুইনাইন-প্রয়োগে এই জ্বর বন্ধ হয় না। ইহাও একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর শরীরে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—শরীর শীর্ণ, মাথার চুল রুক্ষ ও পাত্লা, মুখে কালো-কালো দাগ, শরীরের বর্ণ কালো, শরীরে চুলকানি, গালে বা গলায় ও অন্যান্য স্থানে ক্ষত, ক্ষুধাবৃদ্ধি অথচ পরিপাকশক্তির হ্রাস, পুরাতন-অবস্থায় হাতে-পায়ে শোথ ও প্লীহোদর হইতে জলোদরে পরিণত হয়। রক্তপরীক্ষায় রক্তকণিকার অনুপাতে শ্বেতকণিকার হ্রাস বেশী হয় ও দ্রুত হয়।

ঔষধ-প্রয়োগ—ইহার নূতন-অবস্থায় সৌভাগ্যবটী ও বিষম-জ্বরান্তকচূর্ণ প্রয়োগ করিলে কখনও কখনও ফল পাওয়া যায়। পুরাতন-অবস্থায়

ম্যালেরিয়ার ন্যায় চিকিৎসা। বিশেষ করিয়া প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ থাকিলে তাহার চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়। বর্দ্ধমানাপিপ্পলী একটি বিশেষ ঔষধ। প্লীহাযকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, প্লীহোদর, কালাজ্বর প্রভৃতি ক্ষেত্রে শরপুঙ্খাদিকাথ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রসগতজ্বরের লক্ষণ—জ্বর শরীরস্থ রসধাতু প্রাপ্ত হইলে দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসন্নতা, বমন, অরুচি ও চিত্তের অস্থিরতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর সন্ততজ্বররূপে পরিণত হয়। দোষভেদে ইহার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

রক্তগতজ্বরের লক্ষণ—জ্বর রক্তগত হইলে মুখ হইতে রক্তোদ্গীরণ, দাস্ত, চিত্তের ব্যাকুলতা, বমি, ভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা (ব্রণবিশেষ) ও তৃষ্ণা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর সততজ্বররূপে পরিণত হয়।

মাংসগতজ্বরের লক্ষণ—জ্বর মাংসগত হইলে জঙ্ঘাস্থিত মাংসপিণ্ডে পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, অধিক মল ও মূত্রত্যাগ, শরীরে জ্বরের তাপ-প্রকাশ, অন্তর্দ্দাহ, হস্তপদাদির সঞ্চালন ও গ্লানি; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়; এই জ্বর অন্যেদ্যুষ্কজ্বররূপে পরিণত হয়।

মেদোগতজ্বরের লক্ষণ—জ্বর মেদোগত হইলে অতিশয় মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অধীরতা; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই জ্বর তৃতীয়কজ্বরে পরিণত হয়।

অস্থিগতজ্বরের লক্ষণ—জ্বর অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ পীড়া, কণ্ঠদেশ হইতে অব্যক্ত শব্দের নির্গমন, শ্বাস, বিরেচন, বমন এবং শরীরবিক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর চতুর্থকজ্বররূপে পরিণত হইয়া থাকে।

মজ্জাগতজ্বরের লক্ষণ—জ্বর মজ্জাধাতুগত হইলে অন্ধকারবৎ দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়বিদারণবৎ পীড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর চতুর্থকজ্বররূপে পরিণত হয়।

শুক্রগতজ্বরের লক্ষণ—জ্বর শুক্রধাতুপ্রাপ্ত হইলে লিঙ্গের স্তব্ধতা ও সর্ব্বদা শুক্রনিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হয়।

রাত্রিজ্বরের লক্ষণ—বিষমজ্বরাক্রান্ত রোগীর বায়ু ও কফ

সমভাবে থাকিলে এবং পিত্ত ক্ষীণ হইলে রাত্রিতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে রাত্রিজ্বর কহে।

দুর্জ্জলজনিতজ্বরের লক্ষণ—দূষিত-জলপান বা দূষিত জলীয় ভূমিতে বাসহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে রোগীর জ্বরারম্ভে শীত, কম্প ও জ্বরবিরামকালে সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম লক্ষিত হয় এবং জ্বরকালে পিপাসা, অজ্ঞানতা, বমন বা বমনবেগ, মস্তকে বা পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, জ্বরের প্রবল তাপ, প্রস্রাবের অল্পতা বা রক্তিমা প্রকাশ পায়; এই জ্বর বিরত হইয়াও পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে এবং ৭ দিন, ১০ দিন, ১৫ দিন বা ১ মাস পরে বা অনিয়মিত-রূপে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহাকে দুর্জ্জলজনিতজ্বর কহে। এই জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে প্লীহা, যকৃৎ, উদরাময়, রক্তাতিসার, শোথ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং সন্তত, সতত, তৃতীয়ক ও চতুর্থক প্রভৃতি জ্বরে পরিণত হইয়া থাকে।

বাতবলাসকজ্বরের লক্ষণ—যে জ্বর প্রত্যহ অল্পবেগ-সহকারে প্রকাশিত হয় এবং দেহের রুক্ষতা ও স্তব্ধতা, মনের অবসন্নতা (স্ফূর্ত্তিহীনতা) এবং হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতবলাসকজ্বর কহে, এই জ্বরে শ্লেষ্মার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

প্রলেপকজ্বরের লক্ষণ—যে জ্বরে রোগীর দেহে ঘর্ম্ম ও গুরুতার উপলব্ধি হয় এবং জ্বরবেগ অল্প অনুভূত হয়, অথচ জ্বরকালে শীত বিদ্যমান থাকে, তাহাকে প্রলেপকজ্বর কহে। আমাশয় ও সন্ধিসমূহস্থিত দোষ প্রকুপিত হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বরজ্বরের লক্ষণ—যে জ্বরে শরীরের অর্দ্ধাংশ পিত্ত দ্বারা উষ্ণ এবং অর্দ্ধাংশ শ্লেষ্মা দ্বারা শীতল থাকে, তাহাকে অর্দ্ধনাড়ীশ্বর-জ্বর কহে।

জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ

যে জ্বরে রোগী সবল থাকে ও দোষের অল্পতা দৃষ্ট হয় এবং কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হয় না, সেই জ্বর সাধ্য।

যে জ্বরে শরীরে অধিক সন্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু পিপাসা, অন্তর্দ্দাহ, সন্ধি ও অস্থি প্রভৃতি স্থানের বেদনা ও শ্বাসের অল্পতা লক্ষিত হয়, তাহাকে বহির্বেগ জ্বর কহে। এই জ্বর সুখসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর অন্তর্দ্দাহ, প্রবল পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, অস্থি ও সন্ধি-স্থানে বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং বাতাদি দোষের সঞ্চয় ও মনের গ্লানি লক্ষিত হয়, তাহাকে অন্তর্দ্দাহ জ্বর কহে। এই জ্বর কষ্টসাধ্য।

যে জ্বরে রোগী ক্ষীণ ও শোথে পীড়িত হয়, সেই জ্বর অসাধ্য। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যে জ্বর রোগীকে কষ্ট প্রদান করে এবং জ্বরের বেগবশতঃ রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীঁথিপাড়ার ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই জ্বরকে কেশ-সীমান্তকৃৎ জ্বর কহে। এই জ্বর অসাধ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত সততাদি জ্বরসমূহের মধ্যে জ্বরারম্ভকালে রোগীর শীতানুভব হইলে এবং জ্বরবিরামকালে দাহ উপস্থিত হইলে জ্বরারম্ভকালে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ জানিবে এবং অন্তে পিত্তের প্রকোপ জানিবে ; এই প্রকার ত্রিদোষ-জনিত জ্বর সাধ্য। রোগীর জ্বরারম্ভকালে দাহ অর্থাৎ পিত্তের প্রকোপ এবং জ্বরবিরামকালে শীত অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে সেই জ্বর কষ্টসাধ্য।

বর্ষাকালে বাতিক, শরৎকালে পৈত্তিক ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিকজ্বরকে প্রাকৃতিক জ্বর কহে এবং ঋতুর বিপর্য্যয় অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি জ্বর হইলে তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে, তাহা দুঃসাধ্য এবং বর্ষাকালে উৎপন্ন প্রাকৃত বাতজ্বরও দুঃসাধ্য।

বিষমজ্বরে দোষ-নিরূপণ

বিষমজ্বরে বাতাদি দোষসমূহ তরুণ জ্বরের ন্যায় প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় না এবং তজ্জন্য ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণসমূহও প্রকাশ পায় না। বিবিধ অহিতা-চরণাদি দ্বারা বিষমজ্বরে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি পাইলে বাতাদির প্রকোপরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় ; কিন্তু বিষমজ্বরে সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রবসমূহ প্রবলভাবে প্রকাশিত হইলে ঐ জ্বর রোগীর প্রাণনাশক হয়। বিষমজ্বরে বাতাদি দোষ ও লক্ষণ ঈষৎ ব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইলেও বিষমজ্বর প্রায়শঃ ত্রিদোষ-জনিত, ইহা অনেকে অনেক সময় স্থির করিতে পারেন না ; তজ্জন্য চিকিৎসাবিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করেন। চিকিৎসক জ্বরারম্ভকালীন লক্ষণ দ্বারা বাতাদি দোষের প্রবলতা অবগত হইবেন ; অর্থাৎ চতুর্থকজ্বরে জ্বরারম্ভকালে মস্তকে বেদনা হইলে বায়ুর প্রাধান্য, জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা হইলে কফের প্রবলতা এবং কটিদেশে বেদনা হইলে পিত্তের প্রধানতা ও তৃতীয়কজ্বরে জ্বরারম্ভকালে ত্রিকস্থানে বেদনা হইলে কফপিত্ত এই দ্বিদোষের প্রধানতা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইলে

বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা বুঝিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য জ্বরে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা জন্মাইয়া জ্বর উৎপাদন করে ও বায়ুর প্রাধান্য থাকিলে মস্তকে বেদনা-প্রকাশানন্তর জ্বর হয়; এইসকল বিষমজ্বরে একদোষের প্রকোপ ও দ্বিদোষের প্রকোপ যেরূপ দৃষ্ট হয়, ত্রিদোষের প্রকোপও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা—জ্বরের পূর্ব্বে বাতশ্লেষ্মা দ্বারা দেহের শীতলতা এবং শীতানুভব ও অন্তে পিত্ত দ্বারা দাহ অথবা জ্বরারম্ভকালে পিত্ত দ্বারা দাহ ও জ্বরনিবৃত্তিকালে বাতশ্লেষ্মা দ্বারা শীত প্রকাশ পাইলে জ্বরে বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার একত্র প্রকোপ বুঝিতে হইবে। অতএব বিষমজ্বরে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ও রসাদি ধাতুশমতাকারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের চিকিৎসা করিবে, দিনে ও রাত্রে জ্বরের আরম্ভকাল দ্বারাও বাতাদি দোষের প্রবলতা অনেক স্থানে অবধারিত হয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও রাত্রির প্রথমাংশে সততকজ্বরের বেগ প্রকাশ পাইলে কফোল্বন এবং সায়াহ্নে ও রাত্রিশেষে প্রকাশ পাইলে বাতোল্বন-সততকজ্বর বুঝিতে হইবে। রসাদিধাতুগত জ্বরই সন্ততক প্রভৃতি বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়। যথা—রসধাতুগতজ্বর সন্ততজ্বরে, রক্তধাতুগতজ্বর সততকজ্বরে, মেদোধাতুগতজ্বর তৃতীয়কজ্বরে ও মাংসগতজ্বর অন্যেদ্যুষ্কজ্বরে ইত্যাদি। ধাতুগতজ্বরের পৃথক্ লক্ষণসকল বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাভেদে অবগত হইবে; অর্থাৎ রসধাতুগত সন্ততজ্বরে কফের প্রবলতা-বশতঃ দেহের গুরুতা ও অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতাবশতঃ বমন ইত্যাদি নিয়মে রক্তধাতুগত সততকজ্বরেও বাতাদি দোষের প্রবলতা লক্ষণভেদে দৃষ্ট হয়। জ্বরে রসের আমতা ও নিরামতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসাবিধি

একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) নবজ্বরের চিকিৎসা হইতে বিষম ও জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা কঠিন, কারণ বাতাদি দোষ পৃথক্ বা মিলিতভাবে রসানুগামী হইয়া ঐসমস্ত জ্বর উৎপাদন করে। রসের লঘুতা ও বাতাদি দোষের পরিপাক হইলেই জ্বর নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সন্তত ও সততক প্রভৃতি বিষমজ্বরে ঈষৎ কুপিত বাতাদি দোষ রস ও রক্তাদি ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং শরীরস্থ রসরক্তাদির ক্ষয়বশতঃ জীর্ণ-জ্বরে পরিণত হয়, সুতরাং এস্থলে দোষ ও দূষ্য এই উভয়েরই প্রতীকার

করা কর্ত্তব্য। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বরসমূহ কতদিনে বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব, যেহেতু বাতাদির হ্রাসবৃদ্ধি-অনুসারে জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি, নিরামতা ও পক্কতা দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বাতজ্বর ৭ দিনে, কাহারও বা ১৪ দিনে, পিত্তজ্বর ১০ দিনে, শরীরবিশেষে ২০ দিনে নিবৃত্ত হয়, দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ্বরে দোষের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা শরীরের অবস্থানুসারে আরও অনেকদিন পরে লক্ষিত হয়, অতএব "মুক্তানুবন্ধিত্বং বিষমত্বম্" এবং "জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ" এই দুইটি বাক্যের অর্থ দ্বারা বিষমজ্বরের দিন নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব। সাধারণতঃ ১৩ দিনের মধ্যে দোষের পরিপাক হয় ও প্রবলবেগ হ্রাস পায়। বাতাদি দোষসমূহের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা হইলেও পুনরায় অহিতাচরণ দ্বারা অথবা প্রথম হইতে কতকগুলি জ্বর শরীরের অবস্থানুসারে বিষমজ্বরে পরিণত হয়; বিষমজ্বর উৎপন্ন হইলে শরীরস্থ রস ও রক্তাদিধাতুর বিকৃতি হয় এবং রস ও রক্তাদির বিকৃতি বা অল্পতাবশতঃ ভিন্ন-ভিন্ন রোগ (যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইয়া শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে, তখন ঐ জ্বর জীর্ণজ্বররূপে পরিণত হয়। নবজ্বরের ত্রিসপ্তাহ পরে এই-রূপ জীর্ণজ্বর প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। বাতাদি দোষের অল্পতা-প্রযুক্ত অনেকস্থানে জ্বর মৃদুভাবে শরীরে প্রকাশ পাইয়া অহিতাচরণ দ্বারা বা উপযুক্ত ঔষধ-সেবনের অভাবে বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, এমতাবস্থায় বাতাদিদোষের যথাসম্ভব পরিপাক অবগত হইয়া চিকিৎসক রোগীকে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া বিষমজ্বরের উপযুক্ত ঔষধাদি সেবন করিতে দিবেন; সাধারণতঃ রোগীর অন্নাহার সহ্য হইলে অনেক স্থানে জ্বরের পুরাণত্ব অবগত হওয়া যায়, যেহেতু পুরাতনজ্বরে অন্নাহার দ্বারা জ্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রায়শঃ লক্ষিত হয় না, অনেক স্থানে পুরাতনজ্বরে অন্নাহার প্রদান না করায় রোগীর রস ও রক্তাদি ক্ষয় পাইয়া বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে থাকে। বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বরে রোগীর দোষের আমতা ও নিরামতা, রসের আমতা ও নিরামতা, জ্বরের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবে; সন্ততজ্বরকে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণের মধ্যে অনেকে বিষমজ্বরের মধ্যে নির্ব্বাচন করেন না, কারণ উহার মুক্তানুবন্ধিত্ব লক্ষণ নাই, উহার চিকিৎসাও অনেকাংশে মধ্যজ্বরের চিকিৎসার অনুরূপ, এই জ্বর দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান করিলে শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে এবং প্লীহা বা যকৃৎ

বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; কাহারও বা উদরাময়, শোথ, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়, অনন্তর কাহারও আমসংযুক্ত মল ও রক্তের নির্গম, গাত্রে স্থানে-স্থানে পীড়কা, জিহ্বায় ও দন্তের মূলে ক্ষত এবং সেইসকল ক্ষতস্থান ও নাসিকা হইতে রক্তনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, হস্ত ও পদ প্রভৃতি শুষ্ক হইতে থাকে, দেখিতে নরকঙ্কালবৎ প্রতীয়মান হয়, সততকজ্বরও ঐরূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণসমস্ত প্রকাশ করে এবং অনেকে উহাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, এইরূপ সমস্ত বিষমজ্বরেই জ্বরের দীর্ঘকালভোগ, উত্তাপের বৃদ্ধি, উদরাময়, শোথ, কাস, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি, মন্দাগ্নি, অরুচি ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণই রোগীর প্রায়শঃ জীবননাশক বুঝিতে হইবে। জ্বরের দীর্ঘসূত্রতা শ্লেষ্মার কারণ, উত্তাপের বৃদ্ধি পিত্তের কারণ, বিষমজ্বরে দোষ ও দূষ্য উভয়েরই প্রকোপ হওয়ায় বাতাদির শমতাকারক এবং রস ও রক্তাদি ধাতুর সংশোধনার্থ বটিকা, ক্বাথ ও চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ; সাধারণতঃ অন্যেদ্যুষ্ক বিষমজ্বরে দীর্ঘকাল ভোগ ও তাপের বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে পিত্তশ্লেষ্মনিবর্ত্তক ও রসসংশোধক জয়াবটী ও মৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি রুক্ষ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য ; এইরূপ অনেক স্থানে সামজ্বরের ও অনেক স্থানে নিরামজ্বরের ও মধ্যজ্বরের ঔষধ রোগীকে সেবন করান উচিত, কিন্তু রোগীর শরীর কৃশ হইলে ও জ্বর দীর্ঘকালব্যাপী হইলে শ্লেষ্মাদির প্রবলতা বিবেচনা করিয়া ধাতুশমতাকারক, শ্লেষ্মাদিনিবর্ত্তক যথাসম্ভব রুক্ষ ঔষধ অর্থাৎ সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ও সৌভাগ্যবটী প্রভৃতি সেবন করান বিধেয়। সন্তত, সততক, তৃতীয়ক ও অন্যেদ্যুষ্ক প্রভৃতি জ্বর হ্রাস পাইলে যদ্যপি শরীরের বল ও বর্ণ যথারীতি পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই জ্বরনিবৃত্তি হইয়াছে জানিবে, আর যদ্যপি জ্বর সমভাবে থাকে বা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই রোগীর অমঙ্গল সম্ভাবনা, যেহেতু ঐ অবস্থায় শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়, অতএব এইসকল বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ আবশ্যক, চিকিৎসার সুবিধার্থ বিষমজ্বরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—প্রথমাবস্থায় জ্বরের প্রবলবেগ ও তৎসঙ্গে শরীরের ও ধাত্বাদির কৃশতা, কাস, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতির সামান্য বৃদ্ধি বা অভাব ইত্যাদি। দ্বিতীয়াবস্থা বা বিবিধ উপসর্গ-সমন্বিত জ্বরের

দীর্ঘসূত্রতা, শরীর ও ধাত্বাদির কৃশতা, উদরাময়, কাস, শোথ ও প্লীহা প্রভৃতির বৃদ্ধি। তৃতীয়াবস্থায় জ্বরের পর্য্যায়ক্রমে বা অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি, সময়-সময় হ্রাস, প্লীহাদির অল্পতা বা মধ্যাবস্থা বা অভাব। বিষমজ্বরের চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ঐ ত্রিবিধ অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখা উচিত; প্রথমতঃ জ্বরের তাপ নিরীক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রথমাবস্থা—জ্বরের প্রবলবেগ দৃষ্ট হইলে এবং শরীর ও ধাত্বাদির নাতিকৃশতা দর্শন করিয়া সামজ্বরের মৃত্যুঞ্জয়রস, জয়াবটী ও অন্যান্য ঔষধ এবং নিরামজ্বরের জ্বরারি অভ্র, জ্বরাশনিরস, পঞ্চভদ্রকাথ প্রভৃতি ঔষধ রোগের লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা বিধেয়; কিন্তু বিষমজ্বরে রোগীর আমরসের অপক্কতা ও বাতাদি দোষের প্রবলতাবশতঃ স্বীয় লক্ষণ দেখিতে পাইলে সামজ্বরের নিয়মানুসারে রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান করিয়া সামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদি প্রদান করিবে; কিন্তু কাথ সেবন করাইবে না, বিশেষতঃ এই অবস্থায় শীঘ্রই জ্বর নষ্ট করিবার মানসে বিষপ্রধান বা অধিক বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাইবে না। যেহেতু বিষমজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় তীব্র-ঔষধাদি-প্রয়োগে ধাত্বাদির বিকৃতি হয়। প্রথমাবস্থায় জ্বরের প্রবলবেগ থাকিলে রসের পরিপক্কতা লক্ষ্য করিয়া নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হইলে প্লীহা ও যকৃতের অবস্থান এবং দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া বিবিধ ঔষধ এবং প্রলেপাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কাস বা উদরাময় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তত্তৎরোগ-নিবারক (উপদ্রব-চিকিৎসার) ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয়াবস্থা—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকস্থলে প্রায়শঃ দুর্জ্জলজ্বর এই অবস্থায় পরিণত হয়। রস ও রক্তাদি ধাতুসমূহের ক্ষয় অথবা বাতাদি দোষের প্রকোপবশতঃ শরীরের কৃশতা ও তৎসঙ্গে জ্বরের দীর্ঘকাল-স্থায়িত্ব বা নিরন্তর বেগ, উদরাময়, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি, শোথ ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিবর্দ্ধক অর্থাৎ উদরাময়নাশক ঔষধের প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য, যেহেতু উদরাময়ের নিবৃত্তি হইলে অগ্নিবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই অবস্থায় উদরাময়নাশক অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা রসপর্পটী, লৌহপর্পটী ও স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি পর্পটীজাতীয় ঔষধেই অধিক উপকার হয়, বিশেষতঃ রোগীর হস্তপদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট না হইলে কেবল উদরাময়, জ্বর, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে পর্পটীসেবীকে ব্যঞ্জনসহ সহ্যমত অন্নপথ্য প্রদান করিবে।

উদরাময় এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ অথবা সর্ব্বাঙ্গে শোথ বিদ্যমান থাকিলে লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধান্ন-পথ্য প্রদানপূর্ব্বক পর্পটী প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়, কিন্তু রোগী লবণ ও জল পরিত্যাগ করিতে একেবারে অক্ষম হইলে লবণ ও জল বন্ধ না করিয়া দুগ্ধান্ন প্রদানপূর্ব্বক পর্পটী প্রয়োগ করিবে। কেবলমাত্র উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে দুগ্ধান্ন সেবন করাইবার বিশেষ আবশ্যকতা হয় না। বাতবলাসক বা অন্যান্য জ্বরে রোগীর হস্তপদাদিতে অল্পশোথ দৃষ্ট হইলে শোথনাশক ঔষধ প্রদান করিবে। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু যকৃৎ ও প্লীহার স্থানে বেদনা ও তজ্জন্য জ্বর মৃদুভাবে দীর্ঘকাল অথবা নিয়তবেগসহকারে প্রকাশ পাইলে প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিবে। রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় কখনও তীক্ষ্ণ-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া প্লীহা বা যকৃতের হ্রাস করিতে চেষ্টিত হইবে না। তীক্ষ্ণ বা ক্ষারপ্রধান অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ও প্লীহারোগে নির্দ্দিষ্ট প্রলেপ প্লীহা বা যকৃতের উপর প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্লীহা ও যকৃৎনাশক মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বর্দ্ধমানাপিপ্পলী উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহার ব্যবহারে হস্তপদাদিস্থানগত সামান্য শোথও নিবৃত্ত হয়। বিষমজ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধির সহিত হস্তপদাদিতে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে মাণমণ্ড-পথ্য প্রদান করিবে; জ্বরের ঔষধ প্রত্যেক অবস্থায় বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করিবে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধির জন্য জ্বর হইলে তন্নিবারণার্থ রোগীকে বিষমজ্বরে বা নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট কাথ এবং বটিকা ও চূর্ণ ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করাইবে। উদরাময় বা প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি প্রশমিত হইলে জ্বর অনেকস্থলে স্বয়ং মন্দীভূত হয় বটে, তথাপি উভয়বিধ ঔষধই প্রযোজ্য; প্লীহা ও যকৃৎ-রোগের চিকিৎসাকালে উপদ্রব-নিবারণার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ ব্যবহার করা উচিত এবং যে-কোন অবস্থায় শরীর পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হইলে নবায়সচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করাইবে। উদরাময় বা যকৃৎ ও প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধি ব্যতীত জ্বর ধাতুগত হওয়ায় শরীরের ক্রমশঃ শীর্ণতা, জ্বরের সর্ব্বদা অবস্থান, প্লীহা বা যকৃতের সামান্য বৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতির লক্ষণ অল্প প্রকাশ পাইলে জ্বরের লক্ষণানুসারে নির্দ্দিষ্ট ঔষধসকল রোগীকে সেবন করাইবে। বাতাদি দোষের প্রতি লক্ষ্য করাও বিশেষ কর্ত্তব্য, অর্থাৎ শ্লেষ্মার

আধিক্যবশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইয়া রোগীর শরীরে সর্ব্বদা জ্বরের অবস্থিতি ও ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ হইলে সেই অবস্থায় ধাতুশমতাকারক বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, জ্বরমাতঙ্গকেশরী ও জ্বরারি অভ্র প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রদান করিবে এবং অগ্নি ও বলবর্দ্ধক পথ্য (মাংসযূষ, মুদ্গযূষ প্রভৃতি) প্রদান করা কর্ত্তব্য। শারীরিক বলের বৃদ্ধি না হইলে এইসকল অবস্থায় যতই ঔষধ প্রদান করা যায়, কিছুতেই জ্বরের লাঘব হয় না এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেসকল অবস্থায় অন্যান্য রোগ জ্বরের সঙ্গে প্রধানরূপে লক্ষিত হয়, সেইসকল স্থানে তত্তৎরোগনিবর্ত্তক জ্বরের ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিষম বা জীর্ণজ্বরে বিশেষ কারণ ব্যতীত রোগীর অন্নাহার বন্ধ করিবে না; অবস্থানুসারে অগত্যা একবেলা অন্নাহার প্রদান করিবে, রাত্রে মণ্ড বা যূষ ভক্ষণ করিতে দিবে। জ্বর অনেক রোগের সঙ্গেই প্রকাশ পায়, এরূপ স্থলে তত্তৎরোগনাশক অথচ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অবস্থা—বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে প্রায়শঃ এই অবস্থা দৃষ্ট হয়; যাহা হউক জ্বরের লক্ষণ দ্বারা বাতাদি দোষের প্রবলতা নিরূপিত করিয়া তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। এই তৃতীয় অবস্থায় জীর্ণজ্বর ৭।৮ মাস অথবা ১।২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়, ঐ অবস্থায় স্নান, আহার—সমস্তই সহ্য হয়; কেবলমাত্র জ্বরের ভোগকালে দুই-চারিদিন স্নান, আহার বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য, এইসমস্ত জ্বর অনেকস্থানে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ও ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধভিন্নও নিবৃত্ত হয়। যেসমস্ত জ্বর এইরূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনিয়মিত-ভাবে অর্থাৎ মাসে দুই-তিনদিন বা মাসের মধ্যে একদিন উপস্থিত হয়, সেইসমস্ত জ্বর দীর্ঘকাল পরে বিবিধরোগ উৎপাদন করে এবং ঋতুবিশেষে প্রবলবেগে প্রকাশিত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে। অতএব এইসব জ্বরকে কোনও রূপে উপেক্ষা করা উচিত নহে, ঐ অবস্থায় বিবিধ উষ্ণবীর্য্য বটিকা ও ক্বাথ-সেবন বা অন্যান্য ক্রিয়া দ্বারা রোগীর রুক্ষতার উপলব্ধি হইলে কফের ক্ষীণতা বুঝিতে পারিবে; তখন দশমূলষট্পলকঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে। রোগীর অন্নাহার যথারীতি সহ্য হইলে এবং অগ্নিবল প্রবল থাকিলেই ঘৃতসেবন ব্যবস্থেয়, বিষমজ্বরে কফের আধিক্য এবং অগ্নির হীনতা দেখিতে পাইলে ঘৃতসেবন করাইবে না।

ঘৃতপানকালে রোগীর অগ্নিবল-সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; অগ্নির হীনতা, উদরাধ্মান ও অম্লোদ্গার ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে জ্বরে ঘৃতসেবন করান নিতান্ত গর্হিত। ঘৃতসেবনের কিছুদিন পরে বাতপিত্তপ্রধান অবস্থায় বিবিধ দ্রব্যে সাধিত দুগ্ধ রোগীকে পান করাইবে। বাতপিত্তপ্রধান জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মার ক্ষীণতা ও রক্তাদি ধাতুর হীনতা দৃষ্ট হইলে বিবেচনা-পূর্ব্বক রোগীকে বিবিধ দ্রব্যসংযোগে পক্বদুগ্ধ সেবন করাইবে। বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ ও রক্তাদির হীনতা-প্রযুক্ত জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল ও শোথ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থ রোগীকে পঞ্চমূলাদি দ্রব্যে সাধিত দুগ্ধ সেবন করান কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ঐসকল অবস্থায় নবায়সচূর্ণ প্রভৃতি অল্পমাত্রায় রোগীকে সেবন করাইবে, জীর্ণজ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে বা উহাতে বেদনা থাকিলে পক্বদুগ্ধ সেবন করাইবে না। জ্বরের তরুণাবস্থায় অথবা শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এই দুগ্ধ বিষবৎ জানিবে। ঘৃতসেবন করাইবার কিছুদিন পরে দুগ্ধসেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বরের এইরূপ তৃতীয়াবস্থায় সর্ব্ব-জ্বরহরলৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ঘৃতসেবন ও পঞ্চমূলাদি-দ্রব্য-সাধিত দুগ্ধপান দ্বারা জীর্ণজ্বর দূরীভূত না হইলে রোগীকে বমনযোগোক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বমন দ্বারা ঊর্দ্ধগত দোষের নিবৃত্তি করিবে এবং বিরেচনযোগোক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বিরেচন দ্বারা অধোগত দোষ নিঃসারণ করাইবে। এই বমন ও বিরেচনকারক ঔষধের প্রয়োগকালে রোগীর শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোগী কৃশ হইলে বমন ও বিরেচনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; ঐ অবস্থায় বিরেচনের আবশ্যকতা হইলে উষ্ণদুগ্ধ পান করাইয়া রোগীর উদরস্থ মল নিঃসারণ করাইবে এবং ঊর্দ্ধগত দোষ অর্থাৎ শিরঃশূল, অরুচি, মাথার ভার ও ইন্দ্রিয়াদির জড়তা লক্ষিত হইলে মৃদুগুণবিশিষ্ট নস্য প্রয়োগ করিবে, ঐ নস্যের প্রয়োগে নাসিকা হইতে সর্দ্দি নির্গত হইলে ঊর্দ্ধগত দোষ অনেকাংশে নিবৃত্ত ও জ্বর নষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস ও স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস অত্যন্ত উপকারী, দশমূলষট্পলকঘৃত প্রভৃতির সেবন, পঞ্চমূলাদিক্ষীরপান, বমন, বিরেচন ও নস্যপ্রয়োগ প্রভৃতির প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না, রসচিকিৎসোক্ত জ্বরাশনিরস, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎচিন্তামণি প্রভৃতি বীর্য্যবান্ ঔষধের প্রয়োগে ঐসমস্ত দোষ প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিবেচনা-

পূর্ব্বক রেচক অথচ উর্দ্ধশ্লেষ্মনাশক অনুপান-সহকারে ঔষধ সেবন করাইলে শরীরস্থ রসাদি ধাতুর সমতা হয় এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীর্ণজ্বরে বায়ু অথবা বায়ুপিত্তের প্রবলতাবশতঃ জ্বর অতিমৃদুভাবে রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয়পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে জ্বরনাশক কিরাতাদিতৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করাইবে; কিন্তু রোগীর শরীর শ্লেষ্মপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান হইলেও অনেকস্থানে ঐসমস্ত তৈলের প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে শিরোরোগ-চিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ তপ্তরাজতৈল, কনকতৈল, মহাদশমূলতৈল ও রুদ্রতৈল প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মা বা বাতশ্লেষ্মার প্রাবল্যাবস্থায় ব্যবস্থা করিবে এবং শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও মহারাজবটী প্রভৃতি বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ঐসমস্ত ঔষধে অল্প জ্বর ও গাত্রবেদনা, মাথার ভার, সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ শীঘ্রই নিবৃত্ত হয়। জ্বররোগে রোগীর সমস্ত শরীরে অঙ্গারক প্রভৃতি তৈল উপযুক্তরূপে পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করাইবে এবং তৈল শরীরে শোষিত হইলে রোগীকে স্নান করাইবে। রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্মপ্রধান হইলে কনকতৈল, রুদ্রতৈল প্রভৃতি মালিস করাইয়া ঈষদুষ্ণজলে রোগীকে স্নান করাইবে, শরীর বাতপিত্তপ্রধান হইলে কিরাতাদি প্রভৃতি তৈল গাত্রে মর্দ্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণজলে স্নান করাইবে, ঈষদুষ্ণজলে স্নান অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা করিবে। শীতলজলে স্নান সহ্য হইলে তাহাও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ফলতঃ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তৈলমর্দ্দন বহির্মার্গগত অর্থাৎ ত্বগাদি-স্থিত জ্বরেই সমধিক উপকারী, কিন্তু যেসমস্ত জ্বর নাড়ীতে প্রবল বা মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, অথচ গাত্রে জ্বরজনিত উত্তাপ অনুভূত হয় না, সেইসমস্ত জ্বরে তৈলমর্দ্দন প্রশস্ত নহে।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ঔষধ

কলাবটী—অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক ও তৃতীয়ক-বিপর্য্যয়জ্বরে আমরস বিদ্যমান থাকিলে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বর প্রবলবেগ-সহকারে প্রকাশিত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে।

পর্য্যায়ক্রমে ঐসমস্ত জ্বরে ঔষধসেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। প্রথমদিন প্রাতঃকালে একটি বটী আদার রস ও মধু-সংযোগে সেবন করাইবে, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে পিপুল-চূর্ণ ও মধু-সংযোগে সেবন বিধেয়; দ্বিতীয়দিন প্রাতে ঐরূপ অনুপানে দুইটি বটী একত্র সেবন করাইবে, তৃতীয়দিনে তিনটি বটী একত্র সেবন করাইবে, এইরূপে এক-একটি বটিকা ৭ দিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া সেবন করান কর্ত্তব্য। সাতদিনের মধ্যে ঐসমস্ত জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম বন্ধ হইলে যেদিনে জ্বরের নিয়ম বন্ধ হইবে, সেইদিন হইতে পুনর্ব্বার এক-একটি বটী হ্রাস করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে, সাতদিনের মধ্যে দোষের প্রবলতাবশতঃ ঐসমস্ত জ্বর বন্ধ না হইলে আটদিন হইতে পুনর্ব্বার একটি বটী হ্রাস করিয়া অর্থাৎ সাতটি বটী একত্র করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট অনুপানে রোগীকে সেবন করাইবে এবং ৯ম ও ১০ম প্রভৃতি দিনে প্রত্যহ এক-একটি বটী হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করিবে। একবার ঐ নিয়মে ঔষধ-সেবনে জ্বর নিবৃত্ত না হইলে দুই-তিনবার সেবনে ঐসমস্ত জ্বরের পর্য্যায় বন্ধ হয়।

কণাবটী। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, গোদন্ত-হরিতাল ২ তোলা ও পিপ্পলী ২ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর নিম্বপত্ররসে ২১ বার ভাবনা দিবে; বটী সরিষা-প্রমাণ।

জ্বরাশনিরস—বাতাশ্রিত, পিত্তাশ্রিত, বাতপিত্তাশ্রিত, পিত্ত-শ্লেষ্মাশ্রিত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয় ও চতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; ঐসমস্ত জ্বরে প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যায়। পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎরোগে অথবা পিত্তাশ্রিত বা বাতাশ্রিত পুরাতন কাসে অল্পজ্বর থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বিষমজ্বর ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবে জ্বালা ও সামান্য শুক্রক্ষরণ অর্থাৎ প্রমেহ-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। রোগীর উদরাময় থাকিলে এই ঔষধে তাম্রভস্মের পরিবর্ত্তে রৌপ্যভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু, শ্লেষ্মা তরলাবস্থায় নির্গত হইলে অথবা প্লীহা ও যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু।

জ্বরাশনিরস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সৈন্ধব ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা; লৌহ ৫ তোলা ও অভ্র ৫ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন-

পূর্ব্বক নিসিন্দাপত্রের রসসহ লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে; পশ্চাৎ মরিচচূর্ণ ১ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। বটী ১ রতি।

চন্দনাদিলৌহ—বাতপিত্তাশ্রিত বা পিত্তাশ্রিত জীর্ণজ্বর মৃদুবেগে প্রকাশ পাইলে এবং অল্পকালস্থায়ী হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী; যে-সকল রোগীর প্রত্যহ বা ৮।১০ দিন অন্তর অথবা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা-উপলক্ষে ২।৩ দিন অল্প-অল্প জ্বর হয় এবং শরীরে রক্তের অভাব, জ্বরকালে দাহ ও পিপাসা লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে জ্বরের নিরামাবস্থায় প্রত্যহ একটি বটী সেবন করিতে দিবে, জ্বরের সঙ্গে যাহাদের প্রমেহের লক্ষণ অর্থাৎ প্রস্রাবে জ্বালা, প্রস্রাব হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক; জ্বরের বেগ অধিক হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎ জ্বরের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

চন্দনাদিলৌহ। রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, উৎপল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইবে, লৌহ সর্ব্বসমষ্টির সমান, জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—সর্ব্ববিধ বিষমজ্বরে জ্বরের প্রবল বা মৃদুবেগ এই উভয় অবস্থায় রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্ম বা শ্লেষ্মপ্রধান থাকিলে এবং সন্তত-জ্বরে রোগীর মুখে ঘা ও দন্তনালীর বিশীর্ণতা, নাসিকা হইতে জলস্রাব (সর্দ্দি) ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাইলে রোগীকে সাম বা নিরামাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের দিবা ও রাত্রি ব্যাপিয়া জ্বর প্রকাশ পায় (সন্তত প্রভৃতি জ্বর) তাহাদিগের ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক বা চতুর্থকজ্বরে অথবা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা-উপলক্ষে প্রত্যহ বা ২।১ দিন অন্তর যাহাদের জ্বর হয়, তাহাদের কাস অগ্নিমান্দ্য, মাথায় সামান্য বেদনা ও ভারবোধ, সর্দ্দি ও মুখে দুর্গন্ধ ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে ইহা সেবন করিতে দিবে; জীর্ণজ্বরেও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বরব্যতীত ঊর্দ্ধজত্রুগত যাবতীয় রোগে, আমবাতে, চক্ষুরোগে অর্থাৎ চক্ষু হইতে পিচুটি ও জলপড়া এবং তজ্জন্য চক্ষুর দৃষ্টিহানি, কানপাকা, মাথায় ভার, দন্তমূলের স্ফীতি ইত্যাদি রোগেও এই ঔষধ অমৃতবৎ কার্য্যকারী। অনুপান—

নিসিন্দাপাতার রস ও মধু অথবা নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস ও মধু কিংবা পানের রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কুড়, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, গজপিপুল, জয়িত্রী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুস্তূরবীজ জয়পালবীজ, (মতান্তরে কৃষ্ণধুস্তূরবীজ), কট্ফল, চিতামূল, চই ও বচ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর বিল্বমূলছাল, আকন্দমূল, রক্তচিতামূল, দন্তীমূল, সজিনাছাল, বামনহাটি, বাসকপাতা নিসিন্দাপাতা, গণিয়ারী ধুস্তূরমূল, কৃষ্ণজীরার ক্বাথ, পালিধামাদারপাতা, পিপুলমূল, কণ্টিকারীমূল ও আদা; এইসকল দ্রব্যে সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। রোগীর উদরাময় থাকিলে জয়পালবীজের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণধুস্তূরবীজ প্রদান করিবে। বটী ২ রতি।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ—বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্ম-প্রধান বিষমজ্বরে ও জীর্ণজ্বরে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে নিরামাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরে উদরাময় অর্থাৎ আম বা আমরক্ত-সংযুক্ত মলনির্গম অথবা গ্রহণী, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সন্তত, সতত, তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে ও অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে অথবা ৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর অল্পজ্বর হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত জ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি ও শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পুরাতনজ্বরে প্রস্রাবকালে জ্বালা অথবা চূণ কিংবা খড়িগোলার ন্যায় প্রস্রাবের নিম্নে সঞ্চিত হইলে বা প্রস্রাবকালে কষ্টবোধ হইলে এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়; উদরাময় প্রবল থাকিলে তাম্রস্থানে রৌপ্যভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উদরাময় থাকিলে জীরাচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্লীহাবৃদ্ধির অবস্থায় পিপ্পলীচূর্ণ, হিং ও সৈন্ধব-লবণ বা মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া তাহার রস ও মধু, প্রমেহ-দোষে পানের রস ও মধু।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও শোধিত গন্ধক উভয়ে সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহা দ্বারা পর্পটী পাক করিয়া ঐ পর্পটী ২ তোলা, স্বর্ণ ।০ আনা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, বঙ্গ ॥০ অর্দ্ধতোলা, প্রবাল ॥০ অর্দ্ধতোলা, গেরিমাটী অর্দ্ধ-তোলা মুক্তা ।০ আনা, শঙ্খভস্ম ।০ আনা, শুক্তিভস্ম ।০ আনা; এইসমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন-পূর্ব্বক দুইখানা ঝিনুক দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত করিবে; অনন্তর মৃদুপুটে পাক করিবে। গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হওয়া মাত্র পাক সমাধা হইয়াছে জানিবে।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ—অন্যেদ্যুষ্ক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থক-বিষমজ্বরে বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বর অল্পক্ষণস্থায়ী ও বেগে প্রকাশ পাইলে নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ অল্প বৃদ্ধি পাইলে এবং শুষ্ককাস অল্প-অল্প-পরিমাণে নির্গত হইলে রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিবে, অনন্তর জয়ন্তীপাতা, কুলেখাড়া, বাসকপাতা, আদা ও পান; এইসকল দ্রব্যের রসে যথাক্রমে পাঁচবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ষড়াননরস—অন্যেদ্যুষ্ক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থক-বিষমজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা বা বায়ুপিত্ত প্রবল থাকিলে এবং জ্বরকালে পিপাসা, দাহ ও জ্বরের বেগ অধিক প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু। পিত্তাধিক্য-অবস্থায় শেফালিকাপাতার রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

ষড়াননরস। পিত্তল, কাঁসা, তাম্র, হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে একপ্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ত্র্যাহিকারিরস—তৃতীয়কজ্বরে বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত ও পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বরের বেগ প্রবল হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরারম্ভকালে সামান্য শীত ও জ্বরবিরামকালে ঘর্ম্ম, গাত্র-দাহ এবং জ্বরকালে পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে নিরামাবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে, প্লীহা বা যকৃৎ-সংযুক্ত অন্যান্য জ্বরে এই ঔষধ উপকারী। এই ঔষধ জ্বরবিরামকালে দিনে ১ বার ও রাত্রে ১ বার সেব্য। অনুপান—আতইচের ক্বাথ।

ত্র্যাহিকারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, আতইচ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, রৌপ্য ।০ অর্দ্ধতোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া নিমছালের রসে ও অপরাজিতার রসে ক্রমান্বয়ে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

চতুর্থকারিরস—চতুর্থকজ্বরে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বরের বেগ অল্প প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে নিরাম-অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের অনেকদিন হইতে জ্বর

প্রকাশ পাইতেছে এবং শরীর কৃশ, তাহাদিগের ঐরূপ (২ দিন অন্তর) জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। এই ঔষধ জ্বরবিরামকালে সেব্য। অনুপান—চাঁপাগাছের ছালের রস ও মধু।

চতুর্থকারিরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং স্বর্ণ পারদের অর্দ্ধভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণধুস্তূরপাতার রসে ও বকফুলের পাতার রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরারিরস—অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক বা চতুর্থকজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর জ্বরবেগ প্রবল থাকিলে ও জ্বর দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদের জ্বরকালে অথবা জ্বর ব্যতীত শূলরোগ বিদ্যমান, তাহাদিগেরও এই ঔষধ-সেবনে উপকার দর্শে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু অথবা শেফালিকাপাতার রস ও মধু, শূলরোগে জল।

জ্বরারিরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিটলবণ ও মনঃশিলা; এইসমুদয় দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক সোন্দালপাতার রসে দশদিন ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

সর্ব্বতোভদ্ররস—পিত্তশ্লেষ্ম বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বরে জ্বরের অল্পবেগ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করা বিধেয়; বিষমজ্বরে রোগীর কাস, উদরাময় ও বমন বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে আম বা নিরাম-অবস্থায় প্রত্যহ ইহা সেবন করিতে দিবে। জ্বর-ব্যতীত কেবলমাত্র কাসরোগে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে; ইহা দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগীর কাস ক্রমশঃ পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া সমূলে নষ্ট হয়। অনুলোমক্ষয়জ যক্ষ্মারোগেও ইহা বিশেষ উপকারী। গ্রহণী এবং অম্লপিত্ত-রোগেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—কাস তরল থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু এবং শুষ্ক-অবস্থায় বাসকপাতার রস ও মধু অথবা পানের রস ও মধু। উদরাময়রোগে জীরাচূর্ণ ও মধু।

সর্ব্বতোভদ্ররস। অভ্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এবং হিঙ্গুলোত্থরস, কর্পূর, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জাতিফল, জয়িত্রী, ছোটএলাইচ, গজপিপুল, কুড় তালীশপত্র, ধাইপুষ্প, দারুচিনি, মুথা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপুল ও আমলকী; ইহাদের প্রত্যেকের ।৷০ অর্দ্ধতোলা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ—অন্যেদ্যুষ্ক, সতত, তৃতীয়ক, চতুর্থক ও চতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বরে এবং ৭। ৮। ১০। ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জল-জনিতজ্বরে অল্পবেগ প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে এবং গ্রহণী বা সময়-সময় পাতলা দাস্ত ও মেহ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ নিরাম-অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জাতিফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, স্বর্ণ ।॰ অর্দ্ধতোলা, রৌপ্য ।॰ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ।॰ অর্দ্ধতোলা এবং অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, কেশুর্ত্তে, আপাঙ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, কণ্টিকারী, শোধিতরসোন, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা; ইহাদের প্রত্যেকের একতোলা এবং মরিচ ২ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি।

সততারিরস—সতত, সততবিপর্য্যয় এবং বাতবলাসক প্রভৃতি জ্বরে জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকিলে ও জ্বর দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং রোগীর মাথায় ভারবোধ অথবা বেদনা ও প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, শোথ এবং কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে আম বা নিরাম-অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

সততারিরস। রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, অভ্র, লৌহ, জয়িত্রী, জাতিফল, সোহাগার খৈ, গোক্ষুর, সিদ্ধিবীজ, দারুচিনি, বৃদ্ধদারকবীজ ও কস্তুরী; ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও স্বর্ণসিন্দুর ৩ ভাগ; এইসকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক পুনর্ণবার রসে ৭ বার ও তুলসীপাতার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ চিন্তামণিরস—অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, সতত ও বাতবলাসকজ্বরে এবং ৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে জ্বরের প্রবলবেগ প্রকাশ পাইলে এবং বাতশ্লেষ্মার অথবা শ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে নিরাম-অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে; ঐসমস্ত জ্বর মৃদুবেগ-সহকারে প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে প্লীহা এবং যকৃতের বৃদ্ধি, কাস, মাথার বেদনা অথবা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা আদার রস ও মধু।

বৃহৎ চিন্তামণিরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, হরিতাল ও কস্তুরী; এইসকল ঔষধ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন-

পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজ, আদা ও তুলসীপাতা ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

দুর্জ্জলজেতারস—দুর্জ্জলজ্বরে জ্বরের বেগ প্রবল হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; অন্যান্য বিষমজ্বরেও অগ্নিমান্দ্য, সময়-সময় উদরাধ্মান, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ও আমরসে রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, ইহা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই-বার সেব্য ; এই ঔষধ দুর্জ্জলজ্বরে আমাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যেও রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। এই জ্বর তৃতীয়ক, চতুর্থক ও অন্যেদ্যুষ্কজ্বরে পরিণত হইলে সেইসকল অবস্থায়ও ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—জল।

দুর্জ্জলজেতারস। বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম ৫ তোলা, মরিচ ৫ তোলা এবং শুঁঠ ৫ তোলা ; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রত্তি।

বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি—সন্তত, সতত, সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক, চতুর্থকবিপর্য্যয়, বাতবলাসক ও দুর্জ্জল-জনিতজ্বরে রোগীর জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ নিরামাবস্থায় বা অবস্থানুসারে আমরসের অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; ঐসমস্ত জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশ পাইলে এবং কাস, প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে। জীর্ণজ্বরে রস ও রক্তাদি ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ রোগীর শরীর কৃশ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে হিং, সৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণ।

বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি। রস, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রূপা, স্বর্ণ, হরিতাল, দস্তা, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ ও কর্পূর ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক বামনহাটীর মূল, বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, পান, জয়ন্তীপাতা, করলাপাতা, পটোলপত্র, সিদ্ধিপত্র, পুনর্ণবা ও আদা ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস—প্রলেপক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বর এবং ৭। ৮। ১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত বায়ু ও পিত্তপ্রধান দুর্জ্জলজ্বর মধ্য বা মৃদুবেগ-সহকারে অল্পকালস্থায়ী হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা, কটিদেশে বেদনা, প্লীহা বা

যকৃতের বৃদ্ধি এবং প্রমেহদোষবশতঃ প্রস্রাবে উৎকট জ্বালা ও রক্তহীনতা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এবং রক্তগতজ্বরে মুখ হইতে রক্তনির্গমন হইলে রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মনসাসীজের পাতার রস ও মধু।

বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস। কস্তুরী ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তুঁতিয়াভস্ম ৪ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, জাতিফল ৪ তোলা ও রসসিন্দুর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া দ্রোণপুষ্পের (ঘলঘসের) পাতার রসে ৭ বার ও পানের রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিবে এবং কিঞ্চিৎ দ্রব থাকিতে উহার সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও কর্পূর—ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব—প্রলেপক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়ক-বিপর্য্যয়, চতুর্থক ও চতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বর এবং ৭।৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বর অল্পবেগ-সহকারে অল্পকালস্থায়ী হইলে নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, অনেক দিনের জ্বরে শরীর কৃশ হইলে এবং জ্বরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধের সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রমেহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মা-রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং সমস্ত জীর্ণজ্বরে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। বঙ্গ, দস্তা, স্বর্ণ, কস্তুরী ও রূপা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক, রসসিন্দুর, লবঙ্গ, জাতিফল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। অনন্তর দ্রোণপুষ্পের (ঘলঘসের) রসে ও পানের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে উহার সহিত কর্পূর, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

মহারাজবটী—সন্তত, সতত, সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক, চতুর্থকবিপর্য্যয় ও প্রলেপক প্রভৃতি জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, কিন্তু ঐসমস্ত জ্বর অনেকদিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে এবং শরীর কৃশ হইলে সেবন করান কর্ত্তব্য। কালাজ্বরের মধ্যাবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। জ্বরের সহিত রোগীর সর্দ্দি, কাস, মাথায় ভার ও প্রমেহ

প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে নিরাম বা আমরসাবস্থায়ও এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। রক্ত, শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুগতজ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়; যক্ষ্মা, ক্ষতজকাস, রক্তপিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে জ্বর লক্ষিত হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সাধারণতঃ যাহাদের শরীর কৃশ ও প্রমেহরোগ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে, জ্বরের বেগ ও ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মার হ্রাসবৃদ্ধি-অনুসারে ঔষধে কয়েকটি দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়, সর্দ্দি, কাস ও জ্বরের বেগাধিক্য থাকিলে কর্পূরস্থানে কস্তুরী, সর্দ্দি জলবৎ তরলভাবে নির্গত হইলে ও অল্পবয়স্কদিগের পক্ষে কফের আতিশয্যে স্বর্ণস্থানে স্বর্ণমাক্ষিক, মুখে অরুচি ও উদরাময়ের লক্ষণ থাকিলে তাম্রস্থানে রৌপ্যপ্রয়োগ বিধেয়; ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি অবস্থাতেও জ্বরের প্রাধান্যে কস্তুরী প্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু স্বর্ণ ক্ষয়নাশক ও শুক্রবর্দ্ধক-হেতু ঐসকল অবস্থায় প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। রোগের অবস্থা দর্শন করিয়া ঐসকল ঔষধের পরিবর্ত্তন করা উচিত। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহারাজবটী। রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, বৃদ্ধদারক (বিদ্ধারক)-বীজ ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা, তাম্র ॥০ অর্দ্ধতোলা, কর্পূর ॥০ অর্দ্ধ-তোলা, সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শ্বেতধুনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়াবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, শূকশিম্বীবীজ, জাতিফল, জয়িত্রী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি ।০ আনা, সমস্ত একত্র করিয়া তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

বৃহৎ চূড়ামণিরস—সন্তত, সতত, তৃতীয়ক, চতুর্থক, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয় ও চতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে এবং দুর্জ্জলজ্বরে নিরাম-অবস্থায় বা ঈষৎ আমরসের বিদ্যমানতাসত্ত্বে এবং জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে ও জ্বর অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রসাদি ধাতুগত জীর্ণজ্বরে ইহা কার্য্যকারী, জ্বরকালে রোগীর কাস, মাথায় ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ এবং গাত্রে বেদনা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে ইহা সেবন করিতে দিবে, কাস, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগে জ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। কস্তুরী, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর, অভ্র, মুক্তা, দারুচিনি, মুথা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর, আকরকরা, জয়িত্রী, মরিচ, কর্পূর ও

তুঁতেভস্ম, এইসকল ঔষধ সমভাগ এবং অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ২ ভাগ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর নিসিন্দাপাতা, বামনহাটীর মূল, বাসকপাতা, আকন্দমূল ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্যের ক্বাথে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে নিরামাবস্থায় অল্পবেগ-সহকারে জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে এবং ঐসমস্ত জ্বর অনেকদিন হইতে শরীরে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, জ্বরে হস্ত ও পদাদিতে শোথ, মেহদোষ, শুষ্ককাস, গাত্রদাহ, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন কাস, শোথ ও তৎসঙ্গে মৃদুজ্বরেও এই ঔষধ সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা তালের জটা-ভস্ম ও ইক্ষুগুড়।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। রস ২ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, অভ্র ১ তোলা এবং রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, দস্তা, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটী, মনঃশিলা ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, এইসমুদয় মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর ক্ষীরাই, তুলসীপত্র, পুনর্ণবা, গণিয়ারি, ভূঁই-আমলা, ঘোষালতা, কণ্টকী, পদ্মগুলঞ্চ, ঈষলাঙ্গলা, লতাকণ্টকী, মুগানী ও গন্ধভাদুলে; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রত্তি। যেসকল দ্রব্যের রস নিষ্কাশিত হয় না, তাহাদের ক্বাথ করিয়া লইবে।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—বায়ু ও পিত্তপ্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক ও দুর্জ্জলজ্বরে নিরামাবস্থায় রোগীর জ্বর অল্পবেগসহকারে অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইলে এবং ঐসমস্ত জ্বর বহুদিন হইতে প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। দুর্জ্জলজ্বর ৫।৭।১০ও ১৫ দিন অন্তর অপরাহ্নে অল্পবেগসহকারে প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে গাত্রকম্প ও শীত প্রকাশ পাইলে ঐসকল অবস্থায় বাতপিত্তপ্রধান শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অল্পজ্বরের সহিত পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎ ও শোথ বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর রক্তহীনতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। যাহাদের পৈত্তিকগ্রহণী অথবা প্রবাহিকারোগ বিদ্যমান অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রক্তপিত্ত বা পিত্তপ্রধান মেহরোগ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। পিত্তপ্রধান শরীরেই এই ঔষধের উপকারিতা সমধিক দৃষ্ট হয়। অনুপান—প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হইলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মনসাসীজের পাতার রস ও মধু; উদরাময়ে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ

ও মধু; শোথে পুনর্ণবার রস; সাধারণ জ্বরে ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রস অথবা শেফালিকাপাতার রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ; মুথা, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেণার মূল, দেবদারু, চিরতা, আকনাদি, কট্‌কী, কণ্টিকারী, সজিনার বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব; এইসকল ঔষধ সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্ব ঔষধের সমান গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—বায়ু ও পিত্তপ্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বরে বা ৭।৮।১০।১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে নিরাম-অবস্থায় অল্পবেগসহকারে রোগীর জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে এবং ঐসকল জ্বর বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ায় শরীর শীর্ণ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনা-রহিত পুরাতন প্লীহা এবং যকৃৎ, শোথ, উদরাময় (প্রবাহিকা, গ্রহণী) বা উৎকাসি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে ও তৎসঙ্গে রোগীর অল্পজ্বর অনুভূত হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী; কিন্তু রোগীর শ্লেষ্মাধিক্য-অবস্থায় অর্থাৎ সর্দ্দি, শরীরে বেদনা, তরলকাস, গাত্রের নাতিক্লশতা, অগ্নিমান্দ্য বা মাথায় সর্ব্বদা ভারবোধ ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে বিশেষতঃ বালকদিগের শ্লেষ্মাপ্রধানজ্বরে এই ঔষধের সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না, বাতপিত্তাধিক্য জীর্ণ ও বিষমজ্বরে অনেকদিন হইতে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য রক্তহীনতা, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রস ও মধু বা শেফালিকাপাতার রস ও মধু, প্লীহা বা যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বরে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু, উদরাময়াশ্রিত জ্বরে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, ও হরিতাল; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি ২ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা এইসমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক করলাপাতার রস, দশমূলের ক্বাথ, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার ক্বাথ, পদ্মগুলঞ্চের রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপাতার রস, পুনর্ণবার রস ও আদার রস; এইসকল দ্রব্যে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরস—সতত, তৃতীয়ক, চতুর্থক এবং চতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে আমরসের সম্যক্ পরিপাকাবস্থায় অথবা কিঞ্চিৎ আমরসের বিদ্যমানতায় জ্বর অল্পবেগসহকারে অল্পক্ষণস্থায়ী হইলে এই

ঔষধ সেব্য। ঐসকল জ্বর অনেকদিন হইতে প্রকাশ পাইলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যায়, রসগত ও রক্তগত এবং বিবিধ ধাতুগত জ্বরে রোগীর শরীর শীর্ণ হইলে সেই অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরস। রস, গন্ধক, রসসিন্দুর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর নিসিন্দাপাতার রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার কাথ, করলা-পাতার রস, দশমূলীর কাথ, পুনর্ণবার রস, গুলঞ্চের রস, বাসকপাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কেশুর্ত্তের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মহাজ্বরাঙ্কুশ—অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক-জ্বরে এবং ৭।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে আমরসের সম্পূর্ণ পরিপাকাবস্থায় জ্বর অল্পবেগসহকারে যথাসম্ভব অল্পক্ষণস্থায়ী হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে; যাহাদের ঐসকল জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩।৪ মাস বা ততোধিককাল বিদ্যমান থাকে এবং প্লীহা-যকৃৎবৃদ্ধি ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু অথবা পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। রস, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরিমাটী, সোহাগার খৈ ও দন্তীবীজ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রস, সিদ্ধিপত্রের কাথ, রক্তচিতার কাথ, তুলসীপত্রের রস, কাঁচাতেঁতুলের জল; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অর্দ্ধচন্দ্ররস—সন্তত ও সতত প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে রোগীর প্রমেহ-বশতঃ প্রস্রাবের বিবিধ বর্ণ, শুক্রক্ষরণ ও যন্ত্রণা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরের মধ্য বা অল্পবেগ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত কেবল মেহরোগেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। প্রমেহে কাঁচা-হরিদ্রার রস ও মধু।

অর্দ্ধচন্দ্ররস। স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, মুক্তা, লৌহ, স্বর্ণ, গন্ধক ও রস; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধাংশ বঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে, অনন্তর কেশুর্ত্তে, ঘৃতকুমারী ও পানের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জয়মঙ্গলরস—সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক এবং রক্তগত ও মেদোগত প্রভৃতি ধাতুগত জ্বরে নিরামাবস্থায় জ্বর অল্পবেগসহকারে অল্পকাল

প্রকাশিত হইলে এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত ঐসকল জ্বরে রোগীর শরীর কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দুর্জ্জলজনিত জ্বর বহুকাল যাবৎ ১০।১৫ দিন বা ২।১ মাস অন্তর প্রকাশিত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রমেহদোষ থাকিলে ও রোগীর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইলে এই ঔষধ অতি উপকারী এবং বায়ুপিত্তপ্রধান প্রতিলোমক্ষয়জ যক্ষ্মারোগেও বিশেষ উপযোগী। ইহা কৃশতা-নাশক ও পুষ্টিকারক। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

জয়মঙ্গলরস। হিঙ্গুলোত্থরস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, লৌহ ও রৌপ্য; ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও স্বর্ণ ২ ভাগ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর ধুস্তূরপত্রের রস, শেফালিকাপত্রের রস, দশমূলের কাথ ও চিরতার কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বররস—বিষমজ্বরে রোগীর অর্দ্ধাঙ্গ শীতল ও অর্দ্ধাঙ্গ উষ্ণ বোধ হইলে এই ঔষধ জম্বীরের রসসহ মিশ্রিত করিয়া এক নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে; এই নস্য গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ শরীরের অর্দ্ধভাগগত জ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বররস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ২ তোলা, জয়পালবীজ ২ তোলা ও মরিচ ৮ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার দ্বারা প্রস্তুত কাথে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর ঐ কাথে ৫ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বিশ্বেশ্বররস—বিষমজ্বরে রাত্রিতে জ্বরের প্রবলবেগ লক্ষিত হইলে এবং দিনে জ্বর নিবৃত্ত থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী; কিন্তু যে জ্বর দিনে অল্পবেগে এবং রাত্রিতে অধিকবেগে প্রকাশ পায়, সেই জ্বরে ইহা তাদৃশ কার্য্যকারী নহে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

বিশ্বেশ্বররস। হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অশ্বত্থ-ছালের কাথ, ধুতুরামূলের কাথ, কণ্টিকারীর কাথ ও কাকমাচীর রস; এইসকল দ্রব্যে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকালভৈরব—অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয় ও চতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বরে এবং পর্য্যায়ক্রমে ৭।১০।১২ বা ১৫দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজনিতজ্বরে জ্বর তীব্রবেগসহকারে দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে সমদোষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী; অনেকদিন পর্য্যন্ত ঐসকল জ্বর অল্পবেগসহকারে প্রকাশিত হইলে এই ঔষধের সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

জ্বরের পূর্ব্বে শীত বা দাহ এবং কম্প, পিপাসা প্রভৃতি ও প্লীহা-যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। রোগীর মুখে অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতাবশতঃ অম্লোদ্গারাদি হইলে এই ঔষধে তাম্রের পরিবর্ত্তে রৌপ্যভস্ম প্রদান করিবে। অনুপান—মধু; প্লীহা-যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

জ্বরকালভৈরব। স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, সীসক, রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, সাদাদারমুজ ও মনঃশিলা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমরুলশাকের রসে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর মূষামধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক মূষা লিপ্ত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। বটী ২ রতি।

চূর্ণপ্রয়োগবিধি

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী—সন্তত, অন্যেদ্যুষ্ক ও সতত প্রভৃতি রসাদি-ধাতুগত জীর্ণজ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধার লোপ, কাস, শ্বাস ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; প্লীহাবৃদ্ধিহেতু জ্বরের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি এবং কফজন্য বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে জ্বর ও প্লীহা উভয়ই নষ্ট হয়। ঔষধের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধেরও হ্রাসবৃদ্ধি করিবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী। পিপুল চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়ঃক্রম-অনুসারে ২ রতি, ৩ রতি, ৫ রতি বা ৭ রতি-ক্রমে প্রত্যহ বর্দ্ধিত করিবে, ৫।৬ বৎসরের বালককে ২ রতি-ক্রমে প্রত্যহ বর্দ্ধিত করিয়া সেবন করান আবশ্যক; ১০ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ বর্দ্ধিত করিয়া (১০ম দিনে ২০ রতি) ১১শ দিন হইতে পুনরায় ঐ নিয়মে হ্রাস করিবে।

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থকবিপর্য্যয় ও দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বরের বেগ অধিক হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐসমস্ত জ্বর অল্পবেগসহকারে প্রকাশ পাইলেও ইহার ব্যবহারে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। নিরামজ্বরে এবং প্লীহা বা যকৃৎ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ সেবন করিলে ফল দর্শে। অনুপান—মধু ও উষ্ণজল।

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ। নিমপত্র, কুড়, বহেড়া, বিষ, মুথা ও সোহাগার খৈ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান রসসিন্দুর একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

জ্বরসংহারচূর্ণ—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক ও দুর্জ্জলজ্বরে জ্বরের প্রবল বা মধ্যবেগ দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। মৃদুবেগসহকারে জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে এই ঔষধের সেবনে জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম বন্ধ হয়। জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও ইহার ব্যবহারে উপকার হয়। বালকেরপক্ষে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকিমাত্রা। অনুপান—মধু ও উষ্ণজল, কাস থাকিলে তুলসীপাতার রস ও মধু।

জ্বরসংহারচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গুল, সোহাগার খৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, কুড়, রক্তচন্দন, মুথা, নিমছাল ও শ্বেতসর্ষপ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও রসসিন্দুর ১৩ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

কিরাতাদিচূর্ণ—দুর্জ্জলজনিত জ্বরে অথবা প্রবল-তাপ-সংযুক্ত বিষমজ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, যাহাদের প্রত্যহ বা তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের নিয়মানুসারে অথবা মাসে ২।৩।৪ বা ৫ দিন জ্বর প্রবলবেগসহকারে প্রকাশিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। জ্বরে প্লীহা এবং যকৃতের বৃদ্ধি, কাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধের সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অনুপান—মধু।

কিরাতাদিচূর্ণ। চিরতা, তেউড়ীমূল, বালা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও কট্‌কী; এইসকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ—সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক প্রভৃতি জ্বরে ও দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বর মধ্য বা মৃদুবেগে প্রকাশ পাইলে এবং ঐসমস্ত জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা অল্পদিন সেবন করিলেই জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম ভঙ্গ হয়। বিশেষতঃ ইহা পুরাতন ম্যালেরিয়াজ্বরে বিশেষ উপকারী। ইহার সেবনে প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং শরীরের বল বর্দ্ধিত হয়। অনুপান—জল। বালকের পক্ষে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকিমাত্রা।

গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ। পদ্মগুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, কালোমেঘ, মুথা, পিপুল, যবক্ষার, হিরাকস ও চাঁপাবৃক্ষের ছাল; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

স্বল্পসুদর্শনচূর্ণ—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক ও চতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে জ্বর মধ্য বা মৃদুবেগ-সহকারে অল্পকাল বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে আম বা নিরাম-অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনেকদিন হইতে জ্বর প্রকাশিত হইলে এবং প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, কাস, শোথ প্রভৃতি থাকিলেও তত্তৎ অবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল-সমুদ্ভূত জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। যেসকল জ্বর নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হইয়া অতি-অল্পবেগসহকারে মাসে ২।৪।৫ বা ৭ দিন প্রকাশ পায় সেইসকল জ্বরেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্পসুদর্শনচূর্ণ। রস, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, মুথা, নিমছাল, ইন্দ্রযব, যমানী, তেজপত্র, জাতিফল, জয়িত্রি, পুনর্ণবা, কুড়চিছাল, বচ, রক্তচিতা, সিদ্ধিবীজ, আমলকী ও ধাইপুষ্প; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিরতা-চূর্ণ; এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

সুদর্শনচূর্ণ—সন্তত, সতত, সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক, চতুর্থকবিপর্য্যয়, বাতবলাসক, প্রলেপক ও দুর্জ্জলজনিতজ্বরে এবং বিবিধ ধাতুগত একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে এবং অনেকদিন হইতে জ্বর প্রকাশিত হইলে এই ঔষধ সেব্য। জ্বরে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, কাস ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং জ্বর ঐসমস্ত নিয়মিত দিনে প্রকাশিত না হইয়া অনেকদিন হইতে অনিয়মিতভাবে মাসে ২।৩ দিন বা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। জলদোষোদ্ভব জ্বরের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিছুদিন সেবন করিলে জ্বরের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় এবং কৃশ-শরীরে রসরক্তাদিধাতুর পুষ্টি হইতে থাকে; কিন্তু অল্পদিন হইতে প্রকাশিত জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাদৃশ উপকার দৃষ্ট হয় না। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল অর্থাৎ অন্ততঃ একমাস সেবন না করিলে তাদৃশ উপকার হয় না। ৫।৬ মাস বা বৎসরাবধি যাহাদের জ্বর প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষেও ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

সুদর্শনচূর্ণ। আগরকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুথা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী,

কণ্টিকারী, শুঁঠ, বলাডুমুরছাল, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, পিপুলমূল, বালা, শটী, কুড়, পিপুল, মূর্ব্বামূল (সূচীমুখী বা বোরাচক্র), কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, সজিনাছাল, সুঁদি, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, বেণার মূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা (অভাবে পঙ্কপর্পটী), শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলশুঁঠ, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, কট্‌কী, রক্তচিতার মূল, পটোলপত্র ও চাকুলে; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ ও চিরতাচূর্ণ সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ; এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

জ্বরভৈরবচূর্ণ—বহুকালজাত সন্তত, সতত প্রভৃতি একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত বিষমজরে এবং বহুকালজাত জলদোষাশ্রিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি উপদ্রব-সংযুক্ত জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী; সুদর্শনচূর্ণের যেসকল উপকারিতা উক্ত হইয়াছে, জ্বরভৈরব-চূর্ণের উপকারিতা তদপেক্ষা অধিক। বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রা। অনুপান—জল।

জ্বরভৈরবচূর্ণ। শুঁঠ, বলাডুমুরছাল, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টিকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশশার মূল, কুঁড়, শটী, মূর্ব্বা (বোরাচক্র)-মূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, রক্তচিতা, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তালমূলি, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, বেলশুঁঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিরতাচূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

জ্বরে মূলিকাদি-প্রয়োগ

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামনহাটী, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, আপাঙ্ ও ভৃঙ্গরাজ; এইসকল গাছের যে-কোন একটির মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া লালসূতায় বান্ধিয়া রোগীর হস্তে ধারণ করাইবে; ইহাতে অন্যেদ্যুষ্ক-জ্বর নষ্ট হয়।

পেঁচার দক্ষিণপক্ষ সাদাসূতায় বাঁধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে ঐকাহিকজ্বর প্রশমিত হয়।

তৃতীয়কজ্বরে মুলিকাদি-প্রয়োগ

রবিবারে আপাঙের মূল সাতগাছি লালস্থূতা দ্বারা কটিদেশে বান্ধিলে তৃতীয়কজ্বর নষ্ট হয়। (১)

কর্ণের মল লইয়া বর্ত্তিকাকার করতঃ তিলতৈলসহ জ্বালাইয়া উহা দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ঐ কজ্জলের অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা তৃতীয়কজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। (২)

চতুর্থকজ্বরে নস্য ও ঔষধ

শিরীষপুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মর্দ্দন করিয়া ঘৃতসহযোগে উহার নস্য গ্রহণ করিলে চতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (১)

বকপত্রের রসের নস্য গ্রহণ করিলে চতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (২)

অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত-আকন্দের মূল অথবা শ্বেত-করবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ৩ রতি পরিমাণে গ্রহণ করতঃ চাউলের জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে চতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (৩)

আমরুলের সহস্র পত্রের সহিত তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে চতুর্থকজ্বর নিবৃত্ত হয়। (৪)

বিষমজ্বরে ধূপপ্রয়োগ

অষ্টাঙ্গধূপ—গুগ্‌গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব ও ঘৃত; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে উহার ধূম রোগীর গাত্রে লাগাইলে চতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়।

অপরাজিতাধূপ—গুগ্‌গুল, গন্ধতৃণ, বচ, ধূনা, নিমপত্র, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক কোন বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ইহার ধূম গাত্রে লাগাইলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

অজাদিধূপ—ছাগলের চর্ম্ম এবং লোম ও বচ, কুড়, গুগ্‌গুল, নিমপাতা ও মধু; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উহার ধূম গাত্রে লাগাইলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মহেশ্বরধূপ—হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গরুর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কটকী, শ্বেতসর্ষপ, নিমপাতা ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস,

বিড়ালের বিষ্ঠা, গো-শৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টিকারী, বচ, কার্পাসবীজ, তুষ, ছাগবিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত ; এইসকল কুট্টিত করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া মৃত্তিকাতে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্রাবৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। এই যোগ অনেকস্থলে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

ক্বাথ-প্রয়োগবিধি

পটোলাদিক্বাথ—বায়ু ও পিত্ত-প্রধান তৃতীয়ক ও তৃতীয়ক-বিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং জ্বর মধ্য বা মৃদুবেগসহকারে প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করাইবে।

পটোলাদিক্বাথ। পলতা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মুথা ও হরীতকী ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মধুকাদিক্বাথ—বায়ু ও পিত্তপ্রধান অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথে মধু।০ আনা ও চিনি।০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি বায়ুপিত্ত-নাশক ও পুষ্টিকর।

মধুকাদিক্বাথ। যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলকী, ধনে, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহৌষধাদিক্বাথ—বায়ু ও পিত্তপ্রধান তৃতীয়কজ্বরে রোগীর জ্বরের বেগ প্রবল হইলে এই ক্বাথের সহিত চিনি।০ আনা ও মধু।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া অপরাহ্নে রোগীকে সেবন করাইবে।

মহৌষধাদিক্বাথ। শুঁঠ, পদ্মগুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধনে ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

উশীরাদিক্বাথ—তৃতীয়কজ্বরে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রবল হইলে এই কাথে ইক্ষুচিনি।০ আনা ও মধু।০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

উশীরাদিক্বাথ। বেণার মূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠ ; এইসকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চপদীক্বাথ—পুনরাবর্ত্তকজ্বরে অর্থাৎ অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থকাদি ম্যালেরিয়াজ্বরে, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকজ্বরে, কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

পঞ্চপদীক্বাথ। ক্ষেতপাপড়া, মুথা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, চিরতা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসকাদিক্বাথ—চতুর্থকজ্বরে রোগীর পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অল্প বা প্রবলবেগসহকারে প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথে ইক্ষুচিনি ।০ আনা ও মধু ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে চতুর্থকজ্বর বিনষ্ট ও পিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসকাদিক্বাথ। বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভার্গ্যাদিক্বাথ—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক ও চতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং জ্বর প্রবল বা মৃদুবেগসহকারে প্রকাশিত হইলে নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। বিষমজ্বরে ঈষৎ আমরস বিদ্যমান থাকিলে ও জ্বর অনেক সময় স্থায়ী হইলে এই ক্বাথের সেবনে উপকার দর্শে, সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা প্রধান থাকিলে নিরাম-অবস্থায় এই ক্বাথ বিশেষ উপকারী। বিষমজ্বরে প্লীহা অল্পবৃদ্ধি পাইলে বা রোগীর অগ্নিমান্দ্য থাকিলেও ইহার সেবনে বেশ উপকার হয়; কিন্তু বিষমজ্বরে রোগীর অপক্কসর্দ্দি বা কাস থাকিলে ইহার সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। ইহা প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

ভার্গ্যাদিক্বাথ। বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুঁঠ, হরীতকী, পিপুল, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভার্গ্যাদিক্বাথ (মতান্তরে)—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং জ্বর অল্পবেগসহকারে প্রকাশিত হইলে নিরামাবস্থায় এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করাইবে; ঐসমস্ত জ্বর অনেকদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং শরীরে রস-রক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে এই ক্বাথ বিশেষ উপকারী। জ্বরের সহিত পিত্তের

প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় থাকিলে এবং প্লীহাবৃদ্ধি হইলে তাহাও ইহার সেবনে বিনষ্ট হয়। দুর্জ্জলজনিত জ্বর ৫।৭।১০ বা ১৫ দিন অন্তর নিয়মিত-ভাবে অথবা অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইলেও এই ক্বাথ উপকারী।

ভার্গ্যাদিকাথ (মতান্তরে)। বামনহাটী, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, বাসক, পিপুল, চিরতা, নিমছাল, পদ্মগুলঞ্চ, মুথা ও দুরালভা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ ভার্গ্যাদিক্বাথ—সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়ক-বিপর্য্যয় ও চতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং জ্বর অল্প বা প্রবলবেগসহকারে অনেকদিন হইতে প্রকাশিত হইলে এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। ঐসমস্ত জ্বরে রোগীর ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি এবং জ্বরারম্ভকালে শীত প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে নিঃসন্দেহচিত্তে ইহা সিদ্ধ করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ভার্গ্যাদিকাথ। বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুঁড়, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দাস্ব্যাদিক্বাথ—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক, চতুর্থকবিপর্য্যয় এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বরের মধ্যবেগ বা অল্প-বেগ বিদ্যমান থাকিলে নিরামাবস্থায় এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করাইবে। অনেকদিন হইতে প্রকাশিত বা বহুদিনব্যাপী একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত সর্ব্ববিধ বিষমজ্বরেই রোগীকে নিঃসন্দেহচিত্তে ইহা সেবন করাইবে। ইহা কিছুদিন সেবন করিলে জ্বরের নিয়ম ভঙ্গ হয় অর্থাৎ জ্বর নিয়মিত দিন অতিক্রম করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন দিনে আগমন করে, কাহারও বা নিয়মিত দিনে জ্বরের বেগ হ্রাস পাইতে থাকে। জ্বরসহ প্লীহা, যকৃৎ ও কাস থাকিলে এই কাথের প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; ইহা প্রাতে সেব্য।

দাস্ব্যাদিকাথ। নীলঝিণ্টি, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটী, শুঁঠ, গন্ধতৃণ, চিরতা, গজপিপুল, বলাডুমুরমূল, পদ্মকাষ্ঠ, সিজমূল, ধনে, শুঁঠ, মুথা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টিকারী, শ্বেতপাপড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; (শুঁঠ দুইভাগ লইবে)।

শরপুঙ্খাদিক্কাথ—প্লীহা-যকৃৎবৃদ্ধিযুক্ত পুরাতনজ্বরে, কালাজ্বরের পুরাতন-অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

শরপুঙ্খাদিকাথ। বননীল, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌কী, গুলঞ্চ, সোনাপাতা, জঙ্গীহরীতকী, অনন্তমূল, সোন্দালের আঠা; প্রত্যেকের ।০ আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দার্ব্ব্যাদিক্কাথ—সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চতুর্থক ও চতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ধাতুগত জ্বরে জ্বর একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত হইলে এবং অল্প বা মধ্যবেগসহকারে প্রকাশ পাইলে নিরাম-অবস্থায় এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। বিষমজ্বরে রোগীর অত্যন্তদাহ, শরীরের কৃশতা, ঘর্ম্মনির্গম, কম্প, বমন, কাস, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি এবং ঐসমস্ত জ্বর অনেকদিন হইতে প্রকাশিত হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে কাস এবং প্লীহাদি-রোগজনিত জ্বরও নিবৃত্ত হয়।

দার্ব্ব্যাদিকাথ। দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টিকারী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেত-পাপড়া, শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজপিপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, রামবাসক, সরলকাষ্ঠ, বলালতা, সিজমূল, চিরতা, রক্তচন্দন, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী, পিপুল ও ধনে; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর—জীর্ণজ্বরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ কাস, শ্বাস ও শিরঃশূল বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীরের ক্ষীণতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে পঞ্চমূল-সংযোগে পক্বদুগ্ধ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া সেবন করাইবে।

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা, পাকশেষ ১৬ তোলা।

বৃশ্চীরাদিক্ষীর—জীর্ণজ্বরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ মৃদুজ্বর, শোথ ও রক্তহীনতা দৃষ্ট হইলে বৃশ্চিরাদি-দ্রব্য-সংযোগে পক্বদুগ্ধ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

বৃশ্চীরাদিক্ষীর। শ্বেতপুনর্ণবা, বেলছাল ও রক্তপুনর্ণবা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা, পাকশেষ ১৬ তোলা।

বমনযোগ—জীর্ণজ্বরে রোগীর উর্দ্ধগত শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ মাথা-ভার, শিরঃশূল প্রভৃতি ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এইসমস্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে।

বমনযোগ। মদনফলচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা বা ॥০ আনা ও উষ্ণজল /০ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া কফপ্রবল রোগীকে সেবন করাইবে। (১)

বমনযোগ। মদনফলচূর্ণ ও ইন্দ্রযবচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা বা ॥০ আনা ও উষ্ণজল /০ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান রোগীকে সেবন করাইবে। (২)

বমনযোগ। মদনফলচূর্ণ ও যষ্টিমধুচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা বা ॥০ আনা ও উষ্ণজল /০ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। (৩)

বিরেচনযোগ—জীর্ণজ্বরে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে প্রাতে এই যোগ রোগীকে সেবন করাইবে।

বিরেচনযোগ। সোঁদালের আঠা ।০ আনা বা ॥০ আনা ও ঈষদুষ্ণদুগ্ধ /০ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। (১)

বিরেচনযোগ। তেউড়ীচূর্ণ ।০ আনা বা ॥০ আনা ও দুগ্ধ /০ ছটাক মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

বিরেচনযোগ। কিস্‌মিস্ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ছাঁকিয়া উহাতে সোঁদালের আঠা ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। (৩)

ক্ষীরষট্‌পলকঘৃত—জীর্ণজ্বরে কফের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্যবশতঃ রোগীর শরীরের রুক্ষতা উপলব্ধ হইলে এই ঘৃত সেবন করাইবে, জ্বর অতিমৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে ও স্নানাহার সহ্য হইলে ঘৃতসেবন ব্যবস্থেয়; জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বেদনারহিত অবস্থায় বৃদ্ধি পাইলে ও কাসের রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে রোগীকে ঈষদুষ্ণ-দুগ্ধসহ বৈকালে এই ঘৃত সেবন করাইবে।

ক্ষীরষট্‌পলকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা; পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ আনা।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত—জীর্ণজ্বরে রোগীর কফের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে মৃদু-অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে, জ্বরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ কাস নিবৃত্ত না হইলে এবং প্লীহা বা যকৃৎ বেদনা-বিহীন হইলে (পুরাতনাবস্থায়) এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী। জ্বর ব্যতীত উরঃক্ষত ও ক্ষয়কাসে শরীর রক্তবিহীন হইলে এই ঘৃতের ব্যবস্থা করিবে। ইহা উষ্ণদুগ্ধসহ সকালে বা বৈকালে সেব্য।

দশমূলষট্পলকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণি, বৃহতী, কণ্টিকারী, চাকুলে ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৬ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া গোদুগ্ধ /৪ সের প্রদান করিবে। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ আনা।

পিপ্পল্যাদ্যঘৃত—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ শরীরের কৃশতা ও মৃদুজ্বর এবং তৎসঙ্গে কাস, মাথার বেদনা, অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে। জ্বর ব্যতীত ক্ষয়কাস এবং দীর্ঘকালের প্রতমক শ্বাস ইত্যাদি রোগেও ইহার ব্যবস্থা করা যায়। ঈষদুষ্ণ-দুগ্ধসহ সকালে বা বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেণার মূল, কট্কী, ইন্দ্রযব, ভূঁই-আমলা, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণি, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলশুঁঠ, বলাডুমুর ও কণ্টিকারী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। এই ঘৃতে পাকার্থ জল ১৬ সেরের পরিবর্ত্তে গোদুগ্ধ ১৬ সের ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আমরা জল ও দুগ্ধ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকি। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ আনা।

বাসাদ্যঘৃত—জীর্ণজ্বরে রোগীর কফের ক্ষীণতা এবং বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ মৃদুভাবে জ্বরের বেগ প্রকাশ পাইলে বা শরীরের কৃশতা, পুরাতন কাস, প্রমেহদোষ, প্রস্রাবে জ্বালা ও হস্তপদাদিতে সময়-সময় জ্বালার উপলব্ধি হইলে এই ঘৃত অপরাহ্নে ঈষদুষ্ণ-গোদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বাসাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলাডুমুর ও দুরালভা, এইসমুদয় দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ সের; জল ৩২ সের; পাকশেষ ৮ সের। গোদুগ্ধ ৮ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ; সমভাগে মিলিত ১ সের। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত।

বলাঘৃত—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা এবং মৃদুভাবে জ্বরের প্রকাশ ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে। জ্বর ব্যতীত বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শরীরের কৃশতা, মাথাঘোরা, হস্ত-পদাদির কম্পন, পুরাতন কাস অথবা শুষ্ক সূতিকায় এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করাইবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণদুগ্ধ।

বলাঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—বেড়েলা ৮ সের, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা ১ সের, জল ১৬ সের। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ আনা।

অঙ্গারকতৈল—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরের বেগ অতিমৃদুভাবে বহির্ভাগে ৫।৭।১০ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করাইবে। যাহাদের স্নান ও আহার সহ্য হয়, তাহাদিগকেই তৈলমর্দ্দন করাইবে। রোগীর গাত্রে তৈল মালিশ করাইয়া কিছুক্ষণ পরে স্নান করাইবে।

অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাঁজি ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের।

বৃহৎ অঙ্গারকতৈল—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুর রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অতিমৃদুভাবে ৫।৭।১০ দিন অন্তর বা প্রত্যহ শরীরে প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর গায়ে মর্দ্দন করাইবে। জীর্ণজ্বরে রোগীর দীর্ঘকালীন অল্প শোথ ও শরীরের পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

বৃহৎ অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাঁজি ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

লাক্ষাদিতৈল—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজনিত রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অতিমৃদুভাবে ৫।৭ বা ১০ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করাইবে। জ্বরে প্রমেহ থাকিলে ও তজ্জন্য প্রস্রাবে জ্বালা ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতি পুরাতন জীর্ণজ্বরেই এই তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

লাক্ষাদিতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাঁজি ২৪ সের। কল্কদ্রব্য—লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

মহালাক্ষাদিতৈল—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজনিত রুক্ষতার উপলব্ধি হইলে এবং জ্বর অতিমৃদুভাবে ৫।৭।১০ বা ১৫ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশিত হইলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। জ্বর

ব্যতীত রোগীর দীর্ঘকালীন প্রতমক শ্বাস, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত পুরাতন কাস, প্রতীশ্যায়, গাত্রের চুলকানি এবং রুক্ষবাত-জনিত ত্রিক, পৃষ্ঠ ও কটিদেশের বেদনা ইত্যাদি রোগে এই তৈল মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মহালাক্ষাদিতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুকা, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুথা ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

কিরাতাদিতৈল—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজনিত রুক্ষতার উপলব্ধি হইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে ও অতিমৃদুভাবে ৫। ৭। ১০ বা ১৫ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ জ্বর প্রকাশ পাইলে রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। অস্থি ও মজ্জাগত জীর্ণজ্বরে এই তৈল উপকারী; জ্বর ব্যতীত দীর্ঘকালীন বেদনারহিত পুরাতন প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, শোথ ও হলীমক প্রভৃতি রোগেও এই তৈল অতি উপকারী।

কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। দধির মাত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। ক্বাথদ্রব্য—চিরতা ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, পাকশেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বালা, কুড়, রাস্না, গজপিপুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, বাসকছাল, শ্বেত-আকন্দের মূল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মাকাললতা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজনিত রুক্ষতার উপলব্ধি হইলে এবং সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বর অথবা দুর্জ্জল-জনিতজ্বর ৫। ৭। ১০ বা ১৫ দিন অন্তর অতিমৃদুভাবে প্রকাশিত হইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। জীর্ণজ্বরে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি অথবা শোথ বা প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলেও এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দেওয়া যায়। এই তৈল দৈহিক বলবর্দ্ধক ও বর্ণের উদ্দীপক।

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৮ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—চিরতা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মূর্ব্বামূল ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; লাক্ষা ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; কাঁজি ৮ সের; দধির মাত ৮ সের। কল্কদ্রব্য—চিরতা, গজপিপুল, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশসার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুথা, পুনর্ণবা, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিটলবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কট্‌কী,

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, রেণুকা, দেবদারু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপুল, বচ, শটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমছাল, হবুষা ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ সের। যথানিয়মে পাক করিবে।

বৃহৎ জ্বরভৈরবতৈল—জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজনিত রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং সতত, তৃতীয়ক ও চতুর্থক প্রভৃতি জ্বর অথবা দুর্জ্জলজনিত জ্বর প্রত্যহ বা ৫। ৭। ১০ দিন অথবা ১ মাস পরে ২। ১ দিন মাত্র অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সমস্ত গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। অস্থিগত, মজ্জাগত প্রভৃতি বিবিধ জীর্ণজ্বরে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী।

বৃহৎ জ্বরভৈরবতৈল। তিলতৈল ৮ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—গুলঞ্চ, বাসক, নিমছাল, মূর্ব্বামূল, রক্তচন্দন, চিরতা, কালমেঘ ও নিসিন্দাপাতা; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১০০ তোলা, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, আতইচ, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, পিপুল, পিপুলমূল, সজিনাবীজ, শালপাণি, লাক্ষা, পটোলপত্র, ধনে, কুড়, চিরতা, চাঁপামূলের ছাল, মূর্ব্বামূল, অশ্বগন্ধা, সরলকাষ্ঠ ও কণ্টিকারী; ইহাদের প্রত্যেকের ১২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

জ্বরে পথ্যাপথ্য-বিধি

নবজ্বরে পথ্য

নবজ্বরে রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস প্রদান করাই কর্ত্তব্য। উপবাস দ্বারা আমরস ও বাতাদি দোষের পরিপাক হয়। এই লঙ্ঘনবিধি বাতাদি দোষের পরিপাকভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে, পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে ও শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশ রাত্রিতে দোষের ও আমরসের পরিপাকান্তে প্রশমিত হয়। অতএব ঐসমস্ত নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ঐসমস্ত দিনের মধ্যেও বাতাদি দোষ ও আমরসের পরিপাক হইলে এবং জ্বরবেগ মন্দীভূত হইলে রোগীকে হিতকর পথ্য (যবাগু প্রভৃতি) প্রদান করিবে। অগ্নির অল্পতাসত্ত্বে অল্প খৈর মণ্ড প্রদান করিবে, যেহেতু ইহা সহজে জীর্ণ হয়। খৈর মণ্ড কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ জ্বরাতিসারনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে পীড়িত ব্যক্তি এবং

গর্ভিণী স্ত্রী জ্বররোগে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষুধাভিভূত হইলে দেশ (জলাভূমি, উচ্চভূমি, উচ্চস্থান বা পার্ব্বত্যস্থান), কাল (বর্ষা, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ইত্যাদি) অনুসারে জ্বরে বাতাদি দোষের শমতা ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ঐসকল দিন গণনা না করিয়াও মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথকলাই ও বনমুগ—এইসকল ডাইলের যূষ, যবমণ্ড এবং পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি ধান্যের খৈ এবং ঐসকল ধান্যের তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত অন্ন রোগীকে প্রদান করিবে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের মনুষ্যগণ প্রায়শঃ দুর্ব্বল, সুতরাং দীর্ঘকাল লঙ্ঘন সহ্য করিতে অক্ষম, এরূপ অবস্থায় একেবারে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা না করিয়া বরং তাহাদিগকে খৈর মণ্ড, খৈ, যবমণ্ড, মসূর-যূষ ও মুগের যূষ প্রভৃতি লঘু-পথ্য প্রদান করিবে, তৎপর জ্বরের নিবৃত্তি হইলেই বিবেচনাপূর্ব্বক অন্নপথ্য প্রদান করিবে।

কফপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মসূর-যূষ প্রদান করিবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মুগের যূষ এবং পিত্তজ্বরে বা বাতপৈত্তিক জ্বরে মুদ্গামলক-যূষ হিতকর, পিত্তজ্বরে দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি প্রবল থাকিলে খৈর মণ্ড উপকারী। অন্যান্য যূষও দোষ-বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করিবে। জ্বর নিবৃত্ত হইলে কফপ্রধান জ্বররোগীকে মুগের যূষসহ অন্ন প্রদান করিবে। পিত্তপ্রধান জ্বরে রোগীকে কিঞ্চিৎ চিনিসংযুক্ত মুগের যূষসহযোগে অন্নপ্রদান বিধেয়; বায়ুপ্রধান জ্বরে এবং শ্রম ও উপবাস-জনিত জ্বরে মাংসরস-সহযোগে অন্ন প্রদান করিবে। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অগ্নিবল-অনুসারে খৈর মণ্ড মসূর, মুগ প্রভৃতির যূষ প্রদান করা যাইতে পারে। খৈর মণ্ড অত্যন্ত লঘু ও সহজে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং সচরাচর তাহাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাতজ্বরের নিরাম-অবস্থায় দোষের প্রবলতা-অনুসারে পেয়া, মণ্ড ও বিলেপী ইত্যাদি প্রদান করিবে এবং জ্বরলাঘব হইলে মসূরাদির যূষসহযোগে অন্ন প্রদান করিবে।

যূষ-প্রস্তুত-বিধি

মসূর, মুগ ও কুলথকলাই প্রভৃতি দ্রব্যের কোন-একটিকে অষ্টাদশগুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিলে উহা গলিয়া কণারহিত হইয়া পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন হইলে নামাইয়া লইবে।

অন্যপ্রকারে মুদ্গযূষ-প্রস্তুত-বিধি

কুট্টিত মসূর ও মুগ প্রভৃতির কোনও একটি ৮ তোলা ; শুণ্ঠীচূর্ণ ।০ চারি আনা, পিপ্পলীচূর্ণ ।০ চারি আনা, একত্র ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে।

প্রকারান্তরে মুদ্গযূষ-প্রস্তুত-বিধি

মুগ ১৬ তোলা লইয়া ৪ সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে চটকাইতে থাকিবে এবং যখন দেখিবে, ডাইল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহাতে দাড়িমের রস ৮ তোলা এবং সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠী, ধনে, জীরা ও পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।০ চারি আনা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে।

মুদ্গামলকযূষ-প্রস্তুত-বিধি

আমলকী ২ তোলা, মুগের ডাইল একছটাক, জল দুইসের একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে, এই নিয়মে যূষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মধ্যজ্বরে পথ্য

মধ্যজ্বরে রোগীর বাতাদি দোষের প্রকোপ-হ্রাস ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করিবে এবং নিম্নলিখিত ডাইলের যূষ ও তরকারীসহ অন্ন ইচ্ছানুসারে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথকলাই ও বনমুগের যূষ এবং বেগুন, সজনে-ডাঁটা, করলা, বেতের অগ্রভাগ, পটোল, কাঁকরোল, কচিমূলা—ইহাদের যূষ ও আকনাদি, গুলঞ্চ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবন্তীশাক ও কাকমাচীশাক রোগীর অবস্থানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। ফলের মধ্যে কিস্‌মিস্, কয়েতবেল, দাড়িম ও বৈঁচি প্রভৃতি এবং অন্যান্য সুপক্বফল দেশ, কাল ও বাতাদি-দোষ-অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে প্রদান করিবে।

পুরাতনজ্বরে পথ্য

পুরাতন ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মসূর প্রভৃতি ডাইলের যূষ এবং বেগুন, সজ্‌নে প্রভৃতি ও মধ্যজ্বরে নির্দ্দিষ্ট পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে।

তদ্ভিন্ন কৃষ্ণসার, হরিণ, চড়ুই, ময়ূর, লাব, শশক, তিত্তিরি, কুক্কুট (মোরগ), বক, কুরঙ্গ, চিত্র-হরিণ, চকোর, চাতক, বটের ও কালপুচ্ছ প্রভৃতির মাংসের যূষ দেশ, কাল ও ব্যক্তি-বিশেষে দুর্ব্বলাবস্থায় প্রদান করিবে। গব্যদুগ্ধ এবং ঘৃত ও ছাগীদুগ্ধ রোগীর অগ্নিবল ও অবস্থানুসারে জীর্ণজ্বরে রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ মন্দাগ্নিব্যক্তিকে ও কফপ্রধান রোগীকে প্রায়শঃ দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করাইবে না; জীর্ণজ্বরে রোগীর রাত্রিতে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ; হরীতকী জীর্ণজ্বরে রোগীর নিত্যসেব্য। পর্ব্বতের ঝরণার জলপান, শ্বেতচন্দন গাত্রে লেপন, জ্যোৎস্না ও প্রিয়জনের আলিঙ্গন দীর্ঘকালীন পুরাতনজ্বরে অবস্থানুসারে হিতজনক। রোগীর বলাবল-অনুসারে এবং দেশ ও কালভেদে চিকিৎসক সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য যাবতীয় বিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা

জ্বরাতিসারের লক্ষণ

জ্বরে অতিসার অথবা অতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায়।

পিত্তজ্বরজনিত জ্বরাতিসারের লক্ষণ—জ্বরের প্রবলবেগ, নিদ্রার অল্পতা, বমন এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় ফোস্কার উদ্গম, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখের কটু আস্বাদ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, চক্ষু ও মূত্রের পীতাভা ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত রোগীর পিত্তপ্রধানজ্বরে যদ্যপি অতিসার উপস্থিত হয় অর্থাৎ পীত, হরিৎ বা লোহিতবর্ণের পাতলা মল নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে জ্বরাতিসার রোগ কহে।

পিত্তাতিসারজনিত জ্বরাতিসারের লক্ষণ—রোগীর পীত, হরিৎ বা লোহিতবর্ণের পাতলাদাস্ত এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা ও গুহ্যদেশে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ-সমন্বিত পিত্তাতিসারে যদ্যপি প্রবল জ্বর হয়, তাহা হইলে উহাকেও জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা-বিধি

জ্বরাতিসারের সাধারণ চিকিৎসাবিধি সন্নিপাতজ্বরে অতিসার-চিকিৎসার

অনুরূপ; কিন্তু জ্বরাতিসারে শ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ জ্বর লুপ্ত হইয়া অনেক সময় বিকার উপস্থিত হয় এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ মলমূত্রের রোধ প্রভৃতি অলসক ও বিসূচিকার (কলেরার) লক্ষণে পরিণত হয়, এই অবস্থায় বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ বিসূচিকা ও অলসক রোগের চিকিৎসাবিধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ পিত্তজ্বরে অতিসার ও পিত্তাতিসারে জ্বরজনিত উপদ্রবসকল এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। এই রোগে সাধারণতঃ দাহ, ঘর্ম্ম, অজ্ঞানতা, পিপাসা ও প্রবল জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ হস্তপদাদিতে শীতলতা, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও সময়-সময় শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি ক্রমশঃ দৃষ্ট হয় এবং অবস্থা-বিশেষে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ বমন ও দাস্ত প্রভৃতির লক্ষণও জ্বরাতিসাররূপে প্রতীয়মান হয়।

যে-কোনও প্রকারের জ্বরাতিসারই হউক না কেন, রোগীকে প্রথমতঃ পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ অর্থাৎ অগ্নিকুমাররস ও রামবাণ প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ধারক ঔষধ অর্থাৎ উশীরাদিক্বাথ ও হ্রীবেরাদিক্বাথ প্রভৃতি সেবন করাইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা করান নিতান্ত অন্যায়, কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে অনেকস্থলে জ্বরবৃদ্ধি হয় এবং বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় ধারক ঔষধের প্রয়োগে মলমূত্ররোধ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব সহসা উপস্থিত হয়। সুতরাং জ্বরঘ্ন অথচ অগ্নিবর্দ্ধক সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, প্রাণেশ্বররস প্রভৃতি প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রবলজ্বর অথবা শ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ রোগীর স্তব্ধতা এবং বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) ও বৃহৎ রত্নগর্ভ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং প্রবল উপদ্রব নষ্ট হইলে সিদ্ধপ্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, কনকসুন্দর ও উশীরাদিক্বাথ প্রভৃতি প্রদান করিবে। পিপাসা-নিবারণার্থ ষড়ঙ্গপানীয়; শ্বাস উপস্থিত হইলে শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাস-চিন্তামণি; এইরূপ দাহ ও হিক্কা প্রভৃতির নিবারণার্থ সন্নিপাতরোগে দাহ, ঘর্ম্ম, শ্বাস ও হিক্কা-চিকিৎসায় উল্লিখিত বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ রোগী চেতনা-বিহীন এবং তাহার শরীর অত্যন্ত শীতল বোধ হইলে সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসার বিধানানুসারে গাত্রে বালুকাস্বেদ-প্রদান ও মুগনাভিযোগ, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ

সেবন করান কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্বরাতিসারে বমন ও দাস্ত অত্যধিক হইলে প্রায়ই শরীর শীতল হয়, এমতাবস্থায় রোগীকে স্বেদপ্রদান না করিয়া কেবল উষ্ণবীর্য্য ও পাচক ঔষধ (বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মকরধ্বজবটী, মৃতসঞ্জীবনীসুরা) প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগীর বমন ক্রিমিজনিত কি পিত্তজনিত, তাহা পরীক্ষা করিয়া তদনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজনিত বমনে ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করিবে না, সাধারণতঃ খৈর মণ্ডই জ্বরাতিসারে প্রশস্ত পথ্য, উহার সেবনে দাহ ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরাতিসারের প্রবলাবস্থায় বাতশ্লেষ্মজনিত উপদ্রবসকল বিনষ্ট ও আম পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে উশীরাদি ও হ্রীবেরাদি প্রভৃতি ক্বাথ প্রদান করিবে। ঐসকল ক্বাথ সেবন করিলে উপদ্রবসমূহও অনেকাংশে নিবৃত্ত হয় এবং জ্বরও নষ্ট হয় বটে ; কিন্তু বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ অর্থাৎ বিসূচিকা ও অলসকরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ঐ-সকল ক্বাথ সেবন না করাইয়া উপদ্রবনাশক ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ রত্নগর্ভ প্রভৃতি এবং উদরাধ্মান-নিবারক যোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐ-সকল উপদ্রব নষ্ট হইলে পশ্চাৎ জ্বর এবং উদরাময় নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবিধ ক্বাথ সেবন করান যাইতে পারে।

জ্বরাতিসারে আমসংযুক্ত মল বা রক্তমিশ্রিত মল অত্যধিক নির্গত হইলে তৎপ্রতীকারার্থ আম ও রক্তনাশক বিবিধ যোগ ও ক্বাথ সেবন করান আবশ্যক ; কিন্তু রোগের আতিশয্যে যেসকল ঔষধে হঠাৎ আম বন্ধ হয়, তাদৃশ ধারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। আমপাচক ও পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরাতিসাররোগে পৃথগ্রূপে জ্বরের ও অতিসারের ঔষধ সেবন করাইলে কোনও উপকার হয় না। কারণ অতিসারের ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে অনেকস্থানে জ্বর মৃদু বা প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়, আবার কেবল জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা অতিসারের উপকার হয় না ; সুতরাং এই রোগে জ্বর ও অতিসার উভয় রোগনাশক একই ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়, জ্বরের প্রবলতা থাকিলে আমরস ও আমদোষ-পাচক জ্বরঘ্ন অথচ পিত্তজ্বরনাশক আগ্নেয় ঔষধ, যথা—কনকসুন্দর, আনন্দভৈরব ও বৃহৎ কস্তুরী-ভৈরব প্রভৃতি, সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বরের অত্যন্ত প্রবলতা দৃষ্ট হইলে

অবস্থাবিশেষে জ্বরঘ্ন জয়াবটী ও আগরকস্তুরী প্রভৃতি ঔষধ, ধারক ও আগ্নেয় অনুপান অর্থাৎ জীরাচূর্ণ বা মুথার রস প্রভৃতির সংযোগে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়; কিন্তু এই মত শাস্ত্রকারগণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—"জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায়শঃ ভেদক এবং অতিসারনাশক ঔষধ মলরোধক, এই অবস্থায় জ্বরাতিসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিলে মলভেদ এবং অতিসারনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে মলবদ্ধ হইয়া জ্বরবৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু যেসমস্ত জ্বরঘ্ন ঔষধ ভেদক নহে, কেবলমাত্র অগ্নিবর্দ্ধক, সেইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই; অনুপান-বিশেষে ঐসকল ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিয়া আমরা অনেক সময়ই সুফল লাভ করিয়াছি।" পিত্তাতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ও মহাগন্ধক প্রভৃতি ধারক অথবা জ্বরঘ্ন ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, উভয়বিধ অবস্থায়ই যে রোগের প্রবলতা দেখিবে, সেই প্রবল মুখ্যরোগনাশক অথচ অন্যরোগ-প্রশমক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অতিসার নিবৃত্ত ও জ্বর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে জ্বরঘ্ন অথচ অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করিবে। এইসকল অবস্থায় ধারক ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিলে রোগীর অনেকদিন পর্য্যন্ত মৃদুজ্বর ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষিত হয়; সুতরাং ঐ অবস্থায় নিরামজ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং অতিরিক্ত দাস্ত ও বমির জন্য শরীর দুর্ব্বল হইলে মকরধ্বজবটী ও বৃহৎ মকরধ্বজবটী প্রভৃতি রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসারে যাবৎ রোগী সবল না হয়, তাবৎ গুরুপাকদ্রব্য-সেবন নিষিদ্ধ, এই অবস্থায় স্নানাহার-বিষয়ে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

জ্বরাতিসাররোগে ঔষধ

হ্রীবেরাদিক্বাথ—জ্বরাতিসাররোগে রোগীর পাতলা দাস্ত অথবা মলের পিচ্ছিলতা, আম ও রক্তসংযুক্ত মলত্যাগ, উদরে অর্থাৎ নাভিস্থলে আমের বেদনা এবং আমের বদ্ধতা ও জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া প্রাতে একবার বা অবস্থা-বিশেষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরবিহীন-অবস্থায়ও উদরাময়ের ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ক্বাথ ব্যবস্থা করা যায়।

হ্রীবেরাদিক্বাথ। বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে; এই ছয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

উশীরাদিক্বাথ—জ্বরাতিসারে রোগীর অরুচি, জ্বর, পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা অথবা আমরক্তসংযুক্ত-মলনির্গমন ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ক্বাথ প্রাতে ১ বার অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিতে দিবে। বিজ্বরাবস্থায়ও ঐসকল উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

উশীরাদিক্বাথ। বেণার মূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, লোধ ও বেলশুঁঠ; এই নয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ—জ্বরাতিসারে রোগীর বমনবেগ, অরুচি, পিপাসা, গাত্রদাহ ও পাতলা দাস্ত এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ। গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুথা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ; এই ত্রয়োদশটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা পাকশেষ ৮ তোলা।

কলিঙ্গাদিক্বাথ—জ্বরাতিসারে রোগীর জ্বর, পাতলা দাস্ত, উদরে বেদনা, বিশেষতঃ দাহ প্রবল থাকিলে প্রাতে ১ বার বা অবস্থাভেদে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কলিঙ্গাদিক্বাথ। ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, বালা ও দুরালভা; এই ছয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

জ্বরাতিসারে রোগীর শোথ থাকিলে নিম্নলিখিত কিরাতাদিক্বাথ বা নাগরাদিক্বাথ—এই দুইটির যে-কোন একটিতে বিশেষ উপকার হয়। প্রাতঃকালে ক্বাথ তৈয়ার করিয়া দুইভাগ করতঃ প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিবে।

কিরাতাদিক্বাথ—চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, চন্দন, বালা, ইন্দ্রযব; এই সাতটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নাগরাদিক্বাথ—শুঁঠ, আতইচ, মুথা, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব; এই ছয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ—জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা দাস্ত বা আম-সংযুক্ত-মলনির্গম, বমন, উদরে বেদনা ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব; এই পনরটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা—জ্বরাতিসারে রোগীর উদরে বেদনা কামড়ানি, জ্বর এবং রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা। ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, জামের বীজ ও আমের বীজের শাঁস, কয়েতবেলের পাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, চামার-কসা, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইপুষ্প ও বটের শুঙ্গা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া চাউলধোয়া জলে পেষণপূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

ব্যোষাদ্যচূর্ণ—জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা দাস্ত অথবা আম ও রক্তসংযুক্ত-মলনিঃসরণ, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ মধু বা চাউলের জলের সহিত সেবন করাইবে। ইহা গ্রহণী, রক্তমেহ, প্লীহা, পাণ্ডু, কামলা ও উদরাময় এবং তজ্জনিত শোথ বিদ্যমান থাকিলেও ব্যবস্থা করা যায়।

ব্যোষাদ্যচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, রক্তচিতা, কট্‌কী আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, কুড়চিছালচূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৵০ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস—জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা অথবা ঈষৎ আমসংযুক্ত দাস্ত এবং উদরে বেদনা, গুড়্‌গুড়্ শব্দ ও জ্বর ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কেবল অতিসারে এবং বাতজ গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। রোগের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু বা চাউলের জল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রাণেশ্বররস—জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা দাস্ত অথবা আম-সংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা, জ্বর বা অজীর্ণ ইত্যাদি উপদ্রব

দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কেবল উদরাময় দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়; রোগের অবস্থানুসারে দিবারাত্রে ২। ৩ বা ৪ বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

প্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকসুন্দররস—জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা দাস্ত, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ ও তৎসঙ্গে জ্বরের আধিক্য দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অগ্নিমান্দ্য ও শ্লৈষ্মিক অতিসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

কনকসুন্দররস। হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ ও ধুস্তূরবীজ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অমৃতার্ণবরস—জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা দাস্ত অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। দাহ, পিপাসা, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ বা পেটকামড়ানি ইত্যাদি উপদ্রবসংযুক্ত আমরক্তাতিসারে ও অতিসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দৃষ্ট হয়। এই ঔষধ গ্রহণী ও অধোগত অম্লপিত্তেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গান্দালপাতার রস অথবা ধনে ও জীরার কাথ কিংবা মুথার রস ও মধু।

অমৃতার্ণবরস। হিঙ্গুলোত্থরস, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, শটীর পালো, ধনে, বালা, মুথা, আকনাদি, জীরা ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া ছাগীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৩ রতি।

মহাগন্ধক—জ্বরাতিসারে রোগীর আম ও রক্তসংযুক্ত-মলনির্গম, উদরে বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বালক, বৃদ্ধ ও প্রসূতির জ্বরে উদরাময় হইলে এই ঔষধের প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুর উদরাময় ও প্রবাহিকারোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু বা জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা গান্দালপাতার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আনন্দভৈরবরস—জ্বরাতিসারে রোগীর জ্বর প্রবল হইলে এবং দাস্ত, উদরে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ উপস্থিত হইলে অথবা অজীর্ণতাবশতঃ রোগীর জ্বরপ্রকাশ ও তজ্জন্য অতিসার হইলে এই ঔষধ জীরাচূর্ণ ও মধুসহ

সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্যবশতঃ আমরসের সঞ্চারহেতু গাত্রাদির বেদনায় পানের রস ও মধুসহ প্রশস্ত, কাসরোগে পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে উপকার হয়।

আনন্দভৈরবরস। হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও গন্ধক; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জম্বীররসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মৃতসঞ্জীবনীবটী—জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল জ্বরবেগ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে জীরাচূর্ণ ও মধু বা শীতলজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিসূচিকারোগেও প্রশস্ত।

মৃতসঞ্জীবনীবটী। পিপুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা ও হিঙ্গুল ২ তোলা; একত্র করিয়া জম্বীররসে মর্দ্দন করিবে। বটী মূলার বীজের ন্যায়।

জ্বরাতিসারে উপদ্রব-চিকিৎসা

জ্বরাতিসারে বমন-চিকিৎসা

চন্দ্রকান্তিরস—জ্বরাতিসারে রোগীর উপর্য্যুপরি বমন হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু বায়ু বা শ্লেষ্মজনিত বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ জ্বরাতিসারে বিসূচিকা বা অলসকের লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই অবস্থায় বমন-নিবারক এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রবলতাপ থাকিতেই এই ঔষধ বমন-নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—জ্বরাতিসারে জ্বরের প্রবলতা এবং পিত্তের প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসার হইতে কখনও অলসক বা বিসূচিকা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ। বায়ুপিত্তপ্রধান শরীরেই এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে তৃষ্ণা-চিকিৎসা

ষড়ঙ্গপানীয়—জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল পিপাসা হইলে এই জল রোগীকে পিপাসা-নিবারণার্থ অল্প-অল্প-পরিমাণে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বর এবং পিপাসা উভয়ই বিনষ্ট হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়—জ্বরাতিসারে রোগীর পিপাসা হইলে রোগীকে এই ত্রিবিধ যোগের যে-কোন একটি যোগ সেবন করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে দাহ-চিকিৎসা

দাহান্তকলৌহ—জ্বরাতিসারে রোগীর জ্বরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং নিরন্তর দাহ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—সাদাচন্দন-ঘষা ও মধু।

দাহান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহহরলেপ—জ্বরাতিসারে রোগীর অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীর গাত্রে সেচন বা লেপন করিবে।

দাহহরলেপ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে জ্ঞানহীনতা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, হিমাঙ্গ ও শ্লৈষ্মিকবিকারের চিকিৎসা

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)—জ্বরাতিসারে রোগীর জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইলে অথবা কফের প্রবলতাবশতঃ শরীর শীতল বা নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় এবং জ্বরের প্রবলতাবশতঃ রোগীর বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ তালের শাঁসের রসসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ রত্নগর্ভ—জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল অতিসার, বমন, জ্ঞানহীনতা এবং হস্তপদাদির সঙ্কোচ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষঘষা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। রৌপ্য ২ ভাগ এবং স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, অভ্র, লৌহ, সীসক, হরিতাল, লবঙ্গ, জটামাংসী, তেজপত্র, দারুচিনি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কর্পূর, জাতিফল ও জয়িত্রী ; এইসকল দ্রব্য একভাগ লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কফকেতু—জ্বরাতিসারে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ঘড়্ঘড়্ শব্দ এবং বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধ বিকার দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষঘষা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ—জ্বরাতিসারে রোগীর ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, জ্ঞানলোপ, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় বা লোপ হইলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীকে ঔষধ সেবন করান অসাধ্য হইলে মস্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া সেইস্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিবে। ঔষধ-প্রয়োগে নাড়ীর গতি ও শ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করিয়া যথোচিত শৈত্যক্রিয়া করিবে। একটি বটীর প্রয়োগে উপকার না হইলে ক্রমশঃ ২।৩টি বটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। প্রস্তুতবিধি ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে পথ্যাপথ্য-বিধি

জ্বরাতিসারে রোগীর মল যাবৎ তরল থাকে ও জ্বর নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ খৈর মণ্ড ও যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। জ্বর ও উদরাময়ের নিবৃত্তি এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মধ্যজ্বরে নির্দ্দিষ্ট পথ্য প্রদান করিবে ও অন্নপথ্য দিবে। অগ্নিবলের বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত রোতর-দুগ্ধ, অম্লদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎসা

প্লীহাবৃদ্ধির লক্ষণ

উদরের বামপার্শ্বে প্লীহা অবস্থিতি করে। পিত্তবর্দ্ধক ও কফজনক দ্রব্য পুনঃপুনঃ ভক্ষণ করিলে তদ্দ্বারা রক্ত ও কফ বিকৃত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধিত হয়। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্লীহারোগ কহে। এই রোগে প্রায়ই কফ ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

রক্তজ প্লীহার লক্ষণ—রক্তজ প্লীহারোগে ক্লান্তি, ভ্রম, বিদাহ, বিবর্ণতা, শরীরের গুরুত্ব, মোহ ও উদরের রক্তাভা—এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ—জ্বর, পিপাসা, দাহ ও মোহ এবং শরীরের পীতাভা অর্থাৎ পাণ্ডুতা—এইসমস্ত পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ। পৈত্তিক প্লীহায় রোগীর শরীরে পাণ্ডুতার আধিক্য হইলে দ্রবমল নির্গত অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় জন্মে, কোন-কোনও স্থলে পাণ্ডুরোগের লক্ষণসকলও প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক প্লীহার লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক প্লীহারোগে প্লীহা অল্পবেদনা-যুক্ত ও প্রস্তরখণ্ডবৎ কঠিন এবং অত্যন্ত গুরু বোধ হয় ও রোগীর অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকে। শ্লৈষ্মিক প্লীহার আকার অর্দ্ধচন্দ্র বা বেলের মোরব্বার ন্যায়।

বাতিক প্লীহার লক্ষণ—প্রত্যহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত অর্থাৎ পেটফাঁপা এবং প্লীহার বেদনা—এইসমস্ত বাতিক প্লীহার লক্ষণ। ত্রিদোষের লক্ষণসমূহ প্লীহায় প্রকাশ পাইলে তাহাকে সান্নিপাতিক প্লীহা কহে। উহা অসাধ্য। বাতজ অর্শ, বাতিক প্লীহার ও প্লীহোদরের কারণ। অর্শ অনেকস্থানে প্লীহার উপসর্গরূপে দৃষ্ট হয়।

প্লীহোদরের লক্ষণ—প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধিবশতঃ উদরীরোগ হইলে তাহাকে প্লীহোদর কহে। প্লীহোদরে শোথ, আধ্মান, দাহ, তন্দ্রা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, মূত্রাল্পতা, বায়ুর রুদ্ধতা ও মন্দাগ্নি ইত্যাদি উপসর্গ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়।

যকৃদ্‌বৃদ্ধির লক্ষণ

উদরের দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত। ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্লীহারোগের ন্যায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যকৃদ্‌রোগ নামে অভিহিত হয় এবং বাতাদি দোষভেদে প্লীহারোগের লক্ষণসকল যকৃদ্‌রোগে পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ পৈত্তিক যকৃতে জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ ও শরীরের পাণ্ডুতা, দ্রবমল অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় ও অরুচি প্রকাশ পায়। পাণ্ডুরোগের আতিশয্যে তদীয় লক্ষণসমূহ প্রবলরূপে অনেকস্থানে প্রকাশ পায় ও যকৃতের ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়। বাতিক যকৃদ্‌রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত ও যকৃতে বেদনা এবং শ্লৈষ্মিক যকৃদ্‌রোগে যকৃতে অল্প বেদনা ও যকৃতের কাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

যকৃতের শুষ্কতা (Cirrhosis of the Liver)—পাণ্ডু, জলোদর, ক্ষীণতা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগাবস্থায় যকৃন্মধ্যস্থ সংযোজক তন্তুর পুরাতন প্রদাহবশতঃ যকৃৎ কঠিন ও দৃঢ় হইলে এবং নিঃসারক কোষগুলির শুষ্কতা জন্মিলে তাহাকে 'যকৃতের শুষ্কতা' (Cirrhosis of the Liver,) বলে। ইহা 'সুরাপায়িগণের রোগ' নামে পরিচিত। অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলে পরিণামে এই রোগ হইতে দেখা যায়। কখনও কখনও উপদংশ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ও সীসক-ভক্ষণ-জনিত বিষক্রিয়ার পরিণামে ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিশুদিগেরও এই রোগ হইয়া থাকে।

রোগের প্রথম অবস্থায় কখনও কখনও যকৃৎ বিবর্দ্ধিত থাকিতে পারে, কখনও বা কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ দৃঢ় ও কঠিন হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহার ওজন ও বৃদ্ধির হ্রাস হয়। ক্রমশঃ যকৃতে বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দানা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতিহারিণী মহাশিরা (Portal Vein) দ্বারা রক্তসঞ্চালনে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও পিত্তনলিকা সঙ্কুচিত হয়।

ইহাতে জিহ্বা ক্ষারযুক্ত, যকৃৎপ্রদেশে ভারবোধ, ক্ষুধামান্দ্য, বুকজ্বালা, আধ্মান, কখনও তরল, কখনও শক্ত মল ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। মাথাধরা, অস্থিরতা ও গলনালীর পশ্চাদ্দেশে শ্লেষ্মার সংগ্রহ

হয়। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের অবয়বের হ্রাস, প্লীহার বৃদ্ধি, রক্তাতিসার ও পরিণামে জলোদর হইতে দেখা যায়। উদরে জল সঞ্চিত হইবার পর উদরের শিরাসকল স্ফীত হয়। শেষাবস্থায় কখনও কখনও মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত উঠিয়া রোগীর প্রাণনাশ হয়।

প্রথম অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যথা—নবায়সচূর্ণ, ধাত্রীলৌহ, কাঙ্কায়ণগুড়িকা। এই রোগে নিয়মিত-ভাবে রোগীর কোষ্ঠপরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। রোগের পরিণত অবস্থায় জলোদর বা পাণ্ডু, কামলা ইত্যাদি দেখা দিলে উক্ত অধিকারোক্ত ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিলে সুফল দর্শে।

যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ

যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উদরীরোগও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাকে যকৃদ্দাল্যুদর কহে। এই অবস্থায় হস্তপদাদিস্থানে শোথ, মূত্র ও বায়ুর রুদ্ধতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা, আধ্মান, দাস্ত ও তন্দ্রা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্লীহা ও যকৃদ্‌বিদ্রধির লক্ষণ

প্লীহায় বিদ্রধি অর্থাৎ বিস্ফোটক উৎপন্ন হইলে উচ্ছ্বাসের অবরোধ এবং যকৃতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে শ্বাস ও হিক্কা উপস্থিত হয়। প্লীহা ও যকৃদ্‌-বিদ্রধির চিকিৎসা ও পক্কাপক্কতা এবং প্লীহাও যকৃৎস্থিত পূঁয ও রক্তের ঊর্দ্ধাধোগতিভেদে সাধ্যাসাধ্য-নিরূপণ প্রভৃতি বিদ্রধি-চিকিৎসায় বর্ণিত হইবে।

যকৃদ্‌বিদ্রধি (Liver Abscess)—যকৃৎকোষের ব্যাপ্ত বা সীমাবদ্ধ প্রদাহের পরিণামে পূঁযযুক্ত এক বা একাধিক স্ফোটক উৎপন্ন হয়। ইহাকে যকৃদ্‌বিদ্রধি বলে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই রোগ প্রায়ই দেখা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ রক্তাতিসার রোগের পরে অথবা অভিঘাত, অত্যধিক সুরাপান, উণ্ডুকপুচ্ছ প্রদাহ হইতে কখনও কখনও বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরের (typhoid) পর পিত্তাশ্মরী-জনিত পিত্তনালীর প্রদাহে অথবা মাছের কাঁটা প্রভৃতি বাহ্যপদার্থ আমাশয় ভেদ করিয়া যকৃতে গমন করিলে তথায় স্ফোটক উৎপন্ন হয়।

ইহাতে অনিয়মিত জ্বর, যকৃৎপ্রদেশ চাপিলে বেদনা ও যকৃতের ক্রিয়া-বিকার প্রভৃতি সাধারণতঃ দেখা যায়। সাধারণতঃ পূঁযোৎপত্তি হইলে যকৃৎ-প্রদেশে বেদনা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু কখনও কখনও পূঁযোৎপত্তি আরম্ভ হইলে বেদনার উপশম হয়। যদি যকৃতের উর্দ্ধপ্রদেশে বিদ্রধি হয় এবং মহাপ্রাচী বা পেশীর উপরিস্থিত ফুস্ফুসের তলদেশে তাহার চাপ পড়ে, তাহা হইলে শ্বাস, কাস প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। যকৃতের নিম্নপ্রদেশে স্ফোটক হইলে যদি আমাশয়ের উপরে চাপ পড়ে, তাহা হইলে বমনবেগ উপস্থিত হয়।

ইহাতে জ্বর অনিয়মিত, সচরাচর বৈকালে বৃদ্ধি পায়, শীত, কম্প ও নৈশঘর্ম্ম দেখা দেয়। নিদ্রাভঙ্গে রোগী অতিশয় দুর্ব্বলতা বোধ করে। অধিকাংশস্থলে জিহ্বা ও মুখের অভ্যন্তর শুষ্ক হয়। বমন, উদরাময়, কখনও কখনও রক্তাতিসারও দেখা দেয়। প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও গাঢ় হলুদরঙের হইয়া থাকে। সচরাচর ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণতা-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উরোগ্রহের লক্ষণ

হৃদয়ের অধোদেশে প্লীহা ও যকৃতের মধ্যস্থ অন্ত্র ও মাংস সদ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উরোগ্রহরোগ উৎপন্ন হয়। ইহার আকৃতি কচ্ছপ বা সর্পের ন্যায়। এই রোগে রোগীর বুক্কাগ্রস্থিত শিরাসকল তম্র, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং জ্বর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ হয়।

প্লীহা ও যকৃৎ-চিকিৎসা-বিধি

জ্বরের দীর্ঘকাল অবস্থানবশতঃ ও অন্যান্য কারণে প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের স্থান; হৃদয় হইতে রস যকৃতে আগমন করিয়া রঞ্জকপিত্ত-সহযোগে লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং রক্তনামে অভিহিত হয়। বিবিধ কফজনক ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যের সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হওয়ায় ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত বা হজম হইতে পারে না, সুতরাং ঐ অবস্থায় অম্লাদিরস উৎপন্ন হয় ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়, এইজন্যই পাচকাগ্নি দূষিত হইলে রঞ্জকপিত্তের আধার যকৃৎ ও প্লীহা উভয়ই বিকৃত হয়, অতএব প্লীহা ও যকৃদ্রোগে অনায়াসে জীর্ণ হয়, এতাদৃশ অগ্নিবলবর্দ্ধক লঘুপাক দ্রব্য সেবন করা কর্ত্তব্য, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করা একেবারে নিষিদ্ধ।

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগের চিকিৎসাকালে রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ হস্ত দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত। প্লীহা বা যকৃৎ টিপিলে বেদনা অনুভূত হয় কিনা, উহা কঠিন কি কোমল, রোগীর জ্বর আছে কিনা, শরীরের, বিশেষতঃ উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গের রক্তিমা বা পাণ্ডুতা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা স্বাভাবিক কোষ্ঠ, প্লীহা বা যকৃতে বাতাদি কোন্ দোষের লক্ষণ বিদ্যমান, হস্তপদাদিস্থানে শোথ এবং উদরীরোগ বা প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা ইত্যাদি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে জ্বর—জ্বর হইবার পর প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হউক অথবা অন্যান্য কারণে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিহেতু জ্বর হউক, উভয় অবস্থাতেই প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রায় তুল্যরূপ। কেবল জ্বরের প্রবলাবস্থায় প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে বাতাদি-দোষনাশক জ্বরঘ্ন ঔষধের উপর বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বৃহৎ চূড়ামণি, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ এবং উদরাময় থাকিলে পুটপক্কবিষম-জ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ ও সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে; যেহেতু জ্বর নিবৃত্ত না হইলে প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না এবং প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে জ্বরও প্রায়শঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু পুনঃপুনঃ জ্বর হইতে থাকে। অতএব উভয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইলে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য কারণবশতঃ প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিহেতু অল্পজ্বর থাকিলে প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগনাশক ঔষধ, যথা—মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ, প্লীহার্ণবরস প্রভৃতি, প্রয়োগ করিলে জ্বর প্রায়শঃ নষ্ট হয়। তজ্জন্য পৃথক্ জ্বরঘ্ন-ঔষধ-প্রয়োগের প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না। প্লীহা বা যকৃদ্‌রোগে অহিতাচরণবশতঃ জ্বরবৃদ্ধি হইলে পৃথক্ জ্বরঘ্ন-ঔষধের প্রয়োজন হয়। জ্বর হইবার পর প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হইলে এবং ঐ জ্বরের বেগ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া আসিলে সেই অবস্থাতেও প্লীহা-যকৃন্নাশক-ঔষধ, যথা—লোক-নাথরস, বৃহৎ লোকনাথরস, রোহিতকলৌহ প্রভৃতি, বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ রসায়নশাস্ত্রবলে রোগের কারণভূত বাতাদি দোষ ও বিবিধ রোগনাশক দ্রব্যের সমষ্টিযোগে এক-একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন

বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে উহার একটি ঔষধের প্রভাবেই অনেক রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। (১)

প্লীহা বা যকৃতে বেদনা—বাতাদি-দোষভেদে প্লীহা বা যকৃতে বেদনা রোগের প্রায় প্রত্যেক অবস্থাতেই দৃষ্ট হয়। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম বৃদ্ধিকালে, উদরীরোগে পরিণতাবস্থায় অর্থাৎ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদর-রোগে পিত্তাধিক্যবশতঃ পাণ্ডুতার আতিশয্যে এবং বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে বেদনা লক্ষিত হয় এবং দোষভেদে প্লীহা ও যকৃতের হ্রাস-অনুসারে প্লীহা ও যকৃতের বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে। যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ বেদনা অনেক সময় হৃদয়, কুক্ষি ও পার্শ্বদেশে ধাবিত হয় এবং শ্বাসে কষ্টবোধ হয়। যকৃতের বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে মাথার বেদনাও দৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে, যেহেতু এইসময় অনেক রোগীর জ্বরবৃদ্ধি হয় ও বিবিধ বিপদের আশঙ্কা থাকে; সুতরাং এই অবস্থায় প্লীহা ও যকৃতের স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। যকৃদ্‌রোগে দক্ষিণহস্তস্থিত কনুইর অভ্যন্তরস্থ শিরা এবং প্লীহা-রোগে বামহস্তস্থিত কনুইর শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্ত-মোক্ষণার্থ শিরা বিদ্ধ করা সম্ভবপর না হইলে বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং প্লীহা ও যকৃতের স্থানে তার্পিণ মালিশ করিয়া গরমকাপড় (বনাত, কম্বল প্রভৃতি) উষ্ণ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে অথবা উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা স্বেদ দিবে; বেদনাকালে রোগীর উদর বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্লীহা ও যকৃন্নাশক বিরেচক ঔষধ, যথা—প্লীহাশার্দ্দূলরস, লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস, প্লীহান্তকরস, যকৃৎপ্লীহারিলৌহ, অভয়ালবণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। ঐ অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু অল্পজ্বর থাকিলে তাহা এইসমস্ত ঔষধেই প্রায়শঃ বিনষ্ট হয়, পৃথক্ ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় না। এইসমস্ত বিরেচক ঔষধ রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। রোগীর বিরেচন সহ্য না হইলে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কেবলমাত্র রোগের বলাবল-অনুসারে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্যান্য প্লীহানাশক ঔষধ প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। যাহাদের পিত্তাধিক্যবশতঃ অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় হয়, তাহাদের পক্ষে বাহ্য স্বেদ এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ রোহিতকলৌহ, লোকনাথরস, যকৃদরিলৌহ বা প্লীহার্ণবরস প্রভৃতি

প্রযোজ্য। ঐ সঙ্গে জ্বর প্রবল থাকিলে জ্বরঘ্ন ঔষধ, যথা—পুটপক্কবিষম-জ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি, বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করান আবশ্যক; শোথ দৃষ্ট হইলে অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক ঔষধ, যথা—ত্র্যষণাদ্যলৌহ, কটুকাদ্যলৌহ ও শোথকালানল প্রভৃতি এবং মাণমণ্ড-পথ্য প্রদান করিবে। বেদনার জন্য সাধারণতঃ শূলহরণযোগ ও শঙ্খাদিচূর্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যকৃদ্‌বৃদ্ধিবশতঃ ঐ বেদনা পার্শ্ব, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে ধাবিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। (২)

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা—প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বেদনার হ্রাস, বৃদ্ধি বা অভাব-অনুসারে প্রত্যেক অবস্থায় তীব্র বিরেচক প্লীহারিরস (মতান্তরে) ও প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সপ্তাহে ২।১ দিন সেবন করাইবে। (৩)

যকৃৎ ও প্লীহারোগে পাণ্ডুতা—পিত্তাধিক্যবশতঃ শরীর, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি পাণ্ডু বা হরিদ্রাবর্ণ হইলে যকৃৎস্থিত পিত্তের বিকৃতি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় পিত্তশান্তিকর নবায়সচূর্ণ ও দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে; যেহেতু ঐসকল ঔষধ রক্তবর্দ্ধক অথচ পাচক এবং পিত্তশান্তিকর। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পাণ্ডু ও কামলারোগে সপ্তাহে ১ দিন বা ২ দিন তীব্র বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে। প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে কামলা অথবা পাণ্ডুরোগের উৎপত্তি হইবার পর উদরবৃদ্ধি, শোথ ও উদরাময় হইলে (প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ ব্যতীত) প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগ কষ্টসাধ্য বুঝিতে হইবে। সেই অবস্থায় শোথ ও উদরাময়-নিবারণার্থ পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর, পুনর্ণবা-মণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু অবস্থাবিশেষে কামলারোগের তাদৃশ প্রবলতা দৃষ্ট না হইলে নবায়সচূর্ণ ও দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে এবং কামলা ও পাণ্ডুতার স্বল্পতা বা প্রবলতা—এই উভয় অবস্থায় শোথবৃদ্ধি হইলে মাণমণ্ড-পথ্য প্রদান করিবে। প্লীহা বা যকৃদ্‌বৃদ্ধি-নিবারণার্থ লোকনাথ-রস বা বৃহৎ লোকনাথরস প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পাণ্ডু বা কামলার অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইলে এবং প্লীহা ও যকৃতের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অথচ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে তীব্র বিরেচক ঔষধ প্রদান

করিবে না। সাধারণতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও শোথনাশক অথচ প্লীহা ও যকৃদ্-নিবারক ঔষধ অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, নবায়সচূর্ণ বা দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে। রোগীকে লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধান্ন-পথ্য দিবে। শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে মাণমণ্ড অতি উত্তম পথ্য। (৪)

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে উদরী—প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ উদরীরোগের বৃদ্ধি হইলে প্লীহা ও যকৃন্নাশক ঔষধ সেবন করাইবে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিরেচনার্থ ২।৩ দিন অন্তর প্লীহাচিকিৎসায় উক্ত বিরেচক ঔষধ—প্লীহারিরস ও প্লীহাযকৃদরিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে। প্লীহোদরে প্লীহাবৃদ্ধিবশতঃ উহা অতিশয় কঠিন হইলে বর্দ্ধমানাপিপ্পলী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদররোগে রোগের প্রকোপ-অনুসারে যাহাতে প্রত্যহ ২।১ বার কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিলে আরও উপকার হয়। (৫)

প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে শোথ—হস্ত, পদ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে পুনর্ণবাষ্টকক্কাথ, পথ্যাদিকাথ ও ত্র্যূষণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বাতাদি দোষ এবং মল ও মূত্রের যথোচিত নির্গম বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ঐসমস্ত ক্কাথের প্রস্তুতকালে হরীতকী প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক দ্রব্য (দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ-মাত্রায়) ক্কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং প্রস্রাব কম হইলে মূত্রবৃদ্ধিকারক ত্র্যূষণাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রদান করিবে। প্লীহোদরে শোথ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ঐসমস্ত ঔষধ প্রদান না করিয়া প্লীহা ও যকৃন্নিবারক, শোথনাশক অথচ অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও চিত্রকাদিলৌহ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে এবং শোথনিবারণার্থ মাণমণ্ড-পথ্য প্রদান করিবে। এই অবস্থায় শরীরে পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে নবায়সচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করান আবশ্যক। (৬)

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে বমন—যকৃৎ ও প্লীহারোগে অনেক বমন হয় ও তাহাতে রক্তনিঃসৃত হইতে দেখা যায়। এইরূপ বমন

হইলে রোগীকে শর্করাদ্যলৌহ, রক্তপিত্তান্তকরস বা আমলাদ্যলৌহ অবস্থা-বিশেষে সেবন করাইবে। (৭)

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে সাধারণতঃ প্লীহা ও যকৃৎ অত্যন্ত কঠিন হইলে শঙ্খদ্রাবক, মহাদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধ রোগীর বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে সেবন করাইবে এবং কাস ও জ্বর হইলে সেই সেই রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্বরারি অভ্র, বৃহৎ চূড়ামণি, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ এবং কাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে লক্ষ্মীবিলাসরস, চন্দ্রামৃতরস ও নিত্যোদয়রস প্রভৃতি ঔষধ কাসের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে; যেহেতু কাস ও জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনেকস্থানে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। দীর্ঘকালব্যাপী প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যঘৃত, চিত্রকঘৃত ও রোহিতকঘৃত প্রভৃতি প্রথমে অল্পমাত্রায় সেবন করাইয়া সহ্য করাইয়া লইবে। জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে অগ্নিবল-অনুসারে ঘৃত সেবন করাইবে। উপদ্রবসমূহ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঘৃত-প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

উরোগ্রহ-চিকিৎসাবিধি

উরোগ্রহরোগে হৃদয়াশ্রিত মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়। এই রোগ অত্যন্ত কষ্টকর। মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইলে উহাতে বেদনা উপস্থিত হয় এবং ঐ বেদনা অনেকসময়ে হৃদয়াভিমুখে গমন করে। এই অবস্থায় স্বেদপ্রদান কর্ত্তব্য। রোগীর শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে শোথকালানলরস বা বারিশোষণরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে ঔষধ

লশুনাদ্যযোগ—এই ঔষধ প্লীহাবৃদ্ধির অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে।

লশুনাদ্যযোগ। শোধিত রশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী; সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

শঙ্খযোগ—প্লীহা, যকৃৎ বা অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ প্রাতে শীতলজলসহ সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খযোগ। শঙ্খনাভিভস্ম ৵০ ছটাক লইয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে সাতবার ভাবনা দিবে। মাত্রা—৶০ আনা বা ।০ আনা।

চিত্রকযোগ—প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে রোগীকে এই যোগ প্রাতে পাকাকলার মধ্যে পূর্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে। ক্রমশঃ ৫।৭ দিন এইরূপভাবে সেবন করান আবশ্যক।

চিত্রকযোগ। রক্তচিতার মূল শিলায় পেষণ করিয়া উহার দ্বারা ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকার ২।৩টি কলার মধ্যে পূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে।

যমানিকাদিচূর্ণ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং উহাতে বেদনা থাকিলে কিংবা রোগীর উদারাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এই চূর্ণ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজলসহযোগে সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাদিচূর্ণ। যমানি, রক্তচিতার মূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল ও পিপ্পলী; এইসকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৶০ আনা বা ।০ আনা।

অপামার্গলবণ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহাতে বেদনা হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলের সহিত সেবন করাইবে।

অপামার্গলবণ। আপাঙ্ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটি ৷।০ পোয়া লইয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ির মুখ আবৃত করতঃ অগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৷০ আনা বা ৶০ আনা।

অর্কলবণ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং উহাতে বেদনা অনুভূত হইলে প্রাতে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উষ্ণবীর্য্য, অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হইলে মাথা ঘুরিতে থাকে ও শরীর দুর্ব্বল হয়; সুতরাং প্রথমতঃ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শীতল জল।

অর্কলবণ। আকন্দপাতা ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকের অর্দ্ধসের লইয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ির মুখ আবৃত করতঃ অগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৷০ আনা বা ৶০ আনা।

রোহিতকাদ্যচূর্ণ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর জ্বরবৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উষ্ণবীর্য্য। জ্বরের সহিত প্লীহা বা যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রাতে সেব্য। অনুপান—শীতল জল।

রোহিতকাদ্যচূর্ণ। রোহিতকছাল, যবক্ষার, চিরতা, কট্‌কী, মুথা, নিশাদল, আতইচ ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত।

গুড়ুচ্যাদিচূর্ণ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহা কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ শুলঞ্চের রস ও মধুসহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সঙ্গে প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে জ্বর ও প্লীহাযকৃৎ নষ্ট হয়।

গুড়ুচ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্লীহার্ণবরস—প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও কাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং প্লীহা বা যকৃৎ কঠিন বোধ হইলে এই ঔষধ শেফালিকা-পাতার রস ও মধুসহ সেবন করাইবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফপ্রবল প্লীহা-রোগে উপকারী। কাস, শ্বাস এবং বমন প্রভৃতি রোগও ইহার সেবনে বিনষ্ট হয়। প্লীহারোগে ও তজ্জনিত জ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

প্লীহার্ণবরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগার খৈ, অভ্র ও বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

তাম্রেশ্বরবটী—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহাতে বেদনা হইলে এবং জ্বর, পিপাসা, মোহ অথবা চক্ষু ও মুখ প্রভৃতির পাণ্ডুরতা অর্থাৎ পৈত্তিক প্লীহা বা পৈত্তিক যকৃতের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্লীহার প্রকোপবশতঃ রোগী পাণ্ডু বা কামলারোগাক্রান্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে শোথ বা উদরাময় দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অর্শ এবং সমানাকার ও সমান-লক্ষণ-সমন্বিত রোগ অর্থাৎ রক্তদুষ্টিজনিত পৈত্তিক-গুল্মও (জ্বর-পিপাসাদি-লক্ষণযুক্ত) এই ঔষধ সেবন করিলে বিনষ্ট হয়। ইহা অপরাহ্ণে সেব্য। এই ঔষধ যকৃদ্‌রোগেই সমধিক কার্য্যকারী। অনুপান—তালের জটাক্ষার ও জল।

তাম্রেশ্বরবটী। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙপত্রক্ষার, আকন্দপাতার ক্ষার, সীজপত্রক্ষার, সৈন্ধবলবণ, লৌহ ও তাম্র; এইসকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

(আপাঙপত্র প্রভৃতিকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ অগ্নিজ্বাল দ্বারা ক্ষার প্রস্তুত করিবে)।

রোহিতকলৌহ—যকৃৎ বা প্লীহারোগে রোগীর শরীরে পাণ্ডুতা, জ্বর, পিপাসা এবং দাহ অর্থাৎ পৈত্তিক প্লীহার যে-কোনও লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু বা হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের সেবনে বিশেষ উপকার হয়। মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

রোহিতকলৌহ। রোহিতকছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্বসমান লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

যকৃদরিলৌহ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, অল্পজ্বর, শরীরে পাণ্ডুতা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে বা অপরাহ্নে রোগীকে তালজটাভস্মাবস্রুত জলসহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও বলবৃদ্ধিকারক এবং প্লীহোদরনাশক। যকৃদ্‌রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

যকৃদরিলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুবৃক্ষের মূলের ছাল ৮ তোলা ও মৃগচর্ম্মভস্ম ৮ তোলা, এইসমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৯ রতি। (মৃগচর্ম্মকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ অগ্নিজ্বাল দ্বারা ভস্ম করিবে)।

বৃহৎ যকৃদরিলৌহ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইলে এবং জ্বর, অরুচি ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃদাশ্রিত দীর্ঘকালের জ্বর বিনষ্ট হয়। যকৃদ্‌রোগেই এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ যকৃদরিলৌহ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কটকী, বালালতা, আতইচ, আকনাদি, নিমছাল, হরীতকী, রক্তচিতা, ক্ষেতপাপড়া ও মুথা; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া সর্ব্ব ঔষধের অর্দ্ধভাগ লৌহ মিশ্রিত করতঃ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

মহামৃত্যুঞ্জয়রস—প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং রোগীর জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহাদি-সমাশ্রিত জ্বর বা দীর্ঘকাল-জাত জীর্ণজ্বর নষ্ট হয় ও প্লীহা নরম হয়। এই ঔষধ প্লীহাবৃদ্ধির অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—মনসা-সীজের পাতার রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

মহামৃত্যুঞ্জয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তুঁতে, তাম্র, সৈন্ধবলবণ, কড়িভস্ম, সোমরাজী, বিটলবণ, শঙ্খভস্ম, রক্তচিতা, হিং, কট্‌কী, সাজিমাটী, যবক্ষার, কট্‌ফল, রসাঞ্জন, জয়ন্তী ও সোহাগার খৈ; এইসকল ঔষধ সমভাগে লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক আদার রসে ও পদ্মগুলঞ্চের রসে যথাক্রমে একদিন ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

পঞ্চাননরস—প্লীহা ও যকৃদ্বৃদ্ধিযুক্ত বিষমজ্বরে জ্বর তীব্র থাকিলে এবং যকৃৎ বা প্লীহাতে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে অথবা প্লীহা বা যকৃতের বিদ্রধিতে জ্বর থাকিলে এবং পাণ্ডুতা বা কামলা উপস্থিত হইলে গুলঞ্চের রস ও মধু বা দারুহরিদ্রা-ঘষা ও মধুসহ এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়।

পঞ্চাননরস। বিষ ২, মরিচ ৪, গন্ধক ৩, তাম্রভস্ম ২; আকন্দপত্ররসে মর্দ্দন। বটী—২ রতি।

লোকনাথরস—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের পাণ্ডুতা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও পুরাতন গুড়, উদরাময় থাকিলে জীরাচূর্ণ ও মধু।

লোকনাথরস। পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ও তাম্র প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কড়িভস্ম ৩ তোলা; এইসমুদয় পানের রসে মর্দ্দন করিয়া মুষাভ্যন্তরে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

বৃহৎ লোকনাথরস—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জনিত জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। গুল্মরোগেও ইহা সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড়।

বৃহৎ লোকনাথরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও অভ্র ১ তোলা একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রস মর্দ্দন করিবে; পরে তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা তাহাতে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচির রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুটপাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

বৃহৎ গুড়পিপ্পলী—শিশুদিগের প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রস্তরখণ্ডবৎ কঠিন হইলে অথবা তৎসঙ্গে উদরীরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃতের সঙ্গে জীর্ণজ্বর, শোথ, কাস ও অগ্নিমান্দ্য—এইসকল বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। শিশুদিগের প্লীহাবৃদ্ধিরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা গোদুগ্ধ বা শীতলজল।

বৃহৎ গুড়পিপ্পলী। বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হিং, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগার খৈ, সমুদ্রফেন, চই, গজপিপুল, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাঁটাভস্ম, আপাঙ্ভস্ম, তেঁতুলখোসাভস্ম ও রক্তচিতা; এই-সকল দ্রব্য সমভাগ, সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড় (দশবৎসরের অধিককালস্থিত) এবং ইক্ষুগুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি। (তালজটা ও কুমড়াডাঁটা প্রভৃতি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ অবরুদ্ধ করতঃ ভস্ম করিবে)।

মাণকাদিগুড়িকা—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ হস্তপদাদিতে শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করাইবে। এই ঔষধ বাতজ-অর্শনাশক, গ্রহণীনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রকারক এবং শোথাদিনাশক। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

মাণকাদিগুড়িকা। বৎসরাতীত পুরাতন মাণ, আপাঙ্ভস্ম, শুলফের চূর্ণ বা পালো, বাসকছাল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতামূল, শুঁঠ ও তালজটাভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা ও গোমূত্র ১৬ সের। প্রথমে গোমূত্র অগ্নিতে পাক করিয়া গাঢ় হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু-অগ্নিসন্তাপে আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ আনা।

বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ অর্থাৎ রোগীর হস্ত, পদ ও উদরে শোথ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে ও যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ হৃদয়ে, পার্শ্বদেশে, কুক্ষিদেশে বেদনা, অরুচি ও দীর্ঘকালীন মৃদুজ্বর ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা

-কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং যকৃৎ ও প্লীহাজনিত পাণ্ডুরোগনাশক। অনুপান—জল।

বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা। বৎসারাতীত পুরাতন মাণ, আপাঙ্ মূলভস্ম, শালপাণি, রক্তচিতামূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষা, চই, বচ, বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খা, জীরা ও পালিধামাদার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং গোমূত্র ২৪ সের একত্র পাক করিয়া ঘন হইয়া আসিলে চুল্লী হইতে পাত্র অবতারণপূর্ব্বক উহাতে জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও রাখালশসার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া যথারীতি আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ আনা।

চিত্রকাদিলৌহ—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা প্লীহা বা যকৃদ্‌-রোগে পাণ্ডুতা, অগ্নিমান্দ্য ও হস্তপদাদিস্থানে শোথ, অল্পজ্বর বা অর্শের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে বা অপরাহ্ণে সেবন করাইবে। ইহা যকৃৎ ও প্লীহারোগজনিত পাণ্ডুতা ও শোথনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পাণ্ডু, কামলা ও শোথের অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী।

চিত্রকাদিলৌহ। রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, বাসকছাল, শুলফের চূর্ণ বা পালো, শালপাণি, তালজটাভস্ম ও আপাঙ্ক্ষার ও বৎসরাতীত পুরাতন মাণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, পিপুলচূর্ণ, তাম্র, যবক্ষার, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ ও সাম্ভারলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও গোমূত্র ১৬ সের। প্রথমে গোমূত্র অগ্নিতে পাক করিয়া অল্প অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে অন্যান্য চূর্ণ প্রদানপূর্ব্বক মৃদু-অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ১৬ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—৵০ আনা হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত।

অভয়ালবণ—যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহাতে বেদনা অনুভূত হইলে এবং সেই বেদনা অবস্থানুসারে হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং প্লীহাযকৃদ্‌রোগে সমধিক উপকারী। বায়ুপিত্তের প্রাধান্য থাকিলে ইহা সমধিক প্রশস্ত। অনুপান—উষ্ণজল।

অভয়ালবণ। পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সীজ, আপাঙ, রক্তচিতামূল, বরুণছাল,

গণিয়ারিছাল, বেতোশাক, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টিকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা ; এইসকল বৃক্ষের মূল, পত্র ও শাখা অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া একটি হাঁড়িতে রাখিবে, অনন্তর মুখ আচ্ছাদিত করিয়া তিলনাল দ্বারা জ্বাল দিবে। ঐসমস্ত দ্রব্য ভস্মীভূত হইলে উহা হইতে /২ সের ভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষারজল এবং সৈন্ধবলবণ /২ সের, হরীতকী-চূর্ণ /১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড় ও শটী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—।• আনা হইতে ৷।• অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা। শিশুর পক্ষে /• আনা হইতে ৵• আনা।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী—প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর প্লীহায় বেদনা, জ্বর, কাস ও হস্তপদাদিতে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ অথবা প্লীহোদর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীর বয়ঃক্রম-অনুসারে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। একবার এই নিয়মে সেবন দ্বারা প্লীহা সম্যক্ নিবৃত্ত না হইলে পুনর্ব্বার হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ রক্ত ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—গোদুগ্ধ।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহামৃত্যুঞ্জয়লোহ—প্লীহা বা যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বর ও কাস প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। যকৃতের বেদনা, যকৃদ্‌বৃদ্ধি-বশতঃ পার্শ্বশূল, শ্বাসকালে কষ্ট ও শিরোবেদনা প্রভৃতি এই ঔষধ সেবন করিলে বিনষ্ট হয় এবং প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ পাণ্ডুতা, অর্শ, হস্তপদাদিতে শোথ, উদরাধ্মান ও মন্দাগ্নি ইত্যাদি উপদ্রব শীঘ্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অগ্রমাংস, যকৃতের ক্ষীণতা, প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ উপকারী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। প্লীহা এবং যকৃদ্‌রোগের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—তালজটাভস্ম-পরিস্রুত জল।

মহামৃত্যুঞ্জয়লোহ। পারদ, গন্ধক ও অভ্র ; ইহাদের প্রত্যেকের ৷।• অর্দ্ধতোলা, লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, রক্তচিতা-মূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিং, কটুকী, রোহিতকছাল, তেউড়ীমূল, তেঁতুলখোসাভস্ম, রাখাল-শশার মূল, শ্বেত-আকড়মূল, আপাঙভস্ম, তালজটাভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতিয়া, শরপুঙ্খ, রোহিতকছাল ও রসাঞ্জন ; ইহাদের প্রত্যেকের ৷।• অর্দ্ধতোলা ; এইসমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক আদার রসে ও পত্রগুলঞ্চের

রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী—৬ রতি।

বারিশোষণরস—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুতা, মৃদুজ্বর, যকৃৎ বা প্লীহায় বেদনা, উদরীরোগ, উদরাধ্মান ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। যকৃৎ বা প্লীহার প্রবলাবস্থায় ঐসকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধের প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। প্রাতে ও অপরাহ্নে সেব্য। ইহা অত্যন্ত বলবর্দ্ধক। অনুপান—মরিচচূর্ণ; পাণ্ডুরোগে ত্রিফলার জল।

বারিশোষণরস। গন্ধক ২৪ তোলা, বঙ্গ ১২ তোলা, পারদ ৬ তোলা, অভ্র ২৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৯ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, রৌপ্য ৭ তোলা, হীরক (অভাবে পীতকড়িভস্ম) ১৩ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬ তোলা, হীরাকস ১৮ তোলা, তুঁতিয়া ৬ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা, মনঃশিলা ৩ তোলা, শিলাজতু ৫ তোলা, মুক্তা ১ তোলা ও সোহাগার খৈ ২ তোলা; এইসমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। অনন্তর মূষামধ্যে পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপনপূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া একটি বালুকাপূর্ণ পাত্রের অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে; তৎপরে অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিয়া বকুলবীজের কাথ, কণ্টিকারীর কাথ, বৃহতীকাথ, পদ্মগুলঞ্চকাথ, ত্রিফলার কাথ, বৃদ্ধদারকরস অভাবে কাথ, শ্বেত-অপরাজিতা ও রোহিতমৎস্যপিত্তে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মহাদ্রাবক—প্লীহা অথবা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং উদরীরোগ বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ আহারের পরে জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং গুল্ম প্রভৃতি রোগবিনাশক।

মহাদ্রাবক। বাসক, রক্তচিতা, আপাঙ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাটা, সীজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেত; এইসকল সমভাগে লইয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ আচ্ছাদিত করতঃ অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর ঐ ক্ষার ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১৬ তোলা, ফিটকারী ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুক্তাশঙ্খ ১ তোলা, দারমুজ ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ২ তোলা; এইসমুদয় একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা—৪।৫ ফোঁটা।

শঙ্খদ্রাবক—যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধের ১০।১২ ফোঁটা ভোজনান্তে জলসহ সেবন করাইবে। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক।

শঙ্খদ্রাবক। শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সমুদ্রলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, ফিট্‌কারী ও নিশাদল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাচকুপীতে পূর্ণ করিয়া বারুণী-যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা—১০।১২ ফোঁটা।

চিত্রকপিপ্পলীঘৃত—প্লীহা বা যকৃদ্‌রোগে বেদনা, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে এবং রোগীর শরীরের কৃশতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও প্লীহা বা যকৃদ্‌বৃদ্ধি লক্ষিত হইলে রোগীকে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ গোদুগ্ধ।

চিত্রকপিপ্পলীঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপ্পলী অর্দ্ধসের ও রক্তচিতা অর্দ্ধসের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ আনা।

রোহিতকঘৃত—প্লীহা বা যকৃদ্‌রোগের পুরাতন-অবস্থায় রোগীর বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং যথারীতি অগ্নিবৃদ্ধি হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে। বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ প্লীহা বা যকৃজ্জনিত অল্পজ্বর ও শ্বাস বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীরে পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃদ্‌বৃদ্ধির তরুণাবস্থায় জ্বর, শ্বাস ও কাস প্রভৃতির প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত সেবন করা নিষিদ্ধ। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রোহিতকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—রোহিতকছাল /৩/০ ছটাক, কুলগুঁঠ /৪ সের, জল ৫৭ সের, শেষ ১৪।০ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা ও রোহিতকছাল ৪০ তোলা, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

মহারোহিতকঘৃত—প্লীহা অথবা যকৃদ্‌রোগের পুরাতন-অবস্থায় বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত সেবন করাইবে। বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ শ্বাস অথবা প্লীহা ও যকৃজ্জনিত অল্পজ্বর, কাস, বমন, পাণ্ডুতা, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি উপদ্রবও এই ঘৃত সেবন করিলে বিনষ্ট হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মহারোহিতকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—রোহিতকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুলগুঁঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগীদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হিং, যমানী, ধনে, বিটলবণ, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্ণবা বা রাখালশশার

মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষা, চই ও বচ ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, জল ১৬-সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।• আনা বা ৷৷• অর্দ্ধতোলা।

উরোগ্রহ-চিকিৎসা

চব্যাদিচূর্ণ—উরোগ্রহ বর্দ্ধিত হইয়া জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রাতে ও বৈকালে সেব্য। অনুপান—জল।

চব্যাদিচূর্ণ। চই, অম্লবেতস (থৈকল), যবক্ষার, হিং ও রক্তচিতামূল ; এইসকল ঔষধের চূর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৵• আনা হইতে ।• আনা।

পুত্রজীবকাদ্যযোগ—উরোগ্রহরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

পুত্রজীবকাদ্যযোগ। জিয়াপুতা, সজিনাছাল, হুড়হুড়ে ও বেড়েলা ; এইসকল দ্রব্যের মধ্যে একটি বা দুইটি দ্রব্যের রস একত্র করিয়া হিং (২।৩ রতি মাত্রায়) প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা

প্লীহাশার্দ্দূলরস—প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বর্দ্ধিত হইয়া রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। গুল্মরোগেও এই ঔষধ উপকারী। প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংসের বৃদ্ধিবশতঃ জ্বর হইলে অথবা বিষমজ্বরে প্লীহা অথবা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ সেবন করান যায়। ঔষধ-সেবনে যাহাদের ২।৩ বার দাস্ত হইবে, তাহাদিগকে ২।৩ দিন অন্তর সেবন করান কর্ত্তব্য ; কিন্তু কেবলমাত্র কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

প্লীহাশার্দ্দূলরস। পারদ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ তোলা, তাম্র ৫ তোলা এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, লৌহ, জয়ন্তী, রোহিতকছাল,— যবক্ষার, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকটি ১ তোলা ; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, পিপুল ও আদার রসে যথাক্রমে তিন-তিনবার ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

প্লীহান্তকরস—প্লীহা বা যকৃৎ বর্দ্ধিত হইয়া রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ

কাস, শ্বাসকষ্ট এবং প্লীহাবৃদ্ধিহেতু শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধতা ইহাতে নষ্ট হয়; প্লীহা বা যকৃদ্রোগে পাণ্ডুতা ও অল্পজ্বরাবস্থায়, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের সেবনে রোগীর সমধিক উপকার দর্শে। রোগীর মলের তরলতা (দাস্ত)-অনুসারে প্রত্যহ বা ২।৩ দিন অন্তর সেবন করান আবশ্যক। অনুপান—পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

প্লীহান্তকরস। তাম্র, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, গুগ্গুলু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, শোধিত জয়পালবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটুকী, দন্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার; এইসমুদয় দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

প্লীহারিরস—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা এবং প্লীহা স্থূলাকার ও কঠিন হইলে অথচ তাহাতে অল্পবেদনা থাকিলে অর্থাৎ কফজ প্লীহায় রোগীকে এই ঔষধের একটি বটী প্রাতে সেবন করাইবে। বাতজ অর্শ এবং শূল, উদাবর্ত্ত এবং শ্বাসকাসার্ত্ত রোগীকেও বিরেচনার্থ এই ঔষধ রোগের প্রবলতানুসারে সেবন করান যায়। আমবাতরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য-অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। রোগীর দাস্ত অধিক হইলে প্রত্যহ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

প্লীহারিরস। পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; শোধিত জয়পালবীজ ৫ তোলা, এইসমুদয় একত্র করিয়া পলাশের ছালের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী—১ রতি।

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস—প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরে শোথ প্রকাশ পাইলে অথবা প্লীহা ও যকৃতে বিদ্রধি (স্ফোটক) জন্মিলে সেই অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদার রস ও মধু।

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, কুচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জায়ফল, কটুকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শোধিত জয়পালবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও সৈন্ধবলবণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। অনন্তর হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রত্তি পরিমাণ বটী করিবে।

যকৃৎপ্লীহারিলৌহ—যকৃৎ বা প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডুতা ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং উদর-রোগে (প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে) হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য-অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠবলানুসারে প্রত্যহ বা ২।১ দিন অন্তর সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—জল বা আদার রস।

যকৃৎপ্লীহারিলৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; জয়পালবীজ, সোহাগার খৈ ও শিলাজতু; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; এইসমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা ও নিসিন্দা; ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের মিলিত কাথে আদা ও ভীমরাজরসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

প্লীহা ও যকৃদ্রোগে পাণ্ডু-চিকিৎসা

নবায়সচূর্ণ—যকৃৎ বা প্লীহারোগে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং তজ্জন্য কামলা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। যকৃৎ ও প্লীহারোগে পিত্তের প্রবলাবস্থায় শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধের সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

নবায়সচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ ও রক্ত-চিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক রতি হইতে ছয় রতি।

দার্ব্ব্যাদিলৌহ—যকৃৎ ও প্লীহারোগে পিত্তের প্রবলতাবশতঃ পাণ্ডুরোগ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা ও যকৃদ্রোগের আতিশয্যবশতঃ অথবা প্লীহা ও যকৃৎ ক্ষীণ হইলে পিত্তাধিক্য-অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার দৃষ্ট হয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

দার্ব্ব্যাদিলৌহ। দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ; এইসকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সর্ব্বসমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ রতি হইতে ৫ রতি।

পুনর্ণবাদিমণ্ডুর—প্লীহা বা যকৃদ্রোগে রোগীর শরীর পাণ্ডু-

বর্ণ হইলে এবং তজ্জনিত কামলা ও হস্তপদাদিস্থানে শোথ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—জল; শোথ বিদ্যমান থাকিলে পুনর্ণবার রস ও মধু।

পুনর্ণবাদিমণ্ডুর। মণ্ডুর ৪০ তোলা এবং গোমূত্র ৫ সের মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। আসন্নপাকে পাত্র অবতারণপূর্ব্বক উহাতে পুনর্ণবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতা, কুড়, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং উপযুক্তরূপে আলোড়ন করিয়া পাত্র নামাইবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর—প্লীহা বা যকৃৎসত্ত্বে পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জনিত সর্ব্বাঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, পাণ্ডু বা কামলা ও শোথ একত্র প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ এবং পাণ্ডু অথবা কামলা ও জীর্ণজ্বর এবং পাণ্ডুরোগজনিত বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয়। অনুপান—কোকিলাক্ষ-পাতার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর। মণ্ডুর ২৫ তোলা, গোমূত্র ১০০ একশত তোলা ও পুনর্ণবার কাথ ২০০ দুইশত তোলা একটি মৃন্ময়পাত্রে মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। পাকাবসানে উহা গাঢ় হইলে পাত্র অবতারণ করিয়া লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে ও চই; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৴০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত।

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে শোথ-চিকিৎসা

পুনর্ণবাষ্টকক্বাথ—প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদর উপস্থিত হইলে অথবা জীর্ণজ্বরে রোগীর হস্তপদাদিস্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই কাথ সেবন করাইবে। পাণ্ডুরোগে শোথ, পার্শ্বশূল ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই কাথ সেবন করান যাইতে পারে।

পুনর্ণবাষ্টকক্বাথ। পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী; এইসকল দ্রব্য সমভাবে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

পথ্যাদিক্বাথ—প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা

যকৃদাল্যুদররোগ হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর হস্ত, মুখ, উদর ও পদদ্বয়ে শোথ প্রকাশ পাইলে অথবা জীর্ণজ্বরে কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদিকাথ। হরীতকী, কাঁচাহরিদ্রা, বামনহাটী, গুলঞ্চ, রক্তচিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, দেবদারু ও শুঠ; এই নয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ—প্লীহা ও যকৃদ্রোগে রোগীর হস্তপদাদিস্থানে শোথ হইলে এবং রোগীর উদরাময় অথবা রক্তের হীনতা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ মূত্রকারক। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। শুঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি।

মাণমণ্ড—প্লীহা বা যকৃদ্রোগে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইলে রোগীকে পথ্যরূপে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ প্লীহা বা যকৃদ্রোগে শোথ ও উদরাময় একত্র হইলে সেই অবস্থায় সেবন করাইলে ফল পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বিবিধ শোথ এবং উদরীরোগেও পথ্যরূপে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধের সেবনকালে অন্য পথ্য প্রদান করা নিষিদ্ধ।

মাণমণ্ড। পুরাতন (বৎসরাতীত) মাণের চূর্ণ ১ ভাগ ও আতপতণ্ডুলের গুঁড়া ২ ভাগ একত্র দুগ্ধসহ পাক করিবে, পাককালে দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া লইবে, জল নিঃশেষিত হইয়া পায়সবৎ পাক হইলে উহা প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে।

প্লীহা ও যকৃদ্রোগে বমন-চিকিৎসা

রক্তপিত্তান্তকরস—প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু রোগীর অন্ত্র, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তনিঃসরণ এবং যকৃৎ ও প্লীহারোগে পাণ্ডু বা কামলার উৎপত্তিবশতঃ বমন হইলে এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে কচি-দূর্ব্বাঘাসের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

রক্তপিত্তান্তকরস। অভ্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও গুড়ূচীর রসে বা কাথে যথাক্রমে একদিন করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

শতমূলাদ্যলৌহ—প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু জ্বর, বমন এবং মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর ঐরূপ বমন হইলে এই ঔষধ মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কচি-দূর্ব্বার রস ও মধু।

শতমূলাদ্যলৌহ। শতমূলী, ইক্ষুচিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা ও কৃষ্ণতিলের শাঁস; এইসকল দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব্বসমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৩ রতি।

ধাত্রীলৌহ—প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ রোগীর বমন হইলে অথবা অম্লপিত্তরোগ উৎপন্ন হওয়ায় বমন হইলে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পটোলপত্রের রস ও মধু।

ধাত্রীলৌহ। আমলকীচূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা ও যষ্টিমধু ১৬ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আমলার কাথে ৭ দিনে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—৬ রতি।

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে বেদনা-চিকিৎসা

তিলাদ্যলেপ—যকৃদ্‌বৃদ্ধিবশতঃ উহাতে বেদনা এবং পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও কাস প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে যকৃতের উপর পুরু করিয়া এই প্রলেপটি লাগাইয়া দিবে।

তিলাদ্যলেপ। তিল, তিসি, এরণ্ডবীজ ও শ্বেতসর্ষপ সমভাগে পেষণ করিয়া যকৃতের উপরিস্থিত চর্ম্মে লাগাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ—প্লীহা কঠিন হইলে ও তাহাতে বেদনা বোধ হইলে এই প্রলেপ প্লীহাস্থানে সুরার (মদের) সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। হিং ।০ আনা, নিশাদল ।০ আনা, গুগ্‌গুলু ॥০ আনা, চূণ ॥০ আনা ও বংশপত্র হরিতাল ১ তোলা মদের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে।

শূলহরণযোগ—যকৃৎ ও প্লীহা-স্থানে বেদনা অনুভূত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে জলসহ সেবন করাইবে। বিবিধ শূলরোগেও এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার হয়।

শূলহরণযোগ। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুটিলা, হিং, সৈন্ধবলবণ ও শোধিত গন্ধক; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

শঙ্খাদিচূর্ণ—যকৃৎ বা প্লীহায় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধঃ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে এবং প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শঙ্খভস্ম, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সোহাগার খৈ, জায়ফল, গুল্‌ফা, যমানী, হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—/• আনা।

প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহরোগে পথ্য

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগে জ্বর ও কাস বৃদ্ধি পাইলে জ্বরের বিধানানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি তণ্ডুলের অন্ন এবং পুরাতন কুলথকলাই, মুগডাইল এবং শালিঞ্চ শাক, পল্‌তা শাক, করলা, সজিনার খাড়া, কচিপেঁপে ও ডুমুর প্রভৃতি লঘুদ্রব্য এবং তিক্তরসপ্রধান খাদ্য রোগীর ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করিবে। প্লীহা-যকৃতের বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অল্পমাত্রায় ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘোল, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীর মাংসের যূষ ও রসুন প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। উরোগ্রহরোগে প্লীহা ও যকৃতের পথ্যানুযায়ী লঘুপথ্য প্রদান করিবে। প্লীহারোগে শোথ বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ প্লীহোদরে বা যকৃদ্দাল্যুদরে উদরীরোগের পথ্য প্রদান করিবে।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা

পাণ্ডুরোগের লক্ষণ

বাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—বায়ুপ্রবল পাণ্ডুরোগে রোগীর চর্ম্ম, মূত্র ও চক্ষু প্রভৃতির রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণাভা দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং কম্প, শরীরে বেদনা, আনাহ, ভ্রম ও শূলাদি উৎপন্ন হয়। বাতিক পাণ্ডু-রোগেও কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণের সহিত পাণ্ডুতার আধিক্য বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ রোগীর শরীর পাণ্ডুযুক্ত কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ হয়।

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে চর্ম্ম,

নখ, মল ও মূত্রে পীতাভা লক্ষিত হয় এবং দাহ, পিপাসা, জ্বর, দাস্ত ও শরীরে অত্যন্ত পীতাভা দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে রোগীর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অতিগুরুতা, ত্বক্‌, মল, মূত্র ও মুখে শুক্লাভা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ চর্ম্মাদিতে পাণ্ডুতাসমন্বিত শুক্লবর্ণতা লক্ষিত হয়।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণসমূহ মিলিত হইলে অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণ এক অবস্থায় দৃষ্ট হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগ কহে।

মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ—তন্দ্রা, আলস্য, কাস, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বদা অরুচি এবং উদরে ক্রিমিসঞ্চয়, গণ্ড, ভ্রূ, পদ, নাভি ও শিশ্নদেশে শোথ এবং রক্ত ও কফসংযুক্ত-মলনিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমিকোষ্ঠের লক্ষণ—পাণ্ডুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে চক্ষু, গণ্ডদেশ, পদ, নাভি ও লিঙ্গে শোথ জন্মে এবং রোগীর আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হয়।

কামলারোগের লক্ষণ—পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অধিক-পরিমাণে পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে প্রকুপিত পিত্ত রক্ত এবং মাংসকে দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে। কামলারোগীর চক্ষু, চর্ম্ম, নখ ও মুখ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়, মল ও মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে. শরীরের বর্ণ ভেকের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তির হ্রাস, দাহ, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, দুর্ব্বলতা, দেহের অবসন্নতা ও অরুচি জন্মে। কামলারোগে পিত্ত কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশকে আশ্রয় করে, কখনও বা রক্তাদি ধাতু-সমূহকেও আশ্রয় করে।

কুম্ভকামলারোগের লক্ষণ—কামলারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং সমস্ত ধাতু অত্যন্ত রুক্ষগুণবিশিষ্ট হইলে উহাকে কুম্ভকামলা কহে। ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

হলীমকরোগের লক্ষণ—বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ

পাণ্ডুরোগীর শরীর হরিৎ, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ হইলে এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম—এইসকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে পাণ্ডুরোগ হলীমক-নামে অভিহিত হয়। হলীমকরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয়।

পাণ্ডুরোগাদির অসাধ্য লক্ষণ—পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমনেচ্ছা, বমি, পিপাসা ও ক্লান্তি লক্ষিত এবং রোগীর দেহের ক্ষীণতা ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ত্রিদোষজনিত পাণ্ডুরোগও অসাধ্য। পাণ্ডুরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং উদরীরোগে পরিণত হইলে অসাধ্য হয়। অল্পকালজাত পাণ্ডুরোগেও যদ্যপি রোগীর অঙ্গ-বিশেষে শোথ দৃষ্ট হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহা হইলে উহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগীর কফসংযুক্ত ও বদ্ধ মল অল্প-অল্প-পরিমাণে পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য জানিবে। যে পাণ্ডুরোগী অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বমন, মূর্চ্ছা ও পিপাসায় অভিভূত হয় এবং ঘর্ম্মে যাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হয়, সেই রোগীর পাণ্ডুরোগ অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগীর দন্ত, নখ ও চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তু পাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে, সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য।

যে পাণ্ডুরোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ এবং শরীরের মধ্যদেশ ক্ষীণ হয় অথবা হস্তপদাদির ক্ষীণতা ও শরীরের মধ্যদেশে শোথ দৃষ্ট হয়, সেই রোগীর পাণ্ডুরোগ অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগীর গুহ্যদেশ, মুখ, শিশ্ন ও অণ্ডকোষে শোথ জন্মে এবং গ্লানি, জ্ঞানলোপ, অতিসার ও জ্বর দৃষ্ট হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহার রোগ অসাধ্য।

কুম্ভকামলারোগে রোগীর যদ্যপি বমন, অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস এবং মলভেদ অর্থাৎ উদরাময় লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা পায় না। কামলারোগীর দাহ, অরুচি, পিপাসা, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া, তন্দ্রা, মোহ এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে সেই কামলারোগীকে পরিত্যাগ করিবে। যে কামলারোগীর মল ও মূত্র কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং চক্ষু, মুখ ও বমন রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত শোথ ও মেহ লক্ষিত হয়, তাহার কামলা-রোগ অসাধ্য।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগ-চিকিৎসা-বিধি

পাণ্ডুরোগে স্বভাবতঃ পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগ বিবিধ কারণে এবং প্লীহা, যকৃৎ; ক্রিমি, পিত্তজকাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বহুবিধরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বশরীর, হস্ত, মুখ, চক্ষু ও নখে ইহার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বর্ণ দ্বারা পাণ্ডুরোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে এইরূপ পীতাভার কারণ কি, তাহা অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। পাচকাগ্নিস্থিত পিত্তরসের সাহায্যে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া তাহা হইতে একপ্রকার রসের উৎপত্তি হয়, সেই রস সমানবায়ু-কর্ত্তৃক হৃদয়ে নীত হইয়া রসবহা-ধমনী দ্বারা যকৃতে আগমন-পূর্ব্বক যকৃৎস্থিত রঞ্জকপিত্তের সাহায্যে রক্তরূপে পরিণত হয়। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের আধার; সুতরাং প্লীহা ও যকৃৎস্থিত রক্ত অন্যান্য স্থানস্থিত রক্তের পোষণ করে অর্থাৎ রক্তবাহিনী শিরাসমূহ দ্বারা রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। তজ্জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে পিত্তের দুষ্টি সহজেই উপলব্ধ হয়। পিত্তবর্দ্ধক অর্থাৎ পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্যসমূহ সেবন করিলে অথবা যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগ দ্বারা পিত্ত অত্যন্ত দূষিত হইয়া পিত্তের নিঃসরণ-ক্রিয়ার অভাববশতঃ শরীর পীতবর্ণ হয়। এইজন্যই যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগ হইতে পাণ্ডু ও কামলার উৎপত্তি হয়। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের আধার এবং রঞ্জকপিত্ত প্লীহা ও যকৃতে অবস্থান করে। এমতাবস্থায় প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে রক্তের ক্রিয়ার হানি হয় এবং পিত্তের ক্রিয়ার অভাব হইয়া থাকে। স্থূলকথা রঞ্জকপিত্ত-কর্ত্তৃক রক্তের ক্রিয়া ও রক্তের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং পিত্তের দুষ্টিবশতঃ রক্তের বিকৃতি জন্মে, পাণ্ডুরোগের উৎপত্তির ইহাই কারণ। এই পাণ্ডুরোগ হইতেই কামলারোগ উৎপন্ন হয়, কিন্তু দূষিত পিত্ত অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। পাণ্ডুরোগের আধিক্যই কামলারোগ বুঝিতে হইবে। যেরূপ কাসরোগ হইতে যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি হয় এবং উভয় রোগের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, পাণ্ডু ও কামলারোগের মধ্যেও তাদৃশ প্রভেদ আছে। কামলারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া সমস্ত ধাতুকে (রক্ত, মাংস ও মেদ প্রভৃতিকে) আশ্রয় করিলে কুম্ভকামলারোগে পরিণত হয় অর্থাৎ কুম্ভ-

কামলা কামলারোগের অত্যন্ত প্রবলাবস্থা বুঝিতে হইবে। হলীমকরোগও পাণ্ডুরোগের ভেদমাত্র।

পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ কোন্ রোগ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যেস্থানে পাণ্ডু বা কামলারোগের উৎপাদক রোগ নিরূপিত হয় না অর্থাৎ অন্যান্য রোগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল বাতাদি দোষের প্রকোপবশতঃ শরীরের পাণ্ডুতা দৃষ্ট হয়, সেইসকল অবস্থায় বাতাদি দোষসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্বয়ংপ্রকুপিত বাতাদি-দোষজনিত পাণ্ডু বা অন্য রোগের পূর্ব্বরূপ বা রূপভেদে সমুৎপন্ন পাণ্ডুরোগ দৃষ্ট হইলে উহার চিকিৎসার্থ ঔষধসমূহ বিবেচনাপূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিবে অর্থাৎ অনেকস্থানে মূলরোগের ঔষধ প্রদান করিলেও পাণ্ডুতা নষ্ট হয়। যথা—ক্রিমিজনিত পাণ্ডুরোগে বিড়ঙ্গাদিলৌহ, পারিভদ্রাবলেহ (হরিদ্রাখণ্ড); প্লীহা বা যকৃজ্জনিত পাণ্ডুরোগে চিত্রকাদিলৌহ, মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ ও লোকনাথরস প্রভৃতি; রক্তপিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে শত-মূল্যাদিলৌহ ও খণ্ডকাদ্যলৌহ এবং কাসজনিত পাণ্ডুরোগে লক্ষ্মীবিলাস ও রসেন্দ্রগুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপানে সেবন করাইবে। এইরূপ অন্যান্য রোগেও পাণ্ডুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তত্তৎমুখ্যরোগনাশক এবং পাণ্ডুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু সেইসমস্ত রোগের উপদ্রবস্বরূপ পাণ্ডুরোগ অথবা কামলারোগ বিবিধ উপদ্রবসহ প্রকাশিত হইলে ঐসমস্ত মূলরোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই পাণ্ডু ও কামলা বিনষ্ট হয় না; সুতরাং পাণ্ডুরোগাধিকারোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। পাণ্ডু ও কামলারোগের আতিশয্যে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে উপদ্রব-সমূহের প্রতি চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পাণ্ডু ও কামলারোগে প্রভেদ থাকিলেও প্রায়শঃ ভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয় না, একই ঔষধে উভয়রোগ নষ্ট হয়। পাণ্ডু ও কামলারোগে উদরে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, উদরাময়, বমন, পিপাসা, গাত্রকণ্ডু, অরুচি, বিমর্ষতা ও ক্ষুধার লোপ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং পাণ্ডু ও কামলারোগে কতকগুলি অসাধ্য লক্ষণও ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐসমস্ত লক্ষণেরও যথাসাধ্য প্রতীকার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অসাধ্য লক্ষণান্বিত রোগীকে শারীরিক বল ও অগ্নিবল-প্রভাবে অনেকস্থানে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডুরোগে ক্রিমিসঞ্চয়—পাণ্ডুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে রোগীকে সাবধানে চিকিৎসা করিবে। যাহাতে উদরাময় অর্থাৎ আমরক্তের নিবৃত্তি হয়, অথচ ক্রিমিসকল বিনষ্ট হইয়া নির্গত হয়, তাদৃশ পাণ্ডুনাশক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। যাহাতে দাস্ত হইয়া ক্রিমি নির্গত হয়, তাদৃশ ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না। ক্রিমিনাশার্থ বিড়ঙ্গাদিলৌহ, ক্রিমিকালান্তকরস, ক্রিমিরোগারিরস এবং ক্রিমিভদ্রবটিকা প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় আমরক্ত-নিবারণার্থ কণাভ্রলৌহ ও পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। রোগীর শোথের প্রবলতা লক্ষিত হইলে তন্নিবারণার্থ রোগীকে কটুকাভ্রলৌহ, ত্র্যূষণাভ্রলৌহ, ত্রিকট্বাদিলৌহ বা শোথকালানলরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে অতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা দ্রব্য কদাচ প্রদান করিবে না।

পাণ্ডু ও কামলারোগে বমন—পাণ্ডুরোগে পিত্তের প্রবলতাবশতঃ প্রবল বমনবেগ দৃষ্ট হয়, আহার্য্যদ্রব্য ভোজনান্তেই বমনের সঙ্গে উঠিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে তরলদ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, যেহেতু উহা ভোজনান্তে উত্থিত হয়; সুতরাং লঘুপাক-দ্রব্য পথ্য প্রদান করিবে এবং সপ্তামৃতলৌহ, ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে জ্বর—পাণ্ডু ও কামলারোগে জ্বর হইলে রোগীকে জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া জীর্ণজ্বর-চিকিৎসোক্ত চন্দনাদিলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং জ্বরের সঙ্গে উদরাময় লক্ষিত হইলে পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ বা বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হইলে বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি ও বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং প্লীহা ও যকৃদ্-নিবারক ধারক ঔষধ, যথা—লোকনাথরস, বৃহৎ লোকনাথরস ও চিত্রকাভ্রলৌহ অথবা রেচক ঔষধ, যথা—মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি, অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সঙ্গে কাস

প্রবল থাকিলে সর্ব্বতোভদ্ররস ও বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি উপযুক্ত অনুপানে সেবন করাইবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে উদরাময়—পাণ্ডু ও কামলা-রোগে পিত্তের বিকৃতিবশতঃ উদরাময় দৃষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় রোগীর উদরাময় অসাধ্য-লক্ষণমধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। এই অবস্থায় পাণ্ডুরোগনাশক ত্রৈলোক্যসুন্দর, পঞ্চামৃতলৌহ ও বজ্রবটকমণ্ডুর প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। উদরাময় প্রবল হইলে জাতিফলাদ্যরস, হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। উদরাময় ও শোথ উভয়ই বিদ্যমান থাকিলে পঞ্চামৃতলৌহ ও বজ্রবটকমণ্ডুর প্রভৃতি সেবন করাইয়া মাণমণ্ড-পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু উদরাময় অত্যন্ত প্রবল হইলে লৌহপর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিয়া অতি পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময়ের প্রকাশানন্তর পাণ্ডু এবং কামলা উৎপন্ন হইলে তাহাতেও ঐরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে কোষ্ঠকাঠিন্য—এই দুই রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে তন্নিবারণার্থ প্রাণবল্লভরস ও পাণ্ডুসূদনরস প্রভৃতি পাণ্ডুনাশক রেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য রোগ পাণ্ডু ও কামলার সহিত প্রবলভাবে লক্ষিত হইলে সেই-সেই-রোগ-নিবারক বিরেচক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করিবে অর্থাৎ বাতজ প্লীহা বা যকৃদ্‌রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া ক্রমশঃ পিত্তাদির আশ্রয়বশতঃ পাণ্ডু বা কামলারোগ উৎপন্ন হইলে সেইস্থানে প্লীহা ও যকৃন্নিবারক বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে; কারণ ঐরূপ স্থলে মূলরোগ নষ্ট না হইলে তজ্জনিত অন্যরোগ বিনষ্ট হয় না। যদিও আয়ুর্ব্বেদীয় একই ঔষধ ব্যবহার করিলে কার্য্য বা কারণভূত উভয়বিধ রোগই নিবৃত্ত হয়, তথাপি মূলরোগ-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তজ্জনিত অন্যরোগ-নিবারণে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। যখন এক রোগ হইতে অন্যরোগ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তখন সেই রোগোক্ত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। পাণ্ডু বা কামলারোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে তাহাকে তীব্র-বিরেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া মৃদু-বিরেচক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে শোথ—এই উভয় রোগে শোথ বিদ্যমান থাকিলে রোগীর শোথ পাণ্ডু বা কামলাজনিত কিংবা উদরাময় বা যকৃৎ-প্লীহাদি-সমাশ্রিত কিনা, এই বিষয়ে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগেও শোথ দৃষ্ট হয়, আবার কখনও বা পাণ্ডুরোগীর উদরাময় বা অন্য-রোগ হইতেও শোথ অরিষ্টলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। অতএব পাণ্ডু ও কামলা-রোগে উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ শোথসহ দৃষ্ট হইলে পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর বা পুনর্ণবামণ্ডুর প্রভৃতি সেবন করাইবে; কিন্তু শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস ও শ্লেষ্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়; ইহা অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়াছে। শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলেও মাণমণ্ড-পথ্য দিবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে অরুচি—পাণ্ডু ও কামলারোগে প্রায়শঃ অরুচি দৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় তাহার নিবারণার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু অন্নে অরুচি হইলে রোগী শীঘ্রই বিপন্ন হয়, এমতাবস্থায় সুলোচনাভ্র, আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ ও সুধানিধিরস প্রভৃতি ঔষধ এবং যথাসম্ভব মুখরোচক দ্রব্য রোগীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে সর্দ্দি ও কাস—পাণ্ডু ও কামলারোগীর সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক উপদ্রব দৃষ্ট হইলে মৃদুরেচক অথবা অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করাইবে এবং লক্ষ্মীবিলাস ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি সেবন করাইবে। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগে অগ্নিমান্দ্য বা ক্ষুধার লোপ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়, এইরূপ অবস্থায় লঘুপথ্য প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক। অন্যান্য-রোগজনিত পাণ্ডুরোগে অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, যক্ষ্মা ও শোথ প্রভৃতি রোগ হইতে পাণ্ডুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে কেবলমাত্র মূলরোগ-নাশক পথ্যাদি প্রদান না করিয়া অগ্নিবর্দ্ধক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগ অনেকদিনব্যাপী এবং উপদ্রবসংযুক্ত হইলে ঐসকল উপদ্রব নষ্ট করিয়া রোগীর অগ্নিবল-অনুসারে হরিদ্রাদ্যঘৃত ও দ্রাক্ষাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। উহাতে রোগ সমূলে নষ্ট হয়। রোগীর শোথ, কাস এবং মৃদুভাবে জ্বর প্রকাশ পাইলে পুনর্ণবাতৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে।

পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগের চিকিৎসা-ভেদ

বাতজ, পিত্তজ ও কফজ লক্ষণভেদে পাণ্ডুরোগের পৃথক্-পৃথক্ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে। কামলারোগে পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগের ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়; যেহেতু কামলারোগ অত্যধিক পিত্তের প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন কামলারোগে মহাতিক্তঘৃত ও কল্যাণঘৃত সেবন করাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে তৎপরে পিত্তহরণার্থ বিরেচক ঔষধ সেবন করান বিধেয়; কিন্তু কামলারোগে রোগীর দুর্ব্বলতা, জ্বর ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে বিরেচন নিষিদ্ধ, এই অবস্থায় পাণ্ডুরোগের অন্যান্য ঔষধ সেবন করান আবশ্যক।

কুম্ভকামলারোগে কামলারোগেরই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, যেহেতু কামলা-রোগে সমস্ত ধাতু রূক্ষগুণবিশিষ্ট হইলে উহা কুম্ভকামলারূপে পরিণত হয়। অতএব স্নিগ্ধ ঔষধ অর্থাৎ ঘৃত সেবন করাইয়া তৎপরে কামলারোগের বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে এবং কামলা-চিকিৎসার নিয়মানুসারে রোগীর চিকিৎসা করিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "কুম্ভকামলায়াং তু হিতঃ কামলিকো বিধিঃ।" পাণ্ডু ও কামলারোগে যেসমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে, হলীমকরোগেও তাদৃশ নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বাতজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগের ঔষধ সেবন করান বিধেয়, যেহেতু বিবিধ লক্ষণান্বিত হলীমকরোগ বায়ু ও পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা-বিষয়ক বিধি পাণ্ডু ও কামলারোগের ন্যায়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে। কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥"

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে ঔষধ

শর্করাযোগ—পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগীর চর্ম্ম, নখ ও মূত্র পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগীর দাস্ত প্রবল থাকিলে এই যোগ প্রয়োগ করিবে না। কোষ্ঠকাঠিন্য-অবস্থায় প্রযোজ্য।

শর্করাযোগ। ইক্ষুচিনি ২।৵৹ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ১।৮ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।৩ বারে প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধ বা বালককে সিকি-মাত্রা প্রয়োগ করিবে।

গুগ্‌গুলুযোগ—কফজ পাণ্ডুরোগীর ত্বক্ ও মূত্রাদির পাণ্ডুতাসমন্বিত শ্বেতাভা, সর্দ্দি, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, দেহের গুরুতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা গোমূত্র।

গুগ্‌গুলুযোগ। গুগ্‌গুলু যথানিয়মে গোদুগ্ধে শোধন করিয়া ঘৃতে পেষণ করিবে; অনন্তর ॥০ আনা প্রমাণ বটিকা করিবে। বালক এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে ।০ আনা বা অবস্থাভেদে ৵০ আনা মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পিপ্পলীযোগ—কফজ পাণ্ডুরোগীর ত্বক্ ও হস্তপদাদির পাণ্ডুতা-সমন্বিত শ্বেতাভা দৃষ্ট হইলে এবং হস্তপদাদিতে শোথ, গুরুতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিজনিত পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—গোমূত্র বা জল।

পিপ্পলীযোগ। পিপুলচূর্ণ ॥০ আনা ও হরীতকীচূর্ণ ॥০ আনা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। বালক ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকিমাত্রায় সেব্য।

শুণ্ঠীযোগ—কফজ পাণ্ডুরোগীর শরীরে শ্বেতাভাসমন্বিত পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ, দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা গোমূত্র।

শুণ্ঠীযোগ। শুঁঠচূর্ণ ।০ আনা ও লৌহচূর্ণ ৴০ আনা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। বালক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে প্রত্যহ অর্দ্ধ বা সিকিমাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

ফলত্রিকাদিক্বাথ—বায়ু বা পিত্তপ্রবল পাণ্ডুরোগে রোগীর শরীর পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং দাহ, পিপাসা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ক্বাথে শীতলাবস্থায় মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ কামলারোগেও ব্যবস্থা করা যায়।

ফলত্রিকাদিক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পলগুড়্‌চী, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিমছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

লৌহযোগ—পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগে রোগীর শরীরে পীতাভা এবং জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ইহা কামলারোগে এবং শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগেও সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

লৌহযোগ। লৌহ, আমলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা; এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা বা ।/০ আনা।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ—পিত্তজ পাণ্ডুরোগে রোগীর মল, মূত্র, হস্ত, নখ ও শরীরের পীতাভা, জ্বর, দাহ ও উদরাময় প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এবং কামলারোগে রোগীর মলমূত্র এবং চর্ম্মনখাদির হরিদ্রাভা লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর উদরাময়, শোথ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ বৈকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পুরাতন ইক্ষুগুড়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং লৌহ সর্ব্বসমান, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

নবায়সচূর্ণ—বাতজ বা পিত্তজ পাণ্ডুরোগে রোগীর মলমূত্র, মুখ, নখ ও সর্ব্বশরীরে পীতাভা দৃষ্ট হইলে অথবা কামলা এবং হলীমকরোগে রোগীর মুখ ও সর্ব্বশরীরে হরিদ্রাভা অথবা কৃষ্ণমিশ্রিত পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর, দাহ, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ প্লীহা, যকৃৎ, জীর্ণজ্বর ও শোথে পাণ্ডু ও কামলা প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত উপকারী। ঘৃত ও মধুসহযোগে এই ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে পারা যায়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

নবায়সচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ—পিত্তজ ও বাতজ পাণ্ডুরোগে রোগীর উদরাময়, ভ্রম, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা এবং কামলারোগে রোগীর চক্ষু, মুখ ও নখ প্রভৃতির হরিদ্রা, পীত বা রক্তাভা এবং মল ও মূত্রের পীতাভা বা রক্তাভা, গাত্রদাহ ও হলীমকরোগে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, দাহ, জ্বর, অরুচি এবং শরীর হরিৎ, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন শোথ, প্রমেহ, গ্রহণীরোগে, প্রতমকশ্বাস, পৈত্তিককাস, রক্তপিত্ত, পিত্তার্শ ও রক্তার্শ প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। পাণ্ডু ও কামলারোগের অবস্থায় ঐসকল রোগের কোন-একটি উৎপন্ন হইলে, তাহাতেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—ঘোল।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, গুলঞ্চের পালো, কটুকী, পলতা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও

বিড়ঙ্গ ; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগ ; সর্ব্বসমান লৌহ, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ—বাতজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগে, কামলারোগে, কুম্ভকামলারোগে এবং হলীমকরোগে রোগীর ত্বক্, চক্ষু, মুখ ও নখ প্রভৃতি পাণ্ডু, পীত, হরিদ্রা বা ঈষৎ কৃষ্ণ অথবা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে অথবা মল ও মূত্রের তাদৃশ পীতাভা এবং উদরাময় ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবন করাইবে, অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উর্দ্ধগত অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, পৈত্তিক প্লীহা, প্রতমকশ্বাস, বাতপিত্তপ্রধান জীর্ণজ্বর, উদরীরোগ, রক্তগুল্ম, পিত্তগুল্ম ও শোথ প্রভৃতি রোগে সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে ঐসকল রোগের কোনও একটি উপদ্রব-রূপে বা প্রধানরোগরূপে দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধের প্রয়োগে উপকার হয়। অনুপান—কুলেখাড়ার রস বা হিঞ্চার রস।

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ। মণ্ডূরভস্ম ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা এবং কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ঘৃত ৮ তোলা এবং মধু ৮ তোলার সহিত একত্র করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করতঃ ৭ দিন রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে। বটী—৩ রতি।

আনন্দোদয়রস—শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে রোগীর মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ মন্দাগ্নি, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মপ্রধান জীর্ণজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি রোগে উপকারী। অনুপান—কুলেখাড়ার রস ও মধু অথবা নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

আনন্দোদয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগার খৈ ৪ তোলা ; এইসকল দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজ-রসে ও দাড়িমের রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে এবং কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগে রোগীর মুখ, চক্ষু, নখ ও সর্ব্বশরীরের পাণ্ডুতা, হরিদ্রাভা বা কৃষ্ণাভা দৃষ্ট হইলে এবং

হস্তপদাদিতে শোথ, মন্দাগ্নি, উদরাময়, দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ১৪ দিন সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ জীর্ণজ্বর, রক্তপিত্ত, অরুচি, বমি, কাস, শোথ, প্লীহোদর, উদরাধ্মান, বাতগুল্ম, প্রতমকশ্বাস ও বিবিধ কাস প্রভৃতি রোগে সেবন করান যায়। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগে ঐসমস্ত রোগের কোনও একটি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও বাসকের মিলিত কাথ।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা; শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ ও কড়িভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং গোক্ষুরবীজচূর্ণ ৮ তোলা; এই-সমুদয় একত্র করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটীর মূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গুলঞ্চ, গুলঞ্চ, থুলকুড়িশাক, বাসক, কাকমাচী, রাখালশসা, পুনর্ণবা, কেশুর্ত্তে, সাচিশাক ও ঘলঘসে; ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ তোলা রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে এবং কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর নখ, মুখ, চক্ষু ও সর্ব্বাঙ্গে পাণ্ডুবর্ণতা, পীতাভা বা কৃষ্ণবর্ণাভা দৃষ্ট হইলে এবং মলমূত্রের হরিদ্রাভা, জ্বর, অতিসার, অরুচি ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চিনি ও মধু।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস। পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৩ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ এবং গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চের পালো; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৫ ভাগ ও মাণ ২ ভাগ লইয়া মর্দ্দন করতঃ ত্রিফলার কাথে দশদিনে ২০ বিশটি ভাবনা দিবে; পরে সজিনা ও রক্তচিতার মূলের রসে যথাক্রমে ৮ বার ভাবনা দিবে। বটি—৪ মাষা।

বজ্রবটকমণ্ডুর—পাণ্ডু, কামলা ও কুম্ভকামলারোগে রোগীর চক্ষু, মুখ এবং মলমূত্রের পীতাভা, হরিদ্রাভা বা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অর্শ, ক্রিমি ও প্লীহা প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—গুলঞ্চের রস; উদরাময়ে ঘোল।

বজ্রবটকমণ্ডুর। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, হরীতকী, আমলা,

বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও মুথা; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মণ্ডুর ৪৮ তোলা এবং গোমূত্র /৬ সের। গোমূত্র ও মণ্ডুর একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে অন্যান্য চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷০ আনা।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর—পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমক-রোগে রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ এবং সর্ব্বাঙ্গে পীতাভা, হরিদ্রাভা বা পীতবর্ণ-মিশ্রিত কৃষ্ণাভা ও মলমূত্রের হরিদ্রাভা বা কৃষ্ণাভা দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদরাময়, শোথ এবং মৃদুজ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহা, যকৃৎ ও উদরী প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী। প্লীহা বা যকৃদ্‌রোগে পাণ্ডু বা কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অনুপান—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া)-পাতার রস।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্ণবামণ্ডুর—পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা বা হলীমকরোগে রোগীর চক্ষু ও মুখাদির পীতাভা, হরিদ্রাভা কিংবা রক্তাভা এবং মলমূত্রের হরিদ্রাভা অথবা রক্তাভা লক্ষিত হইলে বিশেষতঃ পাণ্ডু বা কামলারোগীর শোথ, মৃদুজ্বর, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পুনর্ণবার রস বা কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া)-পাতার রস।

পুনর্ণবামণ্ডুর। পুনর্ণবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; মণ্ডুর ৪০ তোলা এবং গোমূত্র /৫ সের। প্রথমতঃ মণ্ডুরকে গোমূত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে আসন্নপাকে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷০ অর্দ্ধতোলা।

অমৃতলতাদ্যঘৃত—পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর দীর্ঘকাল হইতে চক্ষু, মুখ, মল ও মূত্র প্রভৃতির হরিদ্রাভা বা পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ শোথ, উদরাময়, মন্দাগ্নি ও বমন প্রভৃতির হ্রাস হইলে এবং ক্ষুধা ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ পাইলে এবং রোগের অল্প প্রকোপ বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে।

বায়ু ও পিত্তাশ্রিত পাণ্ডু এবং হলীমকরোগেই এই ঘৃত সমধিক উপকারী। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

অমৃতলতাদ্যঘৃত। মাহিষঘৃত ⁄৪ সের। গব্যদুগ্ধ ⁄১৬ সের। গুলঞ্চের রস ⁄১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পেষিত গুলঞ্চ ⁄১ সের। পাকার্থ জল ⁄১৬ সের। যথারীতি ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।॰ আনা বা ॥॰ অর্দ্ধতোলা।

হরিদ্রাদ্যঘৃত—পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ, মল ও মূত্রের পীতাভা বিদ্যমান থাকিলে অথচ জ্বর, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রবসকল বিনষ্ট হইলে এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অগ্নির বল ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হরিদ্রাদ্যঘৃত। মাহিষঘৃত ⁄৪ সের। গোদুগ্ধ ⁄১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, পাকার্থ জল ১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।॰ আনা বা ॥॰ অর্দ্ধতোলা।

ব্যোষাদ্যঘৃত—মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে রোগীর চক্ষু, মুখ প্রভৃতির পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হইলে রোগীকে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। রোগীর অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ব্যোষাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, মুথা, লৌহভস্ম, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছুটি ও বামনহাটী; এইসমুদয় দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।॰ আনা বা ॥॰ অর্দ্ধতোলা।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত—পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং রোগীর হস্ত, চক্ষু, মল ও মূত্র প্রভৃতির পীতাভা ও তৎসঙ্গে মৃদুজ্বর সময়-সময় প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগীর শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নিবল যথোচিত প্রকাশ পাইলে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত জীর্ণজ্বর, উদরীরোগ ও গুল্মরোগে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত। দশবর্ষাধিক পুরাতন গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দ্রাক্ষা ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

পুনর্ণবাতৈল—পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং রোগীর চক্ষু ও মুখ প্রভৃতির হরিদ্রাভা দৃষ্ট হইলে রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। রোগীর উদরাময়, কাস ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এবং মৃদুজ্বর ও হস্তপদাদিতে সামান্য শোথ দৃষ্ট হইলে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পুরাতনজ্বরে, দীর্ঘকালের শোথ-রোগে, প্রমেহে, প্লীহাদিজনিত পাণ্ডু এবং কামলারোগেও এই তৈল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পুনর্ণবাতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—পুনর্ণবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুকা, কুড়, পুনর্ণবা-মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, মুথা ও নাগেশ্বর; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে উদরাময়-চিকিৎসা

পীযূষবল্লীরস—পাণ্ডু বা কামলারোগে উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর মৃদুজ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়, রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে আয়াপানের রস।

পীযূষবল্লীরস। রস, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খৈ, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারু-চিনি, জাতিফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বালা, দাড়িমের খোসা, ধাইফুল, কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ অর্দ্ধতোলা, বরাহক্রান্তা ১ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে; পরে কেশুর্য্যার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ছাগীদুগ্ধে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। বটী—১ একরতি।

জাতিফলাদ্যবটিকা—পাণ্ডু বা কামলারোগে পাতলা দাস্ত বা

আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। উদরাময়ের সঙ্গে শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

জাতিফলাদ্যবটিকা। পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ১ তোলা এবং অভ্র ।০ অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহার সঙ্গে জায়ফল, মোচরস, মুথা, সোহাগার খৈ, আতইচ, জীরা ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ অর্দ্ধতোলা এবং বিষ ⁄০ আনা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে নিসিন্দাপাতা, সিদ্ধিপত্র, জামপাতা, জয়ন্তীপত্র, দাড়িম্বপত্র, কেশুর্ত্ত্যাপাতা, আকনাদি এবং ভৃঙ্গরাজ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময় অর্থাৎ পাতলা বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক। অনুপান—জীরাচূর্ণ অথবা ঘৃত, মধু ও মরিচচূর্ণ।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ।০ আনা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাকা লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে এবং মুষামধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক মুখ রুদ্ধ করিয়া ৩০ খানা বিলঘুঁটিয়া দ্বারা লঘুপুটে পাক করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৪ রতি।

লৌহপর্পটী—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ পাতলা দাস্ত ও আম বা রক্তসংযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। পাণ্ডু ও কামলারোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে জ্বর, হস্ত এবং পদাদিতে প্রবল শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রথমদিন ১ রতি-পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি-পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবে। এইরূপ ১০ দিনে ১০ রতি-পরিমাণে প্রাতে সেবন করাইবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি-পরিমাণে হ্রাস করিয়া সেবন করাইবে। ঔষধ-সেবনকালে রোগীকে সৈন্ধব-লবণে পক্ব নিরামিষ ব্যঞ্জনসহ অন্ন অথবা দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান করিবে এবং রোগীকে পিপাসাকালে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। পর্পটী-সেবনকালে দুগ্ধ-প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক; সুতরাং রোগীকে সহ্যমত দুগ্ধ পান করিতে

দিবে। রক্তশালি ধানের পুরাতন তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত অন্ন পথ্য দিবে। রোগীর হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান করিবে। লবণ বা লবণাক্ত দ্রব্য ও জলসহযোগে পক্কদ্রব্য বা জল একেবারে নিষিদ্ধ। অনুপান—ভাজাজীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ অথবা ধনে ও জীরার ক্বাথ।

লৌহপর্পটী। শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে; অনন্তর পারদের সমান লৌহভস্ম ঐ কজ্জলীর সহিত দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। যখন লৌহভস্ম কজ্জলীতে অদৃশ্য হইবে, সেই সময় ঐ ঔষধ মিশ্রিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অনন্তর পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

পঞ্চামৃতপর্পটী—পাণ্ডু বা কামলারোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্তসংযুক্ত মল বা তরল দাস্ত দৃষ্ট হইলে লবণজল বন্ধ করিয়া এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময় এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শোথ ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ প্রথমদিন দুইরতি-পরিমাণে লইয়া প্রাতে সেবন করাইবে, পরে প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৰ্দ্ধিত করিবে এবং ৯ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত করিয়া সেবন করাইবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ রতিক্রমে মাত্রার হ্রাস করিবে। উদরাময় ও বিবিধ গ্রহণীরোগে এবং শোথে এই ঔষধের প্রয়োগকালে লৌহপর্পটীর নিয়মানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু অথবা জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

পঞ্চামৃতপর্পটী। শোধিত গন্ধক ১ তোলা ও হিঙ্গুলোত্থরস ।॰ অৰ্দ্ধতোলা একত্র কজ্জলী করিয়া উহার সহিত লৌহ ।॰ আনা, অভ্র ৵॰ আনা, তাম্র /॰ আনা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক লৌহপর্পটীর নিয়মে পাক করিবে।

কণাদ্যলৌহ—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর আম বা রক্ত-সংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও গ্রহণীরোগে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

কণাদ্যলৌহ। আকনাদি, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও বালা; এইসকল দ্রব্য একভাগ; পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহ একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে শোথ-চিকিৎসা

শোথারিচূর্ণ—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতিতে অথবা অঙ্গবিশেষে অল্প বা অধিক শোথ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কফজ-পাণ্ডুরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বিল্বপত্ররস ও মধু।

শোথারিচূর্ণ। শুক্তমূলা, আপাঙ্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীর মূল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা ও মুথা, এইসমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

শোথকালানলরস—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর হস্ত-পদাদিতে শোথ এবং তৎসঙ্গে জ্বর অথবা উদরাময় দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ গ্রহণীনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—কুলেখাড়ার রস ও মধু।

শোথকালানলরস। রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, লবঙ্গ, জাতিফল, সোহাগার খৈ, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

কটুকাদ্যলৌহ—পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। কামলা বা কুম্ভকামলারোগে রোগীর শোথ থাকিলে ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

কটুকাদ্যলৌহ। কটকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, দেবদারু, তেউড়ীমূল ও গজপিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

ত্র্যুষণাদ্যলৌহ—পাণ্ডু বা কামলারোগীর হস্তপদাদিস্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে প্রস্রাব বৰ্দ্ধিত হয় এবং শোথ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্র্যুষণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা

প্রাণবল্লভরস—পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে ১ বার সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু বা কামলা-রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃদ্‌বৃদ্ধি, জলোদর ও উরুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে অধিক দাস্ত হইলে ২।১ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

প্রাণবল্লভরস। হিঙ্গুলোত্থপারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সীজমূল, যবক্ষার, শোধিত জয়পালবীজ, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল; এইসমুদয় সমভাগে লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধে ২ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

পাণ্ডুসূদনরস—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। ঔষধ-সেবনে অধিক দাস্ত হইলে ২।১ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—শীতলজল।

পাণ্ডুসূদনরস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শোধিত জয়পালবীজ ও গুগ্‌গুলু; এইসমুদয় সমভাগে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি বা ৩ রতি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে ক্রিমি-চিকিৎসা

বিড়ঙ্গলৌহ—পাণ্ডু বা কামলারোগে কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং রোগীর আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, ইহা অতি উপকারী। ক্রিমির প্রকোপবশতঃ বমন, নাভিমূলে বেদনা, পাতলা দাস্ত, চক্ষু ও মুখে শোথ এবং জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ক্রিমিজনিত শূল ও বমন প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। অনুপান—শটীর রস; উদরে বেদনা থাকিলে পটোলপত্ররস।

বিড়ঙ্গলৌহ। রস, গন্ধক, মরিচ, জাতিফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুণ্ঠী ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা এবং বিড়ঙ্গশাস ১৮ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

ক্রিমিকালানলরস—কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময় এবং চক্ষু ও গলদেশে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ধনে ও জীরার কাথ বা শটীর রস অথবা ভাটিপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিকালানলরস। বিড়ঙ্গের শাঁস ১৬ তোলা, বিষ ৮ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রস ২ তোলা এবং গন্ধক ২ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দনপূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী—২ রত্তি।

ক্রিমিরোগারিরস—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে অথবা আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গত, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ক্রিমি-জনিত উদরাময়রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

ক্রিমিরোগারিরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, ধাইপুষ্প, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রসাঞ্জন, আকনাদি, বালা, বেলশুঁঠ ও পিপ্পলী; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মরিচ, শুঁঠ ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক ভীমরাজের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রত্তি।

ক্রিমিভদ্রবটিকা—বালকের কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং পাণ্ডু বা কামলারোগ প্রকাশ পাইলে অথবা পাণ্ডুরোগে উদরাময়, চক্ষু, শিরোদেশ ও পদাদিতে শোথ, বমন, অগ্নিমান্দ্য ও অল্পজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শিশুদের ক্রিমিজনিত ঐসকল রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে ক্রিমিসকল বিনষ্ট হয়। অনুপান—শটীর রস বা পলতাপাতার রস; স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে চাঁপাফুলের পাতার রস।

ক্রিমিভদ্রবটিকা। নিম্বপত্র, পটোলপত্র, শটীর পালো, বিড়ঙ্গশাঁস, শঙ্খভস্ম, মুথা, যমানী, শুঁঠ, কুড় ও কাঁটানাগকেশরপাতা; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, রৌপ্যভস্ম ১০ তোলা ও পলাশবীজ ২০ তোলা; এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া চাঁপাফুলের পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রত্তি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে সর্দ্দি ও কাস-চিকিৎসা

মহালক্ষ্মীবিলাস—পাণ্ডু বা কামলারোগীর কাস, অত্যধিক সর্দ্দি

ও তন্দ্রা লক্ষিত হইলে অথবা কফজ-পাণ্ডুরোগীর মন্দজ্বর, অরুচি, ও সর্ব্বশরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস বা আদার রস।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—পাণ্ডু বা কামলারোগীর অল্পজ্বর, সর্দ্দি, কাস, গলাবেদনা ও গাত্রগুরুতা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক উপসর্গসকল দৃষ্ট হইলে অথবা কফজ-পাণ্ডুরোগীর সর্দ্দি, শোথ ও আলস্য প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু বা নিসিন্দা-পাতার রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে বমন-চিকিৎসা

সপ্তামৃতলৌহ—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, অল্পজ্বর, হস্ত ও পদাদিতে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তিমিররোগে এবং শূলরোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—গব্যদুগ্ধ অথবা পল্‌তার রস বা হিঞ্চার রস।

সপ্তামৃতলৌহ। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া; এইসকলের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

ধাত্রীলৌহ—পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করাইবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তে ও শূলে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—পল্‌তার রস ও চিনি।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে অরুচি-চিকিৎসা

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ—পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর মুখে অরুচি হইলে অন্নপানাদিতে অনিচ্ছা জন্মে। এই অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয় এবং পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর অরুচির সঙ্গে মৃদুজ্বর, শোথ, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে তাহাও এই ঔষধের প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। অনুপান—জল।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। আদার রস ৴৪ সের, ইক্ষুগুড় ৴২ সের ও টাবালেবুর রস ৴৷৹ অর্দ্ধসের; এইসমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দুরালভা, চিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—চারি আনা।

সুধানিধিরস—পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর অরুচি হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অন্নভক্ষণে ইচ্ছা জন্মে এবং অগ্নিমান্দ্য, শূল ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অনুপান—ইক্ষুগুড়।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে পথ্য

রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব ও গমের তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ খাদ্যদ্রব্য দেশকালানুসারে প্রদান করিবে। এই রোগে মুগ, অড়হর ও মসূরের যূষ এবং জাঙ্গল জন্তুর মাংসরস অতিশয় উপকারী। পটোল, পাকাকুমড়া, কাঁচাকলা, হিঞ্চেশাক, গুলঞ্চ, নটেশাক, পুনর্ণবাশাক, বেগুন, রসুন, পেঁয়াজ, পাকা-আম, তেলাকুচা, শিঙ্গিমাছ, তক্র (ঘোল), ঘৃত, তিল-তৈল ও মাখন প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন রোগীকে দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রদান করিবে। স্নানকালে সমস্ত শরীর মার্জ্জনপূর্ব্বক রোগীর স্নান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু জ্বর, শোথ, উদরাময় থাকিলে স্নান নিষিদ্ধ।

উদরীরোগ-চিকিৎসা

বাতোদরীর লক্ষণ—বাতোদরে রোগীর হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ জন্মে এবং কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটি, পৃষ্ঠদেশ ও পর্ব্বস্থানে

বেদনা লক্ষিত হয়, কাস শুষ্কাবস্থায় উত্থিত হয়, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, রোগীর অধোদেশের অর্থাৎ নাভির নিম্নভাগের গুরুতা, মলরোধ, ত্বক্, চক্ষু ও মূত্র প্রভৃতির কৃষ্ণবর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরস্থ শোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচিকা দ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহ দ্বারা উদর আচ্ছাদিত এবং উদরে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার থলের ন্যায় শব্দের অনুভব ; এইসকল লক্ষণ বাতোদররোগীর প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। সময়-সময় এই রোগে বায়ু উদরের মধ্যে বেদনা জন্মাইয়া এবং শব্দ উৎপাদন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

পিত্তোদরীর লক্ষণ—পিত্তোদরে রোগীর জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, মুখে কটু আস্বাদ, ভ্রান্তি, অতিসার, ত্বক্ ও নয়নাদির পীতাভা দৃষ্ট হয় এবং উদর বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম্মযুক্ত ও উষ্মাবিশিষ্ট এবং দাহান্বিত বোধ হয়। হরিৎ, পীত বা তাম্রবর্ণ শিরাসমূহ দ্বারা উদর ব্যাপ্ত এবং ধূমের ন্যায় উদ্গার উঠিতে থাকে। পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদরে পরিণত হয়।

শ্লৈষ্মিক উদরীর লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক উদরে রোগীর অবসন্নতা, শোথ, শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শ্বেতাভা দৃষ্ট হয় ; উদর স্তব্ধ, স্নিগ্ধ, শুক্লশিরাসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অত্যন্ত বৃহৎ ও দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন, স্পর্শে শীতল, গুরু এবং নিশ্চল বোধ হয় অর্থাৎ উদরস্থ শোথ বৃদ্ধি পাইলে উদর বৃহৎ, কঠিন এবং স্পর্শকালে শীতল বোধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক উদরীর লক্ষণ—দুঃশীলা কামিনীগণ কোনও পুরুষকে অন্ন বা পানীয় দ্রব্যের সহিত নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা অথবা আর্ত্তব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে অথবা কোনও ব্যক্তি শত্রুতাবশতঃ সংযোগজ বিষভক্ষণ করাইলে কিংবা দূষিত জল ও দূষী বিষ (অগ্ন্যাদির উপঘাত দ্বারা প্রভাববিহীন বিষ) সেবন করিলে ঐসকল ব্যক্তির রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া সান্নিপাতিক উদরীরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শীতল বায়ুতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে বর্দ্ধিত হয় ও রোগীর দাহ উপস্থিত হয়, এই রোগে রোগীর কৃশতা ও নিরন্তর মূর্চ্ছা হয় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও পিপাসায় কণ্ঠাদি শুষ্ক হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক উদরকে দূষ্যোদর কহে।

বদ্ধোদরীর লক্ষণ—যেসকল ব্যক্তি ভোজনকালে শাক, শালুক বা বালুকাযুক্ত অন্ন ভোজন করে, সেইসকল ব্যক্তির মল দূষিত হইয়া সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) নিক্ষিপ্ত তৃণাদির ন্যায় ক্রমশঃ অন্ত্রনাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয় এবং গুহ্যদ্বারে মল রুদ্ধ হইয়া অতিকষ্টে ঐসকল মল অল্প-অল্প নির্গত হয়। এই রোগে হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থ উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে বদ্ধোদর কহে।

ক্ষতোদরীর লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্যের সহিত কোনপ্রকারে কণ্টকাদি মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে অথবা কোনও প্রকারে উহা উদরে প্রবেশ করিলে অন্ত্রনাড়ীকে ভেদ করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগে অন্ত্রের ক্ষতস্থান হইতে অধিক-পরিমিত জল গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃপুনঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং নাভির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পায়। ইহাতে সূচী-বিদ্ধপ্রায় এবং বিদীর্ণপ্রায় বেদনা অনুভূত হয়। ইহাকে ক্ষতোদর কহে।

জলোদরীর লক্ষণ—যেসকল ব্যক্তি স্নেহপান বা পিচকারী গ্রহণ করিয়া বমন, বিরেচন কিংবা নিরূহবস্তি গ্রহণ করিয়া শীতলজল পান করে, তাহাদিগের উদরস্থ ধমনীসমূহ দূষিত হয় এবং স্নেহ দ্বারা প্রলিপ্ত হয়। এইরূপে রসবহা-নাড়ীর বহির্ভাগে অম্লরস সঞ্চিত হইয়া জলোদর উৎপাদন করে। ইহাকে জলোদর কহে। জলোদরে উদর চক্‌চকে, বৃহৎ, জলপূর্ণ ও প্রায়শঃ স্ফীত এবং নাভিদেশের চতুর্দ্দিক্ বেদনাযুক্ত ও চর্ম্মনির্ম্মিত জলপূর্ণ থলের ন্যায় কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়।

জাতোদকোদরীর লক্ষণ—জাতোদকোদরে উদর ক্ষোভিত হইলে জলপূর্ণ চর্ম্মনির্ম্মিত থলের ন্যায় অল্প শব্দ হয় এবং শিরাসকল প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু জলপূর্ণতাহেতু উদর অত্যন্ত বৃহৎ হয় এবং রোগীর আলস্য, মুখের বিরসতা, মূত্রাধিক্য, পাতলা দাস্ত, অগ্নিমান্দ্য ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। জাতোদকোদর জলোদরের প্রায় তুল্য লক্ষণবিশিষ্ট।

উদররোগের যুক্ত অসাধ্য লক্ষণ

সমস্ত উদররোগই বহুযত্নে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বলবান্ ব্যক্তির জাতোদকোদর ভিন্ন অন্যান্য উদরীরোগ অল্পদিনের হইলে ও যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসিত হইলে প্রশমিত হইতে পারে। বদ্ধোদর বা জলোদর পনর

দিনের অধিককাল জাত হইলে তদ্দ্বারা প্রায়শঃ রোগী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে উদরীরোগীর চক্ষুতে শোথ, লিঙ্গনাল বক্র এবং বল, রক্ত ও অগ্নি নষ্ট হইয়াছে এবং চর্ম্ম সূক্ষ্ম ও ক্লেদযুক্ত, সেই রোগীর রোগ অসাধ্য; সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

পার্শ্ববেদনা, অরুচি, শোথ ও অতিসারাক্রান্ত উদররোগীর রোগ অসাধ্য। তদ্ভিন্ন যেসকল উদরীরোগে রোগীর দাস্ত হইলেও উদর বায়ুপূর্ণ লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবে।

উদররোগ-চিকিৎসাবিধি

উদররোগে উদরে বা স্থানবিশেষে অথবা সমস্ত উদরে শোথের আধিক্য সহজেই উপলব্ধ হয় এবং সমস্ত উদরীরোগের শোথ একটি প্রধান লক্ষণ। এই শোথ লক্ষণভেদে উদরের স্থানবিশেষে হ্রাসবৃদ্ধিরূপে দৃষ্ট হয় এবং হস্ত-পদাদি অঙ্গেও লক্ষিত হয়। দোষভেদে উদরীরোগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায়। বাতোদরে নাভির নিম্নভাগের গুরুতা ও উদর বায়ুপূর্ণ থাকে, শ্লৈষ্মিক উদরে সমস্ত উদর গুরু ও ভারাক্রান্ত হয়, বদ্ধোদরে হৃদয় ও নাভির মধ্যদেশ শোথপূর্ণ হইয়া উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ক্ষতোদরে নাভির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; জলোদরে এবং জাতোদকোদরে রোগীর উদর শোথের প্রবলতাবশতঃ বৃহৎ জলপূর্ণ থলের ন্যায় বোধ হয় ও চক্‌চকে থাকে, বিশেষতঃ শোথ যেরূপ প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়, তৎসঙ্গে মূত্রের এবং বায়ুরও রোধ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যথারীতি মূত্রের প্রবর্ত্তন ও উদরস্থ বায়ুর নির্গমনের অভাব লক্ষিত হয়। অন্যান্য উদরীরোগ লক্ষণ দ্বারা নির্ব্বাচন করিবে। পৈত্তিক উদরী এবং জাতোদক উদরী প্রভৃতি রোগে যদিও অতিসার লক্ষিত হয়, তথাপি উহাতে উদরস্থ বায়ুর রুদ্ধতা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বায়ুর প্রায়শঃ অনুলোমতা হয় না।

অনেকস্থানে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, বায়ু-কর্ত্তৃক প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, ৩।৪ দিন পরে দাস্তের ঔষধ প্রয়োগ করিলে ২।১ বার অতি অল্প মল নির্গত হয়, কিন্তু উদর বায়ুপূর্ণ থাকে, প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরেও প্রায়শঃ কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না, প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তৎসঙ্গে উদরও বৃদ্ধি পাইতে

থাকে এবং হস্ত ও পদাদিতে ক্রমশঃ শোথ ব্যাপ্ত হয়। এস্থলে উদরীরোগে শোথ অর্থাৎ জলসঞ্চারের কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক, লোকের সুস্থাবস্থায় রসবাহিনী ধমনীসকল সর্ব্বদা রক্ত উৎপাদন করে এবং ঐসমস্ত রস অর্থাৎ জলীয় ধাতু আবার লসিকা-পথে শোষিত হয়, কিন্তু ঐ কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে রস সঞ্চিত হইয়া স্থানবিশেষে শোথ উৎপাদন করে এবং বিবিধ কারণে রক্তের কিয়দ্ভাগ জলীয়াংশে পরিণত হইয়া শোথ বর্দ্ধিত করে ও চর্ম্মের নিম্নস্থ ধমনীসমূহে রস সঞ্চিত হইয়া সেই স্থান স্ফীত হয় এবং ঐ স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে গহ্বরের ন্যায় হয় অর্থাৎ তত্রত্য জলীয়াংশ সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করে ও কিছুকাল পরে পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিলে ঐ স্থান পূর্ণ হয়। শোথ পরীক্ষা করা তত কঠিন নহে, উহা অঙ্গুলি দ্বারা সহজে পরীক্ষা করা যায়। এই উদরীরোগ শরীরে কি অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তাহা অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, অগ্নির মন্দতা এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপই এই রোগের কারণ। বিবিধ কারণবশতঃ এবং বিবিধ রোগ হইতে অগ্নিমান্দ্য হইলে বাতাদি দোষ সংদূষিত হয়, পিত্ত অর্থাৎ পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যাঘাতবশতঃ আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মাও দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বায়ুর অনুলোমাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যাঘাতবশতঃ অন্যান্য রসাদি ধাতুগত উষ্মারূপ অগ্নির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—"পাচকং পচতে পিত্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্" অর্থাৎ পাচক পিত্ত অন্নকে পরিপাক করে ও অবশিষ্ট ক্ষিত্যাদি মহাভূতগত অগ্নি ও রসাদি সপ্তধাতুগত উষ্মারূপ অগ্নির তেজ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, কিন্তু পাচকাগ্নি নষ্ট হইলে রস ও রক্তাদি সমস্ত ধাতুর তেজ নষ্ট হয়, বায়ুও পিত্ত অর্থাৎ অগ্নির অভাবে কার্য্যকারী হয় না। এক্ষণে স্পষ্টতঃ বোধ করা যায় যে, ধমনীস্থিত রস নিয়মিতরূপে অগ্নির অভাবে শোষিত হইতে পারে না এবং রক্তও যথারীতি বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং ঐ রস একস্থানে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে, বিরেচনাদি দ্বারা বা মূত্রকারক দ্রব্য দ্বারা উহার হ্রাস হয়, সুতরাং উদরীরোগে সর্ব্বদা উদরে দোষ পূর্ণ থাকে। অতএব বাতাদি-দোষনাশক ক্রিয়া সর্ব্বদা করিবে এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক খাদ্য প্রদান ও বিরেচক ঔষধ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিবে।

উদরীরোগের প্রথমাবস্থা—উদররোগীকে সর্ব্বদা বিরেচনার্থ বিবিধ ঔষধ প্রদান করিবে এবং সর্ব্বদা শীতল বায়ু বা জল রোগীর শরীর স্পৃষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেহেতু শীতল বায়ু বা জলের সংস্পর্শে রোগীর দাস্ত বন্ধ হয়, ঔষধে কোন উপকার হয় না। প্রথমাবস্থায় অগ্ন্যুদ্দীপক ও মৃদুবিরেচক ঔষধ, যথা—পুনর্ণবাদিকাথ, পুনর্ণবাদিচূর্ণ ও পটোলাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি, রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতজ উদরে উদরাধ্মান হইলে বিশেষতঃ বদ্ধোদরে বায়ুর অনুলোম এবং অগ্নির সন্দীপনার্থ কুষ্ঠাদিচূর্ণ বা সামুদ্রাদ্যচূর্ণ যথারীতি সেবন করাইবে এবং দশমূলের কাথ দ্বারা পিচকারী প্রদান করিবে। বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে রোগীর ২।১ বার দাস্ত হইবার পর উদর কোমল হইলে উদরে বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিবে, যেন বহিঃস্থ শীতল বায়ু উদরে না লাগে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা উদরাধ্মান নিবৃত্ত থাকে। অনন্তর রোগীকে রক্তশালি তণ্ডুলের পেয়া বা কুলত্থকলাই প্রভৃতির যূষ অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং যেসমস্ত রোগীর সময় সময় পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদিগকেও শারীরিক বল বিবেচনা করিয়া বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক কাথ ও চূর্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে অর্থাৎ বিরেচক ঔষধ অসহ্য হইলে তৃতীয়াবস্থানুসারে চিকিৎসা করিবে। উদরীরোগীর শোথের আধিক্য পরিলক্ষিত হইলে রোগীকে শোথনাশক ঔষধ, যথা—ত্র্যষণাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদ্যলৌহ বা কটুকাদ্যলৌহ প্রভৃতি, শোথের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। এইসমস্ত ঔষধ উদরীরোগের প্রথমাবস্থায়ই প্রয়োগ করিবে। এইসকল ঔষধের সেবন দ্বারা শোথ ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

উদরীরোগের দ্বিতীয়াবস্থা—উদরীরোগে রোগীর শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে ঐসমস্ত শোথনাশক ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, তখন অবস্থা-বিশেষে অর্থাৎ রোগী সবল হইলে এবং উদরস্থ শোথ অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে তীক্ষ্ণ-বিরেচক ঔষধ, যথা—দুগ্ধবটী ও ইচ্ছাভেদীরস প্রভৃতি সেবন করাইবে এবং ঐসকল ঔষধের নিয়মানুসারে রোগীকে দুগ্ধ বা দধিসংযুক্ত অন্নপথ্য অল্পপরিমাণে প্রদান করিবে। রোগীর গাত্রে শোথ থাকিলে ঘুঁটের ছাই লেপন করিবে। তীক্ষ্ণবিরেচন সবল রোগীর পক্ষেই ব্যবস্থেয়।

উদরীরোগের তৃতীয়াবস্থা—উদররোগীর শোথ অত্যন্ত

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে বিরেচক ঔষধ প্রদান করা অন্যায়। এইরূপ অবস্থায় স্বর্ণপর্পটী ও রসপর্পটী প্রভৃতি রোগীকে রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে। জলোদরে শোথের প্রবলতা লক্ষিত হয়, এই অবস্থায় শল্যশাস্ত্রানুসারে অস্ত্র দ্বারা নাভির নিম্নভাগ ছিদ্র (টেপ) করিয়া উদরস্থ জল বাহির করিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—"জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শাস্ত্রোক্তং শস্ত্রকর্ম্ম চ। জলোদরে বিশেষেণ দ্রব্যসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥" অন্যান্য উদররোগেও জল বাহির করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে চিকিৎসায় শীঘ্র ফল দর্শে, কিন্তু প্লীহোদর, যকৃদ্দাল্যুদর ও বদ্ধোদররোগে ঐরূপ জল নিঃসারিত করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জল নিঃসারিত করিতে হইলে উদরে কিরূপে জল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া শস্ত্রকর্ম্মে পারদর্শী চিকিৎসক দ্বারা ঐ জল নিঃসারিত করাইবে, জলনিঃসারণকালে উচ্চ বালিশের পার্শ্বে পৃষ্ঠের ভার রাখিয়া রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং অতি সাবধানে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে জলনিঃসারণ বন্ধ করিবে, কারণ ঐ অবশিষ্ট জল ঔষধ-প্রয়োগেও ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। শোথ একবার ঐরূপ ক্রিয়ার দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় পুনঃপুনঃ জল নির্গত করা যায় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক ঔষধ-প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐরূপ জলনিঃসারণক্রিয়া রোগীর আশু কষ্টলাঘবের কারণ মাত্র। এইরূপ ক্রিয়ার পর স্বর্ণপর্পটী, রসপর্পটী বা লৌহপর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবে। রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং শোথ একেবারে হ্রাস-প্রাপ্ত হইলে মাণমণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ ও পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। লবণ ও জল কিছুদিন বন্ধ রাখাও একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ সহসা লবণাক্ত ব্যঞ্জনাদি বা জলীয়দ্রব্য-সেবনে ঐ রোগ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। শোথের নিবৃত্তি হইলে রোগীকে শিশিরের জল প্রদান করা যায় এবং ঐ জলে ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর শোথ নিবৃত্ত হইলে সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জনাদি ক্রমশঃ অল্পপরিমাণে প্রদান করিবে। রোগ নিবৃত্ত হইলে পুনঃপুনঃ উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, সুতরাং রোগীকে অতি সাবধানে রাখা

আবশ্যক। রোগের প্রবলাবস্থায় শিরাসমূহ জলপূর্ণ থাকায় নাড়ী অতিশয় শিথিলভাবে স্পন্দিত হয় এবং রোগ যতই হ্রাস পায়, নাড়ী ততই মৃদুভাব ও জড়তা পরিত্যাগ করে।

প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরে বিধি—প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদর উৎপন্ন হইলে বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া প্লীহা ও যকৃতের ঔষধ সেবন করাইবে অর্থাৎ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ এবং সবল রোগীকে যকৃৎপ্লীহারিলৌহ ও প্লীহাশার্দ্দূল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ-বিরেচক ঔষধ দিবে। পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে লোকনাথরস, বৃহৎ লোকনাথরস, যকৃদরিলৌহ ও বৃহৎ যকৃদরিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং সকল রোগীকে মৃদু-বিরেচক প্লীহা ও যকৃৎনাশক ঔষধ প্রদান করিবে, যেহেতু উদরীরোগে কোষ্ঠ-শুদ্ধিকারক ঔষধ একান্ত আবশ্যক। কফজ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে প্লীহার্ণব-রস, প্লীহারিরস (মতান্তরে), মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ ও লৌহমৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। যেসমস্ত ঔষধে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত হয়, এরূপ ঔষধ প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রযোজ্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না, রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীকে পটোল, করলা, ডুমুর, সজিনার খাড়া প্রভৃতির ব্যঞ্জন ও পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে, কিন্তু রোগ প্রবল হইলে রোগীকে মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে। জ্বরের জন্য পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ অথবা বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ দোষভেদে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহোদর এবং যকৃদ্দাল্যুদরে শোথ-নিবারণার্থ ত্র্যষণাদ্যলৌহ, ত্রিকটুকাদ্যলৌহ ও শোথ-কালানলরস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রদান করা যাইতে পারে। ঐসকল ঔষধ প্রদান করিলে এবং মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিলেই প্রায়শঃ ঐ রোগ দূরীভূত হয়। উদরীরোগে বর্দ্ধমানাপিপ্পলী প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে উপকার পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা কল্পদৃষ্টং প্রযোজয়েৎ। জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভুবি॥" প্লীহোদরে ইহার গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বিশেষতঃ কফজ প্লীহোদরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহোদর অথবা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর জ্বর, হস্ত, পদ ও উদরে শোথ এবং কাস

প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং অবস্থাভেদে মলের তরলতা বা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং রোগীর কোষ্ঠবল বিবেচনা করিয়া প্লীহা ও যকৃতের ঔষধ যেমন প্রয়োগ করিবে, জ্বর ও কাস প্রভৃতির জন্যও সেইরূপ ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক।

উদরীরোগে শোথ, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া বিন্দুঘৃত, চিত্রকঘৃত ও রসোনতৈল প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যেহেতু রসচিকিৎসোক্ত বিবিধ বটিকা এবং চূর্ণ ঔষধ দ্বারা রোগীর শরীরের বাতাদি দোষ যথারীতি সংশোধিত না হইলে পুনরায় রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় ঐসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীর সংশোধিত হয় এবং বাতাদি দোষও শমতাপ্রাপ্ত হয়।

উদরীরোগে ঔষধ

পুনর্ণবাদিক্বাথ—বাতোদরের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কুক্ষি, পার্শ্ব ও কটিদেশে বেদনা এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এবং হস্ত ও পদাদিতে শোথ লক্ষিত হইলে রোগীকে এই ক্বাথের সহিত গোমূত্র এবং শোধিত গুগ্গুলু প্রত্যেকে ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক উদরে বা পৈত্তিক উদরেও এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

পুনর্ণবাদিক্বাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ এই চারিটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পুনর্ণবাদিক্বাথ (মতান্তরে)—বাতোদরের প্রথম অবস্থায় রোগীর হস্ত, পদ ও কুক্ষিদেশে শোথ প্রকাশ পাইলে এবং পার্শ্ব, উদর ও কটিদেশে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধে গোমূত্র ও শোধিত গুগ্গুলু প্রত্যেকে ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদিক্বাথ (মতান্তরে)। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কটুকী, পলতা, হরীতকী, নিমপাতা, মুথা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দশমূলাদিক্বাথ—বাতোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং কুক্ষি, উদর ও কটিদেশে বেদনা দৃষ্ট হইলে এই ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল ॥০ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেবদার্ব্বাদিযোগ—সান্নিপাতিক উদরে বাতোদর ও শ্লৈষ্মিক উদরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই যোগ রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে প্রাতে গোমূত্রসহ পান করিতে দিবে, ইহা দ্বারা শোথ নষ্ট হয় এবং উদরস্থ ক্রিমিও নির্গত হইয়া থাকে।

দেবদার্ব্বাদিযোগ। দেবদারু, সজ্নিনা, ও আপাঙ্; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

পটোলাদ্যচূর্ণ—বাতোদর, পিত্তোদর ও সান্নিপাতিক উদরে কিংবা বদ্ধোদরে অথবা জলোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, হস্ত, পদ ও উদরে শোথ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই চূর্ণ প্রথম একদিন প্রাতে গোমূত্রসহ সেবন করাইবে। ঔষধ-সেবনে দাস্ত হইলে ছয়দিন পর্য্যন্ত শুঁঠ, পিপুল ও মরিচসহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। অবস্থা-বিশেষে পেয়া প্রয়োগ করা যায়। সপ্তমদিনে পুনরায় এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে।

পটোলাদ্যচূর্ণ। পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কমলাগুঁড়ি ৪ তোলা, নীলবুহ্নাফল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে এবং বদ্ধোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং হস্তপদাদিতে শোথ, কুক্ষি ও কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগের প্রথম অবস্থায় গোমূত্রসহ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ ও দেবদারু; এইসকলের চূর্ণের সমান শোধিত গুগ্গুলু এবং তৎসমান হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ (মতান্তরে)—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক উদরে এবং বদ্ধোদরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গোমূত্র।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ (মতান্তরে)। পুনর্ণবা, দেবদারু, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টিকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, রক্তচিতা ও বাসক ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ আনা।

ইচ্ছাভেদীরস—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরীরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ৫।৭ বার দাস্ত হইলে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিতে দিবে। রোগীর শারীরিক বল-অনুসারে এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। দাস্ত বন্ধ হইলে লঘুপথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—আমরুলের রস।

ইচ্ছাভেদীরস। পারদ ৵০ আনা, গন্ধক ।৶০ আনা, বহেড়া ৵০ আনা, আমলকী ৵০ আনা, পিপুল ।০ আনা, শুঁঠ ।৶০ আনা ও শোধিত জয়পালবীজ ২৷০ তোলা ; সমস্ত মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—মটর-প্রমাণ।

দুগ্ধবটী—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা জলোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে এই ঔষধ প্রাতে সাতদিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং নির্জ্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ পান করাইবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। হিঙ্গুলোত্থরস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, লৌহ ও শোধিত জয়পালবীজ ; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

দুগ্ধবটী (মতান্তরে)—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা জলোদরী অথবা বদ্ধোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং উদরস্থ শোথ প্রবল হইলে সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

ঔষধ-সেবনান্তে দাস্ত হইলে নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্নপথ্য দিবে। এইরূপ নিয়মে রোগীকে ১৪ দিন ইহা সেবন করাইবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী (মতান্তরে)। হিঙ্গুলোত্থরস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং শোধিত জয়পালবীজ ৯ তোলা; এইসকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ-রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

জলোদরারিরস—জলোদরীরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং উদরে অধিক জল (শোথ) দৃষ্ট হইলে সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনান্তে পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে রোগীকে তক্র (ঘোল)-মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিবে এবং পিপাসাকালে তক্র অল্প-অল্প-পরিমাণে প্রদান করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

জলোদরারিরস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এবং মনঃশিলা, হরিদ্রা, শোধিত জয়পালবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রক্তচিতা; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দন্তীমূলরস, সীজের রস ও ভৃঙ্গরাজরসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

বহ্নিরস—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক উদরীরোগে বা বদ্ধোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে এবং দিনান্তে (মধ্যাহ্নে) তক্রমিশ্রিত অন্ন অল্পপরিমাণে ভক্ষণ করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনকালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

বহ্নিরস। পারদ ও গন্ধক; প্রত্যেকে ৮ তোলা; হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও মনঃশিলা; প্রত্যেকে ২ তোলা; তেউড়ীমূল, রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ৩ তোলা; শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ৭ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া জয়ন্তী, সীজের ক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, রক্তচিতা ও এরণ্ডতৈলে ক্রমান্বয়ে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা—জলোদরীরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং উদরে জলের (শোথের) অধিক্য দৃষ্ট হইলে সবল রোগীকে এই ঔষধ-সেবন করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনে প্রবলবেগে পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে রোগীকে অল্পপরিমাণে দধিসংযুক্ত অন্ন প্রদান

করিবে। ঔষধ-সেবনকালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ করা উচিত। অনুপান—উষ্ণজল।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রসসিন্দুর ও হরীতকী; এইসকল সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত জয়পালবীজ; এইসমুদয় মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—উদরীরোগে রোগীর উদরাময় ও শোথ প্রবল এবং তৎসঙ্গে পাণ্ডু, কামলা, জর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা পিত্তের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত। অনুপান—পুনর্ণবার রস।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। পিপুলমূল, রক্তচিতা, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা, কর্পূর ও সৈন্ধবলবণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহ লইয়া একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

চুলিকাবটী—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে, জলোদরে, বদ্ধোদরে বা প্লীহোদরে অথবা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ তীব্র-বিরেচক, অতএব বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে প্রদান করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

চুলিকাবটী। পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোহাগার খৈ; এইসকল সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ শোধিত জয়পালবীজ; এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ ও কেশুরিয়ারসে মর্দ্দন করিয়া পুনরায় মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী—শ্লৈষ্মিক উদরীরোগে ও প্লীহোদরে রোগীর শোথ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে ৫।৬।৭ বা ৮ রতি ক্রমে প্রত্যহ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন পর্য্যন্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং ঐ নিয়মে মাত্রাহ্রাস করিবে। লবণ ও জল বন্ধ করিয়া রোগীকে দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দিবে।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক উদরী ও জলোদরী, বদ্ধোদরী এবং ক্ষতোদরী রোগীর তৃতীয়াবস্থায় অর্থাৎ রোগী

দুর্ব্বল হইলে অথবা শোথ ও উদরাময়ের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে ১ রতি পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া সেবন করাইবে। এইরূপ ১০ দিন সেবন করাইয়া পুনরায় ১ রতি-ক্রমে হ্রাস করা উচিত। একবার এই নিয়মে সেবনে সম্যগ্‌রূপে উপকার দৃষ্ট না হইলে পুনরায় ঐ নিয়মে সেবন করিতে দিবে। লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ প্রদান করিবে ও মাণদণ্ড পথ্য দিবে। রোগীর উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধের সেবনকালে রোগী স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে। উদরী ও শোথরোগে অনুপান—নির্জ্জল পক্ব গোদুগ্ধ এবং উদরাময়ে জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। হিঙ্গুলোত্থরস ৮ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে; উভয়ে একত্র হইলে উহার সহিত শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা লইয়া লৌহপাত্রে কজ্জলী করিবে। অনন্তর পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

রসপর্পটী—জলোদরীরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর উদরে জল (শোথ) অধিক দৃষ্ট ইহলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইলে অর্থাৎ উহার বিরেচক ঔষধ অসহ্য হইলে এই ঔষধ প্রথমদিন ২ রতি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে এবং প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১০ দশরতি পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ একরতি করিয়া মাত্রাহ্রাস করিবে। এই নিয়মে ১৮ দিন সেবন করাইয়া আরও ৩ দিন অতিরিক্ত ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। সর্ব্বশুদ্ধ ২১ দিন সেব্য। লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। উদরীরোগে রোগীকে মাণমণ্ড-পথ্য প্রদান করিবে। ইহাতে উদরস্থ শোথ নিবৃত্ত না হইলে পুনরায় ঐ নিয়মে ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মৃদুপাক বা উপযুক্ত পাকের পর্পটী গ্রহণ করিবে। খরপাকের পর্পটী কখনও সেবন করাইবে না। ঔষধ-সেবনকালে স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনুপান—নির্জ্জল পক্বদুগ্ধ বা উদরাময় থাকিলে ভাজা-জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

রসপর্পটী। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা (ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া ঐ গন্ধক লইবে); এই উভয় দ্রব্য একত্র কজ্জলী করিয়া পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

লৌহপর্পটী—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং বদ্ধোদরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং উদরাময় ও শোথ প্রবল হইলে এই ঔষধ ১ রতি

পরিমাণে প্রথমদিন সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ ১ রতি-ক্রমে মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। অনন্তর ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিবে। ঔষধ-সেবনের নিয়ম ও পথ্যাদি রসপর্পটীর ন্যায়।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিন্দুঘৃত—উদরীরোগে রোগীর উদরস্থ জল (শোথ) এবং জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অথচ শরীর অত্যন্ত কৃশবোধ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হইলে রোগীকে এই ঘৃত অবস্থাভেদে ৪।৫ বা ৬ ফোঁটা অথবা আবশ্যক হইলে ততোধিক মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত অত্যন্ত বিরেচক ; ইহার মাত্রা বিবেচনাপূর্ব্বক নিরূপণ করিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

বিন্দুঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—আকন্দের ক্ষীর ১৬ তোলা, সীজের ক্ষীর ৪৮ তোলা এবং হরীতকী, কমলাগুঁড়ি, শ্যামালতা, নীলবৃক্ষ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চোরপুষ্পী, রক্তচিতা, শ্বেত অপরাজিতা ও সোন্দালের মজ্জা ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে।

চিত্রকঘৃত—প্লীহোদরে বা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর শোথ, প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বর হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা বা কামলার ভাব দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

চিত্রকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ—রক্তচিতা ৮ তোলা ও যবক্ষার ৮ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত-পাক করিবে।

রসোনতৈল—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে, বদ্ধোদরে প্লীহোদরে বা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হইলে এই তৈল প্রাতে ২৫।৩০ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি, ক্রিমি, কুক্ষিশূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগও বিনষ্ট হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রসোনতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—রসোন ১২৸৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, হিং, সৈন্ধব, রক্তচিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তসজিনা, পুনর্নবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং তেউড়ীমূল ৯৮ তোলা ; জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

উদরীরোগে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

কুষ্ঠাদিচূর্ণ—উদরীরোগে উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে বিশেষতঃ বাতোদরে ও বদ্ধোদরে রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। কুড়, দন্তীমূল, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিং, সাজিমাটী, চই ও চিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও শুঁঠ ২ ভাগ; ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ আনা।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ—উদরীরোগীর উদরাধ্মান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ। করকচলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, বঙ্কুচিতা, শুঁঠ, হিং ও বিটলবণ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ—উদরীরোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাধ্মান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি—উদরীরোগে উদরাধ্মান প্রবল হইলে এই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া রোগীর গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বায়ু অধোগামী হয়।

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদরীরোগে উদরাময়-চিকিৎসা

স্বর্ণপর্পটী—উদরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ ১ রতি-ক্রমে মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। পরে ঐ নিয়মে মাত্রাহ্রাস করিবে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্প টী—উদরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রথমদিন ১ একরতি মাত্রায় সেবন করাইবে। পরে প্রত্যহ ১ একরতি পরিমাণে মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১০ দশদিন সেবন করাইবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ একরতি করিয়া মাত্রাহ্রাস করিবে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদরীরোগে শোথের হ্রাস ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে অন্যান্য উপদ্রবের হ্রাস হয়, সুতরাং শোথ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করাই সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। অন্যান্য উপদ্রবনাশের জন্য চেষ্টা করিলে তাহাতে বিশেষ ফল দর্শে না। অতএব অন্যান্য উপদ্রবনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা বৃথা।

উদরীরোগে পথ্য

উদরীরোগে পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন কুলথকলাই ও মুগের ডাইল, রসুন, আদা, শালিঞ্চশাক, পল্‌তা, করলা, পুনর্ণবা ও সজিনা প্রভৃতির তরকারী এবং ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, ছাগীমূত্র, গোমূত্র, মহিষীমূত্র অবস্থাবিশেষে প্রদান করিবে। এই রোগে যাবতীয় লঘুদ্রব্য, তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে।

শোথ-চিকিৎসা

বাতিক শোথের লক্ষণ—বাতিকশোথ একস্থানে স্থিরভাবে থাকে না। উহা পাতলা-চর্ম্মবিশিষ্ট, কঠিন অর্থাৎ উহাতে হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ বোধ হয়। ঐ শোথ অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, স্পর্শশক্তি-বিহীন অর্থাৎ শোথস্থানে হস্ত প্রদান করিলে রোগী তাহা প্রায়শঃ অনুভব করিতে পারে না। শোথস্থানে ঝিন্‌ঝিনে বেদনা অনুভূত হয়। ঔষধাদি-সেবন ব্যতীতও বায়ুর চলন-গুণ বিদ্যমান থাকায় কখনও কখনও বাতিকশোথ স্বয়ং প্রশমিত হয়। শোথস্থানে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে ঢালু এবং কিছুকাল পরে পূর্ব্ববৎ সমান হয়, এই শোথ দিবাভাগে প্রবল ও রাত্রিতে প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শোথের লক্ষণ—পৈত্তিক শোথ অতি কোমল অর্থাৎ উহাতে হস্ত প্রদান করিলে নরম বোধ হয় এবং উহা দুর্গন্ধ, কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ, উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। এই শোথে রোগীর অতিশয় দাহ জন্মে এবং শোথ পাকে, পরন্তু রোগীর ভ্রম, জর, ঘর্ম্মোদ্গম; পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষুর রক্তিমা লক্ষিত হয়।

শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক শোথ স্থির অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে ঢালু হয় না, রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় ও দিবাভাগে প্রশমিত হয়, অনেকক্ষণ পরে উহার উৎপত্তি হয় এবং অনেকক্ষণ পরে হ্রাস হয়, শ্লৈষ্মিক শোথে রোগীর মুখ-প্রসেক, নিদ্রাধিক্য, বমি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজ শোথের লক্ষণ—যে শোথে দুই দোষের অর্থাৎ বাত্তিক ও পৈত্তিক বা বাত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অথবা পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ শোথ কহে।

ত্রিদোষজ শোথের লক্ষণ—যে শোথে বাত্তিক, পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক—এই ত্রিবিধ শোথের লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক শোথ কহে।

অভিঘাতজ শোথের লক্ষণ—অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই স্থানে যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ শীতলবায়ু বা সমুদ্রবায়ুর সেবনবশতঃ অথবা ভল্লাতকের রস কিংবা শূকশিম্বীর ফল শরীরে স্পৃষ্ট হইলেও শোথ জন্মে। সেইসকল আগন্তুক শোথ সঞ্চরণশীল, উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ এবং প্রায়শঃ পৈত্তিক শোথের লক্ষণবিশিষ্ট হয়।

বিষজ শোথের লক্ষণ—বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা সবিষ প্রাণীর (গোসাপ প্রভৃতির) মূত্র বা বিষ্ঠা অঙ্গস্পর্শ করিলে কিংবা নির্ব্বিষ প্রাণীর দন্ত ও নখ দ্বারা কোন স্থান আহত হইলে কিংবা মল, মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে অথবা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর স্পর্শগুণহেতু কিংবা বিষাক্ত চূর্ণ দ্বারা গাত্রঘর্ষণে শরীরে শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিষজ

শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, গমনশীল, অধোগামী, শীঘ্র সমুৎপন্ন এবং দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দোষভেদে শোথের স্থান-নিরূপণ—আমাশয়স্থিত দোষ বক্ষঃস্থলাদি ঊর্দ্ধদেহে ; পক্বাশয়স্থ দোষ বক্ষঃস্থল হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত শরীরে ; মলাশয়স্থিত দোষ অধোদেহে এবং সর্ব্বশরীরগত দোষ সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপাদন করে।

বেরিবেরি ও ব্যাপক শোথ (Beri Beri and Epidemic Dropsy)—ব্যাপক শোথ (Epidemic Dropsy) বেরিবেরিরই প্রকারভেদ। আয়ুর্ব্বেদমতে আগন্তুক বিষজ শোথ। ইহা সংক্রামক। খাদ্যে 'ভিটামিন-বি'-এর অভাব হইলে, কলেছাঁটা চাউল ও দূষিত সরিষার তৈল বেশী দিন ব্যবহার করিলে ও সাধারণতঃ বর্ষাকালে এই রোগ পরিবারে সংক্রামকভাবে দেখা দেয়।

এই রোগে প্রধানতঃ হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ও বিবৃদ্ধি (dilatation and hypertrophy of the Heart) হয়। ইহার প্রথমাবস্থায় সাধারণতঃ পেটের গোলমাল, তরল মল ও জ্বর থাকে। পরে পায়ের পাতা হইতে জানু পর্য্যন্ত ফুলিয়া যায়। শ্বাসকষ্ট থাকে। শোথ টিপিলে বসিয়া যায়। ক্রমশঃই ইহা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগী মারা যায়।

ব্যাপক শোথে (Epidemic Dropsy) শোথ লালবর্ণ ও শক্ত থাকে। ক্রমশঃ পেটে ও পিঠে বিস্তার লাভ করে। রোগী শয়ন করিতে পারে না, শ্বাসকষ্ট, কাস, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি উপদ্রব থাকে। বেরিবেরি আর্দ্র আকার (wet form) ও শুষ্ক আকার (dry form) ভেদে দুই প্রকার। শুষ্ক আকারে অন্যান্য লক্ষণ সকলই থাকে, কিন্তু শোথ দুই-একদিন অল্প দেখা দিয়াই মিলাইয়া যায়। এইটি দুর্নির্ণেয় বলিয়া দুশ্চিকিৎস্য হয়।

এই রোগে নবায়সচূর্ণ, পুনর্নবামণ্ডুর, ত্রিকট্বাদিলৌহ, নাগার্জ্জুনাভ্র, রসরাজরস, স্থলবিশেষে রসপর্পটী অল্পমাত্রায়, পার্থাদ্যারিষ্ট, বিষরোগ-অধিকারের শিরিষারিষ্ট, কংসহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়। স্থান-পরিবর্ত্তনে বিশেষ সুফল দর্শে।

শোথের সাধারণ লক্ষণ—শোথের অবস্থিতি, ভার ও ফুলা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ চিকিৎসা ভিন্ন ইহাদের কখনও নিবৃত্তি হয়, কখনও বা উৎপত্তি হয়। শোথের স্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ শোথের লক্ষণ।

হৃদ্‌যন্ত্রের বিকৃতি হইতে যে শোথ হয়, তাহা প্রথমতঃ পা হইতে আরম্ভ হয়। যকৃৎ ও প্লীহার বিকৃতি হইতে যে শোথ হয়, তাহা প্রথমে পেটে আরম্ভ হয়। বৃক্কবিকৃতি হইতে যে শোথ হয়, তাহা প্রথমতঃ অক্ষি-কূট হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রুত সর্ব্বাঙ্গগত হয়।

সর্ব্বাঙ্গশোথ বা নেফ্রাইটিস (Nephritis)—ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার—নূতন ও পুরাতন। অতিরিক্ত-ঠাণ্ডা-লাগা অথবা কতকগুলি রোগ হইতে বা কতকগুলি ঔষধ-ব্যবহারের ফলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় অক্ষিকূটে শোথ, শীতবোধ, কোমরে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডুতা এবং কাহারও কাহারও জ্বরও দেখা যায়। শোথ মুখ হইতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ত্বকের নিম্নে জল সঞ্চিত হয়। পরে উদরীতেও পরিণত হয়। রোগীর ঘর্ম্ম হয় না, বৃক্কের প্রদাহ হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। মূত্র পরীক্ষা করিলে অ্যাল্‌বুমেন (albumen) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মূত্র রক্তবর্ণ ও অল্প-অল্প হইতে থাকে।

পুরাতন সর্ব্বাঙ্গশোথ সাধারণতঃ নূতনেরই পুরাতন অবস্থা। ইহাতে বৃক্ক বড় ও শ্বেতবর্ণ হয়। বৃক্কপ্রদাহ থাকে না। নূতনের মত শোথ দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। সাধারণতঃ প্রাতে অক্ষিকূটে ও বৈকালে পায়ে শোথ দেখা যায়। ধীরে-ধীরে শোথ সর্ব্বাঙ্গগত হয়। ইহাতেও প্রস্রাবে অ্যাল্‌বুমেন (albumen) থাকে।

শোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ

যে শোথে রোগীর শ্বাস, পিপাসা, বমন, দুর্ব্বলতা, জ্বর ও অন্নে অরুচি জন্মে, সেই শোথরোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

শরীরের মধ্যদেশ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত অথবা

সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত শোথ কষ্টসাধ্য। যে শোথ অর্দ্ধশরীরে প্রকাশ পায়, সেই শোথ এবং যে শোথ ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হয়, সেই শোথও অসাধ্য।

স্ত্রী ও পুরুষভেদে শোথের সাধ্যাসাধ্য-নিরূপণ

পুরুষের পাদদেশ হইতে শোথ উর্দ্ধগামী হইলে এবং স্ত্রীলোকের মুখ ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানগত শোথ ক্রমশঃ অধোগামী হইলে সেই শোথ অসাধ্য। বস্তিদেশস্থিত শোথ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষেই মৃত্যুপ্রদ।

শোথ অন্য কোনও রোগের উপদ্রব ভিন্ন অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে প্রকাশিত না হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলে অথবা জ্বর, পিপাসা, উদরাময়, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও বমন; এই সপ্তবিধ উপদ্রবসহ প্রকাশ পাইলে স্ত্রী ও পুরুষ যাহারই হউক না কেন, সেই শোথ অসাধ্য। সাধারণতঃ বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শোথ অসাধ্য হইয়া থাকে।

শোথ-চিকিৎসাবিধি

শোথরোগ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি উদরীরোগে অনেকাংশ কথিত হইয়াছে, কিন্তু উদরীরোগে স্থানবিশেষে শোথের উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র. সর্ব্বাঙ্গগত শোথ বা স্থানবিশেষে শোথ অথবা বিষাক্ত-দ্রব্য-ভক্ষণ বা অস্ত্রাদির আঘাতজনিত শোথ-সম্বন্ধে উদররোগে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। বিবিধ কারণে অর্থাৎ বিবিধ অহিতকর দ্রব্যভোজন, বমন, বিরেচন, দধি, অপক্ক দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য বা বিষাক্ত-দ্রব্যসেবন, গর্ভস্রাব, মর্ম্মাভিঘাত, অহিতাচরণ অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা অভিঘাত, বিষাক্ত দ্রব্যের শরীরে সংস্পর্শ, বিবিধ ব্যাধি অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগের প্রকোপ-বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে দূষিত করে এবং উহাদিগকে বহিঃস্থ (চর্ম্ম ও মাংসস্থিত) শিরাসমূহে আনয়ন করিয়া বায়ু স্বয়ং ঐ রক্ত, পিত্ত ও কফ-কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া সেই স্থানের ঘনত্ব ও উন্নতি উৎপাদন করে; ইহাকে শোথ কহে। সাধারণতঃ অস্ত্রাদির অভিঘাত দ্বারা যে ফুলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও শোথশব্দবাচ্য। এই শোথের সম্বন্ধে জটিল রোগসমূহ অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, পাণ্ডু ও আমবাত প্রভৃতি যেরূপ কারণ, অস্ত্রাদির অভিঘাত,

বিষাক্ত বা দূষিত দ্রব্যাদির সেবন বা সংস্পর্শও তদ্রূপ কারণ বুঝিতে হইবে, কিন্তু উহার চিকিৎসা-প্রণালী অনেকাংশে বিভিন্ন, রোগানুসারে ও লক্ষণানুসারে পৃথক্ ঔষধ ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বরজনিত শোথে যেসকল ঔষধ প্রযোজ্য, পাণ্ডু বা কামলাজনিত শোথরোগে তাহা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ উদরাময়-জনিত শোথে অন্যরূপ ঔষধ ব্যবহার্য্য। বিসর্পাদিজনিত শোথে আবার ভিন্ন প্রলেপাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা আহত ব্যক্তির শোথের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন ঔষধ শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে।

যেসকল রোগের লক্ষণে শোথ উপদ্রবরূপে দৃষ্ট হয়, সেইসকল রোগের চিকিৎসাকালে মুখ্যরোগনাশক অথচ শোথহর ঔষধ প্রয়োগ করিবে অথবা শোথের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন উহা অরিষ্টলক্ষণাদিরূপে বা প্রধানরূপে লক্ষিত হইবে, তখন শোথকে প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করিবে। যেমন—বাতশ্লেষ্ম-প্রধান বাতবলাসক জ্বরে শোথের লক্ষণ লক্ষিত হইলে জ্বরাধিকারোক্ত বাতশ্লেষ্মনাশক ও শোথহর ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি, বৃহৎ চিন্তা-মণিরস ও বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে অথবা অবস্থা-বিশেষে বারিশোষক ও শোথকালানল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আবার উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি রোগে শোথের প্রাধান্য লক্ষিত হইলে দুগ্ধবটী, রসপর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, মাণমণ্ড ও পুঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবলানুসারে প্রদান করিবে। স্থূলকথা এই যে, ঐ-সকল রোগে শোথনাশক যেসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে, সেইসকল ঔষধ মুখ্যরোগনাশক হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ বিপরীত ফল দর্শে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কতিপয় ঔষধ মুখ্য ও গৌণ উভয়-রোগনাশক, যথা—রস-পর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, দুগ্ধবটী প্রভৃতি; আবার কতিপয় ঔষধ মুখ্যরোগ ও তত্তদ্রোগজনিত উপদ্রবনাশক, সেইসকল ঔষধ প্রধান রোগের উপরই অধিক ক্রিয়া দর্শায়, যথা—পুনর্ণবামণ্ডুর, পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর, মাণকাদি-গুড়িকা প্রভৃতি; আবার কতিপয় ঔষধ দোষ নষ্ট করিয়া সেই দোষজনিত যাবতীয় রোগেই কার্য্যকারী হয়, যথা—মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহা-পিত্তান্তকরস ও ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি। শোথরোগে যেসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে,

সেইসমস্ত ঔষধ মুখ্যরোগনাশক হওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধগামী শোথে বমনকারক, অধোগামী শোথে বিরেচক ঔষধ প্রদান করা ইত্যাদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যেসকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, উহা স্বয়ং দোষপ্রকোপজনিত শোথ ও সবল রোগীর পক্ষেই প্রশস্ত, উদরাময় বা দুর্ব্বলরোগীর পক্ষে ঐ ব্যবস্থা অযুক্তিমূলক। সাধারণতঃ জ্বরে বা অন্যান্য রোগে শোথ প্রবল হইলে শোথ-রোগোক্ত ঔষধ এবং পথ্য প্রদান করিবে। শোথের প্রবল অবস্থায় অন্নব্যঞ্জন ও মৎস্যাদির ভোজন বন্ধ করিয়া মাণমণ্ড পথ্যরূপে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শোথরোগে জলসংযুক্ত দ্রব্য বা লবণাক্ত দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, গাত্রে জলস্পর্শ করাইবে না। লবণ ও জল এই দুইটি দ্রব্যের উপর বিশেষ সতর্ক-দৃষ্টি রাখিবে, যেহেতু ঔষধ-প্রয়োগে জল শোষিত হইলে শরীরস্থ রক্ত গাঢ় হয় এবং উহাতে লবণের ভাগ বৃদ্ধি পায়, এই অবস্থায় জল পান বা লবণ সেবন করিলে ঔষধ-প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। জ্বর, উদরাময়, প্লীহা ও সূতিকা প্রভৃতি রোগেও শোথ প্রবল হইলে অন্নভোজন বন্ধ করিয়া মাণমণ্ড-পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগের ২।৩টি একত্র দৃষ্ট হইলে অথচ শোথ প্রবল থাকিলে সেইসকল রোগের পৃথক্ ঔষধ প্রদান করা এবং শোথের জন্য মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করা বিধেয়; যেহেতু ঐসমস্ত রোগে শোথ প্রবল হইলে সেই শোথই প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়।

শরীরের স্থান-বিশেষে শোথ অল্প প্রকাশ পাইলে বক্ষ্যমাণ কাথ ও বটিকা প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আনুষঙ্গিক রোগের বলাবল-অনুসারে কাথ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে। মূলরোগ যাহাতে দূরীভূত হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রদান না করিলে সেই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া নানাবিধ কঠিন রোগে পরিণত হইতে পারে। স্থূলকথা শোথ প্রায়শঃ গৌণরোগ অর্থাৎ উহা অন্য রোগের উপদ্রব-স্বরূপ, উহার অল্পতা দৃষ্ট হইলে অন্যান্য উপদ্রবের ন্যায় এবং প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শোথস্থানে আঘাত লাগিয়া ক্ষত না হয় বা রোগীর শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। শোথ একবার কমিয়া আসিয়া পুনঃপুনঃ বৃদ্ধি পায়। অনেকের শোথ শুকাইবার সময় সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শোথ কমিয়া আসিলেও কিছুদিন পূর্ব্বনিয়মে পথ্য-সেবন বিশেষ কর্ত্তব্য।

শোথরোগে শ্বাস, পিপাসা, শরীরের দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমন, অরুচি, হিক্কা, অতিসার ও কাস—এইসকল উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং এইসমস্ত উপদ্রব মারাত্মক ; জ্বর, কাস ও উদরাময় প্রভৃতি রোগের কোনোও একটি রোগে শোথ প্রকাশ পাইলে ক্রমশঃ অন্যান্য রোগগুলিও প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন শোথ প্রবল হয় এবং শোথের অনেকগুলি উপদ্রব একত্র দৃষ্ট হয়। এইরূপ উপদ্রবসমূহ দৃষ্ট হইলে তখন এরূপ একটি প্রধান ঔষধ ব্যবহার করিবে, যেন তদ্দ্বারা ঐসমস্ত রোগেরই উপকার হয় ; অথচ শোথ ক্রমশঃ হ্রাস পায় ; জ্বরাদি-নিবারণার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অন্যান্য রোগের উপদ্রব নষ্ট হইলে যেমন মূলরোগ অনেকাংশে হ্রাস পায়, সেইরূপ কিন্তু প্রবল শোথরোগের উপদ্রবসমূহ নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলে শোথের উপশম হয় না। ইহা চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থলে উপলব্ধ হইয়াছে। অতএব অগ্রে প্রবল শোথকে প্রশমিত করাই কর্ত্তব্য, অন্যান্য রোগের সঙ্গে আংশিক (অল্প-পরিমাণে) শোথ উপদ্রবরূপে প্রকাশ পাইলে তাহা মুখ্যরোগের চিকিৎসা দ্বারা অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

কোনরূপ বিষধর প্রাণী শরীর স্পর্শ করিলে বা শূকশিম্বী প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে সংলগ্ন হইলে তজ্জন্য বাহ্যিক প্রলেপ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য, অবস্থানুসারে ক্বাথ প্রভৃতিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অভিঘাতজনিত শোথ প্রলেপাদি-প্রয়োগ দ্বারা প্রায়শঃ নষ্ট হয়। ঐসকল প্রাণীর সংস্পর্শ বা অস্ত্রাদি দ্বারা আঘাতবশতঃ শোথের সঙ্গে জ্বরাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু শোথ অর্থাৎ ফুলা হ্রাস পাইলে ঐসমস্ত উপদ্রব স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া থাকে।

শোথরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং আনুষঙ্গিক রোগ হ্রাস পাইলে রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া পুনর্ণবাদ্যঘৃত বা শুণ্ঠীঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং পুনর্ণবাদ্যতৈল রোগীর গাত্রে মাখিতে দিবে। শোথরোগে উদরীরোগের ন্যায় পুনঃপুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় তৈল-মর্দ্দন ও ঘৃত-সেবন বিশেষ আবশ্যক।

শোথরোগে ঔষধ

কৃষ্ণাদ্যলেপ—শ্লৈষ্মিক শোথরোগে রোগীর শোথস্থান কঠিন এবং পাণ্ডুবর্ণ হইলে শোথস্থানে এই প্রলেপ লাগাইবে।

কৃষ্ণাদ্যলেপ। পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপের খৈল, সজিনার ছাল ও তিসি; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া লাগাইবে।

তিললেপ—আগন্তুক শোথ অর্থাৎ বিষধর প্রাণী শরীরে সংলগ্ন হইলে অথবা অস্ত্রাদির আঘাত দ্বারা শোথ হইলে এই প্রলেপ লাগাইবে। শোথস্থানে উষ্ণতা এবং পিত্তের আধিক্য অর্থাৎ জ্বালা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তিললেপ। তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে লইয়া মহিষের দুগ্ধে মর্দ্দনপূর্ব্বক উহাতে কিঞ্চিৎ মাখন মিশ্রিত করিয়া শোথে লাগাইবে।

পুনর্ণবাদ্যলেপ—রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এই প্রলেপ কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর শোথস্থানে লেপন করিবে।

পুনর্ণবাদ্যলেপ। পুনর্ণবা, দেবদারু, শুণ্ঠী, সজিনার ছাল ও রাইসর্ষপ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে মর্দ্দন করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিবে।

অপামার্গস্বেদ—শ্লৈষ্মিক শোথে শোথস্থান কঠিন হইলে বা অস্ত্রাদির অভিঘাত-জনিত শোথে এই স্বেদ শোথস্থানে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে।

অপামার্গস্বেদ। আপাঙ, কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া), নিসিন্দা ও জয়ন্তী, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া কুট্টিত ও উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

শালদলচূর্ণ—ভল্লাতকের (ভেলার) তৈল বা রস শরীরে সংলগ্ন হইলে তজ্জনিত শোথে এই চূর্ণ লাগাইবে।

শালদলচূর্ণ। শালপত্র রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে।

ফলত্রিকাদিক্কাথ—অণ্ডকোষে শোথ লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত শোথদ্বয়ের মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই কাথ সেবন করিতে দিবে।

ফলত্রিকাদিকাথ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পুনর্ণবাষ্টকক্কাথ—রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শ্বাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্লীহা বা যকৃদ্‌বৃদ্ধি, পাণ্ডু অথবা কামলারোগ দৃষ্ট হইলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

পুনর্ণবাষ্টকক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পটোলাদিক্কাথ—রোগীর হস্ত, পদ ও অন্যান্য শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং ঐ শোথ সর্ব্বদা একস্থানে হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে প্রকাশিত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া উহাতে শোধিত গুগ্‌গুলু।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহা, যকৃৎ ও ব্রণ প্রভৃতি দ্বারা সমাশ্রিত শোথে উপকারী।

পটোলাদিক্বাথ। পটোলপত্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা; এই-সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পথ্যাদিক্কাথ—রোগীর উদর, হস্ত, পদ ও মুখে শোথ প্রকাশ পাইলে এবং শোথের সহিত জ্বর, কাস, প্লীহা বা যকৃদ্‌বৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা অভিঘাতজ শোথ হস্ত, পদ, মুখ বা শরীরের যে-কোনও স্থানে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এই ঔষধ শোথনাশক বলিয়া উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গোমূত্র।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূলছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টিকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপ্পলী, রক্তচিতা ও বাসক; এইসকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ আনা।

শোথারিচূর্ণ—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে

এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—বিল্বপত্রের রস ও মধু।

শোথারিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস বা উদরাময় প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া শোথ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রোগীর রক্তহীনতার অবস্থায় বা বাতপিত্তপ্রধান কৃশ-শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে ভিজান জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কটুকাদ্যলৌহ—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও উদরাময় লক্ষিত হইলে বাতপিত্তপ্রধান অতিকৃশ বা বৃদ্ধব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শোথ ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। অনুপান—পুনর্ণবার রস ও মধু।

কটুকাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথকালানলরস—রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, প্লীহা বা যকৃদ্বৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য অথবা উদরাময় প্রভৃতি রোগ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শোথের সঙ্গে জ্বর এবং উদরাময় দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া)-পাতার রস ও মধু।

শোথকালানলরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথাঙ্কুশরস—রোগীর হস্তপদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, পাণ্ডু বা কামলা শোথের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে পুনর্ণবার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শোথাঙ্কুশরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করতঃ নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েৎবেলের ছাল, বাঁচাবৈতুলের রস, পুনর্ণবা, বেলছাল ও কেশুর্ত্যা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে একবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—২ রত্তি।

পঞ্চামৃতরস—রোগীর হস্ত, পদ বা মুখ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বরের প্রবলতা, শিরঃশূল, অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত কার্য্যকারী। অনুপান—বিল্বপত্ররস ও মধু, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে আদার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রত্তি।

দুগ্ধবটী—রোগীর হস্ত, পদ বা সর্ব্বশরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং প্রবল উদরাময়, গ্রহণী ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধের সেবনকাল পর্য্যন্ত লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। রোগীর পিপাসাকালে যথেচ্ছ দুগ্ধ প্রদান করিবে। এই ঔষধ উদরাময়যুক্ত শোথে অতিশয় উপকারী। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। বিষ ১২ রত্তি, আফিং ১২ রত্তি, লৌহ ৫ রত্তি এবং অভ্র ৬ রত্তি; এইসমুদয় একত্র করিয়া গোদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রত্তি।

ক্ষেত্রপালরস—রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় ও জ্বর প্রবল থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধের সেবনকাল পর্য্যন্ত লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

ক্ষেত্রপালরস। হিঙ্গুল, বিষ, অমৃতীকরণ নিয়মানুযায়ী ভস্ম তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগার খৈ, জীরা ও আফিং, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—অর্দ্ধরতি।

চন্দ্রকান্তিরস—রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় ও জ্বর লক্ষিত হইলে ইহা প্রাতঃকালে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে এবং লবণ ও জল বর্জ্জনপূর্ব্বক দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে।

চন্দ্রকান্তিরস। আফিং, লৌহ ও অভ্র; এইসকল দ্রব্য সমভাগ; রসসিন্দূর সর্ব্ব ঔষধের সমান; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ রত্তি।

হরগৌরীরস—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বশরীরে শোথ দৃষ্ট

হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল উদরাময় ও অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া সেবন করাইবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও গোদুগ্ধ।

হরগৌরীরস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও আমলাসা গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিয়া পর্পটী পাক করিবে, ঐ পর্পটী ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা, অফিং ২ তোলা এবং রসসিন্দুর সর্ব্ব ঔষধের সমান লইয়া সিদ্ধিপত্ররসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—১ রতি বা ২ রতি।

দধিবটী—রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি শরীরে শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে অথচ তৎসঙ্গে পাণ্ডু, কামলা উদরাময় ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহার সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া দধি ও অন্ন পথ্য দিবে। কাস বিদ্যমান থাকিলে কদাচ এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে না। পাণ্ডু ও কামলাশ্রিত শোথে ইহা প্রদান করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও কজ্জলী।

দধিবটী। ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধুম দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা এবং ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া উগার সহিত হরিতাল, বিষ, তুঁতে, এলবালুক, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে; অনন্তর মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাফট্‌কী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও রক্তচিতা এই সমুদয়ের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—সর্ষপাকৃতি।

তক্রবটী—রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে অথচ তৎসঙ্গে উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া তক্র (ঘোল) ও অন্ন ভোজন করাইবে। অনুপান—ঘোল।

তক্রবটী। রস ৴০ আনা, গন্ধক ৴০ আনা, বিষ ।০ আনা, তাম্র ।০ আনা, পিপুল ১ তোলা ও মণ্ডুর ১ তোলা, এইসমুদয় একত্র করিয়া কৃষ্ণজীরার কাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

তক্রমণ্ডুর—রোগীর হস্ত, পদ ও অন্যান্য শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময়, পাণ্ডু ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইবে। পথ্য—ঘোলমিশ্রিত অন্ন। পিপাসাকালে ঘোল পান করিতে দিবে। অনুপান—কেশুর্যার রস।

তক্রমণ্ডুর। শোধিত সিদ্ধি ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, বাঁশের মূল, কৃষ্ণাগুরু, নিমছাল, বিতারকমূল ও সমুদ্রফেন; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, গুলঞ্চ, মৌরী, মরিচ, গুলঞ্চের পালো, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, এইসমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া পুনর্ণবার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটি—২ রতি।

সুধানিধি—রোগীর হস্ত, পদ বা মুখ প্রভৃতি স্থানে অল্প শোথ বিদ্যমান থাকিলে অথচ তৎসঙ্গে উদরাময়, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষিত হইলে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পথ্য—ঘোলমিশ্রিত অন্ন। পিপাসাকালে তক্র যথেষ্ট প্রদান করিবে।

সুধানিধি। ধনে, বালা, মুথা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ; এইসকল দ্রব্য সমানভাগ এবং সকল ঔষধের সমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর; এইসমুদয় একত্র করিয়া কেশুর্ত্তা, গোমূত্র, পুনর্ণবা, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা ও থুলকুড়ি এই ৫টি দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

রসপর্প টী—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথের প্রবলতা লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময়, প্লীহাবৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় প্রথমদিন সেবন করাইয়া পরে প্রত্যহ ১ রতি-ক্রমে মাত্রাবৃদ্ধি করতঃ ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া আবার ১ রতি-ক্রমে প্রত্যহ মাত্রাহ্রাস করিবে। এই নিয়মে ২১ দিন পর্য্যন্ত সেব্য। একবার এই নিয়মে ঔষধ-সেবন দ্বারা শোথ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হইলে পুনরায় ঔষধ সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসাকালে দুগ্ধ ইচ্ছামত পান করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ; উদরাময় থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ।

রসপর্পটি। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্প টী—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় অম্লজ্বর, কাস, সূতিকাগ্রহণী, প্রবাহিকা, পাণ্ডু বা কামলা এইসকল রোগ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ ১ রতি-ক্রমে মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে এবং ঐ নিয়মে মাত্রাহ্রাস করিবে। ঔষধ-সেবনকালে দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। পিপাসাকালে

ইচ্ছামত দুগ্ধ পান করিতে দিবে এবং শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলে মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে। অনুপান—দুগ্ধ; উদরাময় থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর, কাস, শ্বাস, উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ লক্ষিত হইলে অথচ শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ ১ রতি-ক্রমে অর্থাৎ লৌহপর্পটির নিয়মানুযায়ী মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। পথ্যাদি—লৌহপর্পটী বা রসপর্পটীব ন্যায়।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাণমণ্ড—রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ পথ্যরূপে প্রদান করিবে, উদরীরোগেও শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে পর্পটী প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহারকালে পথ্যরূপে ইহা প্রদান করা যায়।

মাণমণ্ড। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুণ্ঠীঘৃত—রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি স্থানের শোথ এবং জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবের নিবৃত্তি হইলে এবং গ্রহণী ও পাণ্ডুতা লক্ষিত হইলে এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শুণ্ঠীঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর, এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুণ্ঠী ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—৵৹ আনা বা ।৹ আনা।

পুনর্ণবাদ্যঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ শোথ-রোগীর প্রবল জ্বর, কাস, শ্বাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে এই ঘৃত অপরাহ্ণে ঈষদুষ্ণ-দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। কাথদ্রব্য—পুনর্ণবা ১২॥৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—চিরতা, জয়ন্তী, শুঁঠ, পুনর্ণবা ও দেবদারু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে

মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অৰ্দ্ধতোলা।

মাণকঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক শোথরোগীর জ্বর, কাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে অথচ শরীরের স্থানবিশেষে শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মাণকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূৰ্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথদ্রব্য—পুরাতন মাণ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পুরাতন মাণ ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অৰ্দ্ধতোলা।

পুনর্ণবাদিতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ শোথরোগীর উদরাময়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে অথচ শরীরের স্থানবিশেষে শোথ অতি অল্প লক্ষিত হইলে এই তৈল সৰ্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে, শোথরোগীর জীর্ণজ্বর ও তৎসঙ্গে কাস, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা ও যকৃদবৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই তৈল মৰ্দ্দন করিলে উপকার হয়।

পুনর্ণবাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের। ক্কাথদ্রব্য—পুনর্ণবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুকা, কুড়, পুনর্ণবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, লোধ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুল্‌ফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা, এইসকলের প্রত্যেকটি ২ তোলা, জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

শুষ্কমূলাদ্যতৈল—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথরোগে রোগীর উদরাময়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এবং অগ্নিবল প্রবল অথচ রোগীর স্থানবিশেষে শোথ লক্ষিত হইলে এই তৈল তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

শুষ্কমূলাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুষ্কমূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ; ইহাদের সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বৃহৎ শুষ্কমুলাদ্যতৈল—বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শোথরোগীর উদরাময়, জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস-প্রাপ্ত হইলে এবং অগ্নিবল বর্দ্ধিত হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। রোগীর শরীরের স্থানবিশেষে অল্পশোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই তৈল তাহার সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যতৈল। কটুতৈল ৪ সের। শুষ্কমূলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। সজিনার রস ৪ সের। ধুতুরার রস ৪ সের। নিসিন্দার রস ৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের সমভাগে মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। পালিধাপাতার রস ৪ সের। পুনর্ণবার রস ৪ সের। ডহরকরঞ্জা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্ণবা, কাকমাচী, চাল্‌তেছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

শোথরোগে উদরাময়-চিকিৎসা

দুগ্ধবটী—শোথরোগীর উদরাময় উপস্থিত হইলে এই ঔষধ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। অনুপান—দুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। প্রস্তুতবিধি ২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্প টী—রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময় লক্ষিত হইলে এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্প টী—রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস ও উদরাময় লক্ষিত হইলে এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। অনুপান—দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথরোগে কাস-চিকিৎসা

পুরন্দরবটী—রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কাস বিদ্যমান থাকিলে এবং কফ অল্পপরিমাণে নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে; পরে উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৮ বার ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

তরুণানন্দরস—রোগীর শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কফ অল্পপরিমাণে শুষ্কভাবে নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহার সেবনে কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হয়। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

তরুণানন্দরস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী ৮ তোলা পরিমাণে লইবে, পরে ঐ কজ্জলীকে বিল্বছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, মুথা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক, পান, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস দ্বারা ভাবনা দিবে, পরে দশতোলা পুনর্ণবার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অভ্র ৮ তোলা, কর্পূর ২ তোলা এবং জাতিফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ অর্দ্ধতোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া কুষ্মাণ্ডরসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস—রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বা হস্ত ও পদাদিস্থানে শোথ হইলে এবং তৎসঙ্গে কফ শুষ্কাবস্থায় অল্পপরিমাণে বা তরলাবস্থায় নির্গত হইলে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথরোগে অন্যান্য যেসমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হয়, তাহা শোথের নিবৃত্তি হইলে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; জ্বর, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি অন্যান্য রোগ শোথের সঙ্গে উৎপন্ন হইলে সেই সেই রোগের শোথনাশক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিবে অথবা অবস্থানুসারে শোথনিবারক পৃথক্ ঔষধ প্রদান করিবে। যখন শোথ প্রধান-রোগরূপে লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য জ্বর, কাস, উদরাময়, শ্বাস, হিক্কা, বমন ও পিপাসা প্রকাশ পায়, তখন শোথের লাঘব না হইলে

ঐসমস্ত উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তজ্জন্য উপদ্রবনাশক ঔষধের প্রয়োগে কোন ফল হয় না। শোথ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে যে উপসর্গ সঙ্গে থাকিবে, তদনুযায়ী চিকিৎসা করিবে।

শোথরোগে পথ্য

শোথরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যবের ছাতু বা কুলথ-কলাইয়ের ডাইল, মুগের ডাইল এবং পুরাতন মাণ, কচি বেগুন, মূলা, শিম, করলা, রক্তসজিনা, বেতাগ্র, পুনর্ণবাশাক, পটোল, নিমপাতা, ডুমুর, মোচা, ঠোটেকলা, কাচকলা, ওল, পলৃতা, শিঙ্গীমাছ, মাগুরমাছ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। পুরাতন শোথরোগে মাংসযূষের প্রয়োজন হইলে শজারু, কুক্কুট (মোরগ), লাবপক্ষী, তিত্তিরি এবং জাঙ্গল-মাংস ও কচ্ছপের মাংস প্রভৃতির যূষ প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত তিক্তদ্রব্য ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্যই শোথরোগীর সুপথ্য।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাস-চিকিৎসা

বাতিক কাসের লক্ষণ—হৃদয়, ললাটের একদেশ, মস্তক, উদর এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, মুখ সর্ব্বদা শুষ্ক, বল, স্বর এবং ওজোধাতুর ক্ষীণতা, সর্ব্বদা কাসের বেগ, স্বরভঙ্গ ও শুষ্ককাস অর্থাৎ তরল শ্লেষ্মাবিহীন থুথুর নির্গমন, এইসমস্ত বাতিক কাসের লক্ষণ।

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ—বক্ষঃস্থলে দাহ, জ্বর ও মুখের শুষ্কতা এবং মুখের তিক্তাস্বাদ, পিপাসা, পীতবর্ণ বমন, কফের কটু আস্বাদ এবং শরীরের পীতবর্ণতা ও দাহ—এইসমস্ত পৈত্তিক কাসের লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ—মুখের লিপ্ততা, শরীরের অবসন্নতা, শিরোবেদনা, শরীরে কফের আধিক্য, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, কণ্ডু এবং কাসে পুনঃপুনঃ গাঢ়-শ্লেষ্মনিঃসরণ—এইসমস্ত শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ।

ক্ষতজ-কাসের লক্ষণ—বিবিধ কারণে বক্ষঃস্থল (ফুস্‌ফুস্) ক্ষত হইলে বায়ু উহাকে আশ্রয় করিয়া এই কাস উৎপন্ন করে। এই কাসে প্রথমতঃ শুষ্ক (তরল-শ্লেষ্মবিহীন) থুথু নির্গত হয়। অনন্তর রক্তমিশ্রিত কফ নির্গত হয়। কণ্ঠদেশ শূলবিদ্ধবৎ প্রবল-বেদনাযুক্ত, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা ও শূল দ্বারা বিদ্ধবৎ জ্ঞান, পার্শ্বাদি স্থানস্পর্শে অত্যন্ত কষ্ট, ঐসকল স্থান তাপযুক্ত বোধ হয় ও গণ্ডস্থলে বেদনা অনুভূত হয়। রোগী জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গ-রোগে আক্রান্ত হয় এবং কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে—এই সমস্ত ক্ষতজ-কাসের লক্ষণ।

ক্ষয়জ-কাসের লক্ষণ—ক্ষয়কাসে রোগীর শরীরে শূলবিদ্ধবৎ

বেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও বলক্ষয় জন্মে এবং ধাতুক্ষয়প্রযুক্ত রোগী দুর্ব্বল হয় ও তাহার মাংসক্ষয় হইতে থাকে এবং কফের সহিত পূঁয সংযুক্ত রক্ত নির্গত হয়—এইসমস্ত ক্ষয়জ-কাসের লক্ষণ।

কাসের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ

ক্ষীণব্যক্তিদিগের ক্ষয়জ-কাস দেহনাশক, কিন্তু বলবান্ ব্যক্তির ক্ষয়কাস কদাচিৎ প্রতিকারসাধ্য, বলবান্ ব্যক্তির ক্ষতজ-কাসও সাধ্য। ক্ষয়জ ও ক্ষতজ-কাস অল্পদিনের হইলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক, উপযুক্ত ঔষধ ও উপযুক্ত পরিচারক প্রযুক্ত হইলে প্রশমিত হইতে পারে।

বৃদ্ধব্যক্তির সকল প্রকার কাসই যাপ্য; ইহাকে জরাকাস কহে। অপরাপর বাতাদি-দোষজনিত ত্রিবিধ কাস সাধ্য।

কাস-চিকিৎসা-বিধি

কাসরোগে প্রাণ ও উদান বায়ুর ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয়। হৃদয়স্থিত প্রাণ-নামক বায়ু বিবিধ কারণে বিপথগামী হইলে কণ্ঠদেশস্থিত উদান বায়ুর অনুগত হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে ভগ্ন কাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দ উৎপাদন করে, ইহাকেই চলিত ভাষায় কাস কহে। ধূমপান, ধূলা, ব্যায়াম ও অতিক্রত আহার ইত্যাদি কারণে প্রাণবায়ু আহত হয়। শ্বাসগ্রহণকালে দেহমধ্যে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে এবং প্রশ্বাসকালে শরীর হইতে উদ্ধগামী হইয়া যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে উদানবায়ু কহে। শ্বাসপ্রশ্বাস-ধমনীতে শ্লেষ্মা সর্ব্বদা অবস্থিত থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া সমাধা হয়। বিবিধ কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে এবং শ্বাসবাহিনী-ধমনীস্থিত শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে শুষ্ককফ নির্গত হয় অর্থাৎ কাসে তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয় না। শ্বাসপথে তরল শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকিলে কাসে অধিক পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়। পৈত্তিক কাসে পিত্তরসমিশ্রিত শ্লেষ্মা শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয়; এইজন্য মুখের তিক্ততা অনুমিত হয়। উৎকট শারীরিক পরিশ্রম অথবা অশ্বারোহণাদিবশতঃ হৃদয় আহত হইলে আভ্যন্তরিক উষ্ণতা-বশতঃ এবং বায়ুর রুক্ষতা-হেতু ঐ শ্লেষ্মা শুষ্ক হয়, সুতরাং এই অবস্থায়

কাসের সহিত তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয় না। প্রথমে কাস নির্গত হয়, অনন্তর শ্বাসবহা ধমনী দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌স্থিত রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

শুক্রাদিধাতুর ক্ষয়বশতঃ অগ্নি হীনবল হইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হয়, সুতরাং ক্ষয়ী ব্যক্তির দৈহিক বিধানানুসারে সঞ্চিত রক্ত অথবা পুঁযমিশ্রিত শ্লেষ্মা শ্বাসবাহিনী ধমনী দ্বারা নির্গত হয়।

ক্ষয়কাসরোগে রোগীর কাসের সহিত পুঁযসংযুক্ত যেসমস্ত কফ নির্গত হয়, তাহা দেখিতে শ্বেতাভ, হরিদ্রাভ বা পীতাভ লক্ষিত হয়। ঐসকল পুঁযসংযুক্ত কাস জলে নিক্ষিপ্ত হইলে নিমজ্জিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ শ্লেষ্মা জলের উপর ভাসমান থাকে। ফুস্‌ফুসের স্ফোটক প্লীহা বা যকৃতের স্ফোটক অথবা অন্যান্য যন্ত্রের বিকৃতিবশতঃ ঐসমস্ত পুঁযমিশ্রিত শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়।

সাধারণতঃ বাতিক কাসে বা শ্লৈষ্মিক কাসে যেসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ-কাসে উহা হইতে ভিন্ন-ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; যেহেতু ক্ষয়কাস উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে যক্ষ্মাকাসে পরিণত হয়। তখন ঐ কাস রোগীর পক্ষে মারাত্মক হয়। সমস্ত কাসই দীর্ঘকাল পরে চিকিৎসার অভাবে কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাস উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অল্পদিনে প্রশমিত হইতে পারে। বাতিক কাসে রোগী প্রবলবেগে পুনঃপুনঃ কাসিতে থাকে। নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ রোগীর অত্যন্ত কষ্ট এবং স্বরভঙ্গ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা পরিলক্ষিত হয়। শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর মুখ হইতে শ্লেষ্মা যথারীতি কাসের বেগকালে নির্গত হয়। পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের আস্বাদ তিক্ত হয় এবং যেসমস্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহা ঈষৎ কটু বোধ হয়। এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগীর কাস পরীক্ষা করা যায়। জ্বর, যকৃৎ ও শোথ প্রভৃতি রোগে কাস প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। ঐসমস্ত রোগে বাতাদির প্রকোপ-অনুসারে কাসে বাতাদি দোষের আধিক্য অনেক স্থানে লক্ষিত হয়। আবার অনেক স্থলে বাতিক বা পৈত্তিকরোগেও কোন কারণে শৈত্যক্রিয়াবশতঃ তরল বা ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হইতে দেখা যায়। সুতরাং মূল রোগের সঙ্গে তজ্জনিত কাসে বাতাদির আধিক্য সকল স্থানে একরূপ থাকে না; সেইজন্যই কাসে দোষ-বিশেষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ চিকিৎসায় ফললাভ অসম্ভব।

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ এবং অন্যান্য রোগের সঙ্গেও কাস বিদ্যমান থাকে। কখনও কখনও ঐ সমস্ত রোগ হ্রাস পাইলেও কাসের প্রবলবেগ বিদ্যমান থাকে। কখনও বা ঐসমস্ত মূলরোগ ও কাস উভয়ই সমানভাবে লক্ষিত হয়। যেসমস্ত রোগের সঙ্গে কাস প্রকাশ পায়, তাহাদের চিকিৎসাকালে কাসের সাধারণ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কাস প্রবল হইলে মুখ্যরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

ক্ষয়জ ও ক্ষতজ-কাস অতি কঠিন, সুতরাং তাহাদের চিকিৎসাকালে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষতজ-কাসে রোগীর কখনও ভারবহন বা পথপর্য্যটন করা কর্ত্তব্য নহে এবং ক্ষয়কাসাক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী-সহবাস, অহিতকর দ্রব্য ও বিরেচক-ঔষধ-সেবন পরিত্যাগ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যেহেতু সময়ান্তরে ক্ষয়জ ও ক্ষতজ-কাস অতিকষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, এই কারণে ঐ দুই প্রকার কাসের চিকিৎসাকালে রোগীর জ্বর, শ্বাস ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রবসমূহের উপর দৃষ্টিপ্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকস্থানে অন্যান্য রোগ হইতেও ক্ষয়কাস উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তখন মুখ্যরোগের চিকিৎসার উপর লক্ষ্য রাখিয়া কাসের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কাসরোগ অন্যান্য রোগের উপদ্রবরূপে এবং বিবিধ কারণে স্বয়ং উৎপন্ন হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করে; সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য। কাস স্বয়ং উৎপন্ন হইলে বা অন্যান্য রোগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে কাসের অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লৈষ্মিক কাসে অর্থাৎ কাসের বেগকালে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে প্রথমতঃ কাসান্তকরস বা কাসকুঠার এবং অবস্থাভেদে শৃঙ্গারাভ্র বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর শ্লেষ্মা ক্রমশঃ পরিপাক পাইয়া আসিলে এবং কাসের বেগ ও তৎসঙ্গে যাবতীয় উপসর্গ প্রশমিত হইলে যথারীতি উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীকে শীতল পানীয় ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য প্রদান করা কখনও কর্ত্তব্য নহে।

বাতিক কাস অনেক সময় অতি প্রবল হয়, উহাতে আদৌ শ্লেষ্মা নির্গত হয় না। রোগী পুনঃপুনঃ কাসের বেগবশতঃ বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ববেদনায় পীড়িত হয় এবং অবস্থাবিশেষে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই কাস অন্য রোগের

সঙ্গে বা স্বয়ং প্রকাশ পাইলে চন্দ্রামৃতরস, অমৃতার্ণবরস, পঞ্চামৃতরস বা পুরন্দরবটী এবং অবস্থাবিশেষে রোগ কঠিন ও শ্বাস প্রবল হইলে তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস বা অন্যান্য বিবিধ বটিকা, চূর্ণ অথবা অবলেহ প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিক কাসে প্রায়শঃ জ্বরাদির হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, ঐ কাস অন্য রোগের সঙ্গে এবং স্বয়ং উৎপন্ন হইলে বিবেচনার সহিত উহার চিকিৎসা করা কর্তব্য; যেহেতু উহাতে জ্বরাদি উপসর্গ সময়ে প্রবল হইতে পারে। এই অবস্থায় রোগীকে পিত্তকাসান্তকরস ও তালীশাদ্যচূর্ণ বা সমশর্করচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ এবং অবস্থাবিশেষে চন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসের চিকিৎসাকালে ঐসকল রোগে জ্বরাদি উপদ্রবসমূহের উপর দৃষ্টিপ্রদান করা নিতান্ত কর্তব্য। ক্ষতজকাসে চন্দ্রামৃতলৌহ, শর্করাদ্যলৌহ ও বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং ক্ষয়জ-কাসে কাসলক্ষ্মীবিলাস, নিত্যোদয়রস, বসন্ততিলক, সার্ব্বভৌমরস বা কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে এবং জ্বর প্রবল থাকিলে তজ্জন্য মহারাজবটী, বৃহৎ চূড়ামণি বা জ্বরমাতঙ্গকেশরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। ক্ষয়কাসরোগে রোগীর শরীরের পুষ্টিবিধানার্থ মকরধ্বজবটী এবং জ্বর নিবৃত্ত হইলে চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থা করিবে। কাসরোগে প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হইলে তজ্জন্য প্লীহা ও যকৃদ্‌নিবারক ঔষধসকল প্রদান করিবে, কিন্তু ঐসকল ঔষধ তীব্রবিরেচক না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কাসরোগে শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে ঐ রোগ প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়, তখন সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা উপকার-লাভ অতীব কঠিন হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় শোথ-চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া স্বর্ণপর্পটী বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

কাসরোগে সাধারণতঃ উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে এবং রোগীর অগ্নিবল প্রবল থাকিলে শারীরিক বলরক্ষার্থ কৃশব্যক্তিকে দশমূলঘৃত বা দশমূলষট্‌পলকঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইসকল ঘৃত ক্ষয়জনিত কাসেই সমধিক উপকারী। রোগীর গাত্রে বাসাচন্দনাদিতৈল বা চন্দনাদিতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। বাসাচন্দনাদিতৈল দুগ্ধের সহিত অবস্থানুসারে পান

করাইলেও উপকার হয়। এই তৈল কোষ্ঠবদ্ধতা ও শ্বাসের ঈষৎ প্রকোপ থাকিলে অথবা শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে পান করিতে দিবে।

কাসরোগ পুরাতন হইলে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাস এবং ক্ষয়জ ও ক্ষতজ-কাসরোগ পুরাতন হইলে রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হয়; পরন্তু ঐ অবস্থায় কাসের সহিত জ্বরভাব ও শ্লেষ্মনিঃসরণ, কাহারও বা কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয় এবং ক্ষয়কাসাদি রোগে কাহারও বা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। অতএব এই অবস্থায় যাহাতে শরীরের ধাতুপুষ্টি ও রোগের শমতা হয়, এরূপ ধাতুপোষক ও দোষপ্রশমক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পুরাতন-কাসে শ্লেষ্মার অত্যধিক নিঃসরণ ও তৎসঙ্গে দোষভেদে জ্বরভাব লক্ষিত হয় এবং রাত্রিতে গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে দেখা যায়। এমত অবস্থায় পুষ্পায়ুধরস, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র বা বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে বয়ঃক্রমানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বরে সময় সময় সর্দ্দি, মাথাভার প্রভৃতি লক্ষণসকল বিদ্যমান থাকিলে তন্নিবারণার্থ বিবিধ ঔষধ অর্থাৎ জ্বরাধিকারোক্ত বৃহৎচূড়ামণি, সার্ব্বভৌমরস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, সর্ব্বতোভদ্ররস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি অনুপানভেদে ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে জ্বর এবং শ্লেষ্মা উভয়ই বিনষ্ট হয়। যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ কাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে যকৃদ্‌নিবারক ঔষধ দোষভেদে প্রদান করিবে। ঐ অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং কাসের শুষ্কতা বা শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, মৃদুবিরেচক ও যকৃদ্‌নাশক মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে যকৃদ্‌নিবারক তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধসকল কখনও প্রদান করিবে না।

বাতিক কাসের পুরাতন অবস্থায় নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ পুনঃপুনঃ শ্লেষ্মবিহীন থুথুমাত্র নির্গত হইলে রোগীকে তরুণানন্দরস, নিত্যোদয়রস, কাসলক্ষ্মীবিলাসরস বা কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রদান করিবে, ঐ সমস্ত ঔষধে জ্বরের বেগ নিবৃত্ত হয়। জ্বরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে জ্বরাধিকারোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, জ্বরারিঅভ্র বা বৃহৎচূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধ

রোগীকে প্রদান করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাসাচন্দনাদিতৈল বা চন্দনাদিতৈল প্রয়োগ করিলে প্রায়শঃ উপকার পাওয়া যায়।

পৈত্তিক কাস পুরাতন হইলে কাসলক্ষ্মীবিলাস, দশমূলষট্পলকঘৃত ও চন্দ্রামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। ঐসকল ব্যক্তির প্রায়শঃ জ্বর হইলে তদ্দ্বারা শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে। অতএব যাহাতে জ্বর নিবৃত্ত হয় অথচ কৃশতা উপস্থিত হইতে না পারে, তাদৃশ ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদীয় একই ঔষধ ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় অনুপান-বিশেষে প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা নানা উপসর্গের প্রতীকার হয়; সুতরাং ঐ অবস্থায় জ্বরাধিকারোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, মহারাজবটী, বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস বা পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

ক্ষতজ ও ক্ষয়কাস দীর্ঘকালজাত হইলে জ্বরাদি-উপদ্রব-সহকারে অত্যন্ত কষ্টকর হয়, পরন্তু উহারা যক্ষ্মাকাসে পরিণত হইয়া থাকে; সুতরাং ক্ষয়কাস ও ক্ষতজ-কাস দীর্ঘকালজাত এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে কাসনিবারক অথচ পুষ্টিজনক ভিন্ন-ভিন্ন ঔষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে ছাগমাংসযূষ বা কুক্কুটযূষ পথ্য প্রদান করিবে। ঐ অবস্থায় শ্লেষ্মা ও তৎসঙ্গে রক্তাদি অধিক নির্গত হইলে কাঞ্চনাভ্র, সার্ব্বভৌমরস, নিত্যোদয়রস, প্রয়োগ করিবে। কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হইলে বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎ বাসাবলেহ বা শর্করাদ্যলৌহ প্রভৃতি যক্ষ্মারোগে বক্ষ্যমাণ ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে তাহার প্রতিকার করা বিশেষ আবশ্যক। জ্বরাধিকারোক্ত মহারাজবটী, জ্বরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎ চূড়ামণিরস প্রভৃতি ঔষধ কাসের পুরাতন অবস্থায় জ্বরবিনাশার্থ প্রদান করা যায়।

জরাকাস অর্থাৎ বার্দ্ধক্যজনিত কাস অতি কষ্টকর। ইহা একেবারে নিবৃত্ত হয় না। বিবিধ ঔষধ-প্রয়োগে যাপ্য থাকে, কিন্তু সামান্য অহিতাচরণ-বশতঃ পুনরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকের কাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকে; এরূপ অবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক। জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি এবং বাতাদি-দোষবিশেষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং পুরাতন-কাস ও ক্ষয়কাসরোগে নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহ, যথা—সার্ব্বভৌমরস, শৃঙ্গারাভ্র, বসন্ততিলক,

পুষ্পায়ুধরস, নিত্যোদয়রস, কণ্টিকার্য্যাত্ববলেহ, দশমূলষট্পলকঘৃত, ছাগলাদ্য-ঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। বার্দ্ধক্যজনিত কাসরোগে বল ও পুষ্টিকর ঔষধসমূহ এবং পথ্য প্রয়োগ করা বিশেষ আবশ্যক; কিন্তু জ্বরসত্ত্বে কোনপ্রকার ঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ ব্যবস্থেয় নহে।

সমস্ত কাসরোগে ধূমপান, শারীরিক কঠোর পরিশ্রম ও রুক্ষান্ন-সেবন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কাসরোগে ঔষধ

পঞ্চমূল্যাদিক্কাথ—বাতজ-কাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং রোগীর পার্শ্বদ্বয়ে ও মস্তকে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ক্কাথ বাতজকাসে অত্যন্ত উপকারী; জ্বর-বিদ্যমানেও প্রয়োগ করা যায় এবং উপকার হয়।

পঞ্চমূল্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহৌষধাদিলেহ—বাতজ-কাসরোগে কাস শুষ্ক হইলে এবং রোগীর পার্শ্বে, মস্তকে বা বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে তিলতৈলের সহিত চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

মহৌষধাদিলেহ। শুঁঠ, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শটীর পালো ও ইক্ষুচিনি; এই-সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

বৃহত্যাদিক্কাথ—পৈত্তিক কাসে মুখের তিক্তাস্বাদ, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ক্কাথ সিদ্ধ করতঃ উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহত্যাদিকাথ। বৃহতী, কণ্টিকারী, কিস্‌মিস্‌, বাসক, শটী, বালা, শুঁঠ ও পিপুল; এই-সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বলাদ্যক্কাথ—পৈত্তিক কাসে রোগীর জ্বর, মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই কাথ সিদ্ধ করতঃ উহাতে ইক্ষুচিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বলাদ্যকাথ। বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টিকারী, বাসকছাল ও কিসমিস; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ—পৈত্তিক কাসে কফের অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ কাসে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত এবং দেহের গুরুতা বোধ হইলে বিশেষতঃ রোগীর মুখ তিক্ত ও পুনঃপুনঃ কাসের বেগবশতঃ বমন হইলে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ। কিসমিস্, আমলকী, পিণ্ডীখর্জ্জুর, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵৹ আনা হইতে।৹ আনা।

শট্যাদিযোগ—পৈত্তিক কাসে মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন এবং দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ঘৃতের সহিত সেবন কবিতে দিবে।

শট্যাদিযোগ। শটী, বালা, কণ্টিকারী, ইক্ষুচিনি ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করতঃ উহাতে জল মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে।

দশমূলক্কাথ—কফজ-কাসে রোগীর মাথায় বেদনা, দেহে ভারবোধ, আহারে অরুচি ও মুখ হইতে ঘনশ্লেষ্মার নির্গমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও পার্শ্বে বেদনা অনুভূত হইলে এই কাথে পিপুলচূর্ণ ৵৹ আনা বা।৹ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুষ্করাদিক্কাথ—কফজ-কাসরোগে রোগীর মাথায় ভার, আহারে অরুচি ও শরীর ভারবোধ এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই কাথ তাহাকে প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বরে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলেও এই কাথ সেবন করান যায়।

পুষ্করাদিকাথ। কুড়, কটফল, বামনহাটী, শুঁঠ ও পিপুল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ককুভাদ্যযোগ—ক্ষতজ-কাস বা ক্ষয়কাসরোগে কাসের সহিত পুঁযসংযুক্ত রক্ত অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

কর্তুভাতযোগ। অর্জ্জুনছালচূর্ণ করিয়া তাহাকে বাসকরস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা—৴৹ আনা বা ৵৹ আনা।

পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ—কাসে কেবল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে অথবা রোগীর শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ। পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্‌, বৃহতীফল; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵৹ আনা।

মরিচাদ্যচূর্ণ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে রক্ত বা পূঁযমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাসের সহিত জ্বরাদি অনুভূত হইলেও সেবন করান যায়।

মরিচাদ্যচূর্ণ। মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, অম্লদাড়িমবীজচূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৴৹ আনা।

এলাদিচূর্ণ—পৈত্তিক কাসের রোগীর মুখের তিক্ততা, কাসের বেগবশতঃ বমন ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে অথবা ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসে রোগীর মুখ হইতে কেবল রক্ত বা পূঁযমিশ্রিত রক্ত নির্গত হইলে এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে এবং যক্ষ্মারোগেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্ত নির্গত হইলে অনুপান—শীতল জল।

এলাদিচূর্ণ। এলাইচ ১ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, নাগেশ্বর ৩ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ২১ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৴৹ আনা বা ৵৹ আনা।

সমশর্করচূর্ণ—কাসরোগীর গাত্রবেদনা, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, মুখের তিক্ততা, দাহ এবং ঘনশ্লেষ্মা-উদ্গীরণ অথবা কাসের বেগবশতঃ বমন প্রভৃতি পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণসকল দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক; কাসরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

সমশর্করচূর্ণ। লবঙ্গ ২ তোলা, জাতিফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা এবং শুঁঠ ৩২ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণের সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵৹ দুই আনা।

তালীশাদ্যচূর্ণ—পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, জ্বর, হৃদয়ে দাহ বা কাসের নিরন্তর বেগবশতঃ বমন এবং শরীর ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে কাসের বেগকালে জলসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রবলতাবশতঃ শ্বাস ও অরুচি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং উদরাময়, হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও ইহা সেবন করান যায়।

তালীশাদ্যচূর্ণ। তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি ৷৹ অর্দ্ধতোলা, ছোট এলাইচ ৷৹ অর্দ্ধতোলা ও ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/৹ আনা বা ৵৹ আনা। ইহা বালক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অর্দ্ধমাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

মনঃশিলাদ্যধূম—রোগীর নিরন্তর কাস উপস্থিত হইলে এবং কাসের বেগবশতঃ শ্বাস, বমন ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ধূম পান করিতে দিবে এবং ধূমপানান্তে ইক্ষুগুড় মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সেবন করাইবে না।

মনঃশিলাদ্যধূম। মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুথা ও ইঙ্গুদিবৃক্ষের ছাল, এই-সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করতঃ উহা দ্বারা একখানা বস্ত্র রঞ্জিত করিবে। অনন্তর ঐ বস্ত্র দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া একটি শরায় স্থাপিত একটি কুল-কাষ্ঠের প্রদীপ্ত অগ্নির উপর রাখিবে এবং ছিদ্রবিশিষ্ট অপর শরা দ্বারা উহা আবৃত করিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ঐ শরার ছিদ্র হইতে যে ধূম বাহির হইবে, তাহা একটি নল দ্বারা টানিতে দিবে।

মনঃশিলাধূম—রোগীর কাসের প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং কাসের বেগবশতঃ বমন ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে এই ধূম পান করাইয়া গোদুগ্ধ পান করিতে দিবে।

মনঃশিলাধূম। মনঃশিলা জলে ঘর্ষণ করিয়া উহা কুলের পাতায় মাখিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কুটিয়া উহার ধূম পান করাইবে।

অগস্ত্যহরীতকী—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে বিশেষতঃ রোগীর জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কাসের প্রকোপ-

বশতঃ শ্বাস, হৃদয়ে বেদনা, কাসের প্রবল বেগ ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকালব্যাপী কাসে শীর্ণদেহ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। হৃদ্রোগ ও শ্বাসকাসে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

অগস্ত্যহরীতকী। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, আলকুশী-বীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, আপাঙ, পিপুলমূল, রক্তচিতা, বামনহাটি ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, পুটলীবদ্ধ যবধান /৮ সের, হরীতকী ১০০টা; এইসমস্ত ২/ মণ জলে পাক করিবে; ২০ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ হরীতকীগুলি ঘৃত /১ সের ও তিলতৈল /১ সের দ্বারা যথাক্রমে ভাজিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথে মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের প্রদান করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করতঃ ঘনীভুত হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে মধু /১ একসের মিশাইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা ও হরীতকী ১টি।

কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ—বাতিক কাসে রোগীর অল্পজ্বর, কাস বা শ্লেষ্মবিহীন থুথুর উদ্গীরণ ও কাসের প্রকোপজনিত পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এবং ঐ কাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। বিশেষতঃ কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাস প্রবল হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রতমকশ্বাস, কাস ও হিক্কা প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ। কণ্টিকারী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাঁকিয়া লইয়া ঐ ক্বাথ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে; অনন্তর ক্বাথ গাঢ় হইলে অগ্নি হইতে পাত্র নামাইয়া গুলঞ্চের পালো, চই, রক্তচিতা, মুথা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা, বামনহাটি, রাস্না ও শটী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ২৷০ সের (১৬০ তোলা) এবং ঘৃত ও তিলতৈল; প্রত্যেকে ৬৪ তোলা, মধু ৩২ তোলা ও বংশলোচন ৩২ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা—৷০ অর্দ্ধতোলা।

বাসাবলেহ—ক্ষতজ-কাসে বা ক্ষয়কাসে রোগীর কাসের সঙ্গে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত অথবা কেবলমাত্র মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে এবং পার্শ্বে ও হৃদয়ে বেদনা, জ্বর ও হৃদয়ে দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। বাতশ্লেষ্মপ্রধান কাসরোগে কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে অথবা শ্বাসকাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাবলেহ। বাসকপত্রের স্বরস ৪ সের মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ⁄১ এক-সের প্রদান করতঃ পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে। উভয়ে মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইলে উহাতে ঘৃত ১৬ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা যথাক্রমে প্রদান করিয়া আলোড়ন করতঃ পাত্র নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু ⁄১ সের উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ আনা।

কাসান্তকরস—শ্লৈষ্মিক কাসরোগে রোগীর গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং অল্পদিন-সমুৎপন্ন বাতিক কাসে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উৎকাসি দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—পানের রস ও মধু অথবা আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসকুঠার—শ্লৈষ্মিক কাসরোগে গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে বা বাতিক কাস অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং ঐ কাসের প্রকোপবশতঃ বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তকে বেদনা এবং জ্বর অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ বা তুলসী-পাতার রস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস—বাতিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মবিহীন থুথুমাত্র নির্গত হইলে এবং রোগীর কাসের বেগবশতঃ হৃদয়, পার্শ্ব ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে জ্বর থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

অমৃতার্ণবরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, রাস্না, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, রক্তচিতা, পদ্মগুলঞ্চের পালো, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রত্তি।

পঞ্চামৃতরস—বাতিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ এবং শ্লেষ্মবিহীন থুথুমাত্র নির্গত হইলে ও কাসের বেগবশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—বহেড়াঘসা ও মধু।

পঞ্চামৃতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

পুরন্দরবটী—বাতিক কাসে রোগীর প্রবল কাসের বেগ অথচ শ্লেষ্মার উদ্গীরণ না হইলে এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

পুরন্দরবটী। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর নিরন্তর কাসের বেগ অথচ গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং মুখের তিক্ততা, তৃষ্ণা ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাসের প্রকোপবশতঃ হৃদয়ে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা ও কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত ও শ্বাস লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু বা বাসক-পাতার রস ও মধু অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসসংহারভৈরবরস—বাতিক কাসে রোগীর শ্লেষ্মবিহীন থুথুর উদ্গীরণ হইলে এবং কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের প্রবলতা, জীর্ণজ্বর ও হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, পিপাসা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ ঐ কাস দীর্ঘকালোৎপন্ন

হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বাসক, শুঁঠ ও ও কণ্টিকারী প্রত্যেকে দশ আনা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করতঃ ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ।

কাসসংহারভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, অমৃতীকরণবিধানানুসারে তাম্রভস্ম, অভ্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতিফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করতঃ থুলকুড়ি, কেশুর্য্যা, নিসিন্দা, কাক্‌মাচী, ঘলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামনহাটি, হরীতকী ও বাসক, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—৫ রতি।

পিত্তকাসান্তকরস—পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ বাসক-পত্রের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ও কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে তাহাও নষ্ট হয়।

পিত্তকাসান্তকরস। অমৃতীকরণবিধি-অনুসারে তাম্রভস্ম, অভ্র ও কান্তলৌহ সমভাগে লইয়া কালকাসুন্দেছালের রস, বকপুষ্প ও অম্লবেতসের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী—৬ রতি।

চন্দ্রামৃতলৌহ—পৈত্তিক কাসে রোগীর মুখের তিক্ততা, বিশেষতঃ পিপাসা ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এবং ক্ষতজ-কাসরোগে বাতপিত্তাধিক রোগীর রক্তবমন ও অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে বাসকপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। রক্তবমন হইলে কচি-দূর্ব্বার রস ও মধুসহ প্রযোজ্য।

চন্দ্রামৃতলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, চই, জীরা ও সৈন্ধব-লবণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং মনঃশিলা দ্বারা ভাবিত লৌহ সর্ব্বসমান; সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৯ রতি।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও ক্ষত-জনিতকাসে রোগীর জীর্ণজ্বর, দাহ, পিপাসা, মুখশোষ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাসের প্রবলতা এবং হৃদয়ে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে বিশেষতঃ রোগীর কাস দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহার সেবনকালে ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি সেব্য।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনঃশিলা, যবক্ষার, গাজিমাটী, সোহাগার খৈ, ধুস্তুরবীজ ও মরিচ, এইসমুদয় সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ জয়ন্তী, চিতামূল, মাণ, ঘেটকোল, থুলকুড়ি, সিদ্ধিপত্র, কেশুর্য্যা, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও নিসিন্দাপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—মটর-প্রমাণ।

শৃঙ্গারাভ্র ও সার্ব্বভৌমরস—শ্লৈষ্মিক কাসে, পৈত্তিক কাসে ও ক্ষয়কাসে রোগীর গাঢ় শ্লেষ্মা অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং মুখের স্বাদ মধুর বা তিক্ত বোধ হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রকোপকালে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও ইহা সেবন করা যাইতে পারে। যাহাদের কাসরোগে অগ্নি দুর্ব্বল এবং মুখ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, বমন ও শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত বলবর্দ্ধক, যক্ষ্মারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্লেষ্মা ক্রমশঃ পরিপাক পাইতে থাকে ও কাসের বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আইসে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান কাসরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু অথবা বাসকপত্রের রস ও মধু।

শৃঙ্গারাভ্র ও সার্ব্বভৌমরস। অভ্র ১৬ তোলা এবং কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপাতা, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীসপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা; হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে ।০ আনা; এলাইচ, জায়ফল ও গন্ধক; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা, এই সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণ মিলিত করিয়া জলে পেষণ করিবে। বটী—২ রতি।

স্বর্ণভস্ম ১ তোলা পরিমাণে লইয়া উক্ত শৃঙ্গারাভ্রস্থিত অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করতঃ জলে মর্দ্দন করিলে তাহাকে সার্ব্বভৌমরস কহে। বটী—২ রতি।

কাসলক্ষ্মীবিলাস বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও ক্ষয়কাসে রোগীর জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা, শরীরের অত্যন্ত কৃশতা, পুনঃ পুনঃ কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের প্রবলতা বা মুখ হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মুখের তিক্ততা, দেহের পাণ্ডুতা, প্রমেহ-দোষ অথবা হস্ত বা পদাদিস্থানে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্লদ্রব্য এবং ভাজা-দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

পুষ্টিকরদ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ ও মাংসযূষ প্রভৃতি অবস্থাভেদে রোগীকে ব্যবস্থা করা উচিত। কাসরোগে জীর্ণদেহ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—শীতল জল।

কাসলক্ষ্মীবিলাস। বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং খর্পর ৪ তোলা, এই সমুদয় একত্র করতঃ কেশুর্য্যারসে ও কুলথকলাইয়ের ক্বাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া পরে উহার সহিত এলাইচ, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগরপাদুকা, দারুচিনি বংশলোচন, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় কেশুর্য্যা ও কুলথকলাইয়ের ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—বুট প্রমাণ।

বিজয়ভৈরবরস—কাসরোগে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং হৃদয়, পার্শ্ব অথবা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাইলে সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রদান করিবে। কাসের সহিত জ্বর, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতজ-কাসরোগীকে এই ঔষধ কদাপি প্রদান করিবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বিজয়ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুথা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা এবং শোধিত জৈপাল বীজ, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং পুরাতন গুড় ২ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

জয়াগুড়িকা—কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণজ্বর, প্রমেহদোষ ও গাত্র-বেদনা প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন সূতিকারোগে কাস দৃষ্ট হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। কাসরোগে পাণ্ডুতা, কামলা, অরুচি, হৃদয়ে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। ইহা দুর্ব্বল, ক্ষতজ ও ক্ষয়সংক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জয়াগুড়িকা। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুড়চিছাল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুথা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা ও শোধিত জৈপাল

বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ২ ভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

পুষ্পায়ুধরস—শ্লৈষ্মিক কাসরোগে রোগীর মুখ হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা অত্যধিক নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে তাহার জ্বর, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও শরীরে কৃশতা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে শ্লেষ্মা শীঘ্রই পরিপাকপ্রাপ্ত হয় এবং জ্বর ও কাসের বেগ হ্রাস পায় ; সুতরাং কাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে সেবন করাইবে না। অনুপান—পানের রস ও মধু।

পুষ্পায়ুধরস। স্বর্ণসিন্দুর, অভ্র, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতীফল ও পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং ছোট এলাইচ ১ তোলা ও কস্তুরী অৰ্দ্ধতোলা ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১০ রতি।

কাঞ্চনাভ্ররস—ক্ষয়কাসরোগে রোগীর পূঁয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা বা কেবল শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং রোগীর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রবল জ্বর ও প্রমেহদোষ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টিজনক। এই ঔষধ যক্ষ্মাকাসে ব্যবহৃত হয়। পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসে রোগীর প্রবল জ্বর ও শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

কাঞ্চনাভ্ররস। স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী ও মনঃশিলা ; ইহাদের প্রত্যেককে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

তরুণানন্দরস—বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষয় ও ক্ষতজকাসে রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে এবং কাসের বেগ বশতঃ শ্বাসের প্রকোপ, তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর এবং স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক কাসে মুখ হইতে শ্লেষ্মবিহীন থুথু ও ক্ষয়কাসে রক্ত বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কাসের সঙ্গে অরুচি, কামলা এবং হস্তপদাদিতে শোথ প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ সেবন

করাইবে। পুরাতন কাসে ইহা অতি উপকারী। শ্বাসকাসরোগেও ইহা প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তরুণানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ২১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিত্যোদয়রস—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিককাস দীর্ঘকালব্যাপী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, অরুচি বা প্রমেহ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে অথবা ক্ষয়কাসে বা রাজযক্ষ্মারোগে ঐসমস্ত লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কাসের প্রকোপবশতঃ হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পুরাতন কাসের সহিত জীর্ণজ্বর, প্রমেহ, পাণ্ডু অথবা কামলা দোষ থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—শ্লেষ্মা তরল থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু। শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে ও শ্বাসের প্রবলতা থাকিলে বাবুই তুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ। কাসের সহিত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে বাসকপাতার রস ও মধু।

নিত্যোদয়রস। শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যথানিয়মে কজ্জলী করিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলী ৪ তোলা লইয়া উহাকে বিল্বছাল, গণিয়ারী, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল, বেড়েলা, মুথা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস (অভাবে কাথ) দ্বারা ভাবনা দিবে; তৎপরে উহার সহিত স্বর্ণ ৷৹ আনা, রৌপ্য ৷৹ আনা, স্বর্ণমাক্ষিক ৷৹ আনা, অভ্র ৮ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা এবং জাতিফল জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র, ছোট এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া বাসকপত্রের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুনরায় ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বসন্ততিলকরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষয় অথবা ক্ষতজকাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পূঁয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে কিংবা কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। কাস দীর্ঘকালব্যাপী ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে ঐসমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে এই ঔষধ শরীরের বলরক্ষার্থ সেবন করান আবশ্যক। ইহাতে শারীরিক বল বৃদ্ধি পায়। শ্লেষ্মাধিক বা বাতশ্লেষ্মাধিক হৃদ্‌রোগে, তমকশ্বাসরোগে (হাঁপিতে) এবং পুরাতন কাসের সঙ্গে জ্বর ও প্রমেহদোষ থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

বসন্ততিলকরস। স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা এবং প্রবাল ৪ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক গোক্ষুর-ক্বাথ, বাসকপত্ররস ও ইক্ষুরসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে; অনন্তর কস্তুরী ১ তোলা ও কর্পূর ১ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিবে। বটী—২ রতি।

চ্যবনপ্রাশ—বাতিক কাসরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কাসের সহিত শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। যেসকল ব্যক্তির কাসের প্রকোপবশতঃ শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রশস্ত। ক্ষতকাস ও ক্ষয়কাসরোগে পুঁয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব না থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পুরাতন কাসরোগে বায়ু ও পিত্তপ্রবল শরীরে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করান যায়। বৃদ্ধব্যক্তির কাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বালকদিগকেও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। তমকশ্বাসরোগে (হাঁপিতে) কৃশ ও দুর্ব্বল বাতপিত্তাধিক বা বাতাধিক ব্যক্তির পক্ষে এবং হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মারোগে ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নি ও বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। অনুপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। বিল্বছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে, মুগাণী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টিকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই-আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক (এই তিনটির অভাবে যথাক্রমে বেড়েলা, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রযোজ্য), শটী, মুথা, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকছাল, কাকোলী ও কাকজঙ্ঘা; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা; পোট্টলীবদ্ধ গোটা সুপক্ক এবং সরস আমলকী ৫০০ শত (৭৸০ ছটাক); এইসমুদয় ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে; অনন্তর আমলকীর বীজগুলি ফেলিয়া চট্‌কাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ আমলকীকে গব্যঘৃত ৪৮ তোলা ও তিলতৈল ৪৮ তোলা উভয় মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথের সহিত মিছরি ৬।০ সের মিশ্রিত করিয়া ভর্জ্জিত আমলকীর সহিত পাক করিবে; লেহবৎ ঘন হইলে উহাতে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, তেজপাতা ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে; যখন উহা অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হইবে এবং বটিকাকারে পরিণত করা যাইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। শীতল হইলে উহাতে মধু ৪৮ তোলা দিবে। মাত্রা—।০ হইতে ১ তোলা।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত—বাতিক কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের কৃশতা এবং কাসের বেগবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং শ্লৈষ্মিক কাসের রোগীর শরীরের কৃশতা ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু কাসরোগীর উদরাময়, জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঘৃত তাহাকে কখনও সেবন করিতে দিবে না। যাহাদিগের অগ্নি সবল অর্থাৎ ঘৃতসেবনে অম্লোদ্গার বা পাতলা দাস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ঘৃতপান করিবার ব্যবস্থা দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর, এইসকল দ্রব্য সমভাবে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

ছাগলাদ্যঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক কাসের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদয়, পার্শ্বদেশ বা অন্যান্য স্থানে বেদনা, শ্বাস ও জীর্ণজ্বর দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ক্ষতজ ও ক্ষয়কাসরোগে শ্লেষ্মাযুক্ত পুঁয বা রক্ত অথবা শ্লেষ্মাবিহীন রক্ত নির্গত ও রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাসের সঙ্গে উদরাময়, প্রবল জ্বর অথবা হস্ত বা পদাদি স্থানে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে এই ঘৃত সেবন করাইবে না। এই ঘৃত অত্যন্ত বলবর্দ্ধক ও মাংসবর্দ্ধক। ইহা হৃদ্রোগ ও যক্ষ্মারোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ছাগলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথদ্রব্য—নপুংসক-ছাগমাংস ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, ভূমিকুমাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, শীতল হইলে ইক্ষুচিনি ⁄১ সের ও মধু ⁄১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

বাসাচন্দনাদিতৈল—পুরাতন কাসরোগে রোগীর শরীর কৃশ

এবং জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি উপসর্গ তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইলে এই তৈল তাহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। কাসের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের প্রবলতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে এই তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সঙ্গে সেবন করান যাইতে পারে। এই তৈল যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগে প্রয়োগ করা যায়। কাসের সঙ্গে জ্বর, শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে এই তৈল মর্দ্দন ও পান করিতে দিবে না। বাতাধিক ও কৃশব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী। বাতিক কাস, ক্ষয়কাস, ক্ষতজকাস এবং তমকশ্বাসরোগে (হাঁপিতে) ও প্রতমক-শ্বাসরোগে এই তৈল প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

বাসাচন্দনাদিতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। কাথদ্রব্য—বাসকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামনহাটির মূল ও কণ্টিকারী; ইহাদের প্রত্যেকে ৴২।০ সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, রেণুকা, শোধিত খট্টাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদা, মহামেদা (এই দুইটির অভাবে যথাক্রমে অশ্বগন্ধা ও অনন্তমূল প্রযোজ্য), শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শটী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। এইসমস্ত দ্রব্যদ্বারা যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কাসরোগে পাণ্ডু ও কামলা-চিকিৎসা

নবায়সচূর্ণ—পৈত্তিক, ক্ষয়, ক্ষতজ অথবা অন্যান্য কাসে বিবিধ কারণে শরীরের পাণ্ডুতা বা কামলা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কাসের সঙ্গে জ্বর, দাহ, শরীরের কৃশতা এবং পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

নবায়সচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ—কাসরোগে বিবিধ কারণে পাণ্ডু বা কামলা লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর উদরাময়, জ্বর, শোথ, প্রমেহ বা অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

বাতপিত্তাশ্রিত কাসে অথবা ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসে কামলা বা পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসরোগে রক্তবমন-চিকিৎসা

এলাদিগুড়িকা—ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসে রক্তবমন হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় কিংবা অবস্থাভেদে প্রত্যহ দুই-তিনবার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড—ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসে রোগীর রক্তবমন বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও উৎকাসি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস, প্রতমকশ্বাস, যক্ষ্মা এবং উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে অতি উপকারী, পরন্তু পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—জল।

বাসাখণ্ড। বাসকমূলের ছাল ৮০০ তোলা, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া ইক্ষুচিনি ৮০০ তোলা মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। অনন্তর পাকাবসানে হরীতকী-চূর্ণ ৵৮ সের প্রদান করিবে। পাক শেষ হইলে চুল্লী হইতে পাত্র নামাইয়া উহাতে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। ঔষধ শীতল হইলে উহাতে মধু ৵১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ।০ অর্দ্ধতোলা।

শর্করাদ্যলৌহ—পিত্ত বা বাতপিত্তপ্রধান রোগীর ক্ষতজ বা ক্ষয়কাসরোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—কচি-দূর্ব্বার রস ও মধু।

শর্করাদ্যলৌহ। ইক্ষুচিনি, কৃষ্ণতিলের শাঁস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; এইসকল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

শতমূল্যাদ্যলৌহ—বায়ুপিত্তপ্রধান রোগীর পৈত্তিক কাসরোগে বমন এবং শ্লেষ্মমিশ্রিত রক্তবমন অথবা কেবলমাত্র রক্তবমন দৃষ্ট হইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কচি-দূর্ব্বার রস ও মধু।

শতমূল্যাদ্যলৌহ। শতমূলী, ইক্ষুচিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা এবং কৃষ্ণতিলের শাঁস; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

কাসরোগে স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা

ভৈরবরস—কাসরোগের প্রথমাবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসের প্রকোপ থাকিলে এবং গাঢ় শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মরিচ, চই ও রক্তচিতা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

ত্র্যম্বকাভ্র—কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় স্বরভঙ্গ ও শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে অথবা রক্ত বা পুঁয-সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

ত্র্যম্বকাভ্র। অভ্রভস্ম ৮ তোলা লইয়া উহাকে কণ্টিকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে (অভাবে কাথ দ্বারা) পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

কাসরোগে শ্বাসের প্রবলতা, কাসাশ্রিত জীর্ণজ্বর এবং হৃদয় ও পার্শ্ব-দেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রবগুলির চিকিৎসা কাসের নির্দ্দিষ্ট ঔষধে বর্ণিত হইয়াছে। প্রবল জ্বর, উদরাময়, শোথ এবং যকৃৎ ও প্লীহা-বৃদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ কাসের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে তাহার চিকিৎসা যথাবিধি করিবে। শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি কাসের সহিত দৃষ্ট হইলে শোথ ও উদরাময়ের চিকিৎসানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে। প্রবল কাসে রোগীর শ্বাসের অত্যধিক বেগ অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে বিরেচনার্থ বিজয়-ভৈরবরস ও জয়াগুড়িকা প্রভৃতি প্রদান করিবে অথবা অন্যান্য মৃদুবিরেচক ঔষধও অবস্থানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

কাসরোগে পথ্য

কাসরোগে শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, গোধূম, শ্যামাধান্য, যবধান এবং মাষকলাই, মুগ ও কুলথকলাইয়ের যূষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) আনুপ ও মরুদেশজ

প্রাণীর মাংসের যূষ, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাকমাচী, বেগুন, কচি মূলা, কালকাসুন্দা, সুষণীশাক, কিস্‌মিস্‌, তৈলাকুচাশাক, ছোলঙ্গ লেবু, রসুন, উষ্ণজল ও ছোট এলাইচ; এইসমস্ত দ্রব্য রোগীর পক্ষে হিতকর। কাসরোগের নূতন অবস্থায় জ্বর বা অন্য কোন রোগ তৎসঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলে উষ্ণজলে রোগীকে স্নান করান কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থায় শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান এবং শীতল অথচ জলীয়াংশবহুল দ্রব্য অর্থাৎ ইক্ষু, শাঁক-আলু ও শশা প্রভৃতি ফল ও মূল এবং রুক্ষদ্রব্য সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। কাস পুরাতন হইলে বিশেষতঃ রোগীর শরীর কৃশ হইলে বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসে দুগ্ধ ও মাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। ক্ষয় ও ক্ষতজ কাসরোগে মৈথুন, রৌদ্র এবং বিরেচক ঔষধ অত্যন্ত অহিতকর।

রাজযক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা

যক্ষ্মারোগ ত্রিদোষজ। (১) মলমূত্রাদির বেগরোধ। (২) ধাতু বা মলাদির অতিরিক্ত ক্ষয়। (৩) বিষমাশন অর্থাৎ অসময়ে ও অনিয়মে ভোজন। (৪) সাহস অর্থাৎ শক্তির অতিরিক্ত শ্রম। এই চারিটি কারণ হইতে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজক্ষয়রূপে দুই প্রকার যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়।

(১) **অনুলোমজক্ষয়**—রসধাতুর পর রক্ত হইতে পর পর ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রধান থাকে।

(২) **প্রতিলোমজক্ষয়**—শুক্র হইতে উপরি উপরি ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ু ও পিত্ত প্রধান থাকে। সাধারণতঃ বেগরোধ ও বিষমাশন হইতে অনুলোমজক্ষয়, ক্ষয় ও সাহস হইতে প্রতিলোমজক্ষয় হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগ ৩, ৬ বা ১১টি লক্ষণ লইয়া উৎপন্ন হয়। বেগরোধজ যক্ষ্মাতে শরীরে বেদনা, বমন ও মলভেদ এই তিনটি বিশেষ লক্ষণ থাকে।

ক্ষয়জ যক্ষ্মাতে শ্বাস, শূল ও সন্তাপ বিশেষ লক্ষণ। সাহসজ যক্ষ্মাতে স্বরভেদ, বুকে বেদনা ও তৃষ্ণা বিশেষ লক্ষণ। বিষমাশনজ যক্ষ্মাতে রক্তবমন বিশেষ লক্ষণ।

যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ—স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্ত ও পদদ্বয়ে অধিক তাপ এবং জ্বর; রাজযক্ষ্মারোগের এই তিনটি সাধারণ লক্ষণ।

বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ—স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ সঙ্কুচিত এবং শূলবিদ্ধবৎ বেদনা; এই তিনটি বাতিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

পৈত্তিক যক্ষ্মার লক্ষণ—জ্বর, দাহ, অতিসার ও মুখ হইতে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার উদ্গীরণ অথবা রক্তবমন; এই চারিটি পৈত্তিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার লক্ষণ—মাথায় ভারবোধ, অরুচি, কাস, গলায় সুড়্‌সুড়্ করা অথবা উৎকাসি, এই চারিটি শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার লক্ষণ।

ব্যবায়শোষের লক্ষণ—ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুনের আধিক্য-প্রযুক্ত যে শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যবায়শোষ কহে। এই রোগে শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ লিঙ্গ ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, সহবাসকালে বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের নির্গমন, শরীরের পাণ্ডুতা, শুক্রক্ষয়হেতু বায়ুর প্রকোপবশতঃ মজ্জা, অস্থি, মাংস, মেদ, রক্ত এবং রসধাতু যথাপূর্ব্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোকজ শোষের লক্ষণ—বন্ধুবিয়োগে সর্ব্বদা চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির ক্রমশঃ শোকজ শোষ উৎপন্ন হয়। এই রোগে শরীর ক্রমশঃ শিথিল এবং পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও শরীরস্থ ধাতুসমূহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

জরাশোষের লক্ষণ—বার্দ্ধক্যহেতু ক্ষয় উৎপন্ন হইলে তাহাকে জরাশোষ কহে। জরাশোষাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ কৃশ এবং বীর্য্য, বল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি অল্প হয়। শরীরের কম্প, অরুচি, ভগ্নকাংস্যপাত্রবৎ স্বর, শ্লেষ্মবিহীন শুষ্ককাসের (খুখুর) নিঃসরণ, দেহের গুরুতা, চিত্তের অস্থিরতা, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব, শুষ্কমল-নির্গমন এবং দেহের রুক্ষতা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধ্বশোষের লক্ষণ—অধিক পথভ্রমণবশতঃ যে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধ্বশোষ কহে। ঐসকল ব্যক্তির অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি ভর্জ্জিত দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, শরীরের স্পর্শশক্তি-হীনতা, ক্লান্তিবোধ এবং কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্যায়ামশোষের লক্ষণ—অধিক শারীরিক ব্যায়ামবশতঃ যে ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাকে ব্যায়ামশোষ কহে। এই রোগে পূর্ব্বোক্ত অধ্বশোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ক্ষয়ভিন্ন উরঃক্ষতের অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

ব্রণশোষের লক্ষণ—কোনস্থানে ব্রণ জন্মিলে রক্তস্রাব এবং বেদনা ও আহারের অক্ষমতাবশতঃ শোষ হইলে তাহাকে ব্রণশোষ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

উরঃক্ষতের সাধারণ লক্ষণ—ধনুরাকর্ষণ, গুরুতরভার-বহন, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান অশ্ব ও গো প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক ধারণ, সন্তরণ দ্বারা প্রশস্ত নদী পার হওয়া, ধাবমান অশ্বের সহিত বেগে গমন, দূরে লম্ফপ্রদান এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে বক্ষঃস্থলে ক্ষত হইলে অথবা অত্যধিক স্ত্রীসহবাসে বা রুক্ষ ও অল্পপরিমিত অন্নভোজনে বায়ু কুপিত হইলে উরঃক্ষতরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা বিভক্তপ্রায় অনুমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়; ক্রমশঃ বীর্য্য, বল, বর্ণ ও অগ্নিবল নিস্তেজ এবং আহারে অরুচি হইতে থাকে এবং জ্বর, শরীরে বেদনা, মনের গ্লানি ও পাতলা দাস্ত প্রকাশ পায়। কাসের সহিত পচা, দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ, গ্রন্থিবৎ ও রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। বক্ষঃক্ষতহেতু বিশেষতঃ স্ত্রীসহবাস দ্বারা শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইলে উরঃক্ষতরোগীও অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

উরঃক্ষতের বিশিষ্ট লক্ষণ—বক্ষঃস্থলে বেদনা, রক্তবমন ও প্রবল কাস; এইসকল লক্ষণ উরঃক্ষতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রকাশ পায়।

উরঃক্ষতজাত ক্ষয়রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ—শোষাক্রান্ত রোগীর রক্তের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা জন্মে।

রাজযক্ষ্মারোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মারোগের সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ সান্নিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগী অসাধ্য।

অন্নে অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্ত-বমন ও স্বরভঙ্গ ; এই ছয়টি লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য ; অথবা কাস, অতিসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অন্নে অরুচি এবং জ্বর ; এই ছয়টি লক্ষণাক্রান্ত রোগও অসাধ্য।

কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত এই তিনটি লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগ অসাধ্য।

উল্লিখিত বাতিকাদি একাদশ বা ছয় অথবা তিনটি লক্ষণাক্রান্ত রোগীর মাংস ও বলক্ষয় হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ; কিন্তু রোগী সবল এবং পরিপুষ্ট থাকিলে উল্লিখিত তিন, ছয় বা একাদশ লক্ষণাক্রান্ত হইলেও তাহাকে চিকিৎসা করিবে।

অধিকভোজী অথচ ক্ষয়প্রাপ্ত, অতিসারাক্রান্ত এবং মুষ্ক (অণ্ডকোষ) ও উদরে শোথযুক্ত যক্ষ্মারোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

যে যক্ষ্মারোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ ও অন্নভোজনে বিদ্বেষ জন্মে এবং যে রোগী ঊর্দ্ধশ্বাসে পীড়িত ও কষ্টসহকারে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব করে, সেইসকল যক্ষ্মারোগী বিনষ্ট হয়।

যক্ষ্মারোগীর সহস্র দিন অতীত হইলে ঐ যক্ষ্মারোগ সাধ্য।

সর্ব্বদা জ্বরবিহীন, বলবান্, বমন ও বিরেচনাদি ক্রিয়া-সহিষ্ণু, লোভসংবরণ-সমর্থ, দীপ্তাগ্নি ও অকৃশ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ ঐসকল ব্যক্তির রোগ সাধ্য।

রাজযক্ষ্মারোগ-চিকিৎসা-বিধি

যক্ষ্মা, ক্ষয় এবং শোষ—ইহাদের শাব্দার্থের প্রভেদ থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ঐ তিনটি শব্দ একই রোগার্থ-বাচক। এই ত্রিবিধ শব্দের একই অর্থ শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। বিবিধ কারণে রসাদি ধাতুর যথাক্রমে শোষণ-বশতঃ ইহাকে শোষ কহে অর্থাৎ রসধাতুর পথ রুদ্ধ হইলে তৎপরবর্ত্তী ধাতু-সকল অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র যথাক্রমে অনুলোমভাবে শুষ্ক হইতে থাকে এবং রতিক্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ধাতুক্ষয়বশতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতু-সকল প্রতিলোমভাবে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে ও মানব-শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হয়, ইহাকে ক্ষয় কহে। ফলতঃ রসাদি ধাতুর অনুলোমভাবে ক্ষয় এবং শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতির প্রতিলোমভাবে ক্ষয়, এই উভয় কারণেই ক্ষয় অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ব্যবায়শোষের লক্ষণ পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুর প্রতিলোম-ক্ষয়বশতঃ উৎপন্ন হয়। জরাশোষ,

অধ্বশোষ ও শোকজশোষ প্রভৃতি রোগে ধাতুসমূহের ক্ষয় হয়, ব্যায়ামশোষ ও উরঃক্ষতরোগের লক্ষণ প্রায়শঃ তুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, উরঃক্ষতরোগে ফুস্‌ফুসে ক্ষত হওয়ায় রক্ত বা পূঁযাদি কাসের সহিত নির্গত হয়, ব্যায়াম-শোষরোগে ফুস্‌ফুসে সেইরূপ ক্ষত না হইলেও তাহার লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ রোগারম্ভে প্রকৃত রোগ অনুমান করা অনেক স্থানে কষ্টকর হয়, কারণ রোগারম্ভে লক্ষণগুলি সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ পায় না, স্বল্পজ্বর, কাস ও তৎসঙ্গে দুই-একটি লক্ষণমাত্র প্রকাশ পায়। কাহারও জ্বর, প্রমেহ, উৎকাসি অথবা সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং হৃদয়ে ও স্কন্ধদেশে সামান্য বেদনা অনুমিত হয়, সর্দ্দি ও কাস ক্রমশঃ গাঢ় হয়; তৎসঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, কাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কাসে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, ঐ শ্লেষ্মা কাহারও রোগের আক্রমণের সঙ্গে গাঢ় হয়, ক্রমশঃ শ্লেষ্মা ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করে, আবার কাহারও শ্লেষ্মা সম্পূর্ণ হরিদ্রাভ লক্ষিত হয়, উহা দেখিতে পক্বশ্লেষ্মবৎ প্রতীয়মান হয়, শরীরও তৎসঙ্গে শীর্ণ হইতে থাকে এবং জ্বর বৃদ্ধি পায়, অনেকস্থানে শ্লেষ্মা ক্রমশঃ ঘন হইতে দেখা যায়, কফের আধিক্য-বশতঃ কাহারও শ্লেষ্মা রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, অবস্থাবিশেষে কাসের বেগবশতঃ রোগীর বমন লক্ষিত হয়, বাতাদি-দোষভেদে কাসের বেগবশতঃ রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা দৃষ্ট হয়, রোগের প্রকোপের সঙ্গে ক্রমশঃ রক্ত এবং শ্লেষ্মা উভয় অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, সকল অবস্থায় রক্ত নির্গত হয় না, বাতাদি-দোষভেদে বিশুদ্ধ শ্লেষ্মা, রক্ত-মিশ্রিত শ্লেষ্মা বা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং স্বরভঙ্গ, শ্বাসের প্রবলতা ও স্কন্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগে নিয়ত জ্বর, গলায় সুড়্‌সুড়্ করা, সর্ব্বদা গ্লানিবোধ, স্কন্ধদেশে ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, কাসের বেগকালে অল্প বা অধিক শ্লেষ্মার নিঃসরণ অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার নিঃসরণ ও শরীরের কৃশতা; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্যান্য যেসমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, দোষের হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ ঐসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় জ্বর ও ফুস্‌ফুসের পীড়ার আধিক্য হয় এবং প্রমেহদোষ, মূত্রাধিক্য বা প্রস্রাবে খড়িগোলার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

ব্যবায়শোষ ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে প্রাগুক্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, ঐসমস্ত শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগে জ্বর, কাস ও শরীরের কৃশতা ক্রমশঃ লক্ষিত হয়, অনন্তর রোগবৃদ্ধির সঙ্গে বিবিধ অরিষ্ট-লক্ষণ অর্থাৎ উদরাময়, শোথ ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। যক্ষ্মারোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্বরের প্রবলতা, কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রবলতা, স্কন্ধদেশে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, শোথ ও প্রমেহদোষ ইত্যাদি লক্ষণ দোষভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তপিত্ত-রোগেও ঐসমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, কিন্তু বক্ষ্যমাণ রক্তপিত্তের লক্ষণসমূহ দ্বারা যক্ষ্মারোগের বিশেষত্ব নির্ব্বাচন করিয়া লক্ষণভেদে অর্থাৎ যাহাতে জ্বর নিবৃত্ত থাকে ও অন্যান্য উপসর্গসমূহ ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। যক্ষ্মারোগে জ্বরই প্রধান উপদ্রব, ঐ জ্বর সর্ব্বদাই হ্রাসবৃদ্ধি-ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং জ্বরাদি-উপদ্রবনাশার্থ ঔষধ-প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য; উপদ্রব নাশপ্রাপ্ত হইলে মুখ্যরোগ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে।

যক্ষ্মারোগে জ্বর—যক্ষ্মারোগে জ্বর-নিবারণার্থ কাঞ্চনাভ্ররস, বৃহৎ বসন্ততিলক, রাজমৃগাঙ্ক কিংবা কনকসুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু জ্বর প্রবল হইলে কেবলমাত্র ঐসমস্ত ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া ঐসমস্ত ঔষধ এবং জ্বরাধিকারোক্ত মহারাজ-বটী, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (ভাবনার), জ্বরমাতঙ্গকেশরী বা বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রদান করিবে। জ্বরাধিকারে মধ্যজ্বর ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসায় বাত-শ্লেষ্মনাশক অথচ ধাতুপোষক যেসমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য; যেহেতু যক্ষ্মারোগে জ্বর প্রবল ও শ্লেষ্মদোষ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। পুরাতন অবস্থায় জ্বর হ্রাস পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অথবা জ্বর সময়-বিশেষে প্রকাশ পাইলে বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও জয়মঙ্গলরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা যায়; কিন্তু যক্ষ্মারোগীর জ্বরবেগ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। মুখ্যরোগ-নিবৃত্তির সহিত রোগীর জ্বরের বেগ সময় সময় হ্রাস পায় বটে; কিন্তু তজ্জন্য ঔদাস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। এই রোগে জ্বর-নিবারণার্থ জ্বরঘ্ন তীক্ষ্ণবীর্য্য বা অধিক বিষাক্ত দ্রব্যে প্রস্তুত

মৃত্যুঞ্জয়রস, শম্ভুনাথরস ও জ্বরকুলান্তক প্রভৃতি ঔষধ কখনও রোগীকে সেবন করাইবে না; অথবা রোগীকে লঙ্ঘন (উপবাস) করাইয়া জ্বরহ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে না, যেহেতু ক্ষয়নিবৃত্তি না হইলে জ্বর কদাপি নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু তীক্ষ্ণ-ঔষধ-প্রয়োগ বা উপবাস দ্বারা ক্ষয়রোগীর বিষম অনিষ্ট ঘটে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও বলরক্ষার্থ অন্ন, মাংসযূষ ও দুগ্ধ সর্ব্বতোভাবে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অবস্থাবিশেষে রাত্রে দুগ্ধ ও রুটি প্রদান করিবে।

যক্ষ্মারোগে রক্তবমন—রক্তবমন যক্ষ্মারোগের একটি প্রধান উপদ্রব। পিত্তের আধিক্যবশতঃ ঐরূপ বমন হয়। তবে সমস্ত যক্ষ্মারোগীর রক্তবমন হয় না। অনেকস্থলে রক্ত শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত থাকে অর্থাৎ কাসের সঙ্গে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় উহা রক্তপিত্ত কি যক্ষ্মারোগ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; যেহেতু ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে কফ-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হয় এবং শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবসকল বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় জ্বরের সর্ব্বদা বেগ ও স্কন্ধদেশে বেদনা প্রভৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উভয় রোগের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিবে; কিন্তু রোগের লক্ষণসমূহ সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না হইলে এবং রোগ নিরূপণ করিতে না পারিলে যাহাতে উভয় রোগের নিবৃত্তি হয়, এইরূপ ঔষধ প্রদান করিবে। শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি ঔষধ উভয়রোগ-নিবর্ত্তক, সুতরাং শ্লেষ্মমিশ্রিত রক্তবমন দৃষ্ট হইলে এলাদিগুড়িকা, বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ এবং অবস্থাভেদে বাসাখণ্ড, শর্করাদ্যলৌহ ও পিত্তান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। পুনঃপুনঃ সমধিক রক্তনির্গমনের নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐসমস্ত ঔষধ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাহ্য শীতল-দ্রব্য-প্রয়োগ বা পানার্থ শৈত্যগুণবিশিষ্ট তরল দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। শৈত্যদ্রব্য-প্রয়োগে জ্বরবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও তৎসঙ্গে কাস ও কফ বৃদ্ধি পাইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। শ্লেষ্মমিশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে রোগী অল্পদিনের মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে; সুতরাং তাহার নিবারণার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রোগীর জ্বরবেগ কম হইলে এবং অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড বা কুষ্মাণ্ডখণ্ড পিত্তাধিক্য অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐসমস্ত ঔষধের

পিত্ত-নাশক ও রক্তরোধক উভয় গুণ বিদ্যমানসত্ত্বেও কিঞ্চিৎ শৈত্যগুণ থাকায় জ্বরের প্রবলাবস্থায় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে।

যক্ষ্মারোগে শ্বাস—যক্ষ্মারোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসেরও প্রবলতা দৃষ্ট হয়। যাহাদের কাসের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়, তাহাদের শ্বাসের বেগ যেমন দৃষ্ট হয়; যাহাদের রক্তবিহীন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহাদেরও তাদৃশ শ্বাসের প্রকোপ হইয়া থাকে। এই শ্বাস-প্রশ্বাস সময়-বিশেষে অতি বলবান্ হইয়া পড়ে, এমন কি শ্বাস সংরুদ্ধপ্রায় অনুমিত হয়; তখন রোগীকে দেখিলে সদ্য মরণোন্মুখ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ক্ষণকাল পরে ঐ শ্বাসবেগ পুনরায় কিয়দংশে হ্রাস পায়। এই শ্বাসের আশু-প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার হয় না। রোগ যতই বলবান্ হয়, শ্বাসের বেগও ততই প্রবল হয়। রোগ হ্রাস না পাইলে শ্বাসের জন্য যতই ঔষধ প্রদান করা যায়, উহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় শ্বাসকাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং অবস্থা-বিশেষে বিবিধ মুষ্টিযোগ প্রযোগ করা যায়। কাসের জন্য শ্বাসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ কবা কর্ত্তব্য; যেহেতু শ্বাস কাসেরই আশ্রিত, কাস হ্রাস পাইলে তৎসঙ্গে শ্বাসও হ্রাস পায়, সুতরাং বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, বাসাখণ্ড, নিত্যোদয়রস ও তরুণানন্দ প্রভৃতি শ্বাস ও কাস উভয়-নিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত প্রবলতা দেখিতে পাইলে পূর্ব্বোক্ত শ্বাসকুঠার প্রভৃতি প্রযোজ্য। শ্বাস কাসের আশ্রিত; সুতরাং উল্লিখিত কাসের ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগে কাস—যক্ষ্মারোগে বিবিধ প্রকারের কাস দৃষ্ট হয়। রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মার সহিত রক্তকণা বা পুঁয-নির্গমন, অথবা পুনঃপুনঃ অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার উদ্গীরণ, স্বরবিকৃতি বা দুর্গন্ধ লক্ষিত হয়। উরঃক্ষতরোগে পুঁযাদি-মিশ্রিত শ্লেষ্মা অধিকাংশ লক্ষিত হয়। অন্যান্য শোষরোগেও প্রথমতঃ কাসের স্বল্পবেগ প্রকাশ পায়; কিন্তু কালবিলম্বে উহা প্রাণনাশক হইয়া থাকে; সুতরাং যক্ষ্মারোগে কাসে রক্তাদির উদ্গীরণ পর্য্যালোচনা করিয়া কাসের চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ কাসে রক্তের ভাগ অধিক হইলে বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ এবং কেবলমাত্র শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে শৃঙ্গারাভ্র,

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র অথবা সার্ব্বভৌমরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। কাসের হ্রাস হইলে যথাবিধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগে জ্বরাদি উপদ্রব-চিকিৎসার সহিত কাসেরও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগে যে-সমস্ত ঔষধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐসমস্ত ঔষধের মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ মুখ্য-রোগ ও উপদ্রব—উভয়-নাশক। রোগারম্ভকালে কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে যেসমস্ত ঔষধে উপদ্রবসমূহ ও মুখ্যরোগ অর্থাৎ ক্ষয় উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক ঔষধ-প্রয়োগ অত্যন্ত আবশ্যক। এমতাবস্থায় কনকসুন্দররস, কাঞ্চনাভ্ররস, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস, রাজমৃগাঙ্ক, নিত্যোদয়রস বা বৃহৎ বসন্ততিলক প্রভৃতি যক্ষ্মারোগে নির্দ্দিষ্ট ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে। কারণ ইহার প্রত্যেক ঔষধই কাস, জ্বর, প্রমেহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব-নাশক, অথচ ক্ষয়-নিবারক ; সুতরাং যক্ষ্মারোগে কাস, জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে উপদ্রব ও মুখ্যরোগ-নাশক ঐসমস্ত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বর, রক্তবমন প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে বা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে মহামৃগাঙ্ক, ক্ষয়কেশরী, কুমুদেশ্বর, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ-ঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত বা অন্যান্য ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে সেবন করাইবে। রসচিকিৎসায় উক্ত মহামৃগাঙ্ক প্রভৃতি ঔষধ জ্বরাদি উপদ্রবের প্রবলতাসত্ত্বে ব্যবহার করিলে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না ; কিন্তু উপদ্রব কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে উহা সমধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগে কাঞ্চনাভ্র বা বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষয় নষ্ট হওয়ায় কাসও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগে প্রমেহ—যক্ষ্মারোগে মেহ একটি প্রধান উপদ্রব। স্ত্রীসহবাসে আসক্ত ব্যক্তিদিগের ধাতুক্ষয়বশতঃ ব্যবায়শোষ উৎপন্ন হইলে মেহদোষ বলবান্ হয়। অন্যান্য কারণবশতঃ যক্ষ্মারোগে মেহদোষ (শুক্র-ক্ষরণ ও অন্যান্য লক্ষণ) বা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি দৃষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বরাদি উপদ্রব-সমূহও বিদ্যমান থাকে। জ্বরাদি-উপদ্রব-চিকিৎসার ন্যায় মেহরোগেরও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। মেহদোষ-নিবারণার্থ রোগীকে বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, চন্দ্রকান্তিরস ও অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে এবং ধাতু-ক্ষয়-নিবারণার্থ মকরধ্বজবটী, বৃহৎ মকরধ্বজ বা বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শুক্রক্ষরণ বা ধাতুক্ষয় এই রোগের প্রধান

লক্ষণ। উহা হইতে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে; সুতরাং তাহার নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। মেহরোগে বক্ষ্যমাণ অন্যান্য ঔষধসকলও বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

যক্ষ্মারোগে বেদনা—যক্ষ্মারোগীর পার্শ্বদেশ, বক্ষঃ, মস্তক ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় ও ঐ বেদনা সময় সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহার পার্শ্বদেশে, স্কন্ধে ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বলাদিপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ঐসমস্ত প্রলেপ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য বেদনা তিরোহিত হয়, কিন্তু মূলরোগ অর্থাৎ ক্ষয় নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বেদনা প্রায়শঃ রোগী অনুভব করিয়া থাকে। রোগীর যন্ত্রণা-লাঘবের নিমিত্ত ঐ প্রলেপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যক্ষ্মারোগে উদরাময়—যক্ষ্মারোগীর জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐসকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে তাহার শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে আরম্ভ হয় এবং শারীরিক বল, বর্ণ ও পাচকাগ্নি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে; রোগীর ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং অরুচি জন্মে, তখন উদরাময় একটি প্রধান লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়। এই উদরাময়রোগে বিবিধ বর্ণের অর্থাৎ অপক্ক শ্লেষ্মযুক্ত বা রক্তসংযুক্ত অথবা মিশ্রিত নানাবর্ণের পাতলা মল নির্গত হয়। অবস্থা-বিশেষে রোগের প্রারম্ভে পাতলা দাস্ত হয় এবং ক্রমশঃ আমাতিসার, রক্তাতিসার প্রভৃতি উৎকট রোগে পরিণত হয় ও নাভিমূলে প্রায়শঃ বেদনা থাকে, এই সঙ্গে জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব-গুলিও হ্রাসবৃদ্ধি-ক্রমে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় রোগ অতি কঠিন হইয়া পড়ে; উদরাময় যক্ষ্মারোগের একটি অরিষ্ট-লক্ষণমধ্যে গণনীয়। যক্ষ্মারোগীর মল রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য; সুতরাং উদরাময়-নিবারণার্থ রোগীকে জাতি-ফলাদিচূর্ণ ও মহারাজনৃপতিবল্লভ এবং রোগের প্রবলাবস্থায় পঞ্চামৃতপর্পটী স্বর্ণপর্পটী বা বিজয়পর্পটী ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাময়রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীকে লঘুপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। উদরাময় হইতে শোথাদি লক্ষণও প্রকাশ পায়, সুতরাং উদরাময় নিবৃত্ত না হইলে রোগীর শীঘ্রই মৃত্যু ঘটে।

যক্ষ্মারোগে শোথ—যক্ষ্মারোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে অল্প-কালমধ্যেই রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ও রক্তের ক্ষীণতা প্রকাশ পায়।

অবস্থাবিশেষে শোথ ও উদরাময় একসময়ে দৃষ্ট হয়। শোথ প্রকাশ পাইলে রোগীর সমস্ত লক্ষণগুলি বদ্ধমূল হয়, তখন জীবনের আশঙ্কা হইয়া থাকে। এইসময় শ্বাস-কাসাদি প্রায়শঃ প্রবল হয়, হস্তপদাদি অঙ্গে, কাহারও বা উদরে, অণ্ডকোষে বা লিঙ্গে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় শোথকালানলরস, ক্ষেত্রপালরস, বিজয়পর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐসমস্ত ঔষধের অনেকগুলি শোথ এবং উদরাময় এই উভয়ের প্রকোপাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু শোথ বিদ্যমানসত্ত্বে পথ্যাদির নিয়ম উদরাময়ের অবস্থা হইতে পৃথক্; উহা ঔষধের প্রয়োগবিধি-স্থলে দ্রষ্টব্য। শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে এবং উদরাময় সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ না পাইলে শোথকালানলরস বা কটুকাদ্যলৌহ প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। শোথনিবারণার্থে ঔষধ-ব্যবহারকালে যক্ষ্মারোগীর জ্বরাদি-উপদ্রব-বিনাশার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোথের নিমিত্ত যেসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুসারে পথ্য প্রদান করা আবশ্যক; কিন্তু যক্ষ্মারোগীর পক্ষে মাংসযূষ বা অন্যান্য বলকারক যেসমস্ত পথ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থাবিশেষে শোথ এবং উদরাময় এই উভয় বিদ্যমানসত্ত্বে রোগীকে সেবন করিতে দিবে, যেহেতু উহা দ্বারা বল রক্ষা পাইয়া থাকে।

সর্ব্ববিধ যক্ষ্মারোগেই রোগীর বলরক্ষার্থ বিবিধ ঔষধ ও পথ্য আবশ্যক। ব্যবায়শোষে রোগীর উপদ্রবসকল বিনষ্ট হইলে ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত বা চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং দুগ্ধ ও ছাগমাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে।

শোকজনিত শোষে রোগীর মনে হর্ষোৎপাদন করা বিশেষ আবশ্যক এবং আশ্বাস প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ-মধুর রসাত্মক শীতল দ্রব্য এবং অগ্নিদীপক ও লঘুপাক-দ্রব্য-ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইলে যথানিয়মে তাহার চিকিৎসা করিবে।

ব্যায়াম দ্বারা শোষরোগ উৎপন্ন হইলে উরঃক্ষতরোগের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। জ্বরাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে যথানিয়মে তাহার নিবারণার্থ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

অধ্বশোষে রোগীর নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে এবং শীতল ও মধুররস-

বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিতে দিবে। বিশেষতঃ এই রোগে শতাবরীঘৃত বা ছাগলাদ্যঘৃত এবং মাংস-যূষ-পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগ প্রবল হইলে উপদ্রব-বিনাশার্থ তাহার পৃথক্ চিকিৎসা করিবে।

ব্রণশোষরোগে স্নিগ্ধ অথচ অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাদু ও শীতল আহার্য্য দ্রব্য এবং দাড়িমাদিরসে ঈষৎ অম্লীকৃত বা নিরম্ল মুগযূষ ও মাংসযূষ প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং যথানিয়মে ব্রণের চিকিৎসা করা আবশ্যক।

উরঃক্ষতরোগে পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে ঐসকল উপদ্রবের যথানিয়মে চিকিৎসা করিবে এবং রোগীকে বলাদিচূর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ যোগ সেবন করিতে দিবে; পরন্তু উপদ্রবসকল বিনষ্ট হইলে রোগীকে বলকারক পানীয় অর্থাৎ মাংসযূষ প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্ববিধ ক্ষয়রোগ পুরাতন হইলে এবং জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে রোগীকে বিবিধ পুষ্টিকর খাদ্য এবং ছাগলাদ্যঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত এবং বৃহৎ মকরধ্বজরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও চন্দনাদিতৈল বা বাসাচন্দনাদি-তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত রোগীকে স্ত্রীসহবাস, উৎকট পরিশ্রম, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, পথগমন এবং পচা, বাসি বা রুক্ষদ্রব্য ভোজন করিতে দিবে না। যাহাতে শরীর সবল হয়, এরূপ খাদ্য, পরিষ্কার-বায়ু-সেবন, পরিমিত আহার, ছাগ-সন্নিধানে শয়ন ও ছাগদুগ্ধ-পান প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক। উদরাধ্মান, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রক্ষয়, মলক্ষয় বা জ্বর যাহাতে না হয়, তৎপক্ষে সাবধান হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগে ঔষধ

অশ্বগন্ধাদ্যক্বাথ—ক্ষয়রোগে পার্শ্বাদি-বেদনা, জ্বর ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং মাংসযূষ ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে।

অশ্বগন্ধাদ্যক্বাথ। অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—কুড়চূর্ণ ৵০ আনা ও আতইচূর্ণ ৵০ আনা।

ত্রয়োদশাঙ্গক্কাথ—যক্ষ্মারোগীর পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রয়োদশাঙ্গক্কাথ। ধনে, পিপুল, শুঁঠ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এই ১৩টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্যচূর্ণ—যক্ষ্মারোগীর পার্শ্বদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্যচূর্ণ। কাঁকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোবক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চের পালো, তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও ইক্ষুচিনি; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵৹ আনা বা।৹ আনা।

কর্পূরাদ্যচূর্ণ—যক্ষ্মারোগীর শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ ও বমন প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

কর্পূরাদ্যচূর্ণ। কর্পূর, দারুচিনি, কাকোলী, জাতিফল ও জয়িত্রী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ; লবঙ্গচূর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসী ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ এবং ইক্ষুচিনি সর্ব্বসমান, এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵৹ আনা।

বলাদিচূর্ণ—উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত ও পূঁযাদিসংযুক্ত কফ নির্গত এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ বোধ হইলে এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করাইবে।

বলাদিচূর্ণ। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীফল, শতমূলী ও পুনর্ণবা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।৹ আনা।

ককুভাদ্যাবলেহ—উরঃক্ষতরোগে ও অন্যান্য যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত বা পূঁযাদিসংযুক্ত কফ নির্গত হইলে এবং রোগীর পার্শ্বে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা ও শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এই চূর্ণ প্রত্যহ দুগ্ধসহ সেবন করাইবে।

ককুভাদ্যাবলেহ। অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূলের ছাল ও শূকশিম্বীর বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৭২ তোলা, গোদুগ্ধ ⁄২ সের; এইসমস্ত যথানিয়মে পাক করিবে। অনন্তর ⁄৹ ছটাক ঘৃতে সন্তলন করতঃ উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—।৹ আনা।

রাস্নাদিলৌহ—উরঃক্ষত, ব্যবায়শোষ, ব্যায়ামশোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত ও পূঁযাদিসংযুক্ত কফের নির্গমন, শরীর অত্যন্ত কৃশ এবং উদরাময়, জর, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে বাতপিত্তপ্রধান রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ পুরাতন যক্ষ্মারোগে অতি উপকারী। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু বা কচি-দূর্ব্বার রস ও মধু।

রাস্নাদিলৌহ। রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনি, শিলাজতু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্বসমান; একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

যক্ষ্মারিলৌহ—উরঃক্ষত, ব্যায়ামশোষ ও যক্ষ্মারোগে রোগীর রক্ত এবং পূঁযাদি-সংযুক্ত শ্লেষ্মার নির্গমন ও শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

যক্ষ্মারিলৌহ। স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গশাঁস, শিলাজতু ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ, এইসমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৴০ আনা।

বিন্ধ্যবাসিযোগ—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে রোগীর রক্ত বা পূঁযাদিসংযুক্ত কফ নির্গত হইলে এবং তাহার শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বিন্ধ্যবাসিযোগ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহযোগে বটিকা করিবে। মাত্রা—৴০ আনা।

ক্ষয়কেশরী—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও ব্যায়ামশোষরোগে রোগীর রক্ত বা পূঁযাদিসংযুক্ত কফের নির্গমন, শরীরের অত্যন্ত কৃশতা এবং উদরাময় ও শোথ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

ক্ষয়কেশরী। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, জাতিফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ ৪।০ তোলা ও রসসিন্দুর ৪।০ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

চূড়ামণিরস—যক্ষ্মা এবং অন্যান্য শোষরোগে রোগীর শরীরের কৃশতা, অল্পজর এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে

বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। **অনুপান**—মধু। ঔষধ-সেবনান্তে চিনি ও কিঞ্চিৎ মধু-সংযুক্ত ছাগীদুগ্ধ সেব্য।

চূড়ামণিরস। রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক রক্তচিতা ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে এক প্রহর এবং ছাগীদুগ্ধে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করতঃ মূষামধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা-লেপনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

বসন্তমালতীরস—জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, কাস, অনুলোমজ বা প্রতিলোমজ রাজযক্ষ্মায় বায়ুর আধিক্য, শরীরের রুক্ষভাব ও ক্রমশঃ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক; জ্বর, কাস ও ক্ষয়নিবারক। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বসন্তমালতীরস। স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, খর্পর ৮ ভাগ; এইসমস্ত একত্র করিয়া মাখনসহ মর্দ্দন করিয়া পরে পাতিলেবুর রস দ্বারা এমনভাবে মর্দ্দন করিবে, যাহাতে মাখনের স্নেহভাগ নষ্ট হয়। বটী—২ রতি।

মৃগাঙ্করস—যক্ষ্মা ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর মৃদুজ্বর, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, প্রমেহ, রক্ত বা পূযসংযুক্ত কফের নির্গমন এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনকালে রোগীকে মাংসযূষ এবং ছাগীদুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—২টি মরিচচূর্ণ ও মধু অথবা ২টি পিপুলচূর্ণ ও মধু।

মৃগাঙ্করস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, সোহাগার খৈ।০ আনা, এইসমুদয় একত্র করিয়া কাঁজিতে পেষণ করতঃ গোলাকার করিবে, অনন্তর শুষ্ক করিয়া মূষামধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক লবণযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—৪ রতি।

রাজমৃগাঙ্করস—যক্ষ্মারোগে, ব্যায়ামশোষে বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর কেবলমাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল বা মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদেশ ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহ, স্বরভঙ্গ এবং অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব-বিদ্যমানেও অতিশয় উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

রাজমৃগাঙ্করস। রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ; এইসমুদয় একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক একটি বড় কড়ির মধ্যে

পূর্ণ করতঃ ছাগীদুগ্ধে পেষিত সোহাগা দ্বারা ঐ কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া মাটীর মুষামধ্যে পূর্ণ করিবে এবং মুষা রুদ্ধ করিয়া মাটী দ্বারা লেপন করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে কড়ি হইতে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা—৪ রতি।

কনকসুন্দররস—কাস, ব্যবায়শোষ ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর কাসে অত্যধিক শ্লেষ্মার নির্গমন এবং প্রবল জ্বর, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, মাথায় ভারবোধ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কাসে রক্ত বা পূঁয নির্গত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

কনকসুন্দররস। পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ।০ আনা এবং মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া জয়ন্তীপাতা, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদি, বাসকপাতা, বকপুষ্প, ঈষলাঙ্গলা ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে; শুষ্ক হইলে আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

বসন্ততিলকরস—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর বিবিধ বর্ণের শ্লেষ্মা বা পূঁযাদিসংযুক্ত শ্লেষ্মার নির্গমন এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে বেদনা, মধ্যবিধ জ্বর, শ্বাস ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এবং অত্যন্ত কৃশতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বাসক-পাতার রস ও মধু।

বসন্ততিলকরস। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বসন্ততিলকরস—যক্ষ্মা, ব্যায়ামশোষ বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত বা পূঁযসংযুক্ত কফ বা দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল জ্বর, প্রমেহ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর সর্ব্বদা জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রবসত্ত্বে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বসন্ততিলকরস। অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, কপূর, রসসিন্দুর ও কস্তুরী; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর সর্ব্বসমান; এইসমুদয় একত্র করিয়া পানের রসদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

কাঞ্চনাভ্ররস—যক্ষ্মারোগে বা উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্ত বা পূঁযসংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা কাসের সহিত নির্গত হইলে ও

তৎসঙ্গে প্রবলজ্বর, শ্বাস, প্রমেহ ও স্কন্ধ বা পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর প্রবল জ্বর ও মেহ প্রভৃতি উপদ্রবসত্ত্বে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

কাঞ্চনাভ্ররস। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস—যক্ষ্মা ও বিবিধ শোষরোগে রোগীর শরীর অতিকৃশ হইলে এবং প্রমেহ, শ্বাস ও অল্পজ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ক্ষয়রোগের পুরাতন অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। রোগের অল্পতাসত্ত্বে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস। স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া একত্র মর্দ্দন করতঃ ঘৃতকুমারী, কেশুর্ত্তা ও ছাগীদুগ্ধে ক্রমান্বয়ে ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে। বটী—৪ রতি।

নিত্যোদয়রস—বিবিধ যক্ষ্মারোগে রক্ত বা পূঁযমিশ্রিত শ্লেষ্মা বা কেবল শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, স্বরভঙ্গ, শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা এবং অল্প বা মধ্যবিধ জ্বর অথবা পাণ্ডু ও কামলা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ক্ষয়কাসরোগের পুরাতন অবস্থায় ঐসমস্ত উপদ্রব হ্রাস পাইলে এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার দর্শে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

নিত্যোদয়রস। প্রস্তুতবিধি ২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সার্ব্বভৌমরস—যক্ষ্মারোগে রোগীর কাসের সহিত অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, মাথায় ভারবোধ, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে বাতশ্লেষ্মার প্রবল অবস্থায় এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রবের অল্পতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করান যায়। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

সার্ব্বভৌমরস। প্রস্তুতবিধি ২৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চ্যবনপ্রাশ—যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষ অথবা উরঃক্ষতরোগে রোগীর

শ্বাস, প্রমেহ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, রক্ত বা পূঁযমিশ্রিত শ্লেষ্মার নিঃসরণ, স্বরভঙ্গ ও মাথার ভার প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ কৃশব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা উরঃক্ষতরোগীর শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এবং জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। রোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। কৃশ, বালক ও যুবা ব্যক্তিকে বায়ু ও পিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করাইলে উপকার দর্শে। এই ঔষধ বিবিধরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বলবর্দ্ধক। অনুপান—মধু।

চ্যবনপ্রাশ। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছাগলাদ্যঘৃত—যক্ষ্মা, ব্যায়ামশোষ, ব্যবায়শোষ, অধ্বশোষ ও উরঃ-ক্ষতরোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং পূঁয বা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা বিশুদ্ধ ফেনবৎ শ্লেষ্মা কাসের সহিত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে প্রমেহ, অল্পজ্বর, বক্ষঃস্থলে বা পার্শ্বে বেদনা, স্বরভঙ্গ, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর উদরাময়, শোথ ও শ্বাসের প্রবলতা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে ঘৃত সেবন করাইবে না। পাচকাগ্নি প্রবল থাকিলে ঘৃতসেবন কর্ত্তব্য। এই ঘৃত ক্ষতকাস ও রক্তপিত্তরোগে রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

ছাগলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ‍/৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। নপুংসক-ছাগমাংস ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বাসকছাল ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১২৷৷০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগীদুগ্ধ ‍/৮ সের। কল্কদ্রব্য—শতমূলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কচিশিমুলমূল, বচ, চোরকাচকীমূল, শালেমমিশ্রী, তালমূলী, চই, শূকশিম্বীবীজ, যমানী, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণজীরা, ছোট এলাইচ, মেথী ও বামনহাটী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, ব্যবায়শোষ, অধ্বশোষ ও অন্যান্য ক্ষয়রোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং রক্ত বা পূঁযমিশ্রিত কাস অথবা অত্যধিক ফেনবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও রোগীর বক্ষঃস্থল,

পার্শ্বদেশ ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, স্বরভঙ্গ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে। রোগীর উদরাময় শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ঘৃত সেবন করাইবে না। অগ্নি সবল থাকিলে ঘৃত সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর বলরক্ষার্থ এই ঔষধ অত্যন্ত আবশ্যক। ইহা কাস, ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নপুংসক-ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, আলকুশীবীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকশেষে ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ চন্দনাদিতৈল—যক্ষ্মা ও অন্যান্য শোষরোগে রোগীর জ্বর, পার্শ্বশূল, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অথবা বাতপিত্ত-প্রধান রোগীর শারীরিক কৃশতা, শ্বাস, কাস ও রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই তৈল তাহার গাত্রে মালিশ করিতে দিবে; কিন্তু যক্ষ্মারোগের প্রবলাবস্থায় তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ।

বৃহৎ চন্দনাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শঠী, এলাইচ, থাটাশী, নাগেশ্বর, তেজপাতা, শিলারস, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুকা ও নালুকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। পরে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক শেষ করিবে।

বাসাচন্দনাদিতৈল—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, ব্যায়ামশোষ প্রভৃতি রোগে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং জ্বর, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান না থাকিলে অথবা বায়ু ও পিত্তপ্রধান শ্বাস ও কাসযুক্ত রোগীকে এই তৈল সমস্ত গাত্রে, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে ও সন্ধিতে মালিশ করিতে দিবে। এই তৈল সবলাগ্নি ব্যক্তিতে ২০।২৫ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন

করিতে দেওয়া যাইতে পারে। রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে বা শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। তৈলমর্দ্দন করাইয়া রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে।

বাসাচন্দনাদিতৈল। প্রস্তুতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যক্ষ্মারোগে রক্তবমন ও সরক্তশ্লেষ্মোদ্গীরণ-চিকিৎসা

অলক্তকযোগ—যক্ষ্মা, শোষ ও উরঃক্ষতরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অথবা অবস্থাভেদে দিনে ৩।৪ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

অলক্তকযোগ। জলে আলতা ভিজাইয়া সেই জল ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উহাতে মধু ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

বিশল্যকরণীক্কাথ—যক্ষ্মা, শোষ ও উরঃক্ষত প্রভৃতি রোগে রোগীর পুনঃপুনঃ রক্তবমন লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সিদ্ধ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহাকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তামাশয় এবং রক্তাতিসারেও প্রয়োগ করা যায়।

বিশল্যকরণীক্কাথ। বিশল্যকরণীর (আয়াপানের) পাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; অথবা পাতার রস ২ তোলা।

চন্দনাদিযোগ—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগে রক্তবমন লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করাইবে।

চন্দনাদিযোগ। রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সমভাগে মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধের সহিত রোগীকে সেবন করাইবে।

এলাদিগুড়িকা—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর রক্তবমন অথবা রক্ত বা পূয়মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় বা অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—জল।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাবলেহ—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগে রোগীর রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস, বক্ষঃস্থল ও

পার্শ্বে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও বিবিধ শোষরোগে রোগীর রক্তবমন, রক্ত বা পূঁযমিশ্রিত শ্লেষ্মার নিঃসারণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা ও শ্বাস বিদ্যমান থাকিলে কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, ক্ষতজকাস ও ক্ষয়কাসরোগে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, সুতরাং ঐসমস্ত রোগে উদরাময় অবস্থায় প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাসাবলেহ—যক্ষ্মা ও শোষরোগে রোগীর রক্ত বা পূঁয-মিশ্রিত কফের নির্গমন ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং বক্ষঃস্থল ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ বাসাবলেহ। বৃহতী ২০০ তোলা, কণ্টিকারী ২০০ তোলা, বাসকমূলের ছাল ২০০ তোলা ও বামনহাটীছাল ২০০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে ইক্ষুচিনি ২ সের মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে উহাতে অভ্র ৮ তোলা, পিপুল ৩২ তোলা এবং কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপাতা, মুরামাংসী, বেণার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, দারুচিনি, বামনহাটী, বালা ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা দিবে এবং পাকশেষে চুল্লী হইতে পাত্র অবতারণ করিয়া ঘৃত ১৬ তোলা এবং শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত অথবা শোষরোগে প্রবল বমন অথবা রক্তের সহিত শ্লেষ্মা বা পূঁযমিশ্রিত কফ লক্ষিত হইলে অথবা কাসে দুর্গন্ধ অনুমিত হইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা, শ্বাস, পাণ্ডু বা কামলা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ অতি উপকারী। রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও ক্ষতজ-কাসেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। বাসকছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাঁসচূর্ণ ৪০০ তোলা লইয়া উহাকে /৪ সের ঘৃতে ভাজিয়া উহার সহিত ইক্ষুচিনি ৮০০ তোলা

এবং উল্লিখিত বাসকের ক্বাথ মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে। পাকাবসানে মৃদু অগ্নিতে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং এলবালুকা, শুঁঠ, ধনে, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ⁄১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

শর্করাদ্যলৌহ—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগে রক্তবমন দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, দাহ, হৃদয়ে ও পার্শ্বদেশে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—কচি-দূর্ব্বার রস অথবা পাকা যজ্ঞডুমুরের রস।

শর্করাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ২৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তান্তকরস—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও অন্যান্য শোষরোগে রক্তবমন, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপিত্তরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুপান—কচি-দূর্ব্বার রস ও মধু অথবা ইক্ষুচিনি এবং মধু।

রক্তপিত্তান্তকরস। অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, বংশপত্রহরিতাল ও গন্ধক, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও গুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

যক্ষ্মারোগে শ্বাস-চিকিৎসা

শ্বাসকুঠাররস—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা অন্যান্য শোষরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, রক্তমিশ্রিত অথবা বিশুদ্ধ শ্লেষ্মার নিঃসরণ, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় সেবনবিধি। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু।

শ্বাসকুঠাররস। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি—যক্ষ্মা ও অন্যান্য শোষরোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং শ্বাস অত্যন্ত কষ্টজনক বোধ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর,

পার্শ্ব-শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা বহেড়া-ঘসা ও মধু।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসকাসচিন্তামণি—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও অন্যান্য রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের প্রবলতা ও শ্বাস-কষ্ট দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে রক্ত বা পূঁয-মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা কাসের সঙ্গে নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ শ্বাসজকাসে ও বাতজকাসে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, মুক্তা অর্দ্ধভাগ, গন্ধক ২ ভাগ ও অভ্র ২ ভাগ এবং লৌহ ৪ ভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টিকারীর কাথ, ছাগীদুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ ও পানের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

যক্ষ্মারোগে প্রমেহ-চিকিৎসা

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস—ব্যবায়শোষ বা যক্ষ্মারোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু অথবা গব্যদুগ্ধ।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস। বঙ্গ, রস, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; স্বর্ণ ও মুক্তা, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশুর্ত্তার রসে সাতবার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত—যক্ষ্মা, ব্যবায়শোষ বা অন্যান্য ক্ষয়রোগে শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহের অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রমেহাশ্রিত জ্বরে ও জীর্ণজ্বরে প্রয়োগ করা যায়। ব্যবায়শোষে রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গুলঞ্চের রস ও চিনি।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত। বৈক্রান্ত (অভাবে পীতবর্ণ কড়িভস্ম), অভ্র, অমৃতীকরণবিধি-অনুসারে তাম্রভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, বঙ্গ, প্রবাল, রসসিন্দুর, লৌহ, সোহাগার খৈ এবং শঙ্খভস্ম; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বেণার মূলের কাথ, শতমূলীর রস ও হরিদ্রার রসে যথাক্রমে সাত-সাতবার ভাবনা দিয়া কস্তুরী ও কর্পূর, ইহাদের প্রত্যেকটিকে বৈক্রান্তের সমান লইয়া মিশ্রিত করিবে। বটী—২ রতি।

বসন্তকুসুমাকররস—যক্ষ্মা, ব্যবায়শোষ এবং অন্যান্য শোষরোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, প্রস্রাবে জ্বালা অথবা প্রমেহজনিত বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ব্যবায়শোষে অত্যধিক শুক্রক্ষয়বশতঃ বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধের প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং বহুমূত্র-নিবারক। অনুপান—ঘৃত, মধু ও চিনি।

বসন্তকুসুমাকররস। স্বর্ণ ও রৌপ্য; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ; বঙ্গ, সীসা ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ ভাগ; এইসমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের ক্বাথ, লাক্ষার ক্বাথ, বালার ক্বাথ, কদলীমূলের রস, কলার মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীফুলের রস ও কুঙ্কুমের ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ স্বর্ণের সমান কস্তুরী মিশ্রিত করিবে। বটী—২ রতি।

চন্দ্রকান্তিরস—যক্ষ্মা ও ব্যবায়শোষ ও অন্যান্য ক্ষয়রোগে রোগীর শুক্রক্ষয়, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাধিক্য অথবা প্রমেহজনিত অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ মূত্রাতিসারে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মূত্রাধিক্যাবস্থায় আমলকী-চূর্ণ; শুক্রক্ষয়ে যজ্ঞডুমুরচূর্ণ বা শতমূলীর রস।

চন্দ্রকান্তিরস। রস, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, হরিতাল, কাঁসা, লৌহ, বেণার মূল, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সকলসমান বঙ্গ, একত্র মর্দ্দন করিয়া আমছালের ক্বাথ, আমলকীরস, কুলথকলাইয়ের ক্বাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুরির রস ও শিমুলের মূলের রসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিয়া পরে জাতিফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ ও জয়িত্রী, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ পারদের সমান মিশ্রিত করিবে। বটী—২ রতি।

বৃহৎ মকরধ্বজ—যক্ষ্মা, ব্যবায়শোষ এবং অন্যান্য ক্ষয়রোগে শুক্রক্ষরণ ও মূত্রাধিক্য প্রভৃতি কারণে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এবং যক্ষ্মা, উরঃক্ষত বা শোষরোগীর রসাদি ধাতুসমূহের পোষণার্থ এই ঔষধ সেবন করাইবে। ব্যবায়শোষে এবং যক্ষ্মারোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করান অত্যন্ত আবশ্যক। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ মকরধ্বজ। স্বর্ণ ২ ভাগ এবং বঙ্গ, মুক্তা, লৌহ, জাতিফল, জয়িত্রী, রূপা, কাঁসা, রসসিন্দুর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং স্বর্ণসিন্দুর ৪ ভাগ; এইসকল দ্রব্য একত্র করতঃ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

যক্ষ্মারোগে বেদনা-চিকিৎসা

শতপুষ্পাদিলেপ—যক্ষ্মারোগে রোগীর স্কন্ধে, মস্তকে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া রাত্রে ও প্রাতে লাগাইবে। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ ২।৩ বার প্রলেপ লাগাইয়া দিবে।

শতপুষ্পাদিলেপ। শুল্‌ফা, কুড়, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

বলাদিলেপ—যক্ষ্মারোগে রোগীর পার্শ্বদেশে, মস্তকে ও স্কন্ধদেশে বেদনা থাকিলে এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া ঐসকল স্থানে প্রাতে ও রাত্রে ২।৩ বার ক্রমান্বয়ে লাগাইয়া দিবে।

বলাদিলেপ। বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত; এইসকল সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে।

পলঙ্কষাদিলেপ—যক্ষ্মারোগে রোগীর মস্তকে, পার্শ্বদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা লক্ষিত হইলে এই প্রলেপ ঈষদুষ্ণ করিয়া ঐসকল স্থানে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার লাগাইয়া দিবে।

পলঙ্কষাদিলেপ। গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত; এইসকল সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে।

যক্ষ্মারোগে উদরাময়-চিকিৎসা

জাতিফলাদিচূর্ণ—যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ পাতলা দাস্ত লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধদেশে বা মস্তকে বেদনা, মাথায় ভারবোধ, অন্নে অরুচি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল। প্রাতে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেব্য।

জাতিফলাদিচূর্ণ। জাতিফল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, তগরপাদুকা, কৃষ্ণতিলের শাঁস, তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধিপত্র-চূর্ণ ৫৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি সর্ব্বচূর্ণের সমান; এইসমুদয় সম্যক্ প্রকারে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—দুই আনা বা চারি আনা।

ত্রিকটু্বাদিচূর্ণ—যক্ষ্মারোগীর উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্ত নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে শ্বাস, মেহ অর্থাৎ শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা, পাণ্ডু বা কামলা এবং হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আম্রপানের রস ও মধু।

ত্রিকটু্বাদিচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মাড়িবে। মাত্রা—এক আনা।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস—যক্ষ্মারোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত বা আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা, কানে অত্যধিক রক্ত বা শ্লেষ্মার নিঃসরণ, অরুচি, হৃদয়ে দাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস। কান্তলৌহ ৮ তোলা এবং অভ্র, অমৃতীকরণ-নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং স্বর্ণ, মুক্তা, সোহাগার খৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপাতা, যমানী, বালা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা ও বিষ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা এবং লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক বিটলবণ এবং বিটলবণসহ সমস্ত দ্রব্যের সমান ছোটএলাইচচূর্ণ; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ও ছোলঙ্গলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—১০ রতি।

পঞ্চামৃতপর্পটী—যক্ষ্মা এবং অন্যান্য শোষে রোগীর প্রবল উদরাময় দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে হস্ত, পদ ও অন্যান্য অঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মা বা অন্যান্য শোষরোগীর কাস, শ্বাস, মেহ, রক্তবমন বা অন্যান্য উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করা বিধেয়। প্রথমদিন প্রাতে দুইরতি সেবন করিতে দিবে, অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ২ রতি-নিয়মে মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১৪ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে ও পুনরায় ২ রতি-নিয়মে প্রত্যহ মাত্রাহ্রাস করিবে। অনুপান—ধনে ও জীরার কাথ। শোথাধিক্যে এই ঔষধ-সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগীর উদরাময় প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্ষয়রোগীর জ্বর, কাস, শ্বাস এবং পার্শ্বদেশ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এইসকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে অথবা ঐসকল উপদ্রব উদরাময়ের সঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলেও এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য অর্থাৎ উদরাময় এবং শোথ উভয়ের প্রকোপসত্ত্বে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। ঔষধ প্রথমদিন প্রাতে ১ রতি-পরিমাণে সেবন করাইবে এবং প্রত্যহ ১ রতি-পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবে। অনন্তর ১ রতি-পরিমাণে হ্রাস করিবে। ঔষধসেবনকালে উদরাময় অত্যন্ত প্রবল থাকিলে প্রথমাবস্থায় সজল দুগ্ধ অথবা জীরা, মরিচ, ধনে ও সৈন্ধবলবণ-সংযোগে ছাগমাংস ও জাঙ্গলমাংসের পাতলা যূষ রোগীকে প্রদান করিবে। তৎপরে মল গাঢ় হইয়া আসিলে অর্থাৎ ২।৩ দিন পরে ঐসমস্ত পথ্য পরিবর্ত্তন করিয়া লবণ ও জল বর্জ্জনপূর্ব্বক দুগ্ধান্ন যথেচ্ছা নির্ভয়চিত্তে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী—যক্ষ্মা এবং শোষরোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্তসংযুক্ত মল অথবা পাতলা দাস্ত হইলে ও তৎসঙ্গে হস্ত ও পদ প্রভৃতি শরীরে বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যক্ষ্মারোগীর জ্বর, কাস ও পার্শ্বদেশে বেদনা, প্রমেহ, শ্বাস, স্বরভঙ্গ এবং অন্যান্য যাবতীয় লক্ষণ উদরাময়ের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রথমদিনে ২ রতি প্রযোজ্য; অনন্তর প্রত্যহ প্রাতে ১ রতি-ক্রমে মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া পুনরায় ১ রতি-ক্রমে মাত্রাহ্রাস করিবে। পথ্য স্বর্ণপর্পটীবৎ। শোষ প্রবল হইলে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

বিজয়পর্পটী। আমলাসা গন্ধক ভৃঙ্গরাজরসে তিনবার ভাবনা দিয়া লৌহপাত্রে অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে। পরে ঐ গন্ধক ৮ তোলা ও হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৪ তোলা লইয়া উহার সহিত রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ॥০ অর্দ্ধতোলা ও মুক্তা ।০ আনা একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। অনন্তর পর্পটী-পাকের নিয়মানুসারে লৌহ-পাত্রে কুলকাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা পাক করিবে।

যক্ষ্মারোগে শোথ-চিকিৎসা

শোথকালানলরস—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোষরোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে শোথ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শ্বাস, কাস ও সামান্য উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। যক্ষ্মারোগীর শোথের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে অথচ উদরাময়ের অল্পতাসত্ত্বে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনুপান—কুলেখাড়াপাতার রস ও মধু।

শোথকালানলরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রপালরস—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোষরোগীর হস্তপদাদি-স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে উদরাময়, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, এবং পার্শ্বদেশ, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শোথের প্রবলাবস্থায় এবং তৎসঙ্গে উদরাময়ের ঈষৎ প্রকোপসত্ত্বে এই ঔষধ সেবন করান উচিত। ইহার সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জনপূর্ব্বক দুগ্ধান্ন পথ্য দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অনুপান—দুগ্ধ।

ক্ষেত্রপালরস। প্রস্তুতবিধি ২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী—যক্ষ্মা, উরঃক্ষত এবং শোথরোগে শোথ প্রবল হইলে অথবা তৎসঙ্গে উদরাময় দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন; লবণ ও জল বর্জ্জন করা বিধেয়।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যক্ষ্মারোগে পথ্য

যক্ষ্মা, উরঃক্ষত ও শোষরোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব ও গমের রুটী, মুগ ও ছোলার যূষ এবং ছাগ, জাঙ্গল পক্ষী, মৃগমাংসের যূষ, ছাগদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধোৎপন্ন মাখন ও ঘৃত, কলার মোচা, গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত, মিছরি, পল্‌তা ও সজিনা প্রভৃতি দ্রব্য ও সৈন্ধবলবণে পক্ক ব্যঞ্জনাদি প্রায়শঃ সেবন করিতে দিবে।

যক্ষ্মারোগীর শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবের হ্রাস হইলে পাকা আম, পাকা কাঁটাল, কিস্‌মিস্, খর্জ্জুর, পানিফল ও নারিকেল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে অগ্নিবলানুসারে প্রদান করিবে।

কর্পূর, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, অবগাহন স্নান, অট্টালিকায় বাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক-গীত-বাদ্য-শ্রবণ, নৃত্যদর্শন, জ্যোৎস্না, উৎকৃষ্ট-বসন-ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা-পূজা এবং মনের তুষ্টিজনক অন্ন-পানীয়; এইসমস্ত যক্ষ্মারোগীর পক্ষে হিতকর।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা

বাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ—বাতিক রক্তপিত্তে কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ফেনাযুক্ত পাতলা ও রুক্ষ রক্ত নির্গত হয়।

পৈত্তিক রক্তপিত্তের লক্ষণ—পিত্তাধিক রক্তপিত্তে কষায় (কাথের ন্যায়) বর্ণবিশিষ্ট অথবা কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণ, গৃহধূমবৎ বর্ণযুক্ত অথবা সৌবীরাঞ্জন-সদৃশ রক্ত নির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্তের লক্ষণ—শ্লেষ্মাধিক রক্তপিত্তে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নির্গত হয়।

দ্বিদোষজ রক্তপিত্তের লক্ষণ—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা—ইহাদের মধ্যে দুই দোষের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে উহাকে দ্বিদোষজ রক্তপিত্ত কহে।

সান্নিপাতিক রক্তপিত্তের লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ রক্তপিত্তের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত কহে।

দোষভেদে রক্তপিত্তের গতি-নির্দ্দেশ—কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ কর্ণ, নাসা ও মুখ হইতে বিবিধবর্ণ-বিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। বাতাশ্রিত রক্তপিত্ত অধোগামী হইয়া থাকে অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হয়। বাতশ্লেষ্মাশ্রিত রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া নির্গত হয় এবং অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সময়ে সময়ে লোমকূপ হইতেও রক্ত নির্গত হয়।

রক্তপিত্তের উপদ্রব—রক্তপিত্তরোগে শরীরের দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধ পাক

অধীরতা, হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, পিপাসা, দাস্ত, মস্তকের তাপ, পূঁযনির্গম, আহারে অনিচ্ছা, অপরিপাক ও মাংসপ্রক্ষালনজলবৎ রক্তের বিকৃতি; এইসকল উপসর্গ দৃষ্ট হয়।

রক্তপিত্তের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—রক্তপিত্ত একদোষজ হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজ হইলে যাপ্য এবং ত্রিদোষ-সমুৎপন্ন রক্তপিত্তরোগ অসাধ্য। মন্দাগ্নি, ব্যাধি-কর্ত্তৃক দেহের ক্ষীণতা, বার্দ্ধক্য, অরুচিবশতঃ ভোজনে অনিচ্ছা এবং প্রবলবেগে রক্তনির্গমন; এইসমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রক্তপিত্তরোগী অসাধ্য।

ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মুখ, নাসিকা ও কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে ঐ ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধ্য। অধোভাগ অর্থাৎ লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে উহা যাপ্য। রক্তপিত্তের প্রকোপবশতঃ ঊর্দ্ধ ও অধঃ—এই উভয়মার্গ হইতে একসময়ে রক্তস্রাব হইলে উহা অসাধ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগ অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাসকাসাদি উপদ্রব না থাকিলে অথচ রক্তপিত্ত অল্প বেগযুক্ত হইলে অর্থাৎ রক্ত অল্পপরিমাণে নিঃসৃত হইলে সবল রোগীর পক্ষে উহা সাধ্য এবং হেমন্ত ও শরৎ ঋতুতে ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত উৎপন্ন হইলে তাহাও সাধ্য হয়।

মাংস-ধৌতজলের ন্যায় পচাগন্ধযুক্ত, কর্দ্দমাক্ত-জলসদৃশ, মেদ, পূয ও রক্তসদৃশ, যকৃৎখণ্ডের ন্যায় বা পাকাজামফলের ন্যায় কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণযুক্ত ঊর্দ্ধ বা অধোগামী পিত্ত-সংযুক্ত রক্ত নির্গত হইলে উহা অসাধ্য এবং পূর্ব্বোল্লিখিত উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে সেই রক্তপিত্তও অসাধ্য।

যে রক্তপিত্তরোগী দৃশ্য (ঘটপটাদি পদার্থ) এবং অদৃশ্য (শূন্যমার্গাদি) সমস্ত রক্তবর্ণ দর্শন করে, সেই রোগীর রক্তপিত্ত অসাধ্য। যে রক্তপিত্তরোগী অত্যধিক রক্তবমন করে ও আপন উদ্গার লোহিতবর্ণ দর্শন করে ও যাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, সেই রোগী বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা-বিধি

অতিরিক্ত রৌদ্র, ব্যায়াম, পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য, শোক, পথপর্য্যটন,

অত্যধিক স্ত্রীসহবাস এবং তীক্ষ্ণদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, ক্ষারাত্মকদ্রব্য, লবণ ও কটু-রস-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সেবন দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে রক্তও প্রকুপিত হয়। অতএব পিত্ত ও রক্ত উভয়ের প্রকোপবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, পিত্ত রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নিঃসৃত হয়, এইজন্য শাস্ত্রে উহা রক্তপিত্ত-নামে কথিত হইয়াছে। এই রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী এবং রোগের প্রকোপকালে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। ঊর্দ্ধগামী রক্তপিত্তের এইসকল প্রধান কারণ সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, হৃৎপিণ্ডস্থ বৃহদ্ধমনী এবং শ্বাসপ্রশ্বাসযন্ত্র ও যকৃতের পীড়া-বশতঃ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ঐসমস্ত যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইলে ঐ রক্তপিত্ত যক্ষ্মারোগে পরিণত হয়। রক্তপিত্তরোগে লোমকূপ, নাসারন্ধ্র, কর্ণ, পক্বাশয়, মুখ, লিঙ্গ, যোনিদেশ বা মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে যে রজঃ নিঃসৃত হয়, উহা রক্তপিত্তমধ্যে গণনীয় নহে।

কর্ণবিবর এবং নাসারন্ধ্র হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, সেই রক্ত কর্ণবিবরের বাহ্যদেশ ও নাসারন্ধ্রের সম্মুখভাগ হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইলে সচরাচর জলবৎ পাতলা দৃষ্ট হয় এবং নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগ হইতে রক্ত নির্গত হইলে উহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও শ্লেষ্মমিশ্রিত দৃষ্ট হয়। মুখগহ্বরের বিবিধ স্থানস্থিত রক্ত মুখমার্গ দ্বারা নিঃসৃত হয়। জিহ্বা, তালু ও গণ্ডদেশের অভ্যন্তর ও দাঁতের মাঢ়ী হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, ঐসকল রক্তে শ্লেষ্মা ও ফেনাযুক্ত লালা সংলগ্ন থাকে; শ্বাসমার্গ, পরিপাক-নলীর ঊর্দ্ধাংশ ও পাকাশয়-স্থিত রক্তপিত্তের প্রকোপবশতঃ মুখ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে এবং পৈত্তিক যক্ষ্মারোগে রক্তবমন একটি প্রধান লক্ষণ। উভয় রোগেই রক্তনিঃসরণ দৃষ্ট হয়। নিম্নলিখিত কারণে রক্তবমন হইলে রক্তপিত্তরোগে পরিণত হয়। যথা—পক্বাশয়ের ক্ষত বা কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়া, যকৃতে রক্ত সঞ্চালিত হইলে রক্ত সমষ্টিভূত হওয়া, হৃৎপিণ্ডদ্বয়ের অব-রোধ হইলে বিবিধ পীড়ার উৎপত্তি ও বিবিধ কারণে রক্তের বিকার হইলে সূক্ষ্মশিরার গাত্র হইতে রক্তস্রাব এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতঃ রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগের মধ্যে রক্তস্রাবে সাধারণতঃ যেসকল প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা এই—যক্ষ্মারোগে রক্তনির্গমের পূর্ব্বে কাসের বেগ উপস্থিত

হয় ও কাসে নির্গত রক্তে শ্লেষ্মাদি মিশ্রিত থাকে। এইরূপ লক্ষণ প্রথমাবস্থায় প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় এবং ঐ নির্গত রক্ত ক্ষারাত্মক এবং মুখ লবণাক্ত অনুভূত হয়। রোগী বক্ষঃস্থলে ভার ও বিবিধ কষ্ট অনুভব করে; কণ্ঠনালী সুড়্সুড়্ করে; কোনও কোনও স্থলে কাস ব্যতীত মুখ রক্তে পরিপূর্ণ হয়; আবার সামান্য কাসের পরে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ঐ রক্ত অনেকাংশে উজ্জ্বল ও উহাতে ফেনা বিদ্যমান থাকে। রক্তপিত্তরোগে নির্গত রক্ত ঈষৎ কৃষ্ণাভ ও ঘনীভূত দৃষ্ট হয় এবং মুখ হইতে নিঃসৃত রক্ত অম্লরস-বিশিষ্ট, বমনের পূর্ব্বে পক্বাশয়ে অসুখবোধ, সময় সময় বমন করিবার ইচ্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও উদরে বেদনাবোধ এবং অনেক সময়ে পক্বাশয়স্থিত সঞ্চিত রক্ত মলের সহিত নির্গত হয়। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তরোগের বাতাদি দোষ এইসমস্ত চিহ্ন দ্বারা নিরূপণ করা সুকঠিন, উহা সামান্য লক্ষণ দ্বারা নিরূপণ করিবে। রক্তপিত্তের ও যক্ষ্মারোগের ভেদ উক্ত উভয় রোগের লক্ষণ দ্বারাও নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্তে শ্লেষ্মসংযুক্ত পিচ্ছিল রক্তের নির্গমন পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং পৈত্তিক যক্ষ্মারোগে কাস, জ্বর, দাহ ও রক্তনির্গমন ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে। রক্তপিত্তরোগের ন্যায় যক্ষ্মারোগেও দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে উভয় রোগের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান লক্ষণ দ্বারা রোগ-নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ রোগোৎপত্তির পূর্ব্বলক্ষণও পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক; যেহেতু নিদান অর্থাৎ রোগোৎপাদক অহিতাচরণ ও অহিতকর-দ্রব্য-সেবনরূপ কারণ। পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বলক্ষণ। রূপ অর্থাৎ লক্ষণ। উপশয় অর্থাৎ ঔষধ-প্রয়োগ এবং আহারাদি দ্বারা রোগ-প্রশমন-বিষয়ের পরীক্ষা এবং সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ দোষ ও দূষ্য-সংমিশ্রণরূপ ব্যাপার, এই পাঁচটির দ্বারাই উৎকট রোগসকল নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের নিদান, সংপ্রাপ্তি ও উপশয় অনেকাংশে তুল্য; সুতরাং ঔষধ এবং পথ্যাদি দ্বারা উভয়ের ভেদ সর্ব্বত্র নির্ণয় করা সুকঠিন, পূর্ব্বলক্ষণ ও সাধারণ লক্ষণ দ্বারা ইহাদের প্রভেদ যথাসম্ভব স্থির করিবে। রক্তপিত্তরোগে শরীরের অবসন্নতা, শীতলদ্রব্যে অভিলাষ, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম-নির্গমনবৎ বোধ, বমন, শ্বাস ও প্রশ্বাসে রক্তগন্ধ—এইসকল লক্ষণের ২।১টি বাতাদি-দোষভেদে রোগপ্রকাশের পূর্ব্বে (পূর্ব্বরূপের অবস্থায়) লক্ষিত

হয় এবং কোন কোন স্থলে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শীঘ্রই সান্নিপাতিক রক্তপিত্তে পরিণত হয়। যক্ষ্মারোগে কাস, শ্বাস, গাত্রবেদনা, শ্লেষ্মনিঃসরণ (সর্দ্দি, কাস), তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, প্রবল সর্দ্দি, নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর শুক্লতা, মাংসভোজনে বলবতী ইচ্ছা, স্ত্রীসহবাসে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নে কাকাদি পক্ষী ও বিভীষিকা-দর্শন ইত্যাদি লক্ষণের মধ্যে ২।৪টি বা সমস্ত লক্ষণ বাতাদি-দোষভেদে রোগপ্রকাশের পূর্ব্বে লক্ষিত হয়।

রোগ প্রবল হইলে যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্তের অনেক বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ঐসমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপিত হইতে পারে। যক্ষ্মা ও রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় চিকিৎসার্থ যেসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা অনেকাংশে একরূপ; সুতরাং ঔষধ-প্রয়োগজন্য বিশেষ কোন ভ্রম হয় না। ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রক্তবমন, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি থাকিলে প্রায়শঃ তুল্য ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রক্তপিত্তে পিত্তের আধিক্যবশতঃ ঔষধ ও পথ্য কিয়দংশে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তে বমন—রক্তপিত্তরোগে অধিক রক্তবমন লক্ষিত হইলে তজ্জন্য রোগীকে রক্তবন্ধকর ও তৃপ্তিকর আহারাদি এবং বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগী বলবান্ হইলে রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়া অন্যায়; যেহেতু রক্ত বন্ধ হইলে দুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়া হৃদ্রোগ, গুল্ম, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। দুর্ব্বল রোগীর জন্যই রক্ত-বন্ধকর ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। রক্তবমন-নিবারণার্থ রোগের প্রবলাবস্থায় বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ, বৃহৎ শর্করাদ্যলৌহ, ধাত্রীলৌহ বা আমলাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং বিবিধ যোগ বাতাদি-দোষভেদে প্রদান করিবে। রক্তবমন থাকিলে এবং অল্পজ্বর দৃষ্ট হইলে রক্তপিত্তান্তকরস, শতমূলাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিলে প্রায়শঃ ঐ জ্বর নিবৃত্ত হয়। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে অত্যধিক শীতল পথ্য প্রদান করিবে না, যেহেতু অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া দ্বারা জ্বরবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তখন কেবলমাত্র ঐসকল ঔষধ প্রদান করিয়া খৈর মণ্ড বা পেয়াদি রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বরবেগের নিবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত লঘুপথ্য প্রদান করিবে। রক্তপিত্তে রক্তনির্গমন প্রবল হইলে বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদিকাথে ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অধিক বমনবশতঃ পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান

থাকিলে প্রদররোগে বক্ষ্যমাণ চন্দনাদিচূর্ণ ও ষড়ঙ্গপানীয়ের শুঁঠ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ৫টি দ্রব্য দ্বারা সাধিত পানীয় সেবন করাইবে; অথবা হ্রীবেরাদি বা ধান্যকাদিকাথ প্রদান করিবে। রক্তপিত্তের পুরাতন অবস্থায় কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা দূর্ব্বাদ্যঘৃত প্রভৃতি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে নাসাগত রক্তস্রাব—উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে তন্নিমিত্ত বিবিধ যোগ প্রদান করিবে এবং অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে তন্নিবারণার্থ আমলা ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক রোগীর মস্তকে প্রদান করিবে এবং দাড়িম্বপুষ্পাদির রস দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে রক্তনিবারণার্থ শীঘ্রই প্রতীকার করা আবশ্যক। সবল রোগীকে বিরেচনার্থ দ্রাক্ষাদিকাথ বা ত্রিবৃতাদিমোদক অল্পমাত্রায় প্রদান করা যাইতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত আমলাদ্যলৌহ, শতমূলাদ্যলৌহ প্রভৃতি যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। ঐ-সকল মৃদুরেচক ঔষধ পিত্তশান্তিকর। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিরেচন-প্রদান একান্ত আবশ্যক; কিন্তু তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে বিপরীত ফল দর্শে। এই অবস্থায় রোগীকে খৈর মণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে এবং পিপাসা, দাহ ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে হ্রীবেরাদিকাথ বা ধান্যকাদি-কাথ, শুঁঠবিহীন ষড়ঙ্গপানীয় ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করিবে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তে কর্ণগত রক্তস্রাব—রক্তপিত্তরোগে কর্ণা-ভ্যন্তর হইতে অনেক সময়ে রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে কর্ণনালী হইতে বিবিধ কারণে পূঁযাদি-মিশ্রিত বা সজল রক্ত নির্গত হইতেও দেখা যায়, কিন্তু উহা কর্ণগত অন্য রোগ বা রক্তপিত্তরোগের জন্যই ঐরূপ হয়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপণ করিয়া সেই অনুসারে চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ নস্যপ্রদান, প্রলেপ প্রভৃতি যেসমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে; সেইসমস্ত যোগ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে দ্রাক্ষাদিকাথ বা অন্যান্য যেসমস্ত রেচক ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তরোগে মূর্চ্ছা—রক্তপিত্তরোগ প্রবল হইলে রোগী সময় সময় মূর্চ্ছায় অভিভূত হয় অর্থাৎ জ্ঞানলোপ হইয়া যায়; এরূপ

অবস্থায় অধীর না হইয়া যাহাতে রোগের প্রতীকার হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে। রোগের প্রবলতাবশতঃ দুর্ব্বলতা হইতে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগ-উপশমের নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ যাহাতে রোগী পথ্য সেবন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক। সময়ানুসারে বলকারক পথ্য—দুগ্ধাদি বা মাংসযূষ প্রদান করা অত্যন্ত আবশ্যক; নচেৎ মূর্চ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অত্যধিক রক্ত নির্গত হওয়ায় অনেকস্থলে মূর্চ্ছার আধিক্য দৃষ্ট হয়। জ্বর, হৃদয়-বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবগুলি প্রবল না হইলে মুখে ও চক্ষুতে শীতলজল-প্রদান ও অন্যান্য শৈত্যদ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐসকল উপদ্রব-বিদ্যমানে শৈত্যদ্রব্য প্রদান না করিয়া বলকারক পথ্য ও ঔষধ প্রদান করা একমাত্র যুক্তিসঙ্গত। এই রোগে স্থানবিশেষে মূর্চ্ছা এরূপভাবে রোগীকে আক্রমণ করে যে, মূর্চ্ছিতাবস্থায়ই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মূর্চ্ছার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তরোগে পিপাসা—রক্তপিত্তরোগে পিত্তের প্রকোপ-বশতঃ সাধারণতঃ পিপাসা এতদূর বলবতী হয় যে, পুনঃপুনঃ শীতল দ্রব্য পান করিতে অভিলাষ জন্মে। এমতাবস্থায় শুঁঠবিহীন ষড়ঙ্গপানীয় এবং জ্বরাধিকারোক্ত তৃষ্ণাহরযোগ রোগীকে পান করিতে দিবে। যদিও রোগের প্রবলতাবশতঃ পিপাসা একেবারে প্রশমিত না হইয়া পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয়, তথাপি পিপাসাকালে ঐসমস্ত ষড়ঙ্গপানীয় ও ধান্যকাদিকাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে পিপাসা-কালে রোগীকে শীতল জল বা শীতল পানীয় প্রদান করা যাইতে পারে।

রক্তপিত্তরোগে উদরাময়—রক্তপিত্তরোগের প্রবলাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় অনেকস্থলে দাস্ত বা পাতলা মল নির্গত হইতে দেখা যায়, ঐসকল পিত্তসংযুক্ত মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে, কাহারও বা মলে পিত্তের ভাগ দৃষ্ট হয়, এরূপ অবস্থায় মলের তরলতা লক্ষিত হইলে কণাবটী, বৃহৎ গগনসুন্দর রস এবং রক্তের ভাগ অধিক হইলে নূতনাবস্থায় অহিফেনবটী অল্পমাত্রায় সেবন করান যাইতে পারে। যাহাতে ল গাঢ় হয় এবং ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়, এরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রদান করা একান্ত বা ।এই অবস্থায় রোগের প্রথম প্রকোপকালে জ্বরাতিসারোক্ত উশীরাদি বা হ্রীবেরাদিকাথ দিনে একবার প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায় উহাতে দাহ,

পিপাসা ও জ্বর কিয়দংশে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু এই দাস্ত দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং ঐ দাস্ত উদরাময়রূপে পরিণত হইলে তখন আর ঐসমস্ত ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; এমতাবস্থায় বৃহৎ কুটজাবলেহ, বিজয়পর্পটী, লৌহপর্পটী, স্বর্ণপর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী নিয়মপূর্ব্বক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই অবস্থায় জ্বর থাকিলে এইসমস্ত ঔষধে অনেকাংশে উপকার হয়।

রক্তপিত্তে ভেদ—রক্তপিত্তরোগে মলমার্গ হইতে রক্তভেদ লক্ষিত হইলে রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ চন্দনাদি-ক্বাথ, কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, চন্দনাদিচূর্ণ, মধুকাদ্যবলেহ বা কণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এইসমস্ত ঔষধ অত্যধিক রক্তস্রাব দৃষ্ট হইলে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সবল রোগীর অত্যধিক রক্তস্রাব সহসা বন্ধ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভবনা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সবল রোগীর রক্তভেদ দৃষ্ট হইলে বিবিধ যোগ এবং ঐসকল ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করাইলে এবং রোগ পুরাতন হইলে ও জ্বর, কাস, পার্শ্বশূল প্রভৃতি নিবৃত্ত হইলে বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ এবং শর্করাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় পাতলা মল বা রক্তসংযুক্ত মল দৃষ্ট হইলে এবং রোগ কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে পঞ্চামৃতপর্পটী, লৌহপর্পটী বা স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐসমস্ত ঔষধের সেবনকালে উপর্য্যুক্ত নিয়মে আহারাদি করা কর্ত্তব্য। অধোগত রক্তপিত্ত অতি কঠিন, সুতরাং যত্নপূর্ব্বক উহার প্রতীকারে চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে রক্তপ্রস্রাব—অধোগত রক্তপিত্তে মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব দৃষ্ট হইলে উহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু রক্তমেহরোগে ঐরূপ লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং প্রমেহের পূর্ব্বলক্ষণ দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই রক্তপ্রস্রাব পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বিবিধ যোগ, তৃণপঞ্চমূল-সাধিতক্ষীর, শতবর্য্যাদিক্ষীর, শতমূল্যাদিলৌহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা খণ্ডকাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর বলাবল-অনুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল ও পিত্তনাশক পথ্য প্রদান করিবে; রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য

কখনও সেবন করিতে দিবে না। রোগের পুরাতন অবস্থায় দূর্ব্বাদ্যঘৃত ও সপ্তপ্রস্থঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রমেহরোগে বক্ষ্যমাণ বৃহৎ দাড়িমাদ্যঘৃত ও অন্যান্য পৈত্তিক-মেহনাশক ঔষধ উপকারী।

লোমকূপগত রক্তপিত্ত—রক্তপিত্ত লোমকূপগত হইলে চর্ম্মগত পিত্তরোগের ন্যায় লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। উহাতে চর্ম্মোপরি বিবিধ চিহ্ন এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়। অনেকস্থলে কালপ্রকর্ষে কুষ্ঠরোগের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। লোমকূপগত চর্ম্মরোগে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়বিধ ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাহ্যিক ঔষধ গাত্রে মর্দ্দন করা বিধেয়। রোগীকে সেবনার্থ পিত্তান্তকলৌহ, মহাতিক্তঘৃত বা দূর্ব্বাদ্যঘৃত প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং রোগীর গাত্রে বিবিধ তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তে উপদ্রব—রক্তপিত্তরোগে রোগীর বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হয়। সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় এই রোগের প্রবলাবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও রক্তভেদ বা রক্তবমন প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। সময় সময় এত অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় যে, রোগীর সহসা মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থায় অতি সাবধানে তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত হইবে, যাহাতে ঐ রক্তপাত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর শোণিত ও বলরক্ষার্থ বিবিধ প্রাণীর মাংসের রস, মৃতসঞ্জীবনীসুরা ও মৃগমদাসব প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক, কেন না বল হ্রাস পাইলে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে, সুতরাং সর্ব্বদা রোগীকে শ্লেষ্মনাশক অথচ বলকারক মকরধ্বজবটী, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ও অন্যান্য ঔষধ প্রদান করিবে, কিন্তু শ্লেষ্মনিবারক উষ্ণবীর্য্য ঔষধসমূহের উগ্রতাবশতঃ পিত্তবৃদ্ধি ও বমন না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কারণ পিত্তবর্দ্ধক-ঔষধ-সেবনে উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট সম্পাদিত হয়।

রক্তপিত্তে শ্বাস—রক্তপিত্তরোগে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও শ্বাসের আনুষঙ্গিক কাস ও জ্বর তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে মহাশ্বাসারি-লৌহ ও শ্বাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বমন প্রবল থাকিলে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ এবং স্বরভেদ লক্ষিত হইলে

ডামরেশ্বরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সহিত কেবলমাত্র কাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে বাসাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ বা কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রক্তপিত্তে কাস—রক্তপিত্তরোগে পূর্ব্বোল্লিখিত যক্ষ্মারোগের ন্যায় কাস প্রকাশ পায়। এই কাসের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রায়শঃ ব্যবহার করিতে হয় না, কেবল মুখ্যরোগনাশক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে উহার উপদ্রবসকল হ্রাস পায়; যেহেতু কাস ও রক্তবমন উভয় একই সঙ্গে অথবা একের প্রকোপ হইলে অন্য উপদ্রব প্রবল হয়, তথাপি অবস্থাভেদে অনেকস্থলে কাস-উপদ্রবের প্রকোপ দৃষ্ট হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ চন্দ্রামৃত-লৌহ, তালীশাদিচূর্ণ, চন্দ্রামৃতরস বা সমশর্করলৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে জ্বর—রক্তপিত্তরোগেও যক্ষ্মারোগের ন্যায় জ্বর প্রকাশ পায়, কিন্তু যক্ষ্মারোগ অপেক্ষা রক্তপিত্তে জ্বরের অনেকাংশে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যক্ষ্মারোগে জ্বর সর্ব্বদা নাড়ীতে অনুভূত হয়; কিন্তু রক্তপিত্তে সর্ব্বদা জ্বর প্রকাশ পায় না, রোগের অত্যন্ত প্রকোপকালে উহার অন্যান্য উপদ্রব-সকল প্রবল হইলেই জ্বর প্রবল হয়। রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে জ্বরাধিকারোক্ত জয়াবটী, জয়ন্তীবটী এবং জ্বরে শ্লৈষ্মিকবিকার লক্ষিত হইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলে এবং জ্বরের বেগ কিয়দংশে হ্রাস পাইলে ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে মহারাজবটী, জ্বরমাতঙ্গকেশরী, সর্ব্বতোভদ্ররস বা বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। জ্বর হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অথবা জ্বর কিছুসময় মাত্র প্রকাশ পাইলে অধোগত রক্তপিত্তে সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ বা রক্তপিত্তান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রকাশ না পাইলে কেবলমাত্র মুখ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধসকল বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

রক্তপিত্তরোগের প্রবলাবস্থায় কাস ও জ্বরের সঙ্গে ক্রমশঃ শোথ, অত্যাধিক রক্তনির্গমন বা অন্যান্য অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ঐসকল উপদ্রবের যথা-নিয়মে চিকিৎসা করিবে। ঐসকল উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে অথবা রোগ পুরাতন

হইলে রোগীর পুষ্টিসাধনার্থ এবং পিত্তসংযমনার্থ কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডখণ্ড, কুষ্মাণ্ডাবলেহ, বাসাঘৃত বা দূর্ব্বাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ঊর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর গাত্রে হ্রীবেরাদ্য-তৈল বা জ্বরাধিকারোক্ত লাক্ষাদি কিংবা মহালাক্ষাদিতৈল মালিশ করাইবে। ঐসমস্ত তৈল জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে প্রয়োগ করিবে না।

রক্তপিত্তরোগে ঔষধ

ফল্গুযোগ—অধোগত রক্তপিত্তরোগে প্রস্রাবে রক্ত নির্গত হইলে রক্তভেদ হইলে এই ঔষধ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথানিয়মে সেবন করাইবে।

ফল্গুযোগ। সুপক্ক যজ্ঞডুমুরের রস ২ তোলা এবং মধু ২।৩ ফোঁটা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

লাক্ষাযোগ—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রক্তবমন হইলে এই যোগ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং অবস্থাভেদে রাত্রে সেবন করিতে দিবে।

লাক্ষাযোগ। লাক্ষাচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা, ঘৃত ৵০ আনা ও মধু ৴০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

বাসাযোগ—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন হইলে এই ক্বাথ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে সেবন করাইবে। রক্তপিত্তরোগে হৃদয়ে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ অত্যন্ত উপকারী।

বাসাযোগ। বাসকছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা (অভাবে পক্ষপর্পটী), হিং, লোধ, রসাঞ্জন, পদ্মকেশর, শুঁদিমূল, মধু ও ইক্ষুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৴০ আনা।

বাসাযোগ (মতান্তরে)—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রতমকশ্বাস এবং স্বরভেদরোগেও এই যোগ উপকারী। পূর্ণমাত্রা—দুই তোলা।

বাসাযোগ (মতান্তরে)। বাসকপাতার রস ৭ তোলা, তালীশপত্রচূর্ণ ।০ আনা এবং মধু ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে।

দূর্ব্বাদ্যনস্য—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও বৈকালে তাহার নাসিকায় অল্প-অল্প-পরিমাণে নস্যের ন্যায় প্রয়োগ করিবে।

দূর্ব্বাদ্যনস্য। কচিদূর্ব্বার রস এবং দাড়িমপুষ্পের রস সমভাগে কাপড়ে ছাঁকিয়া ২ তোলা পরিমাণে লইবে; অনন্তর উহার সহিত আলতা-ভিজান জল মিশাইয়া নাসিকার রন্ধ্রপথে প্রয়োগ করিবে।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর—অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর প্রস্রাব-দ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর। কুশতৃণ, কাশতৃণ, শর, কৃষ্ণেক্ষু এবং উলু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা, একত্র পাক করিবে, দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া শীতল হইলে প্রযোজ্য।

শতমূল্যাদিক্ষীর—অধোগত রক্তপিত্তরোগে মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে এই দুগ্ধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সেবন করিতে দিবে।

শতমূল্যাদিক্ষীর। শতমূলী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা; একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া শীতল হইলে প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিক্ষীর—অধোগত রক্তপিত্তরোগে রক্তভেদ হইলে বা মলের সহিত টাট্‌কা রক্ত নির্গত হইলে এই দুগ্ধ যথানিয়মে পাক করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে, অবস্থাভেদে বৈকালেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

চন্দনাদিক্ষীর। রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়চির ছাল ও বাবলার আঁঠা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া শীতল হইলে প্রযোজ্য।

হ্রীবেরাদিক্কাথ—উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর দাহ বা তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকিলে এবং মুখ, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে প্রাতে পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিকাথ। বালা, শুঁদি, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, শুলঞ্চ, গন্ধতৃণ ও তেউড়ীমূল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; শীতল হইলে ইক্ষুচিনি ও মধু প্রত্যেকে ।০ আনা প্রক্ষেপ দিবে।

অপর হ্রীবেরাদিক্বাথ—উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর তীব্র থাকিলে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। যক্ষ্মারোগেও এইরূপ অবস্থায় ইহা পান করিতে দিবে।

অপর হ্রীবেরাদিক্বাথ। বালা, মুথা, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বাসকছাল, বেণার মূল ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে ইক্ষুচিনি ও মধু প্রত্যেকে ।০ আনা প্রক্ষেপ দিবে।

অটরুষকাদিক্বাথ—উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর মুখ বা নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতানুলোমক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

অটরুষকাদিক্বাথ। বাসকছাল, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; প্রক্ষেপ—চিনি এবং মধু প্রত্যেকে ।০ আনা।

বাসকক্বাথ—উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস এবং ক্ষয়রোগেও প্রয়োগ করা যায়।

বাসকক্বাথ। বাসকছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ছাঁকিয়া মধু ॥০ অর্দ্ধতোলাসহ প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিচূর্ণ—অধোগত রক্তপিত্তরোগে রক্তদাস্ত হইলে এই চূর্ণ মধু এবং আতপ-চাউলধোয়া-জলসহ দিনে ২।৩ বার সেবন করাইবে। এই ঔষধ রক্তাতিসারে, রক্তপ্রদরে এবং রক্তার্শেও প্রয়োগ করা যায়।

চন্দনাদিচূর্ণ। রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, ইক্ষুচিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চির ছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইপুষ্প, রসাঞ্জন, আমের বীজের শাঁস, জামের বীজ, মোচরস, নীলশুঁদি, বরাহক্রান্তা, ছোট এলাইচ ও দাড়িমের খোসা ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

মৃদ্বীকাদিচূর্ণ—উর্দ্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তে মুখ, নাসিকা, গুহ্যদেশ অথবা মূত্রমার্গ হইতে প্রবলবেগে রক্ত নির্গত হইলে এই চূর্ণ প্রাতে ও বৈকালে বাসকপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। এই চূর্ণ শস্ত্রাহত স্থানে প্রদান করিলেও সেই স্থানের রক্ত বন্ধ হয়।

মৃদ্বীকাদিচূর্ণ। কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

উশীরাদিচূর্ণ—রক্তপিত্তরোগে রোগীর মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ বা তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকিলে এই চূর্ণ রোগীকে পাকা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে।

উশীরাদিচূর্ণ। বেণার মূল, তগরপাদুকা, শুঁঠ, কাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন ও তেজপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান কৃষ্ণাগুরুচূর্ণ এবং চূর্ণসমষ্টির ৮ গুণ ইক্ষুচিনি; এইসমস্ত ঔষধ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

এলাদিগুড়িকা—রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

এলাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শর্করাদ্যলৌহ—রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদ্গীরণ হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কচি-দূর্ব্বার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। অধোগত রক্তপিত্তে রক্তভেদ বা রক্তপ্রস্রাব হইলে তাহাও ইহার সেবনে নষ্ট হয়। অনুপান—পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু।

শর্করাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ২৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শতমূলাদ্যলৌহ—রক্তপিত্তরোগে রক্তবমন বা রক্তভেদ অথবা রক্তপ্রস্রাব হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগে অল্পজ্বর, দাহ ও পিপাসা ইত্যাদি উপদ্রব ইহা সেবন করিলে নষ্ট হয়। অনুপান—রক্তবমনে পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু। রক্তপ্রস্রাবে ছাগীদুগ্ধ।

শতমূলাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ—রক্তপিত্তরোগে বমন লক্ষিত হইলে এবং তজ্জন্য বক্ষঃ-স্থলে বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহার একটি বটী অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পাটোলপত্রের রস ও মধু।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমশর্করলৌহ—রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্তস্রাব বা রক্তবমন হইলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—নারিকেল-জল।

সমশর্করলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা, গব্যঘৃত ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৪ তোলা; একত্র পাক করিয়া পাকাবসানে বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে মধু ৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

পঞ্চামৃতপর্পটী—অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত বা উদরাময় হইলে এই ঔষধ রোগীকে ২ রতি-ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া ৮ রতি, ১০ রতি বা ১৪ রতি পর্য্যন্ত প্রাতে সেবন করিতে দিবে; অনন্তর প্রত্যহ ২ রতি-ক্রমে হ্রাস করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসাকালে দুগ্ধ সেব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী—অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা পূর্ব্বে ও পরে রক্ত নির্গত অথবা উদরাময় হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। সেবনের নিয়ম ১৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী—অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার হইতে মলের সঙ্গে বা কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সেবনবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসামৃতরস—রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং তাহার সঙ্গে অল্প জ্বর বিদ্যমান থাকিলে রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তরোগে বমন ও জ্বর থাকিলে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ধারোষ্ণ দুগ্ধ।

রসামৃতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, শুলফ, কিস্‌মিস্, মৌল (মৌয়া), ধনে, কুড়্চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইপুষ্প, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ৭৷৷০ তোলা, মধু ৷৷০ অর্দ্ধতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৷০ আনা হইতে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

বাসাবলেহ—রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্তবমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদ্গীরণ এবং তৎসঙ্গে জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃদয়ে বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাসাবলেহ—নূতন বা পুরাতন রক্তপিত্তরোগে প্রবল রক্ত-বমন বা সরক্ত শ্লেষ্মোদ্গীরণ লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, পার্শ্বশূল, হৃদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঈষদুষ্ণ-জলসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাখণ্ড—রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তবমন লক্ষিত হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বাসাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড—রক্তপিত্তরোগে মুখ, নাসিকা এবং মলদ্বার বা প্রস্রাব-দ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তে অবস্থা-বিশেষে জ্বরের বেগ হ্রাস পাইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রক্তার্শরোগে এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড। ত্বক্‌-বীজাদি-রহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ডচূর্ণ ১২॥ সের ও গব্যঘৃত ৪ সের একত্র ভর্জ্জিত করিবে এবং মধুর ন্যায় বর্ণ হইলে উহাতে কুষ্মাণ্ডজল ১৬ সের ও ইক্ষুচিনি ১২॥ সের প্রদান করিবে; তৎপরে পাক শেষ হইয়া আসিলে উহাতে পিপুল, শুঁঠ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, মরিচ ও ধনে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও শীতল হইলে মধু ৴২ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে একতোলা।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ—ঊর্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ রক্তপিত্তে ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দাহ, রক্তপ্রদর, পিত্তাশ্রিত জীর্ণজ্বর, বমন, উরঃক্ষত এবং ক্ষয়রোগের জীর্ণাবস্থায় ব্যবহৃত হয়; শ্লেষ্মাধিক অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে ঐসকল রোগে তাদৃশ উপকারী নহে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তপিত্তরোগে জ্বরাদি-বিকার অবস্থায় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। বীজ, বল্কল ও শিরাবিহীন ও বৃহৎ পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাঁস ১২॥ সের লইয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট জল থাকিতে ঐ জল বস্ত্রের সহিত ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ কুষ্মাণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ /৪ সের ঘৃতসহ ভর্জ্জিত করিবে এবং কুষ্মাণ্ড মধুর বর্ণ ধারণ করিলে উহাতে ঐ জল এবং ইক্ষুচিনি ১২॥ সের প্রদানপূর্ব্বক লেহবৎ পাক করিতে থাকিবে। পাক সমাধা হইলে উহাতে পিপুল, শুঁঠ, জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং ধনে, তেজপাতা, এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ—ঊর্দ্ধ ও অধোগত রক্তপিত্তরোগে জ্বরাদি উপদ্রব বিদ্যমান না থাকিলে অথবা রোগের পুরাতন অবস্থায় মুখ, নাসিকা, গুহ্যদেশ, যোনিদেশ এবং মূত্রনলী হইতে রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগের প্রকোপাবস্থায় বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। জ্বর, কাস, বমন ও ভেদ প্রভৃতি উপদ্রবসকল বিনষ্ট হইলে এবং রোগীর বাতাদির সমতা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা রক্তার্শ, রক্তপ্রদর, বমন, বিসর্প, দাহ, পিত্তাশ্রিত জীর্ণ ও বিষমজ্বর প্রভৃতি অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন যক্ষ্মারোগে জ্বর, কাস, শ্বাস ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। বীজ, ত্বক্ ও শিরাবিহীন পুরাতন কুষ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম শাঁস ১২॥ সের এবং গব্যদুগ্ধ ১২॥ সের মিলিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনন্তর ইক্ষুচিনি ১৮৸ পৌনে উনিশ সের, গব্যঘৃত /৪ সের, নারিকেল /১ সের, পিয়ালফলের মজ্জা ১৬ তোলা, গোক্ষুরচূর্ণ ৮ তোলা-সহ যথানিয়মে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে উষ্ণ থাকিতে উহাতে শুল্‌ফা ২ তোলা, যবক্ষার, যমানী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, হরীতকী, আলকুশী ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং ধনে, পিপুল, মুথা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী, জাতিফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং রক্তচন্দন, শুঁঠ, আমলা ও কেশুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা এবং বেণার মূল, সোমরাজী, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে মুখ হইতে শ্লেষ্মসংযুক্ত অথবা বিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ অল্পজ্বর-বিদ্যমানে বা বিজ্বরাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব-

সকল হ্রাস পাইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তপিত্ত বা যক্ষ্মা-রোগে জ্বরাদি নিবৃত্ত হইলে পুরাতন অবস্থায় শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। রক্তপিত্তের নূতন অবস্থায় প্রবল জ্বর ও শ্বাসাদি উপদ্রব না থাকিলে প্রয়োগ করা যায়। কৃশব্যক্তির উরঃক্ষতে, কাসে, হৃদ্রোগে ও পুরাতন প্রতমকশ্বাস প্রভৃতি অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জল বা দুগ্ধ।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাষ্টক—অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর রক্তভেদ এবং তৎ-সঙ্গে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে রোগের কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্তভেদ হইলে এই ঔষধ সেবন করাইলে রক্ত বন্ধ হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই ঔষধ রক্তার্শ, রক্তপ্রদর, রক্তাতিসার এবং রক্তামাশয়রোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। কুড়্‌চির ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের; ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতারণপূর্ব্বক উহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধাইপুষ্প, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া লৌহদর্ব্বী (হাতা) দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

ত্রিবৃতাদিমোদক—রক্তপিত্তরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই মোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

ত্রিবৃতাদিমোদক। তেউড়ীমূল ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলা ও পিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনিসহ মোদক পাক করিবে ও শীতল হইলে উপযুক্ত পরিমাণে মধু প্রদান করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

দূর্ব্বাদ্যঘৃত—রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে ও সময়বিশেষে রক্তবমন প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত দুগ্ধের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা নস্যরূপে রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে। কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে কর্ণে পূরণ করিবে। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিবে। অধোগত রক্তপিত্তরোগে মলদ্বার ও মূত্রদ্বার

হইতে রক্ত নির্গত হইলে ইহা পিচ্‌কারি দ্বারা প্রয়োগ করিবে। লোমকূপগত রক্তপিত্তরোগে এই ঘৃত গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

দূর্ব্বাদ্যঘৃত। ছাগঘৃত /৪ সের। দাদখানি চাউল /৪ সের ও জল ১৬ সের; একত্রে পেষণ-পূর্ব্বক ঐ জল ছাঁকিয়া ১৬ সের লইবে। ছাগীদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কচি-দূর্ব্বা, সুঁদির কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, ইক্ষুচিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুথা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।৹ অর্দ্ধতোলা।

বাসাঘৃত—রক্তপিত্তরোগে শ্বাস, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া শ্লেষ্মার সহিত অথবা বিশুদ্ধ রক্ত মুখ হইতে নির্গত হইলে এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বাসাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—বাসকের ছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বাসকপুষ্প ৩২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা—।৹ অর্দ্ধতোলা।

হ্রীবেরাদ্যতৈল—রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে ঊর্দ্ধ এবং অধোগত রক্তপিত্তে অথবা কেবল লোমকূপ হইতে রক্তস্রাব হইলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথদ্রব্য—লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বালা, বেণার মূল, লোধ ও গোদুগ্ধ /৪ সের। পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, বহেড়াছাল, আমের বীজ, জামের শাঁস ও লালহুন্দির মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

রক্তপিত্তে জ্বর-চিকিৎসা

জয়াবটী—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের নূতনাবস্থায় শ্বাস, কাস প্রভৃতি উপদ্রবের অল্পতা থাকিলে এবং মৃদুবেগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় রক্তচন্দনের ক্বাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তীবটী—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগের প্রথম প্রকোপকালে অর্থাৎ

নূতনাবস্থায় শ্বাস-কাসাদি উপদ্রব না থাকিলে এবং জ্বর লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রক্তচন্দনের ক্বাথের সহিত সেবন করাইবে। রক্তপিত্তের মধ্যাবস্থায় প্রবল জ্বর লক্ষিত হইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

জয়ন্তীবটী। বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, নিমপাতা ও জয়ন্তীমূল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্র মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)—ঊর্দ্ধ বা অধোগামী রক্তপিত্তের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্বর অথবা শ্লৈষ্মিক বিকার অর্থাৎ শরীরের শীতলতা, দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ শশার বীজ-বাটা ও সাদা-চন্দন ঘসিয়া উভয়ে একত্র করতঃ তাহার সহিত সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় সরক্ত মল অথবা রক্তভেদ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ক্ষেতপাপ্ড়ার রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দনাদিলৌহ—অধোগত রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্তপ্রস্রাব, সরক্ত মলভেদ অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ক্ষেতপাপ্ড়ার রস ও মধু অথবা রক্তচন্দনের ক্বাথ ও মধু।

চন্দনাদিলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজবটী—ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি হইতে কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে এবং রোগীর পিপাসা, দাহ ও হৃদয়-বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা ঐসকল লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলেও যদ্যপি জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও উহা ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু সদ্য-সমুৎপন্ন অর্থাৎ ৪।৫ দিন মাত্র রক্তপিত্তরোগ প্রকাশ পাইলে ও তাহার

সঙ্গে প্রবল জ্বর থাকিলে সেই অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিলে তাদৃশ উপকার দর্শে না। অনুপান—বাসকপাতার রস বা পানের রস ও মধু।

মহারাজবটী। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব—উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে দাহ, পার্শ্বশূল ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রবসকল নিবৃত্ত হইলে এবং কেবলমাত্র জ্বর লক্ষিত হইলে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রকোপকাল হইতে সপ্তাহ অতীত হইলে পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস—উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং রক্তপিত্ত সপ্তাহ অতীত হইলে এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বতোভদ্ররস—উর্দ্ধ বা অধোগত রক্তপিত্তরোগে রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং তৎসঙ্গে কাস, হৃদয়-বেদনা ও উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ পানের রস অথবা বাসকপাতার রস ও মধু সহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

সর্ব্বতোভদ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে কাস-চিকিৎসা

চন্দ্রামৃতরস—রক্তপিত্তরোগে কাস লক্ষিত হইলে অর্থাৎ রক্তের সহিত শ্লেষ্মা মুখ হইতে নির্গত হইলে অথবা গলা সুড়্সুড়্ করিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঔষধ বাসকপাতার রস ও মধু অথবা ছাগীদুগ্ধ বা কেশুর্ত্ত্যার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রামৃতলৌহ—রক্তপিত্তরোগে অল্প বা অধিক রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাসের সহিত অধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে

জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

চন্দ্রামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমশর্করচূর্ণ—রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত অল্প বা অধিক রক্ত নির্গত হইলে অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

সমশর্করচূর্ণ। লবঙ্গ, কট্‌কল, কুড়, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, পিপুলমূল, বাসকছাল, কণ্টিকারি, চই, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শঠী, কাকোলী, মুথা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

তালীশাদিচূর্ণ—রক্তপিত্তরোগে কাসের সহিত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ জলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

তালীশাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ২২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে শ্বাস-চিকিৎসা

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)—রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রক্তপিত্তের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ বহেড়াচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ৷০ অর্দ্ধতোলা ও স্বর্ণ ৷০ অর্দ্ধতোলা; এইসমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টিকারীরসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর ক্বাথে সাত-সাতবার ভাবনা দিবে। বটী—৪ রত্তি।

মহাশ্বাসারিলৌহ—রক্তপিত্তরোগে কাসের সঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে অথবা রোগের প্রকোপবশতঃ শ্বাসের বেগ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু।

মহাশ্বাসারিলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস, পিপ্পলী, কুলের বীজের শাঁস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী—১০ রত্তি।

রক্তপিত্তরোগে দাহ-চিকিৎসা

দাহান্তকলৌহ—অধোগত ও উর্দ্ধগত অথবা উভয়বিধ রক্তপিত্ত-রোগে দাহ প্রবল হইলে এই ঔষধ ইন্দ্রযবের কাথ অথবা রক্তচন্দনের কাথ-সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দাহান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যশর্করা—রক্তপিত্তরোগে দাহ প্রবল হইলে ও তৎসঙ্গে পিপাসা বলবতী থাকিলে এই জল সেবন করিতে দিবে।

ধান্যশর্করা। প্রস্তুতবিধি ৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহমঞ্জরী—উর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগে প্রবল দাহ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—করলাপাতার রস ও মধু।

দাহমঞ্জরী। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে উদরাময়-চিকিৎসা

বৃহৎ গগনসুন্দররস—রক্তপিত্তরোগে উদরাময় দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। রোগীর অত্যধিক পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। রক্তস্রাব হইলে ছাগীদুগ্ধসহ সেব্য।

বৃহৎ গগনসুন্দররস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভস্ম, রূপা ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, এইসমস্ত একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক ধনে ও শুঠের মিশ্রিত কাথ দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

কণাদ্যলৌহ—রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত হইলে অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

কণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস—রক্তপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত হইলে অথবা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ গাঙ্কালের পাতার রস অথবা মুথার রসের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

অমৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তে পিপাসা-চিকিৎসা

ষড়ঙ্গপানীয়—রক্তপিত্তরোগে জ্বর, দাহ ও তৎসঙ্গে পিপাসা প্রবল হইলে অথবা কেবলমাত্র পিপাসা থাকিলে শুঁঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া এই ষড়ঙ্গ-জল রোগীকে পান করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহরযোগ—রক্তপিত্তরোগে পিপাসা প্রবল হইলে এই জল রোগীকে ইচ্ছানুসারে পান করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগ। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্তরোগে পথ্য

নূতন রক্তপিত্তরোগে কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, ছাগ, পায়রা, ঘুঘু ও শশক প্রভৃতি প্রাণীর মাংসের যূষ এবং একবেলা গমের রুটী পথ্য প্রদান করিবে। ছাগদুগ্ধ অল্প-পরিমাণে দেওয়া উচিত; কিন্তু রোগের প্রবলতা অর্থাৎ বিকার দৃষ্ট হইলে অনেক সময় অন্নাহার বন্ধ করিয়া মাংসযূষ, যবমণ্ড (বার্লি) ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গমের রুটী, অড়হর, বনমুগ, মুগ, মসূর ও ছোলা প্রভৃতির ডাইল; চিংড়ীমাছ বা কই, খলিসা, মাগুর, রুই প্রভৃতি মৎস্য; গব্যদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ, গব্যঘৃত, ছাগঘৃত, নটেশাক, পটোল, লাউ, পল্‌তা, বেতাগ্র ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতি তরকারী, কচিতালের শাঁস, ফল্‌সা, কিস্‌মিস, ইক্ষুচিনি, ইক্ষুরস ও পাকাতাল প্রভৃতি ফল অবস্থা-বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া যায়। শীতল জলে স্নান, গাত্রে তৈলমর্দ্দন ও শীতল দ্রব্য অর্থাৎ চন্দনাদি গাত্রে লেপন করা কর্ত্তব্য।

অতিসার-চিকিৎসা

বাতাতিসার-লক্ষণ—বাতাতিসারে অরুণবর্ণ, ফেনাযুক্ত, রুক্ষ ও অল্প-পরিমিত অপক্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয় এবং দাস্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ হয় ও রোগী উদরে বেদনা অনুভব করে।

পিত্তাতিসার-লক্ষণ—পিত্তাতিসারে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ বা লোহিতবর্ণ পাতলা মল নির্গত হয় এবং রোগীর তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ ও মলদ্বারে জ্বালা অনুভূত হয়।

শ্লৈষ্মিকাতিসার-লক্ষণ—কফজাতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফ-মিশ্রিত অপক্ক মলের গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়। পরন্তু রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজাতিসার-লক্ষণ—অতিসারে দুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও পৈত্তিক অথবা বাতিক ও শ্লৈষ্মিক কিংবা পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অতিসারের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে দ্বিদোষজ অতিসার কহে।

ত্রিদোষজাতিসার-লক্ষণ—ত্রিদোষজনিত অতিসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অতিসারের লক্ষণ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বির ন্যায় অথবা মাংস-ধোয়া জলের ন্যায় লক্ষিত হয়। এই অতিসার কষ্টসাধ্য জানিবে।

শোকজাতিসার-লক্ষণ—আত্মীয়-বন্ধুর বিচ্ছেদবশতঃ শোকে আকুল অথবা ধনক্ষয়বশতঃ অধীর ব্যক্তির অল্পাহারজন্য শোকজ বাষ্প ও উষ্মা (দেহাশ্রিত তেজঃ) কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে স্থানান্তরিত করে। গুঞ্জার (কুঁচের) ন্যায় লোহিতবর্ণ সেই রক্তই কখনও মলমিশ্রিত অবস্থায় কখনও বা মলরহিত অবস্থায় মলদ্বার হইতে নির্গত হয়, মলমিশ্রিত রক্তে দুর্গন্ধ থাকে এবং বিশুদ্ধ রক্তে কোন গন্ধ অনুভূত হয় না। এই শোকজাতিসার অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য এবং কষ্টসাধ্য।

আমাতিসার-লক্ষণ—অন্নের অপরিপাকবশতঃ বাতাদি দোষত্রয় কোষ্ঠদেশ, রক্তাদি ধাতু ও মল দূষিত করিলে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয়। ইহাকে আমাতিসার কহে।

রক্তাতিসার-লক্ষণ—পিত্তাতিসারগ্রস্তব্যক্তির পিত্তপ্রধান দ্রব্যের সেবনবশতঃ প্রবল রক্তাতিসার জন্মে।

প্রবাহিকারোগের লক্ষণ—অহিতদ্রব্যভোজী ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় অল্পমলমিশ্রিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা অধিক পরিমাণে পুনঃপুনঃ নির্গত হয়, ইহাকে প্রবাহিকা কহে। বাতিক প্রবাহিকারোগে উদরে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। পিত্তজনিত প্রবাহিকারোগে দাহ বিদ্যমান থাকে।

কফজ প্রবাহিকারোগে মলের সহিত শ্লেষ্মা অধিক মিশ্রিত থাকে। রক্তজ-প্রবাহিকারোগে আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হয়।

পাশ্চাত্ত্যমতে আগন্তুক কারণে সংক্ষেপতঃ দুই প্রকার প্রবাহিকা হয়। (১) এমিবা কোলাই (amœba coli)-নামক জীবাণু বৃহদন্ত্র আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। ইহার প্রথম অবস্থায় পেটে বেদনা ও অতিসার লইয়া আরম্ভ হইয়া ক্রমে প্রবাহিকাতে পরিণত হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে নাভির চারিপাশে ও মলদ্বারে বেদনা হইয়া অত্যন্ত মলের বেগ হয় ও অল্প-অল্প বার-বার মলমিশ্রিত আম বা কেবল আম নির্গত হইতে থাকে। অনেক সময় আমের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকে। মল-ত্যাগের পর সাময়িক বেদনার নিবৃত্তি হয়। কোন-কোন সময় দিনে ৩০।৪০ বার পর্য্যন্ত বাহ্য হইয়া থাকে। পুরাতন অবস্থায় মলের সঙ্গে শ্লেষ্মধরাকলার অংশ ও পূঁয নির্গত হয়। প্রায়শঃ ইহাতে জ্বর থাকে না। সাধারণতঃ ১৫।১৬ বারের অধিক বাহ্য হয় না। মলে দুর্গন্ধ থাকে। রক্ত-মিশ্রিত মল বা পাতলা মলের সহিতও রক্ত দেখা যায়। পুরাতন অবস্থায় এই রোগে মকরধ্বজ ১ রতি ও মহালক্ষ্মীবিলাস ১টি বটী একত্র করিয়া দিনে দুইবার বা তিনবার থানকুনী-পাতার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

দ্বিতীয় প্রকার—ব্যাসিলারী ডিসেণ্টি (Bacillary Dysentery)। ইহা হঠাৎ ও তীব্রভাবে আরম্ভ হয়। উপদ্রব জ্বর থাকে। কখনও ১০২° ডিগ্রী বা ১০৩° ডিগ্রী পর্য্যন্তও জ্বর হয়। ইহাতে কুন্থন ও নাভীর চারিপাশে তীব্র বেদনা থাকে। দিনে ১৫।১৬ বার হইতে ৩০।৪০ বার পর্য্যন্ত বাহ্য হয়। মলে গন্ধ বিশেষ থাকে না। রক্তমিশ্রিত পাতলা মল বা কেবল টাট্‌কা রক্ত নির্গত হইতে থাকে। মল বেশী থাকে না। ২৪ ঘণ্টার ভিতরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। অনেক সময় সংজ্ঞাহীন হইয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। বিষক্রিয়া প্রবল হইলে তৃতীয় বা চতুর্থদিনে মৃত্যু হইতে পারে। শিশুদেরই এই রোগ বেশী হয়।

একপ্রকার ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার (Malignant Malariaর) সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকে। রক্ত বা মল পরীক্ষা না করিলে ভেদ ধরা কঠিন।

দিনে ৩ বার সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ইন্দ্রযবের কাথসহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

অতিসারে মলের পক্কাপক্ক-লক্ষণ—সর্ব্বপ্রকার অতিসাররোগীর মল যদ্যপি জলে নিমজ্জিত হয় এবং মলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা হইলে মলের অপক্কাবস্থা এবং যদ্যপি মল জলের উপর ভাসমান থাকে এবং তাদৃশ দুর্গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মলের পক্কাবস্থা বুঝিতে হইবে; কিন্তু মল অত্যন্ত দ্রব বা অত্যন্ত শীতল বা কফসংসৃষ্ট হইলে পক্ক মলও জলে নিমগ্ন হয়।

অতিসারের অসাধ্য লক্ষণ--অতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল যদ্যপি ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, মজ্জা, অস্থিরহিত মাংস, দুগ্ধ, দধি ও মাংসধৌত জলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা কৃষ্ণ, নীল, অরুণবর্ণ, কৃষ্ণরুক্ষ, স্নিগ্ধ, বিবিধবর্ণ বা ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বর্ণ, ঘন, শবগন্ধি, মস্তকের মধ্যস্থ স্নেহদ্রব্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা সুগন্ধ অথবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং রোগীর পিপাসা, দাহ, অন্ধকার-প্রবেশবৎ বোধ, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বদ্বয়ে এবং অস্থির অভ্যন্তরে বেদনা, মূর্চ্ছা, অশান্তিবোধ, মোহ, গুহ্যস্থিত বলির পক্কতা ও প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে রোগ অসাধ্য, সুতরাং সেই রোগীর আশা পরিত্যাগ করিবে।

যে অতিসাররোগীর গুহ্যদেশ হইতে সর্ব্বদা মল নির্গত হয় এবং দেহ অতিকৃশ, উদরাধ্মান বিদ্যমান ও গুহ্যদেশের পক্কতাসত্ত্বেও শরীর শীতল থাকে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

যে অতিসারাক্রান্ত রোগীর শ্বাস, শূল, পিপাসা ও জ্বর বিদ্যমান এবং শরীর কৃশ, এইপ্রকার ব্যক্তি বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইলে তাহার রোগ অসাধ্য, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অতিসার-চিকিৎসা-বিধি

অতিসারের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিবিধকারণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে আমাদের দেশে যেসমস্ত অতিসার জন্মে, তাহার অধিকাংশই ঋতু-পরিবর্ত্তনবশতঃ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এক ঋতুর অবসান এবং অন্য ঋতুর আগমনকালে অধিকাংশ বালক, বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধদিগের উদরাময় প্রকাশ পায়।

গ্রীষ্মকালেই পিত্তের প্রকোপবশতঃ অনেক স্থানে অতিসার উৎপন্ন হয় এবং বিবিধ উপদ্রবের সহিত উহা বিসূচিকারোগে পরিণত হয়; ইহাকে ইংরেজী ভাষায় কলেরা বলে। তদ্ভিন্ন গুরুপাকদ্রব্য, তৈল বা ঘৃতবহুল মাংস, পোলাও প্রভৃতি দ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, তরল পানীয় এবং অতিশয় শীতল দ্রব্যের ভোজনবশতঃ অতিসার উৎপন্ন হয়; বিরুদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ-মাংসাদির একত্র ভোজনে ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণতা, উদরাধ্মানকালে দিনে ভোজন, তৈল বা ঘৃতাদিদ্রব্য ঔষধ-স্বরূপ বা অন্য কারণে অধিক মাত্রায় সেবন, বিষাক্ত-দ্রব্য-ভোজন, সহসা ভয়প্রাপ্তি, ধনক্ষয় বা বন্ধুবান্ধবদিগের বিয়োগ, পক্বাশয়ে ক্রিমি-সঞ্চয়, দূষিত জলপান এবং অধিক পরিমাণে মদ্য-সেবন প্রভৃতি কারণেও অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় অধিক পরিমাণে শীতল-দ্রব্য-সেবন বা শীতল জলে অবগাহন করিলেও ২।১ বার তরল দাস্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রবল অতিসারে পরিণত হয়। অত্যধিক উপবাস দ্বারাও এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। দীর্ঘকাল জ্বরাদিরোগে পাচকাগ্নির তেজ নষ্ট হইলেও অতিসার জন্মে।

অহিতকর দ্রব্যের ভোজনবশতঃ অতিসাররোগ উৎপন্ন হইলে শরীরস্থ জলীয় ধাতু অর্থাৎ রস, মূত্র, ঘর্ম্ম, মেদ, কফ, পিত্ত ও রক্ত প্রভৃতি প্রকুপিত হয়; অনন্তর ঐসমস্ত জলীয় ধাতু পাচকাগ্নিকে নিরতিশয় মন্দীভূত করিয়া থাকে এবং রসাদি জলীয় ধাতুসকল মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বেগে নির্গত হয়। এইজন্য ২।১ বার দাস্ত হইলেই অতিসার-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

শরীরের জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় রোগী পিপাসায় অভিভূত হয় এবং পিত্তের ক্রিয়ার বিপর্য্যয়বশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে, শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ সমস্ত দ্রব্য অন্ধাকারাচ্ছন্ন বোধ করে। জলীয়-রসরক্তাদি ধাতু এবং মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি উষ্মাময় ধাতুসমূহের অত্যধিক নির্গমবশতঃ শরীর শিথিল হইলে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, সুতরাং শ্বাসবাহিনী ধমনীসমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাসের বেগ ও হিক্কা পরিলক্ষিত এবং রক্তস্থিত আগ্নেয়-গুণের অভাববশতঃ বা শৈত্যক্রিয়াদি দ্বারা পার্শ্বশূলাদি উপস্থিত হয়। এইসমস্ত উপদ্রব বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্যবশতঃ হইয়া থাকে এবং

মলের সহিত শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন জলীয় ধাতুসমূহের সংমিশ্রণবশতঃ মলের বিভিন্নবর্ণতা লক্ষিত হয়।

বাতাতিসারে বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় উদরে বেদনা অনুভূত হয় এবং বায়ুর চাপ-প্রযুক্ত মল সম্যগ্‌রূপে একসময়ে নির্গত হইতে পারে না; সুতরাং অল্প-অল্প-পরিমাণে নির্গত ও দাস্তের সময় শব্দ হয়।

পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপবশতঃ জলীয় ধাতুর শোষণ হইতে থাকে এবং পিত্তের স্বস্থানগত ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকাতিসারে সঞ্চিত শ্লেষ্মার সহিত মল নির্গত হইয়া থাকে; ঐসমস্ত শ্লেষ্মা আমাশয়ে ভূয়োভূয়ঃ সঞ্চিত হইতে থাকে ও রোগের প্রকোপবশতঃ ঐরূপভাবে মল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নির্গত হয়, সুতরাং যাবৎ শ্লেষ্মার পরিপাক না হয় এবং মল স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ না করে, তাবৎ রোগের প্রবলতা বিদ্যমান বুঝিতে হইবে।

ক্রিমিজনিত অতিসাররোগ বড়ই কঠিন। ক্রিমিসকল পক্বাশয়ে সঞ্চিত হইলে পুনঃপুনঃ দাস্ত হইতে থাকে এবং বড় কেঁচোর ন্যায় ক্রিমিসকল আমাশয় হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া পুনঃপুনঃ বমন জন্মায় ও মুখ হইতে বমনকালে নির্গত হয় এবং হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে। এই অবস্থায় জ্বর প্রবলরূপে প্রকাশ পায় ও পিপাসা, দাহ প্রভৃতি লক্ষণও অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত অতিসাররোগে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ উহা অনেকস্থলে পিত্তাতিসার বা ত্রিদোষজ-অতিসার বা জ্বরাতিসার বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এই অতিসারে বড় কেঁচোর ন্যায় ক্রিমি মুখ হইতে বা গুহ্যদ্বার হইতে পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে দেখা যায়।

আমাতিসাররোগে নানাবর্ণের আমরক্তাদি-সংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং উদরে বেদনার আধিক্য লক্ষিত হয় ও ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হওয়ায় বাতাদি-দোষত্রয় কুপিত হইয়া সহসা এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের চিকিৎসাকালে উহার স্বীয় লক্ষণ দ্বারা রোগ বিশেষরূপে স্থিরীকৃত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্বপ্রকার অতিসারের চিকিৎসাকালে রোগীর মলের উপর বিশেষ

লক্ষ্য করিবে অর্থাৎ মলের বর্ণ, মলে শ্লেষ্মা বা রক্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে সংযুক্ত আছে অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মা বা রক্ত দাস্ত হয়, দাস্ত জলের ন্যায় পাতলা বা গাঢ় ইত্যাদি পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমাতিসাররোগ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; কারণ গ্রহণীরোগ কুপথ্যাদিবশতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনেক সময়ে অতিসাররূপে পরিণত হয় এবং অজীর্ণতাসত্ত্বে অহিতাচরণ দ্বারা সহসা প্রবল অতিসাররোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেরূপ পুরাতন জররোগী অহিতাচরণ করিলে নবজ্বরে আক্রান্ত হয়, সেইরূপ অহিতাচারবশতঃ গ্রহণীরোগও অতিসাররোগে পরিণত হইয়া থাকে। চিকিৎসাকালে তত্তৎকারণের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ অতিসারের নূতন অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, যেহেতু সহসা মল রুদ্ধ হইলে তাহা হইতে শোথ, জ্বর, প্লীহা, উদরী প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং অগ্রে পাচক ঔষধ সেবন করাইবে, পরে দোষ-সংশোধন ও মল পরিপাক হইলে ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উদরাময়রোগে দ্বিবিধ ঔষধ শাস্ত্রকারগণ নিরূপিত করিয়াছেন, যথা—পাচক ও ধারক; যাহা দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদিদোষ প্রশমিত হয়, সেই সমস্ত ঔষধ পাচক এবং যেসমস্ত ঔষধ মলরোধক তাহারা ধারক; কিন্তু পাচক ঔষধের মধ্যে অধিকাংশ ঔষধ অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাতাদি দোষ প্রশমিত করিয়া ক্রমশঃ মলরোধ করে। যথা—সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস ও নৃপতিবল্লভ ইত্যাদি। কতকগুলি ঔষধ স্বভাবতঃ মলরোধক; যথা—অহিফেনবটী ও গঙ্গাধরচূর্ণ ইত্যাদি। অতিসারের পুরাতন অবস্থায় বিশেষতঃ রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে কেবল পাচক ঔষধ সেবন না করাইয়া ধারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; যেহেতু কেবল পাচক-গুণ-বিশিষ্ট হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ-প্রয়োগে মল অধিক নিঃসৃত হইলে দুর্ব্বল রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ হইতে অতিসার উপস্থিত হইলে অগ্নিমান্দ্যনাশক ঔষধ; যথা—মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ ও হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ অজীর্ণ-সঞ্জাত অতিসারে রোগীর প্রায়শঃ বমন লক্ষিত হয় এবং সেই বমনে দুর্গন্ধবিশিষ্ট ভুক্তদ্রব্যের উদ্গীরণ হইয়া থাকে এবং উদরাধ্মান, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এই

অবস্থায় অতিসারের প্রকোপকালে ২।১ বার দাস্ত হইবামাত্র ধারক ঔষধ সেবন করাইলে সহসা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং অগ্নিবর্দ্ধক পাচক ঔষধ সেবন করান বিশেষ কর্ত্তব্য। সমস্ত অতিসারের পুরাতন অবস্থায় যেরূপ গ্রহণীরোগে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ ও মোদক প্রভৃতি সেবন করান যায়, তদ্রূপ গ্রহণীরোগের নূতন অবস্থায়ও অতিসারে প্রযোজ্য বটিকা, চূর্ণ ও মোদক প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ সেবন করাইলে উদরে মল বদ্ধ হইয়া বেদনা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ অন্যান্য উপদ্রবও উপস্থিত হইতে পারে, অতএব এই অবস্থায় লঘুপাক পথ্য ও পাচক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; মল পরিপক্ব হইয়া বাতাদি দোষের শমতা হইলে এবং উদরের বেদনা ও মলের তরলতা থাকিলে ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত।

আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে জাতিফলাদ্যা-বটী, অমৃতার্ণবরস, উশীরাদিক্বাথ ও হ্রীবেরাদিক্বাথ প্রভৃতি ঔষধ আমপাচনার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরে শূল-নিবারণার্থ শূলহরণযোগ, শঙ্খাদিচূর্ণ, হরীতক্যাদিকল্ক বা পাঠাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমাতিসারে উদরে বেদনার আধিক্যবশতঃ রোগী অনেক সময় ব্যাকুলিত হইয়া ধারক ঔষধ সেবন করিয়া অনেকদিন কষ্টভোগ করে। এই অবস্থায় যাহাতে উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও শ্লেষ্মা পুনরায় সঞ্চিত না হইতে পারে, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। উদরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে এবং উদরস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে; আমাতিসার দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে আমরোধক ঔষধ, যথা—অগ্নিকুমার, জাতিফলাদ্যাবটী, বৃহৎ লবঙ্গাদি প্রভৃতি, সেবন করিতে দিবে। এইরূপ অবস্থায় হাত বা পায়ে শোথ লক্ষিত হইলে দুগ্ধান্ন-পথ্যসহ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধবটী বা পর্পটী সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। নূতন আমাতিসারে রোগীর শরীর অতিশয় কৃশ হইলেও জ্বর, কাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে লক্ষিত হইলে সহসা মলরোধক ধারক ঔষধ সেবন করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে জ্বর, শোথ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় আমের পাচক ধারক-গুণযুক্ত ঔষধ অর্থাৎ পীযুষবল্লীরস, মহাগন্ধক বা জাতিফলরস প্রভৃতি

ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ এবং কাসের অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে চন্দ্রামৃতরস বা সর্ব্বতোভদ্ররস সেবন করিতে দিবে। কাস প্রায়শঃ উদরাময় ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে স্বয়ং কমিয়া আইসে, তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইতে হয় না। আমাতিসার ক্রমশঃ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহ দ্বারা তাদৃশ উপকার লক্ষিত না হইলে পর্পটী সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীকে অবস্থানুসারে রসপর্পটী, পঞ্চামৃত-পর্পটী বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বা অতিশয় কৃশব্যক্তিকে স্বর্ণপর্পটী সেবন করান যাইতে পারে। জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও পর্পটী-সেবনে ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদিমোদক, জীরকাদিমোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাতিকাতিসারে উদরে বেদনা থাকিলে ও মল পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প-পরিমাণে নির্গত হইলে পাচনার্থ পথ্যাদিকষায় অথবা সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। এইসকল ঔষধ দ্বারা আমের পরিপাক এবং উদরের বেদনার লাঘব হইলে রোগীকে পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস বা লবঙ্গাদিবটী সেবন করিতে দিবে। এইসকল ঔষধে অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া রোগীর ক্রমশঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। মল পরিপক্ক হইলে অর্থাৎ মল কথঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে যদ্যপি পুনঃপুনঃ দাস্ত হয়, তাহা হইলে গ্রহণীগজেন্দ্ররস বা নৃপতিবল্লভরস নিয়মপূর্ব্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লৈষ্মিক অতিসারেও পূর্ব্ববৎ আমপাচনার্থ সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, হরীতক্যাদিচূর্ণ সেবন করাইবে; অনন্তর বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পৈত্তিকাতিসারে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে দাহ ও পিপাসা প্রভৃতির নিবারণার্থ পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অপক্ক মলের পাচনার্থ রোগীকে উশীরাদিক্বাথ, বিল্বাদিক্বাথ, রসাঞ্জনাদিচূর্ণ অথবা অমৃতার্ণবরস সেবন করাইবে। মল ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া আসিলে পূর্ব্বোল্লিখিত অমৃতার্ণবরস, লবঙ্গাদিবটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐসকল ঔষধ সেবন করিলে যদ্যপি দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়া না আইসে, তাহা হইলে

পীযূষবল্লীরস ও নৃপতিবল্লভরস সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে পিত্তের প্রকোপবশতঃ জ্বর হইলে জ্বরাতিসারের নিয়মে রোগীর চিকিৎসা করিবে।

বাতপৈত্তিকাতিসারে পূর্ব্ববৎ উশীরাদিকাথ, হ্রীবেরাদিকাথ, গুড়ূচ্যাদি-ক্বাথ, অমৃতার্ণবরস ও রসাঞ্জনাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে ভাস্করলবণ বা শূলহরণযোগ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। আম পরিপক্ক হইলে লবঙ্গাদিবটী, অমৃতার্ণবরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে।

শ্লৈষ্মিকাতিসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে অপক্ক শ্লেষ্মসংযুক্ত মল নির্গত হইলে চব্যাদিকষায়, হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ, পথ্যাদিচূর্ণ, জাতিফলাদ্যা-বটী বা অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইয়া আমের পরিপাক করিবে। এই ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার পরিপাক হইলে বৃহৎ অগ্নিকুমার, লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। উহাতে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত কমিতে থাকে। তৎপরে আবশ্যক হইলে নৃপতিবল্লভ বা গ্রহণীগজেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারেও পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু শীতক্রিয়াবশতঃ জ্বর প্রকাশ পাইলে তন্নিবারণার্থ প্রথমে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পিত্তের আধিক্যবশতঃ দাহ ও পিপাসার আধিক্য হইলে দাহ ও পিপাসা-নিবারণার্থ পৃথক্ ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং অমৃতার্ণবরস ও সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ আম-পাচনার্থ প্রয়োগ করিবে, অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত পিত্তাতিসার-রোগের ঔষধ যথানিয়মে সেবন করাইবে।

ত্রিদোষজনিত অতিসার অত্যন্ত কঠিন, উহাকে অনেক সময়ে বিসূচিকা (কলেরা)-রূপে প্রতীয়মান হয়; তখন বিসূচিকারোগের চিকিৎসার নিয়মানুসারে উহার চিকিৎসা করিবে। দাহ, পিপাসা, বমন, উদরে বেদনা প্রভৃতি বিসূচিকার বহুবিধ লক্ষণও বর্ত্তমান সময়ে জলবায়ুর দোষে সান্নিপাতিক অতিসাররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং ইহার চিকিৎসাকালে উপদ্রব-সমূহের নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ত্রিদোষাতিসারে শ্লেষ্মার বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ-জনিত বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে), মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কফকেতু এবং পিত্তের বা পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে বৃহৎ রত্নগর্ভ ও বৃহৎ

কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) এবং বায়ুর বা বাতপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে চতুর্ম্মুখরস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ত্রিদোষ প্রকুপিত হইলে উল্লিখিত ত্রিদোষনাশক ঔষধসকল এবং যোগসমূহ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব-চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করিবে। উপদ্রব-সমূহ বিনষ্ট হইলে ধারক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, অমৃতার্ণবরস, উশীরাদিকাথ ও হ্রীবেরাদিকাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রথমাবস্থায় মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া অল্পমাত্রায় সেবন করান যাইতে পারে। তৎপরে উপদ্রব হ্রাস এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, বৃহৎ অগ্নিকুমার বা লবঙ্গাদিবটী যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় অনেকের জ্বর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সুতরাং প্রকাশ পাইবামাত্র বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) বা আগরকস্তুরী প্রয়োগ করা উচিত। ত্রিদোষাতিসারে মলের পক্বাবস্থা পর্য্যন্ত উপদ্রবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

রক্তাতিসারে প্রথমতঃ যাহাতে মলের পরিপাক ও রক্তরোধ হয়, তাদৃশ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য, যেহেতু রক্তাতিসারে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব হইলে শরীর বলহীন হয় এবং অন্যান্য উপদ্রব উৎপন্ন হইতে পারে। আম সঞ্চিত হইলে ও উদরে বেদনা থাকিলে আমের পাচক ও রক্তরোধক রসাঞ্জনাদি-চূর্ণ, হ্রীবেরাদিকাথ বা উশীরাদিকাথ সেবন করাইবে। ঐসকল ঔষধে জ্বর, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও অনেকাংশে হ্রাস পায়। রক্তস্রাবের আধিক্য দৃষ্ট হইলে কুটজদাড়িম্বকষায়, কণাদ্যলৌহ ও চন্দনাদি-চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে ও শ্লেষ্মসংযুক্ত মল নির্গত হইলে কুটজাষ্টক, কুটজাবলেহ, কণাদ্যলৌহ বা পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন অবস্থায় লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিলে শীঘ্রই উপকার দৃষ্ট হয়। এইরূপ রক্তাতিসারে জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে ঐসকল পর্পটী সেবন করিলে তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়। আবশ্যক হইলে জ্বরের জন্য পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ এবং কাসের জন্য চন্দ্রামৃতরস, সর্ব্বতোভদ্ররস, শোথের জন্য শোথকালানলরস বা দুগ্ধবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন অবস্থায় উক্ত জ্বর ও কাসের

উল্লিখিত ঔষধ লৌহপর্পটী বা কুটজাবলেহ প্রভৃতির সঙ্গে সেবন করান যায়, কিন্তু পুরাতনাবস্থায় শোথ থাকিলে কেবলমাত্র শোথের ঔষধ সেবন না করাইয়া পর্পটী সেবন করাইবে ; যেহেতু উহা দ্বারাই রক্তাতিসার, শোথ এবং অন্যান্য উপদ্রবগুলিও বিনষ্ট হয়, সুতরাং শোথের জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইতে হয় না। পর্পটী-সেবনেও উপকার না হইলে রোগ প্রায়শঃ মারাত্মক হয়, তখন পথ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় কেবল আম-সংযুক্ত সরক্ত মল নির্গত হইলে জীরকাদিমোদক, বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা বৃহৎ পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি সেবন করিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। রক্তাতিসারের সকলাবস্থায় লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহাতে পিত্ত প্রকুপিত না হয়, তাদৃশ পথ্য ব্যবস্থা করা উচিত এবং তীক্ষ্ণদ্রব্য, রৌদ্র, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রবাহিকারোগের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে, কারণ প্রবাহিকারোগে সঞ্চিত শ্লেষ্মা উদরে বদ্ধ হইলে বিবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতজ প্রবাহিকারোগে উদরে বেদনার আধিক্য থাকিলে পথ্যাদিক্কাথ অথবা ১ তোলা-পরিমাণে ইসবগুল দিনে ২ বার (মুখে জল লইয়া) সেবন করিতে দিবে এবং রাত্রে আহারের পর ১ বার সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বিনাক্লেশে মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। পৈত্তিক প্রবাহিকারোগে লবঙ্গাভ্রযোগ ও জাতিফলরস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তপ্রবাহিকারোগেও লবঙ্গাভ্রযোগ, জাতিফলরস ও বিল্বক্ষীর সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকায় জাতিফলাদ্যবটিকা অথবা অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি আমপাচক ঔষধ সেবন করাইবে। সর্ব্বপ্রকার প্রবাহিকারোগে সর্ব্বদা লঘুপাক পথ্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী এবং উদরে বেদনা ও আমরক্ত-সংযুক্ত অর্থাৎ অধিক রক্তসংযুক্ত বা অধিক শ্লেষ্মসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে পীযূষবল্লীরস, জাতিফলরস, কুটজাবলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকায় কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকায় শ্লেষ্মসংযুক্ত মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে রোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদ্যমোদক, মেথী-

মোদক, পঞ্চামৃতপর্পটী বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কুটজাবলেহ বা বৃহৎ কুটজাবলেহ ও পীযুষবল্লীরস প্রভৃতি দ্বারাও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার পুরাতনাবস্থায় অনেকস্থানে উপকার পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব্ববিধ প্রবাহিকারোগ পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর, কাস, হস্তপদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে পর্পটী-সেবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়। লৌহপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী বা বিজয়পর্পটী যথানিয়মে দুগ্ধান্ন ব্যবহারপূর্ব্বক সেবন করিলে সমস্ত উপদ্রবই নষ্ট হয়। রক্ত-প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায়ও লৌহপর্পটী এবং স্বর্ণপর্পটী সেবন করিলে অনেক উপকার হয়। প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে আহারের নিয়ম প্রতিপালন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় তীক্ষ্ণদ্রব্য, লঙ্কা, মরিচ, শাক, অম্লদ্রব্য ও ডাইল প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভয়জনিত ও শোকজ-অতিসারে রোগীকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিবে, বিশেষতঃ ভয় ও শোকে বায়ু প্রকুপিত হয়। এমতাবস্থায় বাতাতিসারের ঔষধ মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে। শোকজাতিসারে পৃশ্নিপর্ণ্যাদিকষায় রোগীকে সেবন করান বিশেষ কর্ত্তব্য। রক্ত নির্গত হইলে অমৃতার্ণবরস বা কর্পূরলৌহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতিসারে উপদ্রব—ত্রিদোষজ অতিসারে বাতাদি দোষের প্রবলতাবশতঃ বমন, হিক্কা, শ্বাসের প্রকোপ, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ উপস্থিত হয়; এমতাবস্থায় তন্নিবারণার্থ বিবিধ যোগ, বটিকা ও চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। বমন-নিবারণার্থ সরিষা গুঁড়া করিয়া তাহা উদরের উপরিভাগে লেপন করিতে দিবে, অথবা বমনের আতিশয্য দৃষ্ট হইলে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ বা চন্দ্রকান্তিরস সেবন করিতে দিবে। হিক্কা প্রকাশ পাইলে রাই সরিষা বাটিয়া গ্রীবায় বা মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা শর্করাযোগ (ইক্ষুচিনি ও মরিচ সমভাগে মধুর সহিত) লেহন বা পিপ্পল্যাদ্যলৌহ সেবন করাইবে। পুনঃপুনঃ বমনবশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আধ্মান উপস্থিত হইলে দারুষট্‌কপ্রলেপ, যবপ্রলেপ অথবা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। এই উভয়বিধ প্রলেপ এবং বর্ত্তি দ্বারা উদরবেদনা ও আধ্মানের লাঘব হয়।

এই অবস্থায় চতুর্মুখরস ২।৩ ঘণ্টা অন্তর তৎসঙ্গে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে শ্বাসচিন্তামণি, শ্বাসকুঠার বা অবস্থাভেদে বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। উদরাধ্মানবশতঃ শ্বাসের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে তন্নিবারণার্থ বাহ্যপ্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক, যেহেতু আধ্মানের সহিত শ্বাসের নৈকট্য সম্বন্ধ বিদ্যমান।

এই রোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে লবঙ্গাম্বু অথবা জ্বর-চিকিৎসোক্ত ষড়ঙ্গ-পানীয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অতিসাররোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবে। বক্ষঃস্থল ভিন্ন হস্তপদাদি সন্ধিস্থলে ও পার্শ্বে বালুকাস্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ তন্দ্রা প্রবল ও শরীর শীতল বোধ হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস ও মৃগনাভিযোগ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান উচিত। এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত ধারক ঔষধসমূহ প্রয়োগ করা অনুচিত। শরীর শীতল বোধ হইলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তখন মৃতসঞ্জীবনী (অভাবে ব্রাণ্ডি), মৃগমদাসব অথবা বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় নাড়ী শিথিল হইলে মৃগনাভিযোগ অথবা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) ব্যবহার করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগীর শরীর ক্রমশঃ উষ্ণবোধ ও তন্দ্রার লাঘব হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে; কিন্তু রোগীর যাবৎ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ রোগের নিবৃত্তি হয় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ যবমণ্ড (বার্লি), চিড়ার মণ্ড, খৈর মণ্ড প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আহারের অনিয়ম অথবা ঔষধের বিপর্য্যয় হইলে জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে; সুতরাং যাবৎ অগ্নি প্রবল ও মল গাঢ় না হয়, তাবৎ রোগীকে সাগু, যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে।

অতিসারে অহিতদ্রব্য সেবন করিলে হস্তপদাদি অঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি মারাত্মক উপদ্রব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে ও অপক্ক মল প্রায়শঃ নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় দুগ্ধবটী,

দধিবটী বা স্বর্ণপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী বা লৌহপর্পটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পর্পটী-সেবনকালে প্রথমে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, পরে মলের পরিপাক হইলে অন্নমণ্ড ও দুগ্ধ সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু রোগীর হস্তপদাদিতে বা সর্ব্বাঙ্গে শোথের আধিক্য লক্ষিত হইলে পর্পটী-সেবনকালে মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়। উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ প্রভৃতি উপদ্রবও পর্পটী-সেবনে প্রায়শঃ বিনষ্ট হয়; কিন্তু রোগীর জ্বরেব আধিক্য প্রকাশ পাইলে পুটপক্ক-বিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কাসের প্রকোপ থাকিলে সর্ব্বতোভদ্ররস বা চন্দ্রামৃতরস প্রয়োগ করা যাইতে পারে; তাহাতে পর্পটীর ক্রিয়াব কোনও ব্যাঘাত হয় না।

পর্পটী-সেবনকালে জ্বরনাশক বা কাসনাশক ঔষধ অল্পমাত্রায় দিনে ২।১ বার মাত্র প্রয়োগ করিবে। যথানিয়মে পর্পটী-সেবন দ্বারা শোথ ও উদরাময় একেবারে হ্রাস পাইয়া আসিলে এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে রোগীকে ব্যঞ্জনাদি-সংযোগে অন্নাহার করিতে দিবে এবং রাত্রিতে সাগু, বার্লি বা সুজির রুটী কয়েকদিন সেবন করিতে দিবে। তৎপরে সহ্য হইয়া আসিলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে অভ্যাসমত আহার বা অন্নাহার করিতে দিবে। এই অবস্থায় রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অতিসারের পর আহারের ব্যতিক্রমবশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইলে উদরাধ্মান ও উদরাময় প্রায়শঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সুতরাং রোগীর কিছুদিন অতি সাবধানে অন্নাহার ও স্নানাদি করা কর্ত্তব্য। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় শীতল দ্রব্য অর্থাৎ তরমুজ, নারিকেল, আম, লিচু প্রভৃতি ফল সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইয়া পুনরায় গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে, অতএব ঐ অবস্থায় অতি সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

অতিসাররোগে ঔষধ

পথ্যাদিক্বাথ—বাতাতিসারে রোগীর উদরে ও মলদ্বারে বেদনা এবং অল্প-অল্প মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এই ক্বাথ পান করিতে দিবে।

পথ্যাদিক্বাথ। হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুথা, আতইচ ও পদ্মগুলঞ্চ ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

চব্যাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিকাতিসারে রোগীর দুর্গন্ধ ও আমসংযুক্ত মল নির্গত এবং বমন হইলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা আমপাচক, সুতরাং উদরে বেদনা থাকিলে তাহাও এই ক্বাথের সেবনে বিনষ্ট হয়।

চব্যাদিক্বাথ। চই, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, কুড়্‌চির ছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী ; এই-সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

গুড়ুচ্যাদিক্বাথ—বাতপিত্তাতিসারে রোগীর বমন, অরুচি, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং বিবিধ বর্ণের পাতলা মল নির্গত হইলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অতিসারে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

গুড়ুচ্যাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিক্বাথ—শোকজাতিসারে, রক্তসংযুক্ত, দুর্গন্ধ বা গন্ধহীন মল নির্গত হইলে এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিক্বাথ। চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, শুল্পি, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুথা, দেবদারু, আকনাদি ও কুড়্‌চির ছাল, এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিশল্যকরণীক্বাথ—রক্তাতিসারে অধিক পরিমাণে রক্তভেদ অথবা প্রবাহিকারোগে সরক্ত মল নির্গত হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বিশল্যকরণীক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ২৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদিক্বাথ—পিত্তাতিসারে, আমাতিসারে, রক্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সান্নিপাতিক অতিসারে ঐসকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মলের অপক্কাবস্থায় উদরে বেদনা থাকিলে এবং জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐসমস্ত অতিসারের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ক্বাথ সেবন করিলে মল-বদ্ধতার জন্য নাভিদেশের বেদনা নিবারিত হয় এবং অতিসার উৎপন্ন হওয়ার পর জ্বর প্রকাশ পাইলে তাহাও দূরীভূত হইয়া থাকে।

উশীরাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হ্রীবেরাদিক্কাথ—পিত্তাতিসারে, আমাতিসারে, রক্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে ও সান্নিপাতিক অতিসারে ঐসকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত তরল ভেদ অর্থাৎ জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে উদরের বেদনা, মলের বদ্ধতা অথবা রক্তভেদ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়। অতিসার উৎপন্ন হওয়ার পর বা তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ সেবন করিলে সেই জ্বরও দূরীভূত হইয়া থাকে।

হ্রীবেরাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যচতুষ্ক—পিত্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই ক্বাথ পান করিতে দিবে।

ধান্যচতুষ্ক। ধনে, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই চারিটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া শেষ ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে।

ধান্যপঞ্চক—সর্ব্ববিধ অতিসাররোগে মলের বদ্ধতা ও তজ্জন্য নাভিদেশে বেদনা এবং পাতলা দাস্ত হইলে এই ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়।

ধান্যপঞ্চক। ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কুটজাদিক্কাথ—পিত্তাতিসারে পুনঃপুনঃ নানাবর্ণের পাতলা দাস্ত এবং আমাতিসারে উদরে বেদনা ও অপক্ব মল নির্গত হইলে অথবা রক্তাতিসারে রক্তভেদ হইলে রোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কুটজাদিকাথ। ইন্দ্রযব, দাড়িমের খোসা, মুথা, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, লোধ, বালা, রক্তচন্দন ও আকনাদি, এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

বিল্বাদিক্কাথ—পিত্তাতিসারে বিবিধ বর্ণের জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এবং গুহ্যদেশে জ্বালা থাকিলে এই ক্বাথ রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে।

বিল্বাদিকাথ। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা ও আতইচ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

কুটজদাড়িম্বক্কাথ—রক্তাতিসারে অধিক পরিমাণে বা পুনঃপুনঃ

রক্তস্রাব হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী।

কুটজদাড়িম্বক্বাথ। কুড়চির ছাল ১ তোলা ও দাড়িম্বফলের খোসা ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা; ইহা ছাঁকিয়া শীতল হইলে মধু ।০ আনা বা ॥০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে একছটাক মাত্রায় ২ বার সেবন করিতে দিবে, এইরূপে দিনে ২ বার পাক করিয়া সেবন করাইবে।

মুস্তকক্ষীর—আমাতিসাররোগে অত্যধিক শ্লেষ্মসংযুক্ত মল পুনঃ-পুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে বা আমাতিসারে শ্লেষ্মার পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে এই দুগ্ধ পাক করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকক্ষীর। মুথা ২০টি কুট্টিত করিয়া তাহার পরিমাণ যত হয়, তাহার আটগুণ পরিমাণ ছাগীদুগ্ধ ও দুগ্ধের ৪ গুণ জল একত্র করিয়া পাক করিবে; জল নিঃশেষ হইলে দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বিল্বক্ষীর—রক্তাতিসারে রক্তসংযুক্ত অপক্ক মল অর্থাৎ আম ও রক্ত-দন্তে অথবা প্রবাহিকারোগে বিবিধ বর্ণযুক্ত মল ও রক্ত নির্গত হইলে এই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। বালকদিগের জন্য অর্দ্ধমাত্রায় এবং শিশুদিগের জন্য ঐ রোগে সিকিমাত্রায় ঔষধ ও দুগ্ধ লইয়া প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ক্ষীর আমরক্তসংযুক্ত মলভেদ হইলে সেই অবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। রোগ উপস্থিত হইবার পর ৩।৭ দিন গত হইলে ইহা সেব্য। এই ঔষধ পাচক ও ধারক, সুতরাং রোগের প্রথমাবস্থায় সেবন করান কর্ত্তব্য নহে।

বিল্বক্ষীর। বেলশুঁঠ ২ তোলা কুট্টিত করিয়া লইবে, অনন্তর ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ইক্ষুচিনি ।০ আনা, মোচরসচূর্ণ ৵০ আনা ও ইন্দ্রযবচূর্ণ ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে দিনে সমভাগে ২ বার পান করিতে দিবে।

পথ্যাদিচূর্ণ—শ্লৈষ্মিকাতিসারে অথবা বাতশ্লেষ্মাতিসারে শ্লেষ্ম-মিশ্রিত দুর্গন্ধ অপক্ক মল (যাহা জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হইলে এই চূর্ণ রোগীকে দিনে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে মলের পরিপক্কতা সাধিত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

পথ্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, আকনাদি, বচ, কুড়, রক্তচিতা ও কটকী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা বা ৵০ আনা।

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ—রক্তাতিসাররোগে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে অথবা পিত্তাতিসাররোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এই চূর্ণ রোগীকে আতপ-চাউল-ধোয়া জল ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ। শোধিত রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়্চির ছাল, ধাইপুষ্প ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ—শ্লৈষ্মিকাতিসারে রোগীর উদরে বেদনা এবং দুর্গন্ধযুক্ত অপক্ব মল নির্গত হইলে মলের পরিপাকার্থ এই চূর্ণ তাহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ। শোধিত হিং, সৌবর্চ্চললবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আতইচ ও বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা—রক্তাতিসারে রোগীর অত্যধিক রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসারে অথবা পিত্তাতিসারে রোগীর জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার জলসহ সেবন করিতে দিবে।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খরযোগ—প্রবাহিকারোগে মলের ঈষৎ পরিপক্বাবস্থায় শ্লেষ্মসংযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দধির সর।

খরযোগ। ঘুঁটের আগুনে দগ্ধ কচিবেলের শাঁস এবং তাহার সমান তিলশাঁস একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৵০ আনা।

আম্রলেপ—পিত্তাতিসারে, বাতপিত্তাতিসারে অথবা অন্যান্য অতিসারে পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত হইলে এই প্রলেপ নাভিদেশে প্রয়োগ করিবে। অতিসারে জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলেই এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আম্রলেপ। আমের ছাল কাঁজিতে পেষণ করতঃ নাভিদেশে প্রলেপ দিবে; একবার শুষ্ক হইলে পুনরায় এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জাতিফললেপ—অতিসাররোগীর জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এই প্রলেপ নাভির চতুষ্পার্শ্বে পুনঃপুনঃ লাগাইবে।

জাতিফললেপ। জাতিফল জলসহ মর্দ্দন করিয়া নাভির উপর লাগাইয়া দিবে এবং উহা শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার লাগাইবে।

তিলযোগ—রক্তাতিসারে অধিক রক্তভেদ হইলে এই যোগ দিনে ২।৩ বার ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। জ্বর অথবা অন্যান্য উপদ্রব থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

তিলযোগ। শিলায় পেষিত কৃষ্ণতিল ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ২ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵৹ আনা বা।৹ আনা।

লবঙ্গাভ্রযোগ—রক্তপ্রবাহিকা অথবা রক্তাতিসারের মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত অপক্ক মল অথবা কেবল রক্তভেদ হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকালজাত অতিসারে শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—জল।

লবঙ্গাভ্রযোগ। কুড়চিছাল, দাড়িমফলের খোসা, কলার মোচা, কাঁচড়া দাম, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পানিফল, বটের শুঙ্গা ও শালছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অগ্নি হইতে পাত্র অবতারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাতে লবঙ্গ, জীরা, জাতিফল, আতইচ, এলাইচ, মৌরী, খয়ের, ভৃঙ্গরাজ, মোচরস, বেলশুঁঠ, শ্বেতধূপ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে এবং যথাবিধি আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ আনা।

কুটজাষ্টক—রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতিসাররোগে রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল অথবা কেবলমাত্র রক্তভেদ হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। এই ঔষধ প্রবাহিকা, গ্রহণী, রক্তপ্রদর এবং রক্তার্শরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাবলেহ—রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকারোগে রক্তসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মল বা কেবল রক্তভেদ ও উদরে বেদনা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। এই ঔষধ গ্রহণী ও অতিসারের অন্যান্য অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাবলেহ। কুড়চির কাঁচাছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং ঘন হইলে উহাতে সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, ধাইপুষ্প, ইন্দ্রযব ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—।৹ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ কুটজাবলেহ—রক্তাতিসারে ও রক্তপ্রবাহিকায় পুনঃপুনঃ রক্তসংযুক্ত, দুর্গন্ধি বিবিধ বর্ণের পাতলা বা গাঢ় মলভেদ বা কেবল রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে না। গ্রহণী এবং অতিসার-রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ প্রবাহিকা, রক্তাতিসার বা গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগ করিলেও উপকার পাওয়া যায়। প্রবাহিকারোগে ইহা পরীক্ষিত ঔষধ। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ, দধির মাত, চাঁপামূলের রস অথবা কদলীমূলের রস, ইহাদের যে-কোন একটি ২ তোলা।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। কুড়চির কাঁচাছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ৴২ সের মিশ্রিত করতঃ পুনর্ব্বার পাক করিবে; গাঢ় হইলে অতিমৃদু অগ্নির তাপে পাক করতঃ লবঙ্গ, জীরা, মুথা, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, বালা, বড় এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জাতিফল, মৌরী, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুঙ্গা, খদির, জামপাতা, আমপাতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া হাতা দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ৷৹ অর্দ্ধসের মিশাইবে। মাত্রা—।৹ অর্দ্ধতোলা।

অমৃতার্ণবরস—আমাতিসারের প্রবলাবস্থায় দুর্গন্ধি ও শ্লেষ্মবহুল অপক্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাতিসারের মধ্যাবস্থায় মল পরিপক্ক হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা হইতে মলের অবস্থান্তর দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অতিসারে রোগীর পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত হইলে এবং সান্নিপাতিকাতিসারে পিত্তের প্রকোপবশতঃ বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে প্রথমাবস্থায় ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে অথবা পিত্তপ্রবল সান্নি-পাতিকাতিসারে মলের পরিপক্কাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগেও অত্যন্ত উপকারী।

অনুপান—আমাতিসারের ও পিত্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় কলার মোচার রস অথবা ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু। আমাতিসারে ও পিত্তাতিসারে মলের পরিপক্কাবস্থায় ছাগীদুগ্ধ। গ্রহণীরোগে ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

অমৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদিবটী—শ্লৈষ্মিকাতিসারে বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান অতিসারে দুর্গন্ধ অপক্ক মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে রোগের প্রথমাবস্থায় মলের পরিপাকার্থ রোগীকে ইহা প্রদান করিবে। যাহাদের অজীর্ণতা-দোষে অতিসার জন্মে, তাহাদেরও এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ আমদোষ নষ্ট হইলে এবং বাতাতিসারে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

লবঙ্গাদিবটী। লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও সোহাগার খৈ, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক আপাঙ্গ ও রক্তচিতার রসে যথাক্রমে সাত-সাতবার ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী—শ্লৈষ্মিকাতিসারে, বাতাতিসারে বাত-শ্লৈষ্মিকাতিসারে ও সান্নিপাতিকাতিসারের প্রথমাবস্থায় বদ্ধমল বা শ্লেষ্মসংযুক্ত দুর্গন্ধ মলের পরিপাকার্থ এই ঔষধ প্রদান করিবে। মলের সহিত অধিক শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকিলে অথবা অল্প মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং রোগীর নাভিদেশে বেদনা অনুমিত হইলে এই ঔষধ প্রদান করা যায়। আমাতিসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণী-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা শীতল জল।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। লবঙ্গ, জাতিফল, ধনে, কুড়, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ, দারুচিনি, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম, মুথা, বচ, যমানী, বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ অর্দ্ধতোলা ও লৌহ ১ তোলা; এইসকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস—বাতাতিসার, শ্লৈষ্মিকাতিসার, বাত-শ্লৈষ্মিকাতিসার বা সান্নিপাতিকাতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমাবস্থায় আমদোষ-পরিপাকার্থ এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। মলের সহিত শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকিলে এবং মলবদ্ধতাজনিত শূল প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ প্রদান করা যায়। ইহা অতিসারের মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতিসারে

প্রয়োগ করিলেও উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ গ্রহণীদোষ-নাশক। অতিসাররোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও এই বটী প্রয়োগ করিলে ফললাভ হয়। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা উষ্ণজল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিকুমাররস—বাতাতিসারে, বাতশ্লৈষ্মিকাতিসারে, সান্নিপাতিকাতিসারে বিশেষতঃ অজীর্ণতাদোষে অতিসার জন্মিলে এই ঔষধ প্রথমাবস্থায় অপক্ক দোষের পরিপাকার্থ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নির বল বৰ্দ্ধিত এবং মলের অপক্কতা দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণজল।

অগ্নিকুমাররস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, কড়িভস্ম ৩ ভাগ ও শঙ্খভস্ম ৩ ভাগ, এইসমুদয় একত্র করিয়া গোড়ালেবুর রসে মৰ্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস—বাতাতিসার, বাতশ্লেষ্মাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার বা সান্নিপাতিকাতিসারের প্রথমাবস্থায় পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ মলের পরিপাকার্থ রোগীকে প্রদান করিবে। অজীর্ণতাবশতঃ পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধের সেবনে আহার্য্য পদার্থ জীর্ণ হয় এবং উদরের বেদনা নিবৃত্ত হয়। অতিসারে মলের পক্কাবস্থায় এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সংগ্রহগ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস। শুঁঠ, মরিচ, জাতিফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সোহাগার খৈ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, ঘৃতভৰ্জ্জিত হিং, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ; এইসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে মৰ্দ্দন করিবে। বটী—৪ রতি।

অগ্নিকুমাররস—আমাতিসারে ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকার মধ্যাবস্থায়ও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। আমাতিসারে বা শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু এই ঔষধ ধারক, সুতরাং আমের

অপরিপক্কাবস্থায় ইহার প্রয়োগে জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

অগ্নিকুমাররস। রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, লৌহ, যমানী ও অহিফেন; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং অভ্র সর্ব্বসমান; এইসকল একত্র করিয়া বক্তচিতার কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

মহাগন্ধক—আমাতিসারে, প্রবাহিকায়, পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতি-সারে অথবা রক্তাতিসারে প্রথমাবস্থায় জলবৎ পাতলা বিবিধ বর্ণের মল অথবা শ্লেষ্মসংযুক্ত অপক্ক মল পুনঃপুনঃ অল্প বা অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতিসাররোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গগনসুন্দররস—পিত্তাতিসার, আমাতিসার ও রক্তাতি-সাররোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মসংযুক্ত পাতলা দাস্ত বা রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। মলের পরিপক্কাবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। পৈত্তিক গ্রহণী বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। আমাতিসারে বা রক্তাতিসারে জ্বর থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আমাতিসারে ও রক্তাতিসারে দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়। গ্রহণীরোগে ও পক্কাতিসারে ছাগীদুগ্ধ ও জামছালের রস ও মধু।

বৃহৎ গগনসুন্দররস। প্রস্তুতবিধি ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতিফলাদ্যবটিকা—আমাতিসার, পিত্তাতিসার বা প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় পাতলা অপক্ক মল এবং পক্কাতিসারে শ্লেষ্মযুক্ত বা গাঢ় মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অতিসারে জ্বর ও শোথ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

জাতিফলাদ্যবটিকা। প্রস্তুতবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতিফলাদ্যাবটী—আমাতিসার ও প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় মল পরিপক্ক এবং রোগীর উদরে বেদনা ও পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এই ঔষধ

তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসারে প্রথমাবস্থায় রক্তভেদ হইলে এই ঔষধ সেবন করিলে শীঘ্রই রক্তভেদ হ্রাস পাইতে থাকে। অতিসারে উদরাধ্মান বা কোষ্ঠবদ্ধতার সম্ভাবনা থাকিলে ইহা কখনও সেবন করাইবে না। অনুপান—মধু।

জাতিফলাদ্যাবটী। জাতিফল, সোহাগার খৈ, অভ্র ও ধুস্তুরবীজ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা ও অহিফেন ২ তোলা; একত্র করিয়া গন্ধভাদালিয়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

অহিফেনবটী—রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে রক্তভেদ হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মুথার রস বা আয়াপানের রস অথবা কচি দাড়িমপাতার রস ও মধু।

অহিফেনবটী। আফিং এবং পিণ্ডখেজুর; সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

পীযূষবল্লীরস—আমাতিসার, রক্তাতিসার ও বিবিধ প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় রক্তসংযুক্ত বা শ্লেষ্মসংযুক্ত অপক্ক (পিচ্ছিল) বা পক্কমল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতিসারের ও প্রবাহিকার পুরাতন অবস্থায় এবং আমাতিসার, রক্তাতিসার বা প্রবাহিকার সঙ্গে জ্বর ও শোথ উপদ্রব থাকিলে ইহা প্রযোগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ অতিসার ও প্রবাহিকার সর্ব্বাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী; কিন্তু ইহার উপকার কালবিলম্বে প্রকাশ পায়। প্রসূতির উদরাময় ও জ্বররোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

পীযূষবল্লীরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণাদ্যলৌহ—রক্তাতিসারে ও রক্তপ্রবাহিকার প্রথম বা মধ্যাবস্থায় অত্যধিক রক্তভেদ হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাতিসারেও এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। বাতপিত্তাধিক শরীরে বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তভেদ হইলে ইহা সমধিক উপকারী। বাতপিত্তাধিক গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ সেবনে করিলে উপকার হয়। অনুপান—আয়াপানের রস অথবা কচি দাড়িমপাতার রস ও মধু।

কণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকসুন্দররস—বাতশ্লেষ্মাতিসারে বা শ্লৈষ্মিকাতিসারের প্রথমাবস্থায় অপক্ক মল নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে

দিবে। ঐরূপ অতিসারে জ্বর প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

কনকসুন্দররস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা—পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে বা শ্লৈষ্মিকাতিসারে জলবৎ পাতলা মল নির্গত হইলে এবং বাতাতিসারের পক্কাবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—অতিসারের প্রথমাবস্থায় মুথার রস ও মধু। মলের পক্কাবস্থায় ছাগীদুগ্ধ।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা। রস, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শটীর পালো, তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইপুষ্প, আতইচ, শুঁঠ, গৃহধূম (ঝুল), হরীতকী, রক্তচন্দন, তেজপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও শোধিত সিদ্ধিপত্র; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

দুগ্ধবটী—আমাতিসার, পৈত্তিকাতিসার ও পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অতিসার দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অথবা রোগ উৎপন্ন হইবার অল্পদিন পরেই হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে ইহার একটি বটী প্রাতে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে উদরাময় এবং তদাশ্রিত শোথ ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। লবণ ও জলসংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও স্নান নিষিদ্ধ। শোথ অতি প্রবল থাকিলে দুগ্ধান্নের পরিবর্ত্তে মাণমণ্ড পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

দুগ্ধবটী। প্রস্তুতবিধি ২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতিফলরস—আমাতিসাররোগের মধ্যাবস্থায় বা শেষ অবস্থায় মল পরিপক্ক হইলে এবং রক্তপ্রবাহিকার ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকার মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাতিসার ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে অল্পজ্বর থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধে উপকার লক্ষিত হয়। অনুপান—বেলশুঁঠচূর্ণ ও মধু।

জাতিফলরস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, রসসিন্দুর, জাতিফল, ইন্দ্রযব, ধুস্তুরবীজ, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরীতকী, আম্রবীজের শাস ও দাড়িমের খোসা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং বেলশুঁঠচূর্ণ ২ ভাগ লইয়া সিদ্ধিপত্রের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

রসপর্প্পটী—আমাতিসার দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর,

শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য অতিসারেও শোথ এবং জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু বৃদ্ধ বা যাহাদের শরীর কৃশ অথবা বায়ুপিত্ত-জনিত অন্যান্য ব্যাধি শরীরে বিদ্যমান আছে, তাহাদের পক্ষে ইহার উপকারিতা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ ঔষধ-সেবনে কিছু সময় রোগ নিবৃত্ত থাকিয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বাতশ্লেষ্মপ্রধান শরীরে বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অগ্নিবৃদ্ধি, শোথ-নাশ বা আমবাতাশ্রিত অপক্ব রসকে শোষণ করিতে এই ঔষধ সমধিক শক্তিশালী। এই ঔষধের সেবনকালে রোগীকে দুগ্ধপান করিতে দিবে, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে। রোগের প্রবলাবস্থায় ও শোথ না থাকিলে মাংসযূষ প্রদান করা যাইতে পারে এবং সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ধনে দ্বারা পক্ব পটোল, মান প্রভৃতির ব্যঞ্জন রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু দুগ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই সেব্য। অনুপান—নির্জ্জল পক্ব দুগ্ধ। লবণ ও জল সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী—আমাতিসার, পিত্তাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত বা শ্লেষ্মাশ্রিত প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তৎসঙ্গে শোথ, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে রোগীকে যথানিয়মে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও অন্যান্য রোগ বিনষ্ট হয়। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে দুগ্ধান্ন সেব্য। অনুপান—ঘৃত ও মধু। এই ঔষধের পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী—আমাতিসার, পিত্তাতিসার, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার, রক্ত-প্রবাহিকা, পৈত্তিক প্রবাহিকা বা রক্তাতিসাররোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা এক অবস্থায় থাকিলে এই ঔষধের প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। যেসকল ব্যক্তির শরীর অতি কৃশ এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান অথবা বিবিধ রোগবশতঃ যাহাদের শরীরে রক্তের হীনতা সমধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের উদরাময়রোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। পুরাতন জ্বর, সূতিকা প্রভৃতি রোগে উদরাময় বা শোথ থাকিলে অথবা অতিসারের সঙ্গে

জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরাময়রোগে শোথ থাকিলে দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ সেবন করিবার পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৪ ও ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অনুপান—ধনে ও জীরার কাথ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী—বাতাতিসার, পিত্তাতিসার, বাতপিত্তাতিসার, রক্তাতিসার ও প্রবাহিকারোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে অথবা তৎসঙ্গে জ্বর ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাদেব শরীর কৃশ অথবা অন্যান্য রোগে শরীরের দুর্ব্বলতা অধিক লক্ষিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ সেবন করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনুপান—দুগ্ধ। উদরাময়েব সঙ্গে শোথ থাকিলে দুগ্ধান্ন সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিবার পথ্যাপথ্যবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী—আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় অথবা মধ্য ও পুরাতন অবস্থায় মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে ও প্রবাহিকারোগে, পিত্তাতিসারে, পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে এবং সান্নিপাতিক অতিসারের পুরাতনাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার-লাভ হয়। অতিসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রবও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিষমজ্বর, পাণ্ডু বা যকৃৎ প্রভৃতি রোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐসমস্ত রোগে দুর্ব্বলতা ও কৃশতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের সেবনে তাহাও অনেকাংশে দূরীভূত হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। এই ঔষধ সেবন করিবার পথ্যাপথ্যবিধি স্বর্ণপর্পটীর ন্যায়।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে শূল-চিকিৎসা

হরীতক্যাদিকল্ক—আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় রোগীর শ্লেষ্মসংযুক্ত দুর্গন্ধ মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ আমপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

হরীতক্যাদিকল্ক। হরীতকী, আতইচ, হিং, সচললবণ, বচ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

পাঠাদিচূর্ণ—আমাতিসারে রোগীর অধিক শ্লেষ্মসংযুক্ত মল পুনঃ-পুনঃ নির্গত হইলে এবং তজ্জন্য উদরে বেদনা থাকিলে এই চূর্ণ তাহাকে উষ্ণজলের সহিত দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বেদনার লাঘব, অগ্নিবৃদ্ধি ও আমের পরিপাক হয়।

পাঠাদিচূর্ণ। আকনাদি, হিং, যমানী, বচ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা বা ৵০ আনা।

শঙ্খাদিচূর্ণ—অতিসাররোগে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, জাতিফল, গুল্‌ফা, যমানী, হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ হইতে ।০ আনা।

শূলহরণযোগ—বাতাতিসার, আমাতিসার, বাতশ্লৈষ্মিক অতিসার ও প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগে উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজশূলেও ইহা বিশেষ উপকারী। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে পিপাসা-চিকিৎসা

হ্রীবেরাদিপানীয়—অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এবং উদরে বেদনা থাকিলে এই জল রোগীকে পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিপানীয়। বালা ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, অনন্তর ঐ জল ছাঁকিয়া লইবে।

মুস্তকাদিপানীয়—অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এই জল রোগীকে পিপাসাকালে পান করিতে দিবে।

মুস্তকাদিপানীয়। মুথা ও ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া /৪ সের জলে সিদ্ধ করিবে, অনন্তর /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে।

ষড়ঙ্গপানীয়—অতিসাররোগীর পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এই পানীয় রোগীকে পিপাসাকালে পান করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গ পানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জম্ব্াদিক্কাথ—অতিসাররোগীর প্রবল পিপাসা উপস্থিত হইলে পিপাসার সময়ে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

জম্ব্াদিকাথ। জামের কচিপাতা, আমের কচিপাতা, বেণার মূল, বটের শুঙ্গা ও বটের ঝুরি; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥৹ অর্দ্ধতোলা। পিপাসাকালে অল্প-অল্প-মাত্রায় সেব্য।

অতিসারে বমন-চিকিৎসা

সর্ষপলেপ—অতিসার অত্যন্ত প্রবল এবং তজ্জন্য রোগীর পুনঃপুনঃ বমন হইলে তাহার নিবারণার্থ এই লেপ আমাশয়ে প্রদান করিবে।

সর্ষপলেপ। সরিষা প্রথমতঃ পরিষ্কার করিয়া শিলায় পেষণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল দিয়া নরম করতঃ পুরু করিয়া আমাশয়ের উপরিভাগে লাগাইবে।

চন্দ্রকান্তিরস—অতিসারে পিত্তের প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন হইলে এই ঔষধ শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। বমন-বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ঔষধ-সেবন বন্ধ করিবে।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—অতিসাররোগে পিত্তের প্রবলতাবশতঃ হরিদ্রাভ বমন এবং রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্তপ্রধান হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অত্যন্ত বমনবেগবশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইলে এই ঔষধের প্রয়োগে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃষধ্বজরস—অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ বমন হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শালপাণীর রস।

বৃষধ্বজরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, আমলা, ছোটএলাইচ লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, পিপুল ও জটামাংসী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শালপাণী ও ইক্ষুরসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

ধান্যশুণ্ঠিযোগ—তরুণজ্বর, দাহ বা অতিসারের সহিত বমি থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ প্রয়োগ করিবে।

ধান্যশুণ্ঠিযোগ। ধনে ও শুণ্ঠি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৵৹ হইতে ।৹ আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিবে।

অতিসারে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

দারুষট্‌্কপ্রলেপ—অতিসারে রোগীর উদরাধ্মান হইলে এই

প্রলেপ উদরে লাগাইবে; একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় আধ্মানের আশঙ্কা থাকিলে পুনঃপুনঃ এই প্রলেপ লাগাইবে। এই প্রলেপ প্রদান করিলে আধ্মানজনিত উদরের বেদনাও দূরীভূত হয়।

দারুষট্‌কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ—অতিসাররোগীর বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান এবং তজ্জন্য উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে এই প্রলেপ রোগীর উদরে লাগাইয়া দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুযোগ—বাতজ অতিসাররোগে রোগীর উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং উদরে বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ তাহাকে আধঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান হইলে এই ঔষধের সেবনে তাহারও উপকার হয়।

দারুযোগ। দারুচিনি ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেই ক্কাথে ৴০ আনা বা ৵০ আনা কর্পূর মিশ্রিত করতঃ রোগীকে দুই-তিনবার সেবন করিতে দিবে। দারুচিনির ক্কাথের অভাবে দারুচিনির আরক ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উহাতে জল মিশ্রিত করা আবশ্যক।

এলাদিচূর্ণ—বাতজ অতিসারে বা আমাতিসারে রোগীর উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ কর্পূর-ভিজান-জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। আমবদ্ধ-জনিত বেদনাও এই ঔষধে দূরীভূত হইয়া থাকে।

এলাদিচূর্ণ। এলাইচ, দারুচিনি, পিপুল ও শুঁঠ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৴০ আনা বা ৵০ আনা।

কাঞ্জিকস্বেদ—অতিসাররোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরে বেদনা এবং উদরাধ্মান হইলে মুহুর্মুহুঃ এইরূপ স্বেদ প্রদান করিবে। যাবৎ উদরাধ্মান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ স্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে।

কাঞ্জিকস্বেদ। কাঁজি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটি কাঁচপাত্র বা ধাতুপাত্র পূর্ণ করিবে, পরে রোগীর যতদূর সহ্য হয়, এইরূপ উষ্ণ থাকিতে ঐ পাত্র দ্বারা উদরে স্বেদ প্রদান করিবে। কাঁজি শীতল হইলে পুনরায় অত্যুষ্ণ কাঁজি পূর্ণ করিয়া লইবে।

চতুর্ম্মুখরস—অতিসাররোগে উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে বস্তিদেশে বেদনা এবং প্রস্রাব-বন্ধ প্রভৃতি বায়ুজনিত উপদ্রবসকল লক্ষিত হইলে এই

ঔষধ রোগীকে আতপ-চাউল-ধোয়া-জলসহ ২ ঘণ্টা অন্তর ১টি বটী সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে উদরাধ্মান নিবৃত্ত হয় এবং প্রস্রাবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে জ্বর-চিকিৎসা

মৃতসঞ্জীবনীবটী—নূতন পিত্তাতিসাররোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং সেই জ্বরের বেগ অধিক হইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতল জল অথবা জীরাচূর্ণ ও মধু।

মৃতসঞ্জীবনীবটী। প্রস্তুতবিধি ১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আনন্দভৈরবরস—নূতন পিত্তাতিসাররোগে অথবা অন্যান্য অতিসারে অহিতাচরণবশতঃ রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

আনন্দভৈরবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)—নূতন অতিসার, আমাতিসার ও রক্তাতিসারে রোগীর তীব্রবেগে বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে অথবা তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ দুই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অতিসারে ঐরূপ বিকার উৎপন্ন হইলে বিশেষ ফল দর্শে না। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও মধু ২ ফোঁটা।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব—পুরাতন অতিসার, আমাতিসার, প্রবাহিকা ও রক্তাতিসাররোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় জ্বরের বেগ মধ্যবিধ হইলে অথবা সর্ব্বদা জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ—পুরাতন অতিসার, রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও আমাতিসাররোগে মলের পরিপক্কাবস্থায় অর্থাৎ পুরাতন অতিসাররোগে রোগীর উদরে বেদনা এবং অপক্ক, শ্লেষ্মবহুল অথবা

রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে ও সেইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা অথবা দিনে বা রাত্রিতে অল্পকাল মাত্র অল্পবেগে-জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে জ্বরের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। উদরাময়াশ্রিত জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ—পুরাতন অতিসার, আমাতিসার ও প্রবাহিকারোগে রোগীর জ্বর অল্পবেগে কিছুকাল প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—পুরাতন রক্তাতিসার, পিত্তাতিসার, রক্ত-প্রবাহিকা ও অন্যান্য প্রবাহিকারোগে বায়ু ও পিত্তপ্রধান অবস্থায় রোগীর জ্বর অল্পকাল মৃদুবেগে প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে জ্বরের বেগ এবং উদরাময় উভয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা ও হিমাঙ্গ-চিকিৎসা

মৃতসঞ্জীবনী—অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত ও বমন প্রভৃতি দ্বারা রোগীর জ্ঞানলোপ, হিমাঙ্গ বা নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। শরীর উষ্ণ বোধ হইলে এই ঔষধ ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বরে বা বিসূচিকারোগে হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

মৃতসঞ্জীবনী। বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, বাবলাছাল ১২॥ সের এবং দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাহক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, রাখালশশার মূল, কুলছাল, রক্তচিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ৵১ সের কুট্টিত করিয়া একত্র করতঃ ২৫৬ সের জলসহ একটি মাটীর পাত্রে ১৬ দিন রাখিবে এবং পাত্রের মুখ এরূপভাবে বন্ধ করিবে, যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে; অনন্তর ১৬ দিন পরে উহার সহিত সুপারি ৵৪ সের এবং ধুতুরার মূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, দারুচিনি, এলাইচ, জাতিফল, মুথা, গেঁঠেলা, শুঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও শ্বেতচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা কুট্টিত করিয়া মিশ্রিত করতঃ জালার মুখ বন্ধ করিয়া ৪ দিন রাখিবে, পরে ঐসমুদয় একত্র বকযন্ত্রে চুয়াইয়া কাচপাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।

মৃগমদাসব—অতিসাররোগে পুনঃপুনঃ দাস্ত হওয়ায় রোগীর জ্ঞান-লোপ বা মতিভ্রম ঘটিলে অথবা হিমাঙ্গ বা নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ ও শরীর যথোচিত উষ্ণ হইলে ঔষধ-সেবন বন্ধ করিবে।

মৃগমদাসব। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত মৃতসঞ্জীবনী /৬। সের অর্থাৎ ৪০০ ভরি, মধু /৩৵ ছটাক, জল /৩৵ ছটাক, মৃগনাভি ৩২ তোলা এবং মরিচ, লবঙ্গ, জাতিফল, পিপুল ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা একত্র করিয়া একটি মৃৎপাত্রে একমাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া বোতলে পূর্ণ করতঃ মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা— ১ তোলা বা ২ তোলা।

মৃগনাভিযোগ—অতিসাররোগে প্রবল দাস্ত, বমন ও অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় রোগীর শরীর একেবারে শীতল হইলে এবং চৈতন্য লোপ পাইলে এই ঔষধ ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনে নাড়ীর এবং শরীরের উষ্ণতা বোধ হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অধিক বমনের পর শরীর শীতল হইলে এই ঔষধ সেবন করান বন্ধ রাখিবে, যেহেতু বমন দ্বারা শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায়। অনুপান— জল।

মৃগনাভিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু—নূতন অতিসাররোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইবার পর রোগীর শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে নাড়ীর ক্রিয়ার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকায় জ্ঞানলোপ এবং শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। সেই অবস্থায় রোগীকে একঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালের বাগুড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ রত্নগর্ভ—নূতন অতিসাররোগে অত্যধিক দাস্ত বা বমন, ঘর্ম্ম, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর অবস্থার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। প্রস্তুতবিধি ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসারে শ্বাস-চিকিৎসা

শ্বাসচিন্তামণি—অতিসাররোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত অথবা

অপক্ক মলযুক্ত রক্তভেদ, বমন, দাহ ও পিপাসা উৎপন্ন হইবার পর অনেক স্থানে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে শ্বাসক্রিয়ার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; এইরূপ অবস্থায় উর্দ্ধ, ছিন্ন, ক্ষুদ্র বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঔষধ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও মধু।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি—অতিসাররোগে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইবার পর রোগীর শ্বাসের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে এবং সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র, উর্দ্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহাকে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অতিসাররোগের নূতন অবস্থায় এই ঔষধে সমধিক উপকার হয়; কিন্তু পুরাতন অতিসাররোগে শরীর জীর্ণ ও শ্বাসের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে তাদৃশ উপকার-লাভের সম্ভাবনা নাই। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতিসাররোগে পথ্য

অতিসাররোগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মলের পরিপাক না হয়, তাবৎ অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পুরাতন ধান্যের খৈযের মণ্ড, যবমণ্ড (বার্লি) বা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষে সেবন করিতে দেওয়া উচিত। আমাতিসারের অবস্থাবিশেষে ও দেশবিশেষে খৈয়ের মণ্ড বা চিড়ার মণ্ড অতি উপকারী। অতিসাররোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও ঐরূপ পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির মল পরিপক্ক হইলে তাহাকে শিঙ্গী, খলিসা, মৌরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ও দাস্ত কমিয়া আসিলে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং মসূরযূষ ও অড়হরযূষ প্রদান করিবে। ছাগীদুগ্ধ, ছাগঘৃত, গব্যদধি, গব্যতক্র, কলার মোচা, জাম, চালিতা, আমাদা, দৈচী, কয়েতবেল, বেল, গাবফল, আমরুল-শাক ও মিষ্ট দাড়িমফল; এইসকল দ্রব্য এবং অন্যান্য অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য পুরাতন অতিসাররোগে হিতকর।

গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

বাতিক গ্রহণীর লক্ষণ—বিবিধ অহিতদ্রব্য-সেবনে বায়ু কুপিত হইলে ক্রমশঃ পাচকাগ্নি দূষিত হইয়া বাতজ গ্রহণী উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে ভুক্তদ্রব্য অতিকষ্টে অর্থাৎ কালবিলম্বে অম্লরসে পরিণত হয়। এই রোগে শরীরের রুক্ষতা, কণ্ঠ এবং মুখের শুষ্কতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্ধকারবৎ দর্শন, কর্ণে শন্‌শন্ শব্দ, পার্শ্ব, উরু, কুচ্‌্কি ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং বিসূচিকার লক্ষণ (উদরাধ্মান, দাস্ত ও বমন প্রভৃতি) প্রকাশ পায় ও রোগীর বক্ষঃস্থলে বেদনা, শরীরের কৃশতা, দুর্ব্বলতা, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসাত্মক-দ্রব্যভোজনে ইচ্ছা, মনের অবসাদ অর্থাৎ কার্য্যে অনিচ্ছা, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণসকল উপস্থিত হয়। বাতজ গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে অথবা জীর্ণ হইবার কালে উদরাধ্মান অর্থাৎ পেটফাঁপা প্রকাশ পায় এবং রোগী ভোজন করিলে সুস্থ মনে করে। এই রোগে সময় সময় পাতলা, শুষ্ক (গুট্‌লা), অল্প শ্লেষ্মা বা ফেনাযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হয় এবং রোগী বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহার আশঙ্কা করিয়া থাকে।

পৈত্তিক গ্রহণীর লক্ষণ—এই রোগে দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃদয়ে ও গলায় জ্বালা, অরুচি ও পিপাসা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নীল বা পীতবর্ণ পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে ও রোগীর শরীর পীতাভ হইয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ—এই রোগে অতিকষ্টে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়া সমাধা হয়, মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত থাকে ও মিষ্ট বোধ হয়, কাস, সর্দ্দি, মুখ হইতে থুথু-নিঃসরণ, হৃদয়ে ভারবোধ, উদর বিবদ্ধ ও নিশ্চল-বোধ, বিকৃত মধুর উদ্গার ও স্ত্রীব্যবহারে অনাসক্তি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে ও তাহার আলস্য জন্মে ও রোগীর ভাঙ্গা অথচ অপক্ক শ্লেষ্মসংযুক্ত ও গুরু মল (যে মল জলে নিমগ্ন হয়) নির্গত হয়।

সান্নিপাতিক গ্রহণীর লক্ষণ—বাতাদি দোষত্রয়ের যে-

সকল লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ—সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর পেট-ডাকা, আলস্য, শরীরের দুর্ব্বলতা, মনের অবসন্নতা এবং ঘন, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ অপক্ক ও পিচ্ছিল মল নির্গত হয়; পরন্তু উদরে বেদনা, দাস্ত হইবার সময় শব্দ ও কটিদেশে বেদনা হইয়া থাকে এবং একপক্ষ, একমাস, দশদিন অন্তর বা প্রত্যহ এইরূপ পাতলা দাস্ত হয়, দিবাভাগে এই রোগ বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিকালে কমে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগী চিরকাল এই রোগে কষ্টভোগ করে। ইহাতে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিদেশে ও হস্ত-পদাদি সন্ধিস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়।

গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা-বিধি

অতিসার ও গ্রহণীরোগের চিকিৎসাবিধি প্রায়শঃ একই প্রকার, যেহেতু অতিসার নিবৃত্ত হইলে পুনরায় অহিতদ্রব্য-সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি মন্দীভূত হইয়া গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হয়। অতিসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীতও মন্দাগ্নি ব্যক্তির পাচকাগ্নি দুর্ব্বল বা নিস্তেজ হইলে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যেরূপ অহিত-সম্ভূত অল্পদোষ হইতে অথবা নবজ্বর বিরত হইলে কোন কারণে দোষ কুপিত হইয়া বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়, গ্রহণীরোগও সেইরূপ ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। গ্রহণীরোগে বাতাদি-দোষভেদে পাচকাগ্নি বিভিন্নরূপ ধারণ করে এবং উহাতে ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুবর্দ্ধক-দ্রব্যসেবন ও বায়ুবর্দ্ধক ক্রিয়া দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া রোগ উৎপাদন করে; সেইজন্যই ভুক্তদ্রব্যস্থ রস বায়ু দ্বারা পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া বেদনা জন্মায় এবং বায়ুর প্রকোপবশতঃ বিসূচিকার লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। কটু ও ক্ষারাদি পিত্তবর্দ্ধক-দ্রব্যসেবনে বা পিত্তবর্দ্ধক ক্রিয়া দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে পিত্তের আগ্নেয় (পচন-) ক্ষমতা নষ্ট হয়; সুতরাং পিত্তের পচন-ক্রিয়ার অভাববশতঃ অম্লোদ্গার উপস্থিত হয় ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ গ্রহণীরোগে শ্লেষ্মবর্দ্ধক-দ্রব্যসেবন বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক ক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া পাচকাগ্নির ক্ষমতা হ্রাস করে; সুতরাং দীর্ঘকালে অন্নের

পরিপাকক্রিয়া সমাধা হয় এবং ভুক্তদ্রব্য হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা রক্তের কণিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দৈহিক ক্রিয়ার বিধানানুসারে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যাঘাতবশতঃ সর্দ্দি, কাস এবং শরীরের অলসতা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক ক্রিয়া বা দ্রব্যাদির সেবন দ্বারা দোষত্রয় প্রকুপিত হইলে সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগে দোষত্রয়ের প্রকোপ বিদ্যমান থাকায় উহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

গ্রহণীরোগের চিকিৎসাকালে অতিসাররোগের ন্যায় উহার বাতাদি-প্রকোপের ও আম-পক্কাপক্কের লক্ষণ চিন্তা করিয়া উহার চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যেরূপ অহিতদ্রব্য-সেবন দ্বারা বিষমজ্বর নবজ্বরে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় নবজ্বরের বিধানানুসারে লঙ্ঘনাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায়ও শাস্ত্রকারগণ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকাতিসারের ঔষধসমূহ দোষানুসারে প্রয়োগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতিসাররোগের উৎপত্তি ব্যতীত মন্দাগ্নি ব্যক্তির অহিতাচরণবশতঃ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমাবস্থায় অজীর্ণরোগ-চিকিৎসার ন্যায় লঙ্ঘনাদি ও ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অতিসার যেরূপ শীঘ্র প্রাণ-নাশক ও অতিসারে যেপ্রকার লঙ্ঘনাদির আবশ্যকতা অনুমিত হয়, গ্রহণীরোগ প্রায়শঃ সেইরূপ নহে। উহা বিষমজ্বরের ন্যায় সময় সময় হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গ্রহণীরোগে গ্রহণী নাড়ী (অন্নগ্রহণী নাড়ী) দুর্ব্বল বা শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং এই উভয় রোগের পুরাতন অবস্থায় অনেকাংশে পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন। অনেকস্থলে শুক্রাদি ধাতুর ক্ষীণতা-প্রযুক্ত অগ্নি দুর্ব্বল হইলেও গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার অনেকস্থলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাতবশতঃও ঐ রোগ উৎপন্ন হয়। এরূপস্থলে মূলরোগ-নিবর্ত্তক পাচক ও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। গ্রহণীরোগী আহার-বিহারের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনঃপুনঃ ঐ রোগে পীড়িত হইয়া থাকে; সুতরাং পুনরায় ঋতুপরিবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত রোগীর অতিসাবধানে আহারাদি করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ঋতুপরিবর্ত্তনকালে সাবধানে লঘুপাক অন্ন ও ব্যঞ্জন ভোজন করিবে।

বাতজ গ্রহণীরোগীর রোগ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা

করিয়া উহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, নৃপতিবল্লভরস বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতজ গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ উদরাধ্মান প্রায়শঃ প্রবল হয় এবং সময় সময় পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুভূত হয়; সুতরাং তজ্জন্য চিন্তামণি ও চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। উহা দ্বারা উদরাধ্মানের হ্রাস হয়। গ্রহণীজনিত উদরাধ্মান ও পার্শ্বশূলাদিতে হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা সৈন্ধবাদিচূর্ণ অথবা শঙ্খবটী প্রয়োগ করিলে অনেকস্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু যাহাদের বায়ুর রুক্ষতা-বশতঃ নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, উদরাধ্মানের জন্য তাহাদিগকে চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বাতজ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, মহারাজনৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে ও বায়ুবর্দ্ধক-দ্রব্যসেবন, পরিশ্রম এবং রাত্রি-জাগরণাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে রোগীকে উপদেশ দিবে।

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে দুর্গন্ধ, অম্লোদ্গার ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অধোগত অম্লপিত্তরোগেও ঐসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; এরূপ অবস্থায় উহা পৈত্তিক গ্রহণী কিংবা অধোগত অম্লপিত্তরোগ, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; যেহেতু অধোগত ও ঊর্দ্ধগত এই দ্বিবিধ অম্লপিত্তরোগে সহসা গ্রহণীরোগনাশক ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে দাস্ত বন্ধ হইয়া বিপরীত ফল দর্শে। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে—গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, অমৃতার্ণবরস ও পূর্ণকলাবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, অধিক পরিমাণে জলবৎ পাতলা দাস্ত ও শরীর কৃশ হইলে রোগীকে গঙ্গাধরচূর্ণ ও মহাগঙ্গাধরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে অম্লোদ্গার ও বক্ষঃজ্বালা প্রভৃতি গৌণ উপদ্রবসকল, ধাত্রীলৌহ বা মহাপিত্তান্তকরস প্রয়োগ করিলে বিনষ্ট হয়; রোগ পুরাতন হইলে মহারাজ-নৃপতিবল্লভ বা বিজয়পর্পটী ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে কটুদ্রব্য, লঙ্কা ও রৌদ্রের উত্তাপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিবে। গ্রীষ্মঋতু ও শরৎঋতুতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐসময় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে শ্লেষ্মিক প্রবাহিকার মলের পরিপক্কতা লক্ষণ অনেকাংশে প্রকাশ পায় ও পুনঃপুনঃ দাস্ত হয়; কিন্তু ইহাতে মলের সহিত

অল্প অপক্বশ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে ও অল্পপরিমাণে দাস্ত হয়। যাবৎ ঐ শ্লেষ্মার লাঘব না হয় ও মল স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে, তাবৎ যথানিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্নি-কুমাররস, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে জীরকাদ্যচূর্ণ, জীরকাদ্যমোদক, কামেশ্বরমোদক ও মুস্তকাদ্যমোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে রোগীকে স্নিগ্ধদ্রব্য, দধি ও অম্ল প্রভৃতি শীতল দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে না। বিশেষতঃ রোগের প্রবলাবস্থায় রাত্রিকালে সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগ অতি কষ্টদায়ক; ইহাতে কখনও পাতলা জলের ন্যায় মল নির্গত হয় এবং কখনও বা শ্লেষ্মসংযুক্ত ভাঙ্গা ছিবড়া মল নির্গত হয়। কখনও বা গুঠ্‌লে শুষ্কমল পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষেরই লক্ষণ ইহাতে লক্ষিত হয়; কিন্তু যখন যে দোষের প্রবলতা দেখিবে, তখন সেই দোষজ গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে, অর্থাৎ যাহার শ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ অর্থাৎ ভাঙ্গা শ্লেষ্মসংযুক্ত মল অধিক সময় নির্গত হয় ও কোনও সময় পাতলা জলবৎ, কখনও বা গুঠ্‌লে মল নির্গত হয়, তাহাকে প্রথমে শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ অগ্নিকুমাররস বা বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী সেবন করিতে দিবে। তৎপরে মলের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক অনুরূপ বাতিক বা পৈত্তিক গ্রহণীরোগোক্ত ঔষধ যথাক্রমে সেবন করাইবে। ত্রিদোষের প্রবলতা থাকিলেও একই শরীরে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা একই সময়ে সমানভাবে প্রবল হইয়া রোগোৎপাদন করে না, সুতরাং যখন যে দোষের লক্ষণ প্রবল দেখিবে, তখন সেই দোষাশ্রিত গ্রহণীনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা রাজবল্লভ-রস প্রভৃতি ঔষধ, পিত্তের প্রবলতা থাকিলে গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা বা অমৃতার্ণব-রস, শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদি বা বৃহৎ অগ্নিকুমাররস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় মুস্তকাদ্য-মোদক, বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক ও মহারাজনৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ দোষ-ভেদে অত্যন্ত উপকারী।

সংগ্রহ গ্রহণীরোগে মলের বিভিন্নতা লক্ষিত হয় ও মলের সহিত শ্লেষ্মা সংযুক্ত থাকে এবং উদরে বেদনা ও দাস্তের সময়ে মলদ্বারে শব্দ, অলসতা এবং কটিদেশে বেদনা হয়; রোগী প্রায়শঃ আমবাত-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে গ্রহণীরোগের নিবৃত্তি হইলে ঐ বেদনার লাঘব হয়; সুতরাং ঐ অবস্থায় সংগ্রহ গ্রহণীর প্রশমনের জন্য শ্লেষ্মার পাচক অথচ বায়ুনাশক ও অগ্নিবলবর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস ও ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা উচিত। যদি ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করিলে অগ্নির বলবৃদ্ধি ও শ্লেষ্মাব লাঘব এবং মল জলে ভাসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে রাজবল্লভরস, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা মহারাজনৃপতিবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যদি পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন করিলেও মলের পরিপক্কতা না জন্মে এবং পূর্ব্বের ন্যায় জলবৎ পাতলা দাস্ত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ঔষধ সেবন না করাইয়া পঞ্চামৃত-পর্পটী বা বিজয়পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতনাবস্থায় বিজয়পর্পটী-সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পর্পটী-সেবনকালে রোগীকে একমাত্র পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও নির্জ্জল গোদুগ্ধ পথ্য দিবে। যথানিয়মে একবাব (১৪ বা ২১ দিন) পর্পটী-সেবনে সম্যগ্রূপে রোগ নিবৃত্ত না হইলে অর্থাৎ পর্পটীর মাত্রা হ্রাস পাইয়া আসিবার সময় যদি মলের পূর্ব্বাবস্থা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বনিয়মে পুনর্ব্বার ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া কয়েকদিন পর্পটী সেবন করাইবে। একবার সেবনে রোগ নিবৃত্ত হইলেও শেষদিন হইতে দুইরতি-নিয়মে ৭ দিন বা ১০ দিন পর্পটী সেবন করাইবে। সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক ও মুস্তকাদ্যমোদক প্রভৃতি নিয়মপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলেও অনেকস্থানে উপকার পাওয়া যায়। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে দাস্ত কম ও মলের পক্কতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে ২।৩ মাস অর্থাৎ ঋতুপরিবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে, যেহেতু এই রোগ ১৫ দিন বা ১ মাস পর্য্যন্ত নিবৃত্ত থাকিয়াও পুনরায় প্রকাশ পায়; সুতরাং রোগ নিবৃত্ত হইলেও কিছুদিন রোগীকে অতি সাবধানে রাখিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় চাঙ্গেরীঘৃত বা বিল্বাদিঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার হয়। ঐ অবস্থায় বা বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ-

বিদ্যমানে গ্রহণীমিহিরতৈল মর্দ্দন করিলে মূলরোগ ও আনুষঙ্গিক বেদনাদি হ্রাস পায়।

গ্রহণীরোগের উপদ্রব—গ্রহণীরোগে কটিদেশ বা পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অকালে দন্তপাত, দন্তমূলক্ষত, মাথায় ভার, সময় সময় কাস, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, বক্ষঃস্থলে জ্বালা, মনের অপ্রসন্নতা (সর্ব্বদা চিত্তের অনুৎসাহ) ও রতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি উপসর্গসকল রোগী প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে মূলরোগ নষ্ট না হইলে আনুষঙ্গিক উপদ্রবসকল ঔষধ-সেবনে সমূলে নষ্ট হয় না, তথাপি প্রবল উপসর্গসকল নিবারণ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বাতের দ্বারা শরীর আক্রান্ত হয়; হস্তপদাদি অঙ্গের অসাড়তা এবং কাহারও বা গাত্রে বেদনা লক্ষিত হয়। এইরূপ কটি-দেশে বা শরীরের স্থান-বিশেষে বেদনা থাকিলে বাতগজেন্দ্রসিংহ, রামবাণরস বা আমবাতগজসিংহমোদক প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে ও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হস্তপদাদি অসাড়বোধ হইলে আমবাত-চিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ সৈন্ধবাদিতৈল ও বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল এবং বাতব্যাধি-চিকিৎসার ঔষধসকল ব্যবস্থা করিবে। মাথায় ভার বা বেদনা, দন্তমূলে বা জিহ্বায় ঘা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে স্বল্পলক্ষ্মীবিলাসরস ও শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু পিত্তের প্রবলতাবশতঃ গ্রহণীরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। এমতাবস্থায় বৃহৎ বাতচিন্তামণি-সেবন ও মস্তকে মহা-ভৃঙ্গরাজতৈল-মর্দ্দন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। পিত্তের প্রকোপবশতঃ বক্ষঃস্থলে জ্বালা থাকিলে পূর্ব্বোল্লিখিত ধাত্রীলৌহ ও সপ্তামৃত-লৌহ বিশেষ উপযোগী; ইহা সেবন করিলে পিত্তাশ্রিত অন্যান্য রোগও দূরীভূত হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে শ্লেষ্মার অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ-লক্ষণসকল সমধিক প্রকাশ পাইলে শ্রীকামেশ্বরমোদক বা শ্রীমদনানন্দমোদক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। উহা দ্বারা গ্রহণীরোগ ও দুর্ব্বলতা উভয়ই বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকালজাত গ্রহণীরোগে প্রায়শঃ রতিশক্তির হীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাতাধিক বা বাতপিত্তাধিক গ্রহণীরোগে ঐরূপ রতিশক্তির হীনতা থাকিলে

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস ও কার্শ্যহরলৌহ প্রভৃতি সেবন করিলে গ্রহণীরোগ এবং তদানুষঙ্গিক গাত্রবেদনাদির লাঘব হইয়া থাকে।

গ্রহণীরোগে ঔষধ

পাঠাদ্যচূর্ণ—জ্বরাতিসারে, নূতন পিত্তাতিসারে ও প্রবাহিকারোগে মলের পক্কাবস্থায় এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আতপচাউলধোয়া-জল ও মধু

পাঠাদ্যচূর্ণ। আকনাদি, বেলশুঁঠ, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জামের বীজ, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইচ, মুথা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং কুড়্‌চির ছালচূর্ণ সর্ব্বদ্রব্যের সমান ; এইসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ—পিত্তাতিসাররোগে মলের পক্কাবস্থায়, প্রবাহিকা-রোগে, আমাতিসারে, পৈত্তিক গ্রহণীরোগে এবং আমগ্রহণীর প্রথমাবস্থায় (মলের অপক্কাবস্থায়) বা পক্কাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সূতিকারোগে আমসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আতপচাউলধোয়া-জল ও মধু।

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ। মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইপুষ্প, লোধ, কুড়্‌চিছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইচ ও বরাহক্রান্তা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ—জ্বরাতিসার, আমাতিসার ও পিত্তাতিসার-রোগের মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ মলের পরিপক্কাবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এবং পৈত্তিক গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই চূর্ণ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আতপচাউলধোয়া-জল ও মধু।

বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ। বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইপুষ্প, ধনে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুথা, আতইচ, আফিং, লোধ, দাড়িমের খোসা, কুড়্‌চিছাল, পাবদ ও গন্ধক, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

মহাগঙ্গাধরচূর্ণ—জ্বরাতিসার, রক্তাতিসার, রক্তপ্রবাহিকা, পিত্তাতিসার, আমাতিসার ও সান্নিপাতিক অতিসাররোগে মলের পরিপক্কতা দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগেও পুনঃপুনঃ নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা পাতলা দাস্ত হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ অথবা শীতল জল।

মহাগঙ্গাধরচূর্ণ। বেলশুঁঠ, পানিফলের পাতা, দাড়িমপাতা, মুথা, আতইচ, শ্বেতধুনা, ধাইপুষ্প, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, শোধিত সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ; ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বদ্রব্যের সমষ্টির সমান কুড়্চিছালের চূর্ণ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

জীরকাদ্যচূর্ণ—শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে আমসংযুক্ত বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে এবং শ্লৈষ্মিক অতিসার বা বাতশ্লৈষ্মিক অতিসার-রোগে মলের পক্বতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী এবং অতিসাররোগে ঐরূপ অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য হইলে এই ঔষধ সেবন করিলে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান—জল।

জীরকাদ্যচূর্ণ। জীরা, সোহাগার খৈ, মুথা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, বালা, শুল্ফা, দাড়িমের খোসা, কুড়্চিছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ, এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বদ্রব্যের সমান জাতিফল-চূর্ণ, এইসমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

ভাস্করলবণ—বাতাশ্রিত, বাতপিত্তাশ্রিত অথবা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান এবং সময় সময় উদরে, হৃদয়ে ও পার্শ্বস্থানে বেদনা, শরীরের অবসন্নতা ও পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অথচ বায়ুশান্তিকারক। অনুপান—উষ্ণজল।

ভাস্করলবণ। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, সচললবণ ৪০ তোলা এবং মরিচ, জীরা ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, করকচলবণ ৬৪ তোলা, অম্লদাড়িমফলের খোসাচূর্ণ ৩২ তোলা ও অম্লবেতসচূর্ণ ১৬ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

নাগরাদ্যচূর্ণ—পৈত্তিক গ্রহণীরোগে কিঞ্চিৎ নীল বা পীতবর্ণের পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে রক্তভেদ এবং উদরে বেদনা হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতিসাররোগে মল কথঞ্চিৎ পরিপক্ব হইলে এবং রক্তার্শরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আতপ-চাউলধোয়া-জল ও মধু।

নাগরাদ্যচূর্ণ। শুঁঠ, আতইচ, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও কট্‌কী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা বা ॥০ আট আনা।

যমানিকাযোগ—গ্রহণীরোগে অথবা বিষ্টব্ধাজীর্ণে কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে এবং উদরমধ্যে গুড়্‌গুড়্ শব্দ এবং অগ্নিমান্দ্য থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাযোগ। যমানী ও বিটলবণ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা— ৵০ আনা।

অগ্নিকুমাররস—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, ভেদ, উদরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

অগ্নিকুমাররস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে দাস্ত ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা উদরাধ্মান, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রবসমূহও দূরীভূত হয়। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর বিবিধ উপদ্রবসহ পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতিক গ্রহণীরোগে যাহাদের শ্লেষ্মানুবন্ধ অর্থাৎ আমসংযুক্ত মল এবং বাতজন্য ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ প্রশস্ত। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। যেসকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং যাহাদের শরীরে বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষেও তাদৃশ উপকার হয়। আমগ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস অথবা ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস—পিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যাহাদের অগ্নির

বিদগ্ধতাহেতু অম্লোদ্গার ও বদহজম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে প্রথমতঃ তাদৃশ উপকার হয় না, কিন্তু দাস্ত অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

অমৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা—পৈত্তিক অথবা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণী-রোগের প্রথমাবস্থায় পাতলা ও বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে এবং রোগীর জ্বর, পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু; মলের পক্কাবস্থায় ছাগদুগ্ধ।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ণকলাবটী—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় রোগীর পাতলা দাস্ত, দাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে পিত্তের আধিক্য লক্ষিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘোল।

পূর্ণকলাবটী। পারদ, গন্ধক, মুথা, লৌহ, ধাইপুষ্প, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগার খৈ, শিলাজতু ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা; থুলকুড়ি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, কাচড়াদাম, দাড়িমের খোসা, পানিফলের পালো, নাগেশ্বর, জামছাল, দধির মাত, জয়ন্তীছাল, কেশুব ও ভীমরাজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১০ রতি।

নৃপতিবল্লভ—বাতিক গ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী ও সংগ্রহ গ্রহণী-রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধতা, কটিশূল পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বাতজ এবং বাতশ্লেষ্মাতিসারে রোগীর মল পরিপক্ক হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণতা-দোষে পাতলা দাস্ত ও বিসূচিকারোগের বিবিধ উপদ্রব নষ্ট হইলে যখন কেবল রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা দাস্ত বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু। অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

নৃপতিবল্লভ। জাতিফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজ-পাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, রস, গন্ধক ও তাম্র (অসহত্বে রৌপ্য); ইহাদের

প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং মরিচ ১৬ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৫ রতি।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ—বাতজ গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণী ও সংগ্রহ গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অগ্নিমান্দ্য-দোষে যাহাদের উদরে অর্থাৎ হৃদয় ও নাভি এই উভয়ের মধ্যভাগে পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূল বিদ্যমান থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন আমাজীর্ণতায় ও অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় হরীতকী-চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ। শূলরোগে ছাগদুগ্ধ।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, সোহাগার খৈ, জাতিফল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, মুথা, লবঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, মরিচ ও রূপা, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও স্বর্ণভস্ম ৵০ আনা; এইসমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করতঃ মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ও আমলকীর কাথে যথাক্রমে সাত-সাতবার ভাবনা দিবে। বটী—১০ রতি। পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগে বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে স্বর্ণভস্ম পারদের সমভাগে বা অর্দ্ধভাগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস—বাতাশ্রিত গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণী ও সংগ্রহ গ্রহণীরোগে পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, উদরে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকা, পুরাতন ও উপদ্রববিহীন অলসক, বিলম্বিকা, পুরাতন বাতশ্লেষ্মাশ্রিত অতিসার ও পুরাতন বাতাজীর্ণরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অধোগত অম্লপিত্ত-রোগে এবং শূলরোগে অগ্নিমান্দ্য থাকিলে ইহা সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী বা উদরাময়রোগে ও বাতশ্লেষ্মাশ্রিত রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস—পুরাতন পিত্তাশ্রিত বা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণী-রোগে রোগীর দাহ, হাতপা-জ্বালা, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও আমসংযুক্ত

পাতলা দাস্ত বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অধোগত অম্লপিত্তরোগে ও পিত্তশূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যেসকল ব্যক্তির শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল এবং বায়ুপিত্তপ্রবল ও যাহাদের প্রমেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। উদরাময়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐসমস্ত রোগ বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ সেব্য। সংগ্রহ গ্রহণীরোগে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় জীরাচূর্ণ ও মধু, অন্যান্য অবস্থায় পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা এবং স্বর্ণ, তাম্র ও কাংস্য, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; জাতিফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করতঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলার কাথ ও কেউতারার মূলের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাতবার ভাবনা দিবে; শুষ্ক হইলে এই ঔষধ এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ ধান্যের মধ্যে ৩ দিন রাখিবে, তৎপরে পুনরায় মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

রাজবল্লভরস—বাতিক গ্রহণী, বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় পাতলা দাস্ত বা বিবিধ বর্ণের দাস্ত হইলে অথবা গ্রহণীরোগে আমবাতের লক্ষণ অর্থাৎ কটিশূল, পৃষ্ঠশূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধের প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূলরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাতজ বা বাতশ্লেষ্মজাতিসারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উদরাময়রোগে ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু। শূলরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা আমবাতের আধিক্য থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

রাজবল্লভরস। জাতিফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ীমূল ও রৌপ্য, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া আমলার রসে বা কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

পীযূষবল্লীরস—পৈত্তিক গ্রহণীরোগে বা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণী-

রোগে রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত এবং আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। গ্রহণীরোগে রক্তসংযুক্ত দাস্ত হইলে এই ঔষধের প্রয়োগে উপকার হয়। আমাতিসার, রক্তাতিসার, রক্তপ্রবাহিকারোগে ও অন্যান্য অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

পীযূষবল্লীরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস—পৈত্তিক গ্রহণী অথবা বাতপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এবং পিত্তাতিসার, প্রবাহিকা, আমাতিসার ও রক্তাতিসাররোগে মল পরিপক্ক হইলে মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিলে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। প্রবাহিকা বা আমাতিসারে জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে তাহাও ইহার সেবনে বিনষ্ট হয়। অনুপান—দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খৈ, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক ও মুক্তা; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং পারদ, গন্ধক, লবঙ্গ, মুথা, রক্তচন্দন, আকনাদি, আতইচ, ধনে, জীরা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, দাড়িমের খোসা, বেলশুঁঠ, বালা, শুঁঠ, জাতিফল, কুড় ও বরাহক্রান্তা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করতঃ কেশুর্তের রসে মর্দ্দন করিয়া কেশুর্তের রসে, আকনাদির রসে ও কুড়চির কাথে যথাক্রমে সাত-সাত বার ভাবনা দিবে; অনন্তর ছাগীদুগ্ধে পুনরায় মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

শম্বুকাদিবটিকা—বাতজ গ্রহণীরোগে হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরাধ্মান ও শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য-জনিত শূলরোগও দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—জল।

শম্বুকাদিবটিকা। শামুকভস্ম ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মর্দ্দন করিবে বটী—৵০ আনা।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর অল্পজ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে অথবা বাতিক, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক অতিসার-রোগে কিংবা রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মল পরিপক্ক হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বিষমজ্বরে যাহাদের উদরাময় অর্থাৎ আমসংযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে,

তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অনুপান—ঘৃত, মধু ও ২।৩টি মরিচচূর্ণ।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা ও সোহাগার খৈ ২ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া পাকালেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষামধ্যে স্থাপন কবিবে, অনন্তর ৩০ খানা বিলঘুঁটে দ্বারা মৃদুপুটে পাক করিবে। মাত্রা— ৪ রতি।

লৌহপর্প টী—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে অথবা আমগ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় মলের সহিত শ্লেষ্মার ভাগ সমধিক দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অল্পজ্বর, কাস অথবা শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সূতিকাশ্রিত গ্রহণী-রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূতিকারোগে উদরাময় এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে ও শরীরে বাতপিত্তের আধিক্য থাকিলে বিশেষতঃ সূতিকারোগের ঐরূপ অবস্থায় শোথ, জ্বর প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার-লাভ হয়। ইহার সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্যবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্প টী—গ্রহণীরোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তাহাকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী-রোগে জ্বর, শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধের প্রয়োগে উদরাময় হ্রাস পায় এবং উপদ্রবসকল দূরীভূত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বলবর্দ্ধক। ইহার সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্যবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্প টী—পিত্তাশ্রিত গ্রহণী, পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণী এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে নানাবর্ণের আমসংযুক্ত বা অপক্ক শ্লেষ্মা বা রক্তসংযুক্ত অপক্ক মল নির্গত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রবল গ্রহণীরোগে শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে

সমধিক উপকার-লাভ হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে অনেক সময় তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। পুরাতন অতিসাররোগে ইহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধের সেবনবিধি ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চামৃতপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী—পিত্তাশ্রিত, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত, সান্নিপাতিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত, অপক্ক শ্লেষ্মবহুল মল বা আমরক্তসংযুক্ত পাতলা মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন আমাতিসার, প্রবাহিকা, পিত্তশ্লেষ্মাতিসার এবং পুরাতন গ্রহণীরোগের পক্ষে এইরূপ ঔষধ আর নাই; বিশেষতঃ উদরাময়রোগে জ্বর, শোথ প্রভৃতি উপদ্রব এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে দূরীভূত হয়। যখন অন্যান্য ঔষধে কোনওরূপ উপকার-লাভের আশা থাকে না, সেই অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধের সেবনবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মুস্তকাদ্যমোদক—শ্লৈষ্মিক গ্রহণী ও বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অপক্ক শ্লেষ্মবহুল মল নির্গত হইলে এবং আমাতিসার ও শ্লৈষ্মিক প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধের ব্যবস্থা করিলে সমধিক উপকার-লাভ হয়। ইহাতে আমদোষ বিনষ্ট হয়। বিসূচিকারোগে যাবতীয় উপদ্রব নষ্ট হইবার পরে যখন পাতলা দাস্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় এই ঔষধে উপকার-লাভ হয়। অনুপান—শীতল জল।

মুস্তকাদ্যমোদক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পান, শুলফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন ও মেথী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মুথাচূর্ণ ৪৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ১৯২ তোলা, যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

জীরকাদ্যমোদক—বাতশ্লেষ্মজ বা পিত্তশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে রোগীর শ্লেষ্মবহুল বিবিধ বর্ণের অপক্ক মল অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে অথবা আম ও রক্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতন জ্বর ও উদরাময় একত্র বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের বাতপিত্ত

প্রবল বা বাতপিত্তাশ্রিতরোগে শরীর অতি কৃশ, এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহাদের তাদৃশ উপকার হয় না; বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—জল।

জীরকাদ্যমোদক। জীরাচূর্ণ ৬৪ তোলা, ভর্জ্জিত-সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ৩২ তোলা এবং লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জাতিফল, ধনে, হরীকতী, আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, কিস্‌মিস্, শটী, সোহাগার খৈ, কুন্দুরখোটি, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাকোলী, বালা, গোরক্ষচাকুলে, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি লইয়া যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা, ॥০ অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা।

বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং সংগ্রহ গ্রহণীরোগে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমগ্রহণী-রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। অতিসাররোগ পুরাতন হইলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সূতিকারোগে উদরাময় প্রবল হইলে এবং বাতপিত্তপ্রবল প্রদররোগে ও বাতপিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে উদরাময় বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্তাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অর্শরোগেও উদরাময় অবস্থায় এই ঔষধ প্রশস্ত। অনুপান—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি।

বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক। জীরা, কৃষ্ণজীরা, (সাজীরা), কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুথা, সৌবর্চ্চললবণ, শটীর পালো, ধনে, দারুহরিদ্রা, মুরামাংসী, কিস্‌মিস্, নখী, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, লালুকা, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, কুন্দুরখোটি; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ; প্রত্যেকে ২ তোলা এবং সর্ব্বসমান ভাজা-জীরাচূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। প্রথম চিনি পাক করিয়া যথানিয়মে ঐসমস্ত চূর্ণ প্রদানপূর্ব্বক অতিমৃদু অগ্নিসন্তাপে আলোড়ন করিবে। পাকাবসানে নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু-সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

শ্রীকামেশ্বরমোদক—বাতশ্লেষ্মপ্রধান অথবা শ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান পুরাতন অতিসার-

রোগে রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের শরীর বাতশ্লেষ্মপ্রধান, অথবা শ্লেষ্মপ্রধান তাহাদের এই ঔষধ দ্বারা সমধিক উপকার হয়, কিন্তু বাতপ্রধান শরীরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পুরাতন উদরাময়রোগে শরীর অত্যধিক দুর্ব্বল হইলে অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে এই ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা শারীরিক বল ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। বাতিক বা পৈত্তিক মোহাক্রান্ত বা শিরোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির উদরাময় থাকিলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। অনুপান—দুগ্ধ।

শ্রীকামেশ্বরমোদক। অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চের পালো, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, কদলীমূল, শতমূল, যমানী, মাষকলাই, তিলের শাঁস, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্ণবা, গজপিপ্পলী, কিস্‌মিস, শটী, বালা, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও আলকুশীবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত-সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ৪৫ তোলা, ইক্ষুচিনি ১৮০ তোলা; যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

শ্রীমদনানন্দমোদক—বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে অথবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লৈষ্মিক অতিসাররোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গ্রহণীরোগে যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল অথবা যাহাদের অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন সূতিকারোগে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য ও উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু বাতপিত্তপ্রধান প্রসূতির উদরাময়-রোগে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। স্বভাবতঃ যাহাদের কোষ্ঠশুদ্ধি ও শরীরে শ্লেষ্মা বা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রতিশক্তি ও ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বীর্য্য-বর্দ্ধক। গ্রহণী ও উদরাময়রোগে অনুপান—ছাগীদুগ্ধ, প্রাতঃকালে সেব্য। রতিশক্তির হীনতা থাকিলে বাজীকরণার্থ গব্যদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনিসহ সায়ংকালে সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

শ্রীমদনানন্দমোদক। পারদ, গন্ধক, লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; অভ্র ৩ তোলা এবং কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জাতিফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, কুড়, বচ, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগার

খৈ, বামনহাটীর ছাল, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কিস্‌মিস্‌, রক্তচিতার মূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজপিপ্পলী, শটীর পালো, বালা, মুথা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিস্তাড়কবীজ, সিদ্ধিবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এইসমুদয় চূর্ণ শতমূলীর রসে পেষণ করতঃ শুষ্ক করিয়া পুনরায় চূর্ণ করিবে; অনন্তর সমস্ত চূর্ণের চারিভাগের একভাগ শিমূলমূলচূর্ণ এবং শিমূলমূলচূর্ণের সহিত অন্যান্য চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত-সিদ্ধিপত্রচূর্ণ লইবে। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি কিঞ্চিৎ ছাগীদুগ্ধে গুলিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করতঃ উহাতে সমুদয় চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে মোদক পাক করিবে। মোদক-পাক হইলে উহার সহিত দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং উপযুক্ত ঘৃত ও মধু দ্বারা মোদক বান্ধিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা। ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও ধ্বজভঙ্গরোগে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেব্য।

বিল্বাদিঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, অথবা বাতপৈত্তিক গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু গ্রহণীরোগে অম্লোদ্গার, উদরাধ্মান, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ঘৃত সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে; যেহেতু ঘৃত স্বভাবতঃ গুরুপাক। গ্রহণীরোগে প্রথমতঃ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বিল্বাদিঘৃত। গব্যঘৃত ৴৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—বেলশুঁঠ ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। রক্তচিতার মূল ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। চই ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। আদার রস ৴৪ সের। ছাগীদুগ্ধ ৴৪ সের। কল্কদ্রব্য—বেলশুঁঠ, রক্তচিতা, চই ও আদা; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত-পাক করিবে। মাত্রা—৵০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

চাঙ্গেরীঘৃত—বাতপিত্তপ্রধান গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য, সময় সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ তাহাকে সহ্যমত সেবন করিতে দিবে। যেসকল ব্যক্তির অধিক আমসংযুক্ত মল নির্গত হয়, অথচ শরীর অত্যন্ত শ্লেষ্মপ্রধান, তাহাদিগকে সেবন করাইলে তাদৃশ উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই।

চাঙ্গেরীঘৃত। গব্যঘৃত ৴৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। আমরুলশাকের

রস ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুলমূল, রক্তচিতা, চই, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী ; এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা— ৵০ হইতে ।৹ অর্দ্ধতোলা।

দাড়িম্বাদিতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, আমগ্রহণী ও প্রবাহিকারোগের পুরাতন অবস্থায় যখন রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হয়, অথচ সময় সময় রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, সেই অবস্থায় এই তৈল উদরে ও নাভিদেশে মালিশ করিতে দিবে। পুরাতন প্রমেহ ও অর্শরোগে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দাড়িম্বাদিতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য— দাড়িমের খোসা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বালা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুড়চিছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, চই, জীরা, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, কাচড়াদাম, বালা, আতইচ, থুলকুড়ি, পানিফল, বৃহতী, কণ্টিকারী, আমছাল, জামছাল, শালপাণী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, বেড়েলা, কুড়চিছাল, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, শুলফ ও শিমূলছাল ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া চাউলধোয়া-জলে পেষণপূর্ব্বক প্রদান করিয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বিল্বতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে এই তৈল তাহাকে উদরে ও নাভিদেশে মর্দ্দন করিতে দিবে। এই তৈল আমপাচক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাতন গ্রহণীরোগে বা তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর অথবা জীর্ণজ্বরে গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল রোগীর গাত্রে ও উদরে মালিশ করিতে দিবে। পুরাতন শোথ এবং উদরাময়রোগে এই তৈল মালিশ করিতে পারা যায়। পুরাতন সূতিকারোগে উদরাময় বা অল্পজ্বর লক্ষিত হইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে এবং প্রসূতির শিরঃশূল, হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, নিদ্রার অভাব ও শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিলে এই তৈল মাথায় মাথাইয়া স্নান করাইবে। প্রসূতির জীর্ণজ্বর ও তৎসঙ্গে কাস ও শ্বাসরোগ অথবা সূতিকারোগের পুরাতন অবস্থায় কেবলমাত্র কাস ও শ্বাস প্রবল থাকিলে এই তৈল রোগিণীর বক্ষঃস্থলে

যথারীতি মর্দ্দন করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় উদরে বেদনা এবং গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকিলে এই তৈল মালিশ করিতে দেওয়া যায়। স্ত্রীলোকের রজোদোষেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বিল্বতৈল। তিলতৈল ৴৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বেলশুঁঠ ৴৬। সোয়া ছয় সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের ৴৸৶ দশ ছটাক, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৴৪ সের। কাঁজি ৴৪ সের। গোদুগ্ধ ৴৪ সের। কল্কদ্রব্য—ধাইপুষ্প বেলশুঁঠ, কুড়, শটী, রাস্না, পুনর্ণবা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, রক্তচিতা, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্‌কী, তেজপাতা, বনযমানী, গুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে; ইহাদের প্রত্যেকেব ৪ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সংগ্রহ গ্রহণী, প্রবাহিকা ও আমাতিসাররোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে এই তৈল তাহার উদরে ও নাভিদেশে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে স্নান ও আহার সহ্য না হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই তৈল রক্তপ্রবাহিকা ও রক্তাতিসারে অত্যন্ত উপকারী। গ্রহণীরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বর, শ্বাস, কাস বা হিক্কা বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেসকল ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে প্রবাহিকা অর্থাৎ আমরক্তসংযুক্ত মল অথবা কেবল আমসংযুক্ত মল নির্গত হয় এবং নাভিমূলে প্রবল বেদনা থাকে, সেইসকল ব্যক্তিকে এই তৈল উদরে ও নাভিমূলে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐ রোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বর ও কাস অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে তাহাও এই তৈল-মর্দ্দনে দূরীভূত হয়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহিরতৈল। তিলতৈল ৴৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—কুড়্‌চিছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফলের পাতা, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চির ছাল, যমানী, জীরা, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তা, পুনর্ণবা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—বাতাশ্রিত বা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান ও তৎসঙ্গে উদ্গারাদি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ উদরাধ্মানবশতঃ আমরসকর্ত্তৃক শরীরে পৃষ্ঠাদি গ্রন্থিস্থানে বেদনা বা শরীরের অবসন্নতা অনুমিত হইলে এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগীর সেইসমস্ত উপদ্রবও অনেকাংশে দূরীভূত হয়। প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—বাতিক গ্রহণীরোগে রোগীর উদরাধ্মান পরিলক্ষিত হইলে এবং উদরাধ্মান বশতঃ আমরস কর্ত্তৃক শরীরের গ্রন্থিস্থলে (কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে) বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদিবশতঃ যাহাদের শরীর অত্যন্ত কৃশ, তাহাদিগের বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান থাকিলে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা বৈকালে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—গ্রহণীরোগে উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে এবং বায়ু-পিত্তাশ্রিত অন্যান্য উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গ্রহণীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রমেহ ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধের সেবনে সমধিক উপকার হয়। উদরাধ্মানের প্রকোপবশতঃ কটিশূল এবং পৃষ্ঠশূলাদি লক্ষণসমূহও এই ঔষধের প্রভাবে নিবারিত হইয়া থাকে। বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে এক-একটি বটী প্রযোজ্য। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চিন্তামণিরস। রসসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা এবং স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা; এইসমস্ত ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

গ্রহণীরোগে আমবাত-চিকিৎসা

বাতগজেন্দ্রসিংহ—সংগ্রহ গ্রহণীরোগে অথবা বাতিক বা বাতশ্লেষ্মাশ্রিত গ্রহণীরোগে দীর্ঘকাল পরে আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়

অর্থাৎ গ্রীবা, কটিদেশ প্রভৃতি ের সন্ধিস্থানে সমধিক বেদনা অনুভূত হয়; অথবা উদরাময়ের প্রকোপবশতঃ কাহারও হস্তপদাদি অসাড় বোধ হয়; এইরূপ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ। স্বাভাবিক কোষ্ঠে উষ্ণজল; বায়ু এবং পিত্তপ্রধান অবস্থায় ত্রিফলার জল ও মধু ২।৩ ফোঁটা।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। অভ্র, লৌহ, রস, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগার খৈ, বিষ, সৈন্ধবলবণ, লবঙ্গ, হিং ও জাতিফল; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

রামবাণরস—সংগ্রহ গ্রহণীরোগে রোগীর অঙ্গবিশেষে বা সর্ব্বাঙ্গে প্রবল বেদনা অনুমিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং আমরসের পাচক। আমরস দ্বারা যেসমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়, সেইসমস্ত রোগেও ইহা প্রযোগ করা যায়। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে জীরাচূর্ণ ও মধু। উদরাময়াশ্রিত শোথে শ্বেতপুনর্ণবার রস ও মধু।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতেশ্বররস—গ্রহণীরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ সংগ্রহ গ্রহণীরোগে কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও আমরস-পাচক। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ; স্বাভাবিক কোষ্ঠে উষ্ণজল।

আমবাতেশ্বররস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ২ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ) ক্বাথ দ্বারা ২০ বার ভাবনা দিয়া পরে পদ্মগুড়ুচীর রসে ১০ বার ভাবনা দিবে। ঔষধ শুষ্ক হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ঔষধের সমান সোহাগার খৈ এবং তাহার অর্দ্ধাংশ বিটলবণ ও মরিচচূর্ণ লইবে। তেঁতুলের খোসাভস্ম ও দন্তীমূলচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৩ রতি।

গ্রহণীরোগে পথ্য-বিধি

অতিসাররোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যেসমস্ত পথ্য নিরূপিত হইয়াছে, গ্রহণীরোগেও নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে সেইসকল পথ্য প্রদান করিবে।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-চিকিৎসা

অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ—অগ্নিমান্দ্যরোগে অল্পমাত্রভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং কফজনিত বিবিধ রোগ (আলস্য, নিদ্রাধিক্য, মাথায় ভার, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জড়তা) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ—অধিকমাত্রায় ভোজন করিলেও অতিশীঘ্র পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভস্মক ইহার নামান্তর। এই রোগে তৃষ্ণা, কাস, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, দাহ, মলের শুষ্কতা, মোহ, শ্রমবোধ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিষমাগ্নির লক্ষণ—বিষমাগ্নিরোগে অল্পপরিমাণে ভোজন করিলে কখনও যথাসময়ে, কখনও বা কালবিলম্বে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণের লক্ষণ—আমাজীর্ণে দেহের গুরুতা অর্থাৎ ভার-বোধ, বমনবেগ, গণ্ড এবং চক্ষুর পাতায় শোথ ও আহার্য্যদ্রব্যানুরূপ মধুরাদিরসাত্মক উদ্গার প্রকাশ পায়। আমাজীর্ণ কফের প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ—বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্ত-জনিত বহুবিধ রোগ, ধূমের উদ্গীরণবৎ অম্লোদ্গার, ঘর্ম্ম এবং দাহ প্রকাশ পায়। বিদগ্ধাজীর্ণ পিত্তের প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ—বিষ্টব্ধাজীর্ণে শূল, উদরাধ্মান, বায়ুজনিত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, শরীরের স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও শরীরের বেদনা—

এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিষ্টব্ধাজীর্ণ বায়ুর প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রসশেষাজীর্ণের লক্ষণ—রসশেষাজীর্ণে অন্নে বিদ্বেষ, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি ও গুরুতা প্রকাশ পায়। এই অজীর্ণ ভুক্তান্নজাত রসধাতুর অবশিষ্টাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচিকার লক্ষণ—বিসূচিকারোগে মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাত ও পায় খালধরা, হাই, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অলসকরোগের লক্ষণ—অলসকরোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ; এই রোগে উদরাধ্মান ও মোহ উপস্থিত হয়, রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে, অধোগত বায়ু এবং মলের অনির্গম, কুক্ষিদেশস্থ বায়ুর অধোপ্রতিরুদ্ধগতি অর্থাৎ অধোদিকে নির্গত না হইয়া হৃদয় ও কণ্ঠাদিস্থানে ধাবিত হওয়া ; অলসকরোগে এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিলম্বিকার লক্ষণ—বিলম্বিকারোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ ভুক্তদ্রব্য দূষিত হইলে উর্দ্ধ ও অধোমার্গে চালিত হয় না, এইপ্রকার কষ্টদায়ক রোগকে বিলম্বিকা কহে।

অজীর্ণরোগে উপদ্রব—মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ হইতে লালাস্রাব, শরীরের অবসন্নতা ও ভ্রম ; এইসমস্ত উপসর্গ অজীর্ণরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অজীর্ণরোগে আমরসের কার্য্য—অজীর্ণতাবশতঃ অপক্করস দেহের যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থানেই অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানেও অল্প বেদনা প্রকাশ পায়। অনন্তর বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে যে দোষ শরীরকে আক্রমণ করে, সেই দোষের লক্ষণ এবং আমজনিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইযা থাকে।

বিসূচিকারোগে উপদ্রব—নিদ্রানাশ, শরীরের গ্লানিবোধ, কম্প, মূত্ররোধ ও অজ্ঞানতা ; এই পাঁচটি বিসূচিকারোগের ভয়ঙ্কর উপদ্রব।

বিসূচিকা এবং অলসকরোগের অরিষ্ট লক্ষণ—যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত এবং

মোহ, বমন, ক্ষীণস্বর ও সন্ধিসমূহের শিথিলতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনের আশা থাকে না।

অগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা-বিধি

অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা (কলেরা), অলসক, বিলম্বিকা এবং বক্ষ্যমাণ অম্লপিত্ত—এই কয়েকটি রোগে প্রধানতঃ পাচকাগ্নির ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু অতিসার ও গ্রহণীরোগের পাচকপিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ কারণে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া মলকে দ্রবীভূত করে, সেইজন্যই ঐসমস্ত রোগে পাতলা দাস্ত হয়, কিন্তু অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে শরীরস্থ বাতাদি-দোষবশতঃ অথবা বিবিধ অহিত-দ্রব্যসেবনে পিত্ত দূষিত (মন্দীভূত) হইলেও সর্ব্বদা জলবৎ পাতলা দাস্ত হয় না। অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণরোগ হইতে আহারাদির ব্যতিক্রম ও ঋতুবিপর্য্যয়বশতঃ প্রায়শঃ অতিসার অথবা গ্রহণী উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ দীর্ঘকালস্থিত মৃদুবেগযুক্ত পুরাতন জ্বর হইতে অনিয়মবশতঃ সহসা বিবিধ উপদ্রবযুক্ত নবজ্বরের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অগ্নিমান্দ্য হইতেও অতিসার অথবা গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পুরাতন অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগ অথবা ঋতু-বিপর্য্যয়, শোথ ও দূষিত পানীয় প্রভৃতি বিবিধ কারণ হইতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ সমুৎপন্ন হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত বা মন্দীভূত করতঃ অন্যান্য রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, অথবা অন্যান্য রোগের কারণস্বরূপ হয়। অজীর্ণরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে উহা হইতে কালপ্রকর্ষে বিসূচিকা, অলসক প্রভৃতি রোগ সহসা সমুৎপন্ন হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস—বিসূচিকা (কলেরা), অলসক বা বিলম্বিকারোগ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পূর্ব্ব হইতে অথবা অন্ততঃ ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে অগ্নির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে, কিন্তু তখন রোগী বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারে না। অনন্তর ঐ দোষ সঞ্চিত হইলে সহসা আহারাদি নিয়মের ব্যতিক্রম বা দৈহিক যন্ত্রাদি ক্রিয়ার বিপর্য্যয়বশতঃ বিসূচিকাদি রোগের উৎপত্তি হয়।

যেরূপ নবজ্বর বা পুরাতন মৃদুজ্বরে স্নানাহারাদি ক্রিয়ার বিপর্য্যয়বশতঃ সহসা মৃত্যুপ্রদ সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অজীর্ণরোগ হইতে সহসা প্রাণনাশক বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগের উৎপত্তি হইতে

পারে। এইসমস্ত রোগে বাতাদিদোষ শরীরে অত্যন্ত প্রকুপিত হয়; সুতরাং ইহার চিকিৎসাকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অগ্নিমান্দ্যরোগে কফের প্রকোপবশতঃ পাচকাগ্নি হীনবল হয় ও ভুক্তান্ন দীর্ঘকালে পরিপক্ক হয়। আমাজীর্ণরোগেও কফের প্রবলতাবশতঃ তদ্রূপ পাচকাগ্নি হীনবল হওয়াতে ভুক্তান্নের যথাসময়ে পরিপাক হয় না এবং তজ্জাত রস শিরা ও ধমনী দ্বারা শরীরের বিবিধ স্থানে চালিত হইয়া চক্ষু-গোলকে শোথ (ফুলা) এবং গাত্রবেদনা প্রভৃতি উৎপাদন করে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তান্নের অনিয়মিতরূপে পরিপাক হয, কিন্তু ঐ বিষমাগ্নিরোগও আবার বিবিধকারণে বিষ্টব্ধাজীর্ণে পরিণত হইতে পারে। এই বিষ্টব্ধাজীর্ণে বায়ুর প্রকোপবশতঃ ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপক্ক না হওয়ায় উদরাধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন হয়। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হইলেও পিত্তের বিকৃতিহেতু তৃষ্ণা, কাস, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। বিদগ্ধাজীর্ণেও পিত্তের বিকৃতিবশতঃ তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে কাহারও মতে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে যথাক্রমে বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু এই মত যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু বিলম্বিকারোগে বাতশ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। বিসূচিকারোগেও বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ অনেকাংশে দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উহা অত্যন্ত ভয়জনক ও মারাত্মক। আবার অলসক ও বিলম্বিকা উভয়রোগেই বাতশ্লেষ্মার প্রকোপের লক্ষণ পরিব্যক্ত হইযা থাকে; কিন্তু অলসক-রোগে বায়ুর প্রকোপই অধিক লক্ষিত হয় এবং সেইজন্যই ঐ রোগে তীব্র শূলাদি উপস্থিত হয় এবং মলমূত্র রুদ্ধ হয়। উহার চিকিৎসা আমাশয়াদিগত বাতের ন্যায়। এই অলসকরোগ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইয়া থাকে। বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা এই ত্রিবিধ রোগই শীঘ্র প্রাণনাশক; সুতরাং প্রথমে এই তিন রোগের উপদ্রব-নিবারণার্থ চেষ্টিত হইবে।

বাতাদির প্রকোপবশতঃ ত্রিবিধ অগ্নিমান্দ্যের উৎপত্তি পূর্ব্বে বর্ণিত

হইয়াছে ; কিন্তু শাস্ত্রকারগণ সমাগ্নিকে রোগমধ্যে ধরিয়া চতুর্ব্বিধ অগ্নিমান্দ্য-রোগ স্বীকার করেন ; অথচ প্রকৃতপক্ষে সমাগ্নি রোগমধ্যে গণনীয় নহে, কারণ তজ্জন্য কোন উপদ্রবের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। তীক্ষ্ণাগ্নিবশতঃ যেরূপ মূর্চ্ছা ও কাসাদি উপদ্রব জন্মে, সমাগ্নি বিদ্যমানসত্ত্বে দেহীর তাদৃশ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। শ্লেষ্মাদি দোষত্রয়ের প্রকোপবশতঃ অজীর্ণরোগ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং রসশেষবশতঃ চতুর্থ অজীর্ণ, দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ এবং প্রতিদিনগত বিকাররহিত ষষ্ঠ অজীর্ণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অজীর্ণের মধ্যে পঞ্চম অজীর্ণে ভুক্তদ্রব্যের অহোরাত্রে পরিপাকক্রিয়া সমাধা হয়, কিন্তু দীর্ঘকালে পরিপাকপ্রাপ্ত হইলেও উদরাধ্মান, উদ্গার প্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব লক্ষিত হয় না ; কিন্তু পুনঃপুনঃ ঐরূপ অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন দ্বারা বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ উহাকে রোগমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অজীর্ণেও প্রত্যহ ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণতা দিন ব্যাপিয়া লক্ষিত হয় অর্থাৎ আহারের পর অষ্টপ্রহরের মধ্যে ক্ষুধাবোধ হয় না, কিন্তু ঐরূপ অজীর্ণে পূর্ব্বমত উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

ঐরূপ সর্ব্ববিধ অজীর্ণরোগেই অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন করা অন্যায় ; যেহেতু অপরিপাকসত্ত্বে ভোজন করিলে পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, উদরাধ্মান ও দাহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চতুর্থ রসশেষাজীর্ণে ভুক্তদ্রব্য হইতে উৎপন্ন রস বায়ু দ্বারা হৃদয়ে নীত হইয়া হৃদয়ের গুরুতা এবং বেদনা উৎপাদন করে। এইরূপ আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, মন্দাগ্নি এবং বিষমাগ্নি প্রভৃতি রোগেও আমবাতের লক্ষণ প্রধানতঃ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-কার্য্যের সুবিধার জন্য অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও বিসূচিকা প্রভৃতি পাচকাগ্নির বিকৃতিজনক রোগসমূহকে প্রাচীন চিকিৎসকগণ একই শ্রেণীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু একই ঔষধ দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। যথা—অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ বিষমাগ্নি, বিষ্টব্ধাজীর্ণ (বাতাজীর্ণ), অলসক ও বিলম্বিকা প্রভৃতি রোগে সমান উপকারী।

অগ্নিমান্দ্যরোগে সর্ব্বপ্রথমে রোগীকে লঘুপাকদ্রব্য অর্থাৎ পুরাতন সরু তণ্ডুলের অন্ন, মসূরের যূষ, মুগের যূষ, কই ও খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাটকা

মৎস্যের ঝোল পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। শীতল, বাসি অথবা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও আহার করিতে দিবে না। মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য আহার করা একেবারে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া সাগু, যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি পথ্য-প্রদানের ও উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ নিয়ম-পালন দ্বারাও অনেকাংশে রোগের লাঘব হয়; কিন্তু ঐসমস্ত-নিয়মপালনে অগ্নিমান্দ্য নিবৃত্ত না হইলে রোগীকে হুতাশনরস, বৃহৎ হুতাশনরস, অজীর্ণকণ্টকরস, লবঙ্গাদিবটী, শঙ্খবটী, অথবা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিতে দিবে এবং পূর্ব্বের উল্লিখিত পথ্য প্রয়োগ করিবে। ঐসকল ঔষধের সেবন দ্বারা আমাশয়স্থ শ্লেষ্মার লাঘব হইলে অগ্নি সবল হইতে থাকে। অগ্নিমান্দ্য অবস্থায় আহারের বিপর্য্যয় ঘটিলে আমাজীর্ণ, বিসূচিকা বা অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অতি সাবধানে আহারাদির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ অল্পপরিমিত ভুক্তদ্রব্যও প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে জীর্ণ হয় না। বায়ু প্রায়শঃই স্তম্ভিত থাকে; সুতরাং অগ্নির উদ্দীপক লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত অগ্নিমান্দ্যে যেসমস্ত পথ্য বিহিত হইয়াছে, বিষমাগ্নিরোগেও ঐসমস্ত পথ্য বিবেচনা-পূর্ব্বক আহার করিতে দিবে। বিশেষতঃ বিষমাগ্নিরোগে বায়ুর অনুলোম-কারক লঘুপাক-পথ্য-প্রয়োগ এবং উষ্ণজল-পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করান আবশ্যক। রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া যবমণ্ড (বার্লি), সাগু প্রভৃতি পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইসমস্ত নিয়মের প্রতিপালন দ্বারা রোগের লাঘব না হইলে বড়বানলচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণ ও শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পথ্য প্রদান করা উচিত। উপযুক্ত ঔষধ এবং উপযুক্ত পথ্য যথানিয়মে সেবন করিলে যখন পাচকাগ্নি স্বীয় অবস্থা ধারণ করে, তখন ভুক্তদ্রব্য পূর্ব্ববৎ নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ জীর্ণ হইতে থাকে এবং প্রত্যহ যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও ভোজনের ইচ্ছা পূর্ব্ববৎ বলবতী হইয়া থাকে। এইসমস্ত লক্ষণ দ্বারা রোগের উপশম বুঝিতে পারা যায়।

তীক্ষ্ণাগ্নি অর্থাৎ ভস্মকরোগে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই রোগীকে পুনরায় আহার করিতে দিবে, যেহেতু পরিপাককার্য্যের অবসর না হওয়াতে

অগ্নি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে দীর্ঘকালান্তে ভোজন দ্বারা পাচকাগ্নি প্রবল হইয়া ধাত্বাদি শোষণপূর্ব্বক রোগীকে নিহত করিতে পারে, সুতরাং তীক্ষ্ণাগ্নি-ব্যক্তিকে শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরুপাকদ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। মাহিষদুগ্ধ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির প্রধান পথ্য ও আহারান্তে দিবানিদ্রা একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়ম পালন-পূর্ব্বক উড়ুম্বরযোগ, উড়ুম্বরাদিপায়স রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্ত-প্রশমনার্থ রোগীকে ত্রিফলালৌহ, সপ্তামৃতলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐসকল ঔষধ সেবন করিলে পিত্ত শমতা প্রাপ্ত হয়। পিত্তের শমতা হইলে যথানিয়মে পরিপাকক্রিয়া সমাধা হয় এবং পিপাসা, দাহ ও ভ্রান্তি প্রভৃতি উপদ্রবের লাঘব হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণরোগে শ্লেষ্মার লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে; বিশেষতঃ ক্ষুধা প্রায়শঃ অনুভূত হয় না এবং শরীর স্তম্ভিত থাকে। এই অবস্থায় রোগীকে প্রথমতঃ বচাদিপানীয় বা পিপ্পল্যাদিপানীয় সেবন করাইবে অথবা ধন্যাকক্বাথ প্রয়োগ করিয়া দোষের সংশোধন করিবে। অনন্তর অগ্নিমান্দ্যের ন্যায় লঘুপথ্য, উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল-পান এবং অজীর্ণকণ্টকরস, বৃহৎ হুতাশনরস, লবঙ্গাদিবটী ও শঙ্খবটী প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে নিয়ম-পালন-পূর্ব্বক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণরোগে আহারের নিয়ম-পালন বিশেষ আবশ্যক। আহারের নিয়ম-পালন ও লঘুপাক পথ্য সেবন না করিলে শত ঔষধ সেবন করিলেও রোগের প্রতীকার হয় না। বিশেষতঃ অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতে সমর্থ, তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। দধিদুগ্ধাদি শীতল ও জলীয় দ্রব্য কখনও ভোজন করিতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু সাগু বা যবমণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য তরল হইলেও উহা লঘুপাক; সুতরাং রাত্রিতে উহা ভোজন করিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অজীর্ণরোগীর পক্ষে আহারাদির নিয়ম-প্রতিপালনের ন্যায় শারীরিক ব্যায়ামও অত্যন্ত উপকারী।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, উদরে বেদনা প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। কটিদেশে এবং পৃষ্ঠাদিস্থানেও সময় সময় বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে ও শরীরের গুরুতা অনুমিত

হয়। শারীরিক অবস্থাভেদে এইসমস্ত লক্ষণের অনেক স্থানে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাহারও বা বাতাজীর্ণে উদরাধ্মান অধিক হয়, কাহারও বা উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের আতিশয্য হইয়া থাকে; এইরূপ উদরের বেদনায় অনেক চিকিৎসক শূলরোগানুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যাহা হউক রোগীর উদরাধ্মানের আতিশয্য হইলে হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ-সেবনের ব্যবস্থা করিবে। উহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বায়ুজনিত বেদনার অনেকাংশে লাঘব হয়। বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ ঐরূপ অবস্থায় নিদ্রার অল্পতা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে তৎসঙ্গে চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উদরে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল থাকিলে বৃহৎ শঙ্খবটী, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, রাজবল্লভরস বা শূলহরণযোগ প্রভৃতি অনুপান-বিশেষে সেবন করিতে দিবে। যদি ঐসকল ঔষধ ধারক-গুণযুক্ত হইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায়, তথাপি আগ্নেয়-গুণাধিক্যবশতঃ উহা বাতানু-লোমক অনুপান-সহযোগে সেবন করাইলে বেদনার নিবৃত্তি করে। কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধের ব্যবহারকালে মধ্যে মধ্যে হরীতকী-খণ্ড বা সুকুমারমোদক সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিবে।

বাতাশ্রিত শূল ও বাতাজীর্ণরোগে শূলের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যদিও বাতিক শূলের ন্যায় বাতাজীর্ণরোগেও কটিদেশ, পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়; তথাপি উদরাধ্মানই অজীর্ণ-রোগের প্রধান লক্ষণ। বাতাশ্রিত শূলরোগ অন্নজীর্ণকালে এবং বায়ুর প্রকোপকালে, সন্ধ্যার সময়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ও শীতকালে প্রবল হয়। অজীর্ণ-রোগে ঐরূপ শূলোৎপত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, ইহাতে প্রায়শঃ বেদনা থাকে। বিশেষতঃ রাত্রিতে অধিক হয় এবং উদরাধ্মান ও অজীর্ণদোষ হ্রাস পাইলে ঐ বেদনাও অনেকাংশে হ্রাস পায়, কিন্তু বাতাজীর্ণজনিত শূল দীর্ঘ-কালস্থায়ী হইলে বক্ষ্যমাণ শূলরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। অজীর্ণাশ্রিত শূলরোগে কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বেদনার হ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হয়। অজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকসময়ে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলে তৎকালে বেদনা-নিবারণার্থ আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; কিন্তু

অজীর্ণদোষে শূলরোগ প্রকাশ পাইলে অগ্নির উদ্দীপক মৃদু-বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় কটিদেশ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা লক্ষিত হয়, তাহা অজীর্ণদোষ নষ্ট হইলেই প্রায়শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে। শূল-চিকিৎসার চিকিৎসাবিধিস্থলে সেইসমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

বিদগ্ধাজীর্ণরোগে অম্লোদ্গার, হৃদয়ে ভারবোধ ও দাহ প্রভৃতি যে-সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, বক্ষ্যমাণ ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেও ঐসকল লক্ষণ অনেকাংশে লক্ষিত হয়। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে অনেক সময় ভোজনাবস্থায়, কখনও বা ভোজনের পূর্ব্বে বিবিধ তিক্তরস বা অম্লরসসংযুক্ত বমন হইয়া থাকে এবং জরাদি অন্যান্য উপসর্গও প্রধানতঃ প্রতীয়মান হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে রোগীকে শীতল জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক ; যেহেতু শীতলপানীয় ব্যবহার করিলে বিদগ্ধান্নের পরিপাকক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং জলের শীতলতা ও দ্রবত্ব গুণ বিদ্যমান থাকায় পিত্ত প্রশমিত ও অন্ন অধোদেশে নীত হয়। এই রোগে রোগীকে লঘুপাক পিত্তনাশক দ্রব্য, যথা—পলতা, হিঞ্চা, নিমের ঝোল ও বেতের ডগা প্রভৃতি তরকারী পথ্য প্রদান করিবে। অম্লরসযুক্ত বমন বা শূলাদি প্রকাশ পাইলে ধাত্রীলৌহ, সপ্তামৃত-লৌহ এবং অন্যান্য উপদ্রব-নিবারণার্থ ত্রিবৃতাদিমোদক ও লবঙ্গাদ্যমোদক প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে ভোজনের ব্যতিক্রমবশতঃ অম্লপিত্তাদি রোগ এবং পিত্তজনিত শূলরোগ উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যে পর্য্যন্ত ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে জীর্ণ না হয় ও বুকজ্বালা, অম্লোদ্গার প্রভৃতি উপসর্গের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ যথানিয়মে ঐসমস্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রসশেষাজীর্ণে রোগীকে দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাতস্থানে অবস্থান এবং শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অভুক্ত অবস্থায় দিবানিদ্রা রসশেষাজীর্ণের প্রধান ঔষধ। দিনপাকী পঞ্চম অজীর্ণ ও ষষ্ঠ অজীর্ণ, যাহা শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, তন্নিবারণার্থ বৃহৎ শঙ্খবটী, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি ঔষধ সমধিক উপযুক্ত এবং রোগের মূলদোষনাশক। ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করিলে ভুক্তদ্রব্য অল্পসময়ে জীর্ণ হয় ও পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে।

বিসূচিকা (কলেরা)-রোগ শীঘ্রই প্রাণনাশক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেসমস্ত কারণে ঐ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যে অনেকস্থলে জল ও বায়ুর পরিবর্ত্তনই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগে শীঘ্রই ইন্দ্রিয়শক্তি নাশ করে। বোধ হয় পুরাকালে (আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি-কালে) কলেরারোগ ঐরূপ প্রাণনাশক ছিল না, তাহা হইলে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করিতেন। বর্ত্তমানে এই রোগ ক্রমশই সাংঘাতিক ও সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ জলবায়ুর দোষ এবং আহার ও নিদ্রার বিপর্য্যয় এই রোগের প্রধান কারণ। দূষিত জল বা দূষিত বায়ু শরীরে প্রবেশ করিলে অনেক স্থানে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রীষ্মকালে শীত, শীতকালে গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর বিপর্য্যয়বশতঃ এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। একঘরে এক-জনের এই রোগ উৎপন্ন হইলে অন্যান্য লোকও এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মলমূত্রাদি দ্বারা দূষিত জলবায়ুর দোষে, পল্লী, গ্রাম ও নগরবাসী লোক ঐ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং উহাকে সংক্রামক বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন গ্রীষ্মাতিশয্যে অগ্নির মন্দতা-প্রযুক্ত অথবা ভয়, শোক প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেও এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ঐ রোগ যখন পল্লীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আতঙ্কের সঞ্চারবশতঃ রোগের সংক্রামকতা বৃদ্ধি পায়। তাহার কারণ এই—ভয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না এবং ক্ষুধা হ্রাস হয় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পায়, সুতরাং পল্লীগ্রামস্থ লোকের এই সময়ে যাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, তদ্রূপ কার্য্য করা ও অন্নপানীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেসমস্ত বিসূচিকারোগে কেবলমাত্র পিত্তের প্রকোপ-বশতঃ প্রবলাতিসার, দাহ, বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইসমস্ত বিসূচিকারোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া দ্বারা দোষের সংশোধন হইতে পারে। ঐ-সকল বিসূচিকারোগে দাহ, বমন ও ঘর্ম্মনিবারক বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বক্ষ্যমাণ ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নষ্ট হইলে পশ্চাৎ ধারক ঔষধ অর্থাৎ অমৃতার্ণবরস, মহাগন্ধক, সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্তের প্রকোপবশতঃ বিকার লক্ষিত হইলে বৃহৎ রত্নগর্ভ, কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) প্রয়োগ করিলে অনেকাংশে উপকার লক্ষিত হয়। বিসূচিকারোগে

যেস্থানে শ্লেষ্মার আতিশয্য দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে বায়ু বা পিত্ত মিলিতভাবে তাহার সঙ্গে প্রায়শঃ প্রকাশ পায়, অনেক স্থানে দোষত্রয়ের প্রকোপের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

বিসূচিকারোগ একদোষোৎপন্ন হয় না, তন্নিবন্ধন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিবিধ যুক্তি দ্বারা "অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধমিত্যাদি" শ্লোকে আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগ উৎপন্ন হয়। এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া "অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিভ্রমো বলবান্ ভবেৎ" এই শ্লোকার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে; প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ রোগে তিন দোষের বা দুই দোষের প্রকোপই দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহার চিকিৎসাকালে দোষসমূহের (বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা বা বাতপিত্তশ্লেষ্মা) প্রকোপ-লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসার ন্যায় বিসূচিকারোগের উপদ্রবগুলি হ্রাস পাইলে রোগও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রবগুলি ক্রমান্বয়ে কালবিলম্বে প্রকাশ পায়। বিসূচিকারোগের উপদ্রব মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকাশ পায় ও তদ্দ্বারা রোগীর আশু জীবন নষ্ট হইতে পারে, সুতরাং অতি সাবধানে সত্বর তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ যেসমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়, তজ্জন্য বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মৃগমদাসব, মৃতসঞ্জীবনীসুরা ও বৃহৎ সূচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ঐসমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লৈষ্মিক উপদ্রব অর্থাৎ নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা ও শরীরের শীতলতা এবং জ্ঞানলোপ প্রভৃতি শীঘ্রই দূরীভূত হয়, কিন্তু ঐসমস্ত শ্লৈষ্মিক উপদ্রবসমূহ বায়ুর প্রকোপ-জনিত উদরাধ্মান, দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ, খালধরা, কম্প প্রভৃতি উপদ্রবের সহিত বা অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পায়। এই উভয়বিধ লক্ষণ মিলিত হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লৈষ্মিক-বিকারোক্ত ঔষধগুলি শ্লেষ্মদোষ বিদূরিত করিয়া বায়ুজনিত উপদ্রবগুলি বিনষ্ট করিয়া থাকে, তথাপি বিসূচিকারোগে বায়ু এত বলবান্ হইয়া রোগীর শীঘ্রই বিনাশসাধন করে যে, তজ্জন্য বাতঘ্ন ক্রিয়া সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়। দারুষট্‌কপ্রলেপ ও যবপ্রলেপ প্রভৃতি ঔষধ আমাশয় ও পক্বাশয়গত বাতনাশক। উদরাধ্মান-নিবারণার্থ হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি, ত্রিকট্বাদ্যবর্ত্তি যাহা প্রয়োগ করা হয়, তাহাও পক্বাশয়গত বায়ুর অনুলোমকারক।

বিম্বিকাত্মপ্রলেপাদি বস্তিগত বায়ুনাশক। খল্লী অর্থাৎ খালধরা ও মূত্র-সংজননার্থ যেসমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা শিরাগত বাতনাশক; এইরূপে বায়ুনাশক ঔষধসকল এবং শ্লেষ্মনিবর্ত্তক ঔষধসমূহ বিসূচিকারোগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিসূচিকারোগে পিপাসা, বমন, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপস্থিত হইলে যেসমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহার অনেক ঔষধই পাচকাগ্নির এবং কতকগুলি ভ্রাজকাগ্নির ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত করিয়া ঐসকল উপদ্রবের নিবৃত্তি করে। এইসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিসূচিকারোগের উপদ্রবসমূহ বিনষ্ট হয়। সুতরাং উহা ত্রিদোষগত অর্থাৎ সান্নিপাতিক, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়াই বাতশ্লৈষ্মিক বিকারে পরিণত হইয়া থাকে।

বিসূচিকা (কলেরা)-রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক; যেহেতু রোগের কারণ নির্ণীত না হইলে তাহার চিকিৎসা করা বড়ই কঠিন। অজীর্ণদোষে দুই-একবার পাতলা দাস্ত বা বমন দ্বারা এই রোগ প্রকাশ পাইলে অজীর্ণদোষ-সংশোধনে চেষ্টিত হওয়া এবং রোগীর বমন ও মল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বমনে দুর্গন্ধযুক্ত ভুক্ত-দ্রব্য এবং মলের সঙ্গে ঐরূপ ভুক্তদ্রব্যের কণিকা নির্গত হইলে অজীর্ণদোষে বিসূচিকা উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ভাস্করলবণ, মহাশঙ্খবটী ও স্বল্পাগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহাতে দাস্ত অথবা বমন বন্ধ হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; যেহেতু অজীর্ণ-ভুক্তদ্রব্য নির্গত না হইলে সহসা উদরাধ্মানের সম্ভাবনা; কিন্তু পুনঃপুনঃ বমনে যখন আর দূষিত পদার্থ নির্গত না হইয়া কেবল জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, তখন বমন-বন্ধ-কারক চন্দ্রকান্তিরস ও পিপ্পল্যাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য কারণে বিসূচিকা উৎপন্ন হইলে রোগীর দাস্ত বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। কারণ দাস্ত বন্ধ হইলে উদরাধ্মান দ্বারা সহসা বিপদের আশঙ্কা। এই অবস্থায় অগ্নির উদ্দীপক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই রোগ অবস্থান্তরে পরিণত অর্থাৎ হাত-পায়ে খালধরা, ঘর্ম্ম, দাহ প্রভৃতি উপদ্রবসহ প্রকাশিত হইলে তখন অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় উপদ্রবনাশক-ঔষধ-সেবন ও বাহ্য-

প্রলেপ এবং স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু উপদ্রবসকল বিনষ্ট না হইলে রোগ কোনওরূপে প্রশমিত হয় না এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিসূচিকারোগে উপদ্রব-বিনাশার্থ চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য ; কারণ উপদ্রবসকল বিনষ্ট এবং নাড়ীর গতি প্রকৃতিস্থ হইলে রোগের লাঘব হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে বমন—বিসূচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন হইলে এবং বমনে কেবলমাত্র জলীয়পদার্থ উত্থিত হইলে বমন-নিবারণার্থ চন্দ্রকান্তিরস, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ, বৃষধ্বজরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে এবং রোগীর উদরের ঊর্দ্ধভাগে সরিষা বাটিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ দিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বমনের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগীর উদরাধ্মানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অল্প বমন থাকিলে প্রথমে উদরাধ্মান-নিবারণের চেষ্টা করিয়া পশ্চাৎ বমন-নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিবে। যেহেতু বমনের নিবৃত্তি হইলে প্রথমেই সহসা আধ্মান দ্বিগুণিত হইয়া রোগীকে বিপন্ন করিতে পারে।

বিসূচিকারোগে হিক্কা—বিসূচিকারোগে হিক্কা প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং এই হিক্কা ক্রমশঃ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সুতরাং প্রথমাবস্থায়ই উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। হিক্কা প্রকাশ পাইলে রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রয়োগ করিবে এবং রাইসরিষা মর্দ্দন করিয়া রোগীর ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে। এই অবস্থায় শ্বাসের প্রকোপ লক্ষিত হইলে শ্বাস-নিবারণের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ কবাও আবশ্যক।

বিসূচিকারোগে পিপাসা—বিসূচিকারোগে পিপাসার আধিক্য হইলে শীতল জলে কর্পূর দিয়া সেই জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসাব লাঘব হয় এবং পাকস্থলীতে পিত্তের আগ্নেয়-ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ কর্পূরের উত্তেজক গুণ বিদ্যমান থাকায় উহা নাড়ীর গতিকে প্রকৃতিস্থ করে, অথবা লবঙ্গসিদ্ধজল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। বিসূচিকারোগে সময় সময় জম্বুকাথ বা তৃষ্ণান্তকরস প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও রোগীর পিপাসার অনেক লাঘব হয়। অনেকেই এই রোগে পিপাসা উপস্থিত হইলে জল প্রদান করা যুক্তিযুক্ত মনে

করেন না ; কিন্তু এই রোগে পিপাসায় রোগী অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ে, সুতরাং জলপ্রদান বিশেষ কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে মূত্ররোধ—বিসূচিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে প্রস্রাব করাইবার জন্য বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য; কারণ প্রস্রাব ও দাস্ত বন্ধ হইলে শীঘ্রই উদরাধ্মান দ্বিগুণিত হয়। উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইলেও অনেক স্থানে কালবিলম্বে প্রস্রাব হয়, কোনও স্থানে প্রস্রাব হয় না ; সুতরাং উদরাধ্মান এবং মূত্ররোধ-নিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রস্রাব করাইবার জন্য বটপত্রীপ্রলেপ বস্তীস্থানে প্রয়োগ করিবে ; অথবা স্থলপদ্মের রস ইক্ষুচিনি-সহযোগে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু সম্যগ্‌রূপে উদরাধ্মানের নিবৃত্তি এবং অগ্নি সবল না হইলে প্রস্রাব হয় না, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্রাব হইলে রোগের প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান—বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান হইলে তাহার নিবারণার্থ সর্ব্বদা চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য ; যেহেতু বিসূচিকা-রোগে উদরাধ্মান রোগীর আশু মারাত্মক উপসর্গ, এরূপ অবস্থায় দারুষট্‌কপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে। উদরাধ্মান হ্রাস না পাইলে বর্ত্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ বর্ত্তিপ্রয়োগ দ্বারা বায়ু অনুলোম হইলে উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হয়। বর্ত্তিপ্রয়োগের সঙ্গে স্থায়ী উপকারের জন্য বায়ুনাশক চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মানকালে মূত্র বন্ধ হইলে তাহার জন্য বস্তিস্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে বেদনা—বিসূচিকারোগে রোগীর উদরে বেদনা থাকিলে উদরে তার্পিনতৈল মাখাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। ইহাতে উদরের বেদনার লাঘব হয়, বিশেষতঃ উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে ঘর্ম্ম—বিসূচিকারোগে অধিক ঘর্ম্ম হইলে রোগীর গাত্রে পুনঃপুনঃ আবির মাখাইবে। একবার ঘর্ম্মের লাঘব হইয়া পুনরায় ঘর্ম্মের উদ্রেক হইলে সেই সময় পুনরায় আবির মাখাইবে।

এইরূপে উপর্য্যুপরি আবির মাখান উচিত। এই অবস্থায় প্রবালভস্ম ২।১ রতি-মাত্রায় মধুর সহিত সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিসূচিকারোগে খল্লী—বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীর হাতে-পায়ে খাল ধরিলে কুষ্ঠাদিতৈল বা স্বগান্ধতৈল তাহার হাতে ও পায়ে মর্দ্দন করাইবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা হাত-পায়ের খালধরা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বিসূচিকারোগে হিমাঙ্গতা—বিসূচিকারোগে রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে হাতে ও পায়ে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু রোগীর শরীর ঘর্ম্মাধিক্যবশতঃ শীতল হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া স্বেদ প্রদান করা আবশ্যক। কারণ ঘর্ম্মাধিক্যবশতঃ শরীর শীতল হইলে উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না; বরং উহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক মৃতসঞ্জীবনীসুরা (অভাবে ব্রাণ্ডি) ও তৎসঙ্গে পুষ্টিকর পথ্য সেবন দ্বারা অনেক উপকার হয় এবং মৃগনাভি-যোগ বা মৃগমদাসব অথবা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) সেবন দ্বারাও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনেক স্থানে এইরূপ অবস্থায় শরীর শীতল হইবার কারণ এই যে, সাধারণতঃ পিত্ত দ্বারাই শরীরের উষ্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু সেই পিত্তের ক্রিয়ার হ্রাস বা বিকৃতি হইলে আবার শরীরের শীতলতা প্রকাশ পায় এবং ঔষধ ও পুষ্টিকারক পথ্যাদি দ্বারা পিত্তের শমতা হইলে শরীর পুনর্বায় উষ্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ শরীর অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়িলে এবং নাড়ীর গতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মৃগনাভিযোগ ও মৃগমদাসব প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

বিসূচিকারোগে জ্ঞানলোপ—বিসূচিকারোগীর সংজ্ঞালোপ এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় অথবা নাড়ীর গতি অনুভূত না হইলে মৃগমদাসব, মৃগনাভিযোগ বা মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) সেবনে অনেক উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু বমনের প্রবলতাসত্ত্বে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগে অনেক স্থানে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। আবার অনেক স্থানে অনুপান-বিশেষে উহা প্রয়োগে সমধিক উপকার দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় যখন

অন্য কোন ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রোগীর জীবনের আশা থাকে না, তখন তাহার বয়স ও বলাবল বিবেচনা করিয়া বৃহৎ সূচিকাভরণ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক এবং ঔষধ-সেবনান্তে ঔষধের ক্রিয়া অনুভব করিয়া অর্থাৎ শরীর উষ্ণ ও চক্ষু রক্তাভ হইলে শৈত্যদ্রব্যাদি পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকারোগে শিরোবেদনা—বিসূচিকারোগে মাথায় উদ্বেগ ও বেদনা থাকিলে এবং শিরোদেশ অত্যন্ত উষ্ণ হইলে শীতল জলে বা বরফ-জলে কাপড় ভিজাইয়া রোগীর কপালে তাহা দ্বারা পুল্‌টিস্‌ প্রদান করিবে। চক্ষু রক্তবর্ণ হইলেও ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বিসূচিকারোগে শ্বাস—বিসূচিকারোগে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা প্রায়শঃ আবদ্ধ হয় না এবং প্রবল দাস্ত হওয়ায় বায়ুর অনুলোমবশতঃ শ্বাসের বেগ তাদৃশ প্রবল হয় না, কিন্তু উদরাধ্মান দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে শ্বাস প্রবল হইতে দেখা যায়; সেই অবস্থায় শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি বা বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উৎকট বিসূচিকারোগে প্রধানতঃ বায়ুর অনুলোমতার জন্য বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা এবং উদরাধ্মান ও মূত্ররোধ-নিবৃত্তি ও শারীরিক উষ্ণতা-রক্ষার প্রতি যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণসমূহ একবার কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এইজন্য যে পর্য্যন্ত নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবৎ অন্নপথ্য প্রদান করা নিতান্ত গর্হিত। বিশেষতঃ ক্ষুধার অনুদ্রেক অবস্থায় অন্নপথ্য প্রদান করিলে রোগ পুনরায় প্রকাশ পায়; অথবা উদরাময়, জ্বর প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সুতরাং ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যবমণ্ড (বার্লি) ও অন্নমণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে এবং যথারীতি ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি পথ্য দিবে।

বিসূচিকারোগ অন্যান্য কারণেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুপরিবর্ত্তন, গ্রীষ্মাতিশয্য, রোগের আক্রমণ-দর্শনে মনে ভয়ের উদ্রেক ও জলবায়ুর দোষ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে যে-সমস্ত বিসূচিকার উৎপত্তি হয়, তাহাতেও লক্ষণভেদে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ এবং বাহ্য প্রলেপাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যেসমস্ত

বিসূচিকারোগে শীঘ্রই অর্থাৎ ২।১ বার দাস্ত বা বমন হইয়াই নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় হয় বা নাড়ী একেবারে অনুভূত হয় না, সেই সমস্ত বিসূচিকারোগে ঔষধ প্রয়োগ করিবারও সময় পাওয়া যায় না অর্থাৎ শীঘ্রই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কখনও বা আশু বিপজ্জনক ২।১টি লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই রোগী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক বিসূচিকারোগে ২।১টি লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই যেসমস্ত ঔষধে শরীরের উষ্ণতা অথচ বাতাদির অনুলোমতা রক্ষা হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু বিসূচিকা-রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিকাংশ স্থলেই লক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং যাহাতে উদরাধ্মান নিবৃত্ত থাকে ও দাস্ত, প্রস্রাব প্রভৃতি বন্ধ না হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহ প্রয়োগের প্রতি মনঃসংযোগ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ যে ঘরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়, সেই ঘরের বা সেই বাটীস্থ অন্যান্য ঘরেও জল-বায়ু যাহাতে রোগীর মলমূত্র দ্বারা দূষিত হইতে না পারে, তাহার প্রতিকার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে প্রত্যেক ঘরের বায়ু-সংশোধনার্থ গন্ধক ও ধূনা জ্বালান উচিত এবং জল উষ্ণ করিয়া কাষ্ঠের কয়লা ও বালুকা দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া পান করা আবশ্যক। যখন বিসূচিকারোগ সংক্রামক হইয়া দেশব্যাপ্ত হয়, তখন গ্রামবাসীর মনে একটা ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহা নিবারণার্থ গ্রামে পূজা ও হরিনাম-কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য।

অলসকরোগে যদিও বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ই প্রকুপিত হয়, তথাপি সর্ব্বদা দরাধ্মান এবং মল ও মূত্ররোধ প্রভৃতি বায়ুর প্রকোপ-লক্ষণই অনেকাংশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিসূচিকারোগে যেরূপ বমন এবং দাস্ত হয়, অলসক-রোগে তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। মলমূত্রের অনির্গমনহেতু রোগী যাতনায় অস্থির হয়। অনেক স্থানে পিচ্‌কারী-প্রয়োগ দ্বারাও উদরস্থ মল নির্গত এবং মূত্রকারক-ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা মূত্র নির্গত হয় না। সময় সময় কাহারও তৃষ্ণা বা উদ্গার প্রকাশ পায়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সর্ব্ব-প্রথমে রোগীকে বমনকারক করঞ্জাদিপানীয় বা অন্যান্য যোগ প্রয়োগ দ্বারা বমন করাইবে। বমন দ্বারা দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হয়, কিন্তু বমন না হইলে উদরাধ্মান-নিবৃত্তিকারক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বায়ুর প্রতিলোমতাবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং বায়ুর অনুলোম হইলে রোগ

ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং দাস্ত ও প্রস্রাব সহজেই হইয়া থাকে। সুতরাং দারুষট্‌কপ্রলেপ অথবা যবপ্রলেপ উদরে প্রদান করিবে, অথবা কাঁজি অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া একটি পাত্র পূর্ণ করতঃ ঐ পাত্র দ্বারা যাবৎ আধ্মান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ উদরে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। ফ্লানেলের বস্ত্রাদি উষ্ণ না করিয়া তাহা দ্বারাও উদরে স্বেদ প্রদান করা যাইতে পারে; কিন্তু রোগের প্রবলতা লক্ষিত হইলে দারুষট্‌কপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক। অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য রোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ উপকার লক্ষিত হইয়াছে। রোগী পিপাসাক্রান্ত হইলে ভাজা ধনে-ভিজান জল অল্পপরিমাণে পান করিতে দিবে। উদরাধ্মান-নিবৃত্তির সঙ্গে মূত্রসঞ্জননার্থ বটপত্রীপ্রলেপ অথবা বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ বস্তিস্থানে প্রয়োগ করিলে মূত্র নির্গত হয়। এই অবস্থায় চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমকারক ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগীর দাস্ত বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে ত্রিকটুাদ্যবর্ত্তি, ফলবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিবে। উহাতে বায়ুর অনুলোমতা-সম্পাদন ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। এইসমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধের প্রয়োগে রোগীর উদরাধ্মান-নিবৃত্তি এবং মলমূত্রের নির্গমন দ্বারা রোগের প্রকোপ হ্রাস হইলে রোগীকে হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ, মহাশঙ্খবটী বা গুড়াষ্টক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগের পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলে বিরেচনার্থ ত্রিবৃতাদিবটিকা বা সুকুমার-মোদক এবং তৎসঙ্গে চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে দিনে ২।১ বার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগনিবৃত্তি হইলেও যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, তাদৃশ ঔষধও ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে অথবা পুনরায় ঐরূপ আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগের পুরাতন অবস্থায় উদরে বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন এবং চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বিলম্বিকারোগেও অলসকরোগের ন্যায় কষ্টদায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগেও উদরাধ্মান এবং ভুক্তদ্রব্যের ঊর্দ্ধ ও অধোগমনক্রিয়ার

অন্যথা পরিলক্ষিত হয়; ভুক্তদ্রব্যসকল একভাবে অবস্থিতি করে। রোগের প্রারম্ভে লবণ-মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমন করাইলে অনেক উপকার দর্শে; কিন্তু বমনের সময় অতীত হইলে বমন করাইবার চেষ্টা দ্বারা প্রায়শঃ বমন হয় না; এইরূপ অবস্থায় উদরাধ্মান-নিবারণার্থ যবপ্রলেপ, দারুষট্কপ্রলেপ এবং মূত্র সঞ্জননার্থ বটপত্রীপ্রলেপ বা আমলকীপ্রলেপ বস্তিস্থানে প্রয়োগ করিবে। উদরাধ্মান-নিবারণ এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য ফলবর্ত্তি, ত্রিকট্বাদ্যবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিলম্বিকারোগের প্রবলাবস্থায় অলসকরোগের ন্যায় অন্যান্য আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং পুরাতন অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনু-লোমকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেক চিকিৎসক এই অবস্থায় নিরূহণ (পিচ্কারী) প্রয়োগ দ্বারা দাস্ত করাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বর্ত্তিপ্রয়োগ দ্বারাই ঐ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। বিশেষতঃ এই রোগে বায়ু এত প্রবল হয় যে, উদরাধ্মান নিবৃত্তি হইলে বর্ত্তি-প্রয়োগ বা পিচ্কারি দ্বারা দাস্ত করাইবার চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে। উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইলে বিরেচনার্থ সুকুমারমোদক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-রোগে ঔষধ

বচাদিপানীয়—আমাজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের গুরুতা ও উদ্গার প্রকাশ পাইলে এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে অজীর্ণদোষের শান্তি হয়।

বচাদিপানীয়। বচচূর্ণ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা; উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া /১ সের পরিমিত উষ্ণজলে গুলিয়া আকণ্ঠ পান করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদিপানীয়—আমাজীর্ণরোগে বমনেচ্ছা, দেহের গুরুতা, ভুক্তদ্রব্যানুরূপ মধুর, লবণ বা তিক্তাদি-রসযুক্ত উদ্গার প্রকাশ পাইলে এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে অজীর্ণ-দোষের নিবৃত্তি হয়।

পিপ্পল্যাদিপানীয়। পিপুল, বচ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৵০ আনা পরিমাণে লইয়া /১ সের শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিতে দিবে।

করঞ্জাদিপানীয়—অলসক বা বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান এবং দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে এই জল রোগীকে আকণ্ঠ পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমন হইলে দোষ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়।

করঞ্জাদিপানীয়। ডহরকরঞ্জফল, নিমছাল, আপাঙ্ বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেততুলসী ও ইন্দ্রযব; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল /২ সের, শেষ /১ সের।

ধন্যাকক্কাথ—আমাজীর্ণরোগে রোগীর উদরে বেদনা, দেহের গুরুতা, বমনবেগ বা ভুক্তদ্রব্যানুরূপ উদ্গার প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অজীর্ণদোষ এবং উদরবেদনার নিবৃত্তি ও মূত্রাশয় বিশোধিত হয়।

ধন্যাকক্কাথ। ধনে ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া রোগীকে পান করাইবে।

উড়ুম্বরযোগ—তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে রোগীর ভুক্তদ্রব্য অতি অল্পকালের মধ্যে জীর্ণ হইয়া পুনরায় ভোজনেচ্ছা বলবতী হয়; এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঔষধ দিনে দুই-তিনবার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে।

উড়ুম্বরযোগ। যজ্ঞডুমুরের ছাল স্তনদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা—১ একতোলা হইতে ২ দুইতোলা।

উড়ুম্বরপায়স—তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির ভোজনেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইলে এই পায়স তাহাকে দিনে ও রাত্রে আহারকালে যথেচ্ছ আহার করিতে দিবে।

উড়ুম্বরপায়স। যজ্ঞডুমুরের ছালচূর্ণ /৵ পোয়া ও তণ্ডুল /। পোয়া লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে স্তনদুগ্ধ প্রদান করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে।

বড়বানলচূর্ণ—অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক এবং তজ্জন্য অরুচি, আলসতা ও কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ প্রাতে ও অবস্থাভেদে সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে। বিষমাগ্নিরোগেও অযথানিয়মে অর্থাৎ কোনও দিন

কালবিলম্বে কোনও দিন নিয়মিত সময়ে অন্নের পরিপাকক্রিয়া সমাধা হইলে এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বাতানুলোমক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

বড়বানলচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চই ৪ ভাগ, রক্তচিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

সৈন্ধবাদ্যচূর্ণ—অগ্নিমান্দ্যরোগে দীর্ঘকালে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, কার্য্যে অনিচ্ছা ও অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং বিষমাগ্নিরোগে অযথানিয়মে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, উদরে নানাবিধ শব্দ ও বায়ুর অবরোধ অনুভূত হইলে এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যার পর উষ্ণজল-সহ সেবন করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদ্যচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, চই, যমানী, মৌরী ও বচ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা হইতে ।০ আনা।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—বিষমাগ্নিরোগে যথানিয়মে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না হইলে এবং উদরে বায়ুরোধজন্য বিবিধ শব্দ অনুমিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিষ্টব্ধাজীর্ণে পেটফাঁপা, উদরে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও এই চূর্ণ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না পাওয়ায় শরীরে বিবিধ গ্লানি বা উদরে নানারূপ শব্দ হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। বিষ্টব্ধাজীর্ণে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাধ্মান ও উদরে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধিকর, বাতানুলোমক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রাতে ও সন্ধ্যার পর প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ—বিষ্টব্ধাজীর্ণ, আমাজীর্ণ ও বিদগ্ধাজীর্ণরোগে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীর উদরে লেপন করিয়া দিনে নিদ্রা যাইতে উপদেশ দিবে। অজীর্ণরোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুখকর ঔষধ। ইহাতে অজীর্ণদোষ দুরীভূত হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

ভাস্করলবণ—বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না পাইলে ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ বা আমাজীর্ণ-রোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরশূল, মলের পিচ্ছিলতা ও অপক্ব-মলনির্গমন, কখনও পাতলা দাস্ত বা আমরসের অপরিপাকবশতঃ বিবিধ বাতবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রাত্যহিক অজীর্ণদোষে ও রসশেষাজীর্ণ প্রভৃতি রোগেও ব্যবস্থা করা যায়।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ—বিষমাগ্নিরোগে অযথাসময়ে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীর ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাকহেতু বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বহুকালের আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ-রোগে এই ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার দৃষ্ট হয়। প্লীহা ও গুল্মাদিরোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। দিনব্যাপী প্রাত্যহিক অজীর্ণরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধের আবিষ্কারকর্ত্তা এই ঔষধকে ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিলিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ। যবক্ষার, সাজিমাটী, রক্তচিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, বিটলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামনহাটীর ছাল, বিড়ঙ্গশাঁস, হিং, কুড়, শটীর পালো, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তেঁতুলের খোসাভস্ম, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, বিস্তাড়কবীজ, হবুষা, সোঁদালফলের শাঁস, তিল-নালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সজিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশের ক্ষার, অগ্নিতাপে উষ্ণীকৃত ও গোমূত্রে

নিমজ্জিত মণ্ডুবভস্ম ; এইসকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে লইয়া টাবালেবুর রসে ৩ দিন, কাঁজিতে ৩ দিন এবং আদার রস দ্বারা ৩ দিন যথাক্রমে ভাবনা দিবে ; অনন্তর চূর্ণ করিয়া রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

হুতাশনরস—অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে অগ্নিমান্দ্যবশতঃ বিবিধ উদ্গার ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ আদার রস-সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অজীর্ণদোষে ও বিসূচিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২।১ বার দাস্ত হইলে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

হুতাশনরস। গন্ধক, পারদ ও সোহাগার খই ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং বিষ ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ ; এইসমস্ত দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ একত্র করিয়া কাগজীলেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

বৃহৎ হুতাশনরস—অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হইলে এবং বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে ও আমাজীর্ণরোগে দেহের স্তব্ধতা এবং মলের বিকৃতভাব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্লেষ্মাধিক্য-জনিত অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণদোষের উৎকৃষ্ট ঔষধ ; কিন্তু বাতাধিক শরীরে বিশেষতঃ তীক্ষ্ণবীর্য্যদ্রব্য-সেবন দ্বারা বায়ুর প্রকোপবশতঃ যাহাদের অজীর্ণদোষ প্রবল, তাহাদের পক্ষে তাদৃশ উপকারী নহে। অনুপান—জল।

বৃহৎ হুতাশনরস। বিষ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ ও মরিচ ১২ ভাগ ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

অজীর্ণকণ্টকরস—অগ্নিমান্দ্যরোগে ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক, শরীর ভার ও বেদনা অনুভূত হইলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ উদ্গার ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাজীর্ণরোগেও অবস্থানুসারে ইহা সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। স্নিগ্ধদেহ ও পুষ্টধাতুসম্পন্ন ব্যক্তির অতিরিক্ত ভোজন দ্বারা বাতাজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। বিসূচিকারোগের প্রথমাবস্থায় ২।৩ বার দাস্ত হইলে এবং কোন উপদ্রব উপস্থিত না হইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—অগ্নিমান্দ্যরোগে জল। বিসূচিকায়—মুথার রস ও মধু।

অজীর্ণকণ্টকরস। পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ; এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টিকারী-ফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

অগ্নিকুমাররস—অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রবলাবস্থায় ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাক, উদ্গার ও শরীরের অলসতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং আমাজীর্ণরোগে নানাবিধ রসসংযুক্ত উদ্গার, বমনেচ্ছা ও অন্যান্য বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। বাতাজীর্ণ, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগের প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধে অপক্কদোষের পরিপাক হয় এবং মল ক্রমশঃ গাঢ় হইতে থাকে। অনুপান—জল। বিসূচিকারোগে—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

অগ্নিকুমাররস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস—অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ, বাতাজীর্ণ, রসশেষাজীর্ণ ও অন্যান্য যেসমস্ত অজীর্ণদোষরহিত অথচ সমস্তদিনে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়া সমাধা হয়, সেইসমস্ত রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ বাতপিত্তাদি প্রকৃতিভেদে প্রায় সমস্তদেহে তুল্য উপকারী। ইহা ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ বায়ুজনিত উদরাধ্মানাদি-বিনাশক। বিসূচিকারোগের শেষ অবস্থায় উপদ্রবসমূহ দূরীভূত হইলে মলের গাঢ়তা ও অগ্নির উদ্দীপনার্থ এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ এবং মধু ২।৩ ফোঁটা।

বৃহৎ অগ্নিকুমাররস। প্রস্তুতবিধি ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদিবটী—অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ এবং অজীর্ণদোষ-সমুৎপন্ন বিসূচিকারোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে পাচকাগ্নি বর্দ্ধিত এবং অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদিবটী। প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী—অগ্নিমান্দ্য ও আমাজীর্ণরোগে ক্ষুধামান্দ্য, বমনবেগ ও বিবিধ রসসংযুক্ত উদ্গারের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে এবং রোগীর অজীর্ণদোষে পাতলা জলের ন্যায় বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে এই

ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে পুরাতন অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগ দূরীভূত হয় এবং বাতাজীর্ণরোগেও অবস্থা-বিশেষে ইহা প্রয়োগে উপকার লক্ষিত হইয়া থাকে। বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। বিসূচিকা বা গ্রহণীরোগে জীরা-চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিতুণ্ডীরস—অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের দীর্ঘকালে পরিপাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় পুনরায় ভোজনে অনিচ্ছা, শরীরে ভারবোধ ও আলস্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অজীর্ণরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্রিমিজন্য জ্বর, সর্দ্দি, মুখ হইতে থুথু-উদ্গীরণ ও সময় সময় বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণ-রোগে পাতলা দাস্ত হইলে ইহা মুথার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে।

অগ্নিতুণ্ডীরস। রস, গন্ধক, বিষ, যমানী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সাজিমাটী, যবক্ষার, রক্তচিতা. সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত-কুচিলাচূর্ণ; এই সমুদয় একত্র করতঃ গোড়ালেবুর (জামীরের) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

ভাস্কররস—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে পাতলা দাস্ত, বক্ষঃজ্বালা, উদরে ও নাভিমূলে শূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগের প্রারম্ভে অথবা উপদ্রবাদি বিনষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে পানের সহিত বটী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ভাস্কররস। বিষ, পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও কড়িভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; সমুদয়ের সমান লবঙ্গচূর্ণ; এইসমুদয় মিশ্রিত করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

শঙ্খবটী—অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষমাগ্নিরোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা

অগ্নিবৰ্দ্ধক, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অনুলোমক, উদরাধ্মান ও অজীর্ণদোষ-নাশক। ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ অম্লোদ্গার এবং তজ্জনিত বক্ষঃস্থলে ও হৃদয়ে জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব এই ঔষধ সেবন করিলে বিনষ্ট হয়। অধোগত অম্লপিত্ত-রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অজীর্ণদোষে উদরে বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। অনুপান—জল। পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস বা ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

শঙ্খবটী। পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শঙ্খভস্ম ১২ তোলা এবং শুঁঠ, সাজিমাটী, হিং, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, সৌবৰ্চ্চললবণ, বিটলবণ, করকচলবণ ও পাঙ্গালবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ১০ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করতঃ মৰ্দ্দন করিয়া কাগজীলেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

মহাশঙ্খবটী—আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, রসশেষাজীর্ণ ও দোষরহিত দিনপাকী অজীর্ণরোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। দীর্ঘকালের আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধের প্রভাবে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই জীর্ণ এবং ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও দীর্ঘকালজাত প্রবল উদরাধ্মান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, অথচ আমদোষ বিনষ্ট ও মলের গাঢ়তা সম্পাদিত হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে সেব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

মহাশঙ্খবটী। শঙ্খভস্ম, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ; সাম্ভারলবণ, সৌবৰ্চ্চললবণ, তেঁতুলখোসার ক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও বঙ্গ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে; সমস্ত দ্রব্য একত্র মৰ্দ্দন করিয়া আপাঙ্ রস, রক্তচিতার মূলের রস (অভাবে কাথ), জম্বীররস (গোড়ালেবুর রস), ছোলঙ্গলেবুর রস, টাবালেবুর রস, অম্লবেতস, আমরুলশাক, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ; এইসকল অম্লদ্রব্যের কাথ দ্বারা যথাক্রমে সাত-সাতবার ভাবনা দিবে এবং ঔষধ অম্লরস হইলে ভাবনা শেষ হইয়াছে, বুঝিবে। বটী—২ রতি। এই ঔষধে লৌহ ও বঙ্গ প্রদান না করিলে তাহাকে শঙ্খবটী কহে, তাহাও পূৰ্ব্ববৎ গুণশালী।

ত্রিফলালৌহ—তীক্ষ্ণাগ্নিরোগে অগ্নির প্রবলতাবশতঃ ভুক্তদ্রব্য অতিশয় শীঘ্র জীর্ণ হয় এবং ভোজনেচ্ছা অতীব বলবতী হয়। পিত্তের বিকৃতি-বশতঃ এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ বা জল।

ত্রিফলালৌহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, ইক্ষুচিনি, পিপুল, আপাঙ্ বীজ; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; এইসমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

সুকুমারমোদক—বিষ্টব্ধাজীর্ণে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যেসকল ব্যক্তির নিয়মিতরূপে কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকে, অর্থাৎ কোনও দিন কোষ্ঠবদ্ধতা হয় এবং কোনও দিন পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদিগকে ইহা প্রদান করিবে না। এই ঔষধ উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে অত্যন্ত উপকারী। স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্য-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। প্রাতঃকালে বা রাত্রে ভোজনান্তে সেব্য। অনুপান—জল।

সুকুমারমোদক। পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, রক্তচিতা, অভ্র, গুলঞ্চের পালো ও কটুকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ৬ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ১৬ তোলা, ইক্ষুচিনি ২৪ তোলা; যথানিয়মে চিনির পাক শেষ হইলে পাত্র অবতারণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ প্রদান করতঃ আলোড়ন করিবে; অনন্তর উপযুক্ত মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ১ তোলা।

ত্রিবৃতাদিমোদক—বিদগ্ধাজীর্ণে, আমাজীর্ণে, অগ্নিমান্দ্যে ও বিবিধ কারণে অগ্নির বিকৃতি হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্যাবস্থায় বিশেষতঃ দাস্ত বন্ধ, হাতপা-জ্বালা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের সেবনে সমধিক উপকার লক্ষিত হয়। অনুপান—জল।

ত্রিবৃতাদিমোদক। তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, গুলঞ্চের পালো ৪০ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪০ তোলা, ইক্ষুচিনি ২৪০ তোলা; এইসমস্ত দ্বারা যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

লবঙ্গাদ্যমোদক—বিদগ্ধাজীর্ণরোগে অম্লোদ্গার, পাতলা দাস্ত, ঘর্ম্ম ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে দীর্ঘকালের অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয়। পিত্তাতিসারের পুরাতন অবস্থায় এবং অধোগত অম্লপিত্তরোগে দাস্ত ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদ্যমোদক। লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগেশ্বর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জাতিফল, বংশলোচন, কট্‌ফল, তেজপাতা, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাকোলী, অগুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুথা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধনে ও শুল্‌ফা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান লবঙ্গ-চূর্ণ; লবঙ্গচূর্ণসহ অন্যান্য চূর্ণের সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি; যথাবিধানে মোদক পাক করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

মুস্তকারিষ্ট—আমাজীর্ণ অথবা অগ্নিমান্দ্যরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় পাতলা দাস্ত, অগ্নির দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। আমগ্রহণীরোগে বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা সন্ধ্যাকালে বা প্রাতঃকালে একবার সেব্য।

মুস্তকারিষ্ট। মুথা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহার সহিত ইক্ষুগুড় ৩৭॥ সের, ধাইপুষ্প /২ সের এবং যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, রক্তচিতা ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া একটা মাটীর পাত্রে ১ মাসকাল মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, যেন পাত্রের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট না হয়; অনন্তর ১ মাস পরে ঔষধ ছাঁকিয়া কাচপাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা—১ তোলা হইতে ২ তোলা।

অমৃতহরীতকী—বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদর, কটিদেশ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, উদরাধ্মান, উদরে বায়ুপূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আনাহ, বাতজ অর্শ এবং বাতাশ্রিত গ্রহণীরোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় সমান ফলপ্রদ। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি ও অজীর্ণদোষ দূরীভূত হয় এবং পাচকাগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনুপান—জল।

অমৃতহরীতকী। উৎকৃষ্ট সুপক্ক হরীতকী ১০০টি লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ তক্রে সিদ্ধ করিবে; অনন্তর সাবধানে ঐ হরীতকীর মধ্যস্থিত বীজ এরূপভাবে ফেলিয়া দিবে, যেন হরীতকী ভগ্ন না হয়, পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, হিং, যবক্ষার, সাজিমাটী, কৃষ্ণজীরা ও যমানী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধভাগ তেউড়ীমূলচূর্ণ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে সমস্ত চূর্ণ চুকাপালঙ্গের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া আর্দ্র-অবস্থায় উহা ঐ শূন্যগর্ভ

হরীতকীর মধ্যে পূর্ণ করিবে এবং রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ উহার ১টি হরীতকী মর্দ্দন করিয়া জলসহ প্রাতঃকালে সেবন করাইবে।

অগ্নিঘৃত—অগ্নিমান্দ্যরোগ পুরাতন হইলে আমরসকর্তৃক হৃদয়, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং পিত্তের বিপর্য্যয়বশতঃ ক্ষুধা-মান্দ্য, সময় সময় দাস্ত, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও দৃষ্টির হানি প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় বায়ু ও পিত্তের বৈষম্য বিবেচনা করিয়া রোগীকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য অথচ অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগের পক্ষে ইহা ব্যবস্থা করা বিধেয়; কিন্তু যেসকল ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্যবশতঃ প্রায়শঃ জলবৎ পাতলা অথবা আমসংযুক্ত মল নির্গত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা ব্যবস্থা করিবে না; বিশেষতঃ বালক, নবপ্রসূতি এবং জ্বর, কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগাভিহত ব্যক্তির পক্ষে এই ঘৃত প্রযোজ্য নহে। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—উষ্ণ ছাগীদুগ্ধ।

অগ্নিঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। দধি /৪ সের। কাঁজি /৪ সের। শুক্ত /৪ সের। আদার রস /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, গজপিপুল, হিং, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী ও হবুষা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ১ তোলা।

অজীর্ণরোগে জ্বর-চিকিৎসা

অগ্নিকুমাররস—অগ্নিমান্দ্য, বিষমাগ্নি, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ-রোগে জ্বর প্রকাশ পাইলে রোগীকে লবঙ্গচূর্ণসহ এই ঔষধের এক-একটি বটিকা সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণতাবশতঃ ২।১ বার দাস্ত ও তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে অথবা অজীর্ণদোষে অত্যধিক পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে শুঁঠচূর্ণ কিংবা ধনে ও শুঁঠের কাথসহ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ উদরাময় অর্থাৎ অতিসারে মল পরিপক্ক হইলে অথবা গ্রহণীরোগে আম-সংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে বা আমাতিসারের অল্প প্রকোপাবস্থায় জ্বর প্রকাশ পাইলে ধনে ও শুঁঠের কাথ বা মুথার রস ও মধু অথবা ভাজা-জীরা-চূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অগ্নিকুমাররস। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস—অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণরোগে পুরাতন জ্বর মৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে অর্দ্ধতোলা জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রস-সহ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু অজীর্ণদোষ প্রবল হওয়ায় জ্বরের বেগ অধিক হইলে জম্বীররসের পরিবর্ত্তে পানের রসসহ সেবন করিতে দেওয়া উচিত। যেহেতু জ্বরের প্রবলাবস্থায় আমরসের বৃদ্ধিহেতু অম্লরসাত্মক জম্বীররস-সহ-যোগে ঔষধ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অজীর্ণরোগে শিরঃশূল ও গাত্রবেদনা-চিকিৎসা

রামবাণরস—আমাজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ক্রমশঃ কটিদেশ, গ্রীবা ও অন্যান্য সন্ধিস্থান বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। অজীর্ণতাবশতঃ দাস্ত বা পাতলা মল নির্গত হইলে জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা কেবলমাত্র জলসহ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে মুথার রস ও মধুসহ প্রযোজ্য।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে ও তৎসঙ্গে শিরোবেদনা, চক্ষুর দৃষ্টিহানি ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে নিসিন্দাপাতার রস বা পানের রস ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। জ্বরাদিরোগে শিরোবেদনা এবং গাত্রবেদনা থাকিলে এই ঔষধের প্রয়োগে উপকার হয়।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতগজেন্দ্রসিংহ—অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিদগ্ধাজীর্ণরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় কটিদেশ, হস্ত, পদ ও অন্যান্য স্থানে বেদনা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাজীর্ণরোগে সর্ব্বদা কোষ্ঠকাঠিন্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় না। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ বা হরীতকীবাটা ও সৈন্ধবলবণ।

অজীর্ণরোগে শূল-চিকিৎসা

শূলহরণযোগ—অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ রোগীর আমাশয়, পক্বাশয় বা বস্তিস্থানে (নাভির নিম্নভাগে), কাহারও বা সমস্ত উদরে বেদনা প্রকাশ পায়; অজীর্ণদোষ হইতে এইরূপ বেদনা উপস্থিত হইলে রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। উদরের স্থানবিশেষে নিয়মিত কালে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধে উপকার পাওয়া যায়। অজীর্ণতা-জনিত সাধারণ বেদনায় ইহা প্রযোজ্য নহে।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খাদিচূর্ণ—অগ্নিমান্দ্য, আমাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে উদরের স্থানবিশেষে প্রত্যহ বেদনা প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষে সাধারণ বেদনায় এই ঔষধ প্রযোজ্য নহে।

শঙ্খাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে হিক্কা ও বমন-চিকিৎসা

চন্দ্রকান্তিরস—বিসূচিকারোগে বমন উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান এবং মলমূত্ররোধ অথবা তজ্জনিত কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা সেবন করা নিষিদ্ধ। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—বিসূচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন প্রকাশ পাইলে এবং পিত্তের প্রকোপবশতঃ বমনে তিক্তরসবিশিষ্ট নীল অথবা হরিদ্রাভ জলীয় পদার্থ নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের বমনে পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। বমনের সহিত হিক্কা প্রকাশ পাইলেও ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃষধ্বজরস—বিসূচিকারোগে পুনঃপুনঃ বমন লক্ষিত হইলে এবং বায়ুজনিত উপদ্রব অর্থাৎ উদরাধ্মান ও মলমূত্ররোধ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকারোগের পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মপ্রধান রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ বমন-নিবৃত্তিকর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। অনুপান—শালপাণীর রস।

বৃষধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান, মল ও মূত্ররোগ-চিকিৎসা

দারুষট্কপ্রলেপ—বিসূচিকারোগে অন্যান্য উপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ প্রদান করিবে। যাবৎ উদরাধ্মানের নিবৃত্তি না হয় অথবা পুনরায় আধ্মানের আশঙ্কা থাকে, তাবৎ এই প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দারুষট্কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ—বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় অন্যান্য উপদ্রবের সহিত অথবা কেবলমাত্র উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে উদরে এই ঔষধ প্রলেপ দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—বিসূচিকারোগে প্রস্রাব-বন্ধ, হাতে-পায়ে খাল-ধরা ও অন্যান্য উপদ্রবের সহিত উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউল-ধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষারযোগ—বিসূচিকারোগের প্রবল অবস্থায় উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই ঔষধ একঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—সোরাভিজান জল অথবা পাথরকুচির পাতার রস। প্রস্রাব হইলে ঔষধ-সেবন বন্ধ করিবে।

ক্ষারযোগ। স্বর্ণসিন্দূর ও প্রবালভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং যবক্ষার উভয়ের সমষ্টির তুল্য লইয়া পাথরকুচির রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

বটপত্রীপ্রলেপ—বিসূচিকারোগের প্রবল অবস্থায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান প্রভৃতি অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ দ্বারা বস্তিস্থানে প্রলেপ দিবে। প্রস্রাব যথারীতি পরিষ্কার হইলে প্রলেপ বন্ধ করিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ—বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মানাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ বস্তিস্থানে প্রয়োগ করিবে। যাবৎ প্রস্রাব না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি—বিসূচিকারোগে দাস্ত বন্ধ হওয়ায় উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই বর্ত্তি যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহার করিলে দাস্ত হয় এবং উদরাধ্মানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি—বিসূচিকারোগে অধোগত বায়ু রুদ্ধ হওয়ায় দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই বর্ত্তিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা ব্যবহার কবিলে দাস্ত পরিষ্কার ও প্রস্রাব হয় এবং উদরাধ্মান হ্রাস পায়।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে পিপাসা-চিকিৎসা

তৃষ্ণান্তকরস—বিসূচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে এই ঔষধ মুহুর্মুহুঃ মধুসহ লেহন করিতে দিবে। রোগী লেহন করিতে (চাটিয়া খাইতে) অসমর্থ হইলে তাহার জিহ্বার উপর লাগাইয়া দিবে।

তৃষ্ণান্তকরস। কাবাবচিনি ১ তোলা, যষ্টিমধু ॥০ অর্দ্ধতোলা, কজ্জলী ।০ আনা; এইসকল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ বা ৵০ আনা।

কর্পূরপানীয়—বিসূচিকারোগে রোগী পিপাসায় অভিভূত হইলে এই জল তাহাকে পিপাসাকালে পুনঃপুনঃ পান করিতে দিবে।

কর্পূরপানীয়। শীতল জল ১ পোয়া ও কর্পূর ৩ রতি একত্র ভিজাইয়া রাখিবে।

জম্বুক্বাথ—বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় নিরন্তর পিপাসা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ শীতল করিয়া অল্প-অল্প-মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে।

জম্বুক্বাথ। জামের কচিপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; প্রক্ষেপ—মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা।

বিসূচিকারোগে হিমাঙ্গ, জ্ঞানলোপ ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়-চিকিৎসা

মৃতসঞ্জীবনীসুরা—বিসূচিকারোগে নাড়ীর গতির শিথিলতা এবং শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ রোগীর শরীর শীতল বোধ হইলে এই ঔষধ তাহাকে ১ ঘণ্টা বা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্নিপাতজ্বরে হিমাঙ্গ অবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধের সেবনে সুনিদ্রা হইলে বিসূচিকারোগের শান্তি হয়।

মৃতসঞ্জীবনীসুরা। প্রস্তুতবিধি ৩২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃগমদাসব—বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্ঞানলোপ, শরীরের শীতলতা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। যাবৎ নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ না করে এবং শরীর উষ্ণবোধ না হয়, তাবৎ এই ঔষধ পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরে হিমাঙ্গ ও নাড়ীর গতির শিথিলতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিকারভাব লক্ষিত হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

মৃগমদাসব। প্রস্তুতবিধি ৩২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃগনাভিযোগ—বিসূচিকারোগের প্রবলাবস্থায় নাড়ীর শিথিলতা, শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। সমধিক ঘর্ম্ম বা বমন দ্বারা নাড়ী শিথিল এবং হিমাঙ্গ হইলে ইহা প্রয়োগে তাদৃশ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মৃগনাভিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)—বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ শরীরের শীতলতা, জ্ঞানলোপ ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালের বাগুড়ার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্যবশতঃ বমন প্রবল থাকিলে ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; কিন্তু বমনের নিবৃত্তি হইলে অথবা অল্প বমন থাকিলে শশার বীজের শাঁস ও স্তনদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস—বিসূচিকারোগে শ্লেষ্মার সমধিক প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতিলোপ, শরীর একেবারে শীতল, জ্ঞানলোপ ও অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এবং অন্য কোনও ঔষধে কোন উপকার না হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ-সেবনান্তে নাড়ী কথঞ্চিৎ উষ্ণবোধ হইলে সেই মুহূর্ত্তেই রোগীর মস্তক ও গাত্রে তিলতৈল মাখাইয়া জলধারা দিবে এবং বিবিধ শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি, নারিকেলজল প্রভৃতি পুনঃপুনঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। একটি বটী সেবন করাইয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত তাহার গুণ পরীক্ষা করিবে। একটি বটীতে উপকার না হইলে পুনরায় আর একটি বটী সেবন করিতে দিবে এবং তাহাতেও উপকার না হইলে অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে আর একটি বটী সেবন করাইবে। এইরূপ ৪।৫টি বা অবস্থাবিশেষে ও বয়ঃক্রম-অনুসারে ৭।৮টি বটীও প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ বা গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইবে না। অনুপান—ডাবের জল।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস। প্রস্তুতবিধি ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ—বিসূচিকারোগে অত্যধিক দাস্ত ও বমন এবং অন্যান্য উপদ্রবসমূহ দ্বারা রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ীর শিথিলতা এবং যাবতীয় শারীরিক শক্তির হীনতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রত্যহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাহ্য, বমন ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। উপদ্রব-সমূহ দূরীভূত হইলে নাড়ীর সুস্থতা ও শরীরের যথোচিত তাপ-সংরক্ষণার্থ এই ঔষধ পানের রসসহ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ। স্বর্ণসিন্দুর ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা এবং জাতিফল

মরিচ ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, মৃগনাভি ॥০ অর্দ্ধতোলা ; এইসমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৫ রতি।

মকরধ্বজবটিকা—বিসূচিকারোগে বমন, দাস্ত, হিক্কা ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের সমধিক দুর্ব্বলতা, নাড়ীর শিথিলতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। উপদ্রবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে শরীর সমধিক দুর্ব্বল বা কৃশ হইলে এই ঔষধের সেবনে বিশেষ কোনও উপকার হয় না। ইহা সেবন কবিলে শরীরের দুর্ব্বলতা ও তজ্জনিত নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা বিনষ্ট হয়। রোগী সমধিক দুর্ব্বল হইলে মাংসের যূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও বলকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

মকরধ্বজবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিসূচিকারোগে খল্লী-চিকিৎসা

কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন ও কুষ্ঠাদ্যতৈল—বিসূচিকারোগে হাতে-পায়ে খাল ধরিলে ও রোগী উদরের বেদনায় অভিভূত হইলে এই ঔষধ তাহার তত্তৎস্থানে মর্দ্দন করিতে দিবে। যাবৎ খালধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এই ঔষধ রোগীর হাতে ও পায়ে মালিশ করিবে। খল্লী নামক বাতব্যাধিরোগে এই মর্দ্দন এবং এই তৈলের প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন ও কুষ্ঠাদ্যতৈল। কুড় ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া তিলতৈল ৵ অর্দ্ধপোয়া এবং কাঁজি ৵ অর্দ্ধপোয়াসহ মিশ্রিত করতঃ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা তৈলপাক করিতে হইলে তিলতৈল /১ সের, চুক্র (অভাবে কাঁজি) /৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ ৮ তোলা ও কুড় ৮ তোলা লইয়া যথাবিধি পাক করিবে।

দার্ব্বাদিমর্দ্দন ও দার্ব্বাদিতৈল—বিসূচিকারোগে হাতে-পায়ে খাল ধরিলে এই ঔষধ রোগীর তত্তৎস্থানে মালিশ করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত খালধরা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ মালিশ করা উচিত। এই ঔষধ দ্বারা তৈলপাক করিয়া মর্দ্দন করিলেও খালধরা নিবৃত্তি হয়। খল্লী-নামক বাতব্যাধিরোগে এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

দার্ব্বাদিমর্দ্দন ও দার্ব্বাদিতৈল। দারুচিনি, তেজপাতা, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুলফা ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা উত্তম-

রূপে পেষণ করিবে। এই ঔষধ দ্বারা তৈলপাক করিতে হইলে তিলতৈল /১ সের ও কাঁজি /৪ সের এবং কল্কার্থ—দারুচিনি, তেজপাতা, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

যবপ্রলেপ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীর উদরে প্রলেপ দিবে। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর পুনরায় প্রলেপ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুষট্‌কপ্রলেপ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে ও সময় সময় উদ্গার প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে। অলসক ও বিলম্বিকারোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রলেপ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নূতন প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়।

দারুষট্‌কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাঞ্জিকস্বেদ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে উদরে পুনঃপুনঃ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাবৎ আধ্মানের নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ এইরূপ স্বেদপ্রদান আবশ্যক।

কাঞ্জিকস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রবেশ করাইয়া কিছুসময় রাখিয়া দিবে। এইরূপভাবে বর্ত্তি কিছুক্ষণ থাকিলে বায়ু নির্গত এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এই বর্ত্তি বিসূচিকা ও অন্যান্য বায়ুপ্রধান রোগে আধ্মাননিবর্ত্তক।

ফলবর্ত্তি। ময়নাফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতসর্ষপ ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ ; গুড় সর্ব্বসমান এবং দুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণ জল সহ দুই ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অজীর্ণজনিত অলসকরোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগের প্রবলাবস্থায় ও অন্যান্য বাহ্যপ্রলেপাদির ব্যবহারকালেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে রোগীর উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ একঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অজীর্ণদোষ বিদ্যমান থাকিলে রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। রোগ প্রবল হইলে বাহ্যপ্রলেপ-প্রয়োগকালেও ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উদরাধ্মান হ্রাস পাইলে এই ঔষধের প্রয়োগে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। অলসক ও বিলম্বিকারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতক্যাদিচূর্ণ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ রোগীকে একঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রবল অবস্থায় অন্যান্য বাহ্য ঔষধের প্রয়োগকালে ইহা আময়িক প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হরীতক্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, পিপুল, সৌবর্চ্চললবণ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

চতুর্ম্মুখরস—অলসক ও বিসূচিকারোগে উদরাধ্মান এবং তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদ্গার প্রকাশ পাইলে রোগীকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ইহার একটি বটী সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর অনুলোম হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগে বায়ুর সমধিক প্রবলাবস্থায় এবং বায়ু পিত্তাধিক শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ত্রিফলা-ভিজান জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান এবং

তৎসঙ্গে মলমূত্ররোধ ও উদ্গারাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলাভিজান জল।

চিন্তামণিরস্। প্রস্তুতবিধি ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইলে এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে কিছুকাল অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত উদরাধ্মানের নিবৃত্তি বা মলত্যাগ না হয়, তাবৎ প্রবেশ করাইয়া রাখিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা উদরাধ্মানের নিবৃত্তি ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি—অলসক ও বিলম্বিকারোগে উদরাধ্মান প্রবল এবং তজ্জন্য দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই বর্ত্তিতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া রোগীর গুহ্যদেশে প্রবেশ করাইবে। ইহা দ্বারা বায়ু অনুলোম এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলসক ও বিলম্বিকারোগে মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা

বটপত্রীপ্রলেপ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ এবং রোগীর বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এই প্রলেপ বস্তিস্থানে লাগাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা বস্তিগত বায়ু অনুলোম হয় এবং প্রস্রাব হইতে থাকে।

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমলকীপ্রলেপ—অলসক ও বিলম্বিকারোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে বস্তিস্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

আমলকীপ্রলেপ। শুষ্ক আমলকীর বীজগুলি পরিত্যাগ করিয়া উহাকে জলে মর্দ্দন করিয়া বস্তিস্থানে প্রলেপ দিবে।

সুকুমারমোদক—অলসক ও বিলম্বিকারোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বাহ্য ও আময়িক অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ঔষধ উষ্ণজল-সহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

সুকুমারমোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা-রোগে পথ্য

অগ্নিমান্দ্য ও বিষমাগ্নিরোগের প্রথমাবস্থায় মধ্যাহ্নে অতি পুরাতন রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন, কই, খলিসা, শিঙ্গি ও মৌরলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, বেতের ডগা, বেতোশাক, কচিমূলা, কাঁচাকলা, পটোল, সজিনার ডাঁটা, কচিবেগুন, গন্ধভাদুলেপাতা, করলা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন ও অন্যান্য লঘুপাকদ্রব্য এবং রাত্রিতে খৈর মণ্ড, যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি, সাগু বা কাঁচামুগের যূষ পথ্য দিবে। ঐ রোগে সর্ব্বদা উষ্ণজলপান এবং উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা রোগীকে স্নান করান বিধেয় এবং যাহাতে রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়, এরূপভাবে শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। রোগ পুরাতন হইলে অথবা রোগ অনেকাংশে নিবৃত্ত হইলে মধ্যাহ্নে ঐসমস্ত দ্রব্য এবং রাত্রিতেও অন্নব্যঞ্জনাদি সহ্যমত পথ্য দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্নি-রোগে পুনঃপুনঃ আহার এবং গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য অর্থাৎ দধি প্রভৃতি ও অন্যান্য দ্রব্য রোগের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। এই রোগে আহারান্তে দিবানিদ্রা প্রশস্ত।

আমাজীর্ণরোগের প্রারম্ভে বা প্রকোপাবস্থায় অতি লঘুপথ্য, সাগু, যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি, অন্নমণ্ড বা খৈর মণ্ড রোগীকে প্রদান করিবে এবং অগ্নি সবল ও উপদ্রবসমূহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যবৎ প্রাতে অতি পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাত্রিতে যবমণ্ড বা সাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং উষ্ণজল পান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া রোগীকে স্নান করাইবে। রোগনিবৃত্তি হইলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে অতি পুরাতন রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল ও অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিবে। দেশ-কাল ও রোগীর প্রকৃতিভেদে রাত্রিতে সুজির রুটী ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল পথ্য দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু গুরুপাকদ্রব্য, অধিক পরিমাণে আহার, শীতল বা বাসি দ্রব্য পথ্য দেওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগেও আমাজীর্ণের ন্যায় রোগারম্ভে অতি লঘুপাকদ্রব্য পথ্য, উষ্ণজল পান ও উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে এবং রোগের বিবিধ উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে আমাজীর্ণরোগের ন্যায় মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের

অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যানুযায়ী বিবিধ দ্রব্যের ব্যঞ্জন, রাত্রিতে সাগু, যবমণ্ড, মুগের যূষ বা মসুর যূষ প্রভৃতি এবং রোগী আরোগ্যলাভ করিলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল ও অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত ব্যঞ্জনাদি পথ্য দিবে।

বিদগ্ধাজীর্ণেও পূর্ব্ববৎ লঘু অথচ পিত্তনাশক অন্ন-পানীয় এবং অম্লপিত্ত-রোগের পথ্যানুসারে তিক্ত-মধুরাদি দ্রব্য অবস্থাবিশেষে পথ্য দেওয়া যায়। তক্র (ঘোল), কাঁজি প্রভৃতি অজীর্ণরোগীর পক্ষে সমধিক উপকারী।

বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগের প্রবল অবস্থায় রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর অতি লঘুপথ্য, সাগু, যবমণ্ড, শটীর পালো, এরারুট বা চিড়ার মণ্ড প্রভৃতি আবশ্যকমত সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ রোগের প্রকোপাবস্থায় উপবাস ও ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা উপদ্রবসমূহ নিবৃত্ত হইলে অগ্নির বল-অনুসারে সাগু বা বার্লি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। তদনন্তর মলের পরিপক্কতা, প্রস্রাব পূর্ব্ববৎ নির্গমন, উদরাধ্মান, বমন, উদরের বেদনা প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া অগ্নি সবল হইলে ও ক্ষুধা যথোচিত প্রকাশ পাইলে রোগীকে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং অগ্নিমান্দ্যরোগের পথ্যানুযায়ী পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে সাগু, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য এবং উষ্ণজল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। এইরূপভাবে কিছুদিন অতীত হইলে এবং শরীর সবল ও ক্ষুধা প্রকাশ পাইলে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে দুই বেলা অন্নপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। যেপর্য্যন্ত রোগীর শারীরিক বল ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ না পায়, তাবৎ গুরুপাকদ্রব্য অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রদান করা উচিত নহে। শরীরের বলরক্ষার্থ পায়রা, কুক্কুট, হরিণ, খরগোশ ও লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসের অতি পাতলা যূষ রোগীকে প্রদান করা যাইতে পারে। বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে অতি সাবধানে রোগীকে পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য; যেহেতু পথ্যের অনিয়ম হইলে পুনর্ব্বার রোগ প্রবল হইয়া রোগীর প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। অনিচ্ছাক্রমে বা অজীর্ণতায় পুনরায় ভোজন, রাত্রিজাগরণ, অধিক জলপান, পিষ্টক, আলু, ছানা, ক্ষীর, দধি, সরবৎ, মিঠাই, ঘৃত ও তৈলবহুল দ্রব্য, মাংস, ক্ষীর, মৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন; সর্ব্বপ্রকার ডাইল, বাসি বা পচা মৎস্যের ব্যঞ্জনাদি ও অধিক মিষ্ট-

দ্রব্য সেবন অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকারোগে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যেপর্য্যন্ত রোগী সবল না হয়, ততদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করান আবশ্যক।

অম্লপিত্ত-চিকিৎসা

অম্লপিত্তরোগের লক্ষণ

অম্লপিত্তের সাধারণ লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমন, তিক্ত অথবা অম্ল-উদ্গার, শরীর ভারবোধ, বক্ষঃস্থল ও গলা-জ্বালা এবং অরুচি; এই সমস্ত অম্লপিত্তরোগের সাধারণ লক্ষণ।

অধোগত অম্লপিত্তের লক্ষণ—হরিৎ, পীত অথবা অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধ পাতলা মলভেদ এবং পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্ঞানের বিপর্য্যয়, বমনবেগ, শরীরের স্থানে-স্থানে কোঠের (চক্রাকার) উৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, শরীরের পীতাভা; এইসমস্ত উপদ্রব অধোগত অম্লপিত্তরোগের লক্ষণ।

উর্দ্ধগত অম্লপিত্তের লক্ষণ—উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ, ঈষৎ রক্তাভ বা রক্তাভ মাংস প্রক্ষালিত জলের ন্যায় পিচ্ছিল, কফসংসৃষ্ট এবং বিবিধ বর্ণযুক্ত, তিক্ত, অম্ল বা লবণ-রসাত্মক বমন, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় অথবা অভুক্তাবস্থায় বমন করিলে তিক্ত বা অম্লরসাত্মক বমন এবং উদ্গারেও ঐরূপ তিক্ত বা অম্লরস প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই রোগে হৃদয়, কণ্ঠ ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত-পা জ্বালা, শরীর সর্ব্বদা উষ্ণবোধ অত্যন্ত অরুচি, গাত্রে চুলকণা, মণ্ডলাকৃতি বহুসংখ্যক পীড়কার উৎপত্তি, অবিপাক ও বমনবেগ; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী কফপিত্তলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

বাতিক অম্লপিত্তের লক্ষণ—কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, শরীরে ঝিন্‌ঝিন্‌-বোধ, অবসাদ, গাত্রবেদনা, অন্ধকারবৎ দর্শন, বিভ্রম, মোহ ও শরীর-রোমাঞ্চ; এইসমস্ত লক্ষণ বাতিক অম্লপিত্তরোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ—মুখ হইতে শ্লেষ্মক্ষরণ, শরীরের গুরুতা, জড়তা ও অবসাদ, অরুচি, শীতবোধ, বমি, কফলিপ্তপ্রায় বোধ, অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, কণ্ডু ও অতিশয় নিদ্রা; এইসমস্ত লক্ষণ অম্লপিত্তরোগে কফের আধিক্য থাকিলে প্রকাশ পায়।

বাতশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ—কম্প, প্রলাপ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বাতিক অম্লপিত্তের লক্ষণ এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মক্ষরণ, শরীর ভারবোধ ও জড়তা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইলে তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্ত কহে।

শ্লেষ্মপিত্তরোগের লক্ষণ—অন্ধকারবৎ দর্শন, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, আলস্য, শিরোবেদনা, প্রসেক, মুখের মধুরাস্বাদ; এইসমস্ত শ্লেষ্মপিত্তের লক্ষণ।

অম্লপিত্তরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—অম্লপিত্তরোগ অল্পদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে উহা সাধ্য। বহুদিনোৎপন্ন এবং কুপথ্যসেবী ব্যক্তির অম্লপিত্ত অসাধ্য।

অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসা-বিধি

বিরুদ্ধ দ্রব্য, দূষিত অন্ন, বিদাহী দ্রব্য ও অন্যান্য পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্য ভোজন করিলে পাচকাগ্নি বিরুদ্ধ হয়। তাহা হইতে ঊর্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তরোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু বিদগ্ধাজীর্ণে অম্লপিত্তের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না, অথচ বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অনেক স্থলে অম্লপিত্তরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধোগত অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসার সহিত পৈত্তিক গ্রহণীর চিকিৎসার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অম্লপিত্তরোগ প্রবল হইলে যখন অন্যান্য বাহ্যলক্ষণ (গাত্রে কোঠ বা মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন ও পীড়কা প্রভৃতির উৎপত্তি) এবং হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি স্থানে শূল ও উদরে গুল্মাদি প্রকাশ পায়, তখন উহার চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসা-প্রণালী হইতে অনেকাংশে পৃথক্ বুঝিতে হইবে। ঊর্দ্ধগত এবং অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তরোগেই পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়। ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে বিবিধবর্ণের পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে। অতএব বমন ও দাস্ত দ্বারা অম্লপিত্তরোগের গতি নিরূপণ করা যায়। অবস্থাবিশেষে এই

বমন ও দাস্ত যুগপৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে অম্লপিত্ত-রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। বিদগ্ধাজীর্ণরোগ অহিতাচরণবশতঃ পৈত্তিক গ্রহণী অথবা উভয়বিধ অম্লপিত্তে পরিণত হইতে পারে। বিবিধ কারণে পাচকাগ্নির বিদাহই অম্লপিত্তের প্রধান কারণ।

অম্লপিত্তে বমন—বমন অম্লপিত্তরোগের একটি প্রধান উপদ্রব; কিন্তু ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগেই বমন প্রবল হয়, অধোগত অম্লপিত্তরোগে সময় সময় বমনবেগ মাত্র প্রকাশ পায় এবং শ্লেষ্মপিত্তরোগেও সময় সময় বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। অম্লপিত্তরোগে বমন অনেকস্থানে দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে; বিবিধ মুষ্টিযোগ ও বিবিধ ঔষধ দ্বারাও অনেক সময়ে উপকার পাওয়া যায় না। এই বমন বা উদ্গার তিক্ত, অম্ল বা কটু প্রভৃতি রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পিত্তের আধিক্য বা বিকৃতিবশতঃই ঐরূপ হয়; তথাপি ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ অম্লরসাত্মক বমন হইয়া থাকে। ক্রিমির প্রকোপবশতঃ অথবা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকক্রিয়ার অন্তে তিক্তবহুল অম্লরসযুক্ত বমন প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে তিক্ত, অম্ল ও কটুরসাত্মক ভুক্তদ্রব্যের রস হইতে তিক্ত, অম্ল বা কটুরসবিশিষ্ট বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইপ্রকার বমনে পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম সহজেই অনুমিত হয়। এইরূপ বমন প্রকাশ পাইলে ধাত্রীলৌহ ও সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তরোগে হৃচ্ছূল ও গুল্মশূলাদি উপদ্রবসকল প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ও অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তরোগে যাহাদের প্রায়শঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, অথচ অজীর্ণতা-জনিত উদরাধ্মান বা অন্য কোনরূপ উপসর্গ প্রবলভাবে প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে বিরেচনার্থ হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সপ্তাহে ২।১ দিন প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। বিরেচন দ্বারা অনেকাংশে বমনের নিবৃত্তি হয়; কিন্তু যাহাদের দাস্ত, উদরাধ্মান ও অজীর্ণতাজনিত বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রদান না করিয়া বমন-নিবারণার্থ ধাত্রীলৌহ, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), সিতামণ্ডূর বা সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে বমন ও দাস্ত উভয়ে একসময়ে প্রবল হইলে প্রথমে বমন-নিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ একসময়ে বমন ও দাস্ত উভয়ই বন্ধ করিলে রোগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব

বমনের নিবৃত্তি ও তজ্জনিত বুকজ্বালা, হৃচ্ছূল ও পার্শ্বশূলাদি হ্রাস পাইলে দাস্ত-নিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করিবে। কেবলমাত্র পিত্তপ্রশমনার্থ পিত্তান্তক-রস বা মহাপিত্তান্তকরস অধিক পাতলা দাস্ত হইলে দিবসে একবারমাত্র সেবন করিতে দিবে।

অম্লপিত্তে উদরাময়—অধোগত অম্লপিত্তরোগে উদরাময় একটি প্রধান উপসর্গ। উদরাময় প্রবল হইলে নানাবর্ণের পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে। উদরাময়প্রবল রোগীর অবস্থানুসারে উদরাধ্মান এবং কটি, পার্শ্ব ও গ্রীবা প্রভৃতি সন্ধিস্থানে সময় সময় বেদনাও প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগী অনেক সময় আমবাত বা বাতকর্তৃক আক্রান্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ বাত, অম্লপিত্তাশ্রিত উদরাময় ও উদরাধ্মানাদি উপসর্গ নিবৃত্ত না হইলে দূরীভূত হয় না; তবে ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা কিছু সময়ের জন্য প্রশমিত হইতে পারে। উদরাময়-নিবারণার্থ অমৃতার্ণবরস, গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, শঙ্খবটী, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস বা লবঙ্গাদ্যমোদক রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময় পুরাতন হইলে এবং মলের সহিত আম লক্ষিত হইলে মহারাজনৃপতিবল্লভরস বা বিজয়পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। এই অবস্থায় পিত্তান্তকরস ও মহা-পিত্তান্তকরস অতিশয় উপকারী। উদরাময় এবং বমন যুগপৎ প্রকাশ পাইলে প্রথমে বমন-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বমনের নিবৃত্তি করতঃ পশ্চাৎ উদরাময়-নিবারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

অম্লপিত্তে উদরাধ্মান—অম্লপিত্তরোগে সাধারণতঃ উদরাধ্মান সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কাহারও কাহারও অজীর্ণদোষবশতঃ উদরাধ্মান প্রকাশ পায়। ঐসকল ব্যক্তি অনেক সময়ে বাতকর্তৃক আক্রান্ত হয় অর্থাৎ কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে সময় সময় বেদনা অনুভব করে। উদরাধ্মান হইতেও অনেক সময় পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে, অবস্থাভেদে আবার ঐ উদরাধ্মান ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায় চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখ-রস অথবা বৃহৎ বাতচিন্তামণি অপরাহ্নে ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর উদরে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে অতিশয় লঘুপাক অন্ন-পানীয়ের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্নাহার-পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

অম্লপিত্তে চিত্তচাঞ্চল্য ও শিরঃকম্প—অম্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ মনের অস্থিরতা, মানসিক দুর্ব্বলতা ও শরীরের কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেকের রাত্রিতে একেবারে নিদ্রা হয় না এবং নিদ্রার অভাব-প্রযুক্ত সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। এইরূপ অবস্থা উর্দ্ধগত ও অধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিদ্রার অভাব-প্রযুক্ত মানসিক দুশ্চিন্তা, উদরাধ্মান ও তজ্জনিত বহুবিধ উপদ্রব সংঘটিত হয়; এই অবস্থায় বায়ু পিত্তাশ্রিত হওয়ায় শীতলক্রিয়া দ্বারা আশু কিয়দংশে উপকার পাওয়া যায়। রাত্রিতে নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন ও শরীর-কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গুড়ূচ্যাদিতৈল, বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল বা বাতব্যাধি-চিকিৎসায় বক্ষ্যমাণ মধ্যমনারায়ণতৈল বা ত্রিশতিপ্রসারণীতৈলাদি বাহ্য প্রয়োগ করিলে এবং চিন্তামণিরস, বৃহৎ বাতচিন্তামণি বা বীরেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিলে অনেকাংশে উপকার সাধিত হয়; কিন্তু রোগীর উদরাময় প্রবল থাকিলে কেবলমাত্র ঐসকল ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া উদরাময়নাশক পূর্ব্বোক্ত ঔষধসকল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উর্দ্ধগত অম্লপিত্তে শিরোঘূর্ণন ও মানসিক দুর্ব্বলতা-নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধের সহিত শতাবরীঘৃত প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু উদরাধ্মান বা পাতলা দাস্ত অথবা অম্লোদ্গার থাকিলে ঘৃতের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে।

অম্লপিত্তে শূল- উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হৃদয়, মস্তক, গ্রীবা ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায় এবং ঐ বেদনার সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কারণ অম্লোদ্গার ও বমন উপদ্রবের সহিত হৃদয়, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনার সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং অম্লোদ্গার, উদরাধ্মান প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলে আবার ঐসকল বেদনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। অম্লপিত্তরোগে বায়ু ও পিত্তের আধিক্যবশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে, কুক্ষিদেশে ও উদরে শূল প্রকাশ পাইলে বিরেচনার্থ অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড ২।১ দিন অন্তর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই প্রকার শূল প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থলেই প্রকাশ পায়, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও প্রকাশিত হয়। এইরূপ শূলে ধাত্রীলৌহ, ত্রিফলা-মণ্ডুর, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক, বিদ্যাধরাভ্র ও সপ্তামৃতলৌহ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ঐসকল ঔষধ সেবন করিলে অম্লোদ্গার, বমন এবং তজ্জনিত শূলাদির নিবৃত্তি হয়; কিন্তু রোগীর উদরাধ্মান প্রবল থাকিলে চিন্তামণিরস, বৃহৎ চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখরস তৎসঙ্গে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যেসমস্ত অম্লপিত্তরোগীর দাস্ত, অজীর্ণদোষ ও তৎসঙ্গে শূল প্রবল থাকে, তাহাদিগকে মহাশঙ্খবটী, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা মহারাজনৃপতিবল্লভ সেবন করাইবে; কিন্তু অম্লপিত্তশূলে দাস্ত ও বমন উভয়ই প্রবলরূপে প্রতীয়মান হইলে প্রথমাবস্থায় বমন-নিবর্ত্তক ঔষধসমূহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অম্লপিত্তে জ্বর—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর দাস্ত বন্ধ হয় ও অনেক সময় জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু ঐ জ্বর অল্পবেগেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, বমন প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্নান, আহার বন্ধ অথবা রুক্ষগুণযুক্ত ঔষধ সেবন করাইলে ঐ জ্বর কোনও মতে হ্রাস পায় না। আবার অনেক স্থলে স্নানাহারেও রোগ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না, এইরূপ দেখা গিয়াছে; কিন্তু উদরাধ্মান, বমন ও দাস্ত প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে স্নান ও আহারের নিয়ম প্রতিপালনের সহিত রোগীকে যথানিয়মে জ্বরঘ্ন ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ বা পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে।

অম্লপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধতা—অম্লপিত্তরোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; কোষ্ঠবদ্ধতাবস্থায় প্রায়শঃ উদরাধ্মান লক্ষিত হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মানবশতঃ আবার পিত্তাশ্রিত শূল ও গুল্ম বৃদ্ধি পাইতেও দেখা যায়। এইরূপ উদরাধ্মান, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি একত্র প্রকাশ পাইলে রোগ অত্যন্ত কঠিন হয় অর্থাৎ উহার চিকিৎসায় ফললাভ করা প্রায়শঃ কষ্টকর হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতাবস্থায় রোগীর উদরাধ্মান থাকিলে তাহার প্রতীকার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; যেহেতু আধ্মানের নিবৃত্তি না হইলে বিরেচক-ঔষধ-সেবন দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না। আবার বিরেচনক্রিয়া ভিন্ন গুল্ম (চাকা বা চাপ) অথবা শূলেরও নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে উদরাধ্মান-নিবারণার্থ বাতানুলোমক চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে প্রয়োগ করা আবশ্যক। উদরাধ্মানের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে অগস্ত্যচূর্ণ বা হরীতকীখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ

বিরেচনার্থ রোগীকে ২।৩ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ঐসকল ঔষধ সেবন করিলে ২।১ বার দাস্ত হইলে শূল-নিবারণার্থ যথোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে শূল অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়, গুল্মও হ্রাস পায় এবং অম্লপিত্তরোগের সমস্ত উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু অধোগত অম্লপিত্তরোগীকে বিরেচন ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে ২।১ বার প্রত্যহ কোষ্ঠাশ্রিত মল সহজে নির্গত হয়, এইরূপ মৃদু ঔষধ ব্যতীত কখনও তীক্ষ্ণ-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এইজন্যই শাস্ত্রে অধোগত অম্লপিত্তরোগীর মৃদু বিরেচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যেহেতু অধিক পাতলা দাস্ত হইতে পুনরায় উদরাময় জন্মিবার আশঙ্কা। অধোগত অম্লপিত্তে শিরোঘূর্ণন, শূল, গাত্রদাহ ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রবসকল উপস্থিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তন্নিবারণার্থ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেসকল অম্লপিত্তরোগীর অজীর্ণদোষ প্রবল অথচ তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং বক্ষঃস্থল ও হাত-পা-জ্বালা—এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না; কেবলমাত্র মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ প্রভৃতি ও অন্যান্য উপদ্রবের জন্য যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অম্লপিত্তে গাত্রদাহ—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানে সময়-সময় জ্বালাবোধ হয়; ঐ জ্বালা সময় সময় এত বৃদ্ধি পায় যে, রোগীর নিদ্রার পর্য্যন্ত ব্যাঘাত হয়। আবার সময় সময় উহা স্বয়ং কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া থাকে; এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর গাত্রে গুড়ূচ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং গুড়ূচ্যাদিলৌহ বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-বিশেষে সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং উদরাধ্মান বা অজীর্ণদোষ বিদ্যমান না থাকিলে তাহাকে তিক্তকঘৃত, মহাতিক্তকঘৃত বা পঞ্চ-তিক্তকঘৃত সেবন করাইলে ঐ জ্বালা সত্বরই বিনষ্ট হয়। অম্লপিত্তরোগে অজীর্ণদোষ বা অম্লোদ্গার অবস্থায় ঘৃতসেবনে বিশেষ উপকার হয় না, বরং অনিষ্ট ঘটে। অতএব বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

অম্লপিত্তে গাত্রকণ্ডু ও পীড়কা—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে

গাত্রকণ্ডু, পীড়কা প্রভৃতি লক্ষিত হয় এবং তৎসঙ্গে বমন, দাহ প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এইরূপ অবস্থায় রোগীকে বিরেচনার্থ বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড সেবন করিতে দিবে। উহা দ্বারা বিরেচন হইলে পীড়কার নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থায় তিক্তকঘৃত বা মহাতিক্তকঘৃত রোগীর অগ্নিবল বুঝিয়া সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

শ্লেষ্মপিত্তের চিকিৎসা—শ্লেষ্মপিত্তরোগেও অম্লপিত্তের ন্যায় বমন, মূর্চ্ছা ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; অধিকন্তু শিরো-বেদনার আধিক্য প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। অম্লপিত্তরোগে বমন, মূর্চ্ছা, অরুচি প্রভৃতি অবস্থায় যেসমস্ত ঔষধ পৃথগ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে, শ্লেষ্মপিত্তরোগেও ঐসকল অবস্থায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার পাওয়া যায়। মূর্চ্ছা, নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি অবস্থায় বীরেশ্বররস, বৃহৎ বীরেশ্বররস বা শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও গাত্রদাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড-প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

অম্লপিত্তরোগে ঔষধ

বাসাদিক্কাথ—অম্লপিত্তরোগে রোগীর জ্বর, গাত্রকণ্ডু ও গাত্র-জ্বালা লক্ষিত হইলে এই ক্কাথ শীতলাবস্থায় তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বাসাদিক্কাথ। বাসকছাল, পলতা ও কণ্টিকারী ; এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্রিফলাদিক্কাথ—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে জ্বর, বমন ও গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ক্কাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল করতঃ বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদিক্কাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পলতা ও কট্‌কী ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে প্রক্ষেপ ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধুচূর্ণ ও মধু ; এইসকল সমভাগে মিলিত ॥০ অর্দ্ধতোলা।

গুড়ুচ্যাদিক্কাথ—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হাত-পা-জ্বালা, জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডু ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথ শীতল করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদিকাথ। পদ্মগুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা।

দশাঙ্গক্বাথ—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে হাত-পা-জ্বালা, জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডূ বা পীড়কা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ শীতল করতঃ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশাঙ্গকাথ। বাসকছাল, পদ্মগুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পটোলপত্র; এইসমুদয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা।

পটোলাদিক্বাথ—পিত্তশ্লেষ্মরোগে অথবা অম্লপিত্তরোগে পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, বমন, গাত্রকণ্ডূ ও ভ্রম প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পটোলাদিকাথ। পটোলপত্র, শুঁঠ, পদ্মগুলঞ্চ ও কট্‌কী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ এলাদিচূর্ণ—অম্লপিত্তরোগে গাত্রজ্বালা, জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ কিঞ্চিৎ মধুসহ অথবা ইক্ষুচিনিসহ অপরাহ্নে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ এলাদিচূর্ণ। এলাইচ, চাঁপাবৃক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, হরীতকী, ধনে, রক্তচিতা, আমলা, গোরক্ষচাকুলে, পলতা, মুথা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর বমন, শূল ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ। শোধিত হিং ১ ভাগ, নির্গুলীফল ২ ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ ভাগ এবং গব্যঘৃত ৮ ভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া মুখবন্ধ করতঃ পাক করিবে এবং ভস্মীভূত হইলে উহার পাক সম্পন্ন হইয়াছে জানিবে। মাত্রা—।০ আনা।

পিত্তান্তকরস—অধোগত অম্লপিত্তরোগে বমনবেগ, দাস্ত, ভ্রান্তি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ধনে ও পল্‌তা-ভিজান জল।

পিত্তান্তকরস। জাতিফল, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র ও লবঙ্গ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান রৌপ্যভস্ম; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রত্তি।

মহাপিত্তান্তকরস—অধোগত অম্লপিত্তরোগে প্রবল বমনবেগ, অরুচি, দাস্ত ও উদরে শূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অপরাহ্নে সেবন করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ঐসমস্ত উপদ্রব শীঘ্রই দূরীভূত হয়। অনুপান—ধনে ও পলূতা-ভিজান জল।

মহাপিত্তান্তকরস। পিত্তান্তকরসে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাপিত্তান্তকরস কহে।

বীরেশ্বররস—অম্লপিত্ত ও শ্লেষ্মপিত্তজনিত নিদ্রার অভাব, হাত-পা-জ্বালা এবং ভ্রম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা শ্লেষ্মপিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন এবং অন্যান্য লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সন্ধ্যাকালে বা অপরাহ্নে ক্ষেতপাপড়ার রসসহ সেবন করাইবে। নিদ্রার অভাব ও তজ্জনিত অন্যান্য উপদ্রব প্রবল হইলে ইহা সমধিক উপকারী।

বীরেশ্বররস। রসসিন্দূর, তাম্র, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, সোহাগার খৈ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া পটোলপত্ররস অথবা ক্ষেতপাপড়ার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

বৃহৎ বীরেশ্বররস—অম্লপিত্তরোগে বা শ্লেষ্মপিত্তরোগে নিদ্রার অভাব, হাত-পা-জ্বালা, ভ্রম ও অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে এবং পিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অন্ধকারবৎ দর্শন ও অন্যান্য বাতজনিত লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের নিদ্রার অভাব এবং তজ্জনিত অন্যান্য লক্ষণসকল অনেকদিন হইতে প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ বীরেশ্বররস। স্বর্ণসিন্দূর, রৌপ্য, স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস—শ্লেষ্মপিত্তরোগে মূর্চ্ছা, ভ্রম, বমন, আলস্য ও শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে পিত্তজনিত উপদ্রবসমূহও দূরীভূত হয়। অনুপান—হরীতকী, পিপুল, গুড় ও শুঁঠচূর্ণ সমভাগ।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস। রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, রক্তচিতা, গন্ধক, সোহাগার খৈ,

ইন্দ্রযব, রাস্না, পদ্মগুলঞ্চের পালো ও পদ্মকাষ্ঠ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

পিত্তান্তকলৌহ—ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষিদেশে বেদনা, হাত-পা-জ্বালা, জ্বর, গাত্র-কণ্ডু ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ পটোলপত্রের রসসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বক্ষঃস্থলে জ্বালা, কুক্ষিদেশে বেদনা ও অম্লপিত্তাশ্রিত গাত্রকণ্ডু প্রভৃতিতেও ইহা অতিশয় উপকারী।

পিত্তান্তকলৌহ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, জাতিফল, লবঙ্গ, কুড়, দারুচিনি, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, সৈন্ধবলবণ, রসসিন্দুর, তাম্র, বঙ্গ, পলাশবীজ, মুথা, যমানী ও তেজপাতা; প্রত্যেকে ১ তোলা ও লৌহ ২৫ তোলা; এইসমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া পটোলপত্র, গীমা, হিঞ্চা, নিমপাতা ও আপাঙ্; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

পানীয়ভক্তবটিকা—অম্লপিত্তরোগে উদরে বা কুক্ষিদেশে শূল, পার্শ্বশূল, মন্দাগ্নি ও গ্রহণীদোষ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

পানীয়ভক্তবটিকা। তেউড়ীমূল, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা; পারদ ও গন্ধক; ইহাদের প্রত্যেকে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা এবং লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—৪ রতি।

অম্লপিত্তান্তকরস—অম্লপিত্তরোগে গাত্রদাহ, কুক্ষিশূল ও বমনবেগ প্রভৃতি উপদ্রব অথবা ঊর্দ্ধগত বা অধোগত অম্লপিত্তের লক্ষণসকল লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু অথবা ধনে ও পলতার জল।

অম্লপিত্তান্তকরস। রসসিন্দূর, অভ্র ও লৌহ; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমান হরীতকীচূর্ণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে পেষণ করিবে। বটী—৫ রতি।

শুণ্ঠীখণ্ড—অম্লপিত্তরোগে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য, বমন ও কটিদেশ বা সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত অম্লপিত্তে অতিশয় উপকারী।

শুণ্ঠীখণ্ড। শুঁঠচূর্ণ ৩২ তোলা, ইক্ষুচিনি /২ সের, গব্যঘৃত /১ সের ও গোদুগ্ধ

/৮ সের ; এইসমুদয় একত্র পাক করিয়া পাকশেষে পাত্র নামাইয়া উষ্ণাবস্থায় আমলকী, ধনে, মুথা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৷০ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক—অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা ও ভারবোধ, কুক্ষিশূল, হৃচ্ছূল, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও রোগীর অলসতা প্রভৃতি বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ শীতলজল বা গোদুগ্ধসহ সেবন করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহা অম্লপিত্তরোগে ও সূতিকাগ্রহণীর পুরাতন অবস্থায় এইসকল উপদ্রব থাকিলে অতিশয় উপকারী এবং পুষ্টিকর, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী, লৌহ, অভ্র, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুথা, এলাইচ, জাতিফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শটীর পালো, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণের সমষ্টির সমান শুঁঠচূর্ণ এবং শুঁঠচূর্ণ ও অন্যান্য চূর্ণের সমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি ও সমুদয়ের চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ। প্রথমে গোদুগ্ধে চিনি পাক করিয়া অনন্তর অতিমৃদু অগ্নিতাপে অন্যান্য চূর্ণ ঐ চিনির সহিত মোদকবৎ পাক করিয়া নামাইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা।

শতাবরীঘৃত—অম্লপিত্তরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, নিদ্রানাশ, গাত্রদাহ, পিত্তাধিক্য বা বিবিধ উপদ্রব-জনিত মানসিক দুর্ব্বলতা অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। উদরাময়ের প্রবল অবস্থায় ঘৃতসেবন করাইবে না। সাধারণতঃ মন্দাগ্নি থাকিলে অল্পপরিমাণে অপরাহ্ণে সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিবে। ইহা শুক্র ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শতাবরীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর স্বরস /৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শতমূলী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা।

জীরকাদ্যঘৃত—শ্লেষ্মপিত্তরোগে মন্দাগ্নি, বমন ও অরুচি প্রকাশ পাইলে রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

জীরকাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধানে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকার্থ

জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কৃষ্ণজীরা ৩২ তোলা ও ধনে ২ তোলা যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা।

নারায়ণঘৃত—অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রজ্বালা, বমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর উদরাময় ও উদরাধ্মান প্রভৃতি বিদ্যমান না থাকিলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

নারায়ণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্কী ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। কাথদ্রব্য—পিপুল /২ সের, জল ২০ সের; শেষ /৫ সের। পদ্মগুলঞ্চরস /৪ সের। আমলকীর রস /৭॥ সাড়েসাত সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা।

শ্রীবিল্বতৈল—অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরাময়, হাত-পা-জ্বালা, শরীরের সমধিক দুর্ব্বলতা ও জ্বরভাব প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল তাহাকে নাভিদেশে ও অন্যান্য অঙ্গে মালিস করিতে দিবে। ইহা উদরাময়-প্রশমক ও পুষ্টিকর। স্ত্রীলোকদিগের সূতিকারোগে উদরাময় অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শ্রীবিল্বতৈল। তিলতৈল /৪ সের। কাথদ্রব্য—কচি-বেলশুঁঠ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আমলকীরস /৪ সের। ছাগীদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—আমলা, লাক্ষা, হরীতকী, মুথা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা ও পুনর্নবা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

অম্লপিত্তে বমন-চিকিৎসা

ধাত্রীলৌহ—অম্লপিত্তরোগে অম্লরসবিশিষ্ট বমন হইলে অথবা তিক্ত বা অম্লরসবিশিষ্ট উদ্গার উঠিলে এই ঔষধ অপরাহ্নে পটোলপত্র-রস অথবা ধনে ও পলুতা-ভিজান জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে বমনের সঙ্গে হাত-পা-জ্বালা এবং কুক্ষিদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেদনা বা শূল প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধে ঐসমস্তই বিনষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত উপকারী।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)—অম্লপিত্তরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহ্ণে অথবা অন্য সময়ে অম্লরসবিশিষ্ট বমন বা অম্লোদ্গার হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরের ও কুক্ষিদেশে শূল এবং জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ অসহনীয় হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তাশ্রিত শূলরোগে ও পরিণামশূলে ইহা অতিশয় উপকারী। অম্লপিত্তাশ্রিত হাত-পা-জ্বালা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ইহা ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে উৎকট শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। কুট্টিত যবতণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ তোলা, শেষ ৩২ তোলা ; বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আমলকীর রস, দধি ও দুগ্ধ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৬৪ তোলা ; ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, গব্যঘৃত ও ইক্ষুরস ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা ; এইসমুদয় একত্র করিয়া গোমূত্র দ্বারা শোধিত ও চূর্ণীকৃত মণ্ডূর ৪৮ তোলা উহাতে প্রদান করতঃ পাক করিবে। পাকশেষে অতিমৃদু-অগ্নিসন্তাপে জীরা, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, গজপিপ্পলী, মুথা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রেণুক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তালীশপত্র ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ আনা হইতে ১ তোলা।

সপ্তামৃতলৌহ—অম্লপিত্তরোগে ভোজনের অন্তে বা অপরাহ্ণে অম্লরসবিশিষ্ট বমন হইলে এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্তাশ্রিত শূলরোগে ও তিমিররোগে প্রাতে ঘৃত ও মধুসহ প্রয়োগ করিলে অতিশয় উপকার হয়। অনুপান—গোদুগ্ধ।

সপ্তামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিতামণ্ডূরলৌহ—অম্লপিত্তরোগে আহারের পর মধ্যাহ্নে অথবা অন্য কোন সময়ে বমন হইলে এই ঔষধ রোগীকে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্তজনিত শূলরোগে অতিশয় উপকারী। হাত-পা-জ্বালা, মূর্চ্ছা, শূল ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব অম্লপিত্তের সহিত প্রকাশ পাইলে তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতল গোদুগ্ধ।

সিতামণ্ডূর। মণ্ডূর অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ ক্রমান্বয়ে সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এই নিয়মে মণ্ডূরচূর্ণ ৮০ তোলা, ইক্ষুচিনি ৪০ তোলা, পুরাতন গব্যঘৃত ৬৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ১২৮ তোলা ; এইসমস্ত একত্র মৃদু-অগ্নিতে লৌহপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পাত্র নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গশাঁস, হরীতকী, আমলা,

বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা উহাতে প্রদান করিবে এবং শীতল হইলে মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

পথ্যাদিযোগ—অম্লপিত্তরোগে খালিপেটে বা কিছু খাইলেই বমি হইতে থাকিলে ও রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ঔষধে অতিসত্বর বমন নিবৃত্ত হয়।

পথ্যাদিযোগ। হরীতকীচূর্ণ ৵০ আনা, ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ৵০ আনা, পুরাতন গুড় ।০ আনা ; এইসমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতে গরমজল বা ক্ষেতপাপড়ার কাথসহ প্রয়োগ করিবে।

অম্লপিত্তে উদরাময়-চিকিৎসা

অমৃতার্ণবরস—অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ বা শ্লেষ্মসংযুক্ত পাতলা দাস্ত হইলে এবং উদরে শূল বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অথবা ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মুথার রস অথবা ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

অমৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা—অধোগত অম্লপিত্তরোগে জলবৎ পাতলা দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে বেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ বার মাত্র সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস—অধোগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর পাতলা দাস্ত এবং তৎসঙ্গে বুকে, পৃষ্ঠে, কুক্ষিদেশে বা কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি বাতের উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও উদরাময়জনিত যাবতীয় উপসর্গ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহা অত্যন্ত বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। অনুপান—অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হইলে ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু এবং দাস্তের তাদৃশ তারল্য না থাকিলে পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৩৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী—অধোগত অম্লপিত্তরোগে উদরাময় প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও

কুক্ষিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী। প্রস্তুতবিধি ৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস—অধোগত অম্লপিত্তরোগে প্রত্যহ বা ২।৩ দিন অন্তর মুহুর্মুহুঃ জলবৎ পাতলা দাস্ত অথবা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর বমন এবং হৃদয়, পার্শ্ব বা কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অজীর্ণদোষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লপিত্তাশ্রিত গ্রহণীরোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা একবার মাত্র প্রযোজ্য। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্পটী—অধোগত অম্লপিত্তরোগে বাতশ্লেষ্মাধিক রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে এবং ঐরূপ দাস্ত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে যখন অন্যান্য ঔষধে উপকারের আশা থাকে না, তখন তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তরোগে যাহাদের উদরাময়ের প্রবলতাবশতঃ যাবতীয় সন্ধিস্থানে বেদনা এবং ঊর্দ্ধশ্লেষ্মগত রোগসকল প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনকালে অতি লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দুগ্ধ প্রতিদিনই সহ্যমত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধের সেবনবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী—অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ উদরাময় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে যখন অন্যান্য ঔষধে উপকারের আশা থাকে না, সেই সময় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে উদরাময়াশ্রিত আমবাত প্রশমিত এবং শারীরিক বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অম্লপিত্তরোগে ইহা উদরাময়-নাশক শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই ঔষধের সেবনকালে প্রতিদিন লঘুপাক অন্ন ও ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ সহ্যমত পথ্য দিবে। ইহার সেবন ও পথ্যবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়পর্পটী। প্রস্তুতবিধি ২৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খবটী—অধোগত অম্লপিত্তরোগে পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে

উদরাধ্মান, বুকজ্বালা, অথবা দুর্গন্ধ উদ্গার থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যেসকল ব্যক্তির উদরাধ্মান বা উদ্গার প্রকাশ পায় না এবং কেবল দাস্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও ইহা দ্বারা অনেকাংশে উপকার হয়। এই ঔষধ অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

শঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লবঙ্গাদ্যমোদক—অধোগত অম্লপিত্তরোগে রোগীর বিবিধবর্ণের পাতলা দাস্ত এবং তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য ও উদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিজনক। অনুপান—জল।

লবঙ্গাদ্যমোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

চিন্তামণিরস—অম্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ সর্ব্বদা বা কিছু সময়ের জন্য উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে ১ বার অথবা অবস্থাভেদে অর্থাৎ রোগের আতিশয্যে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে ২ বার সেবন করিতে দিবে। ইহা বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিজনক। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধতাবস্থায় শুঁঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল আধছটাক ও মধু ২ ফোঁটা। স্বভাব-কোষ্ঠ বা উদরাময় থাকিলে চাউলধোয়া জল অর্দ্ধছটাক ও মধু ২ ফোঁটা।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—অম্লপিত্তরোগে রোগীর বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে শিরোঘূর্ণন, মাথায় বিবিধপ্রকার যন্ত্রণাবোধ, বুকজ্বালা ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে কেবল অপরাহ্নে একবার অথবা মধ্যাহ্নে দুই বার সেবন করিতে দিবে। ইহা পুষ্টিকর। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধতায় হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং উদরাময় থাকিলে চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি—অম্লপিত্তরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ

রোগীর উদরাধ্মান থাকিলে অথবা অম্লপিত্তের প্রবলতাবশতঃ শিরোঘূর্ণন, নিদ্রার অভাব, হাত-পা-জ্বালা, বমন ও পাতলা দাস্ত প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান ভিন্ন অন্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধের সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। ইহা অত্যন্ত বলকর ও পুষ্টিজনক। অপরাহ্নে একবার প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ বাতপিত্ত-প্রধান রোগীকেই সেবন করাইবে। অনুপান—আতপ-চাউলধোয়া জল।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ এবং স্বর্ণসিন্দুর ৭ ভাগ; এইসমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন এবং ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী—২ রতি।

মহাশঙ্খবটী—অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণদোষপ্রযুক্ত উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমনভাব, দাস্ত কিংবা বক্ষঃ বা হাত-পা-জ্বালা থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা

অগস্ত্যচূর্ণ—অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তৎসঙ্গে বমন, হাত-পা-জ্বালা, প্রবল বেদনা এবং শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও ব্যবস্থা করা যায়। ইহা অবস্থাবিশেষে প্রত্যহ সেবন না করাইয়া ২।৩ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—জল বা নারিকেলের জল।

অগস্ত্যচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, বড়এলাইচ ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১০ তোলা, ৪০ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ৮০ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

হরীতকীখণ্ড—অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল শূল, বমনবেগ বা হাত-পা-জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু মন্দাগ্নি বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রত্যহ ইহা সেবন করাইলে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় ২।৩ দিন অন্তর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

অম্লপিত্তে কেবলমাত্র কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল।

হরীতকীখণ্ড। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, মৌরী, শুলফা ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীমূল ও সোনামুখী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ৬৪ তোলা, ইক্ষুচিনি ২৪৬ তোলা। প্রথমে চিনি পাক করিয়া অতিমৃদু অগ্নির তাপে অন্যান্য চূর্ণ প্রদানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

অম্লপিত্তে শূল-চিকিৎসা

ধাত্রীলৌহ—অম্লপিত্তরোগে প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে অর্থাৎ কুক্ষিদেশে, অনন্তর বক্ষঃস্থলে এবং গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কেবলমাত্র রোগীর বেদনা প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—পলতার রস বা ধনে ও পলতা-ভিজান জল, বায়ুপিত্তপ্রধান শরীরে অর্থাৎ গরম ধাতুতে ডাবের জল।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)—অম্লপিত্তরোগে রোগীর প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগে, অনন্তর হৃদয় ও পার্শ্বে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় উপকারী। অম্লপিত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত প্রবল বমন বা বমনবেগ, হাত-পা ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহা বৈকালে অথবা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেব্য। অনুপান—ধনে-ভিজান জল ও ইক্ষুচিনি। বায়ু ও পিত্তের অত্যন্ত প্রাধান্য থাকিলে অর্থাৎ গরম ধাতুতে পলতার রস ও ইক্ষুচিনি কিংবা ডাবের জল।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তামৃতলৌহ—অম্লপিত্তরোগে কুক্ষিদেশে বা হৃদয়ে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত বমন, বমনবেগ বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—দুগ্ধ বা তদভাবে জল।

সপ্তামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাধরাভ্র—অম্লপিত্তরোগে কুক্ষিদেশে, হৃদয়ে বা নাভি ও হৃদয়ের মধ্যভাগে প্রবল শূল বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তশ্লেষ্মজনিত শূলরোগে ও পরিণামশূলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অম্লপিত্তরোগে অগ্নিমান্দ্য ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবগুলিও এই ঔষধে অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি। গরম ধাতুতে পলতার রস ও ইক্ষুচিনি কিংবা ডাবের জল।

বিদ্যাধরাভ্র। বিড়ঙ্গশাঁস, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গজগুলঞ্চের পালো, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, গোমূত্রে জারিত মণ্ডূরভস্ম ৩২ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ৮ তোলা, থুলকুড়ীর রসে মর্দ্দিত ও বস্ত্রপূত পারদ ১।০ তোলা এবং শোধিত গন্ধক ২ তোলা; প্রথমে যথানিয়মে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া অন্যান্য চূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করতঃ লৌহপাত্রে ঘৃত ও মধুসহ লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঘৃতের পাত্রে ঔষধ রাখিবে। মাত্রা—১০ দশ রতি।

ত্রিফলামণ্ডূর—অম্লপিত্তরোগে রোগীর উদরে ও কুক্ষিদেশে প্রবল শূল বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনার সহিত হৃদয়ে বা বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও বমন প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতলজল বা গোদুগ্ধ।

ত্রিফলামণ্ডূর। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং মণ্ডূরভস্ম ৩ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক—অম্লপিত্তরোগে হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, মস্তক ও কুক্ষিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য, গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, সময়-সময় জ্বর ও কার্য্যে অনুৎসাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গোদুগ্ধ বা

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক। প্রস্তুতবিধি ৪০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্খাদিচূর্ণ—অম্লপিত্তরোগে বমনবেগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাধ্মান, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা, মাথাঘোরা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতল জল।

শঙ্খাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তে গাত্রকণ্ডু ও দাহ-চিকিৎসা

গুড়ূচ্যাদিলৌহ—অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত-পা-জ্বালা এবং তৎসঙ্গে রাত্রিতে নিদ্রার অভাব বা গাত্রকণ্ডু ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হিঞ্চার রস বা পলতার রস ও মধু।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। গুলঞ্চের পালো ৯ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গশাঁস, মুথা ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ১৮ তোলা; একত্রে জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

ভাস্করামৃতাভ্র—অম্লপিত্তরোগে গাত্রদাহ, গাত্রকণ্ডু অথবা ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রতিদিন পলতার রসসহ সেবন করাইবে।

ভাস্করামৃতাভ্র। কৃষ্ণাভ্রভস্ম ২ তোলা লইয়া উহাকে বাসকছালের কাথ, পদ্মগুলঞ্চ, কেশুর্ত্তে, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েলার মূল ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসে ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার শতমূলীর রস ১২ তোলা দ্বারা ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

হরিদ্রাখণ্ড-অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত-পা-জ্বালা, গাত্রে কণ্ডু ও পিড়কা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিস্ফোটক ও দদ্রু প্রভৃতি রোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

হরিদ্রাখণ্ড। হরিদ্রাচূর্ণ ৬৪ তোলা, গব্যঘৃত ৪৮ তোলা, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের, ইক্ষুচিনি /৬। সের; এইসমস্ত দ্রব্য মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নাগেশ্বর, মুথা ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা—১ তোলা হইতে ২ তোলা।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড—অম্লপিত্তরোগে রোগীর হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গে কণ্ডু বা পিড়কা লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ বিরেচনার্থ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং ক্রিমিরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। হরিদ্রাচূর্ণ ৩২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৩২ তোলা, হরীতকী-চূর্ণ ৩২ তোলা, ইক্ষুচিনি /৫ সের এবং দারুহরিদ্রা, মুথা, যমানী, বনযমানী,

রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পানের রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ—অম্লপিত্তরোগে রোগীর অল্পবেগে বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় প্রবল থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধতাবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধোগত অম্লপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠবদ্ধতাবস্থায় পিপুলচূর্ণ ও মধু।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তরোগে চিত্তচাঞ্চল্য ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা

চিন্তামণিরস—অম্লপিত্তরোগে মনের অস্থিরতা, স্মৃতিলোপ ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত পিত্তের প্রকোপবশতঃ নিদ্রার অভাব বা সর্ব্বদা চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে ইহা বৈকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু ২।১ ফোঁটা। উদরাময় থাকিলে চাউলধোয়া জল ও মধু।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি—অম্লপিত্তরোগে রোগীর মনের অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন, নিদ্রার অভাব, সর্ব্বদা বিষণ্ণভাব ও স্মৃতিশক্তির লোপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর বায়ু ও পিত্তের সমধিক প্রকোপ ও উদরাময় প্রকাশ পাইলে ইহা সমধিক উপকারী। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল ও মধু। উদরাময় থাকিলে আতপচাউল-ধোয়া জল ও মধু।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—অম্লপিত্তরোগে রোগীর মনের চাঞ্চল্য, নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন, শরীরের কম্প ও স্মৃতিশক্তির লোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ

পাইলে এই ঔষধ অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল ও মধু। উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে চাউল-ধোয়া জল ও মধু।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল—অম্লপিত্তরোগে নিদ্রার অভাব, শিরোঘূর্ণন ও স্মৃতিলোপ প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্তরোগে পথ্যাপথ্য

অম্লপিত্তরোগে উর্দ্ধ ও অধোগত-ভেদে পথ্য-নিরূপণ করিবে। সাধারণতঃ অধোগত অম্লপিত্তরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যূষ, করলা, পটোল, হিঞ্চাশাক, বেতের ডগা, পাকাকুমড়া, কলার মোচা ও বেতোশাক প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। অম্লপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধতা বা বমন প্রবল থাকিলে রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া টাট্‌কা খৈ ও গরম দুগ্ধের ব্যবস্থা করিবে। উর্দ্ধগত অম্লপিত্তরোগে ঐসমস্ত পথ্য প্রদান করা যাইতে পারে। অম্লপিত্তরোগে নূতন তণ্ডুলের অন্ন, লঙ্কা ও অন্যান্য কটু (ঝাল)-দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি এবং মদ্য প্রভৃতি বিদাহী অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক-দ্রব্য-সেবন একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অর্শরোগ-চিকিৎসা

বাতিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—কষায়, কটু অথবা তিক্তরসবিশিষ্ট এবং রুক্ষ, লঘু বা শীতলদ্রব্য-ভোজন, অত্যল্প পরিমাণে ভোজন, তীক্ষ্ণ-মদ্যপান, উপবাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, শীতকাল, প্রবল বায়ু ও রৌদ্রসেবা; এইসমস্ত ক্রিয়া দ্বারা বাতজ অর্শরোগ উৎপন্ন হয়। এই অর্শের বলি স্রাবরহিত, চিন্‌চিন্‌-বেদনাযুক্ত, ম্লান, ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা অরুণবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, গোজিহ্বাবৎ কর্কশ, সূক্ষ্ম-

সূক্ষ্ম-কণ্টকাকীর্ণ, বিভিন্নরূপ, বক্রভাবাপন্ন, তীক্ষ্ণাগ্র এবং স্ফুটিত-মুখ হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোন বলির আকার বনকার্পাসের ফলের ন্যায় এবং কোনটির আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায়, কোনটির আকার বা শ্বেতসর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে। বাতিক অর্শরোগে মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটি, উরু ও বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কী) প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুমিত হয় এবং হাঁচি, উদ্গার, উদরে ভারবোধ, বক্ষঃস্থলে বেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, বিষমাগ্নি, কর্ণের অভ্যন্তরে শব্দ ও ভ্রান্তি; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ পিচ্ছিল, ফেনাবিশিষ্ট, বদ্ধ গুঠ্‌লে মল নির্গত হয় এবং মলত্যাগকালে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব, শব্দের সহিত মল-নির্গমন ও রোগীর ত্বক্‌, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই বাতজ অর্শ হইতে প্লীহা, উদরী ও অষ্ঠিলারোগ জন্মিতে পারে।

পৈত্তিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—কটু, অম্ল বা লবণরসাত্মক অথবা উষ্ণদ্রব্য-ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি এবং রৌদ্রের উত্তাপ, উষ্ণদেশ ও উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, ঈর্ষ্যা, বিদাহী ও তীক্ষ্ণদ্রব্য-ভোজন এবং উষ্ণবীর্য্যপানীয়, অন্ন ও ঔষধ-সেবন; এইসমস্ত কারণে পিত্তার্শ উৎপন্ন হয়। পৈত্তিক অর্শের মাংসাঙ্কুরসকল পাতলা, রক্তস্রাবকারী, আমগন্ধি, নীল, রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় ও উহা ঈষৎ কোমল ও লম্বমান এবং শুকের জিহ্বা, যকৃৎখণ্ড ও জোঁকের মুখের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, যবের ন্যায় মধ্যভাগ স্থূল এবং উষ্মাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পৈত্তিক অর্শরোগে দাহ, পাক, জ্বর, পিপাসা, মূর্চ্ছা, অরুচি, মোহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নীল, পীত বা রক্তবর্ণ পাতলা অপক্কমল ভেদ হয় ও রোগীর ত্বক্‌, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও মুখ হরিৎ, পীত অথবা হরিদ্রা-বর্ণ দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল বা গুরুদ্রব্য-ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা সুখজনক (কোমল) শয্যায় শয়ন ও সর্ব্বদা সুখজনক আসনে উপবেশন পূর্ব্বদিগাগত-বায়ুসেবন, শীতলদেশে বাস, শীতকাল এবং চিন্তাশূন্যতা; এইসমস্ত কারণে শ্লৈষ্মিক অর্শরোগ উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর-

সকলের মূলভাগ বৃহৎ, ঘন অর্থাৎ গাঢ় অবয়বযুক্ত, অল্পবেদনা-বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যঙ্গবৎ স্নিগ্ধ, সরল, গোলাকৃতি, গুরুদ্রব্যাক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত ও স্পর্শে সুখজনক; ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ বা গোস্তন-সদৃশ। শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে রোগীর বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অর্থাৎ কুঁচ্‌কিতে বন্ধনবৎ কষ্ট এবং গুহ্যদেশে, বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা; শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখ ও নাসিকা হইতে স্রাব; অরুচি, সর্দ্দি, মেহ, মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বর, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমন, অপক্ক-মলবহুল পীড়ার উৎপত্তি বা প্রবাহিকার লক্ষণযুক্ত বসাসদৃশ কফমিশ্রিত মলের নির্গমন; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে ক্লেদরক্তাদির স্রাব হয় না এবং মলের কাঠিন্য থাকাতেও অর্শের বলিসকল বিদীর্ণ হয় না; এই রোগে রোগীর ত্বক্ ও মলাদি তৈলাভ্যঙ্গবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয়।

বাতপৈত্তিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—বাতিক ও পৈত্তিক অর্শরোগের মিলিত কারণ হইতে বাতপৈত্তিক অর্শরোগ উৎপন্ন হয় এবং ঐ অর্শরোগে বাতিক ও পৈত্তিক অর্শের সমুদায় লক্ষণ মিলিত থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—বাতিক এবং শ্লৈষ্মিক অর্শের যেসমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শ সেইসমস্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং বাতিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যেসমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে সেইসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শরোগের যেসমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেইসমস্ত কারণে পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শরোগ উৎপন্ন হয় এবং পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের লক্ষণসকল পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শে মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক অর্শের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শরোগের যেসমস্ত কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেইসমস্ত কারণে সান্নিপাতিক অর্শরোগ উৎপন্ন হয় এবং বাতিক, পৈত্তিক

ও শ্লৈষ্মিক এই তিন দোষোৎপন্ন অর্শরোগের লক্ষণসকল যুগপৎ সান্নিপাতিক অর্শরোগে প্রকাশ পায়।

রক্তার্শের লক্ষণ—রক্তার্শের লক্ষণ পিত্তার্শের ন্যায় হইয়া থাকে। রক্তার্শের মাংসাঙ্কুরসকলের আকৃতি বটাঙ্কুরবৎ ও কুঁচফল এবং প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অর্শের বলি কঠিন মলের আঘাতে পেষিত হইলে অর্শ হইতে সহসা উষ্ণরক্ত নির্গত হইয়া থাকে। রক্তের অধিক স্রাববশতঃ রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং রক্তক্ষয়-জনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগীর বল, বর্ণ, উৎসাহ ও ওজোধাতুর ক্ষয় হইয়া যায় এবং রোগী বিকলেন্দ্রিয় অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ মলত্যাগ হয় এবং অধোগত বায়ুর নিঃসরণ হয় না।

বাতোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ—রক্তার্শরোগে বায়ুর আধিক্য হইলে তরল, অরুণবর্ণ ও ফেনাযুক্ত রক্ত নির্গত হইয়া থাকে এবং কটি, উরু ও গুহ্যদেশে বেদনা ও অধিক রুক্ষতাবশতঃ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পিত্তোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ—রক্তার্শরোগে পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্তার্শের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায়; যেহেতু পিত্তের-প্রকোপবশতঃই রক্তার্শরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জন্য পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

শ্লেষ্মোল্বণ রক্তার্শের লক্ষণ—শ্লেষ্মাধিক রক্তার্শরোগ গুরু ও স্নিগ্ধদ্রব্য-সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং ঐ রোগে রোগীর মল শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। অর্শের রক্ত গাঢ়, পাণ্ডুবর্ণ, পিচ্ছিল ও সূতার ন্যায় দৃঢ় হয় এবং মলদ্বার আর্দ্র চর্ম্মাবৃতবৎ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

সহজ অর্শের লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে-সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সহজ (জন্ম হইতে জাত) অর্শেও সেইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

নাসাদিগত অর্শের লক্ষণ—নাসা, লিঙ্গ ও নাভিস্থলে কেঁচোর মুখের ন্যায়, পিচ্ছিল ও কোমল অর্শ উৎপন্ন হয়। উহার লক্ষণ বাতাদি-ভেদে অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের ন্যায় প্রকাশ পায়।

চর্ম্মকীল-লক্ষণ—সর্ব্বশরীরস্থিত ব্যানবায়ু শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া চর্ম্মের বহির্ভাগে গোঁজার ন্যায় অচল ও কর্কশ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে;

ইহার নাম চর্ম্মকীল বা আঁচিল। এই রোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে ঐসকল চর্ম্মকীল সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত ও কর্কশ হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান চর্ম্মকীলের মুখ কৃষ্ণবর্ণ। কফপ্রধান চর্ম্মকীল স্নিগ্ধ, গ্রন্থিযুক্ত ও গাত্রের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অর্শরোগের সাধ্যাসাধ্য-লক্ষণ—বাহ্যবলি (সংবরণী)-আশ্রিত একদোষোত্থিত (বাতিক বা শ্লৈষ্মিক) অর্শরোগ উৎপত্তির কাল হইতে একবৎসর অতীত না হইলে সুখসাধ্য। বাহ্যবলিজাত অর্শ দ্বিদোষাশ্রিত এবং সংবৎসরব্যাপী অথবা একবৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইলে কষ্টসাধ্য ও ত্রিদোষাশ্রিত হইলে সেই অর্শ যাপ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বলিতে (বিসর্জ্জনীতে) উৎপন্ন অর্শরোগ একবৎসরব্যাপী এবং একদোষাশ্রিত হইলে উহা কষ্টসাধ্য; দ্বিদোষাশ্রিত হইলে ঔষধ ও পথ্যাদি-সেবনে যাপ্য হয় এবং ত্রিদোষাশ্রিত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় বলিতে (প্রবাহিণীতে) উৎপন্ন অর্শ একদোষাশ্রিত হইলে তাহা যাপ্য, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত হইলে উহা অসাধ্য এবং সহজ অর্শও ত্রিদোষাশ্রিত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

অর্শরোগের উপদ্রব-ভেদে অসাধ্য লক্ষণ—অর্শরোগে হস্ত, পদ, মুখ, নাভি, গুহ্যদেশ ও অণ্ডকোষ; এইসকল স্থানে শোথ এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা; এইসমস্ত উপদ্রব মিলিতভাবে উপস্থিত হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

হৃদয় ও পার্শ্বদ্বয়ে সমধিক বেদনা, মোহ, বমন, অঙ্গবেদনা, জ্বর, পিপাসা ও গুহ্যদেশের পক্বতা; এইসমস্ত লক্ষণ একত্র বা ইহার কোন একটি পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ পাইলে অর্শরোগী বিনষ্ট হয়।

পিপাসা, অরুচি, গাত্রবেদনা, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, শোথ ও অতিসার; এইসমস্ত লক্ষণ মিলিত হইলে বা ইহাদের কোন একটি পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ পাইলে সেই অর্শরোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

অর্শরোগ-চিকিৎসা-বিধি

গুহ্যদেশের অভ্যন্তরে ৫॥ সাড়ে পাঁচ অঙ্গুলি প্রমাণ একটি স্থূল নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীতে শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় তিনটি বলি উপর্য্যুপরি অবস্থিত।

তাহার ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত অঙ্গুলি-পরিমিত অংশকে সংবরণী নাড়ী বা প্রথম বলি কহে। তাহার ঊর্দ্ধাংশে ১॥ দেড় অঙ্গুলি পরিমিত বিসর্জ্জনী নাড়ী অবস্থিত, উহাকে দ্বিতীয় বলি কহে এবং তদূর্দ্ধে ১॥ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত তৃতীয় বলি অবস্থিত, উহাকে প্রবাহিণী কহে। বাতাদি-দোষভেদে ঐ সকল বলি আবার ভিন্ন-ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই তিনটি বলিতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ঐসকল অঙ্কুর হইতে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে, ইহারই নাম অর্শরোগ। এই অর্শরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বিবিধ কারণে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় এবং ঐ দোষত্রয় শরীরস্থ ত্বক্, মাংস ও মেদ সংদূষিত করিয়া গুহ্যবলিতে অঙ্কুর উৎপাদন করে। একই অর্শরোগে পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চবিধ পিত্ত ও পঞ্চবিধ কফ এবং গুহ্যান্তর্গত ত্রিবিধ বলি; ইহারা সকলেই যুগপৎ প্রকুপিত হয়।

এই অর্শরোগ হইতে অন্যান্য বহুব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। এইস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা একই সময় প্রকুপিত হইয়া কি প্রকারে একই সময়ে পীড়া উৎপাদন করে? যেহেতু প্রাণবায়ু হৃদয়ে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে এবং অপানবায়ু গুহ্যদেশে অবস্থান করে। এইরূপে পঞ্চবিধ শ্লেষ্মা ও পঞ্চবিধ পিত্ত শরীরে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চবিধ বায়ু, পঞ্চপিত্ত ও পঞ্চশ্লেষ্মার মধ্যে দেহের কোন স্থানে বায়ু প্রকুপিত হইলে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বায়ুও প্রকুপিত হয় অর্থাৎ গুহ্যস্থিত অপানবায়ু প্রকুপিত হইলে মলমূত্রাদি-নির্গমনের ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং দৈহিক বিধানানুসারে নাভিমণ্ডলস্থিত সমানবায়ুও প্রকুপিত হয়। আবার বায়ু প্রকুপিত হইলে শ্লেষ্মা এবং পিত্তও ক্রমশঃ কুপিত হয়। এইরূপ একদোষ প্রকুপিত হইলে অন্যান্য দোষও ক্রমশঃ প্রকুপিত হইতে থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্ব্বানেব প্রকোপয়েৎ।" এইরূপ দোষ দ্বারা রসরক্তাদি ধাতুসমূহের মধ্যে কোনও একটি প্রকুপিত হইলে তৎসঙ্গে অন্যান্য ধাতুও ক্রমশঃ দূষিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ অর্শরোগে রোগীর মলবদ্ধতা থাকে; কিন্তু বাতাদি-দোষভেদে উহা কঠিন, পাতলা বা আমসংযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পাচকাগ্নির বৈষম্য বা মন্দতা অর্শরোগের প্রধান লক্ষণের মধ্যে গণনীয়।

বাতিক-অর্শরোগে পঞ্চবায়ু প্রকুপিত হইলে বায়ুজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ শির, পার্শ্ব, স্কন্ধদেশ, কটি, কুঁচ্‌কি ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, তৎসঙ্গে উদ্গার, বিষ্টম্ভ ও পাচকাগ্নির বৈষম্য প্রভৃতি বাতাশ্রিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। মল অল্পপরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য গুল্ম, প্লীহোদর প্রভৃতি উৎপন্ন হইবারও সম্ভাবনা থাকে; কাস-শ্বাসাদি উপসর্গও প্রকাশ পায়। এইসকল লক্ষণ দ্বারা পঞ্চস্থানে অবস্থিত পঞ্চবিধ বায়ুর ক্রিয়ার বৈষম্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

পৈত্তিক-অর্শরোগে পঞ্চপিত্ত প্রকুপিত হইয়া দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা ও মলের বিভিন্নবর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে। এই রোগে পিত্তের বিকৃতিবশতঃ অন্যান্য বিবিধ রোগও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

শ্লৈষ্মিক-অর্শরোগেও পূর্ব্ববৎ পঞ্চশ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং ঐসকল উপদ্রব হইতে কালপ্রকর্ষে আবার ভিন্ন-ভিন্ন রোগ উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক-অর্শে অগ্নির মন্দতাপ্রযুক্ত ভুক্তদ্রব্য দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়। সুতরাং উহা হইতে ক্রমশঃ আম সঞ্চিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ রোগে মল সম্যগ্‌রূপে নির্গত না হওয়ায় উদরে অধিক পরিমাণে আম (অপক্ব শ্লেষ্মা) সঞ্চিত হয় এবং অবশেষে ঐ শ্লেষ্মা সময়-সময় নির্গত হইয়া থাকে। অর্শরোগে বায়ু ও পিত্ত অথবা বায়ু ও শ্লেষ্মা কিংবা পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই উভয় দোষের লক্ষণসকল যখন মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অর্শরোগ অতীব কষ্টদায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু তিন দোষের লক্ষণ মিলিত হইলে রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়।

রক্তার্শরোগে পিত্তার্শের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সমধিক রক্ত নির্গত হয়, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং রক্তার্শরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ আর পৃথক্ পৃথক্ উপসর্গ প্রকাশ পায় না। বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রকোপভেদে পৃথক্ পৃথক্ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সহজ অর্থাৎ জন্ম হইতে যে অর্শ প্রকাশ পায়, তাহাতেও ত্রিদোষজনিত অর্শের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণতঃ শাস্ত্রে অর্শরোগের চারি প্রকার চিকিৎসাপ্রণালী নিরূপিত হইয়াছে। যথা—ঔষধ-প্রয়োগ, ক্ষার-প্রয়োগ, শস্ত্র-প্রয়োগ এবং

অগ্নি-প্রয়োগ। অর্শের অবস্থানুসারে ঐসকল চিকিৎসার তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ বাতজনিত বা অন্যান্য অর্শে বায়ু ও পিত্তাদি-নাশক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি এবং বিবিধ-ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা দোষের নিবৃত্তি হইলে বলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করা ; ক্ষার-প্রয়োগ দ্বারা প্রবৃদ্ধ বলির ক্ষয়ীকরণ, শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা বলিছেদন এবং শ্লেষ্মজনিত বৃহন্মূল অর্শে অগ্নি-প্রয়োগ দ্বারা বলির দগ্ধীকরণ—এইরূপ চিকিৎসা-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জলৌকা দ্বারা অর্শের রক্তপাত এবং প্রলেপ-প্রয়োগ দ্বারা বলির স্খলনবিধিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ প্রলেপ দ্বারা বলির স্খলন, স্বেদ-প্রদান ও ঔষধ-সেবন দ্বারাই অর্শের চিকিৎসা হইয়া থাকে। প্রলেপাদি দ্বারা বলিস্খলনের চেষ্টা না করিলে আভ্যন্তরিক ঔষধ-প্রয়োগে তাদৃশ উপকার হয় না অথবা পুনঃ পুনঃ রোগ প্রকাশ পায় ; এইজন্যই বলি-স্খলনার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অর্শের বলি স্খলিত হইলে পুনরায় ঐ রোগ প্রকাশ পায় না, এইরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে।

বাতজনিত অর্শরোগে কোষ্ঠশুদ্ধিকর ঔষধ প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। যেসমস্ত ঔষধে বায়ু অনুলোম হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি পায়, সেই প্রকার ঔষধ অর্শরোগীর পক্ষে হিতকর।

সাধারণতঃ বাতজনিত অর্শে অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে ঐ অঙ্কুর স্খলিত হয়, সেইরূপ বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ করা এবং কর্পূরাদিচূর্ণ, মরিচাদিচূর্ণ, লবণোত্তমচূর্ণ বা বিজয়চূর্ণ অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিবে। এইসমস্ত ঔষধ আগ্নেয় এবং বাতানুলোমক। বাতজ অর্শরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ, অগ্নিমুখলবণ এবং অবস্থাবিশেষে বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা হরীতকীযোগ পৃথক্ পৃথক্ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান প্রবল হইলে, চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় প্রাণদাগুড়িকা, কর্পূরাদ্যচূর্ণ, শূরণমোদক বা কাঙ্কায়নমোদক প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিদোষ-ভেদে সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শরোগে প্রথমে অর্শের অঙ্কুর যাহাতে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ একত্র করিয়া তক্রসহ অথবা বিজয়চূর্ণ বা স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ রোগীকে সেবন

করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কাঙ্কায়নমোদক, শ্রীবাহুশাল-গুড়, শূরণমোদক বা বৃহৎ শূরণমোদক প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তপ্রধান অর্শরোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইলে তন্নিবারণার্থ যথোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং সমশর্করচূর্ণ বা মানশূরণাদ্যলৌহ সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে প্রাণদাগুড়িকা বা শ্রীবাহুশালগুড় সেবন করিতে দিলেও উপকার হয়। উদরাময় প্রবল থাকিলে পীযূষবল্লীরস বা বৃহৎ অগ্নি-কুমার প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রক্তার্শরোগের প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাব-নিবারক কোন ঔষধ প্রদান করিবে না ; যেহেতু দূষিত রক্ত বন্ধ হইলে তাহা হইতে বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগে প্রথমতঃ পিত্তের সমতাকারক বিবিধ যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; কারণ পিত্ত প্রশমিত হইলে রক্তস্রাব আপনিই নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

রক্তার্শরোগে অঙ্কুরসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর রক্তস্রাব-নিবৃত্তিকারক বিবিধ যোগ, চন্দনাদিকাথ, মানাদ্যলৌহ, কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শরোগ পুরাতন হইলে কুষ্মাণ্ডাবলেহ বা বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ রোগীকে সেবন করাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বাতপিত্তপ্রধান অর্শরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে বাতার্শ-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ উদরাধ্মান ও শূল প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে তন্নিবারণার্থ চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব তৎসঙ্গে দৃষ্ট হইলে তন্নিবারণার্থ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব চিকিৎসার নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতপৈত্তিক অর্শরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা হরীতকীযোগ প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে ; কিন্তু পিত্তের প্রবলতাবশতঃ পাতলা বা অপক্ক মল নির্গত হইলে অথবা রক্তস্রাব হইলে ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমাররস, মহাশঙ্খবটী বা কণাদ্যলৌহ অনুপানভেদে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত না হয়, এইরূপ অনুপান-সহযোগে পীযূষবল্লীরস বা বৃহৎ পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ প্রাণদাগুড়িকা, তীক্ষ্ণমুখরস, চন্দ্র-

প্রভাগুড়িকা বা অগ্নিমুখলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বায়ু বা পিত্তের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া অর্শরোগে সেবন করিতে দিবে এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় চব্যাদিঘৃত বা কুটজাদ্যঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুরসকল কঠিন ও দীর্ঘাকৃতি হইলে প্রথমতঃ অর্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ঐসকল অঙ্কুর ক্ষয় না পাইলে আভ্যন্তরিক ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। আভ্যন্তরিক প্রয়োগের জন্য বিবিধ যোগ এবং জাতিফলাদিবটী বা রসগুড়িকার ব্যবস্থা করিবে ও আমপাচনার্থ মহাশঙ্খবটী বা বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজনিত অর্শরোগে অর্শের অঙ্কুরসকল তীক্ষ্ণ ও বৰ্দ্ধিত হইলে তন্নিবারণার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পিত্তের প্রকোপবশতঃ পাতলা দাস্ত বা রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে অগ্নিবৰ্দ্ধক ও পাচক ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিকুমার বা পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, পুনঃপুনঃ পাতলা দাস্ত ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে বৃহৎ অগ্নিকুমার, বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে এবং অর্শরোগে আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ প্রাণদাগুড়িকা, অগ্নিমুখলৌহ বা কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায়ও ঐসকল ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়।

সান্নিপাতিক অর্শরোগে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, তদনুসারে চিকিৎসা করিবে এবং অর্শের অঙ্কুর বৰ্দ্ধিত হইলে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শে যাহাতে সহজে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এরূপ বাতানুলোমক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে সময়-সময় কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাধ্মান হইলে স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা নারাচচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ও দাস্ত হইলে বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা পীযূষবল্লীরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব-নিবারণার্থ বক্ষ্যমাণ উপদ্রব-চিকিৎসার নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অর্শরোগে দশমূলগুড়, শ্রীবাহুশালগুড়, শূরণমোদক, বৃহৎ শূরণমোদক, প্রাণদাগুড়িকা বা চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ দোষের বলাবল-অনুসারে সেবন করিতে দিবে

এবং পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পিপ্পল্যাদ্যতৈল অনুবাসন অর্থাৎ পিচ্‌কারীর দ্বারা প্রয়োগ করিবে ও মালিশের জন্য কাসীসাদ্যতৈল বা বৃহৎ কাসীসাদ্যতৈলের ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রয়োগে অর্শের অঙ্কুর নিপতিত হয়। সান্নিপাতিক অর্শের চিকিৎসানুসারে সহজ অর্শের চিকিৎসা করিবে।

অর্শরোগে উপদ্রব—অর্শরোগে বাতাদি-দোষভেদে মস্তক, পার্শ্ব, কটি, কুঁচ্‌কি, গুহ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, বস্তি ও নাভিমূল প্রভৃতি স্থানে বেদনা; কাস, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা; পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত; গ্রহণীরোগ; কখনও বা গুঠ্‌লে মলের নির্গমন অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা বা পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প মলের নির্গমন; দাস্তের সময় গুহ্যদেশে বেদনা; উদরে বায়ুপূর্ণতা; কর্ণাভ্যন্তরে স্বন্‌স্বন্‌ শব্দ; ভ্রম, জ্বর, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, অরুচি, সর্দ্দি, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও বমন প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই-সকল উপদ্রবের মধ্যে বলবান্‌ উপদ্রবের চিকিৎসা না করিলে রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। সুতরাং যখন যে উপদ্রব প্রবল হইবে, তখন সেই উপদ্রবের নিবারণার্থ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অর্শরোগে উদরাধ্মান বা উদরে বায়ুরোধ—অর্শরোগে উদরাধ্মান হইলে চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বায়ুর প্রকোপজন্য উদরাধ্মানের সহিত পার্শ্ব, বস্তিদেশ, বক্ষঃস্থল ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে তাহা ঐসমস্ত ঔষধের সেবনে বিনষ্ট হয়। উদরাধ্মানের সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসোক্ত স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ, বড়বানলচূর্ণ বা হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে নারাচচূর্ণ বা হরীতকীযোগ সেবন করাইবে; কিন্তু তীক্ষ্ণ-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দাস্ত করান উচিত নহে; যেহেতু উহাতে দুর্ব্বলতাবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়, সুতরাং উদরাধ্মান নিবৃত্তি হয় না।

অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা—অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে অগ্নিবর্দ্ধক মৃদু-বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। উদরাধ্মান নিবারণ জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত নারাচচূর্ণ, হরীতকীযোগ বা স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থা-বিশেষে প্রয়োগ করিবে এবং উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে ফলবর্ত্তি বা

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে দাস্ত করাইবে। কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরে ও কটিদেশে বেদনা থাকিলে বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা-অনুসারে সুকুমারমোদক, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু এইসকল বিরেচক ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করাইবে না। যাহাতে ২।১ বার মাত্র দাস্ত হয়, এইরূপ ভাবে প্রয়োগ করিবে। অর্শরোগ চিকিৎসা করিতে হইলে কোষ্ঠশুদ্ধির উপর দৃষ্টি প্রদান করা অত্যন্ত আবশ্যক।

অর্শরোগে বেদনা—অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে শরীরের নানাস্থানে বেদনা প্রকাশ পায়। কোষ্ঠবদ্ধতাজনিত উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই বেদনা প্রবল হয়। উদরাময়ের জন্যও সময় সময় স্থানবিশেষে অল্প বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্শরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও মন্দাগ্নি হইতে শরীরে বেদনা হইলে অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, বৈশ্বানরচূর্ণ বা যোগরাজগুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীর অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। এইসমস্ত ঔষধ বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক; সুতরাং অর্শরোগীর কটি, গ্রীবা অথবা পার্শ্বাদি সন্ধিস্থিত বাতের পক্ষে উহা অত্যন্ত উপকারী। মস্তক এবং তৎসন্নিহিত স্থানে বেদনা থাকিলে স্বল্পলক্ষ্মী-বিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরে ও নাভিস্থানে বেদনা থাকিলে অগ্ন্যুদ্দীপক ও পাচক ঔষধ অর্থাৎ মহাশঙ্খবটী বা শূলহরণযোগ প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিতে দিবে। গুহ্যদেশ বা বস্তিস্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অর্শরোগে জ্বর—অর্শরোগে পিত্তাধিক্যবশতঃ জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জ্বরের বেগ কখনও হ্রাস পায়, কখনও বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্বর প্রকাশ পাইলে রোগী সমধিক কষ্ট অনুভব করে। অর্শরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্বরের প্রবলাবস্থায় ও শরীর সবল থাকিলে জয়াবটী, মৃত্যুঞ্জয়রস অথবা মহাজ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে সেবন করাইবে। এইরূপ অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া রোগীকে অবস্থানুসারে পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু জ্বর অল্পবেগে

প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর স্নান ও আহার সহ্য হইলে চূড়ামণিরস বা বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ দোষানুসারে তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শে ক্ষার বা তীক্ষ্ণ প্রলেপাদির প্রয়োগকালে শারীরিক অবস্থানুসারে অনেকের জ্বর হইয়া থাকে, ঐ জ্বর অর্শের ক্ষত শুষ্ক হইলেই দূরীভূত হয়। সুতরাং তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না।

অর্শরোগে মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা—অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অনেক সময় মেহ বা মূত্রকৃচ্ছ্রতাদোষ অর্থাৎ প্রস্রাবকালীন যাতনা অথবা পুনঃ-পুনঃ অল্প-অল্প প্রস্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা বস্তিগত বায়ুর প্রকোপ, কোষ্ঠশুদ্ধির অভাব অথবা অগ্নিমান্দ্য-জনিত অন্যান্য উপদ্রববশতঃ প্রকাশ পায়। এই মেহরোগে অনেক সময় প্রস্রাবের নিম্নভাগে চুণের ন্যায় বা লালামিশ্রিত পদার্থ দৃষ্ট হয়। বিবিধ শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিলেও উহার বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ মেহ প্রায়শঃ রোগের প্রবলাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় লক্ষিত হয়। সুতরাং তন্নিবারণার্থ মেহমুদ্গরবটিকা, চন্দ্রপ্রভাবটিকা, মহাবঙ্গেশ্বর বা বঙ্গাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐসকল ঔষধে মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও মেহ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে; তজ্জন্য প্রায়শঃ অন্য ঔষধ সেবন করিতে হয় না। মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রবল হইলে মেহ-মুদ্গারবটিকা, বৃহৎ সোমনাথরস বা চন্দ্রপ্রভাবটিকা সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। অর্শরোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে স্নান ও আহারাদির নিয়মপালন করা অতি আবশ্যক।

অর্শরোগে উদরাময়—অর্শরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাময় প্রবল হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যবশতঃ পাতলা দাস্ত হয়। শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ প্রবাহিকারোগের ন্যায় আমসংযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। এই উভয় অবস্থায় বাতানুলোমক অথচ ধারক ঔষধ ভাস্করলবণ, বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ, পীযূষবল্লীরস বা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। ইহাদের মধ্যে পীযূষবল্লীরস ও বৃহৎ লবঙ্গাদ্যচূর্ণ আমদোষ-নিবৃত্তি-কারক এবং অন্যান্য ঔষধ ধারক অথচ বায়ুর অনুলোমক। আমসংযুক্ত রক্তবর্ণ অথবা সরক্ত পাতলা দাস্ত হইলে পীযূষবল্লীরস, কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধের সেবনে সমধিক উপকার হয়। জ্বর ও উদরাময় একত্র মিলিত

হইলে কুটজাষ্টক বা বৃহৎ কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগে জ্বর ও উদরাময় উভয়ই প্রায়শঃ প্রশমিত হয়। তবে আবশ্যক হইলে সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, মহাগন্ধক ও অমৃতার্ণবরস প্রভৃতি ঔষধও রোগের প্রথম অবস্থায় সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু উদরাময় পুরাতন হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ বা বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অর্শরোগে সর্দ্দি ও কাস—শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে অনেক সময় সর্দ্দি, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা হইলেও এই সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি প্রবল হইয়া থাকে। সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতির জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন না করাইয়া, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস, কফচিন্তামণি বা শৃঙ্গারাভ্র প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐসকল ঔষধ অনুপানভেদে সেবন করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসচিন্তামণি, শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ কাস ও শ্বাসের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐসকল ঔষধ দ্বারা পুরাতন কাস বা শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয় না।

অর্শরোগে ঔষধ

অর্কক্ষীরাদিলেপ—অর্শরোগীর অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত, কঠিন বা তীক্ষ্ণাগ্র হইলে এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা লাগাইলে ঐসমস্ত অঙ্কুর খসিয়া পড়ে।

অর্কক্ষীরাদিলেপ। আকন্দের ক্ষীর, সীজের ক্ষীর, তিতলাউয়ের কচিপাতা ও ডহরকরঞ্জার ছাল; এইসকল দ্রব্য সমানাংশে লইয়া ছাগীমূত্রে পেষণ করিবে; অনন্তর উহা বলিতে লাগাইবে।

স্নুহীক্ষীরাদ্যলেপ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর কঠিন ও বৃহৎ এবং ঐ অর্শের মূলভাগ বৃহত্তর হইলে এই প্রলেপ বলির মুখে লাগাইয়া দিবে। ইহাতে অর্শের অঙ্কুরসকল খসিয়া পড়ে।

স্নুহীক্ষীরাদ্যলেপ। সীজের ক্ষীর ও হরিদ্রা-চূর্ণ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া বলিতে লাগাইবে, অথবা উভয় দ্রব্য একত্র কার্পাসের সুতায় মাখাইয়া পুনঃপুনঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তদ্দারা দৃঢ়রূপে অর্শের বলি বন্ধন করিবে, এইরূপ বাঁধিয়া রাখিলে ঐ বলি ছিন্ন হয়।

তুম্বিকাদ্যলেপ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শের অঙ্কুর বর্দ্ধিত

এবং অর্শের মূল বৃহৎ ও কণ্টকাকীর্ণ হইলে এই প্রলেপ বলিতে প্রয়োগ করিবে। উহা লাগাইলে বলি খসিয়া পড়ে।

তুম্বিকাস্তলেপ। সবীজ তিত লাউ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক উহাতে গুড় মিশ্রিত করিয়া অর্শে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

হরিদ্রাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক অর্শে বলির মূলভাগ বৃহৎ এবং উহা বেদনাবিশিষ্ট হইলে ও অর্শের বলি বাহিরে থাকিলে এই প্রলেপ লাগাইবে।

হরিদ্রাদিলেপ। হরিদ্রা, রক্তচিতা, সোহাগার খৈ এবং ওল; ইহাদের চূর্ণ ও গুড় একত্র করিয়া কাঁজি দ্বারা পেষণপূর্ব্বক অর্শে প্রলেপ দিবে।

অপামার্গলেপ—লিঙ্গস্থিত অর্শ প্রবল হইলে ঐ অর্শের মুখে এই প্রলেপ লাগাইবে। ইহা লিঙ্গার্শরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপামার্গলেপ। আপাঙ মূল অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঐ ক্ষার এবং হরিতাল সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে; অনন্তর অর্শে লাগাইবে।

পঞ্চকোলযোগ—শ্লৈষ্মিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শরোগে কাস, শ্বাস, অরুচি, মস্তকে ভারবোধ ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তক্র (ঘোল)-সহ সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চকোলযোগ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ হইতে ।০ আনা।

হরীতকীযোগ—বাতিক ও বাতপৈত্তিক অর্শরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

হরীতকীযোগ। গোটা হরীতকী পূর্ব্বদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতে পেষণপূর্ব্বক উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। হরীতকীচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায়।

হরীতক্যাদিচূর্ণ—বাতিক ও বাতপৈত্তিক অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কটি, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় নানাপ্রকার উদ্বেগ, দাহ, রক্তস্রাব ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ফল্‌সা-ছালের রসসহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, খোসাবিহীন কৃষ্ণতিল, আমলকী, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

শূরণযোগ—শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শরোগে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, আমাশয় এবং অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শূরণযোগ। বন্য ওল মাটী দ্বারা লেপনপূর্ব্বক বনঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, পরে সিদ্ধ ওলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও কিঞ্চিৎ তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

তিলযোগ—রক্তার্শরোগে মলদ্বার হইতে সমধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং রক্তার্শের অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ হস্ত, পদ ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তিলযোগ। কৃষ্ণতিল ১ তোলা পেষণপূর্ব্বক উহার সহিত ইক্ষুচিনি ।০ অর্দ্ধতোলা, ছাগীদুগ্ধ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

শতমূলীযোগ—রক্তার্শরোগে মলদ্বার হইতে অধিক রক্ত নির্গত হইলে এবং রক্তনির্গমনহেতু দাহ, পিপাসা ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি রক্তার্শের লক্ষণসকল মিলিতভাবে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ বৈকালে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে দুই বেলা দুইবার ঔষধ প্রযোজ্য।

শতমূলীযোগ। শতমূলী ২ তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণপূর্ব্বক উহার সহিত ছাগীদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অপামার্গযোগ—রক্তার্শরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

অপামার্গযোগ। আপাঙ্ বীজ ।০ অর্দ্ধতোলা চাউলধোয়া জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

কুটজযোগ—রক্তার্শে মলদ্বার হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তার্শে রক্তসংযুক্ত তরল মলভেদ হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কুটজযোগ। কুড়্চিছাল ।০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পেষণপূর্ব্বক উহার সহিত তক্র মিশ্রিত করিয়া দিনে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

দেবদালীযোগ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই জল দ্বারা অর্শের বলি ধৌত করিবে। অর্শরোগের ইহা প্রধান ঔষধ।

দেবদালীযোগ। ঘোষালতা পূর্ব্বদিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে; অথবা অর্দ্ধসের ঘোষালতা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল দ্বারা অর্শের বলি দিনে ৩।৪ বার ধৌত করিয়া দিবে।

পদ্মকযোগ—রক্তার্শরোগে মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রক্তার্শজনিত বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

পদ্মকযোগ। কচি পদ্মপাতা পেষণ করতঃ উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অশ্বগন্ধাদিধূপ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক রক্তার্শরোগে অর্শের অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং গুহ্যদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ধূপ অর্শে লাগাইবে।

অশ্বগন্ধাদিধূপ। অশ্বগন্ধা, নিসিন্দা, বৃহতী ও পিপুল; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে অগ্নি ধরাইয়া তাহার ধূম অর্শে গ্রহণ করিতে দিবে।

চন্দনাদিক্বাথ—রক্তার্শরোগে অর্শ হইতে রক্তস্রাব হইলে এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ দাহ, জ্বর ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চন্দনাদিক্বাথ। রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগরমুথা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া শীতল হইলে সেবন করিতে দিবে।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ—রক্তার্শরোগে অর্শ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এবং পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহ, জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ। দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণার মূল ও নিমছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

করঞ্জাদিচূর্ণ—রক্তার্শরোগে অর্শ হইতে রক্তস্রাব এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ বস্তিদেশে বেদনা, শরীরের পীতাভা ও কৃশতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ তক্রসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

করঞ্জাদিচূর্ণ। করঞ্জফলের শাঁস, রক্তচিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও সোন্দাল; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা।

কর্পূরাদিচূর্ণ—বাতিক অর্শরোগে রোগীর সমধিক দুর্ব্বলতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শরোগে পাতলা দাস্ত, অতিসার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

কর্পূরাদিচূর্ণ। কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতিফল, বেণার মূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলশুঁদি, পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কাকোলী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা হইতে ।০ আনা।

মরিচাদিচূর্ণ—বাতিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

মরিচাদিচূর্ণ। মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, রক্তচিতা ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং পুরাতন গুড় ৪ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

লবণোত্তমচূর্ণ—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শরোগে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ তক্রের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

লবণোত্তমচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, ডহরকরঞ্জার মূলের ছাল এবং মহানিমের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাবে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

বিজয়চূর্ণ—বাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য এবং কটি, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, ভোজনে অনিচ্ছা ও বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে উদরাময়, জ্বর, কাস, শ্বাস ও মাথার বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক অর্শরোগে বায়ুর বা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পাইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—জল।

বিজয়চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, বচ, হিং, আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, কটকী, ইন্দ্রযব, রক্তচিতা, শুল্‌ফা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

সমশর্করচূর্ণ—পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শরোগে অগ্নিমান্দ্য,

কাস, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস এবং শ্বাসরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—জল।

সমশর্করচূর্ণ। ছোটএলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপাতা ৩ ভাগ, নাগেশ্বর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ ও শুঁঠ ৭ ভাগ; এইসমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৴০ আনা হইতে ।০ আনা।

অগ্নিমুখলবণ—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগীর প্লীহা বা যকৃদ্‌বৃদ্ধি অথবা গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে কিংবা সাধারণতঃ প্লীহা বা যকৃদ্‌রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রাতে প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

অগ্নিমুখলবণ। রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তী, তেউড়ীমূল ও কুড়; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান সৈন্ধবলবণ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিয়া সিজের গাছ অথবা সিজের ডালের মধ্যে পূর্ণ করিবে। অনন্তর রন্ধ্রমুখ সীজের ডাল দ্বারা রুদ্ধ করিয়া উহাকে মাটী দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং ঔষধ একেবারে ভস্মীভূত না হয়, এরূপভাবে বনঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা—৫ রতি।

প্রাণদাগুড়িকা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কোষ্ঠ-বদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য অথবা পাতলা দাস্ত, অরুচি, জ্বর, কাস এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মাথায় ভারবোধ, ক্ষুধামান্দ্য ও অন্যান্য লক্ষণসকল লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

প্রাণদাগুড়িকা। শুঁঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, চই ৮ তোলা, তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা এবং বেণার মূল ১ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণ এবং পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৴০ আনা হইতে ৷০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত এই ঔষধ কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইলে ঔষধে শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকীচূর্ণ এবং পিত্তপ্রবণ ব্যক্তির পাতলা দাস্ত অবস্থায় সেবন করাইতে হইলে পুরাতন গুড়ের পরিবর্ত্তে ইক্ষুচিনি দিবে।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা—বাতিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে বেদনা, প্রমেহদোষ, বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, পুরাতন জ্বর ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রশস্ত। ইহা সেবন করিলে অর্শরোগীর ঐসমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ প্রমেহ, অশ্মরী এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি রোগেও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সর্ব্বাঙ্গশোথ বা নেফ্রাইটিস্ (Nephritis) এবং প্রস্রাবে সুগার (sugar) বা এ্যালবুমেন (albumen) থাকিলে বিশেষ উপকারী। ইহা সেবন করিয়া নিয়মপূর্ব্বক আহারাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি, কোষ্ঠ-পরিষ্কার এবং বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে। ঔষধ-সেবনান্তে শীতল জল পান করিতে দিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অভ্র ৮ তোলা এবং বিড়ঙ্গশাঁস, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুলমূল, মুথা, শটীর পালো, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাজীমাটী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত শিলাজতু ৬৪ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ১৬ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা, বংশলোচন, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২।৶৪ রতি; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা—/০ আনা হইতে ।০ আনা।

রসগুড়িকা—শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য ও আম-সংযুক্ত মল পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, জ্বর বা শরীরের অবসন্নতা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

রসগুড়িকা। রসসিন্দূর ১ তোলা এবং বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া গাংরাই-শাকের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

চক্রেশ্বররস—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণসহ সেবন করিতে দিবে।

চক্রেশ্বররস। রসসিন্দূর ৪ তোলা, সোহাগার খৈ এবং অভ্র প্রত্যেকে ৫ তোলা; এইসকল একত্র করিয়া শ্বেতপুনর্ণবার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

জাতিফলাদিবটী—শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী-চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

জাতিফলাদিবটী। জাতিফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধুস্তূরবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগার খৈ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া জম্বীরের (গোড়া লেবুর) রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

অগ্নিমুখলৌহ—বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শে অগ্নিমান্দ্য, শরীরের পাণ্ডুতা, আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত, কটি ও পৃষ্ঠাদিস্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃদ্বৃদ্ধি ও শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ঘৃত বা দুগ্ধ।

অগ্নিমুখলৌহ। তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, নিসিন্দা, সীজমূল, মুণ্ডিরী ও ভুঁইআমলা; ইহাদের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে উষ্ণীকৃত গব্যঘৃত ১৯২ তোলা, বৈচীমূলের রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১৬ তোলা এবং ইক্ষুচিনি ৯৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ-চূর্ণ ২৪ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা; হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের সমভাগে মিশ্রিত চূর্ণ ৪০ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ৯৬ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—৵০ আনা হইতে ।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

মাণাদ্যলৌহ—পৈত্তিক বা রক্তার্শে রোগীর পাতলা দাস্ত বা রক্ত-সংযুক্ত দাস্ত হইলে এবং দেহের পাণ্ডুতা, দাহ, অল্পজ্বর, শরীরের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রক্তার্শে ছাগীদুগ্ধ। পিত্তার্শে—শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি।

মাণাদ্যলৌহ। মাণ, ওল, রক্তচন্দন, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ। জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

তীক্ষ্ণমুখরস—বাতিক, বাতপৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক অর্শে রোগীর কটি বা পৃষ্ঠাদিস্থানে বেদনা, কাস, মাথায় উদ্বেগ, প্রমেহ বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও সর্ব্বদা বায়ুজনিত বিবিধ উপদ্রবপ্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে বৈকালে

সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল ২ তোলা ও মধু ২ ফোঁটা অথবা ইক্ষুচিনি।

তীক্ষ্ণমুখরস। রসসিন্দুর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মণ্ডূর ও স্বর্ণমাক্ষিক; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে, পরে মূষামধ্যে রাখিয়া মাটী দ্বারা লেপনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

অর্শকুঠাররস—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাধ্মান, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্লীহা বা যকৃদ্বৃদ্ধি অর্শের সহিত প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অর্শের প্রবলাবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

অর্শকুঠাররস। পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা এবং লৌহ, তাম্র, দন্তীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও ওল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা; বংশলোচন, সোহাগার খৈ, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, শোধিত সীজের ক্ষীর ৬৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিবে; প্রথমে গোমূত্র /৪ সের পাক করিবে এবং অর্দ্ধাবশেষে উহার সহিত ঐ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

কুটজলেহ—পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তার্শরোগে পাতলা দাস্ত, আমরক্তসংযুক্ত গুঠ্‌লে মল অথবা কেবল রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগীর গ্রহণীদোষ অর্থাৎ উদরাময় অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বাধক অথচ কোষ্ঠ-বদ্ধকারক নহে। রক্তার্শ বা পিত্তার্শজনিত পাণ্ডুতা, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব ইহাতে বিনষ্ট হয়। ইহা রক্তার্শের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজলেহ। সরস কুড়্‌চির ছাল ৮০০ তোলা, পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় অগ্নিতে পাক করিবে এবং উহাতে পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা, গব্যঘৃত ৬৪ তোলা প্রদান করিবে। ঔষধ ঘন হইলে ঐ পাত্র অবতারণপূর্ব্বক রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রসাঞ্জন, রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদানপূর্ব্বক মৃদু অগ্নির সন্তাপে পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক করিবে। ঔষধ শীতল হইলে উহাতে মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

কুটজাষ্টক—রক্তার্শে বা পৈত্তিক অর্শে রোগীর সমধিক রক্তস্রাব

অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তরোধক, রক্তার্শের প্রথম অবস্থায় অথবা অল্প রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়; কিন্তু পুনঃপুনঃ অথবা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে ইহার সেবনে রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে; সুতরাং ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা সমীচীন নহে। রক্তার্শের মধ্যাবস্থায় পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূরণমোদক—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বাদিতে বেদনা এবং কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগের মধ্য ও পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—জল।

শূরণমোদক। মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, রক্তচিতা ৮ তোলা এবং ওল ১৬ তোলা; পুরাতন গুড় এই সমুদায় চূর্ণের সমান অর্থাৎ ৩০ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া মোদক পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ৷৷০ অৰ্দ্ধতোলা।

বৃহৎ শূরণমোদক—বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অর্শরোগে প্লীহা, যকৃদ্বৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক ও বলবৰ্দ্ধক। পুরাতন অর্শরোগীর পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ শূরণমোদক। ওল ১৬ তোলা, রক্তচিতা ৮ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, শোধিত ভেলা ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিভাড়কবীজ ১৬ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া পুরাতন গুড় ১৮০ তোলা সহ মিশ্রিত করতঃ মোদক পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অৰ্দ্ধতোলা।

কাঙ্কায়নমোদক—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শের মধ্যাবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় কটি বা পার্শ্বাদিস্থানে বেদনা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে অর্শরোগের বিবিধ উপদ্রব নষ্ট হয়। পৈত্তিক এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শে পাতলা দাস্ত, দাহ, জ্বর এবং অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ অতি সাবধানে সেবন করিতে দিবে। প্রথমে অতি অল্পমাত্রায় প্রযোজ্য। অনুপান—তক্র।

কাঙ্কায়নমোদক। হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, পিপুলমূল ১৬ তোলা, চই ২৪ তোলা, রক্তচিতা ৩২ তোলা, শুঁঠ ৪০ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, উৎকৃষ্টরূপে শোধিত ভেলা ৬৪ তোলা, ওল ১২৮ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সমস্ত ঔষধের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় গ্রহণ করিয়া মোদক পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি হইতে ৬ বা ৮ রতি।

দশমূলগুড়—বাতিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি, উদর বা পার্শ্বাদিতে বেদনা, মাথায় ভারবোধ, কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনুপান – উষ্ণজল।

দশমূলগুড়। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, রক্তচিতা, দন্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ১২।০ সের মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে পাত্র নামাইয়া শীতল হইলে উহাতে তেউড়ীমূলচূর্ণ /২ সের ও পিপুলচূর্ণ /১ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে।

শ্রীবাহুশালগুড়—বাতিক, পৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক অর্শের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বা স্বাভাবিকরূপে মল নির্গত হইলে অথচ কটি বা পার্শ্বাদিস্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুকালের পুরাতন অর্শে ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রথমে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। অনুপান—কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে উষ্ণজল। পৈত্তিক অর্শে বা সহজকোষ্ঠে ছাগীদুগ্ধ।

শ্রীবাহুশালগুড়। তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, রক্তচিতা, শটী, রাখালশশা, মুথা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত ভেলা ৬৪ তোলা, বিত্তাড়কবীজ ৪৮ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ

৩২ সের। ঐ কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ১৮৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে এবং ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহার সহিত তেউড়ীমূল, চই, ওল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং এলাইচ, দারুচিনি, মণ্ডূর ও গজপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪৮ তোলা প্রদান করিয়া পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবে। মাত্রা—১ তোলা।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ—রক্তার্শ পুরাতন হইলে এবং রোগীর বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শরোগে দাহ, শরীরের পাণ্ডুতা ও কৃশতা প্রভৃতি উপদ্রবও ইহাতে দূরীভূত হয়। পুরাতন রক্তার্শরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—জল।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ—রক্তার্শরোগের পুরাতন অবস্থায় রক্ত-নিঃসরণ ও রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। রক্তার্শরোগে পাণ্ডুতা, দাহ, পিপাসা ও অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবনে তাহারও উপকার হয়। পুরাতন রক্তার্শরোগে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। ইহা সেবন করিলে শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুপান—জল।

বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাদ্যঘৃত—রক্তার্শরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অগ্নি সবল থাকিলে এবং সময় সময় আমসংযুক্ত মল নির্গত অথবা রক্তস্রাব হইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

কুটজাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, নাগেশ্বর, নীলশুন্দি, লোধ ও ধাইফুল; এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকার্থজল /৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

পিপ্পলাদ্যতৈল—পুরাতন অর্শরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ কোষ্ঠ-শুদ্ধি না হইলে বিশেষতঃ উদাবর্ত্তের লক্ষণ অর্থাৎ উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে এই তৈল দ্বারা মলদ্বারে পিচকারী দিবে। ইহাতে বায়ুর অনুলোম হয়; সুতরাং কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানের বেদনা, মলের বদ্ধতা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে।

পিপ্পলাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গব্য-দুগ্ধ ৮ সের। জল /৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুলফা,

ময়নাফল, বচ, শটী, রক্তচিতা ও দেবদারু ; প্রত্যেকে ১ ভাগ ও কুড় ২ ভাগ ; এই একাদশভাগ দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের লইয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বৃহৎ কাসীসাদ্যতৈল—অর্শরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল অতি উপকারী। পূর্ব্বোক্ত প্রলেপাদি দ্বারা যেসমস্ত বলি স্খলিত না হয়, তাহাও এই তৈলের প্রয়োগে স্খলিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ কাসীসাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হীরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশলাঙ্গলিয়া, পাথরকুচি, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, হরিতাল, মনঃশিলা, সোনামুখী, সীজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীর ; এই-সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে। পাকাবসানে তৈল ছাঁকিয়া লইবে।

অর্শরোগে উদরাধ্মান-চিকিৎসা

চতুর্ম্মুখরস—অর্শরোগে বায়ুর আধিক্যবশতঃ উদরাধ্মান বা উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে এবং তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর অনুলোমক এবং প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশকতা। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—বাতিক, বাতপৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অর্শরোগে উদরাধ্মান বা উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে এই ঔষধ বৈকালে প্রয়োগ করিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে ইহার সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুমান—সমানাংশে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—অর্শরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা ও কোষ্ঠাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং তৎসঙ্গে উদরে, পার্শ্বদেশে বা কুক্ষিতে বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। প্রাতে বা সন্ধ্যার পর সেব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বড়বানলচূর্ণ—অর্শরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, কোষ্ঠাশুদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এবং তজ্জন্য উদর, কুক্ষি বা পার্শ্বদেশে বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বড়বানলচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৩৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতহরীতকী—অর্শরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠশুদ্ধি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং তজ্জন্য উদরে, কুক্ষিস্থানে বা পার্শ্বদেশে বেদনা অনুভূত হইলে প্রত্যহ প্রাতে এই হরীতকী ভক্ষণ করিতে দিবে। অর্শরোগে পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

অমৃতহরীতকী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা চিকিৎসা

নারাচচূর্ণ—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদর বায়ুপূর্ণ হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগে মল কঠিন হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ভোজনের পূর্ব্বে ইহা সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

নারাচচূর্ণ। ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপুলচূর্ণ ২ তোলা; এইসমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ তোলা।

হরীতকীখণ্ড—বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ মলের কঠিনতা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রাতে প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

হরীতকীখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্যচূর্ণ—বাতিক বা বাতপৈত্তিক অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা অথচ মলের কাঠিন্য লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং উদর ও কুক্ষিদেশের বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে। অর্শরোগে পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। অনুপান—জল।

অগস্ত্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুকুমারমোদক—অর্শরোগীর বাতশ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে এবং তজ্জন্য গুঠ্‌লে মল নির্গত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে মল তরল ও বায়ু অনুলোম হয়। প্রাতে এক বটী প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

সুকুমারমোদক। প্রস্তুতবিধি ৩৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি—অর্শরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাধ্মান বিদ্যমান থাকিলে পূর্ব্বোক্ত বিরেচক ঔষধ সেবনে উপকার না হইলে অথবা বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা অনুচিত বোধ হইলে, অর্থাৎ মলের তরলাবস্থায় বায়ু দ্বারা উদরপূর্ণতা বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ুর অনুলোমতা, উদরাধ্মানের নিবৃত্তি এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি—অর্শরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উদরাধ্মান ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু অনুলোম হয় এবং কুপিত মল নির্গত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শরোগে বেদনা-চিকিৎসা

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ—অর্শরোগে বাতশ্লেষ্মা বা বায়ুর প্রকোপবশতঃ কটি, পৃষ্ঠ অথবা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতনাশক অথচ বিরেচক নহে, এই জন্য অর্শরোগে স্বাভাবিক দাস্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। মুণ্ডিরি, গোক্ষুর, গুলঞ্চের পালো, বিস্তারকবীজ, পিপুল, তেউড়ীমূল, মুথা, বরুণবৃক্ষের মূল, পুনর্ণবা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ হইতে ॥০ তোলা।

বৈশ্বানরচূর্ণ—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক অর্শরোগীর কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে

ইহা মৃদু-বিরেচক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণজল। স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে তক্র অর্থাৎ ঘোল।

বৈশ্বানরচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ ও হরীতকী ১২ ভাগ; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৵০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—অর্শরোগে বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ কটি, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে সমধিক বেদনা ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে প্রকুপিত বায়ু অনুলোম ও মল দ্রবীভূত হয় অথচ জলবৎ পাতলা দাস্ত হয় না। অনুপান—উষ্ণজল।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। রক্তচিতা, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, যমানী জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র এবং তেজপত্র; এইসকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত গুগ্‌গুলু লইবে। গুগ্‌গুলু প্রথমে দুগ্ধে শোধনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে, অনন্তর মর্দ্দনপূর্ব্বক ক্রমে অন্যান্য চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিতে থাকিবে এবং মধ্যে মধ্যে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গুগ্‌গুলু নরম করিয়া লইবে। এইরূপে সমস্ত চূর্ণ গুগ্‌গুলুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

মহালক্ষ্মীবিলাস—শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে মাথার ভার বা বেদনা ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শরোগে মাথাভার, মাথাঘোরা, সময় সময় মাথাবেদনা বা কর্ণে শন্‌শন্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর প্রাধান্যবশতঃ মাথাঘোরা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে মাথায় বেদনা বা ভার থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর, কাস, শ্বাস ও গাত্রবেদনা

প্রভৃতি উপদ্রবগুলি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। শ্লেষ্মপ্রধান অর্শরোগীর জ্বরে ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস—অর্শরোগে রোগীর মাথায় বেদনা ও ভার থাকিলে এবং তৎসঙ্গে গাত্রে বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শরোগে জ্বর-চিকিৎসা

জয়াবটী—অর্শরোগে জ্বর প্রবল হইলে জ্বরের অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সহিত কাস, দাহ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। পাতলা দাস্ত হইলে জীরাচূর্ণ ও মধু।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস—অর্শরোগীর জ্বরের নূতনাবস্থায় জ্বরের বেগ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, সর্দ্দি ও মাথাভার প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। পাতলা দাস্ত হইলে জীরাচূর্ণ ও মধু।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাজ্বরাঙ্কুশ—অর্শরোগীর জ্বরের নূতনাবস্থায় কাস, সর্দ্দি, মাথায় ভার প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—পানের রস ও মধু; অথবা নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ—অর্শরোগে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে ও স্নানাহার দ্বারা জ্বরবৃদ্ধি না হইলে, বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় রোগীর উদরাময় বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চূড়ামণিরস—অর্শরোগীর জ্বরের পুরাতন অবস্থায় অল্প বা মধ্য-বেগে জ্বর প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় স্নানাহার সহ্য হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কাস, শ্বাস, সর্ব্বাঙ্গশূল ও শিরোরোগ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও ইহার ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু।

চূড়ামণিরস। রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

অর্শরোগে প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা-চিকিৎসা

মেহমুদ্গরবটিকা—অর্শরোগে প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গত হইলে বা প্রস্রাব ঘোলাটে বা লাল হইলে অথবা প্রস্রাবের নিম্নভাগে চূণের ন্যায় পদার্থসঞ্চয় বা প্রস্রাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগীর পাণ্ডু, কামলা, অরুচি প্রভৃতি থাকিলেও ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাতপিত্ত-প্রধান ব্যক্তির এই ঔষধ-সেবনে সমধিক উপকার হয়।

মেহমুদ্গরবটিকা। রসাঞ্জন, বিটলবণ, দারুহরিদ্রা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমের খোসা, চিরতা, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ১৫ তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা—অর্শরোগীর প্রস্রাব ঘোলাটে বা হরিদ্রাবর্ণ হইলে এবং প্রস্রাবের নিম্নে চূণের ন্যায় পদার্থসঞ্চয় বা প্রস্রাবকালীন যন্ত্রণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগীর পাণ্ডুতা, কাস, দাহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলেও ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাতপিত্ত বা পিত্তপ্রধান ব্যক্তির প্রমেহরোগে ইহা সমধিক উপকারী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। সোমরাজী, বচ, মুথা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও বংশলোচন; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সৈন্ধবলবণ,

সৌবর্চ্চললবণ ও বিট্‌লবণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।৷০ অর্দ্ধতোলা ; লৌহ ৪ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

বঙ্গাষ্টক—অর্শরোগীর প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষরণ, প্রস্রাবে জ্বালা ও অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শরোগীর পুরাতন জ্বরের সহিত মেহ থাকিলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ; শ্লেষ্মাধিক বা বাতাশ্রিত-শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। অনুপান—হরিদ্রাচূর্ণ, আমলকীর রস ও মধু।

বঙ্গাষ্টক। পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, দস্তা, অভ্র ও তাম্র ; এইসকল সমভাগ এবং সর্ব্বসমান বঙ্গ ; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষামধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

মহাবঙ্গেশ্বররস—অর্শরোগীর প্রস্রাবে জ্বালা, শুক্রনিঃসরণ, প্রস্রাবের নিম্নে চূণের ন্যায় পদার্থসঞ্চয় বা প্রস্রাবে হরিদ্রাভা বিদ্যমান থাকিলে বিশেষতঃ প্রমেহদোষবশতঃ রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

মহাবঙ্গেশ্বররস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বৃহৎ সোমনাথরস—অর্শরোগে বস্তিগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ প্রস্রাবে সমধিক যন্ত্রণা, জ্বালা ও হরিদ্রাভা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কষ্টসাধ্য বায়ুরোগে বা পিত্তপ্রধান অর্শরোগে প্রস্রাবের যন্ত্রণা থাকিলে এই ঔষধে তাহাও দূরীভূত হয়। ইহা অশ্মরী এবং মূত্রাঘাতরোগেও উপকারী। অনুপান—আমলা-ভিজান জল ও মধু ; অথবা হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

বৃহৎ সোমনাথরস। হিঙ্গুলোত্থ পারদকে পালিধাপাতার রসে ৭ বার এবং শোধিত গন্ধককে ইন্দুরকাণীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, অনন্তর ঐ পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের দুই তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে লৌহভস্ম ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া ঐ লৌহভস্ম ৭ তোলা এবং অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, দস্তা, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইবে। এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

অর্শরোগে উদরাময়-চিকিৎসা

ভাস্করলবণ—বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শরোগে রোগীর পাতলা দাস্ত অথচ উদরাধ্মান ও শরীরে গ্লানি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতানুলোমক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—জল।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ লবঙ্গাদিচূর্ণ—বাতিক, বাতপৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অর্শরোগীর উদরাময় বা আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান, কাস বা সর্দ্দি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বৃহৎ লবঙ্গাদিচূর্ণ। লবঙ্গ, আতইচ, মুথা, পিপুল, মরিচ, সাম্ভারলবণ, সৈন্ধব-লবণ, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, রক্তচিতা, বিটলবণ, জীরা, বেলশুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমের খোসা, যবক্ষার, নিমছাল, ধূনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেনা, সোহাগার খৈ, বালা, কুড়্‌চিছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং ধনেচূর্ণ ২ ভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

পীযুষবল্লীরস—পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক অর্শরোগীর পাতলা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে অথবা আমবদ্ধ হইয়া অগ্নিমান্দ্য, শোথ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময় পুরাতন হইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ আমপাচক। অনুপান—বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়।

পীযূষবল্লীরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশঙ্খবটী—অর্শরোগীর আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরে ভারবোধ বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, কাস বা অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

এই ঔষধ বাতানুলোমক, অগ্নিবর্দ্ধক, আমশূলনাশক ও আমপাচক। অনুপান—জল।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুটজাষ্টক—অর্শরোগীর রক্তস্রাব হইলে অথবা আম কিংবা রক্ত-সংযুক্ত অপক্বমল দাস্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উদরাময়ের সহিত জ্বর, কাস ও হস্তপদাদিতে শোথ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; পুরাতন অর্শরোগেও ইহা উপকারী। অনুপান—জল বা ছাগীদুগ্ধ।

কুটজাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কুটজাবলেহ—অর্শরোগীর বলি হইতে সমধিক রক্তস্রাব অথবা আম কিংবা রক্তসংযুক্ত-মলনির্গম এবং তৎসঙ্গে উদরের বেদনা, জ্বর, কাস, শরীরের গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অর্শরোগের নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই এই ঔষধ তুল্য কার্য্যকারী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

বৃহৎ কুটজাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৩১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্শরোগে পথ্য

নূতন ও পুরাতন অর্শরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং কুলথ-কলাইয়ের ডাল, পটোল, ওল, মাণ, বেতোশাক, কচিবেগুন, পলতা, নিম ও হিঞ্চে প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্যের ব্যঞ্জন ও তক্র প্রভৃতি হিতকর। গুরুপাক-দ্রব্য, শীতলদ্রব্য এবং অনুপদেশজাত প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, পিষ্টক, মাষকলাই, বাঁশের কোঁড়া, বেল, লাউ, পুঁইশাক প্রভৃতি শ্লেষ্মা ও পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্য অর্শরোগীর পক্ষে কুপথ্য।

রক্তার্শরোগে রোগীকে পূর্ব্বোল্লিখিত রক্তপিত্তরোগের নিয়মানুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে।

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা

ক্রিমির ভেদ—ক্রিমি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—বাহ্যক্রিমি ও অভ্যন্তরক্রিমি।

ক্রিমির উৎপত্তিভেদ—বাহ্যক্রিমি শরীরস্থ মল বা ময়লা হইতে উৎপন্ন হয়। আভ্যন্তরিক ক্রিমিসকলের কতকগুলি রক্তগত, কতকগুলি আমাশয়স্থিত ও কতকগুলি পকাশয়স্থ পুরীষগত; সর্ব্বসমেত এই চারি প্রকার ক্রিমি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাহ্যক্রিমিসকল শরীরের মল ও ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা সাধারণতঃ কেশ ও চর্ম্মাশ্রয়ী। যথা—যূক, লিখী ইত্যাদি।

রক্তগতক্রিমিসকল রক্তবাহী শিরায় অবস্থিতি করে। উহারা ছয় প্রকার। উহারা পাদরহিত, অতিসূক্ষ্ম; উহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে দৃষ্টিগোচর হয় না। যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস ইত্যাদি। আমাশয়স্থিত ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি কেঁচোর ন্যায়, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরবৎ, কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম, উহারা আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্কাশয়গত অর্থাৎ পুরীষজ ক্রিমি পাঁচ প্রকার। উহাদের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং কতকগুলি পীত বা শ্বেতবর্ণ ও কতকগুলি স্থূল।

বাহ্যক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপদ্রব—সর্ব্বাঙ্গে বা মস্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে তাহা হইতে অথবা ঘর্ম্ম হইতে এই ক্রিমি অর্থাৎ উকুন বা চর্ম্মকীটের উৎপত্তি হয়। এই বাহ্যক্রিমিসকল পিড়কা, কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

রক্তজ-ক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপদ্রব—ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন, অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন এবং শাকাদিদ্রব্য ভোজনে রক্তজ-ক্রিমি উৎপন্ন হয়। ইহারা কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে।

আমাশয়স্থিত ক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপদ্রব—মৎস্য, মাংস, গুড়, ক্ষীর, দধি, মধুর ও অম্লরসাত্মকদ্রব্য, অত্যধিক তরলদ্রব্যের ভোজন, দিবানিদ্রা এবং ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্যের একত্র ভোজন; এই সমস্ত কারণে আমাশয়স্থিত ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এইসমস্ত ক্রিমি বর্দ্ধিত

হইয়া উদরের নানাস্থানে বিচরণ করে এবং বমনেচ্ছা, মুখ হইতে জলস্রাব, অপরিপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমন, জ্বর, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া অর্থাৎ বায়ু দ্বারা মলমূত্রের অনির্গমজনিত ক্লেশ, কৃশতা, হাঁচি, সর্দ্দি; এইসমস্ত উপসর্গ উৎপাদন করে।

পক্কাশয়স্থিত ক্রিমির উৎপত্তির কারণ ও উপদ্রব—মাষকলাই, পিষ্টক, অম্লদ্রব্য, গুড়, শাক, মধুররসাত্মক বা অম্লরসাত্মক দ্রব্য ভোজন, লঙ্ঘন ও অধিক পরিমাণে দ্রব অর্থাৎ তরলপদার্থ পান এবং ক্ষীর-মৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একত্র ভোজন; এইসমস্ত কারণে পক্কাশয়স্থ পূরীষজ ক্রিমি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূরীষজ ক্রিমি বিমার্গগামী হইলে পাতলা দাস্ত, শূল, উদরের বেদনা ও স্তব্ধতা, শরীরের কৃশতা, পাণ্ডুতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও মলদ্বারে চুলকণা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়।

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা-বিধি

ক্রিমি কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমেই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যে-সমস্ত দ্রব্যের ভোজনে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়, সেইসকল দ্রব্য ভোজন করিলে আমাশয় শ্লেষ্মাবহুল হয় এবং তজ্জন্য আমাশয়স্থ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্ম-বহুল দ্রব্য ও ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একসঙ্গে ভোজন দ্বারা পক্কাশয়ে শ্লেষ্মা বা মল সঞ্চিত হইলে ঐ মলে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ইহাই পূরীষজ-ক্রিমি। বিবিধ বিরুদ্ধদ্রব্য ও শাকাদি ভোজন করিলে রক্তবাহী শিরাসমূহে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম কীট উৎপন্ন হয়। ঐ কীট উৎপন্ন হইলে চর্ম্মে বিবিধ পিড়কা ও কুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মস্তকের ময়লা হইতে একপ্রকার ক্রিমি জন্মে, ইহাকে উকুন কহে। গাত্রেও উকুনের ন্যায় একপ্রকার ক্রিমি জন্মিয়া থাকে। ঐ ক্রিমি সময় সময় কাহারও কাহারও গাত্রে দৃষ্ট হয়। এই চারিপ্রকার ক্রিমির মধ্যে আমাশয় ও পক্কাশয়গত ক্রিমি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে। এই দুই প্রকার ক্রিমি শিশুদিগের উদরে প্রায়শঃ উৎপন্ন হয়; যেহেতু দুগ্ধ ও মিষ্টবহুল দ্রব্যই শিশুদিগের প্রধান খাদ্য। এইরূপ যে সকল বালক ও যুবক অধিক মিষ্ট ও দুগ্ধপ্রিয়, তাহাদিগের উদরেও ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিশুদিগের ঐরূপ আমাশয়গত ক্রিমিরোগ হইতে

জ্বর, সর্দ্দি, হাঁচি, বমন এবং অরুচি জন্মে। কাহারও পেটে বেদনা, বমন, দাস্ত বা অতিসার, জ্বর ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। এইরূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইবার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া অনেক সময় চিকিৎসকের মতিভ্রম হইয়া থাকে। ক্রিমি হইতে শিশু ও বালকবালিকাদিগের অনেক সময় উদরাময় বা অতিসার উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ অতিসারে জ্বর প্রকাশ পায়; স্থতরাং এই অবস্থায় উহা ক্রিমিজনিত অতিসার কি জ্বরাতিসার, তাহা নিরূপণ করা বিশেষ আবশুক। বালক বা যুবকদিগের পুরীষজ ক্রিমি হইতে নাভিদেশে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের কৃশতা ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কাহারও পাতলা দাস্ত, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমি উর্দ্ধগামী হইলে তাহা হইতে হৃদ্রোগ, শ্বাস, উদরাধ্মান প্রভৃতি উৎকট পীড়া জন্মে, এমন কি শিরোরোগাদি পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়স্থ ও পক্বাশয়স্থ উভয়বিধ ক্রিমিই উর্দ্ধগামী ও অধোগামী হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমাশয়গত বড় (কেঁচোর আকৃতি) ক্রিমিসকল হৃদয়ে গমনপূর্ব্বক সময় সময় মুখ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। আমাশয়স্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধান্যাঙ্কুরবৎ ক্রিমিসকলও পক্বাশয়ে গমন করিয়া মলের সহিত অনেক সময় নির্গত হয়। আমাশয়গত ক্রিমিসকলকে এইরূপভাবে উর্দ্ধ ও অধোগামী হইতে দেখা যায়। পক্বাশয়গত সূক্ষ্ম ক্রিমিসকল মলের সহিত নির্গত হয়; কিন্তু উহারা উর্দ্ধগামী হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসে মলের গন্ধ অনুভূত হয়, ঐসকল সূক্ষ্ম (ধান্যাঙ্কুরবৎ লেলিহ-নামক) ক্রিমি হইতে গুহ্যদেশে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐসকল পক্বাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধি পাইয়া সময় সময় দাস্ত, উদরে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উৎপাদন করে। মানবের দেহমধ্যে এইরূপ ক্রিমির বিচিত্র-গতি প্রকাশ পায়।

ক্রিমি হইতে যেসকল উপসর্গের উৎপত্তি হয়, তাহাদের সহিত অন্যান্য মূলরোগের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে; স্থতরাং কোন রোগের চিকিৎসাকালে তাহার লক্ষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ক্রিমিজনিত শূল ও পিত্তশূল এই উভয়ের লক্ষণের মধ্যে যেমন অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, তেমনি আবার ঐ উভয় লক্ষণের মধ্যে কিয়দংশে ভেদও দৃষ্ট হয়। এই ভেদ-নিরূপণ দ্বারা রোগনির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। এইরূপ ক্রিমিজনিত বমন এবং পিত্তের প্রকোপ বা

অজীর্ণতাদি-দোষবশতঃ বমন; এই উভয়ের মধ্যে বমনের প্রভেদ বিবেচনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ ও বাতাদি-দোষভেদে মূল হৃদ্রোগ, এই উভয়ের ভেদ বিবেচনা করিয়া হৃদ্রোগের চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিজনিত শিরোরোগের এবং পিত্তশ্লেষ্মাদিভেদে মূল শিরোরোগের প্রভেদ নিরূপণ করা বিশেষ প্রয়োজন। ক্রিমিজনিত অগ্নিমান্দ্য বা শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা; ইহাদের প্রভেদ বিবেচনা করা আবশ্যক। ক্রিমিদোষে অতিসার বা অজীর্ণতাদি দোষে অতিসার; ইহাদের ভেদ বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে বিপরীত ফল দর্শে। এইরূপ ক্রিমিজনিত জ্বর, সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা অন্যান্য কারণে জ্বর, সর্দ্দি ও কোষ্ঠবদ্ধতা, এই সমুদয়ের ভেদ বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকের ঔষধ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ক্রিমির চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্নিবর্দ্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকর ঔষধ অর্থাৎ ক্রিমিমুদ্গররস, ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিরোগে বমন—ক্রিমিজনিত বমন ও পিত্তদোষে বমন—এই উভয়ের মধ্যে ভেদ নিরূপণ করিতে হইলে বমন কোন্ রসবিশিষ্ট, তাহা রোগীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। যেহেতু অম্লপিত্ত বা অজীর্ণতাদিদোষে বমন হইলে সেই বমন প্রায়শঃ অম্লরসবিশিষ্ট হয়; কিন্তু সাধারণতঃ ক্রিমি-দোষে যে বমন হয়, তাহা প্রায়শঃ তিক্তরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ক্রিমিজনিত বমন প্রায়শঃ শূন্য উদরে অধিক হয় ও আহার দ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং বমনের পূর্ব্বে মুখ হইতে জল উঠিয়া থাকে। ক্রিমির প্রকোপ-বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন হইলে জ্বরে বমন-চিকিৎসায় বর্ণিত ক্রিমিনাশক যোগসমূহ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রদান করিবে। বমনের সহিত মুখ হইতে ক্রিমি নির্গত হইলে উক্ত ক্রিমিনাশক যোগ এবং স্বর্ণমৎস্যণ্ডী ও পিপ্পলাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ক্রিমি হইতে বিকারের ভাব লক্ষিত হইলে উল্লিখিত যোগ এবং ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি বমনের বিকার লক্ষিত না হয় অথবা রোগ পুরাতন হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঔষধে বিশেষ উপকার হয় না। এরূপ অবস্থায় ক্রিমিভদ্রবটিকা, বিড়ঙ্গাদিলৌহ বা বিড়ঙ্গাদিঘৃত প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজনিত বমনে রোগীকে

অধিক বেলায় আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রত্যহ এক বা দেড় প্রহরের মধ্যেই পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া মাত্রই ভোজন করিতে দিবে। শীতল পানীয় বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য কখনও সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

ক্রিমিরোগে অতিসার—ক্রিমিজনিত অতিসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি অনেক সময় মলের সহিত নির্গত হয়। কখনও বা বড় ক্রিমি মলের সহিত অথবা মুখ হইতে পুনঃপুনঃ নির্গত হইয়া থাকে। রোগীর অগ্নিমান্দ্য প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, এই অবস্থা অতি ভয়ানক। অনেক সময় ইহাকে অতিসার, পিত্তাতিসার বা বিসূচিকা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এইরূপ অতিসার উপস্থিত হইলে অনেক সময় জ্বর প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আবার কাহারও বা জ্বর একেবারে অনুভূত হয় না। ক্রিমিজনিত অতিসারের বমন একটি প্রধান লক্ষণ। এই ক্রিমিজনিত অতিসারে প্রাগুক্ত ক্রিমিনাশক যোগ, স্বর্ণমৎস্যণ্ডী, বিড়ঙ্গাদিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর বমননিবৃত্তি করা আবশ্যক। বমননিবৃত্তি হইলে ক্রিমিজনিত অতিসার-নিবারণার্থ ক্রিমিকালানলরস বা ক্রিমিরোগারিরস প্রয়োগ করিবে। উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা, মহাগন্ধক বা অমৃতার্ণবরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে।

এই রোগের প্রবলাবস্থায় জ্বর থাকিলে প্রথমতঃ অতিসার ও বমননিবারণার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বমনের নিবৃত্তি হইলে অতিসারনিবারণার্থ যেসমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে এবং তৎকালে জ্বরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রবল হইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (মতান্তরে) বা কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-বিশেষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্রিমিজনিত উদরাময়ের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ক্রিমিবিনাশার্থ ক্রিমিভদ্রবটিকা, ক্রিমিরোগারিরস, ক্রিমিকালানলরস বা বিড়ঙ্গলৌহ প্রভৃতি ঔষধই সমধিক উপকারী। উদরাময়ের জন্য গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা এবং অমৃতার্ণবরস প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী। রোগ পুরাতন হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে পুরাতন জ্বরে প্রযোজ্য ঔষধসকল বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমিরোগে শূল—উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে একপ্রকার বেদনার উৎপত্তি হয়, তাহাকে ক্রিমিশূল কহে। ইহা অনেক সময় এতদূর প্রবল হয় যে, রোগী আহারাদি করিতে পারে না। দিনরাত্রি বেদনায় অস্থির হয়। রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, অনেক সময় আবার বমনও হইয়া থাকে। এইরূপ কষ্টসাধ্য রোগে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালনে সমধিক যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। বিরেচনার্থ রোগীকে অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা ২।৪ দিন অন্তর দাস্ত করান বিশেষ প্রয়োজন। হরীতকীখণ্ড প্রত্যহ প্রয়োগ করিলেও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এই অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ আহার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বেদনার জন্য বিড়ঙ্গাদিলৌহ, বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ক্রিমিজনিত শূলরোগ পুরাতন হইলে ঐসকল ঔষধ দ্বারাই সমধিক উপকার পাওয়া যায়; এই রোগে রুক্ষ বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক-দ্রব্যসেবন একেবারে পরিত্যাগ করা ও এইসকল নিয়ম প্রতিপালন-পূর্ব্বক যাবৎ রোগ একেবারে দূরীভূত না হয়, তাবৎ ঔষধ-সেবন বিশেষ আবশ্যক।

ক্রিমিরোগে সর্দ্দি—আমাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে শিশু ও বালকবালিকাদিগের সর্দ্দি প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং ঐ সর্দ্দি হইতে অনেক সময় কাস বা জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় জ্বরঘ্ন ঔষধ দ্বারা অনেক সময় জ্বরনিবৃত্তি হয় না এবং ক্রিমিনাশক ঔষধ দ্বারাও ঐ সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি হ্রাস পায় না। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বাতানুলোমক কোষ্ঠ-শুদ্ধিকর শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। উহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে কাস ও সর্দ্দি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই সঙ্গে জ্বরের ঔষধ রোগীর বয়স এবং দোষ-ভেদে সেবন করিতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ অনুপান-সহযোগে ঐসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের পুরাতন অবস্থায় জ্বর-চিকিৎসায় বর্ণিত গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ, জ্বরসংহারচূর্ণ, বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ, শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্ররস বা সার্ব্বভৌমরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। জ্বরনিবৃত্তি হইলে রোগীকে অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বর-চিকিৎসার বিধি-অনুসারে অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ক্রিমি অধোগামী হইয়া পতিত ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে অনেকাংশে জ্বর-নিবৃত্তি হইয়া

থাকে ; আবার অনেকস্থলে জ্বর পুরাতন হইলে সহসা নিবৃত্তি হয় না। এই অবস্থায় জ্বর-চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং উল্লিখিত সর্দ্দি ও কাসের ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ক্রিমিনাশক ঔষধ পৃথগ্‌রূপে প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য।

ক্রিমিরোগে অগ্নিমান্দ্য—পক্বাশয়ে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে ক্ষুধা একেবারে হ্রাস পায়। শিশু ও বালকবালিকাদিগের প্রায়শঃ এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ অগ্নিমান্দ্য হইলে সময় সময় পাতলা দাস্ত ও আহারে অরুচি বা অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। অনেক বালকের উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হওয়ায় গুহ্যদেশ চুলকায়। এইরূপ অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি অথচ অগ্নিবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ ও তৎসঙ্গে ক্রিমিমুদ্গররস, ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস তাহাকে প্রতিদিন সেবন করাইবে এবং রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে ক্রিমিকালানলরস, ক্রিমিরোগারিরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

রক্তজ ক্রিমি—রক্তবাহী শিরাস্থিত ক্রিমিসকল গাত্রে বিবিধ পিড়কা উৎপাদন করে। ঐসকল পিড়কা আবার সময় সময় পাকিতে দেখা যায়, আভ্যন্তরিক ঔষধ-প্রয়োগ ভিন্ন উহা একেবারে দূরীভূত হয় না। এই অবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠস্থ কুপিত মল নির্গত ও রক্তস্থ কীট বিনষ্ট হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ-সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রক্ত শোধিত হয়। সুতরাং রক্তগত-ক্রিমিরোগে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধই সমধিক উপকারী, ইহা ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষা করা হইয়াছে। যাহাদের স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা আছে, তাহাদের পক্ষে হরীতকীখণ্ড ও পঞ্চতিক্তঘৃত সমধিক উপকারী। স্বভাবকোষ্ঠে হরীতকীখণ্ডের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

চর্ম্মগত ক্রিমি—চর্ম্মগত ক্রিমি সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তকের কেশবৃদ্ধি ও মস্তকে ময়লা সঞ্চিত হইলে অধিকাংশস্থলে এই ক্রিমি (উকুন) উৎপন্ন হয়। গাত্রে এবং চক্ষুর পাতায়ও সময় সময় উকুন দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তক বা গাত্রে উকুন উৎপন্ন হইলে মস্তক ও গাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে এবং স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিবে।

পানের রসসহ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাথায় মর্দ্দন করিলে অথবা ধুতুরা-পাতার রসসহ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও মাথার উকুন বিনষ্ট হয়। এইসমস্ত নিয়ম প্রতিপালন দ্বারাও যদি ঐ উকুন বিনষ্ট না হয়, তবে ধুস্তূরতৈল বা বিড়ঙ্গাদিতৈল মাথায় মালিশ করিয়া স্নান করিবে। সাধারণতঃ সমস্ত কেশ ছেদন করিলেও মাথার উকুন বিনষ্ট হয়; তবে কেশবৃদ্ধির সহিত উকুনকে পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়; কিন্তু এইসমস্ত তৈলপ্রয়োগ দ্বারা উকুনসমূহ বিনষ্ট হইলে, কিছুদিনের মধ্যে আর উকুন দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ চর্ম্মগত-ক্রিমিরোগে গাত্র পরিস্কৃত রাখা ও স্নানের পূর্ব্বে সরিষার তৈল মালিশ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ—আমাশয়াদিতে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে হৃদয়ে বেদনা জন্মে, ইহাকেই ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ কহে। এই হৃদ্রোগে আমাশয়জাত ক্রিমির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বমন, মুখ হইতে থুথু-নিঃসরণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মূর্চ্ছা ও কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, সেইসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বমন প্রকাশ পাইলে বিড়ঙ্গাদিলৌহ, বিড়ঙ্গযোগ বা বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই রোগে অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকিলে অতি লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দিবে। রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটী এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ বা বাড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। হৃদয়ের বেদনা প্রবল হইলে শূলহরণযোগ, শঙ্খাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে অনেক সময় অন্নপিত্তশূল বা পিত্তশূলাদি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; সুতরাং বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। মিষ্টদ্রব্য, শীতল বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় রোগীকে কখনও সেবন করাইবে না; যাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া পতিত হয়, এইরূপ অন্ন ও পানীয় সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগ—ক্রিমিজনিত শিরোরোগ উপস্থিত হইলে মাথায় উৎকট বেদনা, মাথার ভিতরে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও ভিতরে দপ্‌দপ্‌ করা এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমিজনিত শিরোরোগ কষ্টসাধ্য; উহার পরীক্ষার্থ ক্রিমিজনিত

পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণসমূহের উপর দৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ক্রিমিজনিত শিরোরোগে বমন, মূর্চ্ছা, বুকে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসকলও অনেকস্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ঐসকল লক্ষণ দ্বারা এই রোগ বিশেষরূপে নির্ণীত হইতে পারে। এই রোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। মাথার ভিতরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং অপামার্গতৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

ক্রিমিরোগে ঔষধ

যমানীযোগ—উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

যমানীযোগ। খোরাসানীযমানীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের এক তোলা একত্র মিলিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

বিড়ঙ্গযোগ—ক্রিমিসকল উদরে সঞ্চিত হওয়ায় উদরে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আনারসের কচিপাতার রস ও মিশ্রী।

বিড়ঙ্গযোগ। বিড়ঙ্গের শাঁসচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা।

দাড়িমত্বক্‌ক্বাথ—আমাশয় ও পক্বাশয়স্থিত ক্ষুদ্র ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা বহুপরীক্ষিত।

দাড়িমক্বাথ। দাড়িমগাছের মূলের ছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; প্রক্ষেপ তিলতৈল ॥০ অর্দ্ধতোলা।

মুস্তকাদিক্বাথ—উদরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য উদরাময়, শূল ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদিক্বাথ। মুথা, ইন্দুরকাণির পাতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু ও সজিনাবীজ; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—পিপুলচূর্ণ ৵০ আনা।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ—আমাশয় ও পক্কাশয়স্থিত ক্রিমি বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ উদরে বেদনা, সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, কমলাগুড়ি ও হরীতকী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

পলাশাদিচূর্ণ—আমাশয়স্থ ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, উদরাধ্মান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা কিছুদিন সেবনে ক্রিমিসকল মৃতাবস্থায় পতিত হয়।

পলাশাদিচূর্ণ। পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতা; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

পারসীয়াদিচূর্ণ—আমাশয়স্থ বা পক্কাশয়স্থ ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময়, জ্বর, সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট।

পারসীয়াদিচূর্ণ। খোরাসানীযমানী, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গের শাঁস ও আতইচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা।

ক্রিমিমুদ্গররস—আমাশয় ও পক্কাশয়ে জাত ক্রিমিসকল বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা, গুহ্যদেশে কণ্ডূয়ন, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষুধা-লোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আমাশয়জাত ক্রিমিরোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—পলতার রস, জল বা ঘেঁটুপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিমুদ্গররস। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, দুগ্ধে শোধিত কুঁচিলা ৫ ভাগ ও পলাশবীজ ৬ ভাগ; এইসমুদয়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

ক্রিমিকালানলরস—আমাশয় বা পক্কাশয়জাত ক্রিমিসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ধনে ও জীরার ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত উপকারী। অর্শ, শোথ ও

উদরীরোগে উদরাময় থাকিলে বা গ্রহণীরোগে এই ঔষধের প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ক্রিমিকালানলরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগারিরস—পুরীষজ ক্রিমিসকল বৃদ্ধি পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর উদরাময়, শরীরের কৃশতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ক্রিমি ও উদরাময় বিনষ্ট এবং অগ্নি সবল হয়।

ক্রিমিরোগারিরস। প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিড়ঙ্গলৌহ—পক্বাশয়জাত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য শূল, অরুচি বা বমন প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ক্রিমিজনিত শূলরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ; বিশেষতঃ এই ঔষধ গ্রহণীনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—পলৃতার রস ও মধু অথবা শটীর রস ও মধু।

বিড়ঙ্গলৌহ। রস, গন্ধক, মরিচ, জাতিফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ ও সোহাগার খৈ; এইসকল চূর্ণ সমভাগ, লৌহ ৭ ভাগ এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ১৬ ভাগ; এই-সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

ক্রিমিভদ্রবটিকা—বালক ও শিশুদিগের আমাশয় ও পক্বাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য উদরাময়, বমন বা অগ্নিমান্দ্য প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও ইহা অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—পলৃতার রস ও মধু বা কনক-চাঁপার পাতার রস ও মধু।

ক্রিমিভদ্রবটিকা। প্রস্তুতবিধি ১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস—কোষ্ঠস্থ ক্রিমি বর্দ্ধিত হওয়ায় উদরে প্রবল বেদনা হইলে এবং তজ্জন্য পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি পিত্তবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকর। অনুপান—শীতল জল।

ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস। পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও শঙ্খভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সমষ্টি বা সকলের সমান হরীতকীচূর্ণ; এইসমুদয় একত্র করিয়া পটোলপত্রের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড—রক্তগত ক্রিমিরোগে শরীরের কৃশতা, পিড়কা বা চুলকণা অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দদ্রু, বিদ্রধি, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রক্তদুষ্টিজনিত রোগের মহৌষধ। অনুপান—জল।

পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাখণ্ড। পালিধাপাতার রস /৪ সের, ইক্ষুচিনি /২ সের, গব্যঘৃত /১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ /১ সের ; এইসমস্ত একত্র পাক করিয়া শেষপাকে উহার সহিত রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকছাল, পলাশবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, রেণুকা, নিমছাল, সোমরাজী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া অতিমৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড—রক্তগত ক্রিমিরোগে গাত্রে পিড়কা, চুলকণা, শরীরের কৃশতা বা বর্ণের বিপর্য্যয় অথবা কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা যাহারা স্বভাব-কোষ্ঠ, এইসকল ব্যক্তিকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কিন্তু উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে ইহা কখনও প্রয়োগ করিবে না। এই ঔষধ ক্রিমিজনিত জ্বর, পাণ্ডু এবং কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও প্রয়োগ করা যায়। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোষ্ঠকণ্ডু, পামা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে বদ্ধকোষ্ঠ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃত—রক্তগত ক্রিমিরোগে কণ্ডু, পিড়কা এবং কুষ্ঠ-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত বদ্ধকোষ্ঠ বা স্বভাবকোষ্ঠ ব্যক্তিকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—নিমছাল, পটোলপত্র, কণ্টিকারী, পদ্মগুলঞ্চ, বাসকছাল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

বিড়ঙ্গঘৃত—ক্রিমিরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বমন প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, পাণ্ডুতা অথবা শিরোরোগ বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত অপরাহ্ণে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বিড়ঙ্গঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের; পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ; ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের এবং বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ /২ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

বিড়ঙ্গতৈল—মাথার উকুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই তৈল প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে মর্দ্দন করিয়া ১ ঘণ্টা পরে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

বিড়ঙ্গতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ধুস্তূরতৈল—মাথার উকুন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে এই তৈল স্নানের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে মাথায় মর্দ্দন করিতে দিবে।

ধুস্তূরতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ধুতুরাপাতার রস /১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ধুতুরাপত্র /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ক্রিমিরোগে বমন-চিকিৎসা

ক্রিমিনাশকযোগ—ক্রিমির প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন অথবা তৎসঙ্গে বড় ক্রিমি মুখ হইতে উদ্গীরণ হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজনিত বিকারে এই ক্বাথ অতি উপকারী।

ক্রিমিনাশকযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী—ক্রিমির প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন অথবা অতিসার প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিজনিত অতিসারের প্রবলতাবশতঃ অন্যান্য উপদ্রবসকলও ইহা সেবন করিলে দূরীভূত হয়। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্তী। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন এবং বমনবেগে হিক্কা ও শ্বাস উপস্থিত হইলে এই ঔষধ শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধসহ প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে উদরাময়-চিকিৎসা

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা—পক্কাশয়গত ক্রিমির প্রকোপবশতঃ রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, উদরাময়ের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৩১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাগন্ধক—পক্কাশয়গত ক্রিমির বৃদ্ধিবশতঃ রোগীর পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শিশু, বৃদ্ধ ও প্রসূতির উদরাময়ে ইহা অতিশয় উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতার্ণবরস—পক্কাশয়স্থিত ক্রিমি বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর বিবিধ বর্ণের পাতলা দাস্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

অমৃতার্ণবরস। প্রস্তুতবিধি ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে শূল-চিকিৎসা

বিদ্যাধরাভ্র—ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর নাভিমূলে প্রবল বেদনা হইলে এবং আহারে অনিচ্ছা, বমন বা অরুচির আধিক্য থাকিলে এই ঔষধ পলতার রস ও ইক্ষুচিনিসহ প্রতিদিন অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নি ও বলবর্দ্ধক।

বিদ্যাধরাভ্র। প্রস্তুতবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলহরণযোগ—পেটের যে-কোনও শূলে, বিশেষতঃ ক্রিমিজশূলে এবং হৃদ্রোগজ শূলে আশু শূল নিবৃত্তি করিতে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতকীখণ্ড—ক্রিমি বা পিত্তের প্রকোপবশতঃ উদরে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণ-দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতকীখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—পক্কাশয়গত ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধাহ্রাস ও সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগ্নিতুণ্ডীরস—পক্কাশয়স্থ ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও সময় সময় পাতলা দাস্ত, উদরাধ্মান ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রাতে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

অগ্নিতুণ্ডীরস। প্রস্তুতবিধি ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে সর্দ্দি ও কাস-চিকিৎসা

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—আমাশয়ের ক্রিমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্য সর্দ্দি ও কাস হইলে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। শিশু ও বালকবালিকাদিগের সর্দ্দি ও কাসে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—আমাশয়স্থিত ক্রিমিরোগে সর্দ্দি ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে প্রত্যহ প্রাতে এই ঔষধ পালিধাপাতার রস বা নিসিন্দাপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিরোগে হৃদ্রোগ-চিকিৎসা

বিড়ঙ্গাদিযোগ—ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে হৃদ্রোগের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে ক্রিমিসমূহ নির্গত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

বিড়ঙ্গাদিযোগ। বিড়ঙ্গের শাঁস ও কুড়; এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ হইতে।০ আনা।

শূলহরণযোগ—ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবল বেদনা হইলে এবং ক্রিমিজন্য অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ চাঁপাবৃক্ষের পাতার রসসহ সেবন করিতে দিবে।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগান্তক—ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে প্রবল বেদনা হইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপদ্রব অর্থাৎ বমন, মুখ্ হইতে জলস্রাব (থুথু-নিঃসরণ) ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

হৃদ্রোগান্তক। পারদ, গন্ধক ও অভ্রভস্ম; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অর্জ্জুনছালের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী—৫ রতি।

ক্রিমিরোগে শিরঃশূল-চিকিৎসা

ত্রিকটুকাদ্য নস্য—ক্রিমিজনিত শিরঃশূল প্রবল হইলে এই নস্য প্রত্যহ প্রাতে নাসিকা দ্বারা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিকটুকাদ্য নস্য। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জবীজ এবং সজিনাবীজ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীর মূত্রে মর্দ্দন করিবে এবং ছাগীমূত্র মিশাইয়া তরল করিয়া লইবে।

লক্ষ্মীবিলাস—ক্রিমিজনিত শিরোবেদনা প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলস্রাব হইলে এই ঔষধ পানের রসসহ সেবন করিতে দিবে।

লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস—ক্রিমিজন্য শিরঃশূল প্রবল হইলে এবং মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা ও নাসিকা হইতে জলবৎ স্রাব হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, জয়িত্রী, জাতিফল, কর্পূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, খর্পর, কস্তুরী, মুক্তা, প্রবাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ধুস্তূরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ,

সীসা ও তাম্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—ক্রিমিজনিত শিরোরোগ প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা, নাসিকা হইতে জলস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অপামার্গতৈল—ক্রিমিজনিত শিরোরোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে অর্থাৎ মাথার বেদনায় রোগী অস্থির হইলে বা চীৎকার আরম্ভ করিলে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। ইহাতে বেশী হাঁচি হয়, সুতরাং প্রাতঃকালই ইহার নস্যগ্রহণের উপযুক্ত সময়।

অপামার্গতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—আপাঙবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, খিচুটী (বড়চোৎরাপাতা), হিং ও বিড়ঙ্গ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ক্রিমিরোগে পথ্য

ক্রিমিরোগে সাধারণতঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, পটোল, বেতোশাক, কলার মোচা, নিমপাতা, নালিতাপাতা এবং কাঁচামুগ, মসুর বা বুট প্রভৃতির যূষ ও ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল রোগীকে পথ্য প্রদান করিবে। ক্রিমিরোগে অতিসার বা উদরাময় প্রকাশ পাইলে অতিসাররোগীর পথ্যানুযায়ী চিড়ার মণ্ড, শটীর পালো বা যবমণ্ড প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। ক্রিমিরোগে বমন হইলে তিক্তরসপ্রধান বাতানুলোমক পথ্যাদি প্রদান করিবে। ক্রিমিরোগে শূল প্রবল হইলে শূলরোগের পথ্যানুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। অজীর্ণকর ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, যথা—দধি, মাষকলাই, অম্লরস ও মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ কলা, চিনি, গুড় প্রভৃতি এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক-দ্রব্য-ভোজন ও দিবানিদ্রা ক্রিমিরোগীর সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

দাহ-চিকিৎসা

মদ্যপানজনিত দাহের লক্ষণ—মদ্যপানবশতঃ কুপিত পিত্তস্থিত উষ্মা, পিত্ত ও রক্ত দ্বারা দূষিত হইয়া দেহস্থিত ত্বক্ আশ্রয় করতঃ দাহ উৎপাদন করে।

রক্তজ দাহের লক্ষণ—সমস্ত দেহাশ্রিত রক্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শরীরে দাহ উপস্থিত হয়; অধিকন্তু রোগীর পিপাসা এবং শরীর ও চক্ষু তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে লৌহের বা রক্তের গন্ধ প্রতীয়মান হয় এবং ঐ ব্যক্তি নিজেকে অগ্নিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করে।

পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ—পিত্তজনিত দাহে পিত্তজ্বরের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহের লক্ষণ—পিপাসা বন্ধ হওয়ায় শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষীণ হইলে পিত্তের উষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে। তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহে রোগীর গলা, তালু ও ওষ্ঠদেশ শুকাইয়া যায় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কম্পিত করিতে থাকে।

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজনিত দাহের লক্ষণ—তীব্র শস্ত্রাঘাতে হৃদয়াদিস্থানে রক্ত পরিপূর্ণ হইলে একপ্রকার দাহ উৎপন্ন হয়; এই দাহ অতি ভয়ঙ্কর।

ধাতুক্ষয়জনিত দাহের লক্ষণ—রসরক্তাদি-ধাতুক্ষয়বশতঃ একপ্রকার দাহ উৎপন্ন হয়। ঐ দাহ উপস্থিত হইলে রোগীর মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ক্ষীণস্বর প্রকাশ পায় এবং কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না।

মর্ম্মাভিঘাতজনিত দাহের লক্ষণ—মস্তক, হৃদয়, বস্তিদেশ প্রভৃতি মর্ম্মস্থান আহত হইলে একপ্রকার দাহ উপস্থিত হয়, তাহা অসাধ্য।

দাহরোগে অসাধ্য লক্ষণ—দাহরোগে রোগীর শরীর শীতল অথচ শরীরের অভ্যন্তরে দাহ থাকিলে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

দাহ-চিকিৎসা-বিধি

পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহরোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে বিবিধ অহিতাচরণবশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে পিত্তস্থিত উষ্মা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া চর্ম্মকে আশ্রয় করতঃ দাহ উৎপাদন করে। ফলতঃ পিত্তের বিকৃতিবশতঃ দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পিত্তই নানাকারণে বাতাদি দ্বারা সংরুদ্ধ হইয়া দাহ উৎপাদন ও কোষ্ঠবদ্ধতা আনয়ন করে এবং অবস্থাবিশেষে আবার কখনও দাস্ত ও দাহ যুগপৎ উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই দুই প্রকার অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দাহরোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। পিত্ত স্বয়ং প্রকুপিত হইলে রোগীর পাতলা দাস্ত বা অতিসার হয়, অথচ এইরূপ অবস্থায় দাহও বিদ্যমান থাকে। আবার পিত্তজ্বর, পৈত্তিকপাণ্ডু অথবা পিত্তাতিসার প্রভৃতি অন্যান্য রোগবশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলেও পাতলা মলভেদ ও তৎসঙ্গে দাহ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু বাতপৈত্তিক জ্বর, অর্শ প্রভৃতি কতকগুলি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্যপান, তৃষ্ণারোধ বা কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত সর্ব্বত্র দাহ উৎপন্ন হয়। জ্বরাদিরোগে পিত্তের প্রকোপাবস্থায় সাধারণতঃ মলভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু বাতাদিদোষের সংমিশ্রণবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায়। জ্বরাদিরোগের চিকিৎসাকালে দাহনিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে এই দুই শ্রেণীর ঔষধের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য; যেহেতু বাতপিত্তপ্রধান জ্বরাদিরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় দাহ প্রকাশ পাইলে যেসকল দাহনাশক ঔষধে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তাদৃশ ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আবার পিত্তজ্বর ও পিত্তাতিসার প্রভৃতি রোগে মলের তরলাবস্থায় দাহ প্রকাশ পাইলে যেসকল দাহনিবারক ঔষধে মল রুদ্ধ ও পিত্ত প্রশমিত হয়, তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেস্থলে স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি হয় অর্থাৎ মলের কাঠিন্য বা তরলতা নাই, অথচ দাহ বিদ্যমান থাকে, সেই স্থলে অবস্থা-বিশেষে বিরেচক বা অবস্থাবিশেষে ধারক ও দাহনাশক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু মদ্যজ দাহ, রক্তজ দাহ, অস্ত্রাঘাতজনিত দাহ বা ধাতুক্ষয়জনিত দাহরোগে ঐরূপ বিরেচক বা ধারক দাহনিবর্ত্তক ঔষধের বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র

রোগীর মলের প্রতি সামান্য দৃষ্টি রাখিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে। এইসকল দাহরোগের মধ্যে কেবল রক্তজ দাহে শীতল দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ বা শীতল জলে অবগাহন ব্যবস্থেয়। ধাতুক্ষয়জনিত বিবিধ দাহরোগে তত্তদ্ রোগনাশক ঔষধ ও তৎসঙ্গে রসরক্তাদি-ধাতুবর্দ্ধক অথচ দাহনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ প্রমেহ, যক্ষ্মা, কাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জটিল হইলে এবং রক্তরসাদি ধাতুর ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে একপ্রকার দাহ উপস্থিত হয়। এইরূপ দাহরোগে প্রধানতঃ মূলরোগনাশক অথচ বাতপিত্তদোষপ্রশমক ঔষধই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু এইসকল ঔষধ প্রায়শঃ দাহনাশক ও পিত্তপ্রশমক। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে প্রমেহ ও ক্ষয়কাসাদি রোগে দাহ-নিবারণার্থ সুধাকররস এবং পুরাতন অবস্থায় কুশাদ্যতৈলের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রক্তপূর্ণকোষ্ঠজনিত এবং মর্ম্মস্থানাভিঘাতজনিত দাহ উপস্থিত হইলে রোগের প্রথমাবস্থায় আহত স্থানে রক্তের প্রবাহ সুন্দররূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দাহ প্রশমিত করা কষ্টকর। সুতরাং ঐসকল আহত স্থানে প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে ত্রিফলাদ্যকাথ সেবন করিতে দিবে। মদ্যপান দ্বারা দাহ উপস্থিত হইলে নিম বা কুলের পাতা কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক মন্থনদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া উহার ফেনা গাত্রে লেপন করিবে। ইহা দ্বারাই মদ্যপানজনিত দাহ দূরীভূত হয়; কিন্তু অত্যধিক মদ্যপানজনিত দাহে রোগীকে মদাত্যয়-চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; নচেৎ ঐ দাহ কেবল একমাত্র প্রলেপ দ্বারা সম্যগ্রূপে দূরীভূত হয় না।

পিত্তজনিত দাহে জ্বর-চিকিৎসোক্ত দাহ-চিকিৎসার দাহহরলেপ, দাহমঞ্জরী বা দাহান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং চন্দনাদিকাথ বা পর্পটাদিকাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐ অবস্থায় কাঁজির জলে পেষিত নিম বা কুলপাতা কাঁজির জলে মিশাইয়া আলোড়নপূর্ব্বক তাহার ফেনা গাত্রে প্রয়োগ করিলেও অনেক উপকার হয়।

পিত্তজ দাহরোগে কুশাদ্যতৈল-ব্যবহারে অনেক উপকার হয়; কিন্তু যেস্থলে রক্তের বিকৃতিবশতঃ রক্ত ও পিত্ত উভয় প্রকুপিত হইয়া (বাতরক্তাদি-রোগে) দাহ উৎপাদন করে, সেই স্থলে গুড়ূচীতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিয়া সমধিক উপকার হয়।

রক্তজ দাহে বিবিধ পিত্তঘ্নদ্রব্য-সহযোগে সিদ্ধজল শীতল করিয়া তাহাতে অবগাহন এবং কুশাদ্যতৈল বা গুড়ূচ্যাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন অত্যন্ত উপকারী।

জ্বর, অতিসার, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে দাহ উপস্থিত হইলে উপ-দ্রব-চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে। যেস্থলে দাহপ্রধান উপদ্রবরূপে উপস্থিত হয়, সেই স্থানে সেই-সেই রোগের পিত্তনাশক ঔষধের প্রয়োগেই প্রায়শঃ দাহ প্রশমিত হয়, তবে প্রয়োজন হইলে পিত্তজ দাহ-নাশক পৃথক্ ঔষধেরও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ঐসমস্ত রোগের পুরাতন অবস্থায় পিত্তের প্রকোপবশতঃ প্রবল দাহ উপস্থিত হইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে তৃণাদ্য তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

দাহরোগে ঔষধ

আরণাললেপ—রক্তজ দাহ, পিত্তজ দাহ বা তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহরোগে এই প্রলেপ উপর্য্যুপরি রোগীর গাত্রে লেপন করিবে। পাণ্ডু, কামলা ও মেহ প্রভৃতি রোগেও দাহ উপস্থিত হইলে এবং রোগীর জ্বরের প্রবলতা না থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আরণাললেপ। বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিযোগ—রক্তজ দাহ, পিত্তজ দাহ এবং তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহ প্রবল হইলে রোগীকে এই জলে অবগাহন করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিযোগ। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও রক্তচন্দন; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে স্নান করাইবে।

চন্দনাদিক্বাথ—পিত্তজ দাহে, বাতপিত্তজ দাহে এবং পিত্তজ্বর, পাণ্ডু ও অন্যান্য রোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি বা উদরাময় থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

চন্দনাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৪২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পর্পটাদিক্বাথ—পিত্তজ দাহে এবং পৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অন্যান্য রোগে দাহ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠশুদ্ধি বা উদরাময় থাকিলে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

পর্পটাদিক্কাথ। ক্ষেতপাপড়া, মুথা ও বেণার মূল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্রিফলাদ্যক্কাথ—পিত্তজ দাহে অথবা বাতপৈত্তিক জ্বর, পাণ্ডু, কামলা বা অন্যান্য রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে পিত্তজ-শূলও নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদ্যক্কাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোন্দাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ক্কাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ—ইক্ষুচিনি ৷৹ আনা ও মধু ৵৹ আনা।

খর্জ্জুরাদ্যচূর্ণ—প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহ প্রকাশ পাইলে অথবা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

খর্জ্জুরাদ্যচূর্ণ। পিণ্ডীখেজুর, আমলকীবীজ, পিপুল, শোধিত শিলাজতু, এলাইচ, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, শ্বেতচন্দন, কাকুড়বীজ, ধনে ও ইক্ষুচিনি; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/৹ আনা হইতে ।৹ আনা।

সুধাকররস—প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগে পিত্ত প্রকুপিত হইলে এবং দাহ প্রকাশ পাইলে ইহা সেবন করিতে দিবে। রসাদিধাতুক্ষয়বশতঃ দাহে (ধাতুক্ষয়জনিত দাহে) এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা শুক্রবর্দ্ধক।

সুধাকররস। রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং শতমূলীর রস; ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

কাঞ্জিকতৈল—পুরাতন জীর্ণজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে অথবা পিত্তজনিত দাহরোগে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

কাঞ্জিকতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিয়া কাঁজি ১৬ সের সহ তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কুশাদ্যতৈল—পিত্তজ দাহে, রক্তজ দাহে এবং প্রমেহ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় পিত্তাধিক্যবশতঃ দাহ প্রবল হইলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে।

কুশাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—কুশমূল, কাশমূল, বেণামূল, কুকেকুমূল, খাগড়া ও শালপাণী; ইহারা সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

দাহরোগে পথ্য

সর্ব্ববিধ দাহরোগে শালিতণ্ডুলের অন্ন, কাঁচামুগ, মসুর ও বুটের ডাইলের যূষ, কুমড়া, কাকুড়, মোচা, কাঁটাল, লাউ, নারিকেল, খর্জ্জুর, চিনি, দুগ্ধ ও মাখন প্রভৃতি শীতল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে; কিন্তু জ্বরাদিরোগের নূতন অবস্থায় দাহ থাকিলে সেই-সেই রোগের দোষের বলাবল-অনুসারে খৈর মণ্ড, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

তৃষ্ণা-চিকিৎসা

তৃষ্ণার সাধারণ লক্ষণ—পিপাসা উপস্থিত হইলে রোগীর তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও মুখে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ঐসকল স্থানে দাহ, সর্ব্বাঙ্গে সন্তাপ, মোহ, ভ্রান্তি ও প্রলাপ; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতিক তৃষ্ণার লক্ষণ—বাতিক তৃষ্ণারোগে মুখের মলিনতা, শুষ্কতা ও বিরসতা, ললাটের এক প্রদেশে ও মস্তকে বেদনা এবং রস ও বারিবহা-ধমনী রুদ্ধ হয়; শীতল জল প্রয়োগ দ্বারা এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পৈত্তিক তৃষ্ণার লক্ষণ—পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে রোগীর মূর্চ্ছা, অরুচি, প্রলাপ, দাহ, অত্যন্ত মুখশোষ, শীতলদ্রব্য-সেবনে অভিলাষ, মুখের তিক্ততা, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং কণ্ঠদেশ হইতে ধূমনির্গমবৎ বোধ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণার লক্ষণ—স্বীয় কারণে কুপিত শ্লেষ্মা পাচকাগ্নিকে আচ্ছাদিত ও বারিবহা-ধমনীকে শুষ্ক করিয়া শ্লৈষ্মিক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে রোগীর নিদ্রাধিক্য, শরীর ভারবোধ এবং মুখ

মধুররসবিশিষ্ট হয়। বিশেষতঃ রোগী তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া থাকে।

ক্ষতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—শস্ত্রাদি দ্বারা আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গম ও ক্ষতস্থানের বেদনার জন্য ক্ষতজ তৃষ্ণারোগ জন্মিয়া থাকে।

ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ—রসাদিধাতুর ক্ষয়জন্য ক্ষয়জ তৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই রোগে দিবারাত্রি পুনঃপুনঃ জলপান করিয়াও রোগী পরিতৃপ্ত হয় না। বিশেষতঃ রোগীর হৃদয়ে বেদনা ও শূন্যতা, কম্প, মুখশোষ এবং অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ক্ষয়জ তৃষ্ণাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ—আমজনিত তৃষ্ণারোগে সান্নিপাতিক অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পিপাসার লক্ষণসকল মিলিতভাবে এবং রসক্ষয়ের লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ও রোগীর হৃদয়ে বেদনা, থুথু-নির্গম, শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি উপসর্গও উপস্থিত হইয়া থাকে।

অন্নজ তৃষ্ণার লক্ষণ—স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ ও কটুরস-বিশিষ্ট দ্রব্য এবং গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে অন্নজ তৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তৃষ্ণারোগের সাধ্য ও অসাধ্য-লক্ষণ—তৃষ্ণারোগে রোগীর স্বর ক্ষীণ, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি এবং মুখ, কণ্ঠ, হৃদয় ও তালুশোষ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে রোগ কষ্টসাধ্য ও ধাতুশোষণকারী হইয়া থাকে। এই রোগে জ্বর, মূর্চ্ছা, কাস, শ্বাস, অত্যন্ত মুখশোষ, কৃশতা এবং অত্যধিক বমির বেগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হয়।

তৃষ্ণারোগ-চিকিৎসা-বিধি

তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইবার কারণ প্রথমতঃ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পিপাসার উৎপত্তির বহুবিধ কারণ উক্ত হইয়াছে। বিবিধ কারণে বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেই পিপাসা উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিপাসা উৎপন্ন হইলে হৃদয়স্থিত ক্লোমনামক যন্ত্রের ও রসবহা-ধমনীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। ক্লোমযন্ত্রই পিপাসার স্থান। ভয়, শ্রম, বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে পিত্তও প্রকুপিত হয়, তজ্জন্য ক্লোমনামক যন্ত্রের

ও রসবহা-ধমনীর জলীয়াংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তৎসঙ্গে জিহ্বা, গলা ও তালু শুষ্ক হইতে থাকে। বায়ুর শোষণ-গুণ ও পিত্তের আগ্নেয়-গুণবশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জলপান দ্বারা পিত্ত প্রশমিত এবং বায়ু প্রকৃতিস্থ হয়; সুতরাং ঐ ক্লোমযন্ত্র ও ধমনী প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট-দ্রব্য সেবন, ক্রোধ বা উপবাসাদি দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলেও ঐ যন্ত্রের ও রসবহা-ধমনীর ক্রিয়ার লাঘব হয়। শাস্ত্রে কফজ তৃষ্ণার বিভিন্ন সংপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে; সুতরাং বাতিক ও পৈত্তিক তৃষ্ণার সংপ্রাপ্তি হইতে উহার উৎপত্তি ভিন্নরূপ। কফজ তৃষ্ণায় উদরস্থিত উষ্মা (তেজোময় পিত্ত) কফ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে ও পিত্তস্থিত উষ্মা অধোগামী হইয়া জলবাহী সূক্ষ্মস্রোতসমূহকে শুষ্ক করতঃ যে তৃষ্ণা জন্মায়, তাহাতে মুখ শুষ্ক হয় না, বরং মুখের মিষ্টাস্বাদ অনুভূত হয় এবং দেহ শুষ্ক হইতে থাকে। জ্বর, অতিসার, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ বা রসক্ষয়-বশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হয় অর্থাৎ জ্বররোগে পিত্তাধিক্য বা বাতপিত্তের আধিক্য-অবস্থায়, অতিসারে জলীয় রসধাতুর অত্যধিক নির্গমনহেতু জ্বরাদিরোগে উদরাময়ের প্রবলতাবশতঃ এবং গ্রহণীরোগেও রসক্ষয়বশতঃ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য রোগে দৈহিক যন্ত্রাদির কোনও একটির ব্যতিক্রমবশতঃ অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব হওয়াতে পিপাসার উৎপত্তি হয়। সমধিক রক্তক্ষয়, সহসা আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও পিপাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে মূত্রাশয়ের পীড়া হইতেও পিপাসার উৎপত্তি হয়, বিবিধরোগে শরীর দুর্ব্বল হইলেও পিপাসা প্রকাশ পাইয়া থাকে। নানাবিধ রোগে উপ-সর্গরূপেও পিপাসা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। রসধাতুর ক্ষয় হইলে যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগেও বায়ু এবং তৎ-সঙ্গে পিত্ত প্রকুপিত হয়; রসধাতুর অত্যধিক ক্ষয় হইলে রসবহা ধমনী ও ক্লোমযন্ত্র শুষ্ক হয়, তজ্জন্য পিপাসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষে এক-প্রকার পিপাসা উৎপন্ন হয়, উহাকে আমতৃষ্ণা কহে। আমতৃষ্ণায় রোগীর হৃদয়ে বেদনা, শরীরে অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। তৈলঘৃতাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য এবং অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে একপ্রকার তৃষ্ণা হয়। উপরে যেসকল তৃষ্ণার বিষয় বর্ণিত হইল, সেইসমস্ত তৃষ্ণা মূল-রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র তৃষ্ণানাশক ঔষধ

প্রয়োগ করিলে সমূলে নষ্ট হয় না, তবে কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকে পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্রই রোগীকে পানার্থ জল প্রদান করিবে; যেহেতু পিপাসায় অভিভূত হইলে রোগীর মূর্চ্ছা হইতে পারে, সেইজন্যই শাস্ত্রকারগণ পিপাসাকালে রোগীকে জল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু জলপ্রদান-সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একপ্রকার বিধি নহে, কোনও তৃষ্ণায় শীতল জল, কোনও তৃষ্ণায় ঈষদুষ্ণ জল, কোনও পিপাসায় শীতকষায় জল প্রদান করা আবশ্যক।

শ্লেষ্মা দ্বারা জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে প্রথমতঃ বমন দ্বারা শ্লেষ্মার লাঘব করিয়া পরে বিল্বাদিপানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। গুরুপাকদ্রব্যভোজনে যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহাতেও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ বমন দ্বারা ঐসকল ভুক্তদ্রব্য বহির্গত হইলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বলব্যক্তিকে পিপাসাকালে দুগ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রসধাতুর ক্ষয়বশতঃ যেসকল রোগে পিপাসা প্রকাশ পায়, তাহাতে রোগীকে মধুমিশ্রিত জল বা দুগ্ধ প্রদান করিবে। মৈথুনাসক্ত ব্যক্তিকে পিপাসাকালে দুগ্ধপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শস্ত্রাদির আঘাত বা অন্যান্য কারণে শরীর হইতে অধিক রক্তক্ষয় হইলে যে পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগীকে ছাগ, মৃগ প্রভৃতি প্রাণীর মাংসের যূষ ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ মূর্চ্ছা, বমন, দাহ প্রভৃতি রোগে এবং মদ্যপান দ্বারা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে রোগীকে শীতল জল পান করিতে দিবে। সাধারণতঃ জ্বরাদি রোগে পিপাসা হইলে রোগীকে ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু পিত্তজ্বরে উষ্ণজল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। পিত্তজ্বর, অতিসার ও অন্যান্য রোগে পিপাসা-নিবারণার্থ যেসমস্ত পানীয়ের উল্লেখ আছে, তাহাই প্রদান করিবে। তদ্ব্যতীত তৃষ্ণারোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে অর্থাৎ তৃষ্ণার সহিত দাহ, পৈত্তিক বমন প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে ষড়ঙ্গপানীয় বা দ্রাক্ষাদিকষায় প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। বায়ুর আধিক্যবশতঃ রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে মাংসযূষ প্রভৃতি পথ্য, লঘু ও শীতল পানীয় এবং রসাদিচূর্ণ বা মহোদধিরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উপসর্গরূপে পিপাসার চিকিৎসাকালে রোগীকে মুখ্যরোগনাশক অথচ তৃষ্ণানিবারক ঔষধই প্রদান করা কর্ত্তব্য।

তৃষ্ণারোগে ঔষধ

দ্রাক্ষাদিকষায়—তৃষ্ণারোগে পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে অর্থাৎ দাহ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও বমন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দাহ, মূর্চ্ছা, বমন প্রভৃতি রোগেও তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

দ্রাক্ষাদিকষায়। কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, খেজুর, বেণামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা কুট্টিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরদিন ছাঁকিয়া তাহাতে ইক্ষুচিনি দুই তোলা মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গপানীয়—পিত্তের প্রবলতাবশতঃ তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম বা বমন প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই জল রোগীকে পিপাসাকালে পান করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর এবং অন্যান্য রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই কাথ প্রয়োগ করা যায়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাশ্মর্য্যাদিপানীয়—পিত্তাধিক্যবশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই পানীয় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস, মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলেও এই পানীয় ব্যবস্থা করা যায়।

কাশ্মর্য্যাদিপানীয়। গাম্ভারীফল, ইক্ষুচিনি, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ তোলা লইয়া কুট্টিত করতঃ ৪৮ তোলা জলে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া পরদিন ছাঁকিয়া ঐ জল পিপাসাকালে রোগীকে পান করাইবে।

লাজোদক—পিত্তাধিক্যবশতঃ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে দাহ, ঘর্ম্ম বা বমন প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত, মেহ প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে ইহার পানে পিপাসার শান্তি হয়। এই পানীয় কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

লাজোদক। খৈ ১৬ তোলা এবং উষ্ণজল /২ সের একত্র করিয়া একটা পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতে উহার সহিত গাম্ভারীর ফলচূর্ণ ১ তোলা, মধু ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা ও ইক্ষুচিনি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে অল্প-অল্প মাত্রায় পান করাইবে।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়—পিত্তাধিক্যবশতঃ রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রমেহ, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, মূর্চ্ছা ও অশ্মরী প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত কাস, রক্তমেহ, হরিদ্রামেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে পিপাসা বিদ্যমান থাকিলেও এই জল প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবন করিলে পিত্তাশ্রিত ঐসকল রোগও অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়। কুশমূল, কাশমূল, নল, উলুখড় ও খাগড়া ; এইসকল মূল সমভাগে মিলিত ৮ তোলা একত্র কুটিত করিয়া ৪৮ তোলা জলে পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতে এই জল ছাঁকিয়া পিপাসাকালে রোগীকে অল্পমাত্রায় পান করিতে দিবে।

বিল্বাদিপানীয়—কফ দ্বারা জঠরাগ্নি আচ্ছাদিত হইলে যে পিপাসা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা বা গুরুপাকদ্রব্য-ভোজনে যে পিপাসা প্রকাশ পায়, সেই পিপাসায় রোগীকে এই পানীয় সেবন করিতে দিবে।

বিল্বাদিপানীয়। বিল্বছাল, অড়হরপত্র, ধাইফুল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর ও কুশমূল ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের।

বিল্বশুণ্ঠ্যাদিক্বাথ—অজীর্ণদোষে পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে পিপাসা উপস্থিত হইলে রোগীকে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বিল্বশুণ্ঠ্যাদিক্বাথ। বেলশুঁঠ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বটশুঙ্গাদ্যযোগ—অজীর্ণদোষে বা গুরুপাকদ্রব্য-ভোজনে পিপাসা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে চাউলধোয়া জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

বটশুঙ্গাদ্যযোগ। বটের শুঙ্গা, ইক্ষুচিনি, লোধ, দাড়িমের খোসা, যষ্টিমধু ও মধু সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

রসাদিচূর্ণ—ক্ষয়জ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ আমবাত ও প্রমেহাশ্রিত বাত অথবা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে ভূয়োভূয়ঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে পিপাসা প্রকাশ পাইলে তাহাও এই ঔষধে দূরীভূত হয়। অনুপান—বাসিজল।

রসাদিচূর্ণ। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ, শিলাজতু ৪ ভাগ, বেণার মূল ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ, ইক্ষুচিনি ৭ ভাগ; এইসমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৩ রতি।

কুমুদেশ্বররস—ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে বা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র ও শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ পিপাসা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুথা, ছোট এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের কাথসহ সেবন করিতে দিবে।

কুমুদেশ্বররস। অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে জারিত তাম্র ২ ভাগ এবং বঙ্গ ১ ভাগ একত্র করিয়া যষ্টিমধুর কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

তৃষ্ণারোগে পথ্যাপথ্য

তৃষ্ণারোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, পেয়া, বিলেপী, খৈর ছাতু, অন্নমণ্ড, মাংসযূষ, চিনি, কলার মোচা, কিস্‌মিস্‌, কয়েত বেল, কুল, পুরাতন-তেঁতুল, কুমড়া, পুঁইশাক, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, কাকুড়, জামীর, করঞ্জ, ছোলঙ্গলেবু, গোদুগ্ধ, মধুররস ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য, কচি-তালশাঁসের জল ও মধু; এইসমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং গাত্রে চন্দন ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর।

জ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও বমন প্রভৃতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ তৃষ্ণা প্রকাশ পাইলে সেই-সেই রোগানুযায়ী তৃষ্ণানাশক পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। ঐসমস্ত রোগের প্রবল উপদ্রবসমূহ নিবৃত্ত হইলেও যদি পিত্তাধিক্যবশতঃ পিপাসা বিদ্যমান থাকে এবং আমবাত, প্রমেহাশ্রিত বাত ও অন্যান্য রসক্ষয়-রোগের পুরাতন অবস্থায় তৃষ্ণা বলবতী হয়, তবে রোগীকে ভাজামুগ, মসূর ও ছোলার যূষ এবং তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য অর্থাৎ পলতা, নিম, হিঞ্চা প্রভৃতির তরকারী আহার করিতে দিবে; এইসমস্ত দ্রব্য তৃষ্ণারোগে সুপথ্য। ব্যায়াম, তৈলঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য-পান, ধূমপান, রৌদ্রসেবন, দন্তধাবন, অম্লরস বা কটুরস-বিশিষ্ট দ্রব্য ও তীক্ষ্ণগুণযুক্ত-দ্রব্যভক্ষণ এবং দূষিত-জলপান; এইসমস্ত তৃষিত ব্যক্তির কুপথ্য।

বমন-চিকিৎসা

বাতিক বমির লক্ষণ—বাতজনিত বমিরোগে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক ও নাভিদেশে বেদনা, মুখশোষ, কাস, স্বরভঙ্গ, সশব্দে প্রবল উদ্গার এবং অত্যন্ত কষ্ট ও বেগের সহিত ফেনাযুক্ত, উষ্ণ অথচ কষায়রস-বিশিষ্ট ঈষৎ তরল পদার্থের বমন হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বমির লক্ষণ—পিত্তজনিত বমিরোগে রোগীর মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, ভ্রান্তি ও অন্ধকারপ্রবিষ্টবৎ বোধ হয়, মস্তক, তালু ও নেত্রে দাহ জন্মে এবং দাহ অর্থাৎ গলাজ্বালার সহিত, পীত, হরিৎ, কৃষ্ণ বা লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ অথচ তিক্তরসবিশিষ্ট তরল পদার্থের বমন হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বমির লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক বমিরোগে রোগীর তন্দ্রা, মুখের মধুরাস্বাদ, মুখ হইতে স্রাব, সন্তোষ (ভুক্তব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তিবোধ), নিদ্রা, অরুচি, শরীরের গুরুতা এবং রোমহর্ষ (রোমাঞ্চ) হয় ও অল্পবেদনার সহিত স্নিগ্ধ, ঘন অথচ মধুররসবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ বমি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বমির লক্ষণ—ত্রিদোষজনিত বমিরোগে রোগীর নিরন্তর প্রবল বেদনা, অপরিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মোহ হয় এবং অম্লরসবিশিষ্ট, নীল কিংবা রক্তবর্ণ, ঘন অথচ উষ্ণ বমি হইয়া থাকে।

বমির উপদ্রব—কাস, তমকশ্বাস, জ্বর, পিপাসা, হিক্কা, চিত্তের বিকৃতি, হৃদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, এইসকল উপসর্গ বমিরোগে উপস্থিত হয়।

বমির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—বমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি ক্ষীণ ও উক্ত উপদ্রবসমন্বিত হয় এবং অনবরত রক্তপূঁযসমন্বিত কিংবা ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ বমন করে, তবে তাহার রোগ অসাধ্য ; কিন্তু বমিরোগ উক্ত কাসাদি-উপসর্গ-রহিত হইলে তাহা সাধ্য।

বমির অপর অসাধ্য লক্ষণ—যখন বায়ু, বিষ্ঠা, ঘর্ম্ম, মূত্র ও বারিবহা-স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে গমন করে, তখন সঞ্চিত দোষ

অর্থাৎ পিত্ত, কফ ও স্বেদাদি কোষ্ঠ (আশয়) হইতে বহির্গত হয় বলিয়া অতিশয় বেগের সহিত মলমূত্রাদির ন্যায় গন্ধ ও বর্ণবিশিষ্ট বমন হয় এবং রোগী নিরন্তর কাস, হিক্কা ও তৃষ্ণাদি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইসমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

বমনরোগ-চিকিৎসা-বিধি

যে রোগে কুপিত-দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গপীড়নের সহিত উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখ পর্য্যন্ত ধাবিত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য মুখপরিপূর্ণ হইয়া বহির্গত হয়, তাহাকে বমি কহে। বমিরোগের সংস্কৃত নাম ছর্দ্দি। অতি তরলদ্রব্য, অতি স্নিগ্ধদ্রব্য, অপ্রিয় দ্রব্য, অতিশয় লবণ, অসময়ে ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন, অতিশয় দ্রুতভোজন, আমদোষ, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণতা ও ক্রিমিদোষ দ্বারা গর্ভিণীদিগের গর্ভোৎপীড়নহেতু এবং অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ দ্বারা দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) প্রকুপিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে বেগের সহিত উর্দ্ধগামী করে, এইজন্য বমি হইয়া থাকে। বমি হওয়ার পূর্ব্বে বমনোদ্বেগ, উদ্গারবোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত জলস্রাব এবং আহার্য্য ও পানীয়দ্রব্যে অরুচি হইয়া থাকে। বমিরোগ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক। ইহাদের মধ্যে আগন্তুক বমি আবার পাঁচ প্রকার। অসাত্ম্যজা, ক্রিমিজা, আমজা, বীভৎসজা ও দৌহৃদজা। অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন দ্বারা যে বমি হয়, তাহাকে অসাত্ম্যজা, কোষ্ঠস্থিত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে তজ্জন্য যে বমি হয়, তাহাকে ক্রিমিজা, অজীর্ণহেতু আমরস সঞ্চিত হইলে তজ্জন্য যে বমি হয়, তাহাকে আমজা, অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ দ্বারা যে বমি হয়, তাহাকে বীভৎসজা এবং গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের যে বমি হয়, তাহাকে দৌহৃদজা কহে। জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি মূলরোগে এই বমন উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐসমস্ত রোগ হইতে প্রথমতঃ দোষ সঞ্চিত হইয়া বমন প্রকাশ পায়, অর্থাৎ জ্বরাদি-রোগে আমাশয়স্থিত পিত্ত প্রকুপিত হইলে আমাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তদনন্তর পুনঃপুনঃ বমন হয়। সর্ব্বপ্রকার বমনরোগেই পিত্তবিকৃতি হয়। সুতরাং পিত্তের বিকৃতি ও আধিক্যবশতঃ সময়-সময় বমন এত প্রবল হইয়া থাকে যে, রোগীর জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ

হয় না। ক্রিমিরোগে যে বমন হয়, তাহাতেও পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; কিন্তু ঐসমস্ত বমন ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ও পথ্যাদির দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বমনের কারণ অনেক সময় নিরূপণ করা অতি কষ্টকর। ক্রিমি, অম্লপিত্ত, যকৃদ্বৃদ্ধি, কাসের নিরন্তর বেগ, অতিসার প্রভৃতি কতকগুলি রোগে স্বভাবতঃ বমনবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পিত্তাধিক্য এবং অন্যান্য বিবিধ কারণেও বমনবেগ উপস্থিত হয়। বমনরোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বমনেই সাধারণতঃ পিত্তের আধিক্য প্রকাশ পায়। যে রোগে যে দোষের প্রাবল্যে বমন হয়, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ বাতজ গ্রহণীরোগে বমন হইলে তাহাতে বাতিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিকজ্বরে বমন হইলে পৈত্তিক বমনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক পাণ্ডু বা সান্নিপাতিক জ্বররোগে বমন হইলে সান্নিপাতিক বমনের লক্ষণ এবং শ্লৈষ্মিক অর্শরোগে বমন হইলে শ্লৈষ্মিক বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ যে রোগে বমন প্রকাশ পায়, সেই রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, বমনেও সেই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং কোন্ রোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টির প্রকোপ অধিক, তাহা বমন দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে; যেমন শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ বমন হইলে মুখের মধুর আস্বাদ, অরুচি ইত্যাদি লক্ষণ; পিত্তের আধিক্যে বমন হইলে তিক্তরসাত্মক বমন ও কণ্ঠাদিস্থানে জ্বালা এবং বায়ুর আধিক্যবশতঃ বমন হইলে কষায়রসবিশিষ্ট ফেনাযুক্ত বমন ও বমনের সময় প্রবল উদ্গার এবং উক্ত ত্রিদোষের প্রবলতাবশতঃ বমন হইলে অম্লরসাত্মক, নীল ও লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ বমন হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থলে বমন এরূপ প্রবলভাব ধারণ করে যে, উহাকে প্রধান রোগমধ্যে গণনা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহার চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়; এইজন্যই বমনের দোষ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থানে কোনও রোগ তাদৃশ প্রবল না হইলেও বমন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার কোনও স্থলে বা স্বভাবতঃ দৈহিক নিয়মের বিপর্য্যয়বশতঃও বমন লক্ষিত হয়। এইরূপ অবস্থায় বমনের বাতাদি-দোষ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করিলে বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যায় না। বমন প্রবল হইলে রোগীর অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয় যে, বমনে মূত্রাদির গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা

অতি ভয়ানক; তখন কাস, শ্বাস, হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগী এরূপ কৃশ ও হতাশ হয় যে, তাহার প্রাণের আশা থাকে না। বমনের প্রবল বেগ হ্রাস পাইলেও রোগীর কাস, হিক্কা, তমকশ্বাসের লক্ষণ, অল্প বা মধ্যবেগে জ্বর, পিপাসা, হৃদয়ে বেদনা, অন্ধকার-দর্শন, ভ্রমি। এই-সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কাহারও বা ২।৩টি, কাহারও বা সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐসমস্ত উপদ্রববিশিষ্ট বমিরোগ উপযুক্ত পথ্যাদি দ্বারাও সময় সময় অনেকাংশে নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় এবং অনেক স্থানে আবার ঔষধেরও প্রয়োজন হয়। অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে এই অবস্থায় রোগীকে সর্ব্বদা পুষ্টিকর পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বাতিক বমন—বাতিক বমন কোনও রোগের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইলে রোগীকে বৃষধ্বজরস প্রয়োগ করিবে অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর ক্বাথ দ্বারা প্রস্তুত যবাগু মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু যখন কোনও রোগের উপসর্গীভূত না হইয়া যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ বাতজনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন রোগীকে প্রথমে অতি লঘুপথ্য বা অবস্থা-বিশেষে সহ্যমত উপবাস প্রদান করিয়া পরে সজল-দুগ্ধ অথবা মুগ ও আমলকীর যূষ ঘৃতে সন্তলনপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। এইসমস্ত ক্রিয়া দ্বারাই ঐ বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অবস্থা-বিশেষে এইসমস্ত ক্রিয়া দ্বারা রোগীর বমন নিবৃত্ত না হইলে পূর্ব্বোক্ত বৃষধ্বজরস বা স্বল্পপঞ্চমূলীর ক্বাথ দ্বারা প্রস্তুত যবাগু মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং পথ্যের জন্য অতিলঘু-পাক দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে।

পৈত্তিক বমন—পিত্তজনিত বমন কোনও রোগের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বমনে তিক্তাস্বাদ ও বমনকালে কণ্ঠাদিতে জ্বালা অনুভূত হইলে রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ বা চন্দনাদিযোগ অথবা মধুর সহিত পর্পটক-ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে মধু ও চিনিসহ খৈর মণ্ড পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে। পিত্তপ্রধান বমিরোগে বায়ুর অনুবন্ধতা থাকিলে অনেক স্থলে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া থাকে এবং বমনবেগ প্রবল হয়। এমতাবস্থায় মৃদুবিরেচক অথচ বমননিবারক হরীতকীচূর্ণ মধুসহ সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বমননিবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও যদ্যপি

বমননিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মধুসহ খৈর মণ্ড পথ্য এবং পিপ্পল্যাদ্যলৌহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পথ্য ও ঔষধ-সেবনে ঐ বমন প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়। এই বমনের সহিত ক্রিমিজনিত বমনের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ঐ উভয়ের ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বমন পিত্তজনিত কি ক্রিমিজনিত, তাহা নিরূপণ করিবে।

শ্লৈষ্মিক বমন—শ্লৈষ্মিক বমন প্রায়শঃ শ্লেষ্মপ্রধান শরীরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোনও রোগের উপসর্গ বা মুখ্যরোগরূপে শ্লৈষ্মিকবমন প্রকাশ পাইলে রোগীর আমাশয়ের শোধনার্থ প্রথমে পিপুলচূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণ সমভাবে লইয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগী কৃশ বা বমনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে অন্যান্য ঔষধ সেবন না করাইয়া বিড়ঙ্গাদি-যোগ বা মুস্তকাদিযোগ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা আমাশয় শোধিত হইলে বমিনিবারণজন্য এলাদিচূর্ণ বা রসযোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বমন-নিবারণের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্রিদোষজনিত বমন—সান্নিপাতিক বমন বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়ের একত্র প্রকোপবশতঃ মুখ্যরোগরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেক স্থলে সান্নিপাতিক বমনেও বাতাদি দোষের ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয়; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধসমূহ প্রায়শঃ বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধির শমতা করিয়া রোগ দূরীভূত করে, এইজন্যই তাহার পৃথক্ চিকিৎসা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। এই বমন কোনও রোগের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইলে রোগীকে মধুসহ গুলঞ্চের ক্বাথ বা জ্বরাধিকারোক্ত ছর্দ্দিহরযোগ অথবা ক্ষৌদ্রা-বলেহ, পথ্যাদ্যবলেহের ব্যবস্থা করিবে। এইসকল বমন-নিবারক-ঔষধ-সেবনে বমননিবৃত্তি না হইলে বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বমন-নিবারক ঔষধ সেবন করাইবে এবং এলাদিচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদ্য-লৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ত্রিদোষজনিত বমনের সহিত অম্লপিত্তরোগের বমনের অনেক সাদৃশ্য আছে, সুতরাং অম্লপিত্তরোগের অন্যান্য লক্ষণ বমনের সময় এবং স্বাদ দ্বারা প্রকৃত রোগ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা করিবে; যেহেতু অম্লপিত্তরোগে বমননিবারণার্থ যেসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ত্রিদোষজনিত বমনের ঔষধ তাহা হইতে ভিন্ন। আবার এই ত্রিদোষ-জনিত বমনের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার সহিত প্রায়শঃ অন্য কোনও

রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, সুতরাং যে রোগ প্রবল হইবে, বমনের সঙ্গে তাহারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

আমজনিত বমন—অজীর্ণদোষবশতঃ বমন প্রকাশ পাইলে রোগীকে প্রথমতঃ অজীর্ণদোষ-সংশোধক ঔষধ এবং লঙ্ঘন প্রদান করা একান্ত আবশ্যক, যেহেতু যাবৎ অজীর্ণদোষের শান্তি না হয়, তাবৎ ঐ বমন নিবৃত্ত হয় না। অতিসার বা অগ্নিমান্দ্যাদিরোগে আহারের নিয়মের বিপর্য্যয়বশতঃ অজীর্ণতা প্রবল হইলেও বমন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বমনে ভুক্তদ্রব্যাদি উত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বমনবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। এমতাবস্থায় অজীর্ণদোষে পুনঃপুনঃ বমনবেগ প্রকাশ পাইলে রোগীকে সৌবর্চ্চলাদ্যযোগ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে এবং অজীর্ণতা নিবারণার্থ শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি সেবন করাইবে।

ক্রিমিজনিত বমন—এই বমন অন্যরোগের সহিত প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগেও ক্রিমিজনিত বমন প্রকাশ পায়। ক্রিমিজনিত বমন ক্রিমিরোগের প্রধান উপদ্রব। এই সম্বন্ধে ক্রিমিরোগে বর্ণিত হইয়াছে এবং জ্বরের সহিত ক্রিমিজনিত বমনের চিকিৎসা জ্বররোগে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্থানে তদ্বিষয়ে বর্ণনা করা অনাবশ্যক।

মনের অপ্রীতিকর দ্রব্যের দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ দ্বারা যে বমন উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থ মনের তৃপ্তিকর পদার্থ সেবন এবং ব্যবহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে বমন হইয়া থাকে, তাহাতেও অভিলষিত পদার্থ আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। অনভ্যস্ত-দ্রব্যভোজন দ্বারা বমন হইলে তৃপ্তিজনক দ্রব্য ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহার যে দ্রব্যে অভিলাষ, তাহাকে সেই দ্রব্য প্রদান করা আবশ্যক। এইসকল আগন্তুজ বমনে বাতাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি-দোষজনিত বমননিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বমনের উপদ্রব—বমন হইতে কাস প্রকাশ পাইলে, রোগী অনেক সময় কাসের বেগে ব্যাকুল হয়, রাত্রে নিদ্রা হয় না, তখন কাসই রোগীর অসহ্য হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় চন্দ্রামৃতরস, কাসান্তকরস বা তালীশাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বমন হইতে অল্প কাস ও তমকশ্বাসের অসহ্য বেগ অনেক স্থানে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়,

এই অবস্থায় রোগীকে মহাশ্বাসারিলৌহ, চন্দ্রামৃতরস, তরুণানন্দরস বা কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ সেবন করিতে দিবে। তৎসঙ্গে অল্পজ্বর থাকিলে জ্বরচিকিৎসোক্ত জয়াবটী, জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধেই উহা বিনষ্ট হয়; কিন্তু জ্বর ও কাস সমভাবে দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়ায় শরীর কৃশ হইলে বৃহৎ চূড়ামণিরস, মহারাজবটী প্রভৃতি ঔষধের অনুপানভেদে ব্যবস্থা করিবে এবং শ্বাসের জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধই সেবন করাইবে। যাহাদের অল্প বা মধ্যবেগে জ্বর প্রকাশ পায়; কিন্তু শ্বাস প্রকাশ পায় না, তাহাদিগকে জয়াবটী, বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ, জ্বরসংহারচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। ইহাতেই প্রায়শঃ জ্বর হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু এই জ্বর পুরাতন হইলে বাতাদিদোষ-ভেদে বিষমজ্বরের চিকিৎসার ন্যায় জ্বরের চিকিৎসা করিবে।

বমন হইতে হিক্কা প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ অথবা ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে শুণ্ঠীক্ষীর পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বমনের নিরন্তর বেগবশতঃ হৃদয়ে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা প্রকাশ পাইলে রোগীকে হৃদ্রোগের বিধানানুসারে গোরক্ষচাকুলে-চূর্ণ ৷৹ অর্দ্ধতোলা উষ্ণদুগ্ধসহ অথবা গোধূমচূর্ণ ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃত, চিনি ও ছাগীদুগ্ধ-সহযোগে মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। বমন হইতে ভ্রান্তি বা শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে রোগীকে পুষ্টিকর দ্রব্য প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ পুষ্টিকর দ্রব্য দ্বারাই ঐ দোষ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া থাকে। এই বমন অনেকস্থানে পৈত্তিকজ্বর বা অতিসারাদি রোগ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ও মূলরোগ নিবৃত্ত হইলে শেষে বমনই প্রবল হয়। এই অবস্থায় পথ্যাদির প্রদানকালে মূলরোগের প্রতি দৃষ্টিপ্রদান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু জ্বর বা অতিসার হইতে বমন প্রকাশ পাইয়া বলবৎ হইলেও বমননিবৃত্তির পর পুনরায় জ্বর ও উদরাময়াদি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

বমনরোগে ঔষধ

চন্দনাদিযোগ—পিত্তের বিকৃতি বা আধিক্যবশতঃ তিক্তরস-বিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠজ্বালা, মূর্চ্ছা বা পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্য-

মান থাকিলে এই চূর্ণ চাউলধোয়া জল ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু অম্লপিত্তরোগে পিত্তাধিক্যবশতঃ অথবা ক্রিমিজনিত বমনরোগে তিক্তরসবিশিষ্ট বমন হইলে এই কাথের সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না।

চন্দনাদিযোগ। রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসকছাল; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে; অথবা ঐসমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র মর্দন করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

বিড়ঙ্গাদিযোগ—শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ বমনে মুখের মধুরাস্বাদ, দেহের গুরুতা এবং মধুররসাত্মক বমন হইলে এই ঔষধ মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদিযোগ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

মুস্তকাদিযোগ—শ্লৈষ্মিকরোগে রোগীর মুখের মধুরাস্বাদ ও মধুর-রসাত্মক শুক্লবর্ণ বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে উহা মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদিযোগ। মুথা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

সৌবর্চ্চলাদ্যযোগ—অজীর্ণতাবশতঃ বমন হইলে এবং রোগীর বমনে অম্লতিক্তাদি আস্বাদ অনুভূত হইলে এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহার সেবনমাত্র বমনের নিবৃত্তি হয়।

সৌবর্চ্চলাদ্যযোগ। সৌবর্চ্চললবণ অভাবে সৈন্ধব, যমানী, ইক্ষুচিনি ও মরিচ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

মধুকাদ্যযোগ—অম্লপিত্ত বা ত্রিদোষাশ্রিতরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রক্তবমন হইলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

মধুকাদ্যযোগ। যষ্টিমধু এবং রক্তচন্দন; এই উভয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

পপ্‌টকক্কাথ—পিত্তাধিক্যবশতঃ যে বমন হয়, তাহাতে রোগীর তিক্তরসবিশিষ্ট বমন এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠজ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান

থাকিলে, এই ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিকজ্বরে এই ক্বাথ সেবন করিলে উপকার হয়। ক্রিমিজনিত বমনে ইহা প্রযোজ্য নহে। অম্লপিত্ত-জনিত বমনে ইহা সেবন করিলে তাদৃশ উপকার হয় না।

পর্পটকক্বাথ। ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা।

গুড়ুচ্যাদিক্বাথ—অম্লপিত্তরোগে অম্ল বা তিক্তরসযুক্ত বমন এবং অম্লপিত্তের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

গুড়ুচ্যাদিক্বাথ। পলগুড়ুচী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল এবং পল্‌তা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ক্বাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা।

গুড়ুচীক্বাথ—ত্রিদোষজনিত রোগে বমন হইলে এবং তাহাতে পিত্তের আধিক্য ও রোগীর পিপাসা, ঘর্ম্ম, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

গুড়ুচীক্বাথ। পলগুড়ুচী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ক্বাথ শীতল হইলে প্রক্ষেপ মধু ।০ চারি আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

ক্ষৌদ্রাবলেহ—সান্নিপাতিক অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা—এই তিন দোষের প্রকোপবশতঃ কোনও রোগে অম্ল বা লবণাক্ত বমন হইলে এবং তাহার সঙ্গে রোগীর অরুচি, পিপাসা, দাহ বা অন্য কোনরূপ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে; কিন্তু অম্লপিত্তরোগে অম্লরসাত্মক বমন হইলে এই ঔষধের সেবনে তাদৃশ উপকারের সম্ভাবনা নাই।

ক্ষৌদ্রাবলেহ। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে ও জীরা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং মধু সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

পথ্যাদ্যবলেহ—ত্রিদোষজনিতরোগে রোগীর অম্ল বা লবণ-রসাত্মক বমন হইলে এবং দাহ, পিপাসা বা অরুচি প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদ্যবলেহ। হরীতকী, পলগুলঞ্চের পালো, মরিচ ও পিপুল; এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ও মধু সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

এলাদিচূর্ণ—শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিকরোগে বমন হইলে এবং ঐ বমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হইলে এই চূর্ণ রোগীকে ইক্ষুচিনি ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। বমনে এই ঔষধ অতি উপকারী।

এলাদিচূর্ণ। এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের বীজের শাঁস, চই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিপুল; উহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ একআনা হইতে ৷০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত।

রসযোগ—শ্লৈষ্মিকরোগে বমন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর মুখের মধুরাস্বাদ এবং বমনে মধুররসবিশিষ্ট শুক্লপদার্থ নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

রসযোগ। জীরা, ধনে, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ ও মধু সমভাগ এবং রসসিন্দূর সর্ব্বসমান; একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

বৃষধ্বজরস—বাতিক বা পৈত্তিকরোগে বমন হইলে এবং সেই বমন কষায় বা তিক্তরসবিশিষ্ট হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর পিপাসা, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, মুখশোষ, কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃষধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক রোগে বমন হইলে এবং ঐ বমনে পিত্তের বা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বমনে কাস-চিকিৎসা

চন্দ্রামৃতরস—বমনের নিরন্তর বেগ নিবৃত্ত হইলে পর রোগীর কাস উপস্থিত হইলে এবং ঐ কাসের বেগ পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিরন্তর কাসের বেগবশতঃ বমন হইলে এবং কাসের সঙ্গে শ্বাস প্রকাশ পাইলে তাহাও ইহার সেবনে দূরীভূত হইয়া থাকে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসান্তকরস—বমনের অন্তে অথবা বমনের বেগবশতঃ কাস প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তালীশাদ্যচূর্ণ—বমনের নিরন্তর বেগবশতঃ অথবা বমন প্রশমিত হইবার পরে রোগীর কাস প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

তালীশাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বমনে শ্বাসকাস-চিকিৎসা

কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ—নিরন্তর বমনের বেগ হইতে রোগীর শ্বাস-কাস (হাঁপানী) প্রকাশ পাইলে এই অবলেহ রোগীকে উষ্ণজল-সহ সেবন করিতে দিবে।

কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)—বমনের বেগবশতঃ বা বমন-নিবৃত্তি হইবার পরে রোগীর শ্বাসকাস প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে শুণ্ঠী ও বামনহাটীর ক্বাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশ্বাসারিলৌহ—বমনের নিরন্তর বেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবার পরে রোগীর কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

মহাশ্বাসারিলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলআঁটির শাঁস, বংশলোচন, তালীশ-পত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা লইয়া লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ডে ২ প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৬ রতি-১২ রতি।

বমনে হিক্কা-চিকিৎসা

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—বমনের পুনঃপুনঃ বেগবশতঃ হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে এই ঔষধ রোগীকে শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে বমন এবং হিক্কা উভয়ই দূরীভূত হয়।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুণ্ঠীক্ষীর—বমনের প্রকোপ-বশতঃ হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এই দুগ্ধ রোগীকে পান করিতে দিবে। হিক্কা-নিবারণের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুণ্ঠীক্ষীর। শুঁঠ ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা; একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

বমনরোগে পথ্যাপথ্য

বমিরোগে সাধারণতঃ বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, শরীর-মার্জ্জন, খৈর মণ্ড, পুরাতন যষ্টিক বা রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মাষকলাইয়ের যূষ, গম বা যব দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, ময়ূর, তিত্তির ও লাব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস, মৃগমাংস, বেতাগ্র, ধনে, সুপক্ক নারিকেল, জামীর, আমলকী, আম্র, কুল, দ্রাক্ষা, কয়েতবেল, কমলালেবু, বেদানা, হরীতকী, দাড়িম, ছোলঙ্গলেবু প্রভৃতি ফল, বালা, নিম, বাসক, জায়ফল, চিনি, শতমূলী, নাগেশ্বর; এই-সকল হৃদ্য অথচ হিতকর দ্রব্য সুপথ্য। এতদ্ব্যতীত মনের প্রীতিজনক শব্দ-শ্রবণ, রূপদর্শন, রস-আস্বাদন, গন্ধ-আঘ্রাণ প্রভৃতি উপকারী।

নস্য, বস্তি ও স্বেদপ্রদান, ঘৃততৈলাদি-স্নেহপান, রক্তমোক্ষণ, দন্তধাবন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, মনের অপ্রীতিকর বস্তুর দর্শন ও আঘ্রাণ, উষ্ণদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অনভ্যস্তদ্রব্য, অহৃদ্যদ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, শিম, তেলাকুচা, ঘোষাফল, মৌয়াফল, রক্তচিতা ও ছোটএলাইচ প্রভৃতি দ্রব্য বমনরোগে কুপথ্য।

জ্বরাদিরোগের সঙ্গে বমন প্রবলরূপে প্রকাশ পাইলে রোগীকে তত্তদ্ রোগানুযায়ী খৈর মণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে এবং যখন বমন মূলরোগমধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ একমাত্র বমনই প্রবল হইবে, তখন রোগীকে লঘুপাকদ্রব্য পথ্য প্রদান করিবে। বমন হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও যাবৎ রোগীর অন্যান্য উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ঐরূপ লঘুপথ্যই প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে রোগীর অগ্নি সবল হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং নারিকেল, লেবু, সুপক্ক আম, কিস্‌মিস্, ইক্ষুচিনি ও মিশ্রী প্রভৃতি পুষ্টিকরদ্রব্য অল্পপরিমাণে প্রদান এবং শীতল জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ শারীরিক বলবৃদ্ধির সহিত রোগীকে অন্যান্য দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে।

অরুচি-চিকিৎসা

বাতিক অরুচির লক্ষণ—বাতজ অরুচিরোগে রোগীর মুখ কষায়রসবিশিষ্ট ও দন্ত পরিহৃষ্ট অর্থাৎ অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিলে দন্ত যে প্রকার হয়, তদ্রূপ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক অরুচির লক্ষণ—পৈত্তিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত ও অম্লরসবিশিষ্ট, উষ্ণ, বিরস ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

শ্লৈষ্মিক অরুচির লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক অরুচিরোগে রোগীর মুখ লবণ ও মধুররসবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং মুখের বহির্দ্দেশ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক অরুচির লক্ষণ—সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজনিত অরুচিরোগে রোগীর মুখ কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লবণ ও মধুর-রসবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আগন্তুক অরুচির লক্ষণ—শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ এবং অপ্রিয় গন্ধের আঘ্রাণবশতঃ অরুচি হইলে মুখ স্বাভাবিকই থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না, অথচ আহারে অরুচি হয়।

অরুচিরোগের অন্যপ্রকার লক্ষণ—বাতিক অরুচি-রোগে হৃদয়ে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা; পৈত্তিক অরুচিরোগে শরীরে বেদনা, পিপাসা ও গাত্রদাহ; শ্লৈষ্মিক অরুচিতে কফস্রাব; ত্রিদোষজনিত অরুচিতে নানাপ্রকার বেদনা এবং আগন্তুক অরুচিতে মনের ব্যাকুলতা, মোহ, শরীরের জড়তা প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

অরুচিরোগ-চিকিৎসা-বিধি

অরুচি উৎপন্ন হইবার বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়শঃ জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অরুচি হয়, আবার কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগের সহিতও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অরুচির সহিত পক্বাশয়ের ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে। কারণ যে-কোনও রোগে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইলে অবশেষে অরুচি হয়। উদরাময়

বা অজীর্ণরোগ তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত; যেহেতু উদরাময় বা অগ্নিমান্দ্যাদি দোষে অথবা জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে অগ্নি নিস্তেজ হইলে দীর্ঘকাল অন্নভোজনের অভাবে রক্তের হীনতাবশতঃ পাচকাগ্নি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় ও অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা ও কাস প্রভৃতি রোগে আবার বাতাদিদোষভেদে কোষ্ঠবদ্ধতা হইলেও পাচক-পিত্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ অরুচি হয়। নবজ্বর, সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি রোগে আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে অরুচি জন্মে। অম্লপিত্ত ও পৈত্তিক গ্রহণীরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ উদরাময় প্রবল হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতে মুখ তিক্ত হয়। আবার পিত্তের প্রকোপবশতঃ বমন ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে যে অরুচি জন্মে, তাহাতেও তিক্ততা অনুভূত হয়; কিন্তু বমনবশতঃ অরুচি হইলে সর্ব্বত্র মুখের তিক্ততা অনুভূত হয় না, কেবল যে বমনে পিত্তের আধিক্য থাকে, তাহাতে মুখের তিক্ততা অনুভূত হয়। এই অরুচি সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল ব্যক্তির প্রকাশ পায় না; কতকগুলি রোগে স্বভাবতঃ প্রায়শঃ অরুচি প্রকাশ পায় না কিন্তু অন্যান্য রোগ তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে আবার অরুচি প্রকাশ পাইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত অনেকের অরুচিদোষ প্রকাশ পায়। অরুচি প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা—এই তিন দোষের মধ্যে কোন্ দোষ প্রবল, তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। বাতিকরোগে, পৈত্তিকরোগে, শ্লৈষ্মিক-রোগে এবং সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে প্রয়শঃ সেই-সেই দোষজনিত অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতজনিত অর্শ প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে তাহাতে মুখের কষায় আস্বাদ অনুভূত হয়। পৈত্তিক-জ্বরে যে অরুচি হয়, তাহাতে মুখের তিক্ততা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং শ্লৈষ্মিকজ্বরে যে অরুচি প্রকাশ পায়, তাহাতে মুখের মধুরাস্বাদ অনুভূত হয়।

এইরূপ একদোষজনিত রোগে একদোষজ, দ্বিদোষজনিত রোগে দ্বিদোষজ এবং ত্রিদোষজনিত রোগে ত্রিদোষজ অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু একটি রোগের সহিত অন্য একটি রোগ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ ২।৩টি রোগ মিলিত হইলে অরুচির বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক প্রভৃতি দ্বিদোষজরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে যে দোষের প্রবলতা থাকে, সেই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়, সুতরাং অরুচি-সম্বন্ধে যে দোষের

প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষনাশক অরুচিনিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ ও অহৃদ্য গন্ধের আঘ্রাণ দ্বারা যেসকল অরুচি প্রকাশ পায়, সেইসকল অরুচিতে মুখের স্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না, কেবলমাত্র অরুচি প্রকাশ পায়। এইসকল অরুচিরোগের চিকিৎসা বাতিক অরুচিরোগের নিয়মানুসারে করিবে। অধিকন্তু শোক, ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা পীড়িত অরুচিরোগীকে সান্ত্বনা করিবে। যদি কোনও রোগে অরুচি প্রকাশ পায়, তবে সেই মুখ্যরোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু মুখ্য-রোগ নষ্ট না হইলে কেবলমাত্র অরুচিনাশক ঔষধে অরুচি সমূলে নষ্ট হয় না। সাধারণতঃ অরুচি জন্মিলে রোগীর আহারে ইচ্ছা থাকে না এবং রোগী দিন-দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। এমতাবস্থায় মূলরোগনাশক ঔষধের সহিত অরুচি-নাশক ঔষধও রোগীকে পৃথক্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভোজনে রুচি থাকিলে এবং রোগী যথেচ্ছ ভোজন করিতে পারিলে অনেক উৎকট রোগও সাধ্য হয়, কিন্তু প্রবল অরুচিতে রোগীর অন্নাহার বন্ধ হইলে রোগী ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়ে এবং সাধ্যরোগও তখন কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়। পুরাতন জীর্ণজ্বর, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে অরুচি হইলে তাহা প্রায়শঃ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার প্রতীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বাতিক অরুচিতে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিক অরুচিতে মৃদুবিরেচক-ঔষধ-প্রয়োগ, শ্লৈষ্মিক অরুচিরোগে বমন-ক্রিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু পৈত্তিক অরুচিতে উদরের পীড়া বিদ্যমান থাকিলে সেই অবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রয়োজ্য নহে।

বাতিক অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে বিবিধ কবল দ্বারা মুখ ধৌত করিতে দিবে। কবল দ্বারা মুখ ধৌত করিলে জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পান-ভোজনে রুচি জন্মে। অরুচি প্রবল হইলে ঐসমস্ত কবল-গ্রহণের সহিত দাড়িম্বাদিচূর্ণ, সুধানিধিরস, সুলোচনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক দোষভেদে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অর্থাৎ পৈত্তিক অরুচিতে সুলোচনাভ্র, বাতিক অরুচিতে আদ্র কমাতুলুঙ্গাবলেহ বা যমানীষাড়ব, শ্লৈষ্মিক অরুচিতে সুধানিধিরস, কলহংস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক অরুচিতে যে দোষের অধিক প্রবলতা দেখিবে, তদনুযায়ী ঔষধ সেবন করাইবে; বিশেষতঃ সুলোচনাভ্র

সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য রোগের সহিত অরুচি জন্মিলে মুখরোচক অথচ সেইসকল মূলরোগের পক্ষে অনিষ্টকারী না হয়, এইরূপ দ্রব্য পথ্য প্রয়োগ করাই উচিত। অন্নভোজী ব্যক্তির অরুচি হইলে ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও সৈন্ধব একত্র সেবন করিতে দিবে। উহাতে অরুচি বিনষ্ট, অগ্নি-প্রদীপ্ত এবং জিহ্বা ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। অরুচি উপস্থিত হইলে প্রায়শঃ অম্লমধুররস মুখপ্রিয় হয়, সুতরাং রোগীর অবস্থা-বিশেষে পুরাতন আমসত্ত্ব, পুরাতন আমসী, অতি পুরাতন তেঁতুল, দাড়িম, বেদানা, কিসমিস্ প্রভৃতি অম্লমধুররসবিশিষ্ট দ্রব্যসকল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অরুচিরোগে আমরুলশাকের টক অতি প্রশস্ত, ইহা অরুচি-বিনাশক ও অম্লমধুর; সুতরাং মুখপ্রিয়।

অরুচিরোগে ঔষধ

কুষ্ঠাদ্যযোগ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদ্যযোগ। কুড়, সচললবণ, জীরা, ইক্ষুচিনি, মরিচ ও বিটলবণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

আমলাদ্যযোগ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি হইলে এই ঔষধ রোগীকে তৈল ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া কবল করিতে দিবে।

আমলাদ্যযোগ। আমলা, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, রক্তচন্দন ও শুন্ঠি; এইসমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

মুস্তকাদিযোগ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া কবল করিতে দিবে।

মুস্তকাদিযোগ। মুথা, দারচিনি, এলাইচ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

অম্লিকাযোগ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ কিছুক্ষণ মুখে রাখিয়া রোগীকে কবল করিতে দিবে। ইহা অরুচিতে অত্যন্ত উপকারী।

অম্লিকাযোগ। পুরাতন তেঁতুল ও ইক্ষুগুড় একত্র জলে গুলিয়া উহার সহিত দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ-চূর্ণ এমতভাবে মিশ্রিত করিবে, যাহাতে ঐ জল কিঞ্চিৎ কটুরস অথচ সুগন্ধবিশিষ্ট হয়।

রাজিকাদিযোগ—বাতিক বা পৈত্তিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে এবং রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করা হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অরুচির ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও অগ্নিবর্দ্ধক। পুরাতন গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে ইহার সেবনে তাহাও প্রশমিত হয়।

রাজিকাদিযোগ। রাইসরিষা, জীরা ও হিং; এইসকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, তৎপরে শুঁঠচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ এবং উহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ লইয়া সমষ্টির ৫ গুণ গব্যদধির সহিত মিশ্রিত ও আলোড়ন করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে; অনন্তর সর্ব্বসমান ঘোল উহাতে মিশ্রিত করিবে।

দাড়িম্বাদ্যচূর্ণ—শ্লৈষ্মিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। গ্রহণী, অতিসার, অর্শ, কাস প্রভৃতি রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে তাহাও এই ঔষধের সেবনে বিনষ্ট হয়।

দাড়িম্বাদ্যচূর্ণ। দাড়িম্বচূর্ণ ১৬ তোলা, খাঁড়গুড় ৬৪ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; প্রত্যেকে ২৪ তোলা; দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা; প্রত্যেকে ৮ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

সুধানিধিরস—শ্লৈষ্মিক বা কফপ্রধান সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, হৃচ্ছূল প্রভৃতি রোগে অরুচি হইলে এই ঔষধ রোগীকে ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিতে দিবে।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কলহংস—শ্লৈষ্মিক বা শ্লেষ্মোল্বণ সান্নিপাতিকরোগের পুরাতন অবস্থায় অরুচি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা স্বরভঙ্গও বিনষ্ট হয়।

কলহংস। সজিনাবীজ ১৮টা, মরিচ ১০টা, পিপুল ২০টা, আদা ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় ৮ তোলা, কাঁজি ১২ সের, বিটলবণ ৮ তোলা; এইসমস্ত একত্র করতঃ মন্থনদণ্ডদ্বারা আলোড়িত করিয়া তাহার সহিত দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিবে।

সুলোচনাভ্র—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কাস, শ্বাস, ক্ষয়, স্বরভঙ্গ, যকৃৎ, ভগন্দর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, মেহ, কুষ্ঠ, শূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অর্শ, বমি, দাহ ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অরুচি হইলেও প্রয়োগ করা যায়।

সুলোচনাভ্র। অভ্র ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা এবং চই, কুলের শাঁস, বেণার মূল, দাড়িম, আমলা, আমরুলশাক ও ছোলঙ্গলেবু; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা; এইসকল একত্র মর্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক-রোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, শূল, প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অরুচি হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, সুতরাং উদরাময় থাকিলে সেবন করাইবে না।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। আদার রস /৪ সের, ইক্ষুগুড় /২ সের, টাবালেবুর রস অর্দ্ধসের; এইসমস্ত মৃদু অগ্নির তাপে পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দুরালভা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে।

যমানীষাড়ব—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকরোগে অরুচি প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, বিবন্ধ, আনাহ, কাস, শ্বাস, অর্শ প্রভৃতি রোগে অরুচি থাকিলেও ইহা সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই ঔষধ মলরোধক ও অগ্নিবর্দ্ধক, সুতরাং গ্রহণী বা পুরাতন অতিসারে অরুচি থাকিলে অতি উপকারী। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনুলোমক, এইজন্য বাতরোগেও সেবন করিতে দেওয়া যায়। অনুপান—জল।

যমানীষাড়ব। যমানী, পুরাতন তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও টকফুল ; এইসমুদয় প্রত্যেকে ২ তোলা, ধনে, সৌবর্চ্চললবণ, জীরা ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, পিপুল ১০০টা, মরিচ ২০০টা ও ইক্ষুচিনি ৩২ তোলা ; এই-সকল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

অরুচিরোগে পথ্য

অরুচিরোগে নানাপ্রকারে প্রস্তুত রুচিকারক অন্নপানীয়, নানাবিধ আচার ও অম্লমধুর দ্রব্য হিতকর। সাধারণতঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলা প্রভৃতির ডাল ; চেঙ্গ, ইলিশ, মৌরলা, পুঁটি, খলিসা, রুই প্রভৃতি মৎস্য ; মাছের ডিম, কুমড়া, পটোল, পলতা, কচিবেগুন, সজিনার খাড়া, মোচা, বেতের ডগা, কচিমূলা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জনাদি এবং ছাগ, মৃগ প্রভৃতির মাংসের যূষ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। কোনও রোগের পুরাতন অবস্থায় অরুচি হইলে এবং রোগীর অন্নপথ্য সহ্য হইলে চালতা, ছোলঙ্গ, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, কচিতালের শাঁস, তক্র, চিনি প্রভৃতি দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়খণ্ড সম্পূর্ণ

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

তৃতীয় খণ্ড

স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা

বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ—বাতজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর চোখ, মুখ, মল ও মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ অথচ ভঙ্গস্বর নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ—পিত্তজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর চোখ, মুখ ও মূত্র পীতবর্ণ হয় এবং স্বর নির্গত হইবার সময়ে (কথা কহিবার সময়ে) গলদেশে দাহ জন্মে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ—শ্লেষ্মজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ প্রায় সর্ব্বদাই শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে বলিয়া কথা কহিবার শক্তি হ্রাস পায়; দিবাভাগে সূর্য্যকিরণবশতঃ কফের অল্পতাহেতু রোগী অধিক কথা কহিতে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে স্বর রুদ্ধ হয়।

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ—সন্নিপাত অর্থাৎ ত্রিদোষজনিত স্বরভঙ্গে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের লক্ষণ—ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভঙ্গে রোগীর কথা কহিবার সময়ে কণ্ঠদেশে বেদনা ও কণ্ঠদেশ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় বোধ হয় ও বাক্যের অল্পতা হইয়া থাকে।

মেদজনিত স্বরভঙ্গের লক্ষণ—মেদজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর বাক্য কণ্ঠদেশেই লগ্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ রোগী অস্পষ্টভাবে কথা কহে। কফ ও মেদ-দ্বারা গলদেশ জড়িত থাকে এবং পিপাসা হয়।

স্বরভঙ্গের অসাধ্য লক্ষণ—ক্ষীণ (ক্ষয়রোগাক্রান্ত), কৃশ ও বৃদ্ধব্যক্তির দীর্ঘকালস্থায়ী বা জন্মাবধি জাত স্বরভঙ্গ অসাধ্য। অতিশয় স্থূল (মেদযুক্ত) ব্যক্তির স্বরভঙ্গ এবং সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজ স্বরভঙ্গ অসাধ্য।

স্বরভঙ্গরোগের চিকিৎসা-বিধি

স্বরভঙ্গরোগ হইলে স্বরবহা-ধমনী দূষিত হয়। ধমনী কেন দূষিত হয়, অগ্রে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা-মিলিত তিনদোষ (সন্নিপাত), মেদ এবং ধাতুক্ষয় দ্বারা স্বরবহা-ধমনী দূষিত হইয়া থাকে। উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, বেদপাঠ, চীৎকার, কণ্ঠদেশে আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া স্বরবহা-ধমনীকে দূষিত করে। বিষপান বা পিত্তবর্দ্ধক বিবিধ দ্রব্যাদির সেবনে পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া ঐরূপ ধমনীকে দূষিত করিয়া স্বরভেদ উৎপাদন করে। সর্দ্দি, কাস, রাত্রিতে হিম-লাগান ও দধি প্রভৃতি শীতল দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে শ্লেষ্মা প্রবল হওয়ায় পূর্ব্ববৎ ধমনী দূষিত হইলে ভাঙ্গা অস্পষ্ট স্বর নির্গত হয়। এইরূপ ত্রিবিধ-দোষবর্দ্ধক কারণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হয়। সন্নিপাতজ্বর, অতিসার এবং কাস প্রভৃতি রোগেও বাতাদি দোষ কুপিত হইলে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়। শ্বাসকাস বা কাসরোগে বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা; অতিসারেও অবস্থাভেদে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা বা ত্রিদোষ প্রকুপিত হয়। স্নতরাং জ্বরাদিরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও বাতাদিদোষের প্রকোপই একমাত্র কারণ বুঝিতে হইবে। যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, বার্দ্ধক্য, শুক্রক্ষয় এবং জ্বরাদিরোগের অসাধ্য লক্ষণে উল্লিখিত ধাতুক্ষয় হইতে একপ্রকার স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়, উহাকে ধাতুক্ষয়জন্য স্বরভঙ্গমধ্যে গণনা করা যায়। শরীরস্থ মেদ বৃদ্ধি পাইলেও একপ্রকার স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা মেদপ্রধান স্থূলকায় ব্যক্তিরই প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছয় প্রকার স্বরভঙ্গের চিকিৎসা করিবার সময় উহাদের সহিত অন্যান্য রোগ থাকিলে তাহারও চিকিৎসা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু কোনও একটি মুখ্যরোগ আশ্রয় করিয়াই প্রায়শঃ ঐ ষড়্‌বিধ স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সর্দ্দি, কাস বা শ্বাসকাস প্রভৃতি রোগে স্বভাবতঃই স্বরভঙ্গ হয়, ইহার কারণ এই যে, স্বরবহা-ধমনীর সহিত শ্বাসযন্ত্র

প্রভৃতির সম্বন্ধ রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সর্দ্দি, কাস বা শ্বাসনিবর্ত্তক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ সর্দ্দি ও কাসনাশক ঔষধগুলি স্বরভঙ্গ-নিবর্ত্তক। সুতরাং সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি নষ্ট হইলে স্বরবহা-ধমনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগ ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের মূলীভূত কারণ; ক্ষয়রোগ নিবৃত্ত না হইলে কেবল স্বরভঙ্গ-নিবর্ত্তক ঔষধ দ্বারা উহার বিশেষ কোনও উপকার হয় না। সন্নিপাতজ্বর, ত্রিদোষজ অতিসার, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে দোষত্রয় কুপিত হইলে যদিও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হয়, তথাপি মূলরোগ নষ্ট না হইলে কেবল গৌণরোগনাশক ঔষধ দ্বারা বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যায় না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদি মুখ্যরোগ নষ্ট হইলেই তাহার উপদ্রবীভূত স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়, তাহা হইলে উপদ্রবের জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইবার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, মূলরোগ নষ্ট হইলেই সর্ব্বত্র উপদ্রব নষ্ট হয় না; অনেকস্থলে মূলরোগ কারণ এবং উপদ্রবসমূহ মূলরোগস্থিত বাতাদিদোষের কার্য্য বলিয়া মূলরোগনাশক ঔষধের সেবনে মূলরোগ নষ্ট হইলে উপদ্রবসমূহ সহজেই মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু অনেকস্থলে আবার তাহার অন্যথা ঘটে। যেমন বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে কেবলমাত্র মূলরোগনাশক ঔষধ সেবন করিলে উপদ্রব প্রশমিত হয় না, উপদ্রব-প্রশমনের জন্য স্বতন্ত্র ঔষধের আবশ্যকতা হয়।

স্বরভঙ্গের চিকিৎসাকালে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি স্বরভঙ্গ গলার স্বর দ্বারা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। বায়ুপ্রবল স্বরভঙ্গে রোগীর গলার স্বর ভগ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ বা চীৎকার দ্বারা গলার স্বরের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তদ্দ্বারা বাতিক স্বরভঙ্গ নিরূপিত হইতে পারে। পৈত্তিক স্বরভঙ্গে কোন শব্দাদির উচ্চারণকালে গলায় জ্বালাবোধ হয়, ইহাই বিশেষ লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে কণ্ঠস্বর কফরুদ্ধ অর্থাৎ চাপা বোধ হয়, বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না; সাধারণতঃ সর্দ্দি প্রবল হইলে গলার স্বর যেরূপ হয়, শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষয়জ স্বরভঙ্গে গলার স্বর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ শব্দ উচ্চারিত হইত, ক্ষয়জনিত রোগ প্রবল হইলে তৎসঙ্গে গলার স্বর হ্রাস পায় এবং বাক্য-উচ্চারণকালে গলায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। মেদজ স্বরভঙ্গে গলার স্বর অনেকাংশে

শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের ন্যায় অর্থাৎ অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইয়া থাকে; স্বরের এই বিভিন্নতা দ্বারা অনেকাংশে বাতাদিদোষ নিরূপিত হইতে পারে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীকে সাধারণতঃ শ্বাসরোগোক্ত শ্বাসকুঠাররস, শ্বাসভৈরব প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐসমস্ত ঔষধ সর্দ্দি, কাস এবং তজ্জনিত স্বরভঙ্গেও অত্যন্ত উপকারী। যেসমস্ত ঔষধ শ্লেষ্মনাশক ও সর্দ্দির পক্ষে বিশেষ উপকারী, সেইসমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের বিশেষ উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন চব্যাদিচূর্ণ, ভৈরবরস প্রভৃতি ঔষধেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রোগ পুরাতন হইলে ভার্গীগুড় প্রভৃতি ঔষধের সেবনে মহোপকার হয়। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে রোগীকে বিবিধ শ্লেষ্মনাশক পানীয় ও খাদ্য এবং যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ পথ্য প্রদান করিবে।

বাতিক স্বরভঙ্গে রোগীকে প্রথমতঃ গুড় ও গব্যঘৃত-সহযোগে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই রোগে সৈন্ধবাদিযোগ, নিদিগ্ধিকা-বলেহ, শ্রীডামরানন্দাভ্র, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতিক স্বরভেদে রোগী অতি কৃশ হইলে এবং কাস, শ্বাস ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে মূলরোগ-নিবারক ঔষধও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্ত্তব্য; কারণ শ্বাস, কাস ও ক্ষয় প্রভৃতি মূলরোগ বিনষ্ট না হইলে স্বরভঙ্গ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না।

অন্যান্য রোগের উপদ্রবস্বরূপ কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইলে যাহাতে মূলরোগ ও উপদ্রব উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষয়কাসাদি-জনিত স্বরভঙ্গে সমধিক উপকার পাওয়া যায়; স্বরভঙ্গের জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন হয় না। বাতিক কাসরোগে শ্রীডামরানন্দাভ্র, ভৈরবরস, তরুণানন্দরস এবং যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ ও শ্বাসকাসে ভার্গীগুড়, কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ বা শৃঙ্গীগুড়ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু যেসকল রোগের মুখ্য ঔষধ দ্বারা স্বরবাহিনী ধমনীর কোন উপকার সাধিত হয় না, সেই সকল রোগে মুখ্যরোগের ঔষধ এবং বাতাদি-দোষভেদে স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ উভয়ই সেবন করান কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে মূলরোগ নষ্ট হইলেও বাতিক বা পৈত্তিক স্বরভঙ্গ কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ঐরূপ স্থলে স্বরভঙ্গরোগোক্ত চিকিৎসানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পৈত্তিক স্বরভঙ্গে রোগীকে প্রথমাবস্থায় দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে এবং অজ-মোদাদিযোগ, শৃঙ্গীগুড়ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ও পুরাতন অবস্থায় ব্যাঘ্রীঘৃত, ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত বা অবস্থাভেদে ব্রাহ্মীঘৃত সেবন করান যাইতে পারে; কিন্তু পৈত্তিক স্বরভঙ্গ কোনও রোগের উপদ্রবস্বরূপ প্রকাশ পাইলে মূলরোগ-নিবারক অথচ উপদ্রব-শান্তিকারক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় স্বরভঙ্গ হইলে খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ প্রযোজ্য। রক্তার্শ ও রক্তপ্রদরাদি রোগে স্বরভঙ্গ হইলেও ঐসমস্ত ঔষধ দ্বারা উপকার হয়; কিন্তু বমন, হিক্কা, অতিসার, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে স্বর-ভঙ্গ হইলে মূলরোগনাশক ঔষধ দ্বারা অনেকস্থলে ঐ রোগ বিনষ্ট হয়, কিন্তু মূলরোগ নষ্ট হইবার পরও ঐ স্বরভঙ্গ বিদ্যমান থাকিলে স্বরভঙ্গ-চিকিৎসার নিয়মানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক মৃদুরেচক বা ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষ-নাশক স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ-রোগে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে শ্বাসভৈরব, ভার্গীগুড়, মৃগনাভ্যাবলেহ প্রভৃতি এবং বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে নিদিগ্ধিকাবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি এবং পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত ও অন্যান্য যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে বাতাদিদোষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া ঐ অবস্থায় সেবনোপযোগী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভঙ্গ স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য। এই রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু ক্ষয়কাস, যক্ষ্মা বা জরাদিসংযুক্ত প্রমেহ প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় মূলরোগের ঔষধ সেবন করান বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ কেবল স্বরভঙ্গের ঔষধ-সেবন দ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না, মুখ্যরোগের উপদ্রবের ন্যায় উহার চিকিৎসা করা উচিত। অনেকস্থলে রোগের অল্পতাসত্ত্বে মূলরোগ নিবৃত্ত হইলে উহা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাসাদি রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ডাবলেহ ও ক্ষয়কাসে বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, তরুণানন্দরস প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে, ঐসকল ঔষধ দ্বারাই ঐসমস্ত রোগে উপদ্রবস্বরূপ স্বরভঙ্গ নিবৃত্ত হয়; যেহেতু

ঐসমস্ত ঔষধ স্বরবাহিনী-ধমনী-সংশোধক। স্বরভঙ্গের প্রবলতা লক্ষিত হইলেই বাতাদি-দোষভেদে স্বরভঙ্গের জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইবে। ধাতুক্ষয়-জনিত অন্যান্য স্বরভঙ্গেও যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস বা শ্বাসকাস-জনিত স্বরভঙ্গের ঔষধ অর্থাৎ শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈরব, ভার্গীগুড়, তরুণানন্দরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে কার্য্যকরী; যেহেতু-স্বরবহা ধমনীকে কর্ম্মক্ষম করিতে শ্বাস ও কাসরোগের ঔষধই প্রশস্ত।

মেদজ স্বরভঙ্গরোগে কফজ স্বরভঙ্গের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈরব প্রভৃতি ঔষধও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মেদজ স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে মেদ-রোগনাশক ঔষধও প্রদান করা আবশ্যক, যেহেতু মেদ প্রবৃদ্ধ হইলে ঐ স্বরভঙ্গ অতি কষ্টকর হয়।

উচ্চৈঃস্বরে বাক্যপ্রয়োগ, চীৎকার, ক্রন্দন ইত্যাদি কারণে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে রোগীকে কাকোল্যাদিগণ দ্বারা প্রস্তুত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। উহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়। পুরাতন স্বরভঙ্গ-রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে রোগীকে ব্যাঘ্রীঘৃত বা ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত এবং বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে ব্রাহ্মীঘৃত সেবন করিতে দিবে। ব্রাহ্মীঘৃত পৈত্তিক ও পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত কাসের পুরাতন অবস্থায় সেবন করাইলে অনেকস্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

স্বরভঙ্গরোগে ঔষধ

পিপ্পল্যাদিযোগ—কফজ স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ বোধ এবং অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে গোমূত্র-সহ সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদিযোগ। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

অজমোদাদিযোগ—পৈত্তিক স্বরভঙ্গে রোগীর মলমূত্রের পীতাভা ও গলদেশে জ্বালা থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

অজমোদাদিযোগ। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলা, যবক্ষার ও রক্তচিতা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—/০ আনা বা ৵০ আনা।

সৈন্ধবাদিযোগ—বাতিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীর কর্কশস্বর এবং শরীরের কৃশতা ও কৃষ্ণবর্ণাভা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদিযোগ। সৈন্ধবলবণ ও কুলপাতা সমভাগে পেষণ করিয়া ঘৃতে ভর্জ্জিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

চব্যাদিচূর্ণ—শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ-প্রায়, অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ সর্দ্দি, অরুচি এবং অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে।

চব্যাদিচূর্ণ। চই, অম্লবেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মহাদা, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং পুরাতন ইক্ষুগুড় সকলের অর্দ্ধভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

শ্বাসকুঠার—শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গ বা মেদজ-স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে আদার রস এবং সৈন্ধবলবণসহ সেবন করিতে দিবে। শৈত্যক্রিয়াবশতঃ স্বরভঙ্গ হইলে ইহা প্রশস্ত।

শ্বাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসভৈরবরস—শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে বা মেদজ-স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। শৈত্যদ্রব্য-ভোজন দ্বারা সর্দ্দি ও কাস প্রবৃদ্ধ হওয়ায় স্বরভঙ্গ হইলে ইহা প্রশস্ত। প্রতমকশ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

শ্বাসভৈরবরস। রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, চই ও রক্তচিতা; এইসকল দ্রব্য একভাগ এবং মরিচ দুইভাগ লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রত্তি।

ভৈরবরস—শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগে বা মেদজ স্বরভঙ্গে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন কাস বা শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ হইলে এই ঔষধের সেবনে কাস, শ্বাস ও তাহার উপদ্রব স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয়। শ্লৈষ্মিক কাস এবং শ্লেষ্মবহুল প্রতমকশ্বাসেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ বা উষ্ণজল।

ভৈরবরস। প্রস্তুতবিধি ২৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীডামরানন্দাভ্র—বাতিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় বা ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভঙ্গে কর্কশ, ভাঙ্গাস্বর এবং শরীরের কৃষ্ণাভা ও কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতিক কাস ও তমকশ্বাস-নাশক। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

শ্রীডামরানন্দাভ্র। কৃষ্ণ অভ্রভস্ম ৮ তোলা আমলকীর রসে একবার পেষণ করিয়া পুটে পাক করিবে এবং কণ্টিকারী, বাসক, শালপাণী, বিল্বমূল, শোণাছাল, পারুলছাল, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চই, আপাঙ্ ও আলকুশী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রস দ্বারা ঐ অভ্রকে ভাবনা দিবে। মাত্রা—অর্দ্ধরতি হইতে ২ রতি।

ত্র্যম্বকাভ্র—বাতিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় কর্কশ, ভাঙ্গাস্বর, শরীরের কৃশতা ও কৃষ্ণাভা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক কাস বা প্রতমকশ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়; ইহা কাস ও শ্বাসরোগনাশক। অনুপান—আদা ও সৈন্ধবলবণ।

ত্র্যম্বকাভ্র। প্রস্তুতবিধি ২৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তরুণানন্দরস—বাতিক স্বরভঙ্গে রোগীর বিকৃতস্বর প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক কাসের পুরাতনাবস্থায় বা অন্যান্য রোগে বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রতমকশ্বাসে স্বরভঙ্গ হইলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—বাবুইতুলসীর পাতার রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

তরুণানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ২১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র—শ্লৈষ্মিক কাস বা ধাতুক্ষয়জ স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে এবং বক্ষঃস্থলে প্রায়শঃ শ্লেষ্মবদ্ধ হওয়ায় স্বর বিকৃত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভঙ্গের সহিত কাস, উদরাময় বা [illegible] থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ধাতুবর্দ্ধক। অনুপান—বাসকের রস ও মধু।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র। রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, নাগেশ্বর, কর্পূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র ও ধুস্তুরাবীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্ণাভ্রভস্ম ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, মুথা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, ধাইপুষ্প, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গজপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ চারি তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া পিপ্পলের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

মৃগনাভ্যাদ্যবলেহ—শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগের প্রবলাবস্থায় বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মরুদ্ধ হইলে এবং সেই শ্লেষ্মা তরলভাবে কাসের সহিত নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শৈত্যক্রিয়া দ্বারা স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে ইহা ব্যবস্থা করা যায়; কিন্তু শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত নহে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

মৃগনাভ্যাদ্যবলেহ। কস্তুরী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি।

নিদিগ্ধিকাবলেহ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক, মেদজ বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীর ভাঙ্গাস্বর প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাস, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি পুরাতন হইলে রোগীকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্বাস, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে স্বরভঙ্গনিবর্ত্তক। অনুপান—উষ্ণজল।

নিদিগ্ধিকাবলেহ। কণ্টিকারী ১২॥ সের, পিপুলমূল ৬০ সের, রক্তচিতা ৩৶ পোয়া এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে।/ পাঁচছটাক; এইসমুদয় একত্র ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া /৮ সের পুরাতন গুড় উহাতে মিশ্রিত করিবে এবং অগ্নিতে পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে; অনন্তর গাঢ় হইলে ঐ পাত্র অবতারণ করত: তৎক্ষণাৎ উহাতে পিপুল, দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩৪ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ।৵০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ ব্যাঘ্রাবলেহ—বাতিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীর ভাঙ্গস্বর এবং শরীরের কৃশতা থাকিলে অথবা যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস ও রক্তপিত্তরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এইসকল রোগে স্বরভঙ্গ থাকিলে ইহার সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গীগুড়—বাতিক স্বরভঙ্গরোগে বা পুরাতন শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে অথবা সান্নিপাতিক স্বরভেদে রোগীর স্বরবিকৃতি ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা অবরুদ্ধ থাকিলে, অথবা প্রতমকশ্বাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—উষ্ণজল।

ভার্গীগুড়। বামনহাটীর মূলের ছাল ১২॥ সের, বিল্বছাল, শোণাছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১। সের এবং বস্ত্রখণ্ডে পোটলীবদ্ধ গোটা হরীতকী ১০০টা; এইসমস্ত একত্র ১১৬ সের জলে পাক করিবে, ২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ ছাঁকিয়া ঐ কাথের সহিত উক্ত গোটা হরীতকী এবং পুরাতন গুড় ১২॥ সাড়ে বারসের একত্র পাক করিবে। গাঢ় হইলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ৪৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—হরীতকী ১টা এবং অবলেহ ১ তোলা।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত—পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাত-পিত্তাশ্রিত কাস, যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী। বিশেষতঃ ঐসকল রোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে ইহার সেবনে সমধিক উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। কণ্টিকারী, বৃহতী, বাসকছাল ও গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা, গোক্ষুর ও পিপুলমূল, প্রত্যেকে ৮ তোলা, পারুলছাল ২৪ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিবে, /৬। সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহাতে পুরাতনগুড় ৮০ তোলা, গব্যঘৃত ৪০ তোলা, দুগ্ধ ৮০ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে। গাঢ় হইলে উহার সহিত কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা জাতিফল ৩ তোলা, তেজপাতা ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও জয়িত্রী ১ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুই তোলা।

ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত—পৈত্তিক স্বরভঙ্গের পুরাতন অবস্থায় বা পৈত্তিক কাসে রোগীকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগীর উদরাময়, উদরাধ্মান ও বক্ষঃজ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ স্বরভঙ্গের সঙ্গে থাকিলে ইহা সেবন করাইবে না। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—ভৃঙ্গরাজ, পদ্মগুড়ুচী, বাসক, বিল্বছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর ও কালকাসুন্দা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলচূর্ণ /১ সের। মাত্রা—।।০ অর্দ্ধতোলা।

ব্রাহ্মীঘৃত—শ্লৈষ্মিক বা পৈত্তিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় বাক্যের জড়তা থাকিলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়, অজীর্ণতা বা উদরাধ্মান থাকিলে এই ঘৃত সেবন করা নিষিদ্ধ। ইহা স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—ঐ

ব্রাহ্মীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। মূল ও পত্রসহ ব্রাহ্মীশাকের স্বরস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ইক্ষুচিনি ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকে দুইতোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।।০ অর্দ্ধতোলা।

ব্যাঘ্রীঘৃত—বাতিক স্বরভঙ্গে বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গে বায়ু প্রবল থাকিলে রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। উদরাময়, অজীর্ণতা বা উদরাধ্মান বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত সেবন করাইবে না। পুরাতন বাতিক কাসরোগেও এই ঘৃত সেবন করাইলে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ব্যাঘ্রীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—কণ্টিকারী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।।০ অর্দ্ধতোলা।

স্বরভঙ্গরোগে পথ্য

স্বরভঙ্গ কোন ব্যাধির সহিত বিদ্যমান থাকিলে তদনুসারে পথ্য প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, হংস বা কুক্কুট-মাংসের যূষ, কচি মূলা, মুগ, বুট প্রভৃতি ঘৃতপক্ক ডাল স্বরভঙ্গরোগীর হিতকর। কিস্‌মিস্, পান, ঘৃত, গোলমরিচ, উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য রোগী সেবন করিতে পারে। দধি, তৈলপক্ক দ্রব্য, শীতল জল, অম্লদ্রব্য, আহারান্তে জলপান, অধিক বাক্যকথন; এইসকল স্বরভঙ্গরোগে অহিতকর।

হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা

হিক্কা পাঁচ প্রকার—অন্নজাহিক্কা, যমলাহিক্কা, ক্ষুদ্রাহিক্কা, গম্ভীরাহিক্কা ও মহাহিক্কা এবং শ্বাসও পাঁচ প্রকার। যথা—মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমকশ্বাস এবং ক্ষুদ্রশ্বাস।

অন্নজাহিক্কার লক্ষণ—অপরিমিত পান ও ভোজন দ্বারা বায়ু কফের সহিত সহসা প্রকুপিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইলে যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্নজাহিক্কা কহে।

যমলাহিক্কার লক্ষণ—বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে একসময়ে দুইবার উৎপন্ন হয়, তাহাকে যমলাহিক্কা কহে।

ক্ষুদ্রাহিক্কার লক্ষণ—বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে যে হিক্কা জত্রুমূল হইতে বিলম্বে অল্পবেগে উত্থিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রাহিক্কা কহে।

গম্ভীরাহিক্কার লক্ষণ—বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে যে হিক্কা নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে তৃষ্ণা, জ্বর বা অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহাকে গম্ভীরাহিক্কা কহে।

মহাহিক্কার লক্ষণ—বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া যে হিক্কা উৎপন্ন করে ও যাহাতে সর্ব্বশরীর কম্পিত এবং মস্তক, হৃদয় প্রভৃতি মর্ম্মস্থান বিদীর্ণপ্রায় বোধ হয়, তাহাকে মহাহিক্কা কহে। এই হিক্কা পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়।

ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ—রুক্ষদ্রব্য-সেবন, পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমনপূর্ব্বক যে শ্বাস উৎপন্ন করে, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। এই শ্বাসে রোগীর পানভোজনাদির ব্যাঘাত বা অঙ্গে বেদনা হয় না এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় ইহা কষ্টকর নহে। এই শ্বাসে বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হয়।

তমকশ্বাসের লক্ষণ—বায়ু প্রতিলোমভাবে স্রোতসকলকে আশ্রয় করিয়া গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উৎপাদন করতঃ শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া সর্দ্দি উৎপাদন করে। এই অবস্থায় কফ দ্বারা বায়ু আবৃত হইলে ঘুর্‌ঘুর্ শব্দসহ তীব্রবেগে হৃদয়ের কষ্টজনক শ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন রোগী শ্বাসের প্রবলবেগবশতঃ অন্ধকার দর্শন করে এবং পিপাসাযুক্ত হয় ও কাসের বেগবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; অপিচ হৃদয়স্থিত শ্লেষ্মা স্থানান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত যথোচিত কষ্ট অনুভব করে। আবার ঐ শ্লেষ্মা স্থানান্তরিত হইলে কিছুকাল সুস্থ হয়। তখন কণ্ঠদেশ চুলকানবৎ বোধ হয় এবং কষ্টসহকারে শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। শ্বাসের কষ্টে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না এবং বায়ু দ্বারা পার্শ্বে বেদনা উৎপন্ন হয়, রোগী উপবিষ্ট হইলে কথঞ্চিৎ সুখবোধ করে এবং উষ্ণদ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করে। রোগীর চক্ষুর্দ্বয় ফুলা বোধ হয়, কপালে ঘর্ম্ম হয়, মুখ শুকাইয়া যায়, পুনঃপুনঃ শ্বাস হয় এবং তাহার বেগে সর্ব্বশরীর চালিত হয়। এই তমকশ্বাস মেঘাগম, শীতলজল বা শীতলদ্রব্য এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে আগত বায়ু দ্বারা ও শ্লেষ্মবর্দ্ধকদ্রব্য-সেবনে বর্দ্ধিত হয়। এইপ্রকার লক্ষণান্বিত তমকশ্বাস যাপ্য, কিন্তু নূতন হইলে কখনও কখনও সাধ্য হয়। তমকশ্বাস কফপ্রধান।

প্রতমকশ্বাসের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত তমকশ্বাসের সহিত জ্বর ও মূর্চ্ছা থাকিলে তাহাকে প্রতমকশ্বাস কহে। এই প্রতমকশ্বাস উদাবর্ত্ত, আমাজীর্ণ, বার্দ্ধক্য, ধূলিসেবন এবং মলমূত্রাদির বেগধারণবশতঃ উৎপন্ন হয় ও অন্ধকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শীতল দ্রব্য দ্বারা আশু প্রশমিত হয়। এই রোগে রোগীর অন্ধকারে প্রবেশবৎ বোধ হইয়া থাকে।

ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ—ছিন্নশ্বাস অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। এই রোগে সর্ব্বশরীর যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্বাসত্যাগ হয় এবং সমস্ত শরীরের বলসহকারে রোগী যেন শ্বাস পরিত্যাগ করে, এইরূপ বোধ হয়; পরন্তু রোগীর হৃদয়চ্ছেদবৎ

বেদনা, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, বস্তিস্থানে জ্বালা, অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দুর্ব্বলতা, একচক্ষুর রক্তিমা, চিত্তের চঞ্চলতা, মুখের শুষ্কতা, শরীরের বিবর্ণতা ও প্রলাপ—এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সন্ধির বন্ধন বিমুক্তপ্রায় হয় এবং পিত্তের অনুবন্ধ থাকে।

ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ—ঊর্দ্ধশ্বাসে রোগীর শ্বাস সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগামী হয়। ঐ শ্বাসের বেগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধোগামী হয় না, মুখের স্রোতসকল শ্লেষ্মা-দ্বারা আচ্ছাদিত ও কুপিত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে রোগী ইতস্ততঃ দর্শন করে, চক্ষুর্দ্বয় চালিত হইতে থাকে ও মোহ, বেদনা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হয়। রোগীর ঊর্দ্ধশ্বাস প্রবল হইলে অধঃশ্বাস নিরুদ্ধ হয় এবং ঐ অবস্থায় মোহ উপস্থিত হইলে মৃত্যু ঘটে। এই শ্বাস বাতাশ্রিত।

মহাশ্বাসের লক্ষণ—বায়ু ঊর্দ্ধগত হইলে রোগী মত্ত বৃষের ন্যায় সর্ব্বদা গোঁ-গোঁ-শব্দযুক্ত শ্বাস ত্যাগ করে এবং তাহার শাস্ত্রজ্ঞান নষ্ট হয় ও বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়, চক্ষু ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতে থাকে, চক্ষু ও মুখমণ্ডল স্তব্ধ অর্থাৎ ক্রিয়া-রহিত হয়, দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ হয় এবং বাক্যোচ্চারণের ক্ষমতা লোপ পায় ও দূর হইতে শ্বাস কর্ণগোচর হয়। এই রোগে রোগী অতি দুর্ব্বল হয় এবং শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে।

হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা-বিধি

হিক্কারোগ শব্দার্থ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। হিক্ এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইয়া মুখ হইতে নির্গত হয়, এইজন্যই ইহাকে হিক্কা কহে। হিক্কারোগে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে, শ্লেষ্মা তাহার অনুগত থাকে এবং তৎসহযোগে প্রাণবায়ু ও উদানবায়ু হিক্‌শব্দ করিয়া উত্থিত হয়। এই শব্দের উচ্চারণকালে প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রসমূহ যেন মুখে আগতপ্রায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা ও গম্ভীরা এই চারি প্রকার হিক্কা উদরের স্থানবিশেষ হইতে উত্থিত হয়। ক্ষুদ্রাহিক্কা জত্রু (বক্ষঃ এবং কণ্ঠদেশের সন্ধি-স্থান) আশ্রয় করিয়া উত্থিত হয়, গম্ভীরা হিক্কা নাভিদেশ হইতে উত্থিত হয়, অন্নজা, যবলা ও গম্ভীরাহিক্কার স্থানসম্বন্ধে মতভেদ আছে। হিক্কারোগে এইরূপ সংপ্রাপ্তিভেদে ক্রিয়ার ভেদ হয়; কিন্তু শ্বাসরোগে সেইরূপ হয় না, ইহাই

হিক্কা ও শ্বাসরোগের প্রভেদ। শ্বাস ও হিক্কা এই উভয় রোগের সংপ্রাপ্তি ভিন্ন। শ্বাসরোগে ফুসফুসের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্বাসরোগে শ্বাস-গ্রহণকালে বায়ু ফুস্‌ফুসে আগমন করে, পরে সমস্ত উদরে প্রবেশ করতঃ অন্যান্য বায়ুর ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। সমস্ত শ্বাসরোগেই বায়ু প্রবল হয় এবং শরীরের যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। নানাপ্রকার রোগবশতঃ ফুস্‌ফুসে বায়ুর গতির এইরূপ বিভিন্নতা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই একই শ্বাসবায়ু মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রের বা জ্বরাদি রোগের অবস্থানুসারে তমক বা ছিন্নশ্বাস উৎপাদন করে এবং রোগ অসাধ্য হইলে ঐ শ্বাসই আবার ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। এইপ্রকার একই শ্বাসরোগ অবস্থাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ পরিশ্রম, বেগে গমন ও রুক্ষদ্রব্যাদির ভোজন দ্বারা যে শ্বাসবায়ু প্রকুপিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। বিবিধ কারণেই শ্বাসবায়ুর প্রবাহবশতঃ ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পায়। জ্বরাদি রোগে যন্ত্রণাবশতঃ বা শিশু-দিগের ফুস্‌ফুসে অল্প শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ফুস্‌ফুসে সর্দ্দি সঞ্চিত এবং শারীরিক যন্ত্রাদির বৈলক্ষণ্য হইলে বা বাতাদির রুক্ষতাবশতঃ ঐ সর্দ্দি ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নির্গত না হইলে তখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; রোগী শয়ন করিতে কষ্টবোধ করে, হৃদয়ে বেদনা ও মোহ উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ হওয়ায় বক্ষঃস্থলে ঘর্‌ঘর্‌-শব্দ ও কাসের বেগ এবং স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে। এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে ঐ শ্বাস তমকশ্বাসে পরিণত হইল, বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইলে ঐরূপ শ্বাসের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। তমকশ্বাসে জ্বর প্রকাশ পাইলেই ঐ শ্বাসই আবার প্রতমকশ্বাসে পরিণত হয়। কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতমকশ্বাস আবার বিবিধ কারণে প্রবল হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে ছিন্নশ্বাসরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ছিন্নশ্বাস হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধশ্বাস ও মৃত্যুকালে মহাশ্বাস হইতে পারে। ঊর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে ফুস্‌ফুসে রক্তের ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়; কিন্তু অন্যান্য শ্বাসে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া তাদৃশ রুদ্ধ হয় না। ঊর্দ্ধশ্বাস ও মহা-শ্বাসের চিকিৎসাকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রশ্বাসে রোগীর শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য যন্ত্রগুলিরও ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে। তজ্জন্য পার্শ্বে বেদনা এবং জ্বরাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ক্ষুদ্রশ্বাস

অপেক্ষা তমকশ্বাস কষ্টকর, আবার তমকশ্বাস অপেক্ষা ছিন্নশ্বাস আরও কষ্টকর। তবে ছিন্নশ্বাসে রোগীর জ্ঞান অনেকস্থলে লোপ পায় বলিয়া যন্ত্রণা-বোধের ক্ষমতা থাকে না। ছিন্নশ্বাস অন্তিমকালে উর্দ্ধশ্বাস বা মহাশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্রশ্বাস সর্ব্বদা তমক, ছিন্ন বা উর্দ্ধশ্বাসে পরিণত হয় না। দৈহিক-যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ বা রোগের প্রবল অবস্থায় কখন কখন উর্দ্ধশ্বাস বা মহাশ্বাসাদিতে পরিণত হয়। সামান্য সর্দ্দিকাস হইতেও রুক্ষাদি-ক্রিয়াবশতঃ তমকশ্বাস জন্মে। এই পাঁচ প্রকার শ্বাসের মধ্যে মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস বা ছিন্নশ্বাস রোগীর বিপজ্জনক। শ্বাসের চিকিৎসাকালে বাহ্য লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া শ্বাসের ভেদ নিরূপণ করিবে। কারণ অনেকস্থলে মহাশ্বাসই ভ্রমবশতঃ ছিন্ন ও উর্দ্ধশ্বাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং রোগের উৎকট অবস্থায় শ্বাস প্রকাশ পাইলে তখনই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; নচেৎ রোগী সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

অনেকস্থলে ২।৪ বার হিক্কা হইতে ক্রমশঃ শ্বাস প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থায় হিক্কানিবর্ত্তক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। হিক্কারোগের চিকিৎসা-কালে বাতাদি দোষের প্রকোপবশতঃ কোন্‌জাতীয় হিক্কা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। অনেকস্থানে বমন বা রুক্ষক্রিয়া দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে হিক্কা প্রবল হয়। যাহা হউক, যে-কোন হিক্কা প্রকাশ পাইলে কফ ও বায়ুনাশক উষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। হিক্কারোগে বমন প্রবল থাকিলে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে। অবস্থাভেদে ধূমপানাদি দ্বারাও অনেকস্থলে হিক্কার উপকার হয়। অন্নজা ও যমলাহিক্কা অনেকস্থানে ঔষধ-প্রয়োগ ব্যতীতও নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য রোগে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির ঐসমস্ত হিক্কাই কষ্টকর হইয়া পড়ে। যাহা হউক, অন্নজাহিক্কায় যতদূর সম্ভব শ্বাসপ্রশ্বাসরোধ, বিস্ময়-উৎপাদন, শীতল জল গাত্রে সেচন, মনে অন্য চিন্তার উদ্রেক, নিয়মিত আহার, কোষ্ঠশুদ্ধিকর ঔষধ এবং হৃদ্য পানীয় ও আহার্য্য হিতকর। সাধারণতঃ টাবালেবুর রস মধু ও সৈন্ধবলবণসহ সেবন করাইলেও অনেক উপকার হয়, অথবা পিপুল ও খেজুরের মাথী একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যমলাহিক্কারোগেও ঐসমস্ত প্রদান করিবে। অবস্থা-বিশেষে উহা দ্বারা উপকার না হইলে ছাগদুগ্ধ-সাধিত শুণ্ঠীক্ষীর রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। ক্ষুদ্রাহিক্কা অনেকস্থানে শ্বাসের সহিত প্রকাশ

পাইতে দেখা যায় অর্থাৎ শ্বাস ও হিক্কা একসঙ্গে প্রকাশ পায়; আবার অনেক স্থানে পুনঃপুনঃ বমনের সহিতও প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে ঐ হিক্কা বাতাশ্রিত বা শ্লেষ্মমিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। শ্বাসের সহিত ক্ষুদ্রাহিক্কা প্রকাশ পাইলে ভার্গ্যাদিযোগ, শুঠ্যাদিচূর্ণ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং বমনের সহিত অথবা বমনবেগ হ্রাস পাইলে যে হিক্কা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য চন্দ্রকান্তিরস, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অনেকস্থানে সহজ অবস্থায় হিক্কা প্রকাশ পায়, তাহাতে হিঙ্গ্বাদ্য-ধূম অথবা মাষকলাইয়ের ধূম প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য রোগের সহিত ঐসমস্ত হিক্কা প্রকাশ পাইলে রোগীর ধূমপান অসহ্য হয়, বিশেষতঃ যাহাদের ধূমপান অসহ্য, তাহাদিগকে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেকস্থানে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ হিক্কার ন্যায় উদ্গার প্রকাশ পায়, ঐ উদ্গার উপর্য্যুপরি তিন, চারি বা পাঁচদিন পর্য্যন্ত বা ততোধিক কাল বিদ্যমান থাকে। ঐ উদ্গার আবার সময়-সময় যমলাহিক্কার ন্যায় একসময়ে দুইবার উত্থিত হয় এবং উহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে ও কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে ঐ উদ্গার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রোগীর আহার করিতে ইচ্ছা থাকে না। এইরূপ উদ্গার ঊর্দ্ধবাত দ্বারা প্রকাশ পায়, উহা বাতব্যাধি-চিকিৎসার অন্তর্গত; সুতরাং এই স্থানে আলোচ্য নহে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পুনঃপুনঃ বমন দ্বারা হিক্কা প্রবল হইলে বমন-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বমননিবারক চন্দ্রকান্তিরস, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ প্রভৃতি যেসমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা বমন ও হিক্কা উভয় নিবর্ত্তক। কারণ বমন-নিবৃত্তিকারক ঔষধসকল বায়ু ও পিত্তনাশক। অতএব বমনের যে-কোন অবস্থায় বায়ুপিত্তের আধিক্য থাকিলে ঐসমস্ত ঔষধই বিশেষ উপকারী। জ্বর, অতিসার বা অন্য কোন রোগে হিক্কা প্রকাশ পাইলে বাতাদি-দোষভেদে ঔষধ নিরূপণ করিবে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মাশ্রিত কোন রোগে হিক্কা প্রকাশ পাইলে ঐ রোগে শ্বাসও প্রায়শঃ প্রবল হয়, এইরূপ অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা উভয়-নিবর্ত্তক শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ, ভার্গ্যাদিচূর্ণ, শুঠ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং কোনও রোগে বায়ু বা পিত্তের অথবা বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ হিক্কা দৃষ্ট হইলে পিপ্পল্যাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত ঔষধ মহাহিক্কা, গম্ভীরাহিক্কা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়।

ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ শ্বাস উৎপন্ন হয়। মহাশ্বাস; ঊর্দ্ধশ্বাস ও ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি সমস্ত শ্বাসরোগেই ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার লক্ষণ-অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপিত করা যাইতেছে। সর্দ্দি, কাস, নবজ্বর বা সান্নিপাতিক জ্বররোগে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও শ্বাসের প্রবলতা লক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ শ্লেষ্মা যাহাতে পরিপাক পায়, এইরূপ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মার পরিপাক হইলে শ্বাস, জ্বর এবং কাসাদিও হ্রাস পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈরবরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে উপকার হয়; কিন্তু উপবাসাদি রুক্ষক্রিয়াবশতঃ সর্দ্দি বক্ষঃস্থলে শুষ্ক হইলে রোগীর শ্বাসকালে একপ্রকার সন্‌সন্ শব্দ হয়। ঐরূপ শব্দ হইলে রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা যাহাতে তরল হয়, তদ্রূপ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সন্নিপাত বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের পরিণত অবস্থায় প্রায়শঃ শ্বাস লক্ষিত হয়, ঐ শ্বাস নিবারণ করিবার জন্য শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ, ভার্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি সেবন করান কর্ত্তব্য। ঐ শ্বাস অনেকস্থানে ঊর্দ্ধ বা ছিন্নশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। তখন কেবলমাত্র ঐসকল ঔষধ দ্বারা রোগের নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি প্রয়োগ করা আবশ্যক। শ্লেষ্মার প্রকোপানুসারে শ্বাস প্রবল হইলে অনেকস্থলে জ্ঞানের হ্রাস হয়; তখন বৃহৎ কফকেতু, শ্লেষ্ম-সুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শ্বাসের গতি কথঞ্চিৎ সাম্যপ্রাপ্ত হইলে এবং সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানের সঞ্চার না হইলে রোগীকে শ্লেষ্ম-নিঃসারক ঔষধ সেবন করাইবে। ফুস্‌ফুস্‌স্থিত শ্লেষ্মা হ্রাস না পাইলে জ্ঞানের সঞ্চার হয় না; অথচ ঐরূপ শ্বাসে মুহুর্ম্মুহুঃ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সন্নিপাত-জ্বরের ন্যায় অপস্মার, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, কাস, তমকশ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ পীড়ার নূতন বা পুরাতন অবস্থায় বিকারভাব উপস্থিত হইলে ফুস্‌ফুসে ঐরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং রোগীর জ্ঞান হ্রাস পায়। অতি-সার, বিসূচিকা, অলসক, উদর্দ্দ প্রভৃতি রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় অপানবায়ুর ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ঐসকল শ্বাসে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইয়া ক্রমান্বয়ে শ্বাস বলবান্ হইতে থাকে। ঐরূপ অবস্থায় শ্বাসের মুখ্য ঔষধ দ্বারা শ্বাসনিবৃত্তি হয় না, যেহেতু

উদরে বায়ু স্তম্ভিত হওয়ায় বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগামী ক্রিয়া একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। এমতাবস্থায় বায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রধান করা একান্ত কর্ত্তব্য, অর্থাৎ উদরে প্রলেপ, গুহ্যদেশে বর্ত্তিপ্রয়োগ বা নিরুহবস্তি প্রদান করিবে। শ্বাসের ঔষধও তৎকালে প্রদান করিলে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়।

তমকশ্বাসরোগ সমধিক কষ্টপ্রদ। এই শ্বাসে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সুতরাং যাহাতে আশু শ্বাসনিবৃত্তি হয়, সেইসমস্ত ঔষধ প্রদান না করিলে রোগী অধীর হইয়া পড়ে। এই তমকশ্বাস নূতন হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে প্রায়শঃ আরোগ্যলাভ করে; কিন্তু পুরাতন হইলে কোনও ঔষধে সমূলে বিনষ্ট হয় না, কেবল যাপ্য থাকে। যাহা হউক তমকশ্বাসরোগে বাতাদির হ্রাসবৃদ্ধি-অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেকস্থানে পুরাতন অবস্থায়ও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তমকশ্বাসের প্রথমাবস্থায় মহালক্ষ্মীবিলাস, এরণ্ডতৈল-মিশ্রিত দশমূলক্বাথ, চন্দ্রামৃতরস, শ্বাসকুঠার বা দ্রাক্ষারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীকে অবস্থাভেদে প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু বাতপিত্তাধিক কৃশ-ব্যক্তির পক্ষে ঐসকল ঔষধ তাদৃশ কার্য্যকারী নহে; মহাশ্বাসারিলৌহ, শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে), শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ঐ অবস্থায় সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির তমকশ্বাস পুরাতন অর্থাৎ এক-বৎসর অতীত হইলে ভার্গীগুড়, বসন্ততিলক, তরুণানন্দরস, মহাশ্বাসারি-লৌহ ও বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ একান্ত প্রয়োজনীয়। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষেও শ্বাসের পুরাতন অবস্থায় মহাশ্বাসারিলৌহ, শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ ও দশমূলষট্পলকঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সমধিক উপকারী। শ্বাস-রোগের প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ আনুষঙ্গিক প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ বাত-শ্লেষ্মার অনুলোমক এরণ্ডতৈল-মিশ্রিত দশমূলক্বাথ, কনকাসব বা ভার্গী-গুড় প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘৃত সেবন করায় কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে অনেকস্থলে উপকার হয়; কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে শ্বাসবেগ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। এই শ্বাস রাত্রিতে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এমন কি রোগী

শয়ন করিতে পারে না, বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। শীতকালে হিম লাগাইলে বা শীতল দ্রব্য ভোজন করিলে শ্বাসরোগী এরূপ উৎপীড়িত হয় যে, ক্রমশঃ ৫।৭ বা ১০ দিন পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে; দিনে একটু সুস্থ থাকে, রাত্রিতে কষ্ট দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অবস্থা হইলে কনক-ধুতুরার ধূম (কনক-ধুতুরার পাতা শুষ্ক করিয়া তাহা দ্বারা প্রস্তুত চুরুট) রোগীকে টানিতে দিলে ও চন্দ্রামৃতরস মধ্যে-মধ্যে সেবন করাইলে অনেকাংশে আশু উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু উহা দ্বারা রোগ সমূলে নষ্ট হয় না। নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে বায়ুপিত্তাদিভেদে রোগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অবস্থায় রোগীর শ্বাসের বেগ কিছু হ্রাস পাইলে বাসাচন্দনাদিতৈল বক্ষে মালিশ করিতে দিবে। তমকশ্বাস অতি পুরাতন অর্থাৎ তিন-চারি বৎসরের হইলে এবং রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি পায় ও শ্লেষ্মা সহজে নির্গত হয়, এরূপ ঔষধ ও পুষ্টিকর পথ্য প্রদান করা আবশ্যক। পুরাতন অবস্থায় ছাগলাদ্যঘৃত, চ্যবনপ্রাশ, বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ যাপ্য থাকে, শরীরের রক্ত ও বল বৃদ্ধি পায় এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ও রোগী অনেকাংশে উপকার বোধ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যেসমস্ত ঔষধ সর্দ্দিনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকর, সেইসমস্ত ঔষধ ও পথ্য দ্বারাই অতি পুরাতন শ্বাস অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়।

তমকশ্বাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে প্রতমকশ্বাস কহে। প্রতমকশ্বাসে জ্বরের জন্য জ্বরারি-অভ্র, মহারাজবটী, জ্বরাশনিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বাতপিত্তাদি-দোষভেদে অত্যন্ত উপকারী এবং শ্লেষ্মা ও কাস-লাঘবার্থ মহালক্ষ্মীবিলাস, বসন্ততিলকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তমকশ্বাসে জ্বর প্রবল হইলে অনেকস্থানে ফুস্‌ফুসের ক্ষয়বশতঃ ঐ রোগ যক্ষ্মার লক্ষণে পরিণত হয়। ঐ অবস্থায় কাস ও শ্বাসবেগ প্রবল হইতে থাকে ও রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। সুতরাং যাহাতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে, তৎপ্রতিকারার্থ প্রথম হইতেই রোগীকে পুষ্টিকর-খাদ্য প্রদান এবং যক্ষ্মারোগোক্ত কাঞ্চনাভ্র, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র, বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে শ্বাসের বেগ প্রায়শঃ

নিবৃত্ত হয় না; যেহেতু ফুস্‌ফুসের ক্ষয় বা ফুস্‌ফুসের রক্তশোধন-ক্রিয়ার অভাব ঐরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থায় কেবল সান্নিপাতিক-জ্বরচিকিৎসার নিয়মানুসারে বৃহৎ কফকেতু, শ্বাসকুঠার, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে), শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও পঞ্চকোলকাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বরনিবারণার্থ সূচিকাভরণ বা বিষসংযুক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে; তাহাতে শ্বাসের বেগ বর্দ্ধিত হইতে পারে। শ্বাসের বেগ হ্রাস পাইলে অনেকস্থলে জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। শ্বাসাশ্রিত জ্বরের নূতনাবস্থায় মৃত্যুঞ্জয়রস ও কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর একটু পুরাতন হইলে জ্বরারি-অভ্র ও মহারাজবটী প্রভৃতি সেবন করাইবে।

ছিন্ন বা ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হইলে মুখ্যরোগের উপর নির্ভর না করিয়া শ্বাসকেই মুখ্যরোগ মনে করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। ঊর্দ্ধশ্বাস প্রবল হইলে অধঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়; এইরূপ অবস্থায় প্রায়শঃ রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সবল ব্যক্তির যে-কোন নূতন রোগে ছিন্ন বা ঊর্দ্ধশ্বাস প্রকাশ পাইলে বৃহৎ কফকেতু, শ্লেষ্মসুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী; যেহেতু বায়ুপিত্তের রুক্ষতাবশতঃ শ্লেষ্মার প্রকোপ ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করিলে হ্রাস পাইয়া থাকে। শ্লেষ্মার নিবর্ত্তক ঐসমস্ত ঔষধ তৎকালে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা—এই তিন দোষেরই আশুনিবৃত্তিকারক। শ্বাসের বেগ-প্রশমনার্থ শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি, ভার্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি ঔষধ ও বক্ষঃ-স্থলে স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইসকল ক্রিয়া দ্বারা শ্বাস কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সবল রোগীকে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফুস্‌ফুসস্থিত শ্লেষ্মা উদ্‌গীর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে; কারণ বক্ষঃস্থলস্থিত শ্লেষ্মা উত্থিত না হইলে রোগীর প্রাণ আশু বিনষ্ট হইতে পারে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেকস্থানে ঐরূপ বিপজ্জনক শ্বাস নিবৃত্ত হইয়াছে। তবে এইরূপ স্থলে চিকিৎসকের পারদর্শিতা এবং সাহসিকতা আবশ্যক। মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে কোন ক্রমেই তাহা দূরীভূত হয় না; তথাপি শ্লেষ্মার তরলতা-সম্পাদক কাথ ও বাহ্য ঔষধ অথবা বমনকারক তুত্থকযোগ শারীরিক বলানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু দুর্ব্বল, শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও বিবিধ পুরাতন রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে ঐরূপ বমনকারক ঔষধ

প্রয়োগ করিলে কোন ফলই হয় না; বরং রোগী যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ ঔষধের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে। যক্ষ্মা, তমকশ্বাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে শ্বাস পূর্ব্ব হইতেই প্রবল হয়, সেইজন্যই ঐসমস্ত রোগে মৃত্যুর সময় নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য; তবে অন্যান্য বাহ্য লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যুচিহ্ন অনেকাংশে অবগত হওয়া যায়।

হৃদ্রোগজ শ্বাস (**Cardiac Asthma**)—আমবাত, বেরিবেরি, বিষদোষ, আঘাত বা পতন বা অন্যান্য রোগ হইতে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে অথবা হৃৎপিণ্ডের কোন স্থায়ী ব্যাধি (valvular or myocardial disease) থাকিলে বা হৃৎপেশীসমূহ শ্লথ ও বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়ের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে হৃদ্রোগ হইতে শ্বাস উপস্থিত হয়। আকস্মিক প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট সাধারণতঃ রাত্রে রোগী নিদ্রিত হইতেছে, এই সময় হয়। রোগীর হঠাৎ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। শুইয়া থাকিলে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। ইহাকে হৃদ্রোগজ শ্বাস (Cardiac Asthma) বলে। একটু পুরাতন অবস্থায় এই শ্বাসরোগে শয়ন বা উপবেশন-অবস্থায় শ্বাসের বেগ থাকে না। চলাফেরা বা সাধারণ পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইলে শ্বাসের উপশম হয়। এই শ্বাসের সঙ্গে শুষ্ক কাসিও থাকে। এই রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শোথরূপে পরিণত হয়। হাতে, পায়ে ও মুখে শোথের বৃদ্ধি হয়। তমকশ্বাসের মত রোগীকে বসিয়া থাকিতে হয়। শয়ন করিতে পারে না।

তমকশ্বাসে অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্বাসকষ্ট হইতে পারে। সাধারণতঃ রোগীর সর্দ্দিকাসির ধাত থাকে। শীত বা বর্ষাতে আক্রমণ বেশী হয়।

ইহা রসরাজরস, চিন্তামণিরস, ভার্গীগুড়, ভার্গীশর্করা, শ্বাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধে উপশমপ্রাপ্ত হয়। শোথ উপস্থিত হইলে দশমূলহরীতকী বা কংশহরীতকীতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

হিক্কা ও শ্বাসরোগে ঔষধ

ভার্গ্যাদিযোগ—ক্ষুদ্রাহিক্কা (বক্ষঃস্থলের সন্ধি হইতে বিলম্বে অল্প-বেগে যে হিক্কা উদ্‌গত হয়) এবং যে হিক্কা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগে উপদ্রবরূপে প্রকাশ পায়, অথবা তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। হিক্কা বা শ্বাসের সহিত কাস

বিদ্যমান থাকিলে ইহা উপকারী। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণী সকলেরই সেব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

ভার্গ্যাদিযোগ। বামনহাটীর মূলের ছালচূর্ণ এবং শুঁঠচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ℊ/০ আনা।

কৃষ্ণাবলেহ—বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, গ্রহণী, উদরাময় প্রভৃতি রোগের পরিণামে উপদ্রবরূপে অন্নজাহিক্কা, যমলাহিক্কা, ক্ষুদ্রাহিক্কা, গম্ভীরাহিক্কা বা মহাহিক্কার বেগ প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে মধুসহ অবলেহন করিতে দিবে। হিক্কারোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ সুফল দর্শে।

কৃষ্ণাবলেহ। পিপুলচূর্ণ, আমলকীচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ, সর্ব্বসমান চিনি, মধুসহ অবলেহ।

প্রবালযোগ—বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, উদরাময় প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে ক্ষুদ্রা বা গম্ভীরাহিক্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হিক্কা স্থায়ী হইলে এবং হিক্কার সহিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা উপকারী। কেবলমাত্র হিক্কার বেগ প্রবল হইলেও ইহাতে উপকার হয়।

প্রবালযোগ। প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল ও গেরিমাটি এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—ℊ/০ আনা।

চন্দনযোগ—বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, গ্রহণী, উদরাময় প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে ক্ষুদ্রাহিক্কা, গম্ভীরাহিক্কা বা মহাহিক্কার বেগ প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হিক্কারোগে এই ঔষধ অতি উত্তম। হিক্কার সহিত অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে তাহাও ইহাতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

চন্দনযোগ। শ্বেতচন্দন ঘষিয়া তাহার সহিত নারিকেলের ফুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ℊ/০ আনা বা ℓ/০ আনা মাত্রায় মুখে রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাযোগ—বাতিক বা বাতপৈত্তিক জ্বর, কাস ও অতিসার প্রভৃতি রোগে ক্ষুদ্রা বা গম্ভীরাহিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাযোগ। কটুকীচূর্ণ ও স্বর্ণগৈরিক সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

পিপ্পলীযোগ—পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, অতিসার প্রভৃতি রোগে ক্ষুদ্রা বা গম্ভীরাহিক্কা প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পলীযোগ। পিপুলচূর্ণ এবং খেজুরের মাথী সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা— /০ আনা।

বিল্বাদিযোগ—তমকশ্বাসরোগে শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত তমকশ্বাস বিনষ্ট হয়।

বিল্বাদিযোগ। বিল্বপত্ররস, বাসকপত্ররস, সমূল সাদা থানকুনীপাতার রস এবং সর্ষপতৈল একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ তোলা বা ২ তোলা।

হরিদ্রাদিচূর্ণ—পুরাতন বা নূতন কিংবা বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক যে-কোন রোগে ছিন্নশ্বাস বা ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে শ্বাসের বেগ থাকিলে এই ঔষধ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে কিন্তু যে শ্বাস শীঘ্রই প্রাণনাশক, তাদৃশ শ্বাসে ইহা প্রযোজ্য নহে। তমকশ্বাসে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

হরিদ্রাদিচূর্ণ। হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্‌, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপুল ও শটীর পালো; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা বা ৵০ আনা।

শুণ্ঠ্যাদি চূর্ণ—বাতশ্লেষ্মাশ্রিত কাস প্রভৃতি রোগের লক্ষণরূপে ক্ষুদ্রা-হিক্কা, গম্ভীরাহিক্কা, ছিন্নশ্বাস বা তমকশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাসের বেগকালে শ্লেষ্মা নির্গত না হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাস শুষ্ক এবং শ্বাসের বেগ প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ। শুঁঠ, ইক্ষুচিনি, বামনহাটীর ছাল এবং সৌবর্চ্চললবণ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা। বালকদিগের পক্ষে /০ আনা।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিকজ্বর ও কাস প্রভৃতি রোগে হিক্কা, ক্ষুদ্রশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস বা ছিন্নশ্বাস প্রবল হইলে অথবা তমকশ্বাসে এই ঔষধ

হ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ ঊর্দ্ধবায়ুকে তিসার
মী করে এবং বাতশ্লৈষ্মিক কাস, অরুচি ও সর্দ্দি প্রভৃতি বিদ্যমান কিলে
। প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ শ্বাস ও কাসরোগে উৎকৃষ্ট; প্রতমক-
ও শ্লৈষ্মিক বিকারে অত্যন্ত উপকারী।

াদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নকধূম—তমকশ্বাসে রোগীর শ্বাসের বেগ নিরন্তর প্রকাশ পাইলে ম রোগীকে পান করিতে দিবে। তমকশ্বাসের নূতনাবস্থায় এই ধূমপানে অল্পকালের মধ্যেই শ্বাস প্রশমিত হয়।

ধূম। কনকধুতুরার ফল, পাতা ও শাখা কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে, পরে তামাকের ন্যায় গ্রহণ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যধূম—হিক্কারোগে নিয়ত হিক্কার বেগ প্রকাশ পাইলে শ্বাসের প্রকোপকালে এই ধূম গ্রহণ করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যধূম। হিং এবং মাষকলাইয়ের চূর্ণ সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া নির্ধূম অঙ্গারা ও
শা তাহার ধূম একটি নল দ্বারা গ্রহণ করাইবে।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ—তমকশ্বাস দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অথবা কাসের হত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বাসের অনুবন্ধ থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন রিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। গুলঞ্চ, বাসক, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পাকলছাল ও ্যারীছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ক্ষপার্থ—কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুথা, কুড়, শটী, মরিচ ও ইক্ষুচিনি; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লিত ।৷০ অর্দ্ধতোলা প্রদান করিবে।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ (মতান্তরে)—তমকশ্বাসের নূতনাবস্থায় অথবা বাতজকাসে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ক্বাথ রোগীকে পিপুলচূর্ণসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কাস এবং শ্বাস উভয়ে প্রশমিত হয়।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ (মতান্তরে)। গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামনহাটী, কণ্টিকারী ও তুলসীপাতা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দশমূলক্কাথ—তমকশ্বাসরোগে শ্বাসের বেগ প্রবল হ পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থলে বেদনা থাকিলে এই ক্কাথ কুড়চূর্ণ অর্দ্ধতোলাসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গ্যাদিক্কাথ—প্রতমকশ্বাসে বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস রোগে শ্বাসের বেগ অধিক হইলে রোগীকে এই ক্কাথ সেবন করিতে

ভার্গ্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ—তমকশ্বাসরোগের নূতন অবস্থায় শ্ব বেগ অধিক হইলে অথবা শ্বাসের সহিত কাসের বেগ থাকিলে এই রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন বাতিক কাসে জ্বরাদি বিল্ল থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

কণ্টিকার্য্যাদ্যবলেহ। প্রস্তুতিবিধি ২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রা **ভার্গীগুড়**—তমকশ্বাসে বা প্রতমকশ্বাসরোগে শ্বাসের নিরন্তর বেগ রা কিলে এই ঔষধের সেবনে তাহা হ্রাস পাইতে থাকে। শ্বাসরোগে ইহ উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন তমকশ্বাসেও এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার পা য়। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

ভার্গীগুড়। প্রস্তুতবিধি ৫০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত—তমকশ্বাসের পুরাতন অবস্থায় শ্বাসের বেগ অধি হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তমকশ্বাসরোগে শরীরে কৃশতা থাকিলে এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা অত্যন্ত উপকারী এতদ্ভিন্ন বাতিক ও পৈত্তিক কাস, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত, স্বরভঙ্গ ও যক্ষ্মারোগে এ ঔষধ অত্যন্ত কার্য্যকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। প্রস্তুতিবিধি ৫০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চ্যবনপ্রাশ—বায়ু বা পিত্তপ্রবল তমকশ্বাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে অথবা পুরাতন শ্বাসরোগে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে। বৃদ্ধব্যক্তির শ্বাস বা কাসরোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু শ্বাসের সহিত জ্বর থাকিলে সেবন করাইবে না।

চ্যবনপ্রাশ। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তিরস—বাতপিত্ত, পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি রোগে হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমনাদি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে শশার বীজ-বাটা ও স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে হিক্কা প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বমনে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—শশার বীজ এবং স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি—বাতশ্লেষ্মজ্বর অথবা সান্নিপাতিক জ্বর ও অতিসার প্রভৃতি রোগে ঊর্দ্ধশ্বাস, ক্ষুদ্রশ্বাস বা ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাসের বেগ ক্রমশঃ প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে বহেড়া-ঘসা এবং স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি—সান্নিপাতিক জ্বর, অতিসার ও কাস প্রভৃতি রোগে ঊর্দ্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে বহেড়া-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ বা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথের সহিত সেবন করাইবে।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)—তমকশ্বাস বা প্রতমকশ্বাসরোগে শ্বাস প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথসহ সেবন করাইবে। নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাস এবং নূতন প্রতমকশ্বাসে শ্বাসের প্রবলাবস্থায় জ্বরাদি বিদ্যমান থাকিলে ইহা রোগীকে সেবন করাইলে উপকার হয়। পুরাতন শ্বাসরোগেও অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, তাম্র ১ তোলা এবং মনঃশিলা, কর্পূর, দারুচিনি, তালীশপত্র, লবঙ্গ, স্বর্ণ ও মুক্তা ; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ অর্দ্ধ-তোলা ; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টিকারীর কাথে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

শ্বাসকুঠাররস—তমকশ্বাসরোগের নূতনাবস্থায় বা নূতন প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বর, সর্দ্দি অথবা পার্শ্ববেদনা প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্নিপাতজ্বরে শ্বাস, কাস প্রভৃতি থাকিলে প্রয়োগ করা যায়। স্বরভঙ্গরোগেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—স্তনদুগ্ধ, বামনহাটীর কাথ অথবা আদার রস। ইহা সন্নিপাতজ্বরাদিতে জ্ঞানহ্রাস হইলে নস্যরূপে প্রয়োগ করা যায়। এতদ্ভিন্ন সর্দ্দিজ্বর, সূর্য্যাবর্ত্ত, ভেদক প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শ্বাসকুঠাররস। রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃশিলা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা ও শুঁঠ ৬ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি। মতান্তরে—এই ঔষধে শুঁঠ ৩ তোলা, পিপ্পলী ৩ তোলা এবং মরিচ ৭ তোলা প্রদান করা যায়।

শ্বাসগজাঙ্কুশ—তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং প্রতমকশ্বাসে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অথচ বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা তমকশ্বাসে অতি উপকারী। অনুপান—বহেড়া-ঘসা এবং স্তনদুগ্ধ বা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

শ্বাসগজাঙ্কুশ। স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা ও কর্পূর ৫ তোলা; এইসমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া বাসক, লবঙ্গ, শ্বেতচন্দন ও মালতী পুষ্প; ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৮ বার ভাবনা দিবে। বটী—চণক (বুট)-প্রমাণ।

শ্বাসকাসচিন্তামণি—তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বর, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে কৃশকায় ব্যক্তিকে অথবা বাতপিত্তপ্রবল ব্যক্তির নূতন শ্বাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)—বাতপিত্ত বা বাতশ্লেষ্মপ্রবল তমকশ্বাস এবং প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অতি উপকারী।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্ততিলক—তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে অথবা প্রতমকশ্বাসে জ্বর, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব অল্প থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে কৃশকায় ব্যক্তির পুরাতন তমকশ্বাসে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বসন্ততিলক। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশ্বাসারিলৌহ—নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে অথবা নূতন বা পুরাতন প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বর ও পার্শ্বশূলাদি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তপ্রবল ব্যক্তির শ্বাসরোগে অথবা নূতন শ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে কিংবা বাতশ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির পুরাতন শ্বাসরোগে এই ঔষধ তুল্য কার্য্যকারী। ইহা রক্তপিত্ত, পুরাতন জ্বর এবং কাসরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—বহেড়া-ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

মহাশ্বাসারিলৌহ। প্রস্তুতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকাসব—নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে রোগীর সর্দ্দি, পার্শ্ববেদনা, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সন্ধ্যাকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। বায়ু এবং পিত্তপ্রবল সবল রোগীরও ইহা সেবন করিলে উপকার হয়।

কনকাসব। রৌদ্রে শুষ্ক মূল, পত্র, ফল এবং শাখার সহিত ধুতুরা ৩২ তোলা, বাসকমূলের ছাল ৩২ তোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টিকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামনহাটি এবং তালীশপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, দ্রাক্ষা ১৬০ তোলা; এইসকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া একটি সুবৃহৎ পাত্রে রাখিবে এবং জল ১২৮ সের, ইক্ষুচিনি ১২॥ সের ও মধু ৬। সের প্রদান করিয়া ঐ পাত্রের মুখ এরূপভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে, যেন বায়ু পাত্রাভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, এরূপ এইরূপে ১ মাস রাখিয়া ঐ পাত্রের মুখ খুলিয়া উহার দ্রবাংশ ছাঁকিয়া কাচপাত্রে পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

দশমূলষট্পলকঘৃত—তমকশ্বাস বা প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। যাহার অগ্নি সবল এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, তাহার

পক্ষে এই ঘৃত সেবন করা আবশ্যক। ইহা পুষ্টিকর এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ বাতশ্লেষ্মনিবর্ত্তক।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাচন্দনাদিতৈল—তমকশ্বাসের পুরাতন অবস্থায় এবং পুরাতন প্রতমকশ্বাসে রোগীর জ্বরাদি উপদ্রব অপেক্ষাকৃত হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে বাতপিত্তাধিক রোগীকে এই তৈল গাত্রে বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে মালিশ করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মাধিক বা পিত্তশ্লেষ্মাধিক কৃশব্যক্তিকেও ইহা মালিশ করান যাইতে পারে। জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগেও ইহা উপকারী।

বাসাচন্দনাদিতৈল। প্রস্তুতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রতমকশ্বাসে জ্বর-চিকিৎসা

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব—প্রতমকশ্বাসে রোগীর জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে এবং শ্বাস ও জ্বরবেগে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ দিনে ২।১ বার এবং রাত্রিতে ২।১ বার মাত্র পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসরোগে জ্বর অতি প্রবল না হইলে ইহা সেবন করাইবে না। বায়ুর রুক্ষ-অবস্থায় কস্তুরীর পরিবর্ত্তে কর্পূর প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস—প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বর প্রবল হইলে এই ঔষধ পানের রস এবং মধুসহ রোগীকে দিনে ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে আদার রস এবং সৈন্ধবলবণসহ সেবন করাইবে।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরারি-অভ্র—প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বরের মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির জ্বরে কাস ও শ্বাস উভয় প্রবল হইলে ইহা সেবন করান যায়। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির প্রতমকশ্বাসে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাতাধিক ব্যক্তিকেও প্রতমকশ্বাসে জ্বরের অবস্থাভেদে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আদার রস এবং মধু।

জ্বরারি-অভ্র। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাশনিরস--প্রতমকশ্বাসে জ্বরের অল্পাবস্থায় এবং শ্লেষ্মা হ্রাস-প্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্বাসরোগীর পুরাতন জ্বরে অত্যন্ত উপকারী। বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায় এবং শ্বাসরোগীর প্রমেহাদি বিদ্যমান থাকিলে তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয়।

জ্বরাশনিরস। প্রস্তুতবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজবটী—প্রতমকশ্বাসে জ্বরের মধ্যাবস্থায় বা অল্পাবস্থায় এবং শ্বাসবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্বাসরোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে অথবা প্রমেহ, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও ইহা রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। এই ঔষধ অতি পুষ্টিকর।

মহারাজবটী। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রতমকশ্বাসে শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা

পঞ্চকোলক্কাথ—প্রতমকশ্বাসে রোগীর শ্বাস এবং তৎসঙ্গে জ্বর, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল এবং শ্লৈষ্মিক লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথ অল্প-অল্প মাত্রায় সৈন্ধবলবণসহ রোগীকে দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চকোলক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কফকেতুরস—প্রতমকশ্বাসে রোগীর সহসা শ্লেষ্মা প্রবল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা শ্বাসের প্রবলতা ও তৎসঙ্গে জ্বর ও পার্শ্বশূলাদি দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সর্দ্দি ও জ্বরনাশক। অনুপান—আদার রস ও মধু

কফকেতুরস। সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও বিষ ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া আদার রস দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

বৃহৎ কফকেতু—প্রতমকশ্বাসে শ্বাস প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, বক্ষঃস্থলে বেদনা, পার্শ্ববেদনা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, বিশেষতঃ শরীরের ও হস্তপদাদির শীতলতা দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের বিপর্য্যয় হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—তালের বাগুড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মসুন্দররস—প্রতমকশ্বাসে রোগীর জ্বর, শ্বাস প্রভৃতি প্রবল হওয়ায় পার্শ্বশূল বা বক্ষঃস্থলে বেদনা ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার আধিক্য লক্ষিত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

শ্লেষ্মসুন্দররস। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিক্কারোগে পথ্য

হিক্কারোগ জ্বরাদির সহিত প্রকাশ পাইলে মুখ্যরোগের নিয়মানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। সাধারণতঃ হিক্কারোগে মৃদুবিরেচক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। জ্বরাদি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রোগীকে লঘুপথ্য দিবে। জ্বরে হিক্কা ও বমন প্রবল থাকিলে এবং জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিলে তখন অন্নপথ্যের উপযুক্ত সময়। এই রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, গোধূম (ময়দা), পুরাতন কুলথকলাইয়ের যূষ, পটোল, কচিমূলা, রসুন প্রভৃতি তরকারী, লাবপক্ষী ও জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসের যূষ; এইসকল হিতকর। যেসমস্ত দ্রব্য কোষ্ঠশুদ্ধিকর অথচ অগ্নিবর্দ্ধক, তাহাই এই রোগে পথ্য প্রদান করিবে। হিক্কার প্রবলাবস্থায় উষ্ণজল পান করা কর্ত্তব্য। হিক্কারোগীর শীতলজল-পান, রুক্ষ এবং শীতলদ্রব্যভোজন, মাষকলাই, অম্লদ্রব্য, তৈলভর্জ্জিতদ্রব্য প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্বাসরোগে পথ্য

মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি জ্বরাদিরোগের সহিত প্রকাশ পাইলে মূলরোগানুসারে পথ্যপ্রদান করিবে। তমকশ্বাস ও প্রতমকশ্বাসরোগে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলাই ও কাঁচামুগ প্রভৃতির যূষ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবন্তীশাক, কচিমূলা, পটোল, বেগুন, তেলাকুচা ও রসুন প্রভৃতি তরকারী এবং শশক, তিত্তিরী, লাব, কুক্কুট ও মৃগ প্রভৃতির মাংসযূষ, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। কফ ও বায়ুনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অন্ন ও পানীয় এই রোগে হিতকর। দিবানিদ্রা শ্বাসরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। দন্তধাবন, পথপর্য্যটন, ভারবহন, ধূলি, স্ত্রীসহবাস, তৈলভর্জ্জিত দ্রব্য, মাষকলাই, আলু, সর্ষপ এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধকদ্রব্য এই রোগে পরিত্যাজ্য।

বাতব্যাধি-চিকিৎসা

অশীতিপ্রকার বাতরোগের নাম

শিরোগ্রহ (মস্তকে বেদনা), শরীরের অল্প কৃশতা, অত্যন্ত জৃম্ভা, হনুগ্রহ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদ্গদতা, মিম্মিনত্ব, মূকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভাব, বধিরতা, কর্ণনাদ, ত্বক্‌শূন্যতা (স্পর্শজ্ঞানাভাব), অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, উর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বাতাষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, তূণী, প্রতিতূণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ (উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ), পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মুহুর্মুহুঃ ব্রণ মূত্রবন্ধ, মলের গাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি (দাস্তবন্ধ), গৃধ্রসী, কলায়-খঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুশীর্ষক, খল্লী (খালধরা), বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, দণ্ডক, নামক, আক্ষেপ, বাতপিত্তজনিত আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক, অভিঘাতজাক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুস্তম্ভ, কুব্জক, অপতন্ত্র, অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গ, কম্প, স্তম্ভ, ব্যথা, তোদ (সূচিকা দ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা), ভেদ, স্ফুরণ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কৃষ্ণবর্ণতা, শীতাভাব, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গবিভ্রংশ, শিরাসঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও ভ্রম ; সাধারণতঃ এই অশীতিপ্রকার বাতরোগ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অশীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ

শিরোগ্রহের লক্ষণ—কুপিতবায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরোধারক অর্থাৎ মস্তকাশ্রিত গ্রীবাগত শিরাসমূহকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ করিলে তাহাকে শিরোগ্রহ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

জৃম্ভার লক্ষণ—কুপিত বায়ু দ্বারা একবার শ্বাস গৃহীত হইয়া পুনরায় বেগে পরিত্যক্ত হইলে এবং তৎসহ অলসতা ও নিদ্রার ভাব থাকিলে তাহাকে জৃম্ভা (হাই) কহে।

হনুগ্রহের লক্ষণ—জিহ্বা-মার্জ্জন, শুষ্কদ্রব্য-ভক্ষণ, অথবা আঘাতাদিবশতঃ গণ্ডদেশের বায়ু প্রকুপিত হইয়া হনুদ্বয়কে অধঃস্খলিত করতঃ

মুখকে বিস্তৃত, কখন বা মুখ বন্ধ (দন্তকপাট বন্ধ) করে, তাহাকে হনুগ্রহ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে অতিকষ্টে চর্ব্বণ ও বাক্যোচ্চারণ হয়।

জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ—বাগ্‌বাহিনীশিরাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া জিহ্বাকে স্তম্ভিত করিলে তাহাকে জিহ্বাস্তম্ভ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী কোন দ্রব্য পান করিতে বা বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হয়।

মূকত্ব, মিম্মিনত্ব ও গদ্গদতার লক্ষণ—কফের সহিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া শব্দবাহিনী-শিরাসমূহকে আচ্ছাদিত করতঃ মূকত্ব (বাগ্‌রোধ), মিম্মিনত্ব (সানুনাসিক বর্ণোচ্চারণ অর্থাৎ নাকীসুরে অস্পষ্টবাক্য-উচ্চারণ) এবং গদ্গদত্ব অর্থাৎ ঈষদ্ব্যক্ত-বাক্যোচ্চারণ এই তিন প্রকার রোগ উৎপাদন করে।

প্রলাপের লক্ষণ—বিবিধ কারণে বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় রোগীর অসংলগ্ন নিরর্থক বাক্য উচ্চারিত হইলে তাহাকে প্রলাপ কহে।

রসাজ্ঞানের লক্ষণ—অন্নভোজনকালে মধুর, তিক্ত, কটু প্রভৃতি রস জিহ্বায় অনুভূত না হইলে তাহাকে রসজ্ঞানাভাব (রসাজ্ঞান) কহে।

কর্ণনাদের লক্ষণ—কুপিত বায়ু কর্ণের স্রোত আশ্রয় করিলে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ কর্ণে শ্রবণ করা যায়, তাহাকে কর্ণনাদ কহে।

বাধির্য্যের লক্ষণ— কেবল কুপিত বায়ু বা শ্লেষ্মযুক্ত বায়ু শব্দবহ-স্রোতকে আচ্ছাদিত করিয়া যখন অবস্থান করে, তখন বাধির্য্য অর্থাৎ বধিরতা জন্মে।

ত্বক্‌শূন্যতার লক্ষণ—কোন দ্রব্যের স্পর্শকালে সেই বস্তুর শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা ও কাঠিন্য অনুভূত না হইলে তাহাকে ত্বক্‌শূন্যতা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানাভাব কহে।

অর্দ্দিতের লক্ষণ—অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, অতিকঠিন-দ্রব্যভোজন, হাস্য, হাইতোলা, ভারবহন, গ্রীবাদি বিপরীতভাবে রাখিয়া শয়ন বা উপবেশন, এইসকল কারণে মস্তক, নাসা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া মুখমণ্ডলের বক্রতা উৎপাদন করে, তাহাকে অর্দ্দিতরোগ কহে। এই রোগে মুখের অর্দ্ধাংশ বক্র হয়, গ্রীবা বক্র হয়, মস্তক কম্পিত হয়, বাগ্‌রোধ জন্মে ও নেত্র, নাসিকা, ভ্রূ, গণ্ড প্রভৃতির বিকৃতি

অর্থাৎ বেদনা, স্ফুরণ ও বক্রভাবাদি দৃষ্ট হয় এবং যে পার্শ্বে অর্দ্দিত প্রকাশ পায়, সেই পার্শ্বেই গ্রীবাদিতে বেদনা অনুভূত হয়।

অর্দ্দিতরোগের অসাধ্য লক্ষণ—যে অর্দ্দিতরোগী কৃশকায় ও চক্ষুর নিমেষশূন্য এবং অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার রোগ আরোগ্য হয় না; অথবা তিন বৎসর অতীত হইলে বা মুখ, নাসিকা ও চক্ষুর্দ্বয় হইতে স্রাব হইলে এবং রোগী কম্পিত হইলে তাহার রোগ অসাধ্য।

মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ—দিবানিদ্রা অথবা অসমান স্থানে শয়ন বা উপবেশনবশতঃ গ্রীবাদির বিকৃতি হইলে অথবা পার্শ্বের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ বা সমীপস্থ দ্রব্য নিরীক্ষণ করিলে বায়ু শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থিত মন্যানামক শিরাকে আশ্রয় করিয়া মন্যাস্তম্ভ উৎপাদন করে।

বাহুশোষের লক্ষণ—স্কন্ধদেশস্থিত বায়ু স্কন্ধদেশস্থিত বন্ধনসমূহকে শোষণ করিলে স্কন্ধদেশের শুষ্কতাবশতঃ বেদনার সহিত বাহুশোষরোগ উপস্থিত হয়।

অববাহুকের লক্ষণ—কুপিতবায়ু বাহুস্থিত শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুক রোগ উৎপাদন করে।

বিশ্বচীরোগের লক্ষণ—হস্তের তালু হইতে হস্তের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত অঙ্গুলিস্থিত যেসমস্ত কণ্ডরা অর্থাৎ বৃহৎ স্নায়ু আছে, কুপিত বায়ু তাহাদিগকে দূষিত করিয়া বাহুর আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়া নষ্ট করিলে তাহাকে বিশ্বচী কহে।

ঊর্দ্ধবাতের লক্ষণ—কফ এবং অপানবায়ু দ্বারা সমানবায়ুর অধোগমন-ক্রিয়ার রোধবশতঃ অধিক উদ্গার হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধবাত কহে।

আধ্মানের লক্ষণ—কুপিত বায়ু দ্বারা উদর পরিপূর্ণ হইলে গুড়-গুড়্ শব্দ, অত্যন্ত বেদনা এবং জলপূর্ণ চামড়ার থলের ন্যায় উদর বোধ হয়, তাহাকে আধ্মান কহে।

প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ—কফ দ্বারা অবরুদ্ধ বায়ু পার্শ্বদেশ এবং হৃদয় ব্যতীত আমাশয়ে যে আধ্মান জন্মায়, তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে।

বাতাষ্ঠীলার লক্ষণ—নাভির নিম্নভাগে বর্ত্তুল পাষাণ-খণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত গ্রন্থি (গাঁইট্) উৎপন্ন হইলে এবং উহা কখনও

সঞ্চরণশীল, কখনও বা নিশ্চল অনুমিত হইলে তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে। এই রোগে মলমূত্র রুদ্ধ হয়।

প্রত্যষ্ঠীলার লক্ষণ—উক্ত বাতাষ্ঠীলারোগে যদ্যপি নাভির নিম্নভাগে বেদনার সহিত তির্য্যগ্‌ভাবে গ্রন্থি উত্থিত হয় ও রোগীর অধোগত বায়ু, মল এবং মূত্র অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে।

তূণীর লক্ষণ—পক্বাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া যদি অধোগমন করে এবং সেই বেদনা যদি মলদ্বারে অথবা জননেন্দ্রিয় বা যোনিদেশে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তূণী কহে।

প্রতিতূণীর লক্ষণ—জননেন্দ্রিয় বা গুহ্যদেশ হইতে বেদনা প্রকাশ পাইয়া যদি প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে পক্বাশয়ে বা মূত্রাশয়ে ধাবিত হয়, তবে তাহাকে প্রতিতূণী কহে।

ত্রিকশূলের লক্ষণ—নিতম্বের অস্থিদ্বয়ের এবং পৃষ্ঠবংশের অস্থিদ্বয়ের মিলিত স্থানকে ত্রিক কহে। উহার কোন সন্ধিতে বেদনা হইলে তাহাকে ত্রিকশূল কহে।

মুহুর্মূত্রণ, মূত্রবন্ধ ও মলের অপ্রবৃত্তির লক্ষণ—যদ্যপি বায়ু বস্তিদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু বায়ু প্রতিলোমভাবে বস্তিদেশকে আশ্রয় করিলে পুনঃ-পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্ররোধ উপস্থিত হয়, ইহাই বস্তিবাতের লক্ষণ। বস্তিগত বায়ু দ্বারা অধোগত বায়ুর রোধ হইলে মলের অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

গৃধ্রসীর লক্ষণ—কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতম্বকে আশ্রয়পূর্ব্বক তাহার বেদনা ও স্তব্ধতা উৎপাদন করে, তৎপর ঐ স্থান স্পন্দিত হয়, অনন্তর রোগ ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদদ্বয়কে আশ্রয় করে, তখন সেইসকল স্থানেও বেদনা, স্তব্ধতা এবং স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাকে গৃধ্রসী কহে। গৃধ্রসী দ্বিবিধ। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক।

বাতিক গৃধ্রসীর লক্ষণ—গৃধ্রসীরোগে কেবলমাত্র বায়ুর আধিক্য থাকিলে গৃধ্রসীতে উৎকট বেদনা, দেহের বক্রতা, জানু, জঙ্ঘা ও উরুসন্ধির অত্যন্ত স্তব্ধভাব এবং স্ফুরণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মান্বিত গৃধ্রসীর লক্ষণ—গৃধ্রসীরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে শরীরে ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লালা-স্রাব ও অন্নে অরুচি এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

খঞ্জতা ও পঙ্গুতার লক্ষণ—কটিদেশাশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া যদি একটি উরুর মহাস্নায়ুর আক্ষেপ জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে খঞ্জতা অর্থাৎ খোঁড়া কহে এবং কুপিত বায়ু দুইটি উরুদেশের মহাস্নায়ুকে আক্রমণ করিয়া গমনাগমন-ক্রিয়া একবারে লুপ্ত করিলে তাহাকে পঙ্গুতা কহে।

কলায়খঞ্জের লক্ষণ—গমন করিবার সময় যে ব্যক্তির সমস্ত শরীর কম্পিত হয় এবং খোঁড়ার ন্যায় গতি হয়, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষের লক্ষণ—বাতরক্তজনিত শোথ যদ্যপি জানুর মধ্যে প্রকাশ পাইয়া অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে ও জানুদেশ স্থূল হয়, বিশেষতঃ ঐ শোথস্থান শৃগালের মস্তকের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে। ইহাকে চলিত কথায় শিবামুণ্ড কহে।

খল্লীর লক্ষণ—পদ, জঙ্ঘা, উরু এবং হস্তের মূলদেশস্থ শিরা-মোচড়ানকে খল্লী অর্থাৎ খালধরা কহে।

বাতকণ্টকের লক্ষণ—বিষমভাবে পদবিক্ষেপবশতঃ অথবা শ্রম দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া পায়ের গোড়ালিতে বেদনা উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতকণ্টক কহে।

পাদদাহের লক্ষণ—কুপিত বায়ু ও পিত্ত রক্তসহ মিলিত হওয়ায় পদদ্বয়ে দাহ উৎপন্ন হইলে বিশেষতঃ নিরন্তর ভ্রমণে ঐ দাহ বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে পাদদাহ কহে।

পাদহর্ষের লক্ষণ—কফ ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ পদদ্বয় ঝিন্‌-ঝিন্‌-বেদনাযুক্ত, স্পর্শজ্ঞানরহিত ও রোমাঞ্চিত হইলে তাহাকে পাদহর্ষ কহে।

আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ—পুনঃপুনঃ সঞ্চরণশীল কুপিত বায়ু ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া গজারোহী ব্যক্তির শরীরের ন্যায় রোগীর শরীরকে দোলিত (চালিত) করিলে তাহাকে আক্ষেপ বলা যায়। এই আক্ষেপরোগ চতুর্ব্বিধ। (১) দণ্ডাপতানক (২) অন্তরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তম্ভবিশেষ। (৩) বহিরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তম্ভবিশেষ ও (৪) অভিঘাতজ আক্ষেপ।

দণ্ডাপতানকের লক্ষণ—শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ু যদি সমস্ত ধমনীকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে দেহ দণ্ডবৎ স্তম্ভিত হয়, তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত।

অন্তরায়ামের লক্ষণ—যখন অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষঃ এবং গলদেশাশ্রিত বায়ু ঐসকল স্থানের শিরা ও কণ্ডরা (মহতী শিরা)-সমূহকে সঙ্কুচিত করে, তখন রোগীর চক্ষুর্দ্বয় ও হনুদ্বয়ের স্তব্ধতা, পার্শ্বদ্বয়ে ভগ্নবৎ বেদনা, কফ-বমন এবং অভ্যন্তরভাগ ধনুকের ন্যায় অবনত হয়, তাহাকে অন্তরায়াম কহে। ইহাতে রোগীর সম্মুখভাগ ধনুকের ন্যায় নত হয়। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত।

বহিরায়ামের লক্ষণ—বিবিধ কারণবশতঃ বায়ু অত্যন্ত কুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মন্যা এবং পৃষ্ঠদেশস্থিত শিরা, স্নায়ু ও বৃহদ্ধমনীসমূহকে শোষণকরতঃ পৃষ্ঠভাগ অবনত করে এবং রোগীর বক্ষঃস্থলে, কটিদেশে ও উরুদেশে ভগ্নবৎ বেদনা অনুভূত হয়. ইহাকে বহিরায়াম কহে। ইহাতে বিপরীতভাবে পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্যায় নত হয়। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত।

ধনুস্তম্ভের লক্ষণ—যে রোগে রোগীর শরীর বায়ু দ্বারা ধনুকের ন্যায় অবনত হয়, তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে। ধনুস্তম্ভরোগে দেহের বিবর্ণতা, চিবুকের স্তব্ধতা, শিথিলতা ও চৈতন্য-লোপ হইলে রোগী দশরাত্রির অধিককাল বাঁচে না।

অন্তরায়াম ও ধনুস্তম্ভের প্রভেদ—অন্তরায়ামে অঙ্গুলি প্রভৃতির শিরাসমূহের আক্ষেপ ও নেত্রের স্তব্ধতা হয়। ধনুস্তম্ভে কেবলমাত্র শরীর ধনুর ন্যায় অবনত হয়, কিন্তু উভয় রোগেই রোগীর অন্তঃশরীর অর্থাৎ ক্রোড়দেশ অবনত হইয়া থাকে।

কুব্জের লক্ষণ—কুপিত বায়ু দ্বারা যদি হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশ উন্নত-প্রায় বোধ হয় এবং ঐ স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে কুব্জ কহে।

কুব্জ, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের প্রভেদ—অন্তরায়ামে শরীরের সম্মুখভাগ (ক্রোড়দেশ) ধনুকবৎ অবনত হয়, বহিরায়ামে পশ্চাদ্ভাগ (পৃষ্ঠদেশ) ধনুকের ন্যায় অবনত হয়, কিন্তু কুব্জরোগে হৃদয় বা পৃষ্ঠ উন্নত হয়।

দণ্ডক—কেবলমাত্র কুপিত বায়ু দ্বারা পাণি, পাদপৃষ্ঠ ও নিতম্ব আক্রান্ত হইয়া স্তম্ভিত হইলে এবং শরীর দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ ও পুনঃপুনঃ আক্ষিপ্ত বা চালিত হইলে তাহাকে দণ্ডক বাতব্যাধি কহে। এই রোগ অসাধ্য। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত।

অভিঘাতজাক্ষেপ—আঘাতজন্য আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত।

অপতন্ত্রকের লক্ষণ—স্বীয় কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পক্বাশয় হইতে উর্দ্ধদিকে গমনপূর্ব্বক হৃদয়, মস্তক ও শঙ্খদ্বয়কে পীড়িত করতঃ শরীরকে ধনুকের ন্যায় অবনত করে এবং আক্ষেপ ও মোহ জন্মায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে। রোগীর চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত ও স্তব্ধ হয়, কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হয় এবং জ্ঞান-লোপ হয়, এইসমস্ত লক্ষণ অপতন্ত্ররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ আক্ষেপের অবস্থান্তর।

অপতানকের লক্ষণ—অপতানক-বাতব্যাধিতে রোগীর দর্শনশক্তি এবং জ্ঞান নষ্ট হয়। কণ্ঠদেশ হইতে কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। বায়ু দ্বারা হৃদয় আবৃত হইলে রোগী এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বায়ু অপসারিত হইলে পুনরায় সুস্থ হয়। গর্ভপাত, অত্যধিক শোণিতস্রাব বা অভিঘাতজন্য অপতানকরোগ অসাধ্য। এই রোগ আক্ষেপের অবস্থান্তর।

পক্ষাঘাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু শরীরের অর্দ্ধাংশ বা বামহস্ত, বামপদ ও অন্যান্য বামাংশ বা দক্ষিণহস্ত, দক্ষিণপদ এবং শরীরের অন্যান্য দক্ষিণাংশ অথবা কটির নিম্নদেশস্থ অর্দ্ধভাগ বা কটির উর্দ্ধদেশস্থ অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া শিরা ও স্নায়ুসমূহকে শোষণ করে এবং সন্ধির বন্ধনের শিথিলতা উৎপাদনপূর্ব্বক সেই বাম বা দক্ষিণভাগ একেবারে অকর্ম্মণ্য করে এবং সেই-সকল স্থান স্পর্শশক্তি-রহিত হয়, তাহাকে একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত কহে।

পক্ষাঘাতের বাতাদিদোষ-নিরূপণ—পিত্তসংযুক্ত বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত হইলে দাহ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফসংযুক্ত বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত হইলে শীতবোধ, শোথ (হস্তপদাদিতে ফুলা), দেহের ভারবোধ; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—কেবল বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত হইলে তাহা কষ্টসাধ্য। কফ বা পিত্তসংযুক্ত বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত হইলে তাহা সাধ্য; কিন্তু ধাতুক্ষয়বশতঃ পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য। গর্ভিণী, সূতিকারোগাক্রান্তা স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ এবং ক্ষীণরক্ত রোগীর পক্ষাঘাতও অসাধ্য।

সর্ব্বাঙ্গবাতের লক্ষণ—সর্ব্বশরীরস্থিত ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া গাত্রের স্ফুরণ ও ভগ্নবৎ বেদনা, সন্ধিসমূহে বেদনা ও কম্পন প্রকাশ পাইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গবাত কহে।

অন্যান্য বাতের লক্ষণ—এস্থলে যে আশীপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ বর্ণিত হইল, তদ্ব্যতীত হেতু এবং স্থানবিশেষে আরও অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতরোগ উৎপন্ন হয়। কম্প, ব্যথা, কেশের অল্পতা, খালিত্ব (টাক), আটোপ (উদরের গুড়্ গুড়্ শব্দ), পার্শ্বশূল, দান্তবন্ধ, মলকাঠিন্য, স্তব্ধতা, রুক্ষতা, কৃশতা, শীতবোধ, রোমাঞ্চ, তোদ (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা), ভেদ (বিদীর্ণবৎ বেদনা), অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গগুরুতা, চিত্তচাঞ্চল্য, মোহ, নিদ্রাল্পতা, স্বেদনাশ, বলহানি, ভীরুতা ও সঙ্কোচ; এইসকল বাতরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেইসকল লক্ষণ দ্বারা দোষের নির্ণয় ও চিকিৎসা করিবে। ঐসমস্ত বাতরোগ গৌণ অর্থাৎ প্রায়শঃ অন্যান্য রোগের সঙ্গে উপদ্রবরূপে প্রকাশ পায়।

স্থানভেদে কুপিত বায়ুর লক্ষণ

কোষ্ঠগত বাতের সাধারণ লক্ষণ—কুপিত বায়ু কোষ্ঠদেশকে আশ্রয় করিলে মল ও মূত্রের রোধ, কুঁচ্‌কি-ফুলা ও কুঁচ্‌কিতে বেদনা, হৃদ্রোগ, অর্শ ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্‌ফুস্—এইসকল স্থানকে কোষ্ঠ বলে। ঐসকল যন্ত্র ও স্থানগত বায়ু প্রকুপিত হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বস্তিগত বাতের লক্ষণ—বায়ু প্রতিলোমভাবে বস্তিকে আশ্রয় করিলে পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্ররোধ হয়।

আমাশয়গত বাতের লক্ষণ—নাভি ও স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আমাশয় কহে। তত্রস্থ বায়ু কুপিত হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও নাভিদেশে বেদনা, পিপাসা, উদ্গারাধিক্য, অত্যন্ত দাস্ত, বমন, কাস, কণ্ঠশোষ (গলা শুকাইয়া যাওয়া) এবং শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়।

পক্কাশয়গত বাতের লক্ষণ—পক্কাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, বেদনা, বায়ুর স্তব্ধতা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মল ও মূত্রের রুদ্ধতা, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া এবং ত্রিকস্থানে বেদনা জন্মে।

পক্কাশয়গত বাতের অপর লক্ষণ—পক্কাশয় বা গুহ্যদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইলে মল, মূত্র ও অধোগত বায়ুর অবরোধ, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী ও শর্করা উৎপন্ন হয় এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা জন্মে। কোন-কোন গ্রন্থকার গুহ্যগত বায়ুর এইসকল লক্ষণ নির্ণয় করেন, কিন্তু নিদানের টীকাকার মাধবকর পক্কাশয়গত বাতের এই লক্ষণ নিরূপিত করিয়াছেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত।

শ্রোত্রাদিগত বাতের লক্ষণ—শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণ, নাসা প্রভৃতিগত বায়ু কুপিত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি (শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি) নষ্ট করে।

শিরাগত বাতের লক্ষণ—শিরাগত বায়ু কুপিত হইলে বেদনা, শূল, শিরার আকুঞ্চন ও স্থূলতা জন্মে এবং পূর্ব্বোক্ত অন্তরায়াম, বহিরায়াম, খল্লী, কুব্জ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

স্নায়ুগত বাতের লক্ষণ—স্নায়ুগত বায়ু কুপিত হইলে শূল, পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপরোগ, কম্প এবং দেহের স্তব্ধতা উৎপন্ন হয়।

সন্ধিগত বাতের লক্ষণ - সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে সন্ধির বন্ধনসকল শিথিল এবং শোথ ও শূল উৎপন্ন হয়।

ত্বক্‌গত বা রসগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু রসগত হইলে চর্ম্মের রুক্ষতা, প্রস্ফুটিততা, স্পর্শজ্ঞানাভাব, কর্কশতা, কৃষ্ণাভা এবং ত্বকের বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ পায়।

রক্তগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে শরীরে অত্যন্ত বেদনা, দেহের সন্তাপ, বিবর্ণতা ও কৃশতা প্রকাশ পায় এবং আহারে অরুচি, শরীরে ব্রণের উৎপত্তি ও ভোজনান্তে শরীর স্তব্ধ হয়।

মাংসগত বাতের লক্ষণ—কুপিতবায়ু মাংসগত হইলে দেহের গুরুতা, স্তব্ধতা এবং দণ্ড দ্বারা আহতবৎ বা মুষ্ট্যাঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়, পরন্তু শরীর বেদনাযুক্ত ও নিশ্চলবৎ হইয়া থাকে।

মেদগত বাতের লক্ষণ—কুপিতবায়ু মেদকে আশ্রয় করিলে উক্ত মাংসগত বাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ শরীরের গ্রন্থি, ব্রণ এবং অল্প বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অস্থিগত বাতের লক্ষণ—কুপিত বায়ু অস্থিকে (হাড়কে) আশ্রয় করিলে অস্থি বা সন্ধিসমূহে বেদনা, শূল, মাংসক্ষয়, বলহ্রাস, অনিদ্রা ও সর্ব্বদা বেদনা প্রকাশ পায়।

মজ্জাগত বাতের লক্ষণ—মজ্জাগত বাতের লক্ষণ অস্থিগত বাতের ন্যায়। ইহা কদাচিৎ প্রশমিত হয়।

শুক্রগত বাতের লক্ষণ—কুপিতবায়ু শুক্রকে আশ্রয় করিলে অতিশীঘ্র শুক্রক্ষরণ বা শুক্রস্তম্ভন হয় এবং স্ত্রীলোকের অকালে ৩।৫।৬।৭ মাসে গর্ভপাত অথবা গর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়।

পিত্ত বা শ্লেষ্মযুক্ত কুপিত বায়ুর লক্ষণ

পিত্তাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ—প্রাণবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলে বমন ও দাহ উপস্থিত হয়।

কফাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ—প্রাণবায়ু কফকে আশ্রয় করিলে শরীরের দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা ও মুখের বিরসতা প্রকাশ পায়।

পিত্তাশ্রিত উদানবায়ুর লক্ষণ—উদানবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তি প্রকাশ পায়।

কফাশ্রিত উদানবায়ুর লক্ষণ—উদানবায়ু কফাশ্রিত হইলে ঘর্ম্মরোধ, বিষাদ, অগ্নিমান্দ্য ও শীত প্রকাশ পায়।

পিত্তাশ্রিত সমানবায়ুর লক্ষণ—সমানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে ঘর্ম্ম, দাহ, শরীরের উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কফাশ্রিত সমানবায়ুর লক্ষণ—সমানবায়ু কফাশ্রিত হইলে মল ও মূত্ররোধ এবং গাত্রহর্ষ উৎপন্ন হয়।

পিত্তাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ—অপানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে শরীরের দাহ, গাত্রের উষ্ণতা ও রক্তপ্রস্রাব হয়।

কফাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ—অপানবায়ু কফাশ্রিত হইলে শরীরের অধোভাগে ভারবোধ এবং শীতবোধ হয়।

পিত্তাশ্রিত ব্যানবায়ুর লক্ষণ—ব্যানবায়ু কফাশ্রিত হইলে গাত্রদাহ ও ক্লান্তি জন্মে।

কফাশ্রিত ব্যানবায়ুর লক্ষণ—ব্যানবায়ু কফাশ্রিত হইলে শরীরস্তম্ভ, দণ্ডকবাতব্যাধি, শূল ও শোথ জন্মে।

বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ—পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে বিসর্প, দাহ, বেদনা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এবং রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে তাহার রোগ অসাধ্য। শোথ, স্পর্শশক্তির হীনতা, অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা, কম্প, উদরাধ্মান এবং বেদনাধিক্য থাকিলে সেই বাতরোগী বিনষ্ট হয়।

বাতরোগ-চিকিৎসা-বিধি

বাতজনিত রোগসমূহকে বাতব্যাধি কহে। চরকে বাতব্যাধি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—**সামান্যজ** ও **নানাত্মজ**। সামান্যজ বাতব্যাধি, অর্থাৎ—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা মিলিতভাবে বা এক-একটি প্রকুপিত হইয়া জ্বর, অতিসার প্রভৃতি উৎপাদন করে, এইজন্যই উহা সামান্য বাতরোগমধ্যে গণ্য। নানাত্মজ বাতব্যাধি, অর্থাৎ আক্ষেপকাদি—ঐসমস্ত বাতরোগ কেবল পিত্ত বা শ্লেষ্মা দ্বারা অথবা মিলিত পিত্তশ্লেষ্মা দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ঐ রোগে সর্ব্বত্রই বায়ুর অনুবন্ধ থাকে। গাত্রবেদনা, শিরঃশূল, পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বাতের লক্ষণ জ্বরাদিরোগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা জ্বরারম্ভক দোষের প্রকোপবশতঃ প্রকাশ পায় বা উৎপৎস্যমান জ্বরাদি প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাতে বায়ুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় না। যদিও বাতোল্বন সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মোল্বন সন্নিপাত প্রভৃতি জ্বররোগে আক্ষেপকাদি বাতের লক্ষণ প্রধানরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি উহাকে জ্বর না বলিয়া বাতব্যাধি বলা যাইতে পারে না, কারণ আক্ষেপ, মত্ততা ও বুদ্ধিভ্রংশ প্রভৃতি জ্বরের আনুষঙ্গিক লক্ষণমাত্র, জ্বর-নিবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গেই ঐসমস্ত উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত

হইয়া যায় অথবা উপদ্রবনাশক ঔষধদ্বারা আক্ষেপাদি সহজেই হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু মূলরোগ জ্বর হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ আক্ষেপক প্রভৃতি বাত প্রবল হইলে বিশেষ চিকিৎসা ভিন্ন তাহা দূরীভূত হয় না। অধিকন্তু অনেকস্থলে তাহারা বরং অন্যান্য উপসর্গের সহিত অতি ভয়ঙ্কর হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করিয়া থাকে। বাতরোগকে শাস্ত্রকারগণ স্থান ও লক্ষণ-অনুসারে অশীতিভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই অশীতিপ্রকার বাতরোগ শরীরের শিরা, ধমনী ও আশয়ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—শিরা ও স্নায়ু-গত বায়ু কুপিত হইলে আক্ষেপকের অন্তর্গত দণ্ডাপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম ও সাধারণতঃ আক্ষেপরোগ, খল্লী (খালধরা), কুব্জতা ও শরীরের বেদনা উৎপন্ন হয়। আমাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও নাভিদেশে বেদনা, দাস্ত, বমন ও শ্বাস প্রভৃতি বিসূচিকারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকে বিসূচিকাকে পৃথক্ রোগ মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে; **বিসূচিকা বাতরোগমধ্যে গণ্য**। পক্বাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে মল ও মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বিসূচিকায়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং ঐ রোগ আমাশয় ও পক্বাশয়গত কুপিত বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি রোগও পক্বাশয়গত কুপিত বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পক্বাশয়গত বায়ুনাশক ঔষধ সেবন করিলেই ঐসমস্ত রোগ দূরীভূত হয়। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে আমবাতাদি রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে; উহাতে শোথ ও শূল উৎপন্ন হয়। শুক্রগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ শুক্রস্রাব বা গর্ভপাত প্রভৃতি হইয়া থাকে, এইরূপ কুপিত বায়ু দ্বারা দেহে বিবিধ রোগ প্রকাশ পায়। এইসমস্ত বাত-রোগের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘকাল চিকিৎসাসাপেক্ষ ও কতকগুলি প্রায়শঃ অসাধ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক—কি কারণে বায়ু প্রকুপিত ও বাতরোগ উৎপন্ন হয়। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয় সমস্ত মানব-শরীরেই বিদ্যমান, তবে শরীরভেদে বাতাদির হ্রাসবৃদ্ধি—এইমাত্র প্রভেদ। কষায়, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য এবং অপরিমিত, রুক্ষ ও লঘুদ্রব্য-আহার, পূর্ব্বদিক্-হইতে আগত-বায়ুসেবন, সন্তরণ, আঘাত, হিম-লাগান, মৈথুনাদিবশতঃ

ধাতুক্ষয়, মল ও মূত্রাদির বেগধারণ, কামবেগ, শোক, চিন্তা, ভয়, অত্যন্ত রক্তস্রাব, মাংসের ক্ষীণতা, অতিরিক্ত বমন, অত্যন্ত বিরেচন, আম-দ্বারা শিরা-সমূহের অবরোধ, উপদংশ দ্বারা রক্তবিকৃতি ও দূষিত প্রমেহ বা গণোরিয়া; এবং স্বভাবতঃ বর্ষাকাল, শীতকাল, আহার জীর্ণ হওয়ার পর এবং দিবা ও রাত্রির শেষভাগ প্রভৃতি বায়ু-বৃদ্ধির যেসমস্ত মুখ্যকারণ ও সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেইসমস্ত কারণে ও সময়ে বায়ুর প্রকোপ হইলে শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ বাতরোগের উৎপত্তি হয়। এস্থলে প্রশ্ন এই—কষায়, কটু ও তিক্তাদিদ্রব্য-সেবন বায়ু-বৃদ্ধির কারণরূপে সর্ব্বদাই বিদ্যমান, এমতাবস্থায় সর্ব্বদাই বাতরোগ উৎপন্ন হয় না কেন? তাহার উত্তর এই—জন্মাবধি যেমন আহার-বিহার অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। তবে তাহার অন্যথা ঘটিলেই রোগ উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধির মুখ্যকারণ ভিন্নও অনেকস্থলে গৌণ-কারণে অর্থাৎ প্রমেহ, বহুমূত্র ও শুক্রক্ষয়াদিবশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া বাতরোগ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলোকের সূতিকারোগে বা অত্যধিক রজঃস্রাব-বশতঃ বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য বাতজ বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও কঠিন পরিশ্রম প্রভৃতি কারণেও অনেকস্থানে দুর্ব্বল ব্যক্তির সহসা বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপ স্বভাবতঃ বৃদ্ধকালে বা বিবিধ রোগবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া শরীরের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ভিন্ন-ভিন্ন রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। বৃদ্ধকালে যে বায়ুরোগ জন্মে, তাহা বয়সের পরিণতি-অবস্থায় বায়ুর আধিক্যবশতঃ অসাধ্য।

আক্ষেপক—আক্ষেপক বাতব্যাধি বিবিধকারণে উৎপন্ন হয়, যে-সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বোল্লিখিত সেইসমস্ত কারণই এই রোগের নিদান বুঝিতে হইবে। এই রোগ উৎপন্ন হইলেই প্রথমাবস্থায় হাত-পায়ে খিলধরা ও জ্ঞানলোপ প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মার প্রবলতা বিদ্যমান থাকে, রোগী উঠিতে-বসিতে অক্ষম হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমতঃ বাতশ্লেষ্মনিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু আক্ষেপে বায়ুর সহিত শ্লেষ্মা ও পিত্ত সংযুক্ত থাকে,

সুতরাং আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় তৈলঘৃতাদি প্রয়োগ করিলে রোগী অচিরাৎ বিপন্ন হইতে পারে; অতএব ঐ অবস্থায় স্বর্ণকস্তুরী, বৃহৎ কস্তুরী-ভৈরব, বাতকুলান্তক বা চতুর্ভুজরস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। আক্ষেপরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মা এতদূর প্রবল হয় যে, বাতোল্বন বা বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু জ্বররোগীর ন্যায় জ্বর অনুভূত হয় না। অজ্ঞানভাব বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলে অথবা শরীর শীতল হইলে স্বর্ণকস্তুরী বা চতুর্ভুজরস প্রভৃতি ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মার অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আক্ষেপ প্রবল হইলেও পিত্তাধিক শরীরে বাতকুলান্তক ও চতুর্ভুজরস সেবন করিতে দেওয়া যায়। এইসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করায় শ্লেষ্মার বা পিত্তের আংশিক হ্রাস হইলে পশ্চাৎ শাল্বনস্বেদ প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথম আক্রমণে ঐ স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা অনেকস্থানে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্লেষ্মা ও পিত্তের আধিক্য কথঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ঐ স্বেদ সমধিক উপকারী। "মাষবলাদিপাচন" তৎসঙ্গে সেবন করাইলে আরও উপকার হয়।

ঊর্দ্ধগত বায়ুর বিকৃতিবশতঃ মাথার ভার, দৃষ্টিলোপ, শিরঃকম্প প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার হয়। গাত্রবেদনা ও শরীর অসাড় বোধ হইলে বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাতগজাঙ্কুশ এই সঙ্গে প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য দশমূল বা রাস্নাদশমূলক্কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় রোগীকে সাগু অথবা যবমণ্ড সেবন করানই কর্ত্তব্য। শীতলদ্রব্য বা অন্নভোজন ও স্নান প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা বায়ু ও শ্লেষ্মার লাঘব হইলে উক্ত পথ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দুগ্ধের সহিত সাগু বা যবমণ্ড প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে মাংসযূষ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নচেৎ দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এইসময় ঔষধেরও পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে ঐসমস্ত ঔষধের মধ্যে ২।১টি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ২।৩ বা ৫ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং রোগীর শ্লেষ্মার লাঘব ও অন্নাহার সহ্য হইলে বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাত-নিসূদন-রস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগরাজগুগ্‌গুলু, বাতারিরস, আমবাতারি-গুগ্‌গুলু বা বাতারিগুগ্‌গুলু অথবা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। এইসময় মধ্যে-মধ্যে রাস্নাদশমূলকাথ বা দশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে; ইহা দ্বারা কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইয়া থাকে। যোগরাজগুগ্‌গুলু-সেবনে কুপিত মল নিঃসৃত হয় এবং বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে। যাহার বদ্ধকোষ্ঠ বা সহজে দাস্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদিগকে উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গাত্রে বেদনা থাকিলে বাতগজেন্দ্রসিংহ ও বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ সেবন করা অতি আবশ্যক। অবস্থা-বিশেষে গাত্রবেদনা ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে অথবা শরীর সমধিক দুর্ব্বল হইলে বাতনিসূদনরস প্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু বায়ুর সহিত পিত্তাধিক লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকিলে বাতকুলান্তক প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বায়ুর প্রবলতাবশতঃ অধিক আক্ষেপ পরিলক্ষিত হইলে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি বিশিষ্ট অনুপানে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, বহুমূত্র, ধাতুক্ষয় প্রভৃতি রোগে শরীর দুর্ব্বল হইলে এবং ঐসমস্ত কারণে বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ আক্ষেপ প্রকাশ পাইলে উহা দুগ্ধসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু বায়ুর সহিত শ্লেষ্মার প্রকোপ প্রকাশ পাইলে আদার রস বা তালের শাখার রস প্রভৃতির সহিত সেবন করাইবে। কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে ত্রিফলার জলসহযোগে সেবন করিতে দিবে। এই-রূপ বিভিন্ন অনুপানে সেবন করাইলে উহা দ্বারা যাবতীয় রোগ দূরীভূত হয়। আক্ষেপরোগ ৫।৬ মাস অতীত হইলে অথবা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে তৈল ও ঘৃতপ্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার হয়। বলাতৈল, বায়ুচ্ছায়া-সুরেন্দ্রতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল অবস্থাবিশেষে অতি উপকারী। বায়ু ও পিত্তাধিক্য-অবস্থায় বলাতৈল বা বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র-তৈল উপকারী, বিশেষতঃ মেহ, বহুমূত্র, সূতিকাদোষ ও সমধিক রক্তস্রাব-জনিত আক্ষেপরোগে ঐসমস্ত তৈল মহৌষধ। যাহাদের বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল অথচ ঐসমস্ত রোগ বিদ্যমান নাই, তাহাদের পক্ষে কুব্জপ্রসারণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল মর্দ্দন করা বিশেষ আবশ্যক। রোগ প্রবল হইলে

হংসাদিঘৃত মালিশ করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বিষ্ণুতৈল প্রতিদিন ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইলে আরও উপকার হয়; তৎসঙ্গে অপরাহ্নে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, প্রাতে যোগরাজগুগ্‌গুলু বা বাতারিগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রমেহরোগ থাকিলে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণির পরিবর্ত্তে যোগেন্দ্ররস সমধিক উপকারী। নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে মাথায় ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আক্ষেপক-বাতব্যাধির অত্যন্ত পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ এক বৎসর বা দুই বৎসর অতীত হইলে ঐসমস্ত তৈল মালিশ করিলে এবং ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস, ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অন্তরায়াম ও বহিরায়াম—সাধারণতঃ আক্ষেপকবাতে যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামেও প্রায় সেইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; যেহেতু অন্তরায়াম ও বহিরায়াম আক্ষেপকের প্রকার-ভেদ মাত্র। অন্তরায়াম ও বহিরায়াম-বাতব্যাধি শিরাগত বায়ুর কার্য্য। সুতরাং আক্ষেপকবাতের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা উচিত। ইহাতে অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ লক্ষিত হইলে প্রথমে চতুর্ভুজরস, বাতকুলান্তক বা স্বর্ণ-কস্তুরী প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। অজ্ঞানতাবশতঃ রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে না পারিলে তীক্ষ্ণ নস্য অর্থাৎ মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা মরিচাদিনস্য প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে ঐসমস্ত ঔষধ প্রদান করিবে, অথবা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ২।১ বার বা বৃহৎ কফকেতু সময় সময় সেবন করাইবে। অনেকস্থানে রোগীকে পুনঃপুনঃ সংজ্ঞাহীন হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রথমাবস্থায় নস্যাদি-প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞান-সঞ্চার হইলে এবং ঐসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনরায় অজ্ঞানতা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না অর্থাৎ রোগীর কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান-সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করান ও মহারাস্নাদিক্কাথ বা দশমূলক্কাথ সেবন করান আবশ্যক; অবস্থা-বিশেষে রাস্নাদশমূলক্কাথ এরণ্ড-তৈলের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপভাবে ৭।৮।১০ দিন বা ২।৩

সপ্তাহ অতীত হইলে ও দোষের লাঘব হইলে রোগীকে অন্নপথ্য এবং বলকারক অথচ পুষ্টিকারক অন্যান্য পথ্য ও উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে এবং অন্নপথ্য প্রদান করিবার পর পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপকের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বাতারিগুগ্‌গুলু বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে ও অন্যান্য ঔষধ পূর্ব্বোক্ত অনুপান-সহযোগে সেবন করিতে দিবে। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন হইলে সর্ব্বাঙ্গে কুব্জপ্রসারণী বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে। অবস্থাবিশেষে শরীর অত্যন্ত কৃশ ও বায়ু বা পিত্তাধিক হইলে বিশেষতঃ প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে বলাতৈল বা বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল রোগীকে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগীর বয়স অধিক হইলে বৃহৎ মাষতৈলের প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস অবস্থাবিশেষে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। এই রোগ অতি পুরাতন অর্থাৎ ১।২ বৎসর অতীত হইলে বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃত বা নকুলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

দণ্ডক ও দণ্ডাপতানক—দণ্ডাপতানকরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, সুতরাং বাতশ্লেষ্মজনিত বিকার প্রবলভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু দণ্ডকবাতব্যাধিতে কেবলমাত্র বায়ুরই প্রবলতা থাকে। এই দুই প্রকার বাত-ব্যাধির মধ্যে দণ্ডাপতানক কষ্টসাধ্য। আক্ষেপরোগে যেসমস্ত ঔষধ নিরূপণ করা হইয়াছে, দণ্ডাপতানকের প্রথমাবস্থায় সেইসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে প্রথমে নস্যপ্রয়োগ দ্বারা চৈতন্য উৎপাদন করিয়া তৎপরে আক্ষেপকরোগের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ২।৩ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং অন্নপথ্য সহ্য হইলে যোগরাজগুগ্‌গুলু, আমবাতারিগুগ্‌গুলু, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি এবং স্বেদপ্রদান প্রভৃতি যেসমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। এই রোগে শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে অবস্থা-বিশেষে রসোনপিণ্ডও প্রয়োগ করা যায়। দণ্ডকবাতব্যাধিরোগে বায়ুনাশক ঔষধ অর্থাৎ ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বা চিন্তামণি, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বাতারিগুগ্‌গুলু এবং পুরাতন অবস্থায় তৈলমর্দ্দন ও ঘৃতসেবন দ্বারা যদিও উপকার হয়, তথাপি দেশ-কাল-পাত্র-অনুসারে সাধারণতঃ আক্ষেপক-চিকিৎসার নিয়মানু-সারে ভিন্ন-ভিন্ন বটিকা, ক্বাথ বা গুগ্‌গুলুসেবন এবং তৈলমর্দ্দন রোগীর

অবস্থানুসারে আবশ্যক হইতে পারে, সুতরাং দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া সেইসমস্ত ব্যবস্থা করিবে।

ধনুস্তম্ভ—ধনুস্তম্ভরোগেও অন্তরায়ামের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ অন্তরায়াম অপেক্ষা কষ্টসাধ্য। ধনুস্তম্ভরোগে অনেকস্থলে জ্ঞানলোপ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞান হইলে জ্ঞানসঞ্চারার্থ মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা মরিচাদিনস্যের প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ধনুস্তম্ভরোগে অনেকস্থলে ঔষধ ও নস্যাদি দ্বারাও জ্ঞান-সঞ্চার হয় না এবং ঐসকল রোগীকে কোনক্রমেই ঔষধ সেবন করান যায় না, এরূপ দেখা গিয়াছে; এমতাবস্থায় ঐসকল রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মরিচাদিনস্য বা মহেন্দ্রসূর্য্যরস প্রভৃতির প্রয়োগ এবং প্রলেপাদি দ্বারা জ্ঞানসঞ্চার হইলে আক্ষেপকরোগের চিকিৎসার ন্যায় বাতকুলান্তক, চতুর্ম্মুখরস বা স্বর্ণকস্তুরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। ত্রৈলোক্যচিন্তামণি এই অবস্থায় দিনে ২।১ বার মাত্র সেবন করান ও পুনঃপুনঃ স্বেদপ্রদান করা অতি আবশ্যক। এইরূপে ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং অজ্ঞানতা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য ও অন্নপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। উষ্ণজল শীতল করিয়া স্নান ও পান করিতে দিবে। অন্নাহার করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যহ যাহাতে ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হয়, এরূপ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক; এই অবস্থায় ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করাইলে ও কুব্জপ্রসারণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে অতিকৃশ ও দুর্ব্বল রোগীকে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ঘৃতসেবনকালে বিরেচনার্থ যোগরাজগুগ্‌গুলু বা বাতারিগুগ্‌-গুলু প্রভৃতি সেবন করাইবে না; যেহেতু ঘৃতসেবন দ্বারাই কোষ্ঠশুদ্ধি ও বায়ু অনুলোম হয়। এই ধনুস্তম্ভরোগ কষ্টসাধ্য। এই রোগে যথাবিধি স্নান, আহার ও ঔষধসেবন এবং তৈলমর্দ্দন নিতান্ত আবশ্যক। যেহেতু এই রোগ একটু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রবল হইতে দেখা যায়। ধনুস্তম্ভরোগী উৎকট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

কুব্জতা—কুব্জতা-নামক বাতব্যাধিতে বহিরায়ামের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বহিরায়ামে যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে,

এই রোগেও সেইসমস্ত ঔষধ ও স্বেদ উপযুক্ত সময়ে প্রদান করিবে এবং কুব্জবিনোদরস, সিংহনাদগুগ্গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু প্রয়োগ করিবে। ঐসকল ঔষধে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু দুই দিন অন্তর প্রাতে সেবন করাইবে ও কুব্জপ্রসারণীতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণী-তৈল রোগীর পৃষ্ঠদেশে মালিশ করিতে দিবে। রোগীর অন্নাহার সহ্য হইলে উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান এবং উষ্ণজল পানের ব্যবস্থা করিবে।

অপতন্ত্রক—অপতন্ত্রক বাতব্যাধি ধনুষ্টম্ভের ন্যায় কষ্টপ্রদ। এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগীর জ্ঞানলোপ হয় এবং অতিকষ্টে শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে ও রোগী অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে। অপতন্ত্রকরোগের ন্যায় ধনুষ্টম্ভে তাদৃশ অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হয় না। এই রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস-বাহিনী ধমনী বাতশ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে উহার কার্য্য রুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগী অচেতন হইয়া হস্তপদাদি ক্ষেপণ করে। অতএব প্রথমতঃ জ্ঞানসঞ্চারের জন্য মরিচাদিনস্য বা মহেন্দ্রসূর্য্যরস প্রভৃতি তীক্ষ্ণনস্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। জ্ঞানসঞ্চার হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত বিকারনাশক চতুর্ভুজরস বা বাতকুলান্তক প্রদান করা নিতান্ত প্রয়োজন। আবশ্যক হইলে স্বর্ণকস্তুরী বা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বায়ুর আধিক্য থাকিলে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ১ বার সেবন করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগীর আক্ষেপ এবং মোহ মন্দীভূত হইলে রোগীকে স্বেদপ্রদান ও আক্ষেপক-চিকিৎসোক্ত অন্যান্য কাথ, বটিকা ও রসোনপিণ্ড সেবন করিতে দিবে। ১০।১২ দিন অতীত হইলে অপথ্য প্রদান করিয়া কোষ্ঠশোধক যোগরাজগুগ্গুলু বা বাতারিগুগ্গুলু প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে রোগীকে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা কুব্জ-প্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর মেহ বা অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অপতানক—অপতানক-বাতব্যাধিতে অপতন্ত্রকের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে তীক্ষ্ণনস্য প্রদান করিয়া জ্ঞান-সঞ্চারকরতঃ পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রদান করিবে। দোষের হ্রাস হইলে রোগীকে মাংসযূষসহ অন্নপথ্য প্রদান ও উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন

অবস্থায় পূর্ব্ববৎ তৈলমর্দ্দন ও ঘৃতসেবন আবশ্যক। এই রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে প্রায়শঃ আরোগ্যলাভ করিতে দেখা যায় না; সুতরাং প্রথমাবস্থায় অতি যত্নসহকারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। গর্ভপাত, শোণিতস্রাব বা অভিঘাতজনিত অপতানক-বাতব্যাধি অসাধ্য হইলেও যত্নপূর্ব্বক তাহার চিকিৎসা করা উচিত।

পক্ষাঘাত—প্রমেহ, বহুমূত্র, সূতিকা, উদরাময়, শোণিতস্রাব বা শোণিতবিকৃতি প্রভৃতি নানাকারণে কালক্রমে পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। পক্ষাঘাতরোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সহসা বাতজনিত বিকার উপস্থিত হয়। এইরূপ বিকার লক্ষিত হইলে ও রোগী জ্ঞানরহিত হইলে রোগীকে পূর্ব্ববৎ মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা তুরঙ্গাদিনস্য প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং জ্ঞানসঞ্চার হইলে চতুর্ভুজরস, বাতকুলান্তক, স্বর্ণকস্তুরী বা বাতগজাঙ্কুশ ও রসরাজরস প্রভৃতি ঔষধ পূর্ব্ববৎ প্রদান করিবে। এই অবস্থায় সর্ব্বশরীরে শাম্বনস্বেদ-প্রয়োগ ও মাষবলাদিক্বাথ প্রাতে সেবন করিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। জ্ঞানসঞ্চার হইলে রোগীর যাহাতে পুনরায় জ্ঞানলোপ না হয়, তাদৃশ চিকিৎসা প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। অন্নপথ্য সহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবে চিকিৎসা করিবে। অনন্তর অন্নপথ্য সহ্য হইলে রোগীকে বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ বা বাতনিসূদনরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাতরোগ বেদনারহিত হইলে একেবারে অসাধ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত ঔষধের যথানিয়মে প্রয়োগকালে রোগীকে দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটী পথ্য দিবে। রোগীর জ্বর অনুভূত হইলে বাতনিসূদনরস, বাতগজাঙ্কুশ এবং মহাপিপ্পল্যাদ্যক্বাথ প্রয়োগ করিবে ও তৎসঙ্গে স্নান বন্ধ রাখিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে সপ্তাহে ২।১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু এবং প্রত্যহ প্রাতে রসোনপিণ্ড ও বৈকালে বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ সেবন করাইবে। বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল প্রতিদিন মালিশ করাইয়া উষ্ণজল দ্বারা শরীর ধৌত করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেকস্থানে উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু প্রমেহ, বহুমূত্র, উদরাময় বা সূতিকারোগ প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঔষধ সেবন না করাইয়া বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাতনিসূদনরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে তজ্জন্য যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর দিনে ১ বার মাত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক। বাতের

জন্য সৈন্ধবাদ্যতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল পূর্ব্ববৎ রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে; কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে প্রাতে যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে।

পক্ষাঘাত ২।৩ মাস গত হইলে এবং অবস্থান্তর পরিলক্ষিত না হইলে রোগীকে রসোনাষ্টক, বাতারিগুগ্‌গুলু, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর বিদ্যমান না থাকিলে প্রাতে বৃহৎ বাতারিতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করাইয়া স্নান করাইবে এবং বৈকালে হংসাদিঘৃত ২।১ ঘণ্টা মর্দ্দন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ বা শুক্রক্ষয়বশতঃ শরীর দুর্ব্বল হইলে দুর্ব্বলতানাশক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক; যেহেতু প্রমেহদোষ ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে কোনও ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না।

পক্ষাঘাতরোগ ৬।৭ মাস বা ১ বৎসর অতীত হইলে অথচ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে রোগীর বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থার উপর দৃষ্টি প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগের এইরূপ পুরাতন অবস্থায় শরীরের হ্রাসবৃদ্ধি, জ্বর, মেহ, রক্তদুষ্টি, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, শরীরে স্পর্শজ্ঞানাভাব, রাত্রিতে নিদ্রার অভাব ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক অর্থাৎ ঐসমস্ত লক্ষণ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে। শরীরে পূর্ব্ববৎ মেদভাব বা শরীরের স্থূলতা অনুভূত হইলে রসোনকল্প ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া সেবন করিতে দিবে, অনন্তর দোষের হ্রাস হইলে রসোনাষ্টক সেবন করাইবে; কিন্তু মেহদোষে প্রস্রাবে জ্বালা বা অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে অথবা রোগীর শরীর বাতপিত্তপ্রধান হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। এই অবস্থায় অন্যান্য ঔষধ সেবন ও গাত্রে তৈল বা ঘৃত মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে।

যাহাদের শরীর বাতপিত্তাধিক ও কৃশ, তাহাদের শুক্রস্রাব ও প্রস্রাবে জ্বালা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে অথবা স্ত্রীলোকের সূতিকাদোষবশতঃ পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইলে অতি বিবেচনাপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ কোনও উপকার হয় না। প্রমেহী ও শুক্রক্ষয়াক্রান্ত অথবা বায়ুপিত্তপ্রধান, কৃশ অথচ বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইলে এবং পুরাতন অবস্থায় অন্যান্য ঔষধে বিশেষ উপকার না হইলে মাষবলাদিতৈল বা মহামাষতৈল

মালিশ করিতে দিবে এবং বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত বা অশ্বগন্ধাঘৃত, চতুর্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস সেবন করিতে দিবে।

সূতিকাজনিত পক্ষাঘাতরোগে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে রোগের পুরাতন অবস্থায় মহাকুক্কুটাদ্যতৈল বা মাষবলাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল বা হংসাদিঘৃত মালিশ করিলেও উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু বাতপিত্তাধিক শরীরে, বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে তৈলপ্রয়োগই প্রশস্ত। সূতিকাদোষ-জনিত পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য হইলেও সূতিকারোগে জ্বরাদি দোষ হইতে যে পক্ষাঘাত হয়, তাহা অসাধ্য নহে। প্রসবান্তে অত্যধিক রক্তঃস্রাবাদি দোষে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পক্ষাঘাত হইলে সেই পক্ষাঘাতই অসাধ্য। শোণিতস্রাব বা গর্ভপাতজনিত পক্ষাঘাতে আক্রান্তা রোগিণীর শরীর সবল হইলে অনেকস্থলে তাহার রোগ সাধ্য হয়। বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষাঘাত কোনমতেই একেবারে প্রশমিত হয় না, ঐ পক্ষাঘাতই উহাদের প্রাণনাশক হয়। পুরুষের ষাটবৎসর অতীত হইলে এবং স্ত্রীলোকের ৪০ বৎসর অতীত হইলে পক্ষাঘাতরোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না; কিন্তু শরীর সবল হইলে আবার কখন কখন আরোগ্য হইতেও দেখা যায়। পক্ষাঘাত-রোগে শরীরের ঊর্দ্ধভাগ বা নিম্নভাগ আক্রান্ত হইলে রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়।

সর্ব্বাঙ্গবাত—সর্ব্বাঙ্গবাতে সন্ধিতে বেদনা ও ভঙ্গবৎ পীড়া অনুভূত হয় এবং রোগী ক্রমশঃ কার্য্যাক্ষম হয়। সর্ব্বাঙ্গবাতের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপদ্রব না থাকিলে শাল্বনস্বেদ বা শঙ্করস্বেদ প্রদান করিবে, কিন্তু সন্ধিস্থানে বেদনা অধিক হইলে বাতাধিক, কৃশ ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে। প্রথমাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগ যেরূপ আবশ্যক, বাতনাশক বাতগজাঙ্কুশ, রসো-নাইক, বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু, আমবাতারিবটিকা, রাস্নাদশমূল বা মহা-রাস্নাদিকাথ প্রয়োগ করাও সেইরূপ আবশ্যক। জ্বর থাকিলে তজ্জন্য বাত-বিধ্বংসনরস ও মহাপিপ্পল্যাদ্যকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় মধ্যাহ্নে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটি, মাংসযূষ বা মুদ্গযূষ ও রাত্রিতে যবমণ্ড (বার্লি) সেবন করিতে দিবে। অনন্তর এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা বেদনা হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া আসিলে রোগীকে দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটি আহার করিবার

ব্যবস্থা করিবে। এইসময়ে রসোনাষ্টক, বাতগজাঙ্কুশ বা আমবাতারিবটিকা প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান এবং পূর্ব্ববৎ স্বেদপ্রদান করা আবশ্যক। কারণ এইসকল ঔষধে প্রত্যহ ২।১ বার কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বেদনা আপনিই হ্রাস পাইতে থাকে।

অনন্তর বেদনা হ্রাস পাইলে রোগীর সর্ব্বশরীরে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা স্বল্পপ্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং রসোনপিণ্ড বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করাইবে। বাতাধিক্য-অবস্থায় বৃহৎ বাত-গজাঙ্কুশ বা বাতনিস্থদনরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকিলে ও রোগী তীক্ষ্ণবিরেচনযোগ্য বিবেচিত হইলে সিংহনাদগুগ্‌গুলু সপ্তাহে ২।১ বার সেবন এবং পূর্ব্বনিয়মে প্রত্যহ অন্যান্য ঔষধ সেবন করাইবে। প্রতিদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ অথবা বৃহৎ চিন্তামণি বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি বাতপিত্তাধিক্যে সেবন ও বৃহৎ বাতারিতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। রোগীর প্রমেহ, বহুমূত্র বা অন্য কোন রোগ বিদ্যমান থাকিলে তজ্জন্য ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপভাবে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে রোগী মুক্তিলাভ করিতে পারে। পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরে যে দোষ প্রবল থাকে, তদনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হনুগ্রহ—হনুগ্রহরোগে রোগী অতিকষ্টে চর্ব্বণ করিতে ও কথা বলিতে পারে। কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিবার সময় এই রোগ সহসা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। রোগী পূর্ব্বে ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারে না; এমন কি, হাসিতে-হাসিতে এই উৎকট রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগীর দন্ত-কপাট বন্ধ হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র নস্য প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে উপকার হয়, তৎপরে নারদীয়মহালক্ষ্মী-বিলাস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে; অথবা রোগীর উর্দ্ধ এবং অধোহনুতে প্রসারণীতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল, ত্রিশতী-প্রসারণীতৈল বা বৃহৎ মাষতৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে ও উর্দ্ধহনুকে উর্দ্ধদিকে এবং অধোহনুকে নিম্নদিকে বিস্তৃত করিবে। তৎপরে পিপুল ও আদা সমভাগে বাটিয়া উষ্ণজলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে; ইহা দ্বারা দোষের

লাঘব হইলে স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস বা রসোনাষ্টক প্রয়োগ করিবে অথবা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া দশমূলক্বাথ সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে ঔষধ সেবন করাইলে দোষ অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ দোষের হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে অন্নাহার না করাইয়া লঘুপথ্য সেবন করিতে দিবে ও প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করিবে। ৩।৪ সপ্তাহ অতীত হইলে বাতপিত্তাধিক রোগীর মস্তকে ও হনুদেশে প্রসারণী-তৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে। অবস্থা-বিশেষে ষড়্‌বিন্দুতৈল দ্বারা নস্য প্রদান করা যায়; কিন্তু নস্যপ্রয়োগ সমস্ত অবস্থায় কর্ত্তব্য নহে। রোগ পুরাতন হইলে পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল মর্দ্দন ও চিন্তামণি বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইলে মধ্যমনারায়ণতৈল মাথায় মালিশের ব্যবস্থা করিবে। অপরাহ্নে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃতের সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিরেচনার্থ অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয় না।

মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদ্গদতা—মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদ্গদতারোগে কুপিতবায়ু শব্দবাহিনী শিরাসকলকে আচ্ছাদিত করিয়া ঐ-সকল রোগ উৎপাদন করে। রোগের প্রথমাবস্থায় মরিচাদিনস্য বা সৈন্ধবাদি-নস্য প্রয়োগ করিবে; যেহেতু নস্যদ্বারা শব্দবাহিনী শিরাসকল সংশোধিত হয়, ইহা অনেকস্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। তদনন্তর নস্যপ্রয়োগ দ্বারা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) সেবন করিতে দিবে। রোগীকে স্নিগ্ধদ্রব্যাদি সেবন ও মাথায় তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে না। দোষ প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে এরূপ লঘুপথ্য অর্থাৎ দুগ্ধসহযোগে যবমণ্ড (বার্লি) বা সাগু সেবন করিতে দিবে। দেশ, কাল, বয়স ও রোগীর অবস্থানুসারে বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে প্রথমাবস্থায় উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা মাথা ধৌত করান উচিত এবং ২।৩ দিন পরে দোষের লঘুতা বিবেচনা করিয়া মাথায় ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল মর্দ্দন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রথমাবস্থায় বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা ভিন্ন এরূপ ব্যবস্থা কুত্রাপি সমীচীন নহে। সাধারণতঃ রোগের পুরাতন অবস্থায়ই এইরূপ ঔষধ প্রদান

করা যুক্তিযুক্ত। নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন এবং কল্যাণলেহ বা রসোনপিণ্ড সেবন করিতে দিবে। এইসমস্ত ঔষধ দ্বারা বাক্যের জড়তার লাঘব হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) এবং স্বল্প-ছাগলাদ্যঘৃত, সারস্বতঘৃত বা নকুলাদ্যঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ু ও পিত্তাধিক শরীরে নকুলাদ্যঘৃত বা ছাগলাদ্যঘৃত এবং বাতশ্লেষ্মপ্রবল অবস্থায় সারস্বতঘৃত বা স্বল্পছাগলাদ্যঘৃত প্রয়োগ করিবে। ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল অবস্থাভেদে স্নানের পূর্ব্বে মর্দ্দন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যহ উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে রোগীকে স্নান করান আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত বাক্যের জড়তা দূরীভূত না হয়, তাবৎ এই নিয়মে ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে।

অর্দ্দিত—অর্দ্দিতরোগ অতি কঠিন। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। রোগারম্ভে দোষের বলাবল নিরূপণ করিয়া মরিচাদিনস্য বা ভৃঙ্গরাজাদিনস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নস্যপ্রয়োগকালে বমন হইলেও তাহাতে রোগের অনেক লাঘব হয়। প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র নস্যপ্রয়োগ দ্বারা দোষের লাঘব হয় মাত্র, কিন্তু রোগ একেবারে দূরীভূত হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় সেবনের জন্য বৃহৎ নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) বা মাষবলাদিকাথ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক ব্যক্তির শ্লেষ্মা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেই দশমূলাদ্যঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত অথবা নকুলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত বটিকা ও কাথ প্রয়োগ করিবে। অধিকন্তু তৎসহযোগে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা আবশ্যক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে যোগরাজগুগ্‌গুলু অথবা এরণ্ডতৈল-প্রক্ষেপে রাস্নাদশমূলকাথ সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্নে অন্ন এবং রাত্রিতে দুগ্ধসহ রুটির ব্যবস্থা করিবে। রোগী চর্ব্বণ করিতে অক্ষম হইলে দুগ্ধসহযোগে যবমণ্ড বা সাগু দেওয়া যাইতে পারে। শ্লেষ্মার হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত তৈলমর্দ্দন বা শীতল জলে স্নান করিতে দিবে না। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধসেবন দ্বারা শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে মস্তকে পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা বৃহৎ

মাষতৈল অবস্থাবিশেষে মর্দ্দন ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে পূর্ব্বোক্ত তৈল এবং ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত বা দশমূলঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে এবং বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে ষড়্‌বিন্দুতৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে।

মন্যাস্তম্ভ—মন্যাস্তম্ভের প্রথমাবস্থায় গ্রীবাদেশে প্রবল বেদনা থাকিলে শঙ্করস্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কুক্কুটের ডিম্বের দ্রবাংশ লবণ ও পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করতঃ মর্দ্দন করিতে দিবে অথবা পুরাতন ঘৃত মর্দ্দনপূর্ব্বক আকন্দপাতা বা এরণ্ডপত্র তদুপরি স্থাপিত করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। এই অবস্থায় সেবনের জন্য বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাত-গজাঙ্কুশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। স্বেদপ্রদান এবং ঔষধসেবন দ্বারা গ্রীবাদেশস্থিত বেদনা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। রোগীর জ্বরভাব লক্ষিত হইলে বাতগজাঙ্কুশ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; উহা দ্বারা জ্বর ও বাত উভয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আমবাতারিবটিকা বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য এই অবস্থায় প্রয়োগ করা আবশ্যক। ঐসকল ঔষধ দ্বারা দোষের হ্রাস এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগ সহজে দূরীভূত হয়। রোগের প্রবলাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত বটিকা এবং ভেদক ঔষধ অর্থাৎ আমবাতারিবটিকা ও যোগরাজ-গুগ্‌গুলু উভয়ই সেবন করিতে দিবে। মন্যাস্তম্ভরোগে অবস্থাবিশেষে রসোনাষ্টক বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড রোগীকে সেবন করাইলে এবং গ্রীবায় বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল মর্দ্দন করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির পক্ষে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি সেবন ও ঐসমস্ত তৈলমর্দ্দন উভয়ই প্রযোজ্য। রোগের প্রথমাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও মাথায় তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। জ্বরভাব লক্ষিত হইলে বা বেদনার আধিক্য থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটি বা যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি সেবন করিতে দিবে। বেদনা না থাকিলে ও শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রে রুটি খাইতে দিবে। পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল হইলে রোগীকে দুই বেলায় অন্ন-পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। সহ্য হইলে মাথায় তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করাইবে।

বাহুশোষ—বাহুশোষ-বাতব্যাধিতে স্কন্ধদেশস্থ বায়ু স্কন্ধের বন্ধনকে শোষণ করে এবং অসংবন্ধনীর শুষ্কতাহেতু বাহুশোষরোগ প্রকাশ পায়। ঐ রোগে বেদনা থাকে এবং ঐ বেদনা সময়-সময় প্রবল হয় ও সময়-সময় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, আবার অবস্থাবিশেষে একেবারে লোপ পায়। বেদনা লোপ পাইলে বাহুর স্পর্শশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে হ্রাস পাইতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা থাকিলে বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ ও ব্যাধিস্থানে শঙ্করস্বেদ প্রদান করিবে। ধুস্তুরাপাতা বা আকন্দপাতা হস্তে বেষ্টন করিয়া স্বেদ-প্রয়োগ ও পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। রোগীর জ্বরভাব থাকিলে বাতগজাঙ্কুশ, বাতগজকেশরী বা বাতনিসূদন ও মহাপিপ্পল্যাদ্যকাথ এবং অবস্থাবিশেষে রাস্নাসপ্তক বা মহারাস্নাদিকাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে রাস্নাদশমূল-কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে এবং অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটি, যবমণ্ড প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসায় বেদনা অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হইলে মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে আটার রুটি খাইতে দিবে। এই অবস্থায় হস্তে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল মালিশ এবং বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, রসোনপিণ্ড বা বাতারিগুগ্‌গুলু প্রভৃতি অবস্থাভেদে সেবন করাইবে। ফলতঃ যাহাতে প্রত্যহ ২।৩ বার কোষ্ঠপরিষ্কার হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। উল্লিখিত ঔষধে দাস্ত না হইলে যোগরাজ-গুগ্‌গুলু বা আমবাতবটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। বাতাধিক ও বৃদ্ধ-ব্যক্তিকে বৃহৎ মাষতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ক্ষীণ ও বৃদ্ধব্যক্তিকে আবশ্যক হইলে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু বায়ুর প্রকোপবশতঃ হাত শুষ্ক হইলে পূর্ব্বাহ্ণে পূর্ব্বোক্ত তৈল ও অপরাহ্ণে হংসাদিঘৃত বাহুতে মর্দ্দন করিতে দিবে, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। এইসময় অশ্বগন্ধাঘৃত সেবন করাইলে আরও উপকার পাওয়া যায়। এই অবস্থায় রোগীর মাথায় তৈলমর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল শীতল করতঃ সেই জলে রোগীকে স্নান করাইবে ও পুষ্টিকরদ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

অববাহুক—অববাহুক-বাতব্যাধির প্রথমাবস্থায় পূর্ব্ববৎ শঙ্করস্বেদ এবং অবস্থাবিশেষে অন্যান্য স্নিগ্ধস্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এই রোগে বালুকা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা রুক্ষস্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বাবস্থায় স্নিগ্ধস্বেদ

প্রয়োগ করা বিধেয়। বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে বাতগজাঙ্কুশ, বাতারিগুগ্‌গুলু বা রসোনাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মাষবলাদিকাথ অবস্থা-বিশেষে প্রাতে একবারমাত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রত্যহ আমবাতারিগুগ্‌গুলু বা যোগরাজগুগ্‌গুলু সেবন করাইলে ২।৩ বার দাস্ত হইয়া বিশেষ উপকার হয়। এইরূপভাবে চিকিৎসা করিয়া উপকার লক্ষিত হইলে ২।৩ সপ্তাহ পরে রসোনপিণ্ড, বাতনিস্থদনরস বা বৃহৎ বাত-গজাঙ্কুশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে যোগরাজগুগ্‌গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু এবং বাতগজকেশরী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে প্রাতে কুব্জপ্রসারণীতৈল, বৃহৎ বাতারিতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল ও অপরাহ্নে হংসাদিঘৃত মর্দ্দন করিতে দিবে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে মাষতৈল, মহামাষতৈল বা মাষবলাদিতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বা কৃশ হইলে অশ্বগন্ধাঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য। স্বল্পছাগলাদ্যঘৃত প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণি অপরাহ্নে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং পূর্ব্বোক্ত তৈল অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করা উচিত। নূতনাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও গাত্রে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। দুগ্ধ অল্পপরিমাণে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

বিশ্বচী—বিশ্বচীরোগ উৎপন্ন হইলে বাহুর আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি ক্রিয়া একেবারে লোপ পায়। এই রোগ কাহারও একবাহুতে, কাহারও বা দুই বাহুতেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই রোগে অববাহুকরোগের ন্যায় ক্বাথ এবং প্রয়োজন হইলে স্বেদপ্রয়োগ করিবে। সর্ব্বাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না। রাস্নাদশমূলক্বাথ বা রাস্নাসপ্তকক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। বাতশ্লেষ্মাধিক শরীরে বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ, স্বল্পরসোনপিণ্ড বা রসোনাষ্টক প্রয়োগ করা আবশ্যক। জ্বর ও গাত্রবেদনার হ্রাস না হইলে বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ বা বাতনিস্থদন প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং স্নান ও তৈলমর্দ্দন বন্ধ করিবে। বিজ্বরাবস্থায় রোগস্থানে পুরাতন এরণ্ডতৈল মর্দ্দন করাইয়া উষ্ণজল দ্বারা ঐ স্থান ধৌত করাইবে। এই নিয়মে ঔষধ-প্রয়োগে রোগ অনেকাংশে হ্রাস পাইলে রোগীকে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল মালিশ এবং বিরেচনার্থ যোগরাজগুগ্‌গুলু

বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। হস্তে বেদনা বা ভারবোধ হইলে বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাতারিগুগ্‌গুলু, বাতগজকেশরী বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ বাতপিত্তাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় প্রাতে বৃহৎ বাতারিতৈল, মহামাষতৈল, মাষবলাদি-তৈল প্রভৃতির মধ্যে যে-কোনও একটি এবং বৈকালে হংসাদিঘৃত রোগীকে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগীর শরীর বায়ু বা পিত্তাধিক হইলে অশ্বগন্ধাঘৃত বা স্বল্পছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে, উহার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে সমধিক উপকার হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া আটা বা সুজির রুটি এবং পুরাতন অবস্থায় মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধ ও রুটি খাইতে দিবে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকেও ঐরূপ পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

গৃধ্রসী—গৃধ্রসীরোগে কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতম্বদেশকে আশ্রয় করে, পরে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় নিতম্বস্থানে বেদনা ও স্তব্ধতা প্রতীয়মান হয়, সুতরাং রোগীকে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ অর্থাৎ রাস্নাসপ্তক বা রাস্নাদশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া উপর্য্যুপরি সপ্তাহকাল সেবন করিতে দিবে এবং বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। গৃধ্রসীরোগে বায়ু এবং অবস্থাভেদে শ্লেষ্মসংযুক্ত বায়ু প্রকুপিত হয়। কেবলমাত্র বায়ু প্রকুপিত হইলে পথ্যাদিগুগ্‌গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু সেবন করাইলে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ু প্রকুপিত হইলে আভাদ্যচূর্ণ, পুনর্ণবাদিচূর্ণ, অজমোদাদি-বটক, বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু বা অবস্থাবিশেষে রসোনাষ্টক অথবা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে বৈকালে রসোনপিণ্ড, রসোনাষ্টক বা আমবাতারিবটিকা প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে পথ্যাদি গুগ্‌গুলু, বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বাতারিগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে এবং বেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল বা নকুলাদ্যতৈল মর্দ্দন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত

কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ ও বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাতনিসূদনরস অথবা বাতগজ-কেশরী পূর্ব্ববৎ রোগীকে দোষভেদে প্রয়োগ করিবে। এইসমস্ত ঔষধ ও তৈল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে প্রায়শঃ অন্য কোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না। বায়ুপ্রধান বা ক্ষীণব্যক্তির অনেকদিন হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রাতে মহামাষ বা বৃহৎ মাষতৈল ও বৈকালে হংসাদিঘৃত মর্দ্দন এবং অপরাহ্ণে অশ্বগন্ধাঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে। ঐ ঘৃত দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য অন্য কোন ঔষধ সেবন করিবার আবশ্যকতা হয় না।

খঞ্জতা ও পঙ্গুতা—কটিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে একটি উরুর মহাস্নায়ুসমূহের আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে রোগী খোঁড়া হইয়া থাকে, ইহাকে খঞ্জতা কহে। দুইটি উরুর মহাস্নায়ুসমূহের আক্ষেপ হইলে রোগী একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হয়, ইহাকে পঙ্গুতা কহে। এই দুইটি একই জাতীয় রোগ, সুতরাং একই ঔষধে আরোগ্য হইতে পারে। খঞ্জ এবং পঙ্গুরোগের প্রথমাবস্থায় শঙ্করস্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং রাস্নাসপ্তক বা রাস্নাদশমূলক্কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে যোগরাজগুগ্‌গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু, সিংহনাদগুগ্‌গুলু, বৃহৎ সিংহ-নাদগুগ্‌গুলু বা বাতারিগুগ্‌গুলু প্রভৃতি রেচক ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ফলতঃ রোগীর যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে এবং বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে আমবাতারিবটিকা, রসোনাষ্টক, রসোনপিণ্ড বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রত্যহ সেবন করাইবে। এইরূপভাবে স্বেদ এবং ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল, বৃহৎ বাতারিতৈল বা নকুলাদ্যতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত বটিকা ও গুগ্‌গুলুসংযুক্ত ঔষধ পূর্ব্ববৎ সেবন করাইবে। রোগ কঠিন হইলে অপরাহ্ণে হংসাদিঘৃত মর্দ্দন করা আবশ্যক। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতাধিক দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অশ্বগন্ধাঘৃত বা স্বল্পছাগলাদ্যঘৃত প্রত্যহ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন এবং মহামাষতৈল, বৃহৎ মাষতৈল বা মাষবলাদিতৈল মালিশ করিতে দিবে।

অনেকস্থানে রোগ পুরাতন হইলেও নূতনাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক ঐসমস্ত তৈল প্রয়োগ করিবে। উপদংশদোষে অনেকস্থলে রক্ত নিস্তেজ হওয়ায় খঞ্জতা বা পঙ্গুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে; ঐ অবস্থায় অন্য কোনও ঔষধ সেবন না করাইয়া প্রথমতঃ শারিবাদ্যবলেহ ও অমৃতাদ্যঘৃত বা অনন্তাদ্যঘৃত ক্রমশঃ ২।৩ মাস উপর্য্যুপরি সেবন করাইবে। উহার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐ ঔষধ-সেবনান্তে পূর্ব্বোক্ত তৈল অবস্থাভেদে মালিশ করিতে দিবে। উপদংশজনিত বাতরোগ পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রক্তশোধক ঔষধ মল্লসিন্দূর সেবন এবং ঋতুবিশেষে গাত্রে তৈলমর্দ্দন করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে অন্নাহার বন্ধ করিয়া আটা, ময়দা, সুজীর রুটি ভক্ষণ করিতে দিবে। বাতাধিক কৃশব্যক্তিকে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন এবং রাত্রিতে রুটি ব্যবস্থা করিবে। রোগীর জ্বর থাকিলে অন্নাহার একেবারে বন্ধ করিবে। পুরাতন অবস্থায় স্নান ও অন্নাহারের ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর সহ্য হইলে রাত্রিতে দুগ্ধ ও রুটি খাইতে দিবে।

কলায়খঞ্জ—কলায়খঞ্জরোগীর গমনকালে শরীর কম্পিত হয়। এই রোগের ও পূর্ব্বোল্লিখিত খঞ্জরোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে, বিশেষতঃ এই রোগ একটু পুরাতন হইলে রোগীকে অশ্বগন্ধাঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে এবং খঞ্জরোগের ন্যায় পথ্যপ্রদান, স্নান ও তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। উপদংশ হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে পূর্ব্ববৎ ঘৃতসেবন ও তৈলমালিশ করিতে দিবে। এই রোগে পুরাতন অবস্থায় মস্তকে মধ্যমনারায়ণ, ত্রিশতীপ্রসারণী বা পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষ—ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে জানুর মধ্যভাগ শোথে পরিপূর্ণ হয় এবং ঐ স্থান শৃগালের মাথার ন্যায় দৃষ্ট হয়; এইজন্যই উহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ বা শিবামুণ্ড কহে। রোগের প্রবলাবস্থায় জানুর নিম্ন ও উর্দ্ধভাগ ক্রমশঃ সরু হইতে থাকে। বায়ু দ্বারা ঐ স্থানের রক্তের ক্রিয়া রুদ্ধ ও কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে; এইজন্যই রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শরীর সবল থাকিলে ও তীক্ষ্ণ-বিরেচক ঔষধ সহ্য হইলে রোগীকে

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু সপ্তাহে ২।৩ দিন সেবন করিতে দিবে। উহা দ্বারা বিরেচন হইলে অনেক উপকার হয়। অবস্থাভেদে শোথ প্রবল হইলে জলৌকা দ্বারা বা যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণে যাহাতে শিরাচ্ছেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর রোগীকে প্রতিদিন পথ্যাদিগুগ্গুলু, শিবাগুগ্গুলু বা বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু, পুনর্নবাগুগ্গুলু বা অমৃতাদিগুগ্গুলু অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই-সমস্ত ঔষধের প্রয়োগে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। জানুর শোথ অর্থাৎ ফুলা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, আভাদ্যচূর্ণ, পুনর্নবাদ্যচূর্ণ, অজমোদাদিবটক প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রাতে আভাদ্যচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ-সহযোগে রাস্নাদশমূলক্বাথ অথবা মহারাস্নাদিক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ঐ দুইটি ক্বাথের সহিত আভাদ্যচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ প্রয়োগ করিলে পৃথগ্রূপে ঐ সকল চূর্ণ সেবন করাইবার প্রয়োজন হয় না। এই নিয়মে চিকিৎসা দ্বারা শোথ হ্রাস পাইলে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল হাঁটুতে মর্দ্দন করিতে দিবে। যেপর্য্যন্ত জানুস্থিত শোথ ও বেদনা একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ তৈলমর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে বাতরাজতৈল বা বাসারুদ্র-তৈল মর্দ্দন ও প্রত্যহ প্রাতে বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু বা শিবাগুগ্গুলু সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় প্রাতে অন্নাহার ও রাত্রে গমের রুটি বা সুজির রুটি ভোজন করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটি পথ্য দিবে। জ্বর অধিক থাকিলে বার্লি বা সাগু পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ প্রদান করিবে না। রোগ পুরাতন হইলে নির্জ্জল দুগ্ধ অল্পমাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে মাংসযূষ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

খল্লী—খল্লী (খাল) উৎপন্ন হইলে পাদ, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের শিরায় মোচড় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ অনেকস্থানে রসরক্তাদি ধাতুর স্রাববশতঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; এইজন্য বিসূচিকারোগে এবং প্রসূতির বায়ুর আধিক্যবশতঃ কোন-কোনস্থলে এই খালধরা প্রকাশ পায়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ দার্ব্বাদিমর্দ্দন বা কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন প্রয়োগ করিবে অথবা কুষ্ঠাদ্যতৈল বা দার্ব্বাদিতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু বা যোগরাজগুগ্গুলু এবং বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ বা বাত-

নিসূদনরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা খালধরা হ্রাস পাইয়া থাকে। সূতিকাশ্রিত বা রসরক্তাদির ক্ষয়বশতঃ খল্লীরোগের প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠাদ্যতৈল বা দার্ব্বাদিতৈল মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে বলাশৈরেয়তৈল, বলাতৈল, হংসাদিঘৃত, মহাকুক্কুটমাংসতৈল, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা মহামাষতৈল মালিশ এবং শরীর অতি দুর্ব্বল হইলে অশ্বগন্ধাঘৃত অথবা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। সূতিকাদোষে এই রোগ উৎপন্ন হইলে সূতিকারোগের চিকিৎসানুসারে তৈলপ্রয়োগ দ্বারাও অনেক উপকার হয়।

বাতকণ্টক—বাতকণ্টকরোগে গুল্‌ফ অর্থাৎ গোড়ালিতে বেদনা অধিক হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী অতিকষ্টে গমনাগমন করে। প্রথমাবস্থায় রোগীর বেদনাস্থানে স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধতা বা দাস্ত স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকিলে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে গোড়ালিতে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা বিজয়ভৈরবতৈল মালিশ করিতে দিবে; কিন্তু রোগীর উদরাময় থাকিলে রসোনপিণ্ড না দিয়া রামবাণরস, রাজবল্লভরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা করা কর্ত্তব্য। উদরাময়াক্রান্ত রোগীকে ঐসমস্ত ঔষধের সঙ্গে অলম্বুষাদ্যচূর্ণ বা আভাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করাইলে আরও ভাল হয়। উহা দ্বারা উদরাময় ও বেদনা উভয়ই নিবৃত্ত হয়। উদরাময় নিবৃত্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত রসোনপিণ্ড সেবন করান যাইতে পারে। বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহাবিজয়-ভৈরবতৈল প্রয়োগ করিলে সকল অবস্থায়ই উপকার সাধিত হয়। রোগ পুরাতন এবং শিরা সঙ্কুচিত হইলে যখন গোড়ালির বেদনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসে, তখন কেবলমাত্র রসোনতৈল, মূলকাদ্যতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, মহাবিজয়ভৈরব বা বাতরাজতৈল মালিশ করান যাইতে পারে। বৃদ্ধব্যক্তির পুরাতনরোগে মহামাষতৈল বা সপ্তপ্রস্থমাষতৈল প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্নে অন্নাহার ও রাত্রিতে গমের রুটি ভক্ষণ এবং উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে দিবে। কোনও শীতল দ্রব্য সেবন করাইবে না। দুগ্ধ, দধি ও অম্লদ্রব্য সেবন করা একেবারে নিষিদ্ধ। পুরাতন অবস্থায় সহ্য হইলে অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্ন বা লুচি খাইতে দিবে।

পাদদাহ—বায়ু ও পিত্ত রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে পাদদেশে দাহ জন্মাইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় নাগকেশরের কাঁটা পেষণপূর্ব্বক শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদদেশে লেপন এবং দশমূলক্কাথ দ্বারা পাদদেশ ধৌত করিবে অথবা মসূরডাল পেষণপূর্ব্বক জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পদে লেপন করিবে অথবা কেবলমাত্র ননী বা মাখন পায়ে লেপন করিয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিবে। এইসমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পায়ের দাহ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনন্তর রোগীকে গুড়ূচ্যাদিলৌহ বা অমৃতাদিগুগ্গুলু প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে গুড়ূচ্যাদিঘৃত সেবন এবং গুড়ূচ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি-তৈল পাদদেশে মালিশ করিতে দিবে। এই রোগে দূরস্থানে গমনাগমন ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করান উচিত নহে।

পাদহর্ষ—এই রোগ উৎপন্ন হইলে পাদদেশের স্পর্শশক্তির হ্রাস হয় ও পা ঝিন্‌ঝিন্ করিতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাতারিগুগ্গুলু বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। পুরাতন হইলে অথবা বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, কুব্জপ্রসারণী-তৈল অথবা হংসাদিঘৃত মর্দ্দন করা অতি উপকারী। বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রয়োগ করিলেও অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু তৈল এবং ঘৃত প্রয়োগ করিলেও বাতনাশক আভ্যন্তরিক ঔষধসমূহ অবস্থাবিশেষে সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রমেহ বা অন্যান্য রোগে শরীর অত্যধিক দুর্ব্বল হইলে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অবশ্য সেবন করিতে দিবে।

তূণী—তূণীরোগকে পাশ্চাত্যমতে Renal colicএর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইহাতে তৃণপঞ্চমূল প্রভৃতি মূত্রকারক ঔষধ ও যবক্ষার ৩ রতি ও হিং ১ রতি ঘৃতসহ বা উষ্ণজলসহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই রোগে পক্বাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া অধোদেশে গমনপূর্ব্বক মলদ্বারে বা জননেন্দ্রিয়ে রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে অগ্নিবর্দ্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অজমোদাদিবটক, বৈশ্বানরচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদিক্কাথ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং স্বল্পপ্রসারণীতৈল দ্বারা অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে। এইরূপ চিকিৎসায় কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে তূণী-

রোগ অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনন্তর রোগ পুরাতন হইলে চিন্তামণি বা চতুর্মুখরস এবং ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। ঘৃতসেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগের অনেক লাঘব হয়। এই রোগ অনেকস্থলে কিছুদিন নিবৃত্ত থাকিয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; সুতরাং যে পর্য্যন্ত রোগ সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় অগ্ন্যুদ্দীপক পথ্য প্রদান করিবে। দধি, অম্ল ও শীতল দ্রব্য কখনও প্রদান করিবে না।

প্রতিতূণী—এই রোগে মলদ্বার হইতে বেদনা প্রতিলোমভাবে উর্দ্ধে পক্বাশয়াভিমুখে গমন করিয়া থাকে। প্রতিতূণীরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে জ্বরবিকারোক্ত পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, অজমোদাদিবটক বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এরূপ ঔষধ ও ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা অন্যান্য তৈল দ্বারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। চিন্তামণি বা চতুর্মুখরস পুরাতন অবস্থায় সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। তূণী ও প্রতিতূণীরোগে একরূপ পথ্য প্রদান করিবে।

ত্রিকশূল—এই রোগে ত্রিকস্থানে প্রবল বেদনা হয়। প্রথমাবস্থায় বেদনা হইলে বালুকা গরম করিয়া অথবা বনঘুঁটিয়ার অগ্নিতে কাপড়ের পুঁটলী গরম করিয়া স্বেদপ্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎসঙ্গে ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু, যোগরাজগুগ্‌গুলু, অজমোদাদিবটক অথবা বৈশ্বানরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে সৈন্ধবাদ্যতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহাবিজয়ভৈরবতৈল মালিশ করিয়া স্বেদপ্রদান করা উচিত।

বাতাষ্ঠীলা—এই রোগে নাভির অধোভাগে গোল পাষাণখণ্ডবৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া মল ও মূত্ররোধ করিয়া থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বচাদিচূর্ণ (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই-সকল ঔষধের সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর উদরে তারপিনতৈল বা অন্যান্য বাতঘ্নতৈল মাখাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে রোগীকে বসাইবে এবং অবস্থাভেদে পিচ্‌কারী প্রয়োগ

করিবে। বেদনা নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐসমস্ত চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত। বাতাষ্ঠীলারোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এই রোগ কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিয়া আহারের অনিয়মে পুনরায় প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গুল্মরোগোক্ত এবং আনাহরোগোক্ত কাঙ্কায়নগুড়িকা, হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিলে বাতাষ্ঠীলা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। এই রোগে দাস্ত বদ্ধ হইলে হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে ঘৃতসেবন ও তৈল-মালিশ দ্বারা অনেক উপকার হয়। ইহাতে রোগীকে সর্ব্বদা লঘুপাক অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যষ্ঠীলা—বাতাষ্ঠীলা যদ্যপি বেদনাযুক্ত হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হয় এবং রোগীর অধোবায়ু, মল ও মূত্র অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে। এই রোগের চিকিৎসাবিধি বাতাষ্ঠীলার ন্যায়। ইহাতে অতি কষ্ট-দায়ক বেদনা হয়। হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বচাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিলে অনেকাংশে ঐ বেদনার লাঘব হইয়া থাকে। এই রোগে মল ও মূত্র অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বেদনা কোনমতে হ্রাস পায় না। এমতাবস্থায় মলপ্রবর্ত্তক হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি এবং মূত্রকারক বটপত্রীপ্রলেপ বা বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রবলাবস্থায় বর্ত্তি ও প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া ঐসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও ঘৃতের প্রয়োগ দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে। এই রোগে লঘুপথ্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধবাত—এই রোগে নাভিস্থিত সমানবায়ুর অধোগমন-ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় উদ্গার উত্থিত হইয়া থাকে এবং এই উদ্গারই হিক্কার ন্যায় পুনঃপুনঃ প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্ন্যুদ্দীপক অথচ মৃদু-বিরেচক হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই বিরেচক ঔষধ সেবন করিলেই রোগী আশু উপকার বোধ করে। এই সঙ্গে বায়ুর অনুলোমক চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীর অত্যন্ত কৃশতা ও বায়ুর আধিক্য প্রকাশ পাইলে পুষ্টিকর এবং বাতঘ্ন পথ্য ও ঔষধ প্রদান করিবে। এইরূপ অবস্থায় ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ

ছাগলাদ্যঘৃত অতি উপকারী। যেসকল দ্রব্যে কোষ্ঠ বদ্ধ হইতে পারে, এরূপ দ্রব্য সেবন করা নিতান্ত গর্হিত। রোগীর উদরে বিষ্ণুতৈল বা মধ্যম-বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। এই রোগ সামান্য ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, সুতরাং যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করা আবশ্যক।

আধ্মান—আধ্মান পক্বাশয়গত বায়ুর কার্য্য। আধ্মানের সঙ্গে অন্যান্য উপদ্রবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিসূচিকা, অলসক, বিলম্বিকা, ত্রিদোষজ্বর ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে সচরাচর আধ্মান প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আধ্মান উপস্থিত হইলে মল ও মূত্র রুদ্ধ হয়। রোগ প্রকাশ পাইলে অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ এবং উদরে তারপিণতৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। রোগ প্রবল হইলে মলদ্বারে ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোনস্থলে উদরে দারুষট্‌কপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ, কোনও স্থলে অবস্থা-বিশেষে উভয়বিধ প্রলেপ ও বস্তিপ্রয়োগ, আবার কোন স্থলে চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ও সবল শরীরে মৃদুরেচক বা তীক্ষ্ণ-বিরেচক নারাচচূর্ণ বা মহানারাচচূর্ণ আধ্মানে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ আধ্মানে অগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যখন বায়ুর প্রবলতাবশতঃ আধ্মান প্রবল হয় এবং জ্বরাদি বিদ্যমান থাকে, তখন উহা বাতব্যাধি-নামেই অভিহিত হয়। এইরূপ অবস্থায়ও দারুষট্‌ক-প্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ এবং উদরে তারপিণতৈল বা অন্য বাতঘ্নতৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। রোগ কঠিন হইলে অবস্থানুসারে বর্ত্তিপ্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নারাচচূর্ণ বা মহানারাচচূর্ণ প্রভৃতি বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ দ্বারা দাস্ত হইলে রোগীকে লঘুপাক পথ্য প্রদান এবং প্রত্যহ হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণি প্রভৃতি অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় অগ্ন্যুদ্দীপনার্থ হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখচূর্ণ এবং কেবলমাত্র বায়ু বা বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় যাবৎ ক্ষুধাবোধ না হয়, তাবৎ লঙ্ঘন প্রদান করিবে। অনন্তর ক্ষুধাবোধ হইলে সাগু বা মুদ্গযূষ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। আধ্মান একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হইলে এবং

অগ্নি উদ্দীপিত হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য প্রদান করিবে। অন্নপথ্য প্রদান করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে; সুতরাং সাবধানে অন্নপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যাধ্মান—আমাশয়গত বায়ু কফ দ্বারা প্রকুপিত হইয়া প্রত্যাধ্মানরোগ জন্মায়। প্রত্যাধ্মানে আমাশয় স্ফীত হয় এবং পার্শ্ব ও হৃদয় ভিন্ন অন্যান্য স্থানে আধ্মানের অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এই প্রত্যাধ্মানরোগেরও আধ্মানের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। প্রথমতঃ বমন করাইয়া অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ এবং উষ্ণজলের স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যাধ্মানে রোগীর প্রধানতঃ প্রবল আধ্মান ও শ্বাসক্রিয়া বলবতী হয়। সুতরাং প্রবল আধ্মান নিবৃত্ত না হইলে যতই শ্বাসনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হউক, কিছুতেই উপকার হয় না। প্রত্যাধ্মান প্রবল হইলে দারুষট্‌কপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া উদরে প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলেই বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু প্রত্যাধ্মানে আধ্মান অত্যন্ত প্রবল হইলে মূত্রসংজননার্থ বিম্বিকাস্তপ্রলেপ বা অন্যান্য প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ এবং লিঙ্গে বা যোনিতে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় দাস্ত বন্ধ হইতে পারে; সুতরাং বর্ত্তিপ্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যাধ্মান ও আধ্মান যুগপৎ প্রকাশ পাইলে রোগ অতি প্রবল হয়। এই উভয় একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে উদরে তার্পিণতৈল বা বাতঘ্নতৈল মালিশ করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদপ্রদান করিবে অথবা উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে রোগীকে বসাইবে। এই অবস্থায় স্বেদ, প্রলেপ ও বর্ত্তি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ করা যেরূপ আবশ্যক, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি বাতানুলোমক আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন করানও অবস্থাবিশেষে সেইরূপ কর্ত্তব্য। রোগীর প্রস্রাব এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগের হ্রাস হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বষ্টক প্রভৃতি অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যেপর্য্যন্ত রোগীর আধ্মানহ্রাস অথবা অগ্নি সবল না হয়, তাবৎ রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান করিবে। রোগীর ক্ষুধা হইলে সাগু পথ্য দিবে। অনন্তর ক্ষুধাবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও ব্যঞ্জন পথ্য প্রদান করিবে।

আমাশয়গত বাত—নাভি ও স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আমাশয় কহে। আমাশয়স্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, উদরগত ও নাভিদেশে বেদনা, পিপাসা, উদ্গার, বিসূচিকা, ভেদ, বমন, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়োত্থিত প্রত্যাধ্মানরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমাশয়স্থিত বাতরোগে তাহা হইতে অনেক ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যাধ্মানের চিকিৎসার সহিত আমাশয়গত বাতের চিকিৎসার সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যাধ্মানরোগে বায়ুরই প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আমাশয়স্থ বাতে কফ ও বায়ু উভয়ই প্রকুপিত হয় ও তজ্জন্য বিসূচিকারোগের বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়গত বাতে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা, কাস ও শ্বাস অধিক হয়; কিন্তু বায়ুর আধিক্য থাকিলে আধ্মান প্রবল হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিসূচিকা-রোগের ন্যায় সাধারণ অগ্ন্যুদ্দীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং রোগীকে লঙ্ঘন-প্রদান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। লঙ্ঘনান্তে বৃহৎ অগ্নিমুখ-চূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে অবস্থাবিশেষে আমাশয়ে উষ্ণস্বেদ প্রদান করা যায় এবং বমনকারক বা তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ সেবন করান যায়। আমাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় শ্বাসাদি প্রবল হইলে এবং প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রাগুক্ত প্রত্যাধ্মানের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে ও মূত্রসংজননার্থ বিম্বিকাদ্য-প্রলেপ বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দাস্ত বন্ধ হইলে হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে চিত্রকাদিচূর্ণ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে অগ্ন্যুদ্দীপক হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে এবং তদ্দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে বমনকারক ঔষধ বিবেচনার সহিত সেবন করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর বিল্বাদ্যকাথ বা বচাদ্যকাথ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। এই রোগে প্রথমতঃ লঙ্ঘন, তৎপরে অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ দ্বারা আমাশয় সংশোধিত হইলে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। কফপ্রবল রোগীর এই ঔষধের প্রয়োগে অগ্নিবৃদ্ধি না হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতা-ধিক ব্যক্তিকে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; কিন্তু

যেসকল ব্যক্তির স্বভাবতঃ দাস্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু এই আমাশয়গত বাতরোগে স্বভাবতঃ দাস্ত হইতে পারে। রোগীর অগ্নি সবল হইলে অন্নভোজনের উপযুক্ত সময়। তখন রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মুদ্গযূষ প্রভৃতি পথ্য দিবে।

পক্কাশয়গত বাত—আমাশয়ের নিম্নে এবং মূত্রাশয়ের ঊর্দ্ধভাগে পক্কাশয় অবস্থিত। এই পক্কাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে আধ্মান, উদরে গুড়্-গুড়্ শব্দ, উদরে বেদনা, বায়ুর স্তব্ধতা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং মল ও মূত্রের রুদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই রোগে লক্ষণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ সেবন এবং বাতৈতেল মর্দ্দন করাইয়া স্বেদপ্রদান করা কর্ত্তব্য। মূত্ররোধ হইলে বিম্বিকাণ্ডপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ-প্রয়োগ করিবে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রকাশ পাইলে বস্তিগতবাতের ন্যায় মূত্রকারক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। মূত্ররোধ হইলে নারাচচূর্ণ, ত্রিবৃতাদিবটিকা এবং হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরে আধ্মান থাকিলে যবপ্রলেপ বা দারুষট্কপ্রলেপ প্রদান করিবে এবং চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উদরে বেদনা ও উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে মুহুর্মুহুঃ উষ্ণজলের স্বেদ প্রদান করিবে এবং হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিবিধরোগেও পক্কাশয়গত বায়ু আনুষঙ্গিক প্রকুপিত হইয়া থাকে। জ্বর, অজীর্ণ, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে পক্কাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হয়। আবার অনেক রোগে পক্কাশয়গত বায়ুর প্রকোপের সহিত আমাশয়গত বায়ুও প্রকুপিত হইয়া থাকে, সুতরাং পক্কাশয়গত বায়ুর প্রকোপ-দূরীকরণার্থ সর্ব্বাগ্রে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। বিসূচিকারোগে স্থানগত বায়ুই প্রকুপিত হয়। পক্কাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইলে অনেকস্থলে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়গত বায়ু কুপিত হয়। যেস্থলে অন্যান্য লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ না পায়, সেইস্থলে এরণ্ডতৈল দ্বারা পিচকারী দিবে। রোগ পুরাতন হইলে বায়ুপ্রবল ব্যক্তিকে স্নিগ্ধবিরেচক মহামাষতৈল, বৃহৎ মাষতৈল বা ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। জলবায়ুদোষ, রুক্ষ বা তীক্ষ্ণদ্রব্যভোজন ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি বহুবিধ কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং ঐসমস্ত কারণ যাহাতে দূরীকৃত হয়, তদ্রূপ নিয়ম-প্রতিপালন এবং চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস

প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত বায়ুর হ্রাস না হয়, তাবৎ বায়ুর অনুলোমক অথবা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ ও পথ্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বস্তিগত বাত—বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে মূত্র-রোধ বা পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। অন্যান্য কারণে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হইলে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হয়। এই অবস্থায় বস্তিশোধনার্থ নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিয়া সাতদিন পরে আবার অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুনঃপুনঃ মূত্রবন্ধ হইলে বলাদ্যচূর্ণ দুগ্ধসহ বা পথ্যাদিচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। রোগীর একেবারে মূত্রবন্ধ হইলে যবক্ষারচূর্ণ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং কুমড়ার বীজ বা শশার বীজ পেষণ করিয়া মূত্রাশয়ের উপরিভাগে লেপ প্রদান করিবে, কিংবা আমলা পেষণ করিয়া মূত্রাশয়ের উপর প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার সাধিত হয়। বিম্বিকান্তপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ দ্বারাও অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ আবশ্যক হইলে পুরুষের লিঙ্গ বা স্ত্রীলোকের যোনির মধ্যে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে। উত্তরবস্তি-প্রয়োগের পূর্ব্বে নিরূহবস্তি-প্রদান আবশ্যক। এইসমস্ত ক্রিয়া দ্বারা মূত্র সরলভাবে নির্গত হইলে রোগীর বস্তিস্থানে বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে। মূত্রাশয়ে বেদনা থাকিলে ত্রিফলালৌহ দুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বস্তিগত বাতে বাতানুলোমক বিবিধ শীতল দ্রব্য সেবন করিলে রোগীর উপকার হয়। চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বস্তিগত বায়ুরোগেই উপকারী।

গুহ্যগত বাত—গুহ্যগত বাতরোগে মল ও মূত্ররোধ, উদরে বেদনা, আধ্মান, অশ্মরী ও শর্করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত পক্বাশয়গত বাতের নিয়মানুসারে এই রোগের চিকিৎসা করিবে। বস্তিগত বাতে যেসমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদাবর্ত্তরোগের নিয়মানুসারে গুহ্যগত বাতের চিকিৎসা করিলেও উপকার হয়। উদাবর্ত্তরোগের বাতনাশক ঔষধ দ্বারা পক্বাশয়গত বাতরোগের চিকিৎসা পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, গুহ্যগত বাতেও সেইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হৃদ্‌গত বাত—হৃদয়গত বাতরোগে মরিচচূর্ণসংযুক্ত পঞ্চগুড়ূচী অথবা অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ বা দেবদার্ব্বাদিচূর্ণ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া উষ্ণজলসহ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। হৃদয়গত বাতে শালপাণীর ক্ষীর পাক করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শ্রোত্রগত বাত—বায়ু কর্ণগত হইলে কর্ণাভ্যন্তরে বিবিধ শঙ্খঘণ্টাদির শব্দ শ্রুত হয় এবং তৎসহ শ্লেষ্মা প্রবল হইলে কর্ণের অভ্যন্তরে বেদনা ও মাথাভার প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব প্রকাশ পায়। অতএব বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মহালক্ষ্মীবিলাস সেবন ও বৃহৎ দশমূলতৈল মাথায় মর্দ্দন করা একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে চিন্তামণিরস ও বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন এবং মধ্যমনারায়ণতৈল মর্দ্দন করাইলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কর্ণাভ্যন্তরে জলাদি প্রবেশ বা জ্বরদোষে বধিরতা প্রকাশ পাইলে স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। কর্ণরোগে সেই সকল চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। কর্ণগত বাতরোগে মস্তকে তৈলমর্দ্দন, শীতলজলে স্নান এবং বায়ুনাশক অন্ন ও পানীয় অতি উপকারী।

শিরাগত বাত—শিরাগত বাতরোগ বহিরায়াম, খঞ্জী ও কুব্জতা প্রভৃতি বাতরোগের অন্তর্গত, অর্থাৎ শিরাসমূহ আশ্রয় করিয়াই ঐসমস্ত বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐসকল রোগের চিকিৎসা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

স্নায়ুগত বাত—কুপিত বায়ু স্নায়ুসমূহকে আশ্রয় করিলে শূল, আক্ষেপ, কম্প বা দেহের স্তব্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিবিধ বাতরোগে স্নায়ুগত বায়ুর প্রকোপবশতঃই শূল, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে দেহের স্তব্ধতা প্রায়শঃ প্রবল হয়, সুতরাং বুঝিতে হইবে, ঐসমস্ত বাতরোগে কুপিত বায়ু স্নায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য ঐসমস্ত রোগের চিকিৎসাই স্নায়ুগত বায়ুর চিকিৎসামাত্র। সাধারণতঃ স্নায়ুগত বাতরোগে শূলাধিক্য প্রকাশ পাইলে বাতগজাঙ্কুশ, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাতশৈলেন্দ্ররস, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল অত্যন্ত উপকারী। স্নায়ুগত বাতরোগে কম্প প্রবল হইলে দ্বিগুণাখ্যরস, বাতারিরস, নকুলাদ্যতৈল প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এইপ্রকার

স্নায়ুগতবাতে হস্তপদাদি অঙ্গের আক্ষেপ প্রবল হইলে বাতকুলান্তক ও চতুর্ভুজরস এবং পুরাতন অবস্থায় বলাতৈল, বলাশৈরেয়তৈল বা মহামাষতৈল প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্নায়ুগতবাতে দেহের স্তব্ধতা হইলে শাল্বনস্বেদ, শঙ্করস্বেদ, মাষবলাদিকাথ, রসোনাষ্টক, রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। স্নায়ুগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ আক্ষেপ, কম্প বা শূলাদি কোনও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ঐসকল রোগের কোনও একটি ঔষধের প্রয়োগে স্নায়ুগত অন্যান্য উপসর্গেরও উপকার হয়। এইসকল বাতের নূতন অবস্থায় বিবিধ কাথ, বটিকা, স্বেদ-প্রয়োগ ও পুরাতন অবস্থায় ঘৃতসেবন এবং সর্ব্বাঙ্গে তৈল বা ঘৃতাদি-মর্দ্দন একান্ত প্রয়োজনীয়।

সন্ধিগত বাত—কুপিত বায়ু সন্ধিকে আশ্রয় করিলে সন্ধির বন্ধন-সমস্ত শিথিল এবং সন্ধিস্থানে শূল ও সন্ধিস্থান স্ফীত হয়। প্রমেহাশ্রিত আমবাত ও ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রভৃতি রোগে এইরূপ বেদনা ও শোথ অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহা হউক সন্ধিস্থানে শোথ ও শূল প্রভৃতি প্রবল হইলে বিবিধ প্রলেপ, ইন্দ্রবারুণিকাদিযোগ, আমবাতারিবটিকা, রসোনাষ্টক, রসোনপিণ্ড বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগের পুরাতন অবস্থায় মহাবিজয়ভৈরবতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল অতি উপকারী।

রসগত বাত—কুপিতবায়ু রসাশ্রিত হইলে সর্ব্বাঙ্গে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং শরীরে বর্ণের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রসাশ্রিত যে সমস্ত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আমবাতেও সেইসমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রসাশ্রিত বাতরোগে শঙ্করস্বেদ বা বালুকাস্বেদ প্রভৃতি প্রদান করা এবং বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ বা রামবাণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য পুরাতন অবস্থায় বিজয়ভৈরবতৈল, মহাবিজয়ভৈরবতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

রক্তগত বাত—কুপিতবায়ু রক্তগত হইলে শরীরে অত্যন্ত বেদনা, সন্তাপ, দেহের বিবর্ণতা, অরুচি, শরীরে ব্রণোৎপত্তি এবং ভোজন করিলে শরীরের স্তব্ধতা প্রভৃতি যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতরক্তাদিরোগেও সেই-সমস্ত লক্ষণ অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু উভয়রোগের মধ্যে প্রভেদ আছে। বায়ু রক্তগত হইলে গাত্রে শীতললেপ প্রদান এবং যেস্থানে ব্রণ

উৎপন্ন হয়, সেইস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ এবং অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু ও অশ্বগন্ধাতৈল এই রোগে অতি উপকারী।

মাংসগত বাত—মাংসগত বাতরোগে দেহের গুরুতা, স্তব্ধতা ও মুষ্ট্যাঘাতবৎ অত্যন্ত বেদনা এবং বেদনাযুক্ত স্থানের নিশ্চলতা প্রকাশ পায়। এই রোগে সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা অন্যান্য বিরেচক ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে বিরেচনার্থ মাষতৈল, মহামাষতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল উষ্ণদুগ্ধসহ পান করিতে দিলে অসাধারণ উপকার হয়।

মেদগত বাত—মেদগত বাতরোগে মাংসাশ্রিত বাতের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই রোগে শরীরের স্থানে-স্থানে গ্রন্থি, ব্রণ এবং অল্প বেদনা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শোণিতশোধক অথচ তীক্ষ্ণ-বিরেচক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিরেচন ভিন্ন এই বাত কোনওমতে প্রশমিত হয় না। বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে শরীরের গ্রন্থিসকল নরম হয় এবং ব্রণস্থানের বেদনা অনেকাংশে হ্রাস পাইতে থাকে।

অস্থিগত বাত—অস্থি ও মজ্জাগত বাতরোগে অস্থি ও পর্ব্বসমূহে বেদনা, মাংসক্ষয় ও বল হ্রাস পায়। এই রোগ অতি কঠিন। এই রোগে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল, বলাতৈল বা অশ্বগন্ধাতৈল প্রভৃতি অবস্থানুসারে গাত্রে মর্দ্দন এবং অশ্বগন্ধাঘৃত বা ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে।

অস্থিগত যক্ষ্মা (Tuberculosis of bone) ও অস্থিক্ষয় (caries)-এর চিকিৎসা প্রথম অবস্থায় অস্থিগত বাতের চিকিৎসায় উপশমপ্রাপ্ত হয়। এই রোগ প্রথমতঃ অস্থিধরাকলা, পরে অস্থি, অতঃপর মজ্জাকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাধারণতঃ রক্তের দ্বারা রোগজীবাণু চালিত হইয়া নলকাস্থির প্রান্তদেশ, বিষমাস্থি ও পৃষ্ঠবংশের কশেরুকা-পিণ্ডকে আশ্রয় করে। বিশেষ করিয়া পৃষ্ঠবংশের কশেরুকাতেই ইহার আক্রমণ বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ পৃষ্ঠবংশের যে অংশে শরীরের ভার বেশী পড়ে, সেই অংশেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। কশেরুকা-পিণ্ড ও পিণ্ডান্তরালের তরুণাস্থির ক্ষয়হেতু রোগ-দুষ্টস্থানে বেদনা,

ক্রমে সন্ধির অচল অবস্থা ও দেহের ন্যুব্জতা উপস্থিত হয়। কশেরুকা-কণ্টকগুলি পশ্চাদ্দিকে বাহির হয় ও ফুলিয়া উঠে। বেদনার সহিত জ্বর দেখা যায়। অচিকিৎসিত থাকিলে অস্থিক্ষয় করিয়া রোগজীবাণু ক্রমে সুষুম্না-ক্ষেত্রকে (spinal cord) আশ্রয় করিয়া মৃত্যু ঘটায়।

পার্থিব চূর্ণজাতীয় এবং জান্তব-পদার্থ দ্বারা অস্থি গঠিত হয়। শৈশবে জান্তব অংশ বেশী থাকায় অস্থি নরম থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্থির অভ্যন্তরে শোষক-ধমনী-জালক (capillary)-পথে রক্ত হইতে চূর্ণজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় হইয়া ক্রমে অস্থি বর্দ্ধিত ও দৃঢ় হইতে থাকে। অধিক বয়সে উহা অতি কঠিনতা প্রাপ্ত হয়।

অস্থির ক্ষয়রোগে পার্থিব পদার্থের ধ্বংস হওয়ায় উহা নরম হইয়া পড়ে এবং ক্রমে জান্তব পদার্থের ক্ষয় হইতে থাকায় রোগদুষ্ট স্থানে ক্ষত জন্মে। ইহাকেই অস্থিক্ষত বা caries বলা হয়।

রুগ্নস্থানে শোথ, বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বিদ্রধিতে পরিণত হয়। অনেক সময় অস্থির ভিতরে পুঁয জন্মে ও অস্থিদেহকে সুষির করিয়া ক্রমে উহাকে ধ্বংস করে। উহা একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে, আবার ক্রমশঃ ছড়াইয়াও পড়িতে পারে। অনেক সময় ঐ বিদ্রধি বহির্দ্দিকে আসিয়া ফাটিয়া যায় এবং ঐ পথে মৃত অস্থি ক্ষুদ্রখণ্ডরূপে বাহির হইতে দেখা যায়।

প্রথম অবস্থায় অস্থিগত বাত ও মজ্জাগত বাতে যে চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে, উহাই করিতে হইবে এবং যক্ষ্মারোগোক্ত পুষ্টিকারক ও সহজপাচ্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক।

মজ্জাগত বাত—অস্থিগত বাতরোগের ন্যায় মজ্জাগত বাত-রোগের চিকিৎসা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল, সপ্তশতীপ্রসারণীতৈল, একাদশশতীপ্রসারণীতৈল, বলাতৈল বা অশ্বগন্ধাতৈল এবং হংসাদিঘৃত প্রভৃতি বাতাদি-দোষভেদে রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। এই রোগে অশ্বগন্ধাঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি সেবন করিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

শুক্রগত বাত—শুক্রগত বাতে রোগীর গাত্রে কেতকাদ্যতৈল মালিশ এবং বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য। যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-

বিশেষে সেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায়। শুক্রগত বাতরোগে রোগীকে দুগ্ধ, ছাগমাংসযূষ প্রভৃতি শুক্রবর্দ্ধক পথ্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেসমস্ত দ্রব্য তৃপ্তিসম্পাদক, তাহাও অবস্থাভেদে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শিরোগ্রহ—শিরোগ্রহরোগে শিরোধারক শিরাসমূহের রুক্ষতা এবং তাহাতে বেদনা ও কৃষ্ণাভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ কষ্টসাধ্য। রোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মী-বিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে দশমূলকাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। যেহেতু কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে শিরোগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া থাকে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রাতে যোগরাজগুগ্গুলু সেবন করাইলে আরও উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে বৃহৎ দশমূলতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল মস্তকে মালিশ করিতে দিবে, কিন্তু বায়ুর আধিক্য থাকিলে উহার পরিবর্ত্তে স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল মালিশ করান কর্ত্তব্য। ষড়্‌বিন্দু-তৈলের নস্য-প্রয়োগ দ্বারা অনেকস্থলে মহান্ উপকার হয়। বৃহৎ ছাগলাদ্য-ঘৃত বা ময়ূরাদ্যঘৃত এই রোগে সমধিক উপকারী। শিরোগ্রহের বিশেষ চিকিৎসা শিরোরোগে দ্রষ্টব্য।

জৃম্ভা—বায়ু দ্বারা পুনঃপুনঃ জৃম্ভা অর্থাৎ হাই উত্থিত হইয়া থাকে। এই রোগে শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে এবং সুকোমল শয্যায় রোগীকে শায়িত করাইবে। রোগীর গাত্রে কটুতৈল মর্দ্দন বা তাহাকে মধুরদ্রব্য ভোজন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। অনেকস্থলে ইচ্ছানুরূপ তাম্বুল-ভক্ষণদ্বারাও জৃম্ভার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

রসাজ্ঞান—রসাজ্ঞান অর্থাৎ তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রসজ্ঞানের অভাব। এই রোগ হইলে রোগীর জিহ্বায় সৈন্ধবাদ্যচূর্ণ মর্দ্দন করিতে দিবে। এরূপ-ভাবে মর্দ্দন করাইবে, যেন জিহ্বার ময়লা সম্যক্‌প্রকারে দূরীভূত হয়। রসা-জ্ঞানরোগে পিত্তাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় কিরাতাদিচূর্ণ এবং শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় আদারস ঘর্ষণ করিলে রোগীর কটুতিক্তাদি রসবোধ হয়।

সুপ্তবাত—সুপ্তবাত অর্থাৎ ত্বক্‌শূন্যতা। স্পর্শজ্ঞানশূন্যতায় যেস্থানে স্পর্শশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইবে, সেইস্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে এবং

তৎপরে তৈল ও সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে প্রদান করিলে তাহা হইতে যে ধূম উত্থিত হইবে, সেই ধূম রোগীর ব্যাধিস্থানে লাগাইবে; কিন্তু পক্ষাঘাতাদিরোগে ঐ স্পর্শজ্ঞানের অভাব হইলে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া সেই রোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে এবং ঝিন্‌ঝিন্‌ প্রভৃতি বাতরোগেও স্পর্শজ্ঞানাভাব হইলে সেই রোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে।

পিত্তাশ্রিত প্রাণবায়ু দ্বারা বমন, দাহ প্রভৃতি যেসমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেইসমস্ত রোগে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে; অর্থাৎ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ পিত্তনাশক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদানবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলেও দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; সুতরাং এই রোগেও পূর্ব্ববৎ বায়ু ও পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে। উদানবায়ু কফাশ্রিত হইলে রোগীর ঘর্ম্মাভাব, বিষণ্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই রোগে বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পিত্ত বাতাশ্রিত অথবা বায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে বাতপিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বায়ু শ্লেষ্মাশ্রিত অথবা শ্লেষ্মা বাতাশ্রিত হইলে বাতশ্লেষ্মনিবর্ত্তক চিকিৎসা করিবে। এই প্রকার বমন, দাহ, বিষণ্ণতা, ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ যে রোগের সঙ্গে প্রকাশ পায়, সেই রোগের সহিত তাহারও চিকিৎসা করিবে। বমনে কোনস্থলে মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, আবার যেস্থলে দাস্ত প্রবল থাকে, সেস্থলে পিত্তনাশক অথচ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। দাহরোগে কোনস্থলে পিত্তনাশক মৃদুবিরেচক ঔষধও প্রয়োগ করা হয়; আবার অতিসারাদিরোগে পিত্তনাশক ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয়। সাধারণতঃ বাতরোগের নূতনাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগ, বটিকা, অবলেহ, ক্কাথ প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় যেরূপ তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ করিতে হয়, বাতরোগের পুরাতন অবস্থায়ও সেইরূপ তৈল-ঘৃতাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃদ্ধ বা পরিশ্রমাসক্ত ব্যক্তির শরীরে বায়ুর রুক্ষতা-বিনাশের জন্য সচরাচর তৈলাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে; তাহাদের বটিকা, ক্কাথ প্রভৃতি অনেক সময় আবশ্যক হয় না। ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত বা অশ্বগন্ধাঘৃত প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ প্রমেহান্বিত, ক্ষীণধাতু, কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির স্বভাবতঃ বাতাধিক্য

অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু স্নেহদ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা তাহাদের অভাব পূরণ করা যায় না। অনেকস্থলে বায়ু ভিন্নরোগ দ্বারা প্রকুপিত হইয়া থাকে। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অত্যধিক রসরক্তাদিধাতুর ক্ষয়বশতঃ শরীরে বায়ুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐসমস্ত রোগে মূলরোগনাশক ঔষধ দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয় না; তজ্জন্য পৃথক্ বায়ুনাশক ঔষধ সেবন করাইতে হয়। প্রমেহ হইতে ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইলে বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত অতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্রতা বা মূত্রাঘাতরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে চতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

সোমরোগে মূত্রাধিক্যবশতঃ শরীর বাতাধিক হইলে বায়ুপ্রশমক তৈল, ঘৃত ও বটিকা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন রোগে বায়ুর প্রকোপ হইলে বায়ুর শান্তিকারক ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। আবার অনেক রোগের ঔষধ মূলীভূতরোগ নষ্ট করিয়া বায়ুর শমতা উৎপাদন করে। যথা—জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় তৈল, ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ জ্বর ও কাস প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া শরীরস্থ বায়ুর শমতা জন্মায়। কোন-কোন রোগে উপসর্গীভূত বায়ু এতদূর প্রবল হয় যে, বায়ু প্রশমিত না হইলে সেই মূলরোগ একেবারে দূরীভূত হয় না। বাতজ অর্শ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও অধোগত অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠস্থ বায়ু হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে কোনমতে ঐ রোগ প্রশমিত হয় না। অতএব বায়ু যে রোগের সঙ্গে যেরূপভাবে অবস্থান করে, সেইরূপভাবে তাহার প্রশমনার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুরোগে যেসমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হয়, পিত্তাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা হইতে ভিন্ন; আবার রসাশ্রিত বায়ুর যে ঔষধ, রক্তাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা অপেক্ষা ভিন্ন; রক্তাশ্রিত বায়ুর যে ঔষধ, শুক্রাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা হইতে অন্যরূপ; এইরূপ শিরোগত বায়ুর যে ঔষধ, বক্ষোগত বায়ুর ঔষধ তাহা অপেক্ষা অন্যপ্রকার এবং বক্ষোগত বায়ুর ঔষধ হইতে আমাশয়গত বায়ুর, আমাশয়গত বায়ুর ঔষধ হইতে পক্কাশয়গত বায়ুর, পক্কাশয়গত বায়ুর ঔষধ হইতে বস্তিগত বায়ুর ঔষধ অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এইরূপ শিরা, স্নায়ু প্রভৃতিগত বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

বাতব্যাধিরোগে ঔষধ

দশমূলক্বাথ—আক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, সর্ব্বাঙ্গবাত, হনুস্তম্ভ, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, মন্যাস্তম্ভ ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দৃষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে এরণ্ডতৈল অল্পপরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাসপ্তক—একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা এবং শিরা ও স্নায়ুগতবাতের প্রথমাবস্থায় রোগীর হস্ত, পদ বা অন্যান্য অঙ্গে বেদনা, ভারবোধ বা তৎসঙ্গে জ্বরভাব থাকিলে এই ঔষধ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিবে।

রাস্নাসপ্তক। রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্ণবা; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—শুঁঠচূর্ণ ।০ আনা।

রাস্নাদশমূল—একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহুক, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, কুব্জতা এবং শিরা ও স্নায়ুগত বাতরোগের প্রথম অবস্থায় হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার হ্রাস অথবা বেদনা বা ভারবোধ হইলে এই কাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ঐ কাথের সহিত এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া লইবে।

রাস্নাদশমূল। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ এবং দেবদারু; এইসকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

স্বল্পরাস্নাদিক্বাথ—অর্দ্দিত, শিরঃশূল ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাত-রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

স্বল্পরাস্নাদিকাথ। রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী,

কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহারাস্নাদিক্বাথ—একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গগতবাত, বাহুশোষ, বিশ্বচী, অববাহুক, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, কুব্জতা, গাত্রকম্প, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ এবং ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, শরীর ভার বা অসাড়বোধ, অথবা বেদনা প্রভৃতি থাকিলে এই ক্বাথের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ, বক্ষ্যমাণ আভাদ্যচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মহারাস্নাদিক্বাথ। রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, দুরালভা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, মুথা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরী, ধনে, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বিভারকবীজ, শতমূলী, বচ, ঝিণ্টী, চই, বৃহতী ও কণ্টিকারী ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ, রাস্না ২ ভাগ, এই ২৮ ভাগ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণ লইয়া ৩২ তোলা জলে পাক করিবে ; ৪ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৮ তোলা থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

মাষাদিক্বাথ—পক্ষাঘাত অথবা সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় যাবৎ শরীরে বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ এই ক্বাথ সেবন করাইবে।

মাষাদিক্বাথ। মাষকলাই, শূকশিম্বীবীজ, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—হিং ২ রতি ও সৈন্ধবলবণ ৶০ আনা।

মাষবলাদিক্বাথ—একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, মন্যাস্তম্ভ ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিয় বিকল এবং শরীরের জড়তা লক্ষিত হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মাষবলাদিক্বাথ। মাষকলাই, বেড়েলামূল, শূকশিম্বীবীজ, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধামূল ও এরণ্ডমূল ; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—হিং ২ রতি এবং সৈন্ধবলবণ ।০ আনা।

তগরাদিক্বাথ—প্রলাপরোগে রোগী নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহাকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

তগরাদিকাথ। তগরপাদুকা, ক্ষেতপাপড়া, সোঁদাল, মুথা, কট্‌কী, বেণার মূল, অশ্বগন্ধা, ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শঙ্খপুষ্পী, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভূতিকাদ্যক্বাথ—আমাশয়গত বাতে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তজ্জন্য বমন, উদ্গার প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ভূতিকাদ্যক্বাথ। গন্ধতৃণ, হরীতকী, শটী ও কুড় ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিল্বাদ্যক্বাথ—আমাশয়গতবাত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর দাস্ত, বমন, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

বিল্বাদ্যক্বাথ। বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঁঠ ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বচাদিক্বাথ—আমাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্বদেশ ও উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অম্লোদ্গার উৎপাদন করিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বচাদিক্বাথ। বচ, আতইচ, পিপ্পলী ও বিটলবণ ; এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ইন্দ্রবারুণিকাযোগ—সন্ধিস্থিত বায়ুর প্রকোপহেতু রোগীর সন্ধিস্থলে বেদনা এবং সন্ধি স্ফীত হইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে।

ইন্দ্রবারুণিকাযোগ। রাখালশশার মূল, পিপুল ও পুরাতন গুড় ; সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

রসোনকল্ক—পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাত প্রভৃতি রোগে ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে এই ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। অনুপান—দুগ্ধ বা তিলতৈল।

রসোনকল্ক। শোধিত রসুন শিলায় পেষণ করিয়া প্রথমদিন ।০ আনা, দ্বিতীয় দিন ॥০ অর্দ্ধতোলা, এইরূপে প্রতিদিন বর্দ্ধিত করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে।

শাল্বস্বেদ—আক্ষেপ, একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহুক ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগে আক্ষেপ, স্পর্শশক্তির

অভাব, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিহ্রাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই স্বেদ রোগীর গাত্রে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে। রোগের আরম্ভকাল হইতে যে পর্য্যন্ত ঐরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তাবৎ স্বেদপ্রদান করা আবশ্যক। পক্ষাঘাতরোগে এই স্বেদ অতি উপকারী।

শাল্বনস্বেদ। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, বংশলোচন, মুগাণী, মাষাণী, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, কিস্‌মিস্‌, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দেবদারু, হরিদ্রা, শ্বেত-অপরাজিতার মূল, আকন্দমূল, গোক্ষুর, তগরপাদুকা, মুথা, দারুচিনি, রেড়ীর মূল, রক্তকাঞ্চনের ছাল, কয়েতবেল, বাবলার ছাল, গণিয়ারী, কাশের মূল, পাথরচুণার পাতা, সাঁচিশাক, হুড়্‌হুড়ে, পুনর্ণবা, কুড়, কাপাসবীজ, শুকশিম্বীবীজ, শতমূলী, বকছাল, তেউড়ীমূল, শটী, ঝাঁটীমূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, যবধান, কুল, কুলখকলাই, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী; এইসকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া লইবে। এইসকল দ্রব্যের সমান বরাহ-মাংস, অভাবে কচ্ছপের মাংস বা তদভাবে ছাগমাংস লইবে, অনন্তর সমস্ত একত্র করিয়া সমস্তের আটগুণ জল এবং পাতিলেবু, কাগজীলেবু, গোড়ালেবু, ছোলঙ্গলেবু, কমলালেবু, অম্লবেতস, কুল, দাড়িম ও তেঁতুল, ইহাদের প্রত্যেকে ৬ তোলা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ১৮ তোলা, ঘৃত /। পোয়া, তিলতৈল /। পোয়া, এরণ্ডতৈল /। পোয়া, কাঁজি /২ সের, দধির মাত /২ সের; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। মাংস অর্দ্ধসিদ্ধ হইলে পাত্র হইতে ঐসমস্ত দ্রব্যের কিয়দংশ লইয়া ভেরেণ্ডা বা রেড়ীপাতায় বেষ্টন করিয়া যথাসম্ভব উষ্ণ থাকিতে স্বেদ দিতে থাকিবে। সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে ২।৩ জনে একসময় রোগীকে স্বেদপ্রদান করিবে। স্বেদদ্রব্য শীতল হইলে উহা পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গরম অবস্থায় লইয়া পাতায় বেষ্টনপূর্ব্বক স্বেদ দিবে। স্বেদপ্রস্তুত-সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অনেকে মাংস সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশাইয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করেন। যাহা হউক মাংস এবং ঐ কাকোল্যাদি দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলেও তাহাতে গুণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

শঙ্করস্বেদ—কুব্জতা, মন্যাস্তম্ভ, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, ত্রিকশূল ও সন্ধিগত প্রভৃতি বাতরোগে স্থান-বিশেষে প্রবল বেদনা এবং বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এই স্বেদ প্রদান করিবে; কিন্তু বেদনা অল্প থাকিলে এবং স্পর্শ-

হীনতা লক্ষিত হইলে স্বেদপ্রদান করিবে না। বাতাধিক বা রুক্ষব্যক্তির পক্ষে এই স্বেদ প্রযোজ্য নহে। হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, স্কন্ধ ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে এবং আমরসের প্রবলতা অনুভূত হইলে এই স্বেদ অতি উপকারী। রোগীর যাবৎ বেদনা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ প্রতিদিন স্বেদপ্রদান করিবে। আমরসযুক্ত বাত অর্থাৎ আমবাতেই এই স্বেদ প্রশস্ত, তথাপি দেশ-কাল-অনুসারে বা অবস্থাবিশেষে বাতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শঙ্করস্বেদ। কার্পাসবীজ, কুলত্থকলাই, তিল, যবধান, লালভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্ণবা, শণবীজ এবং সজিনাবীজ; এইসমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা সমভাগে একত্র কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটি পুঁটুলী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর একটি হাঁড়ীতে কাঁজিপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে বহুছিদ্রবিশিষ্ট একখানা শরা বসাইয়া সন্ধিস্থানে লেপ দিবে এবং ঐ শরার উপর দুইটি পুঁটুলী স্থাপন করিবে। তৎপরে কাঁজি উষ্ণ হইয়া যখন উহার তাপে পুঁটুলী উষ্ণ হইবে, তখন এক-একটি পুঁটুলী দ্বারা ক্রমান্বয়ে স্বেদ প্রদান করিবে। একটি পুঁটুলী শীতল হইলে উহা শরায় রাখিয়া অন্ত পুঁটুলী দ্বারা স্বেদ দিবে।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ—বায়ু দ্বারা পুনঃপুনঃ জৃম্ভা প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ। শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

বলাদ্যচূর্ণ—বস্তিগত বাতরোগে রোগীর বস্তিদেশ আক্রান্ত হইলে এবং তজ্জন্য পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে যন্ত্রণা বা প্রস্রাব সহসা বন্ধ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও অনেকস্থলে অতি উপকারী।

বলাদ্যচূর্ণ। বেড়েলা, গোড়াচক্র ও দারুচিনি; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

পথ্যাদিচূর্ণ—বস্তিগত বাতরোগে রোগীর বস্তিদেশে বেদনা, পুনঃ-পুনঃ প্রস্রাব, প্রস্রাবে যন্ত্রণা, সহসা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরীরোগেও এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার হয়। অনুপান—মধু।

পথ্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লৌহভস্ম ; এইসকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ—বাতাষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, আমাশয়গত বাত, পক্কাশয়গত বাত, উর্দ্ধবাত, তূণী, প্রতিতূণী এবং আধ্মান প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর উদর-ফাঁপা বা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ৭ ভাগ ; এইসকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা—৵০ আনা।

নারাচচূর্ণ—আধ্মানরোগে এবং পক্কাশয়গত বাতে রোগীর উদর-ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আধ্মানে বিরেচনার্থ এই ঔষধ প্রদান করা যায় ; কিন্তু বিষ্টব্ধতাজন্য আধ্মান-রোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনের পূর্ব্বে মধুসহ সেব্য।

নারাচচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহানারাচচূর্ণ—আধ্মান-নামক বাতরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিরেচনার্থ এই ঔষধ রোগীকে শীতলজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত বিরেচক, সুতরাং বিষ্টব্ধজনিত আধ্মানরোগে প্রযোজ্য নহে।

মহানারাচচূর্ণ। হরীতকী, সোঁদাল, আমলকী, দন্তী, কট্‌কী, সিজ, তেউড়ীমূল ও মুথা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ১৬ সের, পাকশেষ /২ সের ; ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে খোসা এবং মধ্যপাতরহিত নূতন জয়পালবীজ ৮ তোলা বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। যখন গাঢ় হইবে, তখন ঐ জয়পাল গ্রহণ করিবে। এরূপে বিশুদ্ধ জয়পাল ৮ তোলা, শুণ্ঠী ৩ তোলা, মরিচ ২ তোলা, রস ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা (কজ্জলী ৪ তোলা) লইয়া যথানিয়মে জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—আধ্মানরোগে হৃদয়, পার্শ্ব ও পক্কাশয়ে অত্যন্ত বেদনা, উদর বায়ুপূর্ণবোধ এবং প্রত্যাধ্মানরোগে অগ্নি অত্যন্ত দুর্ব্বল, আমাশয়ে বেদনা ও আধ্মানভাব লক্ষিত হইলে বা আমাশয়গতবাতে এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ—আগ্মানরোগে উদর বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্রত্যাগ্মানরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ আমাশয়ে বিবিধ কষ্টবোধ হইলে বা আমাশয়গত বাতরোগে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ—বাতাষ্ঠীলারোগে উদরে বেদনা, মল ও মূত্ররোধ এবং প্রত্যষ্ঠীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে।

বচাদ্যচূর্ণ। বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী; এইসকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)—বাতাষ্ঠীলারোগে নাভির অধো-দেশে বেদনা এবং প্রত্যষ্ঠীলারোগে ঐ বেদনা ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলে বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। আমাশয়গত বাতে ও আগ্মানে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা বাতরোগে স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণাপেক্ষা অধিক উপকারী, বিশেষতঃ গুল্মশূলনাশক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। বচ ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, রক্তচিতা ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা বা ।০ আনা।

বৈশ্বানরচূর্ণ—তূণীরোগে পক্বাশয় হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা, মলদ্বার ও লিঙ্গ বা যোনিমূলে বেদনা এবং প্রতিতূণীরোগে মলদ্বার বা জননে-ন্দ্রিয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে পক্বাশয় বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং পক্বাশয়গত বাতরোগে, গুহ্যগতবাতে ও ত্রিকশূলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মৃদুবিরেচক অথচ বাতানুলোমক।

বৈশ্বানরচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাস্করলবণ—আমাশয়গত বাতের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ উদর, নাভি ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ-জলসহ সেবন করিতে দিবে।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ—তূণীরোগে পক্বাশয় হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা এবং মলদ্বার ও লিঙ্গমূলে বেদনা অথবা প্রতিতূণীরোগে মলদ্বার বা জননেন্দ্রিয় হইতে উর্দ্ধভাগে পক্বাশয় বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা উত্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে ঈষদুষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিদীপক ও আমপাচক।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, ছোট এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুকা, জীরা, বামনহাটী, ঘোড়ানিমের ফল, হিং, কটকী, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ ও মূর্ব্বামূখী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ—হৃদয়গত বাতে হৃদয়বেদনা এবং বিবিধ যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ। অশ্বগন্ধাচূর্ণ, বহেড়াচূর্ণ এবং পুরাতন ইক্ষুগুড়; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

দেবদার্ব্বাদিচূর্ণ—হৃদয়স্থিত বাতে হৃদয়বেদনা এবং অন্যান্য যন্ত্রণা হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

দেবদার্ব্বাদিচূর্ণ। দেবদারু এবং শুঁঠ; এই উভয় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

চিত্রকাদিচূর্ণ—আমাশয়গত বাতে পার্শ্ব, উদর, হৃদয় ও নাভিমূলে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

চিত্রকাদিচূর্ণ। রক্তচিতা, আকনাদি, কটকী, আতইচ ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ—আমাশয়গত বাতে পার্শ্ব, নাভিমূল ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। এই-রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যখন রোগীর অন্যান্য উপসর্গ অর্থাৎ দাস্ত, বমন, পিপাসা প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তখনও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৩৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সৈন্ধবাদিচূর্ণ—বাতিক রসাজ্ঞানরোগে জিহ্বায় কোন পদার্থের স্বাদ অনুভূত না হইলে এই চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এবং অম্লবেতস; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

কিরাতাদিচূর্ণ—পৈত্তিক রসাজ্ঞানের প্রবলাবস্থায় জিহ্বায় পদার্থের স্বাদ অনুভূত না হইলে এই চূর্ণ জিহ্বায় প্রদানপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ করিবে।

কিরাতাদিচূর্ণ। চিরতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বচ, ব্রাহ্মী, পলাশবীজ, স্বর্জিকা-ক্ষার, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতা, শুঁঠ এবং মরিচ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাবে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ—ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় জানুদেশস্থ গ্রন্থিস্ফীতি এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা হইলে এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতকণ্টকরোগেও প্রযোজ্য।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আভাদ্যচূর্ণ—জানুস্থিত গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হইলে ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা গৃধ্রসী, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ ও বাতকণ্টকরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী।

আভাদ্যচূর্ণ। বাবলামূলের ছাল, রাস্না, গুলঞ্চ, শতমূলী, শুঁঠ, শুল্‌ফা, অশ্বগন্ধা, ধনে, শোধিত বিভারকবীজ, যমানী ও বনযমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ—ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় জানুর মধ্যদেশ স্ফীত এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গৃধ্রসীরোগেও ইহা অতি উপকারী।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। পুনর্ণবা, গুলঞ্চের পালো, শুঁঠ, শুল্‌ফা, শোধিত বৃদ্ধদারক-বীজ, শটী এবং মুণ্ডিরী; এইসকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক—ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে জানুমধ্যে তীব্রবেদনা এবং তূণী, প্রতিতূণী, গৃধ্রসী, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, বাতকণ্টক, সন্ধিস্থিত-

বাত, হৃদ্রোগ ও বস্তিগত বেদনা প্রভৃতি রোগের প্রথম এবং মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সন্ধিগত ও অস্থিগত তীব্রবাত বিনষ্ট হয়। আমবাতরোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে বা কোনস্থান ভগ্ন হওয়ায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বেদনা স্থায়ী হইলে এই ঔষধে তাহাও বিনষ্ট হয়। বাতশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক। যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতা, শুলফা, সৈন্ধব ও পিপ্পলীমূল; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৮০ তোলা, শোধিত বিস্তারকবীজ ৮০ তোলা ও হরীতকী ৪০ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা। ইহাকে অজমোদাদিচূর্ণ কহে। অজমোদাদিবটকে সমস্ত চূর্ণের সমান পুরাতন ইক্ষুগুড় লইবে। প্রথমতঃ পুরাতন গুড়ে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিতে দ্রবীভূত করতঃ নামাইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে।

বাতারিগুগ্গুলু—খঞ্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, অববাহুক, কলায়খঞ্জ ও পাদহর্ষ প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগেও মধ্য বা তৃতীয়াবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ মৃদুবিরেচক; সুতরাং বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক শরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমবাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বাতারিগুগ্গুলু। শোধিত গন্ধক, গুগ্গুলু, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এই-সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

যোগরাজগুগ্গুলু—অববাহুক, বাতকণ্টক, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খল্লী, ত্রিকশূল, অর্দ্দিত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, মন্যাস্তম্ভ, আক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুস্তম্ভ, কুব্জতা, অপতন্ত্রক ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। ঐসমস্ত রোগের প্রথম, মধ্য এবং অবস্থাভেদে তৃতীয়াবস্থায় রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ও সায়াহ্নে বা অবস্থাভেদে একবার সেবন করিতে দিবে। সন্ধিগত, মজ্জাগত এবং কোষ্ঠগত প্রভৃতি বাতরোগে এই ঔষধ সেবন করান যায়। হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ, কটিদেশ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানের বেদনা ইহাতে

শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে বাতাশ্রিত পুরাতন জীর্ণজ্বরেরও উপকার হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত বা বাতপ্রধান শরীরে তুল্য উপকারী এবং বাতানুলোমক, বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও মৃদুবিরেচক। অনুপান—উষ্ণজল।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্‌গুলু—ক্রোষ্টুকশীর্ষ, সন্ধিবাত, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, ত্রিকশূল, বিশ্বচী, বাতকণ্টক, কুব্জতা, সন্ধিবাত ও অববাহুক প্রভৃতি রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে ঐসকল রোগের তৃতীয়াবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ঐসকল রোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একবারমাত্র সেবন করান কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে ইহা যথারীতি সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং শরীর পুষ্ট ও বল বর্দ্ধিত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্‌গুলু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, আকনাদি, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিং, ধনে, গজপিপ্পলী, ছোটএলাইচ, শটী, ধনে, বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, লৌহ, ধুনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইচ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, রক্তচিতা, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, মূর্ব্বা, বলাডুমুর, বিড়ঙ্গ, শঙ্খভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সর্ব্বচূর্ণসমান শোধিত নূতন গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত সমস্ত মিশ্রিত চূর্ণ অল্প-অল্প পরিমাণে মিশাইবে এবং ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু—কুব্জতা, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, সন্ধিগত বাত ও মাংসগত বাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ২৪ তোলা, শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ তোলা ও এরণ্ডতৈল

৬৪ তোলা, এইসকল একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে ঔষধ নামাইয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু—কুব্জতা, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, সন্ধিগত বাত ও কটিস্থিত বাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে রোগীকে এই ঔষধ ব্যাধির প্রথমাবস্থায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং শরীর সবল থাকিলেই এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কারণ ইহা তীব্রবিরেচক। প্রত্যহ সহ্য না হইলে সপ্তাহে ২ দিন সেবন করাইবে। ইহা আমবাত, উরুস্তম্ভ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে অত্যন্ত উপকারী। বাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যান্য গুগ্‌গুলু সেবন করিয়া উপকার না হইলে ইহার ব্যবহারে দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে। ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ২৪ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু ৬৪ তোলা ও সর্ষপতৈল /২ সের প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে, পাকাবসানে শুঁঠ, পিপ্পলী, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চের পালো, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, গজপিপুল, ওল, মানকচু, পারদ ও গন্ধক; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং শোধিত সহস্র জয়পালবীজচূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা—/০ আনা হইতে ৵০ আনা।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু—কুপিতবায়ু রক্তগত হইলে এবং দেহের বিবর্ণতা, অত্যন্ত বেদনা, দেহের উত্তাপ, জ্বালা ও স্থানে স্থানে ব্রণের উৎপত্তি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্ল-পিত্ত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। রক্তগত বায়ুর মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বায়ু বিবিধকারণে স্তম্ভিত হইলে ইহা প্রযোজ্য নহে। অনুপান—উষ্ণজল।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু। গুলঞ্চ /৬ সের, পরিষ্কার গুগ্‌গুলু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুনর্ণবা; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া পুনরায় অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, গাঢ় হইলে পাত্র অবতারণ করিয়া

উক্তাবস্থায় দন্তীমূল, রক্তচিতা, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দারুচিনি এবং বিড়ঙ্গশাঁস; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা উহাতে প্রদানপূর্ব্বক আলোড়ন করিবে। মাত্রা—।০ তোলা।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু—অববাহুক, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ত্রিকশূল, সন্ধিগত বাত, অস্থিগত বাত, মজ্জাগত বাত, স্নায়ুগত বাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায়, বিশেষতঃ যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। বায়ুপিত্তপ্রধান কৃশ ও শুষ্ক পক্ষাঘাতরোগে মধ্য ও পুরাতন অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা কোষ্ঠ-শুদ্ধিকারক, বাতনাশক ও বলকারক। অনুপান—উষ্ণজল।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু। আভা (বণিক্-দ্রব্যবিশেষ, অভাবে রশুন), অশ্বগন্ধা, হবুষা (অভাবে ধনে), গুলঞ্চের পালো, শতমূলী, গোক্ষুর, শোধিত বিভারকবীজ, রাস্না, শুলফা, শটী, যমানী এবং শুঁঠ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। সর্ব্বসমান শোধিত নূতন গুগ্গুলু এবং গুগ্গুলের অর্দ্ধাংশ গব্যঘৃত। প্রথমে ঘৃত দ্বারা গুগ্গুলু পেষণপূর্ব্বক পরে তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

পথ্যাদিগুগ্গুলু—ক্রোষ্টুকশীর্ষ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যাবস্থায় ও খঞ্জরোগের নূতনাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। এই ঔষধ বলকারক। বাতের নূতনাবস্থায় আমদোষ বিদ্যমানে সর্ব্বত্র সমান উপকার হয় না; কিন্তু মধ্যাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

পথ্যাদিগুগ্গুলু। হরীতকী ১০০ শত, বহেড়া ২০০ শত, আমলকী ৪০০ শত, গুগ্গুলু ২ সের, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া বত্রিশ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, অনন্তর লৌহপাত্রে ঐ কাথ পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহাতে বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, পিপুল, তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ।০ অর্দ্ধতোলা।

শিবাগুগ্গুলু—ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে জানুদেশ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং কটিশূল ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহার সেবনে রোগীর দাস্ত হইলেই বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য ঔষধের সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও এই ঔষধ সেবন করাইলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। ইহা আমবাতরোগেও মহান্ উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শিবাগুগ্ গুলু। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, জল ১৬ সের, পাকশেষ /৪ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল ১৬ তোলা এবং শোধিত গন্ধকচূর্ণ ৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে। পাকাবসানে চূর্ণীকৃত শোধিত গুগ্ গুলু ১৬ তোলা ও রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল, দন্তী, জটামাংসী, শুঁঠ ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রদানপূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

রসোনাষ্টক—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, অববাহুক ও বিশ্বচী প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলরোগে এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা ক্রমশঃ এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করাইলে ঐসমস্ত রোগে সমধিক উপকার হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং সকলদেশে সকল ঋতুতে সমান কার্য্যকারী নহে। হেমন্ত এবং শীত ঋতুতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়, বর্ষাকালে এবং বসন্ত-ঋতুতে প্রয়োগ করিলে মধ্যবিধ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে অথবা রক্তবিকৃতি বা উপদংশজনিত বাত-রোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঔপসর্গিক প্রমেহ-রোগেও এই ঔষধ অপ্রযোজ্য। অনুপান—ভেরেণ্ডামূলের কাথ বা উষ্ণজল।

রসোনাষ্টক। শোধিত রশুন ১২ তোলা এবং হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵৹ আনা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

রসোনপিণ্ড—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ, অববাহুক, বিশ্বচী, মন্যাস্তম্ভ, পাদহর্ষ, বাহুশোষ, বাতকণ্টক, কুব্জতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, শিরাগত বাত, সন্ধিগত বাত, পৃষ্ঠগত বাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বায়ু বা শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে অথবা হস্তপদাদি অঙ্গ শুষ্ক হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং শ্লেষ্মা দ্বারা বায়ুর রুদ্ধতা প্রতীয়মান হইলে ইহা অতি উপকারী। বাতব্যাধিরোগে বায়ু রুক্ষভাবাপন্ন বলিয়া ইহা

দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। শীত এবং হেমন্ত-ঋতুতে ইহা ব্যবহার করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রয়োগ করিলে মধ্যবিধ উপকার হয়, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল স্বভাবতঃ উষ্ণ, সুতরাং ঐসময় উহা ব্যবহার করিলে তাদৃশ উপকার হয় না, তবে আমবাতরোগে সকল সময়েই প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু উপকারের হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। রশুন আমরসপাচক, সুতরাং আমবাতে সর্ব্ব-ঋতুতেই উপকারী। দূষিত অর্থাৎ ঔপসর্গিক প্রমেহ বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা প্রযোজ্য নহে।

রসোনপিণ্ড। শোধিত রশুন ১২।। সের, খোসারহিত পেষিত তিল ৩২ তোলা এবং হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাজিমাটী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চল-লবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, শুল্ফা, কুড়, পিপুলমূল, রক্তচিতা, বনযমানী, যমানী ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা; এইসমুদয় মিশ্রিত করিয়া একটি ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল /১ সের ও কাঁজি /২ সের প্রদান করিবে এবং ঐ পাত্র ষোলদিন ধান্তরাশির মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ঔষধ বাহির করিবে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন—কাঁজি, তৈল ও সমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক ধান্তরাশির মধ্যে ষোলদিন রাখিয়া পরে ঘৃতপাত্রে রাখিবে। মাত্রা—।।০ অর্দ্ধতোলা।

মহারসোনপিণ্ড—অপতন্ত্রক, অর্দ্দিত, একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, অববাহুক, বিশ্বচী, বাতকণ্টক, বাহুশোষ, কুব্জতা, মন্যাস্তম্ভ ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এতদ্ভিন্ন ইহা কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, শিরঃশূল, স্নায়ুগত বাত ও গ্রন্থিবাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে সেবন করান যায়। বায়ুদ্বারা দেহ রুক্ষ হইলেও দেশ এবং কালভেদে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্লেষ্মা এবং অপক্করসের পরিপাক না হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী; এতদ্ভিন্ন মেহদোষ থাকিলেও এই ঔষধের সেবনে উপকার হয়, কিন্তু ঐসমস্ত বাত রক্তদোষ বা দূষিত মেহ হইতে উৎপন্ন হইলে অথবা বাতের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে না। পিত্তপ্রধান দেহেও এই ঔষধ তত উপকারী নহে; আমবাতরোগে এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট। ইহা বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও চক্ষুর জ্যোতির্বর্দ্ধক।

মহারসোনপিণ্ড। শোধিত রশুন ৮০০ তোলা (১২॥ সের), খোসারহিত পেষিত তিল ৪০০ তোলা (৬। সের), গব্যতক্র ১৬ সের, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, চই, রক্তচিতা, গজপিপুল, বনযমানী, দারুচিনি, এলাইচ ও পিপুলমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৬৪ তোলা, মরিচচূর্ণ ৮ তোলা, গুড়চূর্ণ ৩২ তোলা, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৩২ তোলা, মধু ৩২ তোলা, শিলাপেষিত আদা ৩২ তোলা, ঘৃত ৬৪ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা, শুক্ত (কাঁজিবিশেষ) ১৬০ তোলা, শ্বেতসর্ষপ ৩২ তোলা, রাইসর্ষপ ৩২ তোলা ও হিং ২ তোলা এবং বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ ও করকচলবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। রশুনের সহিত সমস্ত চূর্ণদ্রব্য, পিষ্টতিল, কাঁজি, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া একটি ঘৃতপাত্রে রাখিবে; অনন্তর ধান্যরাশির মধ্যে ১২ বারদিন রাখিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা—॥০ আনা বা ৸০ আনা।

বাতগজাঙ্কুশ—একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, অববাহুক, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ ও স্নায়ুশূল প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের স্তব্ধতা ও শরীরের কোনস্থানে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মা দ্বারা বায়ুর স্তব্ধতা অথবা বাতরোগে জ্বর, গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহাতে তাদৃশ উপকার হয় না। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা আদার রস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবাতগজাঙ্কুশ—একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, কলায়খঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, অববাহুক এবং অন্যান্য বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা প্রকাশ পাইলে অথবা বাতশ্লেষ্মা দ্বারা শরীরের স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাত-রোগে সর্ব্বশরীরের জড়তা প্রকাশ পাইলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—এরণ্ডমূলের কাথ ও সৈন্ধবলবণ।

মহাবাতগজাঙ্কুশ। অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, তাম্র, রস, গন্ধক, হরিতাল, বামনহাটী, শুণ্ঠী, বেড়েলা, ধনে, কট্ফল, হরীতকী ও বিষ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিপুলের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ—একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও স্নায়ুশূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস এবং সৈন্ধবলবণ।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ। রস, গন্ধক, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ (মতান্তরে রৌপ্য), কান্তলৌহ, তাম্র, হরিতাল, স্বর্ণ, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, বিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খৈ; এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ১ ভাগ ও হরীতকীচূর্ণ ২ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া মুণ্ডিরী এবং নিসিন্দাপাতার রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বাতগজেন্দ্রসিংহ—কুব্জতা, সন্ধিবাত, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, বাহুশূল, অববাহুক ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্লেষ্মাধিক অথবা বাতাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতে ইহা অতি উপকারী। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। প্রস্তুতবিধি ৩৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতারিরস—আক্ষেপ, অপতন্ত্রক ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় এবং সর্ব্বাঙ্গবাত, অববাহুক, বিশ্বচী ও কুব্জতা প্রভৃতি বাত-রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গের স্তব্ধতা, অসাড়ভাব, স্পর্শহীনতা ও বেদনা প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগে অথবা যেসকল ব্যক্তির বাতের প্রকোপবশতঃ হাত-পা শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগী উঠিতে-বসিতে অক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। রোগীর দাস্ত হইলে স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠচূর্ণ এবং এরণ্ডমূলের কাথ।

বাতারিরস। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৫ তোলা। গুগ্‌গুলু এরণ্ডতৈলে মর্দ্দনপূর্ব্বক অন্যান্য চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে। বটী—১০ রতি।

আমবাতারিবটিকা—একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, অববাহুক, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, পাদহর্ষ, বাতকণ্টক, বাহুশোষ, মন্যাস্তম্ভ, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুব্জতা, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল ও সন্ধিগত বাত প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। ঐসমস্ত বাতরোগে যাহাদের কোষ্ঠশুদ্ধি হয় না এবং হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাতের অল্প আক্রমণবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী হাঁটিতে বা বসিতে কষ্টবোধ করিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জনিত পাণ্ডু অথবা কামলা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু বা কামলা হ্রাস পাইতে থাকে। গুল্ম এবং শূলাদিরোগেও ইহা অতি উপকারী।

আমাবাতারিবটিকা। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুঁতেভস্ম, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধবলবণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগ। মিলিত সকল দ্রব্যের দ্বিগুণ শোধিত গুগ্‌গুলু ও গুগ্‌গুলুর সিকিভাগ তেউড়ীমূল এবং রক্তচিতাচূর্ণ। ঘৃত দ্বারা গুগ্‌গুলু মর্দনপূর্ব্বক অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃত দ্বারা পেষণ করিবে। বটী—১০ দশরতি।

রামবাণরস—বায়ু অপক্করসসহ মিলিত হইলে সর্ব্বশরীরে বেদনা, জ্বরভাব এবং শরীর ভার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রসগত বায়ুর যে লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরসগত বায়ুর লক্ষণ নহে। আমরসগত বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—আদা ও বেলপাতার রস।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস—শিরোগ্রহ, অর্দ্দিত ও কর্ণগত বাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, শরীর ভারবোধ ও মনের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুর রুক্ষাবস্থায় বা রোগ পুরাতন হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না। অনুপান—নিসিন্দাপাতা এবং আদার রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস—শিরোগ্রহ, মূকত্ব, মিম্মিনত্ব, অর্দ্দিত, কর্ণগত বাত ও হনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, বাক্যের অস্পষ্টতা ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুরোগেই ইহা সমধিক উপকারী, কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর প্রবলতা থাকিলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস এবং আদার রস ও মধু। বায়ুর আধিক্য থাকিলে এই ঔষধে স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলার পরিবর্ত্তে ১ তোলা প্রয়োগ করিবে।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, হনুস্তম্ভ, মূকত্ব, মিম্মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ু শ্লেষ্মাশ্রিত হইলে মাথার ভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, গ্রীবাদেশে বেদনা এবং ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাবৎ ঐসমস্ত উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাতব্যাধিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। রস, গন্ধক, জয়িত্রী, জাতিফল, কর্পূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, দস্তা, সীসা, তামা, কস্তুরী, মুক্তা, প্রবাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ধুস্তুরাবীজ ও বিদ্ধারকবীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং অভ্র ২ ভাগ; এইসমুদয় একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

লক্ষ্মীবিলাস—শিরোগ্রহ, মূকত্ব, মিম্মিনত্ব, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণগত বাত ও হনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যাবস্থায় মাথার ভার, বাক্যের জড়তা, শরীরের গুরুতা, অস্পষ্টবাক্য-উচ্চারণ এবং গ্রীবার সঙ্কোচ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উর্দ্ধগত বায়ু এবং শ্লেষ্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কফাশ্রিত বায়ুরোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—পানের রস ও মধু বা নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা, রস, গন্ধক, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুস্তুরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, জাতিফল, জয়িত্রী এবং কর্পূর; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ।০ চারি আনা (মতান্তরে ১ তোলা), সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, দণ্ডাপতানক, আক্ষেপক, মূকত্ব ও মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুর রুক্ষতা অথবা শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুর লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুদ্ধবাত অথবা শ্লেষ্মাশ্রিত বাত, এই উভয় বাতরোগেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপস্মার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগীর প্রমেহ ও শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি দোষ থাকিলে এই ঔষধের প্রয়োগে উপকার হয়। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। অভ্র ৮ তোলা, রস ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জাতিফল ৪ তোলা, জয়িত্রী ৪ তোলা, স্বর্ণ ৪ তোলা, ধুস্তুরবীজ ২ তোলা, সিদ্ধিবীজ ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, প্রবাল ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, দস্তা ২ তোলা, রাজপট্ট ২ তোলা, সীসা ২ তোলা, রূপা ২ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রসসিন্দূর ৪ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী – ৩ রতি।

কুব্জবিনোদরস—কুব্জতা, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগের নূতনাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্রে বেদনা বা ভারবোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

কুব্জবিনোদরস। রস, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, কট্‌কী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধবোল ও শোধিত জয়পালবীজ ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজরসে, মনসাসিজের রসে ও আকন্দমূলের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

লঘ্বানন্দরস—পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে রোগীর ভ্রম, দাহ, গাত্রের উষ্ণতা, ক্লান্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতাবস্থায় দেশ ও কালভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফাশ্রিত বায়ুতে অযথা চিন্তা, বৃথা ভয় ও অকারণে রোদন, মাথা-ঘোরা প্রভৃতি মানসিক বিকার উপস্থিত হইলে এবং বর্ষা ও মেঘোদয় রোগের বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। বাত-

শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুতে Pernicious Anæmiaতে ভাল কাজ করে; কিন্তু Nephritisএ চলিবে না। কফাশ্রিত বায়ু, মোটা-রোগীর Blood-pressureএ ভাল কাজ করে। অনুপান—ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু।

লঘ্বানন্দরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগার খৈ ৪ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে ভৃঙ্গরাজরসে ৫ বার ও দাড়িমের রসে ৫ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

গগণাদিবটী—পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও গাত্রের উষ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ শ্বেতচন্দন এবং কর্পূরের জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

গগণাদিবটী। অভ্র, রস, গন্ধক, তাম্র (অসহত্বে রৌপ্য), মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করতঃ যষ্টিমধুর কাথে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর বাসকের রস ও কিস্‌মিসের কাথ দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ ভুমিকুষ্মাণ্ডের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং ঘৃত ও মধু-সহযোগে বটী করিবে। মাত্রা—১০ রতি।

দ্বিগুণাখ্যরস—কম্পবাতরোগে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বিনাকারণে কম্পিত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং তাহার গাত্র যাহাতে বায়ুস্পর্শ না করে, এরূপভাবে নির্ব্বাতস্থানে রাখিবে; কারণ সাধারণতঃ বাতস্পর্শে কম্পবাত প্রবল হয়। এই ঔষধের সেবনকালে দুগ্ধ, ঘৃত এবং ইক্ষু-চিনিসহ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস বা পানের রস ও মধু।

দ্বিগুণাখ্যরস। শোধিত গন্ধক ২ তোলা এবং শোধিত রস ৪ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া মৃদু অগ্নিতে নাড়িবে এবং উষ্ণ হইলে নামাইয়া উহার সহিত হরীতকীচূর্ণ ৬ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—প্রথমদিন ৭ রতি দিবে; অনন্তর প্রতিদিন ১ রতি-মাত্রায় বর্দ্ধিত করিয়া ২১ রতি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবে।

মহারাজেশ্বররস—রক্তাশ্রিত বাতরোগের নূতনাবস্থায় শরীরের বেদনা, তাপ, আহারে অরুচি এবং ভোজনান্তে শরীরের গুরুতা প্রভৃতি অনুমিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বেড়েলার রস ও মধু।

মহারাজেশ্বররস। রসসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণসিন্দুর, স্বর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য, কাংস্য ও হরিতাল ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আদার রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ৪ প্রহর গজপুটে পাক করিবে ; অনন্তর বেড়েলার রসে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার ৪ প্রহর পুটপাক করিবে। বটী—৩ রতি।

তালকেশ্বররস—অস্পর্শাখ্য বাতরোগে রোগীর স্পর্শশক্তির হীনতা হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিয়া ছায়ায় উপবেশন করা উচিত। অনুপান—জল।

তালকেশ্বররস। রসসিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ৮ ভাগ এবং পুরাতন গুড় সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ লইয়া দুই আনা পরিমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে।

চতুর্ম্মুখরস—আক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপতানক, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, ধনুস্তম্ভ, পক্ষাঘাত, বাহুশোষ, অববাহুক, তূণী, প্রতিতূণী, উর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত ও গুহ্যগত বাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধুসহ অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বায়ুর রুক্ষাবস্থায় প্রযোজ্য, কিন্তু শ্লেষ্মাশ্রিত বাতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা সেবন করিলে বায়ু অনুলোম হয় এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। উর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত ও গুহ্যগত বাতের নূতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহ্নেও এই ঔষধ সেবন করান যায়।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—আক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপতানক, দণ্ডক, ধনুস্তম্ভ, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত, গুহ্যগত বাত, তূণী, প্রতিতূণী, উর্দ্ধবাত ও কর্ণগত বাত প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্ণে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্লেষ্মাশ্রিত বাতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে এই ঔষধের সেবনে সমধিক উপকার হয়। আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গত বাত, বস্তিবাত, তূণী ও প্রতিতূণী প্রভৃতি বাতরোগের নূতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহ্নেও সেবন করান যাইতে পারে।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস—পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, ধনুস্তম্ভ ও বস্তিগত বাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে প্রমেহদোষ থাকিলে তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ রসাদিধাতুবর্দ্ধক, সুতরাং বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও ইক্ষুচিনি।

যোগেন্দ্ররস। স্বর্ণসিন্দুর ৭ তোলা এবং স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা ; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্তরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া উদ্ধৃত করিবে। বটী—২ রতি।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ—পক্ষাঘাত, ধনুস্তম্ভ, আক্ষেপ, অপতানক, দণ্ডাপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম ও আধ্মান প্রভৃতি বাতরোগে বায়ু এবং পিত্তের আধিক্য থাকিলে অপরাহ্নে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর শুদ্ধাবস্থায় সেবন করাইবে না। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াভিজান জল।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। স্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও স্বর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা ; এইসকল একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্তরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। বটী—২ রতি।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি—পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, অপতানক, অপতন্ত্রক ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু অত্যন্ত রুক্ষ এবং পিত্ত প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত বাতরোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবাতচিন্তামণি—পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, অপতন্ত্রক, অপতানক, বাহুশোষ, অববাহুক, কলায়খঞ্জ ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে অত্যন্ত উপকারী। অন্যান্য ঔষধে উপকার

না হইলে ইহাতে মহান্ উপকার হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু।

মহাবাতচিন্তামণি। রূপা ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, পিত্তল ৩ তোলা, কাঁসা ৪ তোলা, সীসা ৫ তোলা, প্রবাল ৬ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ৭ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, তীক্ষ্ণলৌহ ১১ তোলা, স্বর্ণ ১২ তোলা ও মুক্তা ১৩ তোলা; এইসকল একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

রসরাজরস—পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, ধনুষ্টঙ্কার, হনুস্তম্ভ বাধির্য্য ও ভ্রম প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ গব্যঘৃত ও চিনিসহ সেবন করিতে দিবে। উদরাময়াদিরোগে শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে বাতরোগ উৎপন্ন হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসরাজরস। রসসিন্দুর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জয়িত্রী এবং ক্ষীরকাকোলী; ইহাদের প্রত্যেকের ।০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

অশ্বগন্ধাঘৃত—পক্ষাঘাত, বাহুশোষ, অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও মাংসগত বাত প্রভৃতি বাতরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা শারীরিক বল, পুষ্টি ও বীর্য্যবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অশ্বগন্ধাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—নূতন সরস অশ্বগন্ধা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—অশ্বগন্ধা /১ সের। পাকাবসানে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা, ।০ অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা।

দশমূলাদ্যঘৃত—অর্দ্দিত, আক্ষেপ, অপতানক, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, বাহুশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় স্নান ও আহার যথারীতি সহ্য হইলে এবং পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ অপরাহ্নে সেবন করাইবে।

দশমূলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে,

বৃহতী, কণ্টিকারী এবং গোক্ষুর ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৬ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। গব্যদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক (অভাবে গুলঞ্চ), ঋষভক (অভাবে বংশলোচন), মেদ (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদ (অভাবে অনন্তমূল), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি (অভাবে গোরক্ষ-চাকুলে), বৃদ্ধি (অভাবে বেড়েলা) ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অৰ্দ্ধতোলা।

ছাগলাদ্যঘৃত—অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণগত বাত, খঞ্জতা, কলায়-খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জতা, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, কর্ণশূল, পক্ষাঘাত ও অববাহুক প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় স্নান ও আহার সহ্য হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে বা বাতপিত্তপ্রধান রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। যাহাদের স্মৃতিশক্তির অল্পতা এবং শরীর অতি দুর্ব্বল, তাহাদের পক্ষে ক্ষয়কাস, যক্ষ্মা ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত অতি উপকারী ; কিন্তু অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণতা থাকিলে কথনও প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ছাগলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—চর্ম্ম, শৃঙ্গ ও নখাদিবিহীন নপুংসক ছাগের মাংস (পোট্‌লীবদ্ধ) /৬। এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের দশ ছটাক লইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। গব্যদুগ্ধ /৪ চারি সের, শতমূলীর রস /৪ চারি সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও যষ্টিমধু ; এইসকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ চারি আনা হইতে ॥০ অৰ্দ্ধতোলা বা ১ একতোলা।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত—পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, আক্ষেপ, অন্ত-রায়াম, বহিরায়াম, দণ্ডক, দণ্ডাপতনক, ধনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক, অপতানক, বাধির্য্য, খঞ্জতা, কুব্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খল্লী, হনুস্তম্ভ, গৃধ্রসী, অববাহুক, বাহুশোষ, শিরোরোগ, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, বাতাশ্রিত চক্ষুরোগ, বাতকণ্টক, আঢ্যবাত, হস্তকম্প, শিরঃকম্প ও জিহ্বাস্তম্ভ প্রভৃতি যাবতীয় বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। বায়ুর রুক্ষতা-

প্রযুক্ত রোগীর যখন শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৃশ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে বা প্রমেহ, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বাতাশ্রিত হইয়া শরীর একেবারে শ্রমবিমুখ হয়, সেই অবস্থায় এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে যখন বায়ু রুক্ষ হয় এবং বিবিধকারণে শ্লেষ্মা রুক্ষতাপ্রাপ্ত হয়, তখন এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন পিত্তাশ্রিত বাতরোগেও এই ঘৃত সেবন করিলে মহান্ উপকার সাধিত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নষ্ট হইলে এই ঔষধের প্রয়োগে ফল দর্শে। প্রমেহরোগে শুক্রক্ষয়বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হস্তপদাদি কোনক্রমে ভগ্ন ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ সেইসকল স্থানের ক্রিয়া হ্রাস পাইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। জঙ্ঘা, পার্শ্ব ও মস্তকাশ্রিত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ উপকারী।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—শৃঙ্গ, নখ ও চর্ম্মাদিবিহীন নপুংসক ছাগের মাংস ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নূতন সরস অশ্বগন্ধা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুদ্গিপুষ্প, মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগাণী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপাতা, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতিপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমখোসা, দেবদারু, রেণুকা, এলবালুকা, বিড়ঙ্গ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ চারি তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে ইক্ষুচিনি /২ সের মিশ্রিত করিবে। ইক্ষুচিনি একসময়ে সমস্ত না মিশাইয়া অংশানুসারে আবশ্যকমত মিশাইয়া লইলে ঘৃত হীনবীর্য্য হয় না। নচেৎ অল্পদিনেই হীনবীর্য্য হইয়া যায়। মাত্রা— ।০ অর্দ্ধতোলা।

নকুলাদ্যঘৃত—অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, বাধির্য্য প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং অন্যান্য ঊর্দ্ধজত্রুগত বাতরোগে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হস্তকম্প, শিরঃকম্প প্রভৃতি

রোগেও ইহা উপকারী। অপস্মাররোগে ইহা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

নকুলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথদ্রব্য—নকুলমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী-ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। মাষকলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপাতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা ও অনন্তমূল; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

হংসাদিঘৃত—একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, অববাহুক, বাহুশোষ, মন্যাস্তম্ভ, কুব্জতা, সন্ধিবাত, হস্তপদাদিগতবাত ও ঝিন্‌ঝিনেবাত প্রভৃতি রোগে এই ঘৃত রোগীকে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐসমস্ত বাতরোগে ইহা মহৌষধ। হস্তপদাদি অঙ্গ অসাড় বা সঙ্কুচিত হইলে এই ঘৃত সেই স্থানে প্রত্যহ মর্দ্দন করিতে দিবে।

হংসাদিঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত চারিসের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথদ্রব্য—চারিটি হাঁসের মাংস, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—এরণ্ডমূল, বৃহতী, সৈন্ধব, শুল্‌ফা, জাতিফল, লবঙ্গ, জয়িত্রী, আফিং, ধুতুরামূল, বেড়েলা, সমুদ্রফেনা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আগরকাষ্ঠ, মুথা, কৃষ্ণজীরা, জীরা, বচ, তালীশপত্র ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাক সম্পন্ন হইলে অল্পজল থাকিতে ছাঁকিয়া এরণ্ডতৈল ৩২ তোলা, কেঁচুয়ার ক্ষীর ৩২ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ২ তোলা প্রদান করিবে এবং পুনরায় ছাঁকিয়া লইবে।

চতুঃস্নেহ—আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, অস্থিগতবাত, মজ্জাগত-বাত ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শরীরের শিথিলতা লক্ষিত হইলে অন্যান্য স্নেহ মালিশ করিবার পূর্ব্বে এই স্নেহ মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়।

চতুঃস্নেহ। তিলতৈল /৪ চারিসের। গব্যঘৃত /৪ চারিসের। বরাহ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর চর্ব্বি /৪ চারি সের। বরাহ-কচ্ছপাদি প্রাণীর হাড় কুট্টিত করতঃ জলে

সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যস্থ মজ্জা /৪ সের ; এইসমস্ত একত্র করিয়া লইবে। কাথদ্রব্য—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, কুলখকলাই /১ সের, সজিনামূলের ছাল ৪০ তোলা, অড়হর ৪০ তোলা, রাস্না ১৬ তোলা, রক্তচিতা ১৬ তোলা, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সুরা, কাঁজি, অম্লদধি, সৌবীর এবং তুষোদক ; ইহাদের প্রত্যেকে /৪ চারি সের। কুলশুঁঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দাড়িমরস /৪ সের। মহাদার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ; এই ১০টি সমভাগে মিলিত ৪৮ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে স্নেহপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

রসোনাদ্যতৈল—গ্রন্থিবাত, পৃষ্ঠবাত, রসবাত অর্থাৎ হস্ত বা পদের কোনস্থানে রস বদ্ধ হইলে তজ্জনিত বেদনা এবং কোন স্থান ভগ্ন ও সেই স্থানের বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এই তৈল অতি উপকারী। ইহা পান এবং মালিশ উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়। রসদোষে কোন স্থান স্ফীত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

রসোনাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ চারি সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—রসোনের স্বরস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রশুন /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মূলকাদ্যতৈল—উৎকট গ্রন্থিবাত, সন্ধিগতবাত ও রসবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে মর্দ্দন ও পান করিতে দিবে।

মূলকাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—মূলার স্বরস /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধি /৪ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা, রক্তচিতা, সৈন্ধব, পিপুল, আতইচ, রাস্না, চই, অগুরু, রক্তচিতা, রক্তচন্দন, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, পুষ্করমূল (অভাবে) কুড়, শটী, বেলছাল, শুল্ফা, তগরপাছকা ও দেবদারু ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কুব্জপ্রসারণীতৈল—অন্তরায়াম, বহিরায়াম, কুব্জতা, অপতন্ত্রক, সর্ব্বাঙ্গবাত, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, অর্দ্দিত, গ্রন্থিবাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, খঞ্জতা, পাদহর্ষ, কলায়খঞ্জ ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল ২।৩ ঘণ্টা মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা

সেই স্থান ধৌত করিবে। বাতব্যাধিরোগের পুরাতন অবস্থায় যথন বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মা হ্রাস পাইতে থাকে, সেইসময় এই তৈল মালিশ করা কর্ত্তব্য। এই তৈল সাধারণতঃ সর্ব্ববিধ বাতরোগেই উপকারী।

কুব্জপ্রসারণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—গন্ধভাদুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কাঁজি ১৬ সের। গোদুগ্ধ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচিতা, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুল্ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপুল, গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

স্বল্পপ্রসারণীতৈল—কুব্জতা, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, বাতকণ্টক, খল্পী, পাদহর্ষ, ত্রিকশূল, স্নায়ুগতবাত ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধকারণে শ্লেষ্মার স্তব্ধতা থাকিলে অর্থাৎ বায়ু দ্বারা শরীর রুক্ষ হইবার পূর্ব্বে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে নূতনাবস্থায়ও এই তৈলের প্রয়োগে উপকার হয়। এই তৈল দ্বারা তূণী, প্রতিতূণী প্রভৃতি বাতরোগে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ইহা দশমূলীকাথ বা রাস্নাদিকাথের সহিত বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা যায়।

স্বল্পপ্রসারণীতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—গন্ধভাদুলে /৮ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল—বহিরায়াম, অন্তরায়াম, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, হৃচ্ছূল, সন্ধিগতবাত, অর্দ্দিত, কুব্জতা, পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জ, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ ও ত্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্লেষ্মার স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে অথবা বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত না হইলে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। অনেকস্থলে ইহা দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়। যাহাদের শরীর শ্লেষ্মাধিক ও বায়ু তাদৃশ রুক্ষতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তির এই তৈলের প্রয়োগে মহোপকার দর্শে। বাতাধিক ব্যক্তিরও রোগ নূতন হইলে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা আমরসপাচক, সুতরাং ঐসমস্ত বাতরোগে অন্যান্য তৈল

প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ শরীর সম্পূর্ণ রুক্ষ না হইলে এই তৈলের প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। শরীরের সন্ধিস্থানে বা হস্তপদাদিতে বেদনা থাকিলে এই তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে ঐ বেদনা অত্যল্পকালের মধ্যেই দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—শুল্‌ফা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কাঁজি /৮ সের। দধির মাত /৮ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, সাজিমাটী, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সৌবর্চ্চললবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, গন্ধভাদুলে, কুড়, যষ্টিমধু এবং পিপ্পলী; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বলাতৈল—আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, সূতিকাশ্রিত পক্ষাঘাত, প্রমেহ বা শুক্রক্ষয়জনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দণ্ডাপতানক ও স্নায়ুগত শূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্তপ্রধান হইলে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের সূতিকাদোষ হইতে আক্ষেপাদি বায়ুরোগ বা অপস্মার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে এই তৈলে মহোপকার দর্শে। স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইলে প্রসূতিকে এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। বৃদ্ধ এবং সুখী বা বাতপিত্তাধিক কৃশব্যক্তির পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বলাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। কাথদ্রব্য—বেড়েলামূল ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কুলশুঁঠ ও কুলথকলাই সমভাবে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেতধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, পিণ্ডতগরমূল, শ্যামালতা, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, পুনর্ণবা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগাণী, মাষাণী, মেদ, মহামেদ, শুলফ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া একটি মাটির কলসীর মধ্যে রাখিবে।

পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল—খঞ্জতা, পঙ্গুতা, শিরোগতবাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, কর্ণগতবাত ও বাহুশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শিরোগতবাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ ও কর্ণগত-বাত প্রভৃতি রোগে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে এবং বাতাধিক ব্যক্তির মস্তকে এই তৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়। পক্ষাঘাত ও রক্তগতবাতরোগেও এই তৈল উপকারী। এই তৈল মালিশ এবং নস্য উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়।

পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—গন্ধভাদুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধার মূল ১২॥ সাড়েবার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্য বা মাহিষদুগ্ধ ১৬ সের। জলপদ্মের রস /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুলফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টিকারী, শুঁঠ যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্ণবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, রক্তচিতা, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল—আক্ষেপক, কম্পবাত, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, সূতিকাশ্রিত বাত, পক্ষাঘাত, প্রমেহরোগে শুক্রক্ষয়াদিজনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দণ্ডাপতানক স্নায়ুশূল ও বাহুশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। অপস্মার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করা কর্ত্তব্য।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল। তিলতৈল /৪ সের। কাথদ্রব্য—বেড়েলা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কাকোলী, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তগর-পাদুকা, গুলঞ্চ, মুগাণী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শুলফা ও পুনর্ণবা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মাষতৈল—অর্দ্ধাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, অপতানক, আঢ্য-বাত, আক্ষেপ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খল্লী, বাতকণ্টক ও

পাদহর্ষ প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। বাত দ্বারা কোন স্থান সঙ্কুচিত বা হস্তপদাদি অসাড়বোধ হইলে এই তৈলের প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শরীর শিথিলবোধ হইলে এই তৈলের মালিশে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাষতৈল। তিলতৈল /৪ চারি সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—মাষকলাই, যবধান, মসিনা, ঝিন্টি, শূকশিম্বীবীজ, গোক্ষুর, শোণাছাল ও কণ্টিকারী; ইহাদের প্রত্যেকে /৸৶ চৌদ্দছটাক, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের। কার্পাসবীজ, বদরীবীজ, শণবীজ ও কুলথকলাই; ইহাদের প্রত্যেকে /১৸ পৌনে দুই সের, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের। নপুংসক ছাগমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ুচী, কুড়, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, পিপ্পলী, শুল্‌ফা, বেড়েলা, গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও কট্‌কী; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মহামাষতৈল—বিশ্বচী, গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত, কুব্জতা, সর্ব্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, খঞ্জতা, কলায়খঞ্জতা, অর্দ্দিত, অববাহুক ও কর্ণগত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে এবং হস্তপদাদির অসাড়জ্ঞান, শরীরের সঙ্কোচ বা বাতদোষে কোন স্থান শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইলে এই তৈল রোগীর ঐসমস্ত স্থানে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু এবং পিত্তের প্রকোপাবস্থায় বয়স্ক বা বৃদ্ধব্যক্তির যখন অন্যান্য ঔষধে বিশেষ উপকার হয় না, তখন এই তৈল মালিশ করিলে অশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। এই তৈল মূকত্ব, মিম্মিনত্ব ও শিরঃশূল প্রভৃতি রোগে নস্যরূপে ও পক্বাশয়াদিগত বাতে পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য উষ্ণদুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

মহামাষতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—মাষকলাই /৪ সের, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /৸৶ দশ ছটাক এবং পুটলীবদ্ধ নপুংসক ছাগমাংস /৩৸ পৌনে চারি সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শূকশিম্বী, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, উদ্ভিদ্‌লবণ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতা, কট্‌ফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপ্পলীমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও

শটী ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা প্রদানপূর্ব্বক যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ মাষতৈল—বিশ্বচী, গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা, কলায়খঞ্জতা, অর্দ্দিত, কুব্জতা, অপতানক, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে এবং হস্তপদাদি শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে এই তৈল দ্বারা মহান্ উপকার সাধিত হয়। কোনস্থান অসাড় হইলে এই তৈল সেই স্থানে মালিশ করিতে দিবে। হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পক্বাশয়গত বাত, তূণী প্রতিতূণী, কুব্জতা ও পৃষ্ঠবাত প্রভৃতি রোগে এই তৈল পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করিবে এবং বিরেচনার্থ উহা দুগ্ধসহ সেবন করাইবে। পক্ষাঘাতাদিরোগে ইহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে এবং অবস্থাবিশেষে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে। বাতব্যাধিরোগে এই তৈল অতি উপকারী।

বৃহৎ মাষতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—মাষকলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বেড়েলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রাস্না /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। যবধান, শুষ্কবদরী ও কুলখকলাই ; এই তিনটি সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। নপুংসক ছাগমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধবলবণ, শুল্‌ফা, এরণ্ডমূল, মুথা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

নকুলতৈল—কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, গ্রন্থিবাত, একাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও কলায়খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব প্রভৃতি উর্দ্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল নস্যরূপে ও মর্দ্দনে

প্রয়োগ করিবে। তূণী, প্রতিতূণী এবং পক্বাশয়গত বাত প্রভৃতি রোগে এই তৈল পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করিবে। বায়ুপ্রধান অবস্থায় শিরঃকম্প বা গাত্রকম্প থাকিলে এই তৈল মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। আমবাত-রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নকুলতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ-দ্রব্য—নকুলমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কাঁজি /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, পিপুলমূল, শৈলজ ও জটামাংসী; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা; এইসমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল—ধনুস্তম্ভ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও উর্দ্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রদান করিবে এবং ইহা মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গ-বাত, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, কলায়খঞ্জতা, খল্লী, মাংসগতবাত, অস্থিগতবাত এবং মজ্জাগতবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল মালিশ করিয়া রোগীকে স্নান করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু এবং শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে এই তৈল সমধিক উপকারী। উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি রোগেও ইহা মালিশ করা যাইতে পারে। দৈবাৎ হস্তপদাদি ভগ্ন হইলে এবং সেই স্থানের বেদনা ও ফুলা হ্রাস পাইয়া যদি পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা না হয়, তাহা হইলে এই তৈল মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—মূল, পত্র ও শাখাসহিত নূতন সরস গন্ধভাদুলে ১০৷৷ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১। সোয়াসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ৬৪ সের। অম্লকাঁজি ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, আদা ৪০ তোলা;

শোধিত ভেলার মুটি ৩০টা (অসহমে রক্তচন্দন), পিপুলমূল, রক্তচিতা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাদুলে ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

মাষবলাদিতৈল—অববাহুক, বাহুশোষ, পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, খঞ্জতা ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। পুরাতন প্রমেহাশ্রিত বিবিধ বাতরোগে এই তৈল উপকারী। যাহাদের শরীর স্বভাবতঃ কৃশ এবং দুর্ব্বল বা যাহারা বিবিধ রোগে দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছে, অথচ বাতাধিক্যবশতঃ শরীর কৃশ, দুর্ব্বল কিংবা কম্পিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই তৈল প্রশস্ত।

মাষবলাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। মাষকলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বেড়েলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রাস্না /২ সের, জল ১৬ সেষ, শেষ /৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গন্ধভাদুলে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শুল্ফা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। গোদুগ্ধ /৪ চারিসের। লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কাঁজী /৪ সের। শতমূলীর রস /২ সের। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /২ দুই সের। কল্কদ্রব্য—শুল্ফা, মৌরী, মেথী, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুথা, অশ্বগন্ধা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা ও ভুঁই-আমলা; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ বাতারিতৈল—একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, কুব্জতা, বাহুশোষ, অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জ, পাদহর্ষ, ঝিন্‌ঝিনে বাত, সন্ধিগতবাত এবং ত্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। যাহাদের শরীরে শ্লেষ্মদোষ বর্ত্তমান অথবা শ্লেষ্মা দ্বারা বাতাদির স্তব্ধতা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী। শরীরের কোন স্থান ঝিন্‌ঝিনে-বেদনাযুক্ত বা একেবারে অসাড় হইলে অথবা গ্রন্থিবাত বা পৃষ্ঠবাতাদিরোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ বাতারিতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—সরস গন্ধভাদুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কবুতরমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রাজহাঁসের মাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। মাষকলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। আদার রস /৪ সের। কাঁজি ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, পুনর্ণবা, বেলছাল, তালমূলী, চাঁপাছাল, কলারমূল, শিমুলছাল, আমছাল, ভেরেণ্ডামূল, বচ, কেতকীমূল, আমরুল, নীলোৎপলমূল, বন-আদা, ভৃঙ্গরাজ ও ডেহুয়াছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা লইয়া যথাবিধি তৈলপাক করিবে।

অশ্বগন্ধাতৈল—রক্তগত বাতরোগে শরীরের কৃশতা এবং কৃষ্ণাভা ও অন্যান্য লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই তৈলের প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় প্রমেহ বা রক্তদোষ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বাতাধিক ব্যক্তির কৃশতা বা শুক্রক্ষয়াদিদোষ থাকিলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের প্রদর বা যোনিগত রোগাদি এবং পুরুষের রক্তপিত্তাদি রোগে এই তৈল মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বাতঘ্ন অথচ বলকারক ও পুষ্টিজনক।

অশ্বগন্ধাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—অশ্বগন্ধা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—স্থূলমৃণাল, শালুক, সূক্ষ্মমৃণাল, পদ্মবীজকোষ, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মের কেশর, অশ্বগন্ধা, পুনর্ণবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টিকারী, এলাইচ, এলবালুকা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের লইয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

হিমসাগরতৈল—পিত্তাশ্রিতবাতে রোগীর অত্যন্ত দাহ, শরীরের কৃশতা এবং সমধিক দুর্ব্বলতা বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। পিত্তাধিক্য ও ক্ষীণশুক্রব্যক্তির পক্ষেও এই তৈল অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন যেসকল বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির একাঙ্গ শুষ্ক হইয়াছে, অথবা যেসকল ব্যক্তি হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, মূকত্ব, পঙ্গুতা বা ক্ষয়রোগাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষেও এই তৈল অতি উপকারী। শ্লেষ্মাধিক বা বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই তৈল কখনও প্রয়োগ করিবে না। ইহা অত্যন্ত শৈত্যগুণবিশিষ্ট। বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির

মাথায় মর্দ্দন করিলে সহসা জ্বর এবং গাত্র-বেদনা প্রভৃতি হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

হিমসাগরতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—শতমূলীর রস /৪ সের। ভূমিকুষ্মাণ্ডরস /৪ সের, অভাবে কাথ /৪ সের। কুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের। আমলকীর রস /৪ সের। শিমুলমূলের রস /৪ সের, গোক্ষুর /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কদলীমূলের রস /৪ সের। ডাব নারিকেলের জল /৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, বচ, খট্টাশী, পিড়িংশাকের ফুল, তেজপাতা, কুন্দুরুখোটী, নালুকা, শতমূলী, লোধ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মৌরী, শটী, রক্তচন্দন, গেঠেলা ও কর্পূর; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

মধ্যমনারায়ণতৈল—পক্ষাঘাত, কুব্জতা, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও কলায়খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ু প্রবল হইলে এবং তজ্জনিত নিদ্রার অভাব ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই তৈল তাহার মাথায় এবং সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে। অবস্থাবিশেষে এই তৈল ৩০।৪০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাও যাইতে পারে। হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রদান করা যায়। পক্বাশয়গতবাত, তূণী ও প্রতিতূণী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই তৈল পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সর্ব্ববিধ বাতরোগেই এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

মধ্যমনারায়ণতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিল্বমূলছাল, পারুলছাল, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিমছাল, শোণাছাল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারী; ইহাদের প্রত্যেকে /১। সোয়া সের, জল ৬।৬ ছয় মণ ষোল সের, পাকশেষ ১।৪ একমণ চব্বিশসের। শতমূলীর রস ১৬ সের, গোদুগ্ধ ১।৪ একমণ চব্বিশসের। কল্কদ্রব্য—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শিলাজতু, সৈন্ধবলবণ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল রাস্না, শুলফা, দেবদারু, মুগাণী, মাষাণী, শালপাণী, চাকুলে ও তগরপাদুকা; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল—পক্ষাঘাত, কুব্জতা, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা ও কলায়খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্ষীণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও হস্তাদি অঙ্গে শক্তির অভাব প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল রোগীর মাথায় ও গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। আধ্মান, পক্কাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত, তূণী ও প্রতিতূণী প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল উদরে মালিশ করিতে দিবে। পুরাতন অবস্থায় অবস্থাবিশেষে ইহা পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা ও পক্কাশয়গত বাতাদিরোগে এই তৈল উষ্ণদুগ্ধসহ ৩০।৪০ ফোঁটা মাত্রায় পান করিতে দিবে। প্রমেহ, বাতরক্ত এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—শতমূলী, শালপাণী, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটিমূল; ইহাদের প্রত্যেকে /১। সোয়াসের অর্থাৎ ৮০ তোলা, পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ /৮ সের। ছাগদুগ্ধ /৮ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বাতরোগে জ্বর-চিকিৎসা

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্বাথ—পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, কুব্জতা ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগে জ্বর প্রবল হইলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। রোগীর বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এই ক্বাথ অতি উপকারী।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকস্তুরী—পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, মন্যাস্তম্ভ, আক্ষেপ, অপতানক ও কুব্জতা প্রভৃতি বাতরোগে জ্বর এবং বাতজনিত বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতাশ্রিত জ্বর এবং উপদ্রব-নাশক। অনুপান—আদার রস ও মধু।

স্বর্ণকস্তুরী। প্রস্তুতবিধি ৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতনিসূদনরস—পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গগত বাত, কুব্জতা ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে বাতাশ্রিত মধ্যবিধ বা অল্পজ্বর দূরীভূত হয়। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

বাতনিসূদনরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, রসসিন্দূর, কস্তুরী, স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্য, সীসক, হরিতাল, বঙ্গ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, ধনে, কট্‌ফল, বিষ, কর্পূর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতিফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা ও সৈন্ধব; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৪ ভাগ; এইসমস্ত একত্র করিয়া বামনহাটীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৪ রতি।

বাতগজকেশরী—পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, ধনুস্তম্ভ, গ্রন্থিবাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং সেই জ্বর অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐসমস্ত বাতরোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বর বিদ্যমান না থাকিলেও ইহার সেবনে উপকার হয়। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজকেশরী। রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য ও হরিতাল; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা; বামনহাটী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল ও হরীতকী, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা; মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণসিন্দূর ও বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ।০ অর্দ্ধতোলা গ্রহণপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া পানের রসে ৭ বার, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার এবং ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

বাতরোগে আধ্মান এবং তজ্জনিত মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি—আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, ঊর্দ্ধবাত, পক্বাশয়গত বাত এবং বস্তিগত বাত প্রভৃতি রোগে রোগীর উদরাধ্মান ও মলমূত্ররোধ হইলে এই বর্ত্তি তাহার গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। আধ্মান ভিন্ন কেবলমাত্র মল ও মূত্ররোধ হইলেও এই বর্ত্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহাদ্বারা কুপিত মল নির্গত হয়।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি—আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বস্তিবাত এবং পক্কাশয়গত বাত প্রভৃতি রোগে উদরাধ্মান এবং মল ও মূত্ররোধ হইলে এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। যে সমস্ত বাতরোগীর উদরাধ্মান ভিন্নও মল এবং মূত্ররোধ হয়, তাহাদিগকেও এই বর্ত্তি প্রদান করা যায়। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি—আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বস্তিবাত, পক্কাশয়গতবাত ও গুহ্যগতবাত প্রভৃতি রোগে উদরাধ্মান এবং মলমূত্ররোধ হইলে এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। আধ্মান ভিন্ন মল ও মূত্ররোধ হইলে এই বর্ত্তির প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুষট্‌কপ্রলেপ—আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্কাশয়গত বাত এবং আমাশয়গত বাত প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ রোগীর আমাশয়ে প্রয়োগ করিবে।

দারুষট্‌কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ—আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্কাশয়গত বাত ও আমাশয়গত বাতরোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বারিস্বেদ—প্রত্যাধ্মান, তূণী, প্রতিতূণী বা বস্তিগত বাতরোগের আক্রমণবশতঃ রোগীর মলমূত্ররোধ হইলে প্রত্যহ অর্দ্ধঘণ্টা বা একঘণ্টা পর্য্যন্ত এই স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা বস্তিগত বাত ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বারিস্বেদ। বাতরোগীর আমাশয়ে বা পক্কাশয়ে স্ফীতি বা বেদনা হইলে একটি বৃহৎ পাত্র উষ্ণজলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে রোগীকে বসাইয়া রাখিবে এবং স্ফীতি বা বেদনা নিবারিত হওয়ার পূর্ব্বে ঐ উষ্ণজল শীতল হইয়া আসিলে শীতল জল অপসারিত করিয়া পুনরায় ঐ পাত্রে উষ্ণজল প্রদান করিবে।

নিরূহবস্তি—তূণী, প্রতিতূণী, পক্কাশয়গত বাত ও বস্তিগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে তাহাকে নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। এই নিরূহবস্তি (পিচ্‌কারী)-প্রয়োগ দ্বারা ক্রমশঃ রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি করিবে। পক্ষাঘাতাদিরোগেও নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নিরূহবস্তি। আধসের উষ্ণজলে একছটাক বা অর্দ্ধ পোয়া এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিবে এবং রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া পিচ্‌কারী দ্বারা ঐসমস্ত জল গুহ্যদেশে আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইবে। এইরূপে তৈলাক্ত জল নিঃশেষিত হইলে পিচ্‌কারী বাহির করিয়া কিছুক্ষণ অর্থাৎ ২।৩ মিনিট গুহ্যদেশ এরূপভাবে সংবৃত করিয়া রাখিবে, যাহাতে তৈলাক্ত জল নির্গত হইতে না পারে। অনন্তর ছাড়িয়া দিলে কোষ্ঠস্থ মল নির্গত হইয়া যাইবে। বায়ুনাশক অথচ বিরেচক হিঙ্গ্বাষ্টচূর্ণ প্রভৃতি ৪ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলে গুলিয়া অবস্থাভেদে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা যায়। পক্ষাঘাতাদিরোগে ১০ দিন অন্তর মধ্যমনারায়ণ, কুব্জপ্রসারণী, বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাষতৈল ২০ তোলা বা ততোধিক মাত্রায় লইয়া পিচ্‌কারী দিবে। এই পিচ্‌কারী প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে না, একবার পিচ্‌কারী প্রয়োগের পর রোগী সবল হইলে পুনর্ব্বার পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে।

অনুবাসনবস্তি—কুব্জতা, পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাত প্রভৃতি রোগে রোগীকে তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ অর্থাৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি সেবন করাইয়া দাস্ত পরিষ্কার হইলে সপ্তাহ পরে সন্ধ্যাকালে অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে।

অনুবাসনবস্তি। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে রোগীকে উত্তানভাবে রাখিয়া সৈন্ধবাদিতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল, বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাষতৈল ৮ তোলা বা ১৬ তোলা মাত্রায় লইয়া পিচ্‌কারী দ্বারা গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে এবং তৈল পিচ্‌কারী হইতে বস্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পিচ্‌কারী বাহির করিয়া ২।৩ মিনিট গুহ্যদেশ সংবৃত করিয়া রাখিবে, যাহাতে ঐ তৈল বাহির না হয়। পরে গুহ্যদেশ ছাড়িয়া দিলে যদি কোষ্ঠস্থ কুপিত মল নির্গত হয়, তাহা হইলে বস্তিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিবে।

বাতরোগে মূর্চ্ছা ও জ্ঞানলোপ-চিকিৎসা

মরিচাদিনস্য—অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, ধনুষ্টঙ্কার ও মূকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ,

এবং ঔষধ-গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত হইলে এই নস্য তাহার নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। যখন কোন প্রকার ঔষধই রোগীকে প্রয়োগ করা যায় না, তখন ইহা প্রয়োগ করিলে জ্ঞানসঞ্চার হয়।

মরিচাদিনস্য। মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ।০ আনা মাত্রায় ২টি নলে পূর্ণ করিয়া নাসিকার উভয় রন্ধ্রে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ করাইবে।

বচাদিনস্য—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও মূকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর সহসা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ ও ঔষধ-গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে এই নস্য তাহার নাসারন্ধ্রমধ্যে ঢালিয়া দিবে এবং যাহাতে ঐ ঔষধ নাসারন্ধ্র দ্বারা উদরে প্রবেশ করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। সমস্ত ঔষধ উদরে প্রবিষ্ট না হইয়া কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইলেও উপকার হয়।

বচাদিনস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে সহসা বাক্‌বন্ধ, জ্ঞানলোপ এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ ঔষধ-গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে রোগীর নাসারন্ধ্রে এই ঔষধ ঝিনুকে গুলিয়া ঢালিয়া দিবে এবং যাহাতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এইরূপ ব্যবস্থা করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে রোগীর জ্ঞান জন্মে এবং প্রলাপাদি দূরীভূত হয়। এই ঔষধ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রযোজ্য।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৈন্ধবাদিনস্য—অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, ধনুষ্টঙ্কার ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত হইলে এই নস্য রোগীর নাসিকামধ্যে ফুৎকার দিয়া বা জলে গুলিয়া প্রবেশ করাইবে; যাহাতে উদরস্থ হয়, এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা বিধেয়।

সৈন্ধবাদিনস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও মূকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ রোগীর চৈতন্যলোপ, বাক্‌বন্ধ ও হস্তপদাদির আক্ষেপ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তন সহসা পরিলক্ষিত হইলে নস্যপ্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়া এই ঔষধ তালের ডাঁটার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হইলে ইহা সেবন করান কর্ত্তব্য।

চতুর্ভুজরস। প্রস্তুতবিধি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতকুলান্তক—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার, মূকত্ব ও মিন্মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাক্‌বন্ধ ও সহসা চৈতন্যলোপ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে নস্যপ্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়া এই ঔষধ তালের ডাঁটার রস ও মধুসহ বা আদার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বেড়েলার রস এবং মধুসহও সেবন করান যায়।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি—অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও আক্ষেপ ইত্যাদি বাতরোগে রোগীর চৈতন্যলোপ, বাক্‌বন্ধ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তন সহসা পরিলক্ষিত হইলে নস্যপ্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়া এই ঔষধ তালের ডাঁটার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, বাহুশোষ ও অববাহুক প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা অনুপানবিশেষের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরোগে পথ্য

বাতরোগে অবস্থাভেদে পথ্য নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। সমস্ত রোগেই কেবল মাত্র রোগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ব্যক্তিভেদে ও দেশভেদে পথ্য নিরূপণ করা উচিত। আক্ষেপ, অপতন্ত্রক, পক্ষাঘাত ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি কষ্টকর বাতরোগসমূহের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কখনও অন্নভোজন করিতে দিবে না। সন্ধিবাত, পৃষ্ঠগতবাত ও রসগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগী সম্যগ্‌রূপে

আক্রান্ত না হইলে রোগের প্রথমাবস্থায়ও অন্নপথ্য দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ঐ সমস্ত বাতরোগ প্রবল হইলে অন্নভোজন বন্ধ করিতে হয়। বাতরোগের আক্রমণকালে অর্থাৎ বায়ুর বিকার লক্ষিত হইলে যবমণ্ড, সাগু, মুদ্গযূষ বা অন্নমণ্ড প্রভৃতি পথ্য অবস্থাভেদে ভোজন করিতে দিবে। বায়ুজনিত বিকার নিবৃত্ত হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলাইয়ের যূষ এবং ছাগ, কুক্কুট, মৃগ ও তিত্তিরিপক্ষী প্রভৃতির মাংসযূষ, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গি, বান্, পাব্দা, সিলিন্দা, কই, বেলে, খলিসা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পটোল, সজিনা, বেগুন, রসোন ও গন্ধভাদুলে প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। পুষ্টিকর দ্রব্য অর্থাৎ ঘৃত, গব্যদুগ্ধ, আম্র, পাকা তাল, খেজুর, কিস্‌মিস্, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি বলকর পথ্য বাতরোগে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে ; বিশেষতঃ প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদিজনিত বাতরোগে রোগীকে বলকর পথ্য প্রদান না করিলে কোনও উপকার পাওয়া যায় না। সূতিকাশ্রিত বা উদরাময়াশ্রিত বাতে রোগীকে কেবলমাত্র বলকর পথ্য প্রদান না করিয়া রোগীর অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক মূলীভূত-রোগপ্রশমক পথ্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। উদরাময়রোগে ধারক অথচ বলকর পথ্য প্রদান করিবে।

উন্মাদরোগ-চিকিৎসা

উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ—বুদ্ধিভ্রংশ, মনের অস্থিরতা, ব্যাকুলিতনেত্রে দর্শন, অধীরতা, অসম্বদ্ধবাক্য-প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূন্যতা—এইসমস্ত উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ।

বাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ—বাতিক উন্মাদরোগী কখন কখন ঈষৎ হাস্য, নৃত্য, গীত, অত্যধিক বাক্যালাপ, অঙ্গচালনা ও ক্রন্দনাদি করে এবং তাহার শরীরের কৃশতা, কর্কশতা ও অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। আহার জীর্ণ হইলে এই রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রুক্ষ, অম্ল ও শীতলদ্রব্য-ভোজন এবং বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও উপবাসাদি দ্বারা অত্যন্ত বায়ুবৃদ্ধি হইয়া চিন্তাযুক্ত হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক অবিলম্বে বুদ্ধি ও স্মৃতি বিনষ্ট করিয়া বাতিক উন্মাদ জন্মায়।

পৈত্তিক উন্মাদরোগের লক্ষণ—পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর অসহিষ্ণুতা, মৌখিক জাঁকজমক, উলঙ্গভাব ও শরীরের পীতাভা দৃষ্ট হয়। অন্যলোক দেখিলে রোগী ভয় পায় ও লুক্কায়িত হয়। সর্ব্বদা তাহার শরীর উষ্ণ, দাহান্বিত ও ক্রোধযুক্ত থাকে; ছায়াতে অবস্থান করিতে এবং শীতল অন্ন ও পানীয় সেবন করিতে অভিলাষ জন্মে। আহারের পচ্যমান অবস্থায় এই রোগ বৃদ্ধি পায়। কটু, অজীর্ণকারক, অম্লরসযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক ও উষ্ণগুণবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে সঞ্চিত ও কুপিত পিত্ত হৃদয়কে আশ্রয়-পূর্ব্বক পৈত্তিক উন্মাদ উৎপাদন করে।

শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর অল্পবাক্যকথন, আহারে অরুচি, স্ত্রীতে আসক্তি, জনশূন্যস্থানে থাকিতে ইচ্ছা, নিদ্রাধিক্য, বমন, লালাস্রাব এবং শরীরের চর্ম্ম, মূত্র, নেত্র ও নখাদির শুক্লতা পরিলক্ষিত হয়, পরন্তু আহার করিবামাত্র এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুস্থশরীরে ব্যায়ামাদি পরিশ্রম না করিলে অত্যধিক ভোজন দ্বারা পিত্তের সহিত কফ হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক বুদ্ধি ও স্মৃতিকে বিনষ্ট এবং চিত্তকে মোহিত করে, এইজন্য শ্লৈষ্মিক উন্মাদ উৎপন্ন হয়।

সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ—ত্রিদোষাশ্রিত উন্মাদরোগে পূর্ব্বকথিত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণসকল মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উন্মাদের কারণসমূহ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক উন্মাদ জন্মে।

মানসিক দুঃখজনিত উন্মাদের লক্ষণ—মানসিক-দুঃখজনিত উন্মাদরোগে রোগী সময় সময় জ্ঞানশূন্য হইয়া মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ করে এবং গান, হাস্য বা রোদন করিতে থাকে।

বিষজনিত উন্মাদের লক্ষণ—বিষজনিত উন্মাদে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় ও কান্তি বিনষ্ট হয় এবং রোগী অত্যন্ত ক্লান্তিযুক্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ—দেবাদিকৃত উন্মাদরোগে রোগীর অমানুষিকবাক্য, পরাক্রম, তেজ, বল, বুদ্ধি, স্মৃতি ও শিল্পজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগের প্রকোপ ও প্রশমনকালের নিশ্চয়তা থাকে না।

দেবাদিকৃত উন্মাদের বিশেষ লক্ষণ—দেবাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগী সন্তুষ্ট, শুদ্ধচিত্ত, নিদ্রারহিত, তেজস্বী, অবিচলিত-নয়নযুক্ত ও ব্রাহ্মণপরায়ণ হয় এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধি-দ্রব্য, মাল্য-ধারণ ও বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষা উচ্চারণ করে, পরন্তু কোন ব্যক্তি সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাকে বরপ্রদান করিয়া থাকে।

দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ—দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদরোগে ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতার দোষবর্ণন, ঘর্ম্ম, চক্ষুর উজ্জ্বলতা, ভয়শূন্যতা, রোগীর কুকার্য্যে আসক্তি, দুষ্টস্বভাব ও অন্নপানে অসন্তুষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

গন্ধর্ব্বাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ—গন্ধর্ব্বাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগীর অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। জলব্যাপ্ত নদীর তটে বা বনমধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা জন্মে। রোগী স্বীয় আচার-প্রতিপালনে তৎপর এবং গীত, সুগন্ধ দ্রব্য ও মাল্যাদিতে অনুরক্ত হয়, পরন্তু নৃত্য ও অনুচ্চৈঃস্বরে মধুর হাস্য করিতে থাকে।

যক্ষগ্রহাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ—যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হয় ও ঐ ব্যক্তি মনোরম সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে এবং স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি, দ্রুতগমনশীল, অল্পবাক্য-প্রয়োগকারী, ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন ও তেজস্বী হয়, পরন্তু কাহাকে কোন্ বস্তু দান করিব, ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করে।

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদের লক্ষণ—পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী প্রশান্তচিত্তে দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় গ্রহণ এবং কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে পিতৃ-উদ্দেশে জল ও পিণ্ড প্রদান এবং পিতৃলোকের উপর যথোচিত ভক্তি প্রকাশ করে, পরন্তু মাংস, তিল, গুড় ও পায়স প্রভৃতি ভক্ষণেচ্ছু হয়।

নাগাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ—সর্পাবেশজনিত উন্মাদে রোগী সর্পের ন্যায় বক্ষে ভর দিয়া ভূমিতে বিচরণ করে, কখনও বা জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ-প্রান্ত পুনঃপুনঃ লেহন করিতে থাকে, পরন্তু সর্ব্বদা ক্রোধযুক্ত হয় এবং ঘৃত, মধু, দুগ্ধ ও পায়স ভোজন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে।

রাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ—রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী মাংস, রক্ত ও মদ ভক্ষণ করিতে অভিলাষী, নির্লজ্জ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর,

অতি বলবান্, ক্রোধান্বিত এবং অতি সাহসী ও শুদ্ধাচারে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, পরন্তু রাত্রিতে বিচরণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ—ব্রহ্মরাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গুরুজনের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, বেদ ও বেদাঙ্গের নিন্দা ও আত্মপীড়াজনক কার্য্য করে, অথচ অন্যের হিংসা করে না।

পিশাচাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ—পিশাচগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী উলঙ্গ ও কৃশ হয়, পরুষ অথচ বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে, দুর্গন্ধ ও অশুচি-পরিতন্ন হইয়া থাকে, সর্ব্বপ্রকার অন্নপানীয় ভোজন করিতে লোলুপ হয়, আর বহু-ভোজনে সমর্থ এবং জনশূন্যস্থানে অথবা বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয় এবং বিরুদ্ধকার্য্যে চেষ্টিত ও ভীত হইয়া রোদন করে।

দেবাদিগ্রহাবেশ-সময়—দেবগ্রহ পূর্ণিমাতে, অসুরগ্রহ সন্ধ্যা-কালে ও প্রাতঃকালে, গন্ধর্ব্বগ্রহ অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহ প্রতিপৎতিথিতে, পিতৃগ্রহ অমাবস্যায়, সর্পগ্রহ পঞ্চমীতে, রক্ষোগ্রহ রাত্রিতে এবং পিশাচগ্রহ চতুর্দ্দশীতে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

উন্মাদরোগের অসাধ্য লক্ষণ—যে উন্মাদব্যক্তির দ্রুত-বেগে গতি, চক্ষুর্দ্বয় বিস্তৃত ও ফেনসংযুক্ত বমন হয় এবং যে রোগী নিদ্রাপরবশ হইয়া কম্পিত-কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যে উন্মাদ-রোগী হস্তী, পর্ব্বত বা বৃক্ষ হইতে সহসা বিচ্যুত হয়, তাহার মৃত্যু হয়। দেবাদি-গ্রহাবিষ্ট উন্মাদরোগ ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

উন্মাদরোগ-চিকিৎসা-বিধি

উন্মাদরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধির স্থান হৃদয় ও মনোবহা-ধমনীকে আশ্রয়পূর্ব্বক চিত্তের বৈকল্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এইজন্যই ইহাকে উন্মাদরোগ কহে। উন্মাদরোগ মানসিক ব্যাধি, শারীরিক ব্যাধি নহে। অন্যান্যরোগে বায়ুপিত্তাদি প্রকুপিত হইয়া রস-রক্তাদি ধাতু ও শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মাদ-রোগে বাতাদি-দোষ মনোবহা-ধমনীকে আশ্রয় করে। এইজন্যই চিত্তের অস্থিরতা-প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিপথগামিনী হয়। অতএব অন্যান্য রোগের ন্যায় এই

রোগেও প্রকুপিত বাতাদি দোষ প্রশমিত না হইলে মনোবৃত্তির স্থিরতা হয় না। দেবাদি-গ্রহাবিষ্ট উন্মাদরোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ সম্যক্ প্রকারে লক্ষিত হয় না। ঐসমস্ত উন্মাদরোগ মাঙ্গলিক কার্য্য অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম ইত্যাদির দ্বারাই প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতাদি-দোষ বিবিধ কারণে বৰ্দ্ধিত হইয়া রজঃ ও তমোগুণবহুল ব্যক্তির হৃদয়স্থিত ধমনী আশ্রয়পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্য্যয় ঘটায়। বহুবিধ কারণে এই রোগ জন্মে, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে বা দীর্ঘকাল শুক্রক্ষয়, অভিলষিত দ্রব্যের অভাব কিংবা অন্যান্য যেসমস্ত কারণ উন্মাদরোগের উৎপাদকস্বরূপ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে, সেইসমস্ত কারণ অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হইলেও সর্ব্বত্রই উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয় না। বিরুদ্ধদ্রব্য (ক্ষীরমৎস্যাদি) বা বিষাক্ত-অন্ন-ভোজন, সাধ্যাতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অভি-শাপ এবং ভয় বা হর্ষজনিত মনোবিভ্রংশ ও মদ, গাঁজা, আফিং, ধুতুরা প্রভৃতির সেবন—এইসকল কারণে বিভিন্ন প্রকার উন্মত্ততা প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের বিবিধ যন্ত্রের পীড়া ও বিবিধ রোগ হইতে পরিণামে মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মিতে পারে। স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। বয়সের মধ্যসময়ে অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণ ২০।২৫ হইতে ৩৫।৩৬ বৎসর এবং পুরুষ ২০।২৫ হইতে ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঋতুসমূহের মধ্যে গ্রীষ্ম ও বসন্ত—এই দুই ঋতুতে উন্মাদরোগের সমধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

শিক্ষার দোষে অনেক সময় মস্তিষ্কবিকার হইতে দেখা যায়। শিক্ষাদোষ নানাপ্রকার। বালকদিগকে অল্পবয়সে সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত করা অতি গর্হিত কার্য্য, ইহা হইতে কিছুকাল পরে মস্তিষ্ক অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অনেকের মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মে। আবার বাল্যকালে পিতামাতা সন্তানকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিলেও বালকের মানসিক বৃত্তি এতদূর পরিবর্ত্তিত হয় যে, অনেকের আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে বা অনেকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। বালকেরা স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয়, সুতরাং পিতামাতার কুপ্রবৃত্তি, মিথ্যাবাদিতা, স্বভাবের উগ্রতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষ সহজেই অনুকরণ করিয়া থাকে ও বাল্যকাল হইতে চরিত্রদোষ-বশতঃ পরিণতাবস্থায় অনেকের ক্ষিপ্ততা দৃষ্ট হয়; এই অবস্থায় সৎশিক্ষা

দ্বারা চরিত্র পরিমার্জ্জিত করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ কুশিক্ষা মস্তিষ্ক-বিকৃতির একটি প্রধান কারণ, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, অসভ্যজাতি অপেক্ষা সভ্যজাতি প্রায়শঃ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়; তাহার কারণ এই যে, সভ্যজাতি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যেসমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে অনেকস্থলেই মস্তিষ্ক অধিক পরিচালিত হইয়া থাকে। সভ্যসমাজে অনেকেই শিল্প, বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় সাধ্যাতীত চিন্তা করিয়া থাকেন, এই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিতামাতার পানদোষে উৎপন্ন সন্তান উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। গর্ভোৎপাদনকালে পিতা বা মাতা অথবা উভয়ে সুরাপানে উন্মত্ত থাকিলে সন্তানের উন্মত্ততা বা অঙ্গবিকৃতি ঘটিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা স্তন্যদানকালে বিবিধ মানসিক পীড়াবশতঃ সন্তানের ঐ রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের শক্তিহ্রাস এবং স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার-ক্ষমতার লোপ হইলে মানসিক বিকার উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছা বা অপস্মার, প্রসবান্তে সূতিকারোগ বা গর্ভস্রাব, প্রবল শ্বেত-প্রদর, রজোধিক, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি কারণে মানসিক বিকার হইতে ক্রমশঃ এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। যক্ষ্মা ও আমবাতরোগে হস্তপদাদি-সন্ধিতে প্রবল বেদনা, অনশনবশতঃ শারীরিক পুষ্টির অভাব, পুরাতন দুর্জ্জলজ্বর, শরীরে রক্তাভাব, জ্বরান্তে দেহে রক্তের হীনতা ও উপদংশ প্রভৃতি রোগ হইতে মানসিক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে।

এইরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতি যদিও সচরাচর দৃষ্ট হয়, তথাপি যাবৎ রোগী অলৌকিক কার্য্য ও অসম্বদ্ধ বাক্যালাপ না করে, তাবৎ উহাকে কেহ উন্মাদ-মধ্যে গণনা করে না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা উন্মাদের মধ্যেই পরিগণিত; যেহেতু মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইতেই ক্রমশঃ উন্মাদরোগ জন্মে। পিতামাতার দোষে স্বভাবতঃ যেসমস্ত মানসিক বিকারের লক্ষণ পরিব্যক্ত হয়, তাহার মধ্যে রোগের মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে মূলীভূত কারণ নষ্ট হইলে মানসিক বিকৃতির হ্রাস হয়, আবার অনেকস্থলে দেহের যথারীতি পোষণ হইলে ঔষধ-ভিন্নও রোগ হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু পিতামাতার দোষে অথবা বাল্য ও যৌবন-সময়ে মানসিক বৃত্তির

যে বৈপরীত্যভাব দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মসংযম বা অভিলষিত পদার্থের প্রাপ্তি দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। কামাসক্তি, বিষয়াসক্তি, পানাসক্তি বা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে মানসিক বিকারবশতঃ উন্মাদ হইলে রোগের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র বায়ুপিত্তাদিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোন উপকার হয় না। কামাসক্ত ব্যক্তির আত্মসংযম বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়চিন্তা-দূরীকরণ, পানাসক্ত ব্যক্তির মদ্যাদিপানের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করা, এইসকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে রোগ দূরীভূত হয়। অন্যান্য কারণবশতঃ উন্মাদরোগের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার যাহাতে ক্রমশঃ শমতা হয়, এইরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। উন্মাদরোগে যদিও তিন দোষ প্রকুপিত হয়, তথাপি বায়ুর প্রবলতাই প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ত্রিবিধ দোষের মধ্যে যে দোষ প্রবল থাকিবে, তাহারই নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুর শমতাকারক ঔষধ প্রদান করা উচিত। একদোষ কুপিত হইলে সেই দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতিক উন্মাদে স্নেহপান, পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক উন্মাদে বমন প্রশস্ত। তৎপরে ঐসকল ক্রিয়া দ্বারা শরীর সংশোধিত হইলে বাতিক উন্মাদে স্নেহবস্তি, পৈত্তিকে নিরূহণ ও শ্লৈষ্মিকে শিরোবিরেচক তীব্র নস্য প্রয়োগ করিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগের অনেকাংশে লাঘব হয়। সাধারণতঃ দেশ ও কালভেদে বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে বিরেচনার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উন্মাদরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিবেচনা করিয়া সিংহনাদগুগ্‌গুলু, বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু অথবা দশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ দ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে চতুর্ভুজ বা বাতকুলান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু বাতাধিক্য দৃষ্ট হইলে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় ২।৩ দিন অন্তর বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন এবং রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃতিস্থ হইলে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল, শিবাতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি রোগীর মস্তকে মালিশ করিয়া উষ্ণজল শীতল করতঃ তাহাকে স্নান করাইবে। তৎপরে রোগী

অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে চৈতসঘৃত, মহাচৈতসঘৃত বা শিবাঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে দুই-তিন দিন অন্তর বিরেচনার্থ ঔষধ সেবন করাইয়া লঘ্বানন্দরস, বীরেশ্বররস বা বাতকুলান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ দেশ ও কালভেদে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে রোগের নূতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। বাতানুবন্ধ থাকিলে উন্মাদভঞ্জনরস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় রোগীর মস্তকে মধ্যমবিষ্ণুতৈল বা মধ্যম-নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগী অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে শিবাঘৃত ও মহাচৈতসঘৃত প্রভৃতি অতি উপকারী। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগীকে প্রথমাবস্থায় অন্নভোজন না করাইয়া দুগ্ধসহ সাগু, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অনন্তর কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য মৃদুবিরেচক ঔষধ এবং চতুর্ভুজরস, উন্মাদগজকেশরী, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস ও তালডাঁটার রসসহযোগে মকরধ্বজ বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। শ্লৈষ্মিক উন্মাদে বাতানুবন্ধ থাকিলে রোগের নূতনাবস্থায় চতুর্ভুজরস বা অবস্থাভেদে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ধুস্তুরাস্তপারস সেবন করিতে দিবে এবং মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধসহ সাগু বা যবমণ্ড সেবন করাইবে। এইটি অতি উৎকৃষ্ট যোগ, ইহা দ্বারা শত-শত উন্মাদরোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। বাতশ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় যদি ঐসমস্ত ঔষধ সেবন করিলে রোগ নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে নস্যপ্রয়োগ ও তৎসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নস্য প্রয়োগে উন্মাদরোগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই নস্য প্রয়োগ করিবে এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মস্তকে দশমূল বা বৃহৎ দশমূলতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে ও অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন করাইবে। সান্নিপাতিক উন্মাদে যে দোষের আধিক্য দেখিবে সেই দোষনাশক ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে বাতিক উন্মাদে যেসমস্ত ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা সেবন করাইবে এবং শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে শ্লৈষ্মিক উন্মাদের ঔষধ প্রদান করিবে। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ অর্থাৎ চতুর্ভুজরস, উন্মাদগজকেশরী

বা মহালক্ষ্মীবিলাস সেবন করাইবে এবং নস্য প্রয়োগ করিবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মধ্যাবস্থায় রোগীকে ধুস্তুরাদ্যপায়স সেবন করিতে দিবে। পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে লঘ্বানন্দরস, বাতকুলান্তক, মহালক্ষ্মীবিলাস বা বীরেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ এবং বাতপিত্ত প্রবল হইলে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চতুর্ভুজরস, লঘ্বানন্দরস বা বীরেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর রোগের পুরাতন অবস্থায় শিবাতৈল, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন এবং শিবাঘৃত, চৈতসঘৃত বা মহাকল্যাণঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপে যে দোষের প্রাবল্য দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা বা লোভহেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে উহাদের বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা রোগীকে সান্ত্বনা দিবে অর্থাৎ কামজ উন্মাদরোগে রোগীর যাহাতে শোক জন্মে, তাহার চেষ্টা করিবে। ভয়জনিত উন্মাদে এবং আত্মীয়বন্ধু-বিয়োগজনিত শোকজ উন্মাদরোগে ক্রোধের উদ্রেক দ্বারা রোগদূরীকরণে চেষ্টিত হইবে। ভূতাবেশাদিজনিত উন্মাদরোগে চৈতসঘৃত সেবন করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে ভূতগ্রহসমূহের অর্চ্চনা, বলি, উপহার, হোম, ইষ্টমন্ত্রাদিজপ, দান ও মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে। উন্মাদরোগে সান্ত্বনা, তর্জ্জন, ভয়োৎপাদন, অভিলষিতদ্রব্যপ্রদান, হর্ষোৎ-পাদন ও বিস্ময়জনক কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য; যেহেতু উন্মাদরোগী অনেক-সময়ে যথেচ্ছব্যবহার অর্থাৎ ঔষধ-সেবন, যথানিয়মে অন্ন ও পানীয়-গ্রহণ, স্নান প্রভৃতি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়। এই উন্মাদরোগ বৃদ্ধব্যক্তির হইলে প্রায়শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে, যেহেতু বার্দ্ধক্যে বায়ু স্বভাবতঃ প্রবল হয়; অধিকন্তু রোগবশতঃ বায়ু আরও বলবান্ হইয়া থাকে, সুতরাং ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের বায়ুর প্রবলাক্রমণ প্রায়শঃ হ্রাস পায় না। বাল্যকালে স্বভাবতঃ শ্লেষ্মা প্রবল থাকে, অতএব বালকদিগের এই রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি বাল্যকালে ঐ রোগ হইলে তাহাও কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে; আবার বয়ঃস্থ হইলে সুচিকিৎসা দ্বারা অনেকস্থলে রোগ হ্রাস পাইতেও দেখা যায়। অনেকস্থলে উন্মাদরোগ একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রকাশ পায়। বসন্ত-ঋতুর শেষে আরম্ভ হইয়া গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ

ঐ রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বসন্তকালে শ্লেষ্মা এবং বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপবশতঃ ঐরূপ আক্রমণ হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃপুনঃ আক্রমণ হইলে রোগীর শারীরিক দোষ ও দূষ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা কর্ত্তব্য; যাহাতে বাতাদিদোষ যথাসময়ে প্রকুপিত না হয় এবং রসরক্তাদি ধাতু পরিপুষ্ট থাকে, তদ্রূপ ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক। অনেকস্থলে স্ত্রীলোকের প্রদর, উদরাময় প্রভৃতি রোগে শরীর জীর্ণ হইলে পুনঃপুনঃ ঐ রোগে আক্রমণ করে এবং পুরুষ প্রমেহদোষে অথবা অন্যান্য উৎকট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। এরূপস্থলে যাহাতে মূলীভূত রোগ নষ্ট হয়, তজ্জন্য ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। কতকগুলি রোগ উন্মাদরোগ প্রকাশিত হইবার পর স্বয়ং হ্রাস পাইয়া থাকে, তাহাদের অস্তিত্ব তখন অনুমিত হয় না; ঐ অবস্থায় রস-রক্তাদি ধাতুর হ্রাস হইলে সেইসকল বর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী রোগবশতঃ রসরক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে পুষ্টি ও বলকারক খাদ্য ও ঔষধ প্রদান করিবে। বালকদিগের মধ্যে নিয়ত মান-সিক পরিশ্রমবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় কেবল-মাত্র নিয়মিত ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য ও স্মৃতিবর্দ্ধক ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া মহালক্ষ্মীবিলাস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে তৎসহ সেবন করিতে দিলে আরও উপকার হয়। উহাদের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের নূতন অবস্থায় যেসকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে তাহাও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; তখন কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য এবং ঔষধের দ্বারা রোগ দূরীভূত হয় না। বালকগণ যৌবনের প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া অনেক সময় এই রোগগ্রস্ত হয়, সুতরাং তাহাদিগকেও পুষ্টিকর ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু উন্মাদরোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে চিকিৎসা করিবে।

উন্মাদরোগে ঔষধ

মদভঞ্জনযোগ—বায়ু ও পিত্তপ্রধান তরুণ উন্মাদে অকারণ হাস্য, গীত, নৃত্য, অঙ্গবিক্ষেপ, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ, উলঙ্গ হওয়া, তর্জ্জন,

প্রহার, দৌড়ান প্রভৃতি অস্বাভাবিক চেষ্টা করিতে থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োজন-অনুসারে একবার, দুইবার বা তিনবার প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ উন্মাদের শান্তি হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত অবসাদক। ইহার অতিরিক্ত প্রয়োগ ও নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘদিন প্রয়োগ অনিষ্টকর। High Blocd Pressureএ এই ঔষধ আশু উপকারী।

মদভঞ্জনযোগ। সংস্কৃত সর্পগন্ধা, বাংলা ছোটচাঁদর, হিন্দি ধন বহেড়া—এই বৃক্ষের মূলচূর্ণ ৵০ হইতে ৷০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় চিনির জলসহ প্রযোজ্য।

ব্রাহ্মীযোগ—বাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্মৃতিশক্তির হ্রাস এবং কখনও নৃত্য, কখনও বা গীত ও হাস্য প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগেও ইহা উপকারী।

ব্রাহ্মীযোগ। ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ।০ আনা ও মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া একবারে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কুষ্মাণ্ডযোগ—পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর পিপাসা, উলঙ্গভাব ও ক্রোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত উন্মাদরোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার হয়।

কুষ্মাণ্ডযোগ। কুষ্মাণ্ডবীজচূর্ণ ১ তোলা, কুড়চূর্ণ ।০ আনা এবং মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বচাদ্যযোগ—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিতভাব, নির্জ্জন-প্রিয়তা, কার্য্যের ও কথার অল্পতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও উপকারী।

বচাদ্যযোগ। বচচূর্ণ ১ তোলা, কুড় ।০ আনা ও মধু ১ তোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খপুষ্পীযোগ—সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে রোগীর বিবিধ লক্ষণ লক্ষিত হইলে রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শঙ্খপুষ্পীযোগ। শঙ্খপুষ্পীর রস ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ।০ আনা ও মধু ১ তোলা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিতে দিবে।

সিন্দূরযোগ—শ্লৈষ্মিক উন্মাদ বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

সিন্দূরযোগ। স্বর্ণসিন্দূর ২ রতি মধুসহ মাড়িয়া তালের শাখার রসসহ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

সিদ্ধার্থকাদিযোগ—বাতিক, পৈত্তিক অথবা শ্লৈষ্মিক উন্মাদ-রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে এই চূর্ণের নস্য প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

সিদ্ধার্থকাদিযোগ। শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেত-অপরাজিতা, লতাকটকীর ছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীমূত্রে মর্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন—শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমা-বস্থায় রোগীর নেত্রে এই অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন। মনঃশিলা, রসাঞ্জন এবং পায়রার বিষ্ঠা; এই তিনটি দ্রব্য একত্র করিয়া উহা দ্বারা রোগীর চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

কৃষ্ণাদ্যঞ্জন—শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদে সময়-সময় নৃত্য, গীত বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই অঞ্জন রোগীর চক্ষুতে প্রদান করিবে।

কৃষ্ণাঞ্জন। পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে।

ত্র্যূষণাদ্যবর্ত্তি—উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা শ্লৈষ্মিক উন্মাদে রোগীর স্তম্ভিতভাব, দেহের জড়তা, নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই বর্ত্তির অঞ্জন রোগীর চক্ষুতে প্রদান করিবে।

ত্র্যষণাত্তবর্ত্তি। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সৈন্ধব, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, ডহরকরঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষপ ; এইসকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

শিরীষাদ্যনস্য—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিতভাব, নির্জ্জন-প্রিয়তা অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কথনও হাস্য, গীত ও নৃত্য, কখনও স্তম্ভিতভাব, কখনও বা রোদন প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই নস্য জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে। ইহা রোগের বলাবল-অনুসারে ৫।৭ দিন অন্তর প্রাতে প্রযোজ্য।

শিরীষাদ্যনস্য। শিরীষপুষ্প, রশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিপুল ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

উন্মাদভঞ্জননস্য—শ্লৈষ্মিক উন্মাদে রোগীর বিমর্ষভাব, নির্জ্জনে উপবেশন ও স্তম্ভিতভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই বটী কাঁজির জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসিকামধ্যে এমনভাবে প্রদান করিবে, যেন উহা নিশ্বাসপথে গৃহীত হয়। এই নস্য উন্মাদরোগে অতি উপকারী। ইহা রোগের প্রবলাবস্থায় ৭ দিন বা ১০ দিন অথবা ১৫ দিন অন্তর প্রাতে প্রয়োগ করিবে।

উন্মাদভঞ্জননস্য। রসসিন্দূর, হিজলবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও কর্পূর ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ।০ অর্দ্ধতোলা এবং বিদাবীজ ও তিক্তধুঁধুলবীজ ; প্রত্যেকে ১ তোলা ; এইসকল চূর্ণ একত্র জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

সারস্বতচূর্ণ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগে স্মৃতিশক্তিলোপ ও চিত্তের বিকলতা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যে কারণেই হউক স্মৃতিলোপ বা চিত্তবিকার ঘটিলে ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক।

সারস্বতচূর্ণ। কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণ-সমান বচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস দ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে। মাত্রা—৶০ আনা বা ।০ আনা।

কল্যাণচূর্ণ—শ্লৈষ্মিক উন্মাদ বা বাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কল্যাণচূর্ণ। পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

রসোনপিণ্ড—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা মধ্যাবস্থায় যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মার অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৫৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধুস্তুরাদ্যপায়স—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অথবা বাতিক উন্মাদরোগের শ্লেষ্মানুবন্ধ থাকিলে এই পায়স যথারীতি প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু ধাতুক্ষয়াদিবশতঃ বায়ু সম্যগ্‌রূপে রুক্ষ হইলে ইহার সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। এই ঔষধ সাবধানে রোগীকে প্রয়োগ করিবে, যেহেতু ইহা মাদক। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ধুস্তুরাদ্যপায়স। সাদাধুতুরাবৃক্ষের মূল ১ তোলা, পুরাতন শালিতণ্ডুল ৪ তোলা, গোদুগ্ধ /॥ অর্দ্ধসের এবং ইক্ষুগুড় ও গব্যঘৃত পায়সের অনুরূপ প্রদান করিয়া পাক করিবে। দুর্ব্বলব্যক্তিকে ধুতুরামূল এবং অন্যান্য দ্রব্য উহা অপেক্ষা অল্পমাত্রায় প্রদান করিবে।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু—পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। বাতিক উন্মাদরোগেও মধ্য বা পুরাতন-অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পাঁচ-দিন অন্তর রোগীকে ইহা সেবন করিতে দেওয়া যায়। উন্মাদরোগীর যে-কোনও অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জ্জনপ্রিয়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই

ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—নিসিন্দা-পাতার রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস—শ্লৈষ্মিক উন্মাদের প্রথমাবস্থায় রোগীর অল্পবাক্যোচ্চারণ, নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং বাতিক উন্মাদে সময়-সময় নৃত্য, গীত, হাস্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদের যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী, কিন্তু মধ্যাবস্থায় তাদৃশ উপকারী নহে। অনুপান—কচি তালের শাখার রস ২ তোলা ও মধু দুই-তিন ফোঁটা।

চতুর্ভুজরস। প্রস্তুতবিধি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতকুলান্তক—বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্য-অবস্থায় পিত্তের অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে পিত্ত বা বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি—বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর রুক্ষতা না থাকিলে পুরাতন অবস্থায়ও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু, পুরাতন উন্মাদে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধু; প্রমেহাদিরোগ বিদ্যমান থাকিলে গোদুগ্ধ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লঘ্বানন্দরস—পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতশ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে ও সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগে পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস, বেদানার রস বা পটোলের রস।

লঘ্বানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ৫১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বীরেশ্বররস—বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগে পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে এবং রোগীর নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্রমশঃ ক্ষয়ভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় সেবন করান যায়। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বীরেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৩১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদভঞ্জনরস—বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করাইয়া সপ্তাহান্তর রেচক ঔষধ প্রদান করিবে। ইহা অপস্মাররোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু।

উন্মাদভঞ্জনরস। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কটকী, কণ্টিকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, রক্তচিতা, বেড়েলা, পিপুলমূল, বেণার মূল, সজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য ও প্রবাল, এইসকল চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

চিন্তামণিরস—বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহাদিদোষজনিত পিত্তের বিকৃতি ঘটিলে ইহার সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অপরাহ্ণে সেব্য। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু ২ কোঁটা।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—বাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল ও মধুসহ বৈকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর রুক্ষতানাশক ও স্নিগ্ধ।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস—প্রমেহ বা ধাতুক্ষয় প্রভৃতি দোষে বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে এবং বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু অথবা গব্যদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৫১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি—বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বায়ুর রুক্ষতা ও পিত্তের প্রবলতা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ অপরাহ্ণে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। যুবা, বৃদ্ধ ও ধাতুক্ষয়াক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদগজকেশরী—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জ্জনপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদ-রোগে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে এই ঔষধ ঘৃতসহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অপস্মারে ও ভূতোন্মাদে প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উন্মাদগজকেশরী। রস, গন্ধক, মনঃশিলা ও শোধিত ধুতুরাবীজ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক ৭ দিন বচের কাথ ও ৭ দিন রাস্নার কাথ দ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী—৫ রতি।

লশুনাদ্যঘৃত—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায় বায়ুর প্রকোপ এবং বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায় শ্লেষ্মানুবন্ধ থাকিলে এই ঘৃত রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

লশুনাদ্যঘৃত। বৎসরাতীত গব্যঘৃত /৪ সের যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—খোসাবিহীন রশুন /৬। সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ২০ তোলা, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। রশুনের রস /৪ সের। বদরীকাথ /৪ সের। মূলার রস /২ সের। মহাদার রস /২ সের। ছোলঙ্গলেবুর রস /২ সের। আদার রস /২ সের। দাড়িম্বের রস /২ সের। সুরা /২ সের, দধির মাত /২ সের ও কাঁজি /২ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, যমানী, চই, হিং ও অম্লবেতস; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা।

চৈতসঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে। যেসমস্ত মানসিক বিকার হইতে উন্মাদরোগ জন্মে, সেইসমস্ত মানসিক বিকার ও তজ্জনিত উন্মাদনাশার্থ এই ঘৃত অতি উপকারী। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

চৈতসঘৃত। দশবৎসরের পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রাখালশশার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলসুন্দি, ছোট-এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম্বীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, পাকার্থ-জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা।

মহাচৈতসঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীর চিত্তের বিকৃতিবশতঃ সময়-সময় স্বভাবের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ কোন সময় ক্রোধ, কোন সময় বা নৃত্য, গীত; হাস্য অথবা কোন সময় স্থিরচিত্ততা ইত্যাদি দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিবিধকারণে চিত্তবিকৃতি এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল

হইলে রোগীকে এই ঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু উদরাময় থাকিলে সেবন করান নিষিদ্ধ; দেবগ্রহাদিজনিত উন্মাদরোগে এবং মূর্চ্ছা ও অপস্মার-রোগেও এই ঘৃত অতি উপকারী। বিশেষতঃ ইহা স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক।

মহাচৈতসঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত /৮ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, রাস্না, ভেরেণ্ডামূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বা ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা; জল ৩/৮ সের, শেষ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—রাখালশশা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণী, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, শ্যামালতা, নীলসুন্দি, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, বিড়ঙ্গ, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশপত্র, বৃহতী ও মালতীফুল; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুই তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

মহাকল্যাণঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের পুরাতনাবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং উন্মাদরোগীর শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে আরম্ভ হইলে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। বিবিধ রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ বায়ুপিত্তপ্রবল উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে এই ঘৃতের প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। ইহা কৃশ ও দুর্ব্বল উন্মাদরোগীর পক্ষে পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

মহাকল্যাণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলসুন্দি, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; এই একুশটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—চাকুলে, মাষাণী, মুগাণী, কাকোলী, শূকশিম্বী, ঋষভক, ঋদ্ধি ও মেদ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

মহাপৈশাচিকঘৃত—বালকদিগের অধিক মানসিক পরিশ্রম-বশতঃ ক্রমশঃ মানসিক-বিকার এবং সংসর্গদোষে বা পিতামাতার কঠোর শাসনে চিত্তের অধীরতাবশতঃ মনের বিকৃতিভাব হইতে উন্মাদ প্রকাশ

পাইলে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। ইহা অপস্মারাদিরোগেও উত্তম ফলদায়ক এবং স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির উৎকর্ষজনক। বালকদিগকে এই ঘৃত সেবন করাইলে তাহাদিগের কৃশতা নষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

মহাপৈশাচিকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুস্তারলতা, আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরকাচ্‌কী, কট্‌কী, ব্রাহ্মী, চামার-আলু, মৌরী, শুল্‌কা, গুগ্‌গুলু, শতমূলী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছুটি ও শালপাণী; এইসমুদয় সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

শিবাঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যেসকল ব্যক্তির শোক, চিন্তা প্রভৃতি কারণে মনের বিকৃতি-বশতঃ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত অতি উপকারী। এতদ্ভিন্ন যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, বহুমূত্র, প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর বায়ুপিত্তপ্রবল হইলে এই ঘৃত উপকারী। ঐসমস্ত রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়ায় মানসিক বিকার উপস্থিত হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে যাহাদের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৃশ হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত উপকারী। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা উত্তম ফলদায়ক। দেবগ্রহ বা পিতৃগ্রহাদিজনিত অপস্মার এবং মূর্চ্ছারোগেও এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার দর্শে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

শিবাঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—পুরুষ-শৃগালের মাংস /৬। সের এবং বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী-ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা; এইসমস্ত একত্র পোট্টলীবদ্ধ করিয়া ৬৪ সের জলে পাককরতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। গোদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুকা, তালীশ-পত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশশার মূল, শালপাণী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীপুষ্প,

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলশুন্দি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, অশ্বগন্ধা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত—প্রমেহ, ক্ষয় ও প্রদর প্রভৃতি ধাতুক্ষয়-জনিত রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। নিরন্তর অধ্যয়নাদিবশতঃ স্মৃতিলোপ, শরীরের দুর্ব্বলতা ও নানাবিধ রোগ হইতে চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ দশমূলতৈল—শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায় বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলেও তজ্জন্য রাত্রিতে নিদ্রাহীনতা বা সময় সময় হাস্য, গীতাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে বটিকা, নস্য প্রভৃতি ব্যবহার করাইয়া শ্লেষ্মার কিঞ্চিৎ শমতা হইলে এই তৈল তাহার মাথায় মালিশ করিতে দিবে। বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশের ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। আদার রস /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলমূল, চই, রক্তচিতামূল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, শুঁঠ এবং পিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। পাকার্থ-জল /৮ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল—বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় রোগীর নিদ্রাহীনতা, নৃত্য, গীত, হাস্য ও শীতলদ্রব্য-পানেচ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে এই তৈল রোগীর মস্তকে প্রতিদিন ৩।৪ ঘণ্টা যথারীতি মর্দ্দন করিতে দিবে অথবা তৈলদ্বারা মস্তক সর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে। তৈলমর্দ্দনান্তে রোগীকে মধ্যাহ্নে স্নান করান একান্ত কর্ত্তব্য।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যমনারায়ণতৈল—বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় নানাপ্রকার উপসর্গ পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দংশে হ্রাস হইলে অর্থাৎ রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে এই তৈল প্রত্যহ ৩।৪ ঘণ্টা তাহার মস্তকে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগীর মস্তিষ্ক উষ্ণবোধ হইলে এই তৈলদ্বারা মস্তক সর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ু বা পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে ইহা প্রয়োগে সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

মধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতনাবস্থায়ও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তির বায়ুর রুক্ষতা, চিত্তচাঞ্চল্য এবং হস্ত ও পদাদি অঙ্গের বলহীনতা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী। ইহা সর্ব্ববিধ বায়ুবিকার অর্থাৎ অপস্মার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিবাতৈল—বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের অতি পুরাতনাবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। ভূতাবেশাদিজনিত উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী।

শিবাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পোট্টলীবদ্ধ পুরুষ-শৃগালের মাংস /২ সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /৸৶ ছটাক, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, বচ, কুড়, শৈলজ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বরুণছাল, রামবেগুণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চিতা, পিপ্পলীমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুলফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুথা, শটী, লাক্ষা, গন্ধভাদুলে ও

রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে ; (শৃগালমাংস এবং বিল্বছাল, শোণাছাল প্রভৃতি দ্রব্য একত্র পোঁটলীবদ্ধ করিয়া সিদ্ধ করিবে)।

উন্মাদরোগে জ্বর-চিকিৎসা

হিঙ্গুলেশ্বর—উন্মাদরোগে আহারাদির নিয়মের অন্যথা হইলে ও অত্যধিক শীতল-দ্রব্য পান বা শৈত্যক্রিয়াবশতঃ রোগীর জ্বর হইলে এবং ঐ জ্বরে শীত বা কম্প প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বরের নূতনাবস্থায় প্রযোজ্য।

হিঙ্গুলেশ্বর। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস—উন্মাদরোগে অত্যধিক শৈত্যক্রিয়াবশতঃ অথবা আহারাদির অনিয়মে জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বরের নূতনাবস্থায় প্রযোজ্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি—প্রমেহরোগ বা নানাকারণে শুক্রক্ষয়-বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া উন্মাদরোগ প্রকাশ পাইলে এবং সেই উন্মাদরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্বর থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উন্মাদরোগীর শরীর কৃশ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা জীর্ণজ্বরেই ব্যবহৃত হয়। অনুপান—দুগ্ধ।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদরোগে পথ্য

উন্মাদরোগে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ বা বুট দাইলের যূষ, পটোল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক, নটেশাক, পুরাতন কুমড়া এবং কচ্ছপ, পাঠা বা হরিণ প্রভৃতির মাংসের যূষ, গব্যঘৃত, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, কিস্‌মিস্, কয়েৎ-বেল, নারিকেল ও কাঁঠাল প্রভৃতি ফল আহার করিতে দিবে। ধূমপান, গাত্রে তৈলমর্দ্দন, শীতলদ্রব্য লেপন, বৃষ্টির জলে স্নান, শিরাবেধ, ভয়প্রদর্শন, আশ্বাস-প্রদান ও বিস্ময়জনক কার্য্য প্রভৃতি উন্মাদরোগে প্রশস্ত।

অপস্মাররোগ-চিকিৎসা

(হিষ্টিরিয়া)

অপস্মারের সাধারণ লক্ষণ—বাতাদিদোষের উদ্রেক হইলে স্মৃতি অর্থাৎ চেতনা লোপ হয়, এই জন্য ইহার নাম অপস্মার। এই রোগে সাধারণতঃ রোগীর চেতনালোপ, নেত্রবিকৃতি, হস্তপদাদির বিক্ষেপ এবং মুখ হইতে ফেন (গাঁজলা) নির্গত হয়।

বাতিক অপস্মারের লক্ষণ—বাতিক অপস্মাররোগে রোগী চেতনাশূন্য হইয়া কম্পিত হইতে থাকে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও ফেনা বমন করে, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং দৃশ্যবস্তুসকল রুক্ষ অথচ অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে।

পৈত্তিক অপস্মারের লক্ষণ—পৈত্তিক অপস্মাররোগে মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর মুখ হইতে উত্থিত ফেনা, সর্ব্বাঙ্গ, মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং রোগী দৃশ্যবস্তুসকল পীতবর্ণ, লোহিতবর্ণ বা অনলব্যাপ্ত দর্শন করে ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অপস্মারের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক অপস্মারের মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর মুখোত্থিত ফেনা, চক্ষু ও মুখ শুক্লবর্ণ হয়, গাত্র শীতল, গুরু ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সে দৃশ্যবস্তুসকল শুক্লবর্ণ দর্শন করে, পরন্তু বাতিক ও পৈত্তিক অপস্মার-রোগী অপেক্ষা বিলম্বে চৈতন্যলাভ করে।

সান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ—সান্নিপাতিক অপস্মারে পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগের লক্ষণসকল মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

অপস্মারের অসাধ্য লক্ষণ—সান্নিপাতিক অপস্মার, দীর্ঘকালস্থায়ী অপস্মার এবং দুর্ব্বল ও ক্ষীণরোগীর এক-দোষাশ্রিত অপস্মার অসাধ্য। এতদ্ভিন্ন যে অপস্মাররোগীর দেহ কম্পিত এবং চক্ষুর্দ্বয়ের বিকৃতি হয় তাহার রোগও অসাধ্য।

অপস্মার-বৃদ্ধির সময়—বাতিক অপস্মার দ্বাদশদিন অন্তর, পৈত্তিক অপস্মার এক পক্ষ অর্থাৎ পনর দিন অন্তর, শ্লৈষ্মিক অপস্মার একমাস

অন্তর রোগীকে আক্রমণ করে অর্থাৎ ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট দিনে একবার রোগ প্রকাশ পাইয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হয়। দোষের বলাবল বা তারতম্যানুসারে ঐ সময়ের পূর্ব্বে বা পরেও রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এস্থলে প্রশ্ন এই—যেদিন রোগ উপস্থিত হয়, সেই দিনেই যদি তাহার শান্তি হইল, তবে ১২ দিন, ১৫ দিন বা ৩০ দিন পরে পুনর্ব্বার কেমন করিয়া সেই রোগ জন্মে? ইহার উত্তর এই—রোগের বাহ্যলক্ষণই লোপ পায়, কিন্তু আভ্যন্তরিক কারণ বিনষ্ট হয় না, অপিচ বর্ত্তমানই থাকে; এইজন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার রোগ দেখা দেয়। যেমন কোন বীজ বর্ষাকালে ক্ষেত্রে বপন করিলে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কারণস্বরূপ বৃষ্টির জল তদুপরি সর্ব্বদা পতিত হইলেও তাহা শরৎকালেই অঙ্কুরিত হয়, অপস্মাররোগের উপস্থিতির সময়ও ঠিক তদ্রূপ।

অপস্মাররোগ-চিকিৎসা-বিধি

অপস্মাররোগে স্মৃতি অর্থাৎ জ্ঞানের লোপ হয়, এই জন্যই ইহাকে অপস্মাররোগ কহে। অন্যান্য রোগের ন্যায় এই রোগ সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পায় না। যখন বাতাদিদোষ প্রবল হয়, তখনই রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া থাকে। বাতাদিদোষ প্রকুপিত হওয়ার বহুবিধ কারণ যদিও সর্ব্বদা বিদ্যমান, তথাপি সর্ব্বদা এই রোগ উপস্থিত হয় না। প্রকুপিত বাতাদিদোষ ক্রমশঃ প্রবল হইলেই সহসা আক্রমণ করে। রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগীর হৃদয় কাঁপিতে থাকে, হৃদয় শূন্যবোধ হয়, হাই উঠিতে থাকে এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ অবস্থানুসারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপস্মার রোগের সহিত অপতানক প্রভৃতি বাতব্যাধির ও মূর্চ্ছার বাহ্য লক্ষণের অনেকাংশে সমতা আছে, কিন্তু অপস্মাররোগী যেরূপ নির্দ্দিষ্ট দিনে মূর্চ্ছাভিভূত হয়, অপতানকাদি বাতরোগে সেইরূপ নিয়মিত সময়ে রোগী মূর্চ্ছাক্রান্ত হয় না; বিশেষতঃ মুখ হইতে ফেনোদ্গম ও রোগীর পীতাদি-রূপ দর্শন, হস্তপদাদির বিক্ষেপ, দন্তকড়্মড়ি ও চক্ষুর বিকৃতি, এই সমস্ত বিভিন্ন অবস্থা কেবলমাত্র অপস্মারেই পরিলক্ষিত হয়। অতএব অপস্মারের সহিত অপতানকাদি বাতব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণের তুল্যতা থাকিলেও এই সকল লক্ষণ দ্বারা উভয় রোগের ভেদ নিরূপণ করা কঠিন নহে।

আবার অপস্মাররোগে যে সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা মূর্চ্ছারোগে পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু মূর্চ্ছা ও অপস্মার এই উভয়রোগে একই প্রকার চৈতন্যলোপ হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে কোন বিভিন্নতা নাই। অপতানকাদি বাতরোগে যেমন রোগীর হস্তপদাদির বিক্ষেপ, দন্তকড়্মড়ি, চক্ষুর বিকৃতি ও মুখ হইতে ফেনোদ্গম হয় না, মূর্চ্ছারোগেও তদ্রূপ ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় নিশ্চলভাবে ভূমিতে পতিত হয়। বিশেষতঃ মূর্চ্ছা ও অপস্মার, এই উভয়রোগের উৎপত্তির কারণ বিভিন্ন; সুতরাং এই সকল বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা অপস্মার ও মূর্চ্ছারোগ অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। অপস্মারে প্রথমতঃ জ্ঞানসঞ্চারের জন্য মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা বচাদিনস্য প্রয়োগ করিবে। অনন্তর উহাদ্বারা রোগীর চৈতন্যলাভ হইলে বাতিক অপস্মারে বাতকুলান্তক বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং সিদ্ধার্থকলেপ রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে রোগীকে বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস, উন্মাদগজকেশরী, কল্যাণচূর্ণ, চতুর্ভুজরস বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও সিদ্ধার্থকলেপ প্রয়োগ এবং পৈত্তিক অপস্মারে বাতকুলান্তক, চতুর্ভুজরস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মারে চতুর্ভুজরস, বাতকুলান্তক বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে। বাতিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায় বাতাশ্রিত লক্ষণ বিশেষতঃ রোগীর কৃশতা দৃষ্ট হইলে তাহাকে চতুর্মুখ, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা পলঙ্কষাদ্যতৈল প্রভৃতি রোগীর মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করাইবে। তৎসঙ্গে শিবাঘৃত বা মহাচৈতসঘৃত সেবন করাইলে আরও উপকার হয়। পৈত্তিক অপস্মারের পুরাতনাবস্থায় উন্মাদভঞ্জনরস, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস এবং বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত, শিবাঘৃত বা কুষ্মাণ্ডঘৃত প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক অপস্মারের পুরাতনাবস্থায় রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় বাত বা পিত্তানুবন্ধ থাকিলে মালিশের জন্য পলঙ্কষাদ্যতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণী-তৈল এবং সেবনের জন্য মহাচৈতসঘৃত বা শিবাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতনাবস্থায় ত্রৈলোক্য-

চিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, মহারসোনপিণ্ড, শিবাঘৃত, মহাচৈতসঘৃত বা নকুলাস্ত-ঘৃত এবং পলঙ্কষাদ্যতৈল প্রভৃতি অতি উপকারী। রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান এবং বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করান উচিত। রোগ পুরাতন এবং রোগী কৃশ হইলে পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ কেবলমাত্র ঔষধ দ্বারা রোগ দূরীভূত হয় না। অন্যান্য উপসর্গ অপস্মারের সহিত প্রকাশ পাইলে তাহারও যথারীতি চিকিৎসা করিবে।

অপস্মাররোগে ঔষধ

যষ্টিকাদ্যনস্য ও অঞ্জন—শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগে রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে এবং তৎকালে তাহার শরীর, মুখ, চক্ষু ও মুখনির্গত ফেনা শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে এই নস্য গুলিয়া যাহাতে ঘ্রাণপথদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, এইরূপভাবে রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহা উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা রোগীর চক্ষুতে অঞ্জনও প্রদান করা যায়।

যষ্টিকাদ্যনস্য ও অঞ্জন। যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষফল, রশুন ও কুড়, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বন্দাকনস্য—শ্লৈষ্মিক অপস্মারে মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর সর্ব্বাঙ্গের শুক্লতা ও মুখ হইতে নির্গত ফেনা শুক্লবর্ণ পরিলক্ষিত হইলে এই নস্য রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। বাতিক অপস্মারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও শরীরের অবস্থাভেদে এই নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বন্দাকনস্য। নিসিন্দা বৃক্ষস্থিত পরগাছা কুট্টিত করিয়া তাহার রস ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক রোগীর নাসারন্ধ্রে অল্প অল্প প্রদান করিবে।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস—শ্লৈষ্মিক অপস্মারে দীর্ঘকাল পরে রোগীর চৈতন্য হইলে এবং মূর্চ্ছাভিভূতকালে তাহার শরীরের শুক্লতা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ যাহাতে শ্বাসমার্গে নীত হয়, এইরূপভাবে নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহা বাতিক অপস্মারে ও সান্নিপাতিক অপস্মারে প্রয়োগ করা যায়।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদিনস্য—শ্লৈষ্মিক অপস্মারে মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর সর্ব্বাঙ্গের শুক্লাভা এবং দীর্ঘকালে চৈতন্যলাভ ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই

নস্য যাহাতে শ্বাসপথে নীত হয়, এরূপভাবে রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগেও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে এই নস্য প্রয়োগ করিবে।

বচাদিনস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধার্থকলেপ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগের যথোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে অথবা ইহার চূর্ণ রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে।

সিদ্ধার্থকলেপ। শ্বেতসরিষা গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। অথবা শ্বেতসরিষার চূর্ণ জলসহ মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে।

সিদ্ধার্থকাদ্যলেপ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মারের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছাভিভূত হইলে তাহার গাত্রে ইহা মালিশ করিতে দিবে।

সিদ্ধার্থকাদ্যলেপ। শ্বেতসরিষা, সজিনার ছাল, শোণাছাল ও আপাঙমূল ; এই-সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে।

দশমূলক্বাথ—অপস্মাররোগে রোগীর হৃৎকম্প, ঘর্ম্ম, হস্ত ও পদাদির শীতলতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কল্যাণচূর্ণ—অপস্মাররোগীর হৃৎকম্প, নেত্রবিকৃতি, ঘর্ম্ম, হস্ত ও পদাদির শীতলতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে উষ্ণজলের সহিত রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উন্মাদ ও অর্শ প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যায়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগে উপকারী।

কল্যাণচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৬৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূতভস্মযোগ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং অপস্মার দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে এই ঔষধ রোগীকে শঙ্খপুষ্পী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

সূতভস্মযোগ। রসসিন্দূর ২ রতি পরিমাণ লইয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে, অনন্তর শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মীশাক, কুড় ও এলাচি ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ঐ রসসিন্দূর সেবন করাইবে।

বাতকুলান্তক—বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ রোগী প্রত্যহ বা অল্পদিন পরেই মূর্চ্ছাভিভূত হইলে তাহাকে এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। রোগী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাভিভূত হইলেও বাতাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের প্রথমাবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—বেড়েলার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অপস্মারে রোগীর মূর্চ্ছা ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সর্ব্বপ্রকার অপস্মাররোগের নূতনাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। অনুপান—তালশাখার রস ও মধু।

চতুর্ভুজরস। প্রস্তুতবিধি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং মূর্চ্ছাকালে রোগীর হস্তপদাদির কম্প প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অপস্মারের পুরাতনাবস্থায় দুগ্ধসহ প্রযোজ্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদগজকেশরী—শ্লৈষ্মিক অপস্মারের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে গব্যঘৃতসহ ইহার এক বটী প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ইহা উন্মাদরোগের মহৌষধ।

উন্মাদগজকেশরী। প্রস্তুতবিধি ৬৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস—শ্লৈষ্মিক অপস্মারের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ পরিলক্ষিত এবং রোগীর দীর্ঘকাল পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক অপস্মারেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৫১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মারের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় রোগীর শরীর ক্ষীণ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল ও মধু।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ—বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের হৃৎকম্প, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও নিদ্রার অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। প্রস্তুতবিধি ৫১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস—বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীর শরীর কৃশ এবং প্রমেহ বা বহুমূত্ররোগ হইলে অথবা ঐ সমস্ত রোগ পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং ইক্ষুচিনি।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৫১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসোনপিণ্ড—শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বাতের প্রবলতা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৫৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের মধ্যাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও বাতাধিক অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণজলসহ একবার সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত—বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা জীর্ণজ্বর, কাস, উদরী ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত সেবন করান যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়্চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্, নীলবুহ্না, কটকী, শোণালুফল, ডুমুরের মূল, কুড় ও দুরালভা; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বামনহাটী, আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর, মূর্ব্বামূল, দন্তী, চিরতা, রক্তচিতা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, গন্ধতৃণ, যমানী ও বনমল্লিকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, গোময়রস /৪ সের, অম্লদধি /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের ও গোমূত্র /৪ সের। প্রথমতঃ কাথ, তৎপরে কল্ক, অম্লদধি, দুগ্ধ, গোময়রস ও গোমূত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘৃতে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা —॥০ অর্দ্ধতোলা।

মহাচৈতসঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার-রোগের পুরাতনাবস্থায় হস্তপদাদির আক্ষেপ, মূর্চ্ছা ও শরীরে রক্তের অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মহাচৈতসঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্মাণ্ডঘৃত—পৈত্তিক অপস্মাররোগের পুরাতনাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

কুষ্মাণ্ডঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কুষ্মাণ্ডের রস ১২ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা বা ১ একতোলা।

শিবাঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতনাবস্থায় মূর্চ্ছাকালে রোগীর হস্তপদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখের অস্বাভাবিক অবস্থা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূর্চ্ছা বা উন্মাদরোগেও অতি উপকারী।

শিবাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নকুলাদ্যঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীর হস্তপদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি অঙ্গের

সঙ্কোচ, শরীরের কৃশতা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত তাহাকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। মূর্চ্ছা এবং উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

নকুলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার-রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় মূর্চ্ছার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে অথবা দীর্ঘকাল পরে রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলতাবশতঃ মূর্চ্ছার বেগ হ্রাস না হইলে এবং মূর্চ্ছাকালে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্লৈষ্মিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায় বাতানুবন্ধ থাকিলে এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পলঙ্কষাদ্যতৈল—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় মূর্চ্ছার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে অথবা বায়ু ও পিত্তের প্রবলতাবশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

পলঙ্কষাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—গুগ্গুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটীমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, উষলাঙ্গলা, হিং, চোরকাচ্কী, রশুন, আতইচ, দন্তী, কুড় ও শকুনের বিষ্ঠা; এইসকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

অপস্মাররোগের প্রথমাবস্থায় বাতজন্য উপদ্রব-চিকিৎসা বাতব্যাধির ন্যায়; তজ্জন্য উপদ্রব-চিকিৎসা পৃথগ্রূপে বর্ণিত হইল না।

অপস্মাররোগে পথ্য

অপস্মাররোগের প্রথমাবস্থায় বাতজন্য আক্ষেপ প্রবল হইলে শৈত্য-দ্রব্য সেবন করাইয়া পরে দুগ্ধসহযোগে সাগু, যবমণ্ড (বার্লি), অথবা মুগের যূষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে দুগ্ধ ও মাংসযূষ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর বায়ুজনিত বিকার হ্রাস হইলে

পুরাতন শালি-তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যুষ, কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, হরিণ, কচ্ছপ প্রভৃতি মাংসযূষ, পুরাতন কুমড়া, পটোল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক প্রভৃতির তরকারী এবং গব্যঘৃত, নারিকেল, পাকা-কাঁঠাল ও কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। অপস্মাররোগীর সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন ও মধ্যাহ্নে স্নান একান্ত কর্ত্তব্য। এই রোগে রুক্ষদ্রব্য, রাত্রি-জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসার বেগ ধারণ, স্ত্রীসহবাস, তিক্তরস বা উষ্ণদ্রব্য-ভোজন একেবারে পরিত্যাজ্য।

মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা

বাত্তিক মূর্চ্ছার লক্ষণ—বাতিক মূর্চ্ছারোগে রোগী দৃশ্যবস্তু সকল নীল, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাভিভূত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়। এই রোগে কম্প, আলস্যত্যাগ, হৃদয়ে বেদনা, দেহের কৃশতা বা অরুণবর্ণতা ; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পৈত্তিক মূর্চ্ছার লক্ষণ—পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগে রোগী আকাশ রক্ত, পীত অথবা হরিদ্বর্ণ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং মূর্চ্ছাভঙ্গকালে তাহার ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, নেত্র রক্ত বা পীতবর্ণ ও মল পাতলা হয় এবং রোগীর শরীর পীতাভ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছার লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে রোগী আকাশ মেঘাভ বা মেঘাবৃত অথবা ঘোর অন্ধকারাবৃত দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাভিভূত হয় এবং বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে, পরন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া নিজ শরীর আর্দ্র চর্ম্ম-বেষ্টিতবৎ গুরু মনে করে এবং তাহার মুখ হইতে স্রাব হয় ও বমনবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার লক্ষণ—সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছার লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং রোগী অপস্মার-রোগীর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া প্রবলবেগে ভূমিতে পতিত হয় ; কিন্তু অপস্মার-রোগের ন্যায় ফেনবমন, দন্তকড়্‌মড়ি ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে দৃষ্ট হয় না।

রক্তজমূর্চ্ছার লক্ষণ—রক্তদর্শনজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগীর শরীরের স্তব্ধতা, দৃষ্টিশক্তির হীনতা এবং শ্বাস অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়।

মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ—মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগীর জ্ঞান হ্রাস হয় এবং বিভ্রান্তচিত্তে বিলাপ ও অঙ্গসঞ্চালন করিতে করিতে রোগী ধরাশায়ী হইয়া থাকে; পরন্তু মদ্য যতক্ষণ না জীর্ণ হয়, ততক্ষণ চৈতন্য হয় না, মদ্য জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হয়।

বিষভক্ষণজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ—বিষভক্ষণজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগীর কম্প, নিদ্রা, পিপাসা ও অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ভ্রমের লক্ষণ—ভ্রমরোগে রোগী চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণের আধিক্যে এই রোগ জন্মে।

নিদ্রার লক্ষণ—নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় এবং মন উভয় মোহিত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি নিজ নিজ বিষয়গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা ও তমোগুণের আধিক্যে নিদ্রা হয়।

তন্দ্রার লক্ষণ—তন্দ্রায় বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলে সম্যক্ জ্ঞান থাকে না, পরন্তু নিদ্রার্ত্তব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা, দেহের ভারবোধ, হাই উঠা ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফ ও তমোগুণের আধিক্যে তন্দ্রা হয়।

আজকাল High Blood Pressure অতি প্রসিদ্ধ। যাহা মধ্যবয়স্ক হইতে আরম্ভ করিয়া শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোকের ভিতরেই প্রসারলাভ করিয়া আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। ইহার পরিণাম পক্ষাঘাত বা সন্ন্যাস হইয়া আকস্মিক মৃত্যু। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে ইহা রোগ নহে, Symptom অর্থাৎ শরীরের উপাদান, রক্তধাতুর উপাদান বা ক্রিয়াগত বিকৃতিরূপ সম্প্রাপ্তি মাত্র।

হৃৎপিণ্ডের নিলয় (Ventricle) সঙ্কোচনের ফলে মহাধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া ধমনীমধ্যে যে অতিরিক্ত বেগ উৎপন্ন হয়, ঐ বেগের নাম Systolic Pressure. এইরূপ নিলয়ের প্রসারণের অবস্থায় ধমনীগত মৃদুবেগের নাম Diastolic Pressure. সুস্থ শরীরে দেশভেদে Diastolic Pressure হইতে Systolic Pressure দেড়গুণ বা প্রায় দুইগুণ অধিক

হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত হইলেই তাহাকে High Blood Pressure বলে। যন্ত্র-সাহায্যে ইহা নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা আছে।

নাড়ী পরীক্ষা দ্বারাও ইহা নির্ণয় করা যায়। এই রোগে আঙ্গুলির শিথিল-স্পর্শে ধমনী সূক্ষ্ম ও মৃদু অনুভূত হয়, কিঞ্চিৎ কঠিন স্পর্শে স্থূল ও বেগবতী হয়, অঙ্গুলি দ্বারা কঠিন পীড়া না করিলে নিস্পন্দ হয় না। নিস্পন্দ করিলে অঙ্গুলি পার্শ্বে তীব্রবেগ অনুভব করা যায়।

চরকের বিধিশোণিতীয় অধ্যায়ে দোষজ ব্যাধির ন্যায় কতকগুলি রক্তজ-ব্যাধির উল্লেখের সঙ্গে মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাসকেও রক্তজ-ব্যাধি বলিয়া বলা হইয়াছে এবং সেইখানে ইহার কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসার কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে High Blood Pressure-কে তাহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পাশ্চাত্য মতের সহিত এই রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসার বিশেষ ঐক্য আছে।

কুর্য্যাৎ শোণিতরোগেষু রক্তপিত্তহরীং ক্রিয়াং। বিরেকমুপবাসং বা স্রাবণং শোণিতস্য বা॥

(চরক—সূঃ স্থাঃ ২০ অঃ)

রক্তজ-ব্যাধিতে রক্তপিত্তহর শীতাদি ক্রিয়া, বিরেচন, অথবা উপবাস বা রক্তমোক্ষণ করিবে। রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে ইহাই একমাত্র আশু প্রতিকারক। উন্মাদ-অধিকারোক্ত মদভঞ্জনযোগ এই রোগের আশু উপশম করে। সাধারণ অবস্থায় বায়ু-পিত্তনাশক মূর্চ্ছারোগোক্ত ঔষধাদি ও শতবর্য্যাদিকষায়, অমৃতাদিকষায় (চক্রঃ), ত্রিফলারসায়ন, সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ণু-তৈল বা বৃহৎ গুডুচ্যাদিতৈলের উদ্বর্ত্তন, রসশাস্ত্রোক্ত বৃহৎ বাতচিন্তামণি, লম্বানন্দরস, যোগেন্দ্ররস, ভাবনার ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে এই রোগ কষ্টসাধ্য হইলেও নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সন্ন্যাসরোগের লক্ষণ।—সন্ন্যাসরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবলভাবে কুপিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশ করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যকে সহসা মূর্চ্ছিত করে, পরন্তু রোগী অবিলম্বে কাষ্ঠখণ্ডবৎ নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যদ্যপি সূচীবিদ্ধ ও নস্য প্রদান প্রভৃতি সদ্যঃফলপ্রদ ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয়।

মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসা-বিধি

বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন, মল ও মূত্রের বেগধারণ, দণ্ডাদিদ্বারা আঘাত এবং সত্ত্বগুণের অল্পতা; এই সমস্ত কারণে ক্ষীণ ও বহুদোষাশ্রিত ব্যক্তির বাতাদিদোষ প্রবল হইয়া যখন চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং মনোবহা আভ্যন্তরিক স্রোতঃসমূহে প্রবেশ করে, সেই সময় মানব মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া থাকে, অথবা সংজ্ঞাবহা শিরা ও ধমনী প্রভৃতি স্রোতঃসমূহ বাতাদিদোষ কর্তৃক আবৃত হইলে সুখদুঃখনাশক তমোগুণ শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সুখদুঃখনাশবশতঃ মনুষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূমিতে নিপতিত হয়। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে হৃদয়ে বেদনা, হাই-উঠা, অঙ্গের গ্লানি ও জ্ঞান লোপ পায়। মূর্চ্ছা ছয় প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মদ্যপানজ ও বিষভক্ষণজনিত। সমস্ত মূর্চ্ছারোগেই পিত্তের প্রবলতা থাকে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক-মূর্চ্ছা উল্লিখিত কারণে জন্মে, কিন্তু রক্তজ-মূর্চ্ছার কারণ স্বতন্ত্র; রক্তগন্ধ হইতেই ঐ মূর্চ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু গন্ধ পৃথিবীর গুণ, আর পৃথিবী তমোগুণবহুল এবং তমোগুণের আধিক্যেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে; সুতরাং তমোগুণবহুল মানব রক্তদর্শনে বা রক্তগন্ধে অভিভূত হইবামাত্র তাহার তমোগুণ আরও বর্দ্ধিত হয়, এই জন্যই অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বিষভক্ষণ এবং মদ্যপানদ্বারাও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষে ও মদ্যে দশটি গুণ বিদ্যমান। যথা—লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ এবং অনির্দ্দেশ্যরস—এই সকল গুণ তীব্রভাবে বিষে ও মদ্যে বিদ্যমান, সেইজন্য বিষ ও মদ্যপানে মূর্চ্ছা জন্মে।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা এবং তন্দ্রা, এই কয়েকটি অবস্থা মানবশরীরে দোষ ও গুণভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূর্চ্ছায় পিত্ত এবং তমোগুণের বহুলতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইলে বায়ু, পিত্ত এবং রজোগুণের বহুলতা পরিলক্ষিত হয়। তন্দ্রায় বায়ু, শ্লেষ্মা ও তমোগুণ প্রকাশ পায় এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণযোগে মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা মূর্চ্ছায় পিত্তের আধিক্য, ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তিতে বায়ু এবং পিত্তের আধিক্য, নানাপ্রকার রোগে যে তন্দ্রা উপস্থিত হয়, তাহাতে বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রবলতা ও নিদ্রাকালে শ্লেষ্মার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও তন্দ্রা প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাসরোগ অতি কঠিন, কারণ সন্ন্যাস-রোগে বাতাদিদোষত্রয় শীঘ্রই এতদূর প্রবল হয় যে, তাহা প্রশমিত করা একপ্রকার অসাধ্য। মূর্চ্ছাদিরোগে বাতাদিদোষের প্রকোপ হ্রাস হইলে তাহারা স্বয়ং প্রশমিত হইতে থাকে, অর্থাৎ মূর্চ্ছা, ভ্রম ও তন্দ্রা প্রভৃতি রোগ ঔষধপ্রয়োগ ভিন্নও কিছুকাল পরে স্বয়ংই প্রশমিত হয়, কিন্তু এই সন্ন্যাসরোগ প্রকাশিত হইবামাত্র তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জনাদি প্রয়োগ না করিলে কোনমতে জ্ঞানসঞ্চার হয় না, পরন্তু অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয়। বিবিধকারণে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলে ক্ষীণদেহে মূর্চ্ছারোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তির অত্যধিক রক্তপাত, প্রসূতির অত্যধিক উদরাময় ও রজঃস্রাব অথবা যে কোন কারণে শরীরস্থ রসরক্তাদিধাতুর ক্ষয় হইলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক সময় অন্যান্য কারণেও স্ত্রীলোকের এই রোগ জন্মে, আবার অনেক স্থলে ঔষধাদি সেবন ভিন্নও অনেক দিন পরে রোগিণী তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে তাহার মুখে এবং চক্ষুর্দ্বয়ে শীতল জল প্রদান করিবে, তাহাতে জ্ঞানসঞ্চার না হইলে অঞ্জন বা নস্য প্রয়োগ করিবে; অনন্তর বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ প্রদান করিবে। বাতিক মূর্চ্ছারোগের প্রথম অবস্থায় জ্বরচিকিৎসোক্ত কণাদিক্বাথ, শ্রীফলাদিক্বাথ বা পঞ্চমূলাদিক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক মূর্চ্ছায় দ্রাক্ষাদিক্বাথ, দ্রাক্ষাদি-ক্বাথ (মতান্তরে), গুড়ুচ্যাদিক্বাথ বা মধুকাদিক্বাথ এবং শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় মরিচাদিক্বাথ বা নিদিগ্ধিকাদিক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাত-কুলান্তক, মূর্চ্ছান্তকরস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস বা নারদীয়মহালক্ষী-বিলাস বাতাদিদোষভেদে যথানুপানে নূতন ও পুরাতন অবস্থায় রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ঔষধে অনেকস্থলে রোগ একেবারে দূরী-ভূত হয়। রোগ পুরাতন হইলে উপযুক্ত পথ্য এবং ঔষধের উপর নির্ভর করা আবশ্যক। বাতিক মূর্চ্ছায় মধ্যমবিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল বা অব-স্থানুসারে বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-বিশেষে সেবন করাইবে। পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতনাবস্থায় বৃহৎ শতাবরীঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য। শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতনাবস্থায় অশ্বগন্ধারিষ্ট বা

অবস্থা-বিশেষে বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। ভ্রমরোগে বায়ু এবং পিত্ত প্রকুপিত হয়, এমতাবস্থায় বায়ু ও পিত্তনাশক অথচ বলকর ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধসহ শতাবর্য্যাদিচূর্ণ অথবা বৃহৎ শতাবরীঘৃত সেবন করাইবে। এতদ্ভিন্ন এই রোগে বায়ু-পিত্ত-নাশক অন্যান্য বলকারক ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতনাবস্থায় বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত বা বৃহৎ শতাবরীঘৃত প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

জ্বরাদি নানারোগে তন্দ্রা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তন্দ্রায় বায়ু এবং শ্লেষ্মা উভয় প্রবল থাকে। নস্য বা অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। সৈন্ধবাদিনস্য ও শিরীষাদ্যাঞ্জন প্রভৃতি প্রয়োগে সদ্য উপকার হয়। এতভিন্ন বাতশ্লেষ্মনিবর্ত্তক মহালক্ষ্মীবিলাস, কফকেতু বা কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি প্রয়োগেও তন্দ্রা বিনষ্ট হয়। সন্ন্যাসরোগে নস্যপ্রয়োগ ও তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রদান দ্বারা অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়া মাত্রই মানব প্রায়শঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং অনেকস্থলে রোগ নির্ণয় করাই কঠিন অথবা রোগ নির্ণীত হইলেও অনেকস্থলে ঔষধপ্রয়োগের পূর্ব্বেই রোগী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা একপ্রকার অসম্ভব। যাহা হউক, বাহ্য লক্ষণ দ্বারা রোগের আক্রমণ বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ বচাদিনস্য বা তুরঙ্গাদিনস্য রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে।

মূর্চ্ছারোগে ঔষধ

কণাদিকাথ—বাতিক মূর্চ্ছারোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের কৃশতা ও বাতাশ্রিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে ইহা সেবনে উপকার হয়।

কণাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীফলাদিক্বাথ—বাতিক মূর্চ্ছারোগে শরীরের কৃশতা ও বাতাশ্রিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শ্রীফলাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ—বাতিক মূর্চ্ছারোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরাদিরোগে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চমূল্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রাক্ষাদিকাথ—পৈত্তিকমূর্চ্ছারোগের প্রথমাবস্থায় মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ ও নেত্রের রক্তিমা বা পীতাভা প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিকজ্বরে বা পিত্তাশ্রিত অন্যান্য রোগে মূর্চ্ছা হইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দ্রাক্ষাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হ্রীবেরাদিক্বাথ—পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগে রোগীর ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ ও নেত্রের হরিদ্রাভা বা রক্তিমাভা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিকজ্বর বা অন্য কোন রোগে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে ইহা প্রয়োগে ফল দর্শে।

হ্রীবেরাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ুচ্যাদিকাথ—পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগে ঘর্ম্ম ও পিপাসা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে অথবা পৈত্তিক জ্বরাদিরোগে মূর্চ্ছা হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড় চ্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধুকাদিকাথ—পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগে রোগীর সন্তাপ, ঘর্ম্ম, পিপাসা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক জ্বরাদিরোগে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রায়োগে বিশেষ ফল দর্শে।

মধুকাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মরিচাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে রোগীর শরীর ভার, বমন এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

মরিচাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিকমূর্চ্ছারোগে রোগীর শরীর ভার ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

নিম্বাদিকাথ। নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শটী, চিরতা, কুড়, পিপুল ও বৃহতী ; ইহাদের সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অষ্টাদশাঙ্গকাথ—সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ, বমন, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথ রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক জ্বরাদিরোগে মূর্চ্ছা হইলেও ইহা প্রযোজ্য।

অষ্টাদশাঙ্গক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্কাদিক্বাথ—সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ, বমন, অরুচি, গাত্রে ভারবোধ ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ সকলের মধ্যে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অর্কাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধুকাদ্যনস্য—শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগী মূর্চ্ছাভিভূত থাকিলে এবং অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে জ্ঞানসঞ্চার জন্য এই নস্য জলের সহিত গুলিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে দিবে। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগেও এই নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মধুকাদ্যনস্য। মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল ; ইহাদের চূর্ণ সম ভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

বচাদিনস্য—মূর্চ্ছারোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগী মূর্চ্ছাভিভূত থাকিলে বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে এই নস্য রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে। সন্ন্যাসরোগেও এই নস্য অতি উপকারী।

বচাদিনস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৈন্ধবাদিনস্য—জ্বরাদিরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ রোগীর তন্দ্রা প্রকাশ পাইলে এই নস্য তাহার নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে।

সৈন্ধবাদিনস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিরীষাদ্যাঞ্জন—শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে এই অঞ্জন তাহার চক্ষুর্দ্বয়ে প্রদান করিবে। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগেও অবস্থা-বিশেষে ইহা প্রযোজ্য। তন্দ্রা এবং সন্ন্যাসরোগেও এই অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করা যায়।

শিরীষাদ্যাঞ্জন। শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রশুন, মনঃশিলা ও বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

তাম্রযোগ—বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ শীতল জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তাম্রযোগ। উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম, বেণারমূল ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধরতি লইয়া মিশ্রিত করিবে। উহা একেবারে সেব্য।

সূতভস্মযোগ—শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

সূতভস্মযোগ। রসসিন্দূর ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি। এই ঔষধ মধুসহ মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণে বাটিয়া প্রস্তুত করিয়াও সেবন করান যাইতে পারে।

শতাবর্য্যাদিচূর্ণ—ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ দুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শতাবর্য্যাদিচূর্ণ। শতমূলী, বেড়েলা ও কিস্‌মিস্ সমভাগে লইবে। মাত্রা—৵০ আনা।

বাতকুলান্তক—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে রোগের প্রথমাবস্থায় বেড়েলার রস ও মধুসহ এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক, মূর্চ্ছার প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি উপকারী।

চতুর্ভুজরস। প্রস্তুতবিধি ৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)—শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। প্রস্তুতবিধি ৫২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগের নূতন ও পুরাতনাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুমান—শ্লৈষ্মিক উন্মাদে আদার রস ও মধু। পৈত্তিক উন্মাদে গব্যদুগ্ধ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস—বাতিক ও পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ—বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় রোগীর কৃশতা, কম্প, নিদ্রাভাব এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া-ভিজান জল ও মধুসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। প্রস্তুতবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূর্চ্ছান্তকরস—বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রমেহাদি বিবিধ কারণে শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—প্রমেহদোষে শতমূলীর রস বা হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল।

মূর্চ্ছান্তকরস। রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ; সমভাগে লইয়া শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ উপসর্গ দৃষ্ট হইলে বিশেষতঃ রোগীর দুর্ব্বলতা, রাত্রিতে নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগেও ইহা অতি উপকারী।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাকল্যাণঘৃত—বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত প্রত্যহ অপরাহ্নে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

মহাকল্যাণঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত—বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতনাবস্থায়, বিশেষতঃ প্রমেহ, প্রদর, স্মৃতিকাদোষ বা শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি কারণে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর রস /৮ সের। গব্যদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগাণী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন; এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

অশ্বগন্ধারিষ্ট—বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও মানসিক-দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

অশ্বগন্ধারিষ্ট। অশ্বগন্ধা /৬।॰ সের, তালমূলী /২।॰ সের, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুথা, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের /১ সের; এইসমুদয় একত্র করিয়া ৫১২ সের জলে পাক করিবে, ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া শীতল হইলে উহার সহিত ধাইপুষ্প /২ সের, মধু /৩৭।॰ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও প্রিয়ঙ্গু; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা এবং নাগেশ্বর ১৬ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ প্রদান করিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া কাচপাত্রে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা—১ তোলা।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল—শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এবং সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা রোগের পুরাতনাবস্থায় পরিলক্ষিত হইলে এই তৈল মাথায় মালিশ করিতে দিবে। মূর্চ্ছারোগে নিদ্রার অভাব বা শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে অথবা স্বভাবতঃ বাতশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যমনারায়ণতৈল—বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতনাবস্থায় নিদ্রার অভাব, সন্তাপ, পিপাসা, শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ শ্লেষ্মা রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে ইহাতে সমধিক উপকার হয়। ইহা অত্যন্ত শীতবীর্য্য, সুতরাং শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির সহ্য হয় না।

মধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল—বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতনাবস্থায় নিদ্রার অভাব, সন্তাপ, গাত্রদাহ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রদর, সূতিকাময় বা রজঃস্রাব প্রভৃতি কারণে মূর্চ্ছারোগ জন্মিলে এই তৈল মাথায় মালিশ করিতে দিবে। বায়ু ও পিত্ত-প্রধান শরীরে এই তৈল অতি উপকারী।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল—বাতিক বা পিত্তপ্রধান মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় রোগীর বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করিতে দিবে।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূর্চ্ছারোগের প্রথমাবস্থায় যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়, তাহার চিকিৎসা অপস্মাররোগের ন্যায়।

মূর্চ্ছারোগে পথ্য

মূর্চ্ছারোগে বাতাদি-দোষবিশেষে রোগের প্রবলতা থাকিলে অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া অপস্মাররোগের ন্যায় দুগ্ধসহ যবমণ্ড বা সাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে, কিন্তু শীতল পানীয়, দাড়িম, বেদানা ও কিস্‌মিস্ প্রভৃতি ফল এবং অন্যান্য মধুর দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে পুরাতন শালি-তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, ছোলা ও মসূর প্রভৃতির যূষ, কলার মোচা, কচি কুমড়া, কাঁকুড় ও পুঁইশাক প্রভৃতি তরকারী, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, গোদুগ্ধ, ইক্ষুচিনি, ডাবের জল, কচি তালের শাঁস, কুল ও মউলফল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, গুরুদ্রব্য বা অম্লদ্রব্য-ভোজন প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আমবাত-চিকিৎসা

আমবাতের সাধারণ লক্ষণ—গাত্রে বেদনা, আহারে অরুচি, পিপাসা, আলস্য, দেহে ভারবোধ, জ্বর, অপরিপাক, হস্তপদাদির গ্রন্থি-স্থানে বেদনা ও শোথ; এই সকল আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

আমবাতের বিশেষ লক্ষণ—হস্ত, পদ, মস্তক, পায়ের গোড়ালি, ত্রিকস্থান, হাটু, উরুদেশ ও সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুলা এবং আমরস যে স্থানে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা; এই সকল এবং অগ্নি-দৌর্ব্বল্য, মুখ ও নাসিকাদি হইতে জলস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, মনে উৎসাহের অভাব, মুখের বিরসতা, দাহ, বহুমূত্র, কুক্ষিদেশে বেদনা, নিদ্রার অভাব, পিপাসা, বমন, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, অন্ত্রকূজন, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া এবং অন্যান্য বিবিধ কষ্টপ্রদ লক্ষণ বিশিষ্টরূপে আমবাতে প্রকাশ পায়।

বাতাদিদোষভেদে আমবাতের লক্ষণ—বাতিক আমবাতে শূলবৎ বেদনা, পৈত্তিক আমবাতে গাত্রবেদনা ও শরীর রক্তবর্ণ এবং কফজ আমবাতে শরীর আর্দ্র-বস্ত্রাবৃতবৎ ভারবোধ ও কণ্ডু প্রকাশ পায়।

আমবাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—একদোষাশ্রিত আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষাশ্রিত আমবাত যাপ্য এবং ত্রিদোষাশ্রিত আমবাতে শোথ অর্থাৎ ফুলা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইলে তাহা অসাধ্য।

আমবাত-চিকিৎসা-বিধি

বিবিধ কারণে আমবাত রোগ উৎপন্ন হয়। আমবাত এবং বাতরোগের প্রভেদ সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক। অপক্ক-রস বায়ুদ্বারা শ্লেষ্মার আশ্রয়-স্থলে (সন্ধি-গ্রন্থি, মস্তক প্রভৃতিতে) নীত হইলে সেই স্থানে বেদনা ও ফুলা প্রকাশ পায়, ইহাকেই আমবাত কহে। বাতরোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ক্রোষ্টুকশীর্ষবাতরোগে পদের জানু স্ফীত হইলেও জানুর নিম্ন ও উপরিভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, কিন্তু আমবাতরোগে ঐরূপ কোন অঙ্গ শুষ্ক হয় না। বাতরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ হস্তপদাদি অঙ্গের শুষ্কতা,

অসাড়তা ও আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমবাত-রোগে ঐরূপ দেহের অসাড়তা, শুষ্কতা ও আক্ষেপাদি প্রকাশ পায় না। ঔপসর্গিক প্রমেহরোগে হস্তপদাদি শুষ্ক হয় বটে, কিন্তু অসাড় হয় না এবং ঐ সকল অঙ্গের শুষ্কতা বাতব্যাধির লক্ষণ হইতে অন্যরূপ। পুরাতন উদরাময় বা সংগ্রহণীরোগে একপ্রকার আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, উহাতে হস্ত, পদ ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়। অনেকের ঐ সংগ্রহ-গ্রহণী কিছুদিন নিবৃত্ত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতে আরম্ভ করে এবং তৎসঙ্গে বেদনা থাকে, আবার কিছুদিন পরে উদরাময় প্রকাশ পাইলে হস্তপদাদি শুকাইয়া যায়। উদরাময়রোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে আমবাত ও বাত উভয়ই প্রবল হয়, অর্থাৎ উদরাময় হইতে আমবাত ও সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গগত বাতব্যাধি, এই উভয়বিধ রোগই প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের প্রসবের পর উদরাময় হইতে আমবাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। জ্বরে আহার-বিহারের অন্যথা হইলে বা শীতক্রিয়া বশতঃ আমবাতের ন্যায় গাত্রবেদনা প্রকাশ পায়; কিন্তু উহা জ্বরের লক্ষণমধ্যে গণনীয়, প্রকৃত-প্রস্তাবে উহাকে আমবাত বলা যায় না। সামজ্বরে অপক্করসের প্রকোপবশতঃ গাত্রবেদনা প্রবল হয় এবং লঙ্ঘনাদি দ্বারা অপক্করসের পরিপাক হইলে আবার গাত্রবেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ বা রুক্ষস্বেদাদি ক্রিয়াদ্বারা আমরসের লাঘব হইতে থাকে; সুতরাং গ্রন্থির স্ফীততা ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা সহসা হ্রাস পায়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে সন্ধিস্থান ও অন্যান্য অঙ্গে আশ্রিত আমরস সহসা হ্রাস পাইতে পারে না, সেই জন্য পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়। অনেক স্থানে শারীরিক পরিশ্রমের অভাববশতঃ আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। উপদংশরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রক্তদুষ্টিবশতঃ আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐ আমবাতে অনেক সময় তাহারা একেবারে চলৎশক্তিহীন হইয়া থাকে। উপদংশজনিত রক্তদোষ হইতে ক্রমশঃ আমবাত, সর্ব্বাঙ্গগতবাত বা অর্দ্ধাঙ্গবাত জন্মিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায়শঃ বাতরোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সহসা ঋতু-পরিবর্ত্তন, দুর্ব্বলতা, শরীরে রক্তাভাব, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান, শিশুদিগকে দীর্ঘকাল

পর্য্যন্ত স্তন্যপ্রদান, ঘন ঘন সন্তান-প্রসব, দীর্ঘকাল ঋতুবন্ধ থাকা ও পুত্র-পৌত্রাদির অভাবে প্রবল শোকের উদয়, ইত্যাদি নানা কারণে তাহাদের আমবাত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহারজাত অপক্করস যেরূপ শ্লেষ্মস্থানে অর্থাৎ আমাশয়াদিতে গমন-পূর্ব্বক দূষিত হইয়া ধমনীসমূহকে আশ্রয় করে, আমাশয়স্থ রসও তদ্রূপ শারীরিক দুর্ব্বলতা বা রক্তাভাব ইত্যাদি কারণে পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতাবশতঃ অপরিপক্ক অবস্থায় ধমনীকে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আমরস বায়ু দ্বারা নীত হইয়া কোষ্ঠ, ত্রিক এবং সন্ধিস্থলে প্রবেশ করে ও গাত্রের স্তব্ধতা, বেদনা বা শোথ উৎপাদন করে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থলে আমবাত পুরাতনাবস্থায় পরিণত হইলে খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ উৎপাদন করে। আমবাতের চিকিৎসাকালে উহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অবগত হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রমেহাশ্রিত বাত—ঔপসর্গিক অর্থাৎ দূষিত মেহরোগ হইতে শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেকস্থলে প্রবল আমবাত উৎপন্ন হয়। প্রমেহ-রোগে অত্যধিক ক্ষরণবশতঃ পাচকাগ্নির হ্রাস হইলে আমবাতরোগ প্রকাশ পায়। প্রমেহরোগের প্রবলাবস্থায় যখন প্রস্রাবে অসহ্য জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পূঁযবৎ শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন কাহারও কাহারও গ্রীবা, কটি ও পদ প্রভৃতি স্থানে অল্প বেদনা অনুভূত হয়, প্রমেহরোগে শুক্রক্ষরণ হ্রাস হইবার সময় বক্ষঃস্থল ও ত্রিক-সন্ধিতে বেদনা বৃদ্ধি হয়, অনন্তর ঐ বেদনা ক্রমশঃ হস্তপদাদির বৃহত্তর-সন্ধিকে আশ্রয় করে, এই সময়ে অরুচি ও জ্বরভাব প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ রোগী উঠিতে-বসিতে অক্ষম হয়; সুতরাং তখন রোগী এরূপ দুর্ব্বল ও কৃশ হয় যে, তাহার চলৎশক্তি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, বেদনায় ও যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে এবং মন অধীর হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ও শৈত্যক্রিয়াবশতঃ জ্বর বৃদ্ধি পাইলে পায়ে শোথ প্রকাশ পাইতে থাকে, আহারে রুচি থাকে না; অনন্তর জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা হ্রাস হইলেও পুষ্টিকর দ্রব্য আহারে ক্রমশঃ ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে।

আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন (উপবাস), স্বেদপ্রদান, তিক্ত, কটু বা অগ্নিদীপক আহার এবং অবস্থাবিশেষে বিরেচক ঔষধ সেবন, স্নেহ-পান বা বস্তিপ্রয়োগে উপকার হয়। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বিরেচক

ঔষধ ও বস্তি-প্রয়োগ এবং জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে লঙ্ঘন, বেদনা প্রবল হইলে রুক্ষ স্বেদ প্রদান আবশ্যক। আমবাতের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ-বদ্ধতা, অল্পজ্বর, গাত্রে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য রাস্নাসপ্তক বা রাস্নাদশমূলকাথে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বর প্রবল হইলে বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্যকাথ ও হিঙ্গুলেশ্বর, মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ বা বাতগজাঙ্কুশ যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় স্নান ও অন্নাহার বন্ধ রাখিবে। জ্বর অল্প থাকিলে জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবসে একবার সেবন করান কর্ত্তব্য। উল্লিখিত কাথ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে আমবাতারিবটিকা বা যোগরাজগুগ্‌গুলু সেবন করাইবে। এইরূপভাবে ঔষধ প্রয়োগদ্বারা জ্বর ও গাত্রবেদনা হ্রাস পাইলে মধ্যাহ্নে অন্নাহার এবং রাত্রিতে রুটী ও সাগু খাইতে দিবে। জ্বর হ্রাস পাইলে এবং অন্নাহার সহ্য হইলে উষ্ণজলে স্নান করিতে দিবে। এই সময় জ্বরঘ্ন ঔষধ অল্প মাত্রায় এবং কোষ্ঠশোধক আমবাতারিবটিকা, যোগরাজগুগ্‌গুলু বা রসোনপিণ্ড যথা-নিয়মে কিছুদিন সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা ক্রমশঃ আম-রসের পরিপাক হয় ও গাত্রবেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন ও প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদ-গুগ্‌গুলু প্রভৃতি তীব্রবিরেচক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিদিন তীব্রবিরেচক ঔষধ সহ্য না হইলে সপ্তাহে ২।১ দিন মাত্র সেবন করাইবে এবং অন্যান্য দিন প্রাতে মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তৎসঙ্গে আম-রসের পরিপাকার্থ একবেলা রসোনপিণ্ড বা বৃহৎ রসোনপিণ্ড অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। গাত্রবেদনা এবং শরীরের জড়তা হ্রাস পাইলে সহ্যমত গাত্রে সৈন্ধবাদ্যতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল মালিশ ও উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। যেদিন তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ প্রদান করা যায়, সেইদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া রোগীকে সাগু বা বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, কারণ বিরেচনের পর স্নান ও আহার করিলে বিরেচনের ক্রিয়া সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ পায় না। রোগের পুরাতনা-বস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সুতরাং প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ ঔষধ ও লঘুপাকপথ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উদরাময় বা সংগ্রহ-গ্রহণীরোগে আমবাত প্রকাশ পাইলে অগ্নিবর্দ্ধক অথচ ধারক ঔষধ অর্থাৎ বাতগজেন্দ্রসিংহ বা রামবাণরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, তৎসঙ্গে উদরাময়ের জন্য পৃথক্ ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা আবশ্যক। পুরাতন উদরাময়ে জীরকাদ্যমোদক, বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক, মুস্তকাদিমোদক বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিলে উত্তম ফল দর্শে; পরন্তু পুরাতন গ্রহণীরোগ হ্রাস পাইয়া থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গে আমবাতের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে আমবাতগজসিংহমোদক বা বাত-গজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করাইবে।

সূতিকাশ্রিত আমবাত—সূতিকাশ্রিত গ্রহণীরোগ হইতে আমবাত প্রকাশ পাইলে উদরাময়ের জন্য সূতিকারোগে বক্ষ্যমাণ ঔষধ এবং বাতের জন্য পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নবপ্রসূতির অনেক সময় আমবাত এতদূর প্রবল হয় যে, তাহার উঠিতে-বসিতেও ক্ষমতা থাকে না। এই অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও বিরেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া রসশোষক ও অগ্নিবর্দ্ধক রামবাণরস, বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং গাত্রে স্বেদপ্রদান ও সূতিকারোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে। অনেক সময় আমবাত পুরাতন হইলে সৈন্ধবাদ্যতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক হইয়া থাকে। পুরাতন সূতিকারোগে বায়ুই বলবান্ হয়, সুতরাং তৈল ভিন্ন উহা দূরীকৃত হয় না।

প্রমেহাশ্রিত আমবাত—অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় এবং তজ্জন্য অতিশয় দুর্ব্বলতাবশতঃ অগ্নি অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় এই বাতরোগ জন্মে। প্রমেহাশ্রিত বাতের আক্রমণ বর্ষাকালেই অধিক দৃষ্ট হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক দোষভেদে সর্ব্বশুদ্ধ বিংশতিপ্রকার মেহরোগ শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাহাদের প্রবল অবস্থায় সাধারণতঃ বাতবৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত-পদাদির শিথিলতা ও সময়-সময় কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু ঔপসর্গিক মেহ প্রবল হইলে অনেকস্থলে উৎকট আমবাত প্রকাশ পায়। এই আমবাতের প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থল, ত্রিক ও সন্ধিতে বেদনা হয়, সুতরাং এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকর বৈশ্বানরচূর্ণ, যোগরাজগুগ্‌গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু বা আমবাতারিবটিকা এবং এরণ্ডতৈলমিশ্রিত রাস্নাসপ্তক, রাস্নাদশমূল অথবা মহারাস্নাদিক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই

অবস্থায় শীতলদ্রব্য পান বা শীতলজলে রোগীকে স্নান করাইবে না। জ্বর লক্ষিত হইলে জয়াবটী, জয়ন্তীবটী অথবা বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্যক্বাথ জ্বরের অবস্থাভেদে সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং জ্বরহ্রাস হইলে ঐ বাতও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন এবং হস্তপদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে যাহাতে রোগীর প্রত্যহ ৩।৪ বার দাস্ত হয় অথচ শারীরিক বল নষ্ট না হয়, এরূপ বিরেচক ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করিবে। রোগীর অল্পজ্বর থাকিলে বাতগজকেশরী, বাতনিস্থদনরস বা বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্য-ক্বাথ প্রভৃতি এবং জ্বর প্রবল হইলে মৃত্যুঞ্জয়রস ও জয়াবটী প্রভৃতি অবস্থানু-সারে সেবন করিতে দিবে। এইসময় জ্বরসত্ত্বে অন্নাহার ও স্নান বন্ধ রাখিবে। পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধি স্ফীত ও সমধিক বেদনাযুক্ত হইলে সন্ধিতে স্বেদ এবং আভাদ্যচূর্ণ, পুনর্নবাদ্যচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। ঐসমস্ত ঔষধ দ্বারা আশু উপকার হয়। প্রমেহ-রোগ বিদ্যমান না থাকিলে রসোনপিণ্ড সেবন করান যায়। এইরূপভাবে চিকিৎসা করিলে জ্বর ও বেদনা উভয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন রোগীকে মকরধ্বজ-বটী, বৃহৎ শতাবরীঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত প্রভৃতি বলকারক ঔষধ সেবন এবং মাংসযূষ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে দীর্ঘকাল যথানিয়মে ঔষধ সেবন করাইলে প্রমেহাশ্রিত বাত দূরীভূত হয়। একবার এই ঔপসর্গিক মেহ নিবৃত্ত হইলেও যৌবনকালে পুনঃপুনঃ ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। প্রমেহরোগে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং ঐ দুর্ব্বলতা দীর্ঘকালেও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইলে অথবা নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ পুনর্ব্বার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে তৎসঙ্গে বাতও প্রকাশ পায়; সুতরাং প্রমেহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইলে বলকারক ঔষধ ও পথ্য সেবন এবং যাহাতে শীঘ্র পুঁযক্ষরণ বন্ধ ও জ্বালার নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উপদংশজনিত বাত—উপদংশজনিত বাতরোগ অতি কষ্ট-সাধ্য, কারণ উপদংশবিষ শরীরে প্রবেশ করিলে শরীরস্থ রক্ত বিকৃত হয় এবং রক্তের বিকৃতিবশতঃ রক্ত নিস্তেজ ও দীর্ঘকাল রোগ স্থায়ী হইলে রক্তের পরি-মাণ স্বভাবতঃই কমিয়া যায় ও বাত প্রকাশ পায়। ইহাতে অনেকস্থলে প্রমেহাশ্রিত বাতের ন্যায় বৃহত্তর গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। এই রোগের

প্রথমাবস্থায় রক্তশোধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক শারিবাদিক্কাথ অথবা শারিবাদ্যাবলেহ রোগীকে সেবন করান আবশ্যক। সন্ধিস্থলে সমধিক বেদনা ও ফুলা থাকিলে ঐসকল স্থানে প্রলেপ প্রদান করা যাইতে পারে। সেবনের জন্য যোগরাজগুগ্‌গুলু বা অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু ও শারিবাদ্যাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে উষ্ণজলে স্নান এবং একবেলা অন্ন ও একবেলা রুটী আহার করিতে দিবে। এইরূপভাবে সন্ধিগত-বেদনা ও ফুলা হ্রাস পাইলে শারীরিক পুষ্টি ও উপদংশাশ্রিত-বিষ-দূরীকরণার্থ অমৃতাদ্যঘৃত বা অনন্তাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল এইরূপভাবে চিকিৎসা করিলে রোগী সুস্থ হইতে পারে। পুরাতন উপ-দংশাশ্রিত বাতে শারিবাদ্যাবলেহ, শারিবাদ্যঘৃত এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রতিদিন প্রাতে যোগরাজগুগ্‌গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু দীর্ঘকাল সেবন করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় রোগীকে উষ্ণদ্রব্য, মৎস্য, মাংস, মসুর বা কলাইয়ের ডাল, দধি, অম্ল ও মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি সেবন করান একেবারে বন্ধ রাখিবে। ঘৃত, অল্প দুগ্ধ, মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রাত্রিতে রুটী, বুট বা কাঁচা মুগের ডাল ও পটোল প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

সন্ধিগত বাত—আমবাত হস্তপদাদির সন্ধি আশ্রয় করিলে সেই-সকল স্থান অধিক বেদনাযুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হইলে বৈশ্বানরচূর্ণ, সিংহ-নাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ বিরেচনার্থ এবং বেদনার জন্য অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, পুনর্নবাদ্যচূর্ণ বা আভাদ্যচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে হস্তপদাদি সন্ধিতে বেদনা থাকিলে পূর্ব্বোল্লিখিত অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, পুনর্নবাদ্যচূর্ণ বা আভাদ্যচূর্ণ যথানিয়মে সেবন করাইবে ও উদরাময়ের জন্য রাজবল্লভরস, নৃপতিবল্লভ বা অন্য কোনও মোদক অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। কারণ উদরাময় নিবৃত্ত না হইলে বেদনা পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগ পুরাতন ও উদরাময় নিবৃত্ত হইলে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিজয়ভৈরবতৈল বা মহাবিজয়ভৈরবতৈল এই অবস্থায় অতি উপকারী। সৈন্ধবাদ্যতৈল, মহা-সৈন্ধবাদ্যতৈল বা রসোনতৈল দ্বারাও অনেক উপকার পাওয়া যায়। সন্ধিগত পুরাতন আমবাতে উদরাময় থাকিলে আমবাতগজসিংহমোদক, বৃদ্ধদারাদ্য-

লৌহ বা আমবাতেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিভেদে সেবন এবং ঐ সমস্ত তৈল অবস্থাবিশেষে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগীকে নিয়মপূর্ব্বক উষ্ণজল পান ও উষ্ণজলে স্নান, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে সহ্যমত রুটী বা অন্নাহার করিতে দিবে। দধি, অম্লদ্রব্য ও শীতল পানীয় একেবারে নিষিদ্ধ। সন্ধিগত আমবাত কঠিন, সুতরাং নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ এবং আহারের ব্যবস্থা না করিলে কোনওক্রমে উহা দূরীভূত হয় না। বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে এই আমবাত কষ্টসাধ্য।

আমবাতে ঔষধ

শতপুষ্পাদিলেপ—সন্ধিগত আমবাত, প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা উপদংশাশ্রিত আমবাতে পদাদির সন্ধি স্ফীত ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া বেদনাস্থলে প্রলেপ দিবে; কিন্তু রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না।

শতপুষ্পাদিলেপ। শুল্‌ফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে।

অহিংস্রাদিলেপ—প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশজনিত আমবাতে অথবা সন্ধিগত বাতরোগে বৃহৎ সন্ধিতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে এই প্রলেপ বেদনাস্থানে লাগাইবে। রাত্রিতে প্রলেপ লাগাইবে না।

অহিংস্রাদিলেপ। কুলেখাড়া, কেঁউমূল, সজিনাছাল ও উঁইমাটী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

ত্রিবৃতাদিযোগ—সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হস্তপদাদির সন্ধিতে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ কাঁজির সহিত প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে ২।১ বার দাস্ত হয়।

ত্রিবৃতাদিযোগ। তেউড়ীমূল ১।০ তোলা, সৈন্ধবলবণ ।০ আনা ও শুঁঠ ।০ আনা; এইসকল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা।

অমৃতাদিযোগ—নূতন সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতরোগে হস্ত ও পদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ যথানিয়মে প্রাতে কাঁজিসহ সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিযোগ। গুলঞ্চের পালো, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও বরুণবৃক্ষের ছাল; এইসকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

শঙ্করস্বেদ—সন্ধিস্থিত বাত, সর্ব্বাঙ্গগত বাত ও সূতিকাশ্রিত বাত-রোগের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে বা হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদনা প্রকাশ পাইলে এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে।

শঙ্করস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ৫৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাসপ্তক—সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর গাত্রে বেদনা, জ্বরভাব এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই কাথে এরণ্ডতৈল ।৷০ অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাসপ্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাদশমূলকাথ—সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় হস্ত-পদাদির সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গসমূহ প্রকাশ পাইলে এই কাথ রোগীকে প্রাতে এরণ্ডতৈল সংযুক্ত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাদশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাস্নাদিকাথ—সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে এই কাথ প্রাতে আভাম্রচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণের সহিত সেবন করিতে দিবে।

মহারাস্নাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদিচূর্ণ—নূতন আমবাতরোগে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮c পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈশ্বানরচূর্ণ—আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রেচক ও আগ্নেয়।

বৈশ্বানরচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ—সন্ধিগত, সর্ব্বাঙ্গগত অথবা প্রমেহাশ্রিত বাত-রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় হস্তপদাদি সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে প্রবল বেদনা থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আভাদ্যচূর্ণ—সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কটি, পার্শ্ব ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আভাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্নবাদিচূর্ণ—সন্ধিগত, সর্ব্বাঙ্গগত, প্রমেহাশ্রিত বা সূতিকাশ্রিত বাতের নূতন অবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা সন্ধ্যায় কাঁজি বা উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য।

পুনর্নবাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক—সন্ধিগত, সর্ব্বাঙ্গগত, প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই চূর্ণ প্রাতে উষ্ণজল বা মহারাস্নাদিকাথের সহিত সেবন করাইবে। বটক উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য।

অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক। প্রস্তুতবিধি ৫৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—সন্ধিগত ও সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত এবং প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে। আমবাতরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পৃষ্ঠ, কটি, ত্রিক ও সন্ধি প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ একবার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্‌গুলু—সন্ধিগত ও সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত এবং প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে উৎকট বেদনা, তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণ-

জলসহ সেবন করিতে দিবে। ক্রূরকোষ্ঠব্যক্তিকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমবাতে যাহাদের গতির হ্রাস বা সহজে পদের বিকৃতি লক্ষিত হয় অথবা রসবদ্ধ হওয়ায় কটিদেশে ও সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বদা বেদনা, ভারবোধ ও গমনাগমনে সমধিক কষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিবাগুগ্‌গুলু—সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত বাতের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে বেদনা, ফুলা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন কটিশূল এবং সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতে ইহা প্রয়োগ করা যায়। প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতের প্রথমাবস্থায় সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা অতি উপকারী।

শিবাগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু—আমবাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয়। সন্ধিগতবাতে এবং কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলাদিতে ইহা প্রয়োগ করিলে অসাধারণ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু—সন্ধিগত বাতরোগে বৃহত্তর সন্ধিতে বেদনা অথবা কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে এবং সন্ধিস্ফীতি ও বেদনার বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে না। প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধির বেদনা প্রবল হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা প্রত্যহ সেবন করা নিষিদ্ধ। অবস্থাবিশেষে সপ্তাহে ১ দিন, ২ দিন বা ৩ দিন সেবন করাইবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসোনপিণ্ড—সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের নূতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সন্ধিস্থল স্ফীত হইলে অথবা প্রমেহাশ্রিত

আমবাতে প্রমেহদোষ নিবৃত্ত হইলে ইহা সেবন করান যাইতে পারে; কিন্তু প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে অথবা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণজল।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৫৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারসোনপিণ্ড—পুরাতন সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতে রোগীর সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে অল্পবেদনা থাকিলে এবং বাতশ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহাশ্রিত আমবাতে প্রমেহ নিবৃত্ত হইলে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। পুরাতন কটিশূল, পৃষ্ঠশূল ও গাত্রবেদনা থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ অত্যন্ত পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণজল।

মহারসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৫৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতারিবটিকা—সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর সমস্ত সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের স্বভাবকোষ্ঠ বা উদরাময় বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না। প্রমেহাশ্রিত বাতের প্রথমাবস্থায় জ্বর বা অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য ইহা সেবন করান যাইতে পারে। গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

আমবাতারিবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতারিবটিকা (মতান্তরে)—আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

আমবাতারিবটিকা (মতান্তরে)। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, রক্তচিতা ১ তোলা ও শোধিত গুগ্গুলু ৫ তোলা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিবে। বটী—১০ রতি।

বাতগজেন্দ্রসিংহ—আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে অথবা উদরাময়াশ্রিত আমবাতে বা

সূতিকাদোষে উদরাময় ও তদাশ্রিত আমবাত বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। সহজকোষ্ঠে ভেরেণ্ডামূলের রস ও সৈন্ধবলবণ-সহযোগে প্রযোজ্য। নূতন আমবাতে সহজকোষ্ঠ ব্যক্তির মেহ বিদ্যমান থাকিলে ইহা সেবন করান যায়, কিন্তু ঔপসর্গিক মেহরোগে অর্থাৎ গণোরিয়ায় সেবন করান নিষিদ্ধ। অনুপান—পুনর্নবার রস ও মধু।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। প্রস্তুতবিধি ৩৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদিলৌহ—পুরাতন আমবাতে রোগীর বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পজ্বর ও তজ্জন্য হস্তপদাদিতে শোথ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে। ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা-নিবারক; কিন্তু বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় সেবন করান নিষিদ্ধ।

ত্রিফলাদিলৌহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, রক্তচিতা ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, লৌহ ৬৪ তোলা, এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ৬৪ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ ১২০ তোলা মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

বৃদ্ধদারাদ্যলৌহ—পুরাতন আমবাতরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা থাকিলে বিশেষতঃ সংগ্রহ-গ্রহণী বা উদরাময়দোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন সূতিকাদোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে ইহা সেবন করান যায়। অনুপান—জল; শোথ থাকিলে পুনর্নবার রস ও মধু।

বৃদ্ধদারাদ্যলৌহ। বিতারকবীজ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, গজপিপ্পলী, পুরাতন মান, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেজপাতা ও এলাইচ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

আমবাতেশ্বররস—আমবাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়াশ্রিত আমবাতে ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ।

আমবাতেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাননরসলৌহ—সন্ধিগত আমবাত, প্রমেহাশ্রিত পুরাতন আমবাত এবং কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগের পুরাতনাবস্থায় বায়ু ও পিত্তপ্রধান কৃশব্যক্তির কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া গুলঞ্চ, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান রোগীকে ইহা সেবন করাইবে না। গৃধ্রসী ও পঙ্গু প্রভৃতি বাতরোগেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। জঙ্ঘা, পদ ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে ইহার ব্যবহারে উপকার হয়। এই ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বে রোগীকে দাস্তকারক ঔষধ দিবে।

পঞ্চাননরসলৌহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৩০ সের, শেষ /৩৸০ সের। এই কাথে লৌহ ৪০ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ৪০ তোলা ও অভ্র ২০ তোলা প্রদান করিবে। অনন্তর গব্যঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের ও গোদুগ্ধ /৪ সের প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে; আসন্ন পাকে উহাতে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চ, জীরা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকের ২০ তোলা লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া ঐ কজ্জলী উহাতে প্রদান করিবে ও পাক শেষ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা।

শুণ্ঠীঘৃত—সর্ব্বাঙ্গ বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতনাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল এবং হস্তপদাদির সন্ধিতে বেদনা থাকিলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী।

শুণ্ঠীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—শুণ্ঠী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুণ্ঠী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

স্বল্পপ্রসারণীতৈল—সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতনাবস্থায় বেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইলে এবং বায়ুবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থলে মালিশ করিতে দিবে। তৈল মালিশ করিয়া উষ্ণজল দ্বারা সন্ধিস্থলে স্বেদ দিলে অধিক উপকার হয়।

স্বল্পপ্রসারণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল—সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত ও সূতিকাশ্রিত বাতরোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীর যেসকল স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, সেইসকল স্থানে এই তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। কটি, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা ও তালু প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই তৈলের মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়ভৈরবতৈল—সন্ধিগত বাত, মেহাশ্রিত বাত ও উপদংশাশ্রিত বাত পুরাতন হইলে এবং সন্ধিস্থানে অল্প বা অধিক বেদনা ও সন্ধিস্থানের স্ফীততা প্রকাশ পাইলে এই তৈল বেদনাস্থানে মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। আঘাত লাগিয়া কোনস্থান ভগ্ন বা বেদনাযুক্ত হইলে এই তৈলের প্রয়োগে উপকার হয়। হস্ত, জঙ্ঘা ও শিরঃকম্পে এই তৈল অতি উপকারী।

বিজয়ভৈরবতৈল। পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, তৎপর ঐ কজ্জলী ৪ তোলা এবং মনঃশিলা ও হরিতাল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; যথানিয়মে মিশ্রিত করিয়া কাঁজিতে পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহা দ্বারা বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া তাহাতে অল্প-অল্প রেড়ীতৈল (মতান্তরে কটুতৈল) ঢালিয়া দিবে এবং উহার নিম্নে একটি পাত্র রাখিবে, অনন্তর ঐ প্রজ্বলিত বাতি হইতে ফোঁটা-ফোঁটা আকারে যে তৈল পাত্রে পতিত হইবে, সেই তৈল গ্রহণ করিবে।

মহাবিজয়ভৈরবতৈল—সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতনাবস্থায় সন্ধিস্থানে বেদনা ও সন্ধির স্ফীতি প্রকাশ পাইলে এই তৈল সেইসকল স্থানে মালিশ করিতে দিবে। বাহুকম্প, শিরঃকম্প ও জঙ্ঘাকম্প প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল অতি উপকারী।

মহাবিজয়ভৈরবতৈল। বিজয়ভৈরবতৈল পূর্ব্বনিয়মে প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত আফিং মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাবিজয়ভৈরবতৈল কহে।

নকুলতৈল—সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত, সূতিকাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত আমবাতরোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বা সন্ধিস্থলে বেদনা থাকিলে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। বাহু, মস্তক ও জঙ্ঘা প্রভৃতির

কম্প হইলে ইহা অতি উপকারী। কটি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি দেশস্থিত বাতরোগেও ইহা ব্যবহার করা যায়।

নকুলতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতে জ্বর-চিকিৎসা

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্কাথ—সন্ধিগত ও প্রমেহাশ্রিত আমবাতে জ্বর হইলে এবং তজ্জন্য অরুচি, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস—সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত বাতরোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর, গাত্রবেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি প্রবল হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ প্রাতে ও রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়াবটী—সন্ধিগত ও মেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধি বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, জ্বর, পিপাসা, প্রস্রাবের আধিক্য ও অন্যান্য উপসর্গের সহিত জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতনিসূদনরস—সন্ধিগত বা প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে বা পুরাতন হইলে এই ঔষধ প্রত্যহ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাতনিসূদনরস। প্রস্তুতবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতে প্রমেহ-চিকিৎসা

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা—সন্ধিগতবাত ও প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, চূণের জল বা খড়িগোলার ন্যায় প্রস্রাব, পূঁযবৎ শুক্রক্ষরণ, লাল, হরিদ্রা বা অন্যবর্ণের প্রস্রাব, অল্প-অল্প-পরিমাণে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব বা অধিক পরিমাণে প্রস্রাব প্রভৃতি যে-কোনও উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ

সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতানুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবঙ্গেশ্বররস—সন্ধিগতবাত বা প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে প্রস্রাবে জ্বালা, হরিদ্রাবর্ণ বা পীতবর্ণ অথবা চূণের জল বা খড়িগোলাজলের ন্যায় প্রস্রাব ও শরীরের অত্যন্ত কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু বা শতমূলীর রস ও মধু অথবা কেবলমাত্র দুগ্ধসহ দিনে ১ বার সেবন করিতে দিবে। প্রস্রাবে কষ্ট ও প্রস্রাবের আধিক্য লক্ষিত হইলে ইহার সেবনে সমধিক উপকার হয়

মহাবঙ্গেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতে দৌর্ব্বল্য-চিকিৎসা

মকরধ্বজরস—প্রমেহাশ্রিত আমবাতে শরীরের অত্যন্ত কৃশতা, বলহানি ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ ছাগদুগ্ধসহ দিনে একবারমাত্র সেবন করিতে দিবে। আমবাতের পুরাতনাবস্থায় বেদনা ও জ্বরহ্রাস হইলে ইহার সেবনে বিশেষ উপকার হয়। প্রমেহাশ্রিত আমবাতের প্রথমাবস্থায় জ্বর এবং প্রমেহজনিত জ্বালা ও পূঁযক্ষরণ প্রভৃতি উপসর্গ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মকরধ্বজরস। রসসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতিফল ও কস্তুরী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

মকরধ্বজবটিকা—প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতনাবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, বলহানি, ক্ষুধামান্দ্য ও অল্পজ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে বাতশ্লেষ্মাধিক বা শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নূতনাবস্থায় জ্বর হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মকরধ্বজবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রাশঘৃত—প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগতবাত অত্যন্ত প্রবল হইলে ও রোগীর শারীরিক বল একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতের নূতনাবস্থায় বা পুরাতনাবস্থায় জ্বর ও বেদনা হ্রাস পাইলে ইহা সেবন করান যায়।

অমৃতপ্রাশঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—রোম, চর্ম্ম, শৃঙ্গ ও নখাদিবিহীন নপুংসকছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলামূল, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, তালাঙ্কুর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শূকশিম্বীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপাতা, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতিপুষ্প, রেণুকা, সরলকাষ্ঠ, জয়িত্রী, ছোট-এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, ভেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞডুমুর; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃতপাক শেষ করিবে; কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে কস্তুরী ২ তোলা ও কুঙ্কুম ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে ও শীতল হইলে ইক্ষুচিনি /১ সের মিশ্রিত করিবে। ইক্ষুচিনি প্রয়োজনমত অল্পপরিমাণে মিশাইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

আমবাতে পথ্য

আমবাতের নূতনাবস্থায় জ্বর অথবা গাত্রবেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া সাগু বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অন্নাহার বন্ধ করিয়া স্বেদপ্রয়োগ ও ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা জ্বর ও বেদনার হ্রাস হইলে প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলাই, মসুর ও বুট প্রভৃতির যূষ, করলা, বেগুন, সজিনা, পটোল ও মূলা প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। রাত্রিতে রুটী বা লুচি প্রভৃতি পথ্য দিবে ও তৎসঙ্গে উষ্ণজল পান, উষ্ণজলে স্নান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, গুড় ও মাষকলাই প্রভৃতি দ্রব্য, বিশেষতঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও শীতল দ্রব্য এই রোগে কখনও প্রয়োগ করিবে না। গুরুতর ভোজন ও রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

বাতরক্ত-চিকিৎসা

বাতরক্তের পূর্ব্বলক্ষণ—বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীরে ঘর্ম্মোদ্গম অথবা ঘর্ম্মের একেবারে অভাব, স্থানে-স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের প্রকাশ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, সহসা কোনস্থান ক্ষত হইলে সেই ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, আলস্য, শরীরের অবসন্নতা, ব্রণসমূহের উৎপত্তি

এবং জানু (হাটু), জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; স্ফুরণ, বিদীর্ণবৎ বেদনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির হ্রাস ও কণ্ডু উৎপন্ন হয়। এই রোগে সন্ধিস্থানে পুনঃপুনঃ বেদনার উৎপত্তি ও হ্রাস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেহের বিবর্ণতা ও স্থানে-স্থানে চক্রাকৃতি চিহ্নসকল প্রকাশ পায়।

বাতিক বাতরক্তের লক্ষণ—বাতরক্তে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে বেদনা, স্ফুরণ, ভঙ্গবৎ কষ্ট, স্ফীতস্থানের রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা শ্যাম-বর্ণতা ও বাতরক্তের অন্যান্য লক্ষণের কখনও বৃদ্ধি, কখনও বা হ্রাস হইয়া থাকে। পরন্তু ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসকলের সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, অত্যন্ত যন্ত্রণা, গাত্রে শীত লাগাইতে অনিচ্ছা এবং শীতলদ্রব্য-সেবন ও শীতক্রিয়া দ্বারা রোগবৃদ্ধি, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তাধিক বাতরক্তের লক্ষণ—বাতরক্তে রক্তের প্রকোপ অধিক হইলে শোথস্থান তাম্রবর্ণ, কণ্ডু হইতে ক্লেদনির্গমন, সেই স্থানে অতিশয় দাহ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা চিন্‌চিন্ বেদনা হয়, পরন্তু স্নিগ্ধ ও রুক্ষক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না।

পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ—পৈত্তিক বাতরক্তে রোগীর দাহ, মোহ, ঘর্ম্মের অভাব, মূর্চ্ছা, মত্ততা এবং তৃষ্ণা হয়; পরন্তু শোথস্থানের স্পর্শাসহত্ব, দাহ, রক্তিমা, স্ফীতভাব ও পক্বতা অনুমিত এবং শোথস্থান অতিশয় তাপবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে শরীরের স্তিমিতভাব, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাকচিক্য, শৈত্য, কণ্ডুতা ও অল্প-অল্প বেদনা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ বাতরক্তের লক্ষণ—বাতিক ও পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে বাতপৈত্তিক; পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্ত কহে।

সান্নিপাতিক বাতরক্তের লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক বাতরক্ত কহে।

বাতরক্ত-চিকিৎসা-বিধি

বাতরক্তরোগে বায়ু ও রক্ত উভয়ই প্রকুপিত এবং দূষিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধিরোগের ন্যায় ইহাতেও বায়ুর প্রকোপের আধিক্য দৃষ্ট হয়। এইজন্য ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা হয়। বাতব্যাধিতে রক্তগত বায়ুর প্রবলতা থাকে, কিন্তু বাতরোগে বায়ু ও রক্ত উভয়ই বিবিধ কারণে অতিশয় প্রকুপিত ও দূষিত হইয়া পদ আশ্রয় করতঃ এই রোগ উৎপাদন করে। লবণ, অম্লদ্রব্য, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অপক্ক দ্রব্য এবং জলচর ও আনুপচর প্রাণীর বাসি বা পচা মাংস, তিলকল্ক, মূলা, কুলথকলাই, মাষকলাই, শাক, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঁজি, তক্র ও সুরা প্রভৃতি দ্রব্যের সেবনে প্রথমতঃ রক্ত দূষিত হইয়া থাকে ; অনন্তর নিয়ত হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র প্রভৃতি যানারোহণ, ভ্রমণ বা বিদাহজনক-অন্নভোজন দ্বারা ভুক্তান্নের বিদাহবশতঃ ঐ রক্ত আশু বিদগ্ধভাবাপন্ন হয়, তৎপরে সেই বিদগ্ধ রক্ত কুপিত বায়ুর দ্বারা পদদ্বয়ে নীত হয় ; এইরূপে বাতরক্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ প্রায়শঃ পাদদেশ আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গে উহার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কোন-কোনস্থলে হস্তের মূলদেশ আক্রমণ করিয়াও রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সর্পের বিষ যেরূপ উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, এই রোগও সেইরূপ ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া সমস্ত হাতে-পায়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে। পরন্তু একস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থান আক্রমণ করিতে দেখা যায়। একদোষাশ্রিত বাতরক্তে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, দ্বিদোষাশ্রিত বাতরক্তে তদপেক্ষা অধিক দোষের প্রকোপ এবং সান্নিপাতিক বাতরক্তে দ্বন্দ্বজ অপেক্ষা আরও অধিক প্রকোপ দৃষ্ট হয়। রোগের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা বাতাদিদোষ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তদুষ্টিবশতঃ বাতরক্তের চিকিৎসার সহিত কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার সাদৃশ্য আছে। বাতরক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ত্বক্‌ ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে উত্তান বাতরক্ত এবং মেদ ও অস্থি প্রভৃতি ধাতুগত বাতরক্তকে গম্ভীর বাতরক্ত কহে। উত্তান বাতরক্ত অপেক্ষা গম্ভীর বাতরক্ত কষ্টসাধ্য। উত্তান বা বাহ্য বাতরক্তে প্রলেপ ও তৈলাদি-মর্দ্দন প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। গম্ভীর বাতরক্তে বিরেচন ঔষধ ও ঘৃতপান ব্যবস্থেয়। বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা উভয়বিধ

বাতরক্তের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সাধারণতঃ বাতিক বাতরক্তে রাসাদিক্কাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়; অথবা গুড়ূচী-ক্কাথে কেবলমাত্র গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়াও রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে; কিংবা অমৃতাখ্যগুগ্‌গুলু বা ত্রিফলাগুগ্‌গুলু এই সঙ্গে সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ঐসমস্ত গুগ্‌গুলু এবং বৃহৎ গুড়ূ-চ্যাদিতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে। পৈত্তিক বাত-রক্তে পটোলাদিক্কাথ বা কাশ্মর্য্যাদিক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা অমৃতাখ্যগুগ্‌গুলু বা কৈশোরগুগ্‌গুলু সেবন করাইয়া দাস্ত পরিষ্কার হইলে গুড়ূচ্যাদিলৌহ, যোগসারামৃত বা লাঙ্গলাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে; দাস্ত পরিষ্কার আছে কিনা, সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে; কারণ দাস্ত পরিষ্কার না হইলে বাতরক্ত কোনও প্রকারে দূরীভূত হয় না। রোগ পুরাতন হইলে অমৃতাদ্যঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করান আবশ্যক। রক্তপ্রধান বাতরক্তে পৈত্তিক বাতরক্তের ন্যায় পটোলাদিক্কাথ বা কাশ্মর্য্যাদিক্কাথ সেবন করিতে দিবে। দাহ ও বেদনা প্রবল থাকিলে যষ্টিমধু ও বেণার মূলের ক্কাথের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শোথস্থান সিক্ত করিবে এবং ঐ ক্কাথ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যে স্থানে দাহ ও বেদনা থাকে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে। অন্যান্য পিত্ত-নাশক দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারাও ঐ দাহ নিবৃত্ত হইতে পারে। এইসকল ঔষধ প্রদান করিয়া রসাভ্রগুগ্‌গুলু, অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু, কৈশোরগুগ্‌গুলু, লাঙ্গলাদ্যলৌহ বা গুড়ূচ্যাদিলৌহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু ক্লেদ ও কণ্ডূয়ন লক্ষিত হইলে বা পিত্তের আধিক্যবশতঃ ঐ স্থান পাকিলে রসাভ্র-গুগ্‌গুলু ও তালভস্ম অতি উপকারী; বিশ্বেশ্বররস বা মহাতালেশ্বর সেবন করিলেও উপকার হয়। রোগের পুরাতনাবস্থায় ক্লেদনির্গমন ও কণ্ডূতা হ্রাস পাইলে পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু বা অমৃতাদ্যঘৃত সেবন করিলে এবং রুদ্রতৈল বা মহারুদ্রতৈল মর্দ্দনে বিশেষ উপকার হয়। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে কটুকাদ্যযোগ বা অমৃতাদিক্কাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশায়স, বিশ্বেশ্বররস বা বাতরক্তান্তকরস নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ বাত-রক্তেই যথানুপানে সেবন করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতনা-

বস্থায় বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল মর্দ্দন করিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বাতপৈত্তিক বাতরক্তেও গুড়ূচ্যাদিলৌহ, যোগসারামৃত, লাঙ্গলাদ্য-লৌহ, অমৃতাদ্যগুগ্গুলু বা কৈশোরগুগ্গুলু এবং অমৃতাদ্যঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃত সেবন করিবার ব্যবস্থা করিবে। পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে তালভস্ম, বিশ্বেশ্বররস, মহাতালেশ্বর, অমৃতাদ্যগুগ্গুলু বা কৈশোরগুগ্গুলু প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও ঘৃত প্রয়োগদ্বারা বিশেষ উপকার হয়। বাত-শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে অমৃতাদ্যগুগ্গুলু বা কৈশোরগুগ্গুলু এবং বাতরক্তান্তক-রস বা দ্বাদশায়স প্রভৃতি ঔষধ এবং রোগ পুরাতন হইলে মহাপিণ্ডতৈল বা বিষতিন্দুকতৈল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে ; পরন্তু পূর্ব্ববৎ রক্তমোক্ষণ ও শোথ-স্থানে বিবিধ প্রলেপ যথারীতি প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক বাতরক্তে যে দোষের আধিক্য দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ঔষধ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ও সহ্য হইলে প্রত্যেক কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রযোগ করিবে। পিত্তের আধিক্য থাকিলে রোগস্থানে প্রলেপ ও ক্বাথ পুনঃপুনঃ প্রযোজ্য। তালভস্ম, মহাতালেশ্বর, যোগসারামৃত, বাতরক্তান্তকরস, লাঙ্গলাদ্যলৌহ বা দ্বাদশায়স দোষের প্রবলতানুসারে সেবন করিতে দিবে। অমৃতাদ্যগুগ্গুলু, কৈশোর-গুগ্গুলু বা ত্রিফলাগুগ্গুলু প্রভৃতিও পূর্ব্ববৎ সেবন করান যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে রোগীকে পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গুলু বা অমৃতাদ্যঘৃত সেবন ও গুড়ূচ্যাদিতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগ দূরীভূত হয়। রক্তপ্রকোপজনিত বাতরক্ত ও পৈত্তিক বাতরক্ত এতদূর প্রবল হয় যে, সেই স্থানের পক্বতা বা ক্লেদনির্গমন কোন প্রকারেও নিবৃত্ত হয় না ; ঋতুবিশেষে সামান্য হ্রাস পায় মাত্র, কিন্তু গ্রীষ্মাদি ঋতুতে আবার পূর্ব্ববৎ অবস্থা ধারণ করে। ঐসমস্ত বাতরক্তে রোগীর দীর্ঘ-কাল যথানিয়মে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করা আবশুক। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় নিয়ম-পালন ও ঔষধ-সেবন দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। বাতরক্তের প্রবলাবস্থায় অনেকস্থলে কুষ্ঠরোগের ন্যায় যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পৈত্তিক বাতরক্ত বা রক্তপ্রধান বাতরক্তের পরিণতাবস্থায় কুষ্ঠরোগ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, কিন্তু বাতরক্তে বাতের আধিক্য এবং কুষ্ঠরোগে সমস্ত ধাতুর ক্রিয়াবৈষম্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয় ; পরন্তু তদ্দ্বারা উভয়

রোগের ভেদ নিরূপণ করা যায়; তবে অনেকস্থলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোনও বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। বাতরক্তের পরিণতাবস্থায় যেসকল গুগ্‌গুলু, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ বর্ণিত হইল কুষ্ঠরোগেও সেইসকল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাতরক্তরোগে ঔষধ

কটুকাদ্যযোগ—শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের নূতনাবস্থায় শরীরে ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অভাব, রোগস্থানে কণ্ডু ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথ গোমূত্রের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কটুকাদ্যযোগ। কটুকী, পদ্মগুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

গন্ধকাদিলেপ—পৈত্তিক বাতরক্তে বা রক্তাধিক বাতরক্তে গাত্রস্ফুটন বা ক্লেদ নির্গত হইলে ইহা উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিতে দিবে।

গন্ধকাদিলেপ। গন্ধক, গোমূত্র, দুগ্ধ ও সৈন্ধবলবণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

বচাদ্যলেপ—বাতশ্লেষ্মোদ্ভব বাতরক্তে শোথস্থানে বেদনা, ভারবোধ ও ঝিন্‌ঝিন্ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ উষ্ণ করিয়া বেদনাস্থানে লাগাইবে।

বচাদ্যলেপ। বচ, গৃহধূম (ঝুল), কুড়, শুল্‌ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে।

রাস্নাদিলেপ—বাতরক্তে শোথস্থানে দাহ, বেদনা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ রোগীর রোগস্থানে প্রদান করিবে।

রাস্নাদিলেপ। রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা; এইসকল সমভাগে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া লইবে।

কাশ্মর্য্যাদিক্বাথ—পৈত্তিক বাতরক্তে রোগস্থানে দাহ, ঘর্ম্ম এবং রোগীর মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ক্বাথের সহিত ইক্ষুচিনি ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

কাশ্মর্য্যাদিক্বাথ। গাম্ভারীফল, কিস্‌মিস্, সোঁদালের আঠা রক্তচন্দন, যষ্টিমধু

এবং ক্ষীরকাকোলী ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; এইকাথ ছাঁকিয়া লইবে।

পটোলাদিক্কাথ—পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা এবং পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই কাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়।

পটোলাদিকাথ। পল্‌তা, কট্‌কী, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুলঞ্চ ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

সিংহাস্যাদিক্কাথ—বাতিক বাতরক্তে রোগস্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ধমনী বা অঙ্গুলিসকলের সঙ্কোচভাব, কম্প, স্পর্শশক্তির অল্পতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই কাথের সহিত এরণ্ডতৈল ॥০ অর্দ্ধতোলা, হিং ⁄০ আনা ও সৈন্ধবলবণ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সিংহাস্যাদিকাথ। বাসক, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, পদ্মগুড়ুচী, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

গুড়ুচীক্কাথ—বাতিক বাতরক্তের নূতনাবস্থায় শূল, স্ফুরণ, ভগ্নবৎ-পীড়া, কৃষ্ণাভা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, কম্প ও স্পর্শশক্তির অভাব ; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথে গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতরক্তে পিত্তের আধিক্যবশতঃ হস্তপদাদির জ্বালা, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে ইক্ষুচিনিসহ রোগীকে ইহা সেবন করাইবে। বাতরক্তে কফের আধিক্যবশতঃ শরীর ভারবোধ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, রোগস্থানে অল্প বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই কাথ মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ুচীকাথ। কুট্টিত পদ্মগুড়ুচী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদিক্কাথ—বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তে বেদনা, ধমনী বা অঙ্গুলির সঙ্কোচ, কম্প, স্পর্শশক্তির অভাব, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাসাদিকাথ। বাসক, এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, পদ্মগুড়ুচী, বেড়েলার মূল ও

ফুলেখাড়ার মূল ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদিক্কাথ (মতান্তরে)—বাতিক বাতরক্তে হস্তাদিস্থানে বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের সঙ্কোচ, কম্প এবং স্পর্শশক্তির অভাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতপিত্তাশ্রিত বাতরক্তে অঙ্গুলির সঙ্কোচভাব, স্পর্শশক্তির হ্রাস, কম্প, শীতক্রিয়ায় অনিচ্ছা, শরীরের স্তব্ধতা, দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা ও রোগস্থানের পক্বতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ক্কাথে এরণ্ডতৈল ॥৹ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাসাদিকাথ (মতান্তরে)। বাসক, পদ্মগুড়ূচী ও সোঁদালের আঠা ; এই-সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদিক্কাথ—শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে স্পর্শশক্তির অল্পতা, রোগস্থানে কণ্ডুতা, অল্প-অল্প বেদনা এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে দাহ, কণ্ডুতা, পক্বতা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, অল্প বেদনা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিকাথ। পদ্মগুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে ; এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নবকার্ষিকক্কাথ—বাতপৈত্তিক বাতরক্তে স্পর্শশক্তির হ্রাস, দাহ, ঘর্ম্ম, ভঙ্গবৎ বেদনা, সন্ধি ও ধমনী প্রভৃতির সঙ্কোচ, রোগস্থানের পক্বতা, অঙ্গবেদনা ও শীতে দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা একমাত্র পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও রোগস্থানের পক্বতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতরক্তে এই ক্কাথ অতি উপকারী।

নবকার্ষিককাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা ; এই নয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে ও ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিতে দিবে।

নিম্বাদিচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে শূল, ভঙ্গবৎ বেদনা এবং ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি-সমূহের সঙ্কোচভাব, অঙ্গবেদনা, শরীরের ভারবোধ, কণ্ডুতা ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে

পদ্মগুলঞ্চের কাথসহ সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত বাত-রক্তে দাহ, ঘর্ম্ম ও রুগ্নস্থানের পক্কতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। এই ঔষধ বাতরক্তের মধ্য বা পরিণতাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কুষ্ঠ ও দদ্রু প্রভৃতি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী।

নিম্বাদিচূর্ণ। নিমছাল, পদ্মগুলঞ্চের পালো, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেমূল, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কট্‌কী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, মুথা, দেবদারু ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

অমৃতাগুগ্‌গুলু—বাতিক পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, রুগ্নস্থানের পক্কতা, কণ্ডুতা, স্পর্শশক্তির অভাব, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, শীতে দ্বেষ ও শরীরের স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণের ২।১টি বা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলের সহিত প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও দূষিত প্রমেহাদি রোগেও প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। কুট্টিত পদ্মগুড়ুচী /৫ সের, উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুলু এবং কুট্টিত হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুনর্নবা; ইহাদের প্রত্যেকের /২ সের, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ কাথ পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে পাত্র অবতারণ করিয়া উষ্ণ থাকিতে উহাতে দন্তীমূল, রক্তচিতা, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃপুনঃ দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধ তোলা।

কৈশোরগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, রুগ্নস্থানের পক্কতা, কণ্ডুতা, রক্তাভা, স্ফীতি, স্পর্শশক্তির হ্রাস, অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচভাব, গাত্রবেদনা ও শীতে দ্বেষ প্রভৃতি

লক্ষণ একত্র বা পৃথক্ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রথম, মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কৈশোরগুগ্গুলু। পোট্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষগুগ্গুলু /২ সের, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের। পদ্মগুলঞ্চ /৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪৮ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে পোট্টলীবদ্ধ গুগ্গুলু গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে পাক করিবে, গাঢ় হইলে পাত্র অবতারণ করিবে এবং কাথ শীতল হইলে উহাতে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, পদ্মগুড়ূচীর পালো ৮ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

রসাভ্রগুগ্গুলু—পৈত্তিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় অতিশয় দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা. রুগ্নস্থানের পক্কতা, কণ্ডূতা ও ক্লেদনির্গম বা গলিতপ্রায় অবস্থা হইলে অথবা ঐ স্থানের অসাড়-ভাব, অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচ ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের ২।১টি বা সমস্ত লক্ষণ একসময়ে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে বা প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে। ইহা গলিত-কুষ্ঠাদিরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ।

রসাভ্রগুগ্গুলু। পদ্মগুলঞ্চ /২ সের, ময়লারহিত উৎকৃষ্ট গুগ্গুলু /১ সের, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই কাথে শোধিত পারদ ও গন্ধকের প্রত্যেকের ৪ তোলা দ্বারা কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী ৮ তোলা এবং অভ্র ৮ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র অবতারণ করিয়া উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, পদ্মগুলঞ্চের পালো, রাখালশশার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা।

ত্রিফলাগুগ্গুলু—বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তে রুগ্নস্থানে শূল, ভগ্নবৎ পীড়া, কৃষ্ণাভা, অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচভাব, অঙ্গবেদনা, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা ও পক্কতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ গুলঞ্চের

ক্কাথসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, আতইচ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, কল্‌সা, খদিরকাষ্ঠ, পিয়াশাল, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, সোঁদালের আঠা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও পল্‌তা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং সর্ব্ব-সমষ্টির আটগুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে, অনন্তর চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ঐ ক্কাথের অর্দ্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে প্রদান করিয়া ১ রাত্রি রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া শিলাজতু ও শোধিত গুগ্‌গুলু সমানাংশে লইয়া উক্ত ক্কাথের ছয় ভাগের একভাগ ক্কাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিবে। অনন্তর উহার সহিত শুক্ত /১ সের, স্বর্ণমাক্ষিক /৴ অর্দ্ধপোয়া, মধু /৴ অর্দ্ধপোয়া ও ঘৃত /৴ অর্দ্ধপোয়া মিশ্রিত করিবে; মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে অত্যন্ত দাহ, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং হস্তপদাদি স্ফুটিত-প্রায় অথচ কণ্ডু ও ক্লেদ নির্গত হইলে এই ঔষধ ধনে ও পল্‌তার জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লাঙ্গলাদ্যলৌহ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্ত-প্রধান বাতরক্তের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, শূল, ভঙ্গবৎ পীড়া, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, কম্প, কণ্ডুতা ও ক্লেদনির্গমন প্রভৃতি উপসর্গসমূহের অধিকাংশ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপ্রধান বাতরক্তরোগে সমধিক উপকারী। বাতরক্তে সর্ব্বশরীরে ক্ষত হইলে ইহা প্রযোজ্য। অনুপান—গুলঞ্চের ক্কাথ।

লাঙ্গলাদ্যলৌহ। ঈশ্‌লাঙ্গলার মূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কিস্‌মিস্‌ ও শোধিত গুগ্‌গুলু; এইসকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; সমস্ত একত্র করিয়া টাবালেবুর রস ও ত্রিফলার ক্কাথ দ্বারা যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

যোগসারামৃত—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা সান্নিপাতিক বাতরক্তের

নূতন ও মধ্যাবস্থায় রুগ্নস্থানে দাহ, ঘর্ম্ম, কণ্ডুতা, শোথ, স্পর্শাসহত্ব, ধমনী ও অঙ্গুলি-সমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, শূল, শীতে দ্বেষ, শরীরের গুরুতা, কম্প, স্পর্শশক্তির অভাব, রুগ্নস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, শোথ ও শরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণের যুগপৎ সমস্ত বা ২।৩টি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

যোগসারামৃত। শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বিস্তারকবীজ, ভূম্যামলকী, পুনর্নবা, গুলঞ্চের পালো, পিপ্পলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮০ তোলা এবং ঐসকল চূর্ণের অর্দ্ধাংশ ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে দৃঢ়পাত্রে ঔষধ রাখিয়া তাহাতে মধু /৮ সের ও গব্যঘৃত /৪ সের প্রদান করিয়া দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। পরে দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

বিশ্বেশ্বররস—শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে শরীরের গুরুতা, রুগ্নস্থানের ফুলা, কণ্ডুতা, অল্প বেদনা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, প্রবল-দাহ, ঘর্ম্ম, চিন্‌চিন্ বেদনা, রুগ্নস্থান হইতে ক্লেদনির্গমন ইত্যাদি লক্ষণের ২।৩টি বা সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—গুলঞ্চের ক্বাথ।

বিশ্বেশ্বররস। শোধিত পারদ ১০ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ১০ ভাগ একত্র কজ্জলী করিবে, পরে বিষ ৫ ভাগ, তুঁতেভস্ম ১০ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ এবং কণ্টিকারী, করবী, ধুতুরা, হাড়জোড়ালতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, শোধিত কুচিলা ও শোধিত ভেলা; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ ভাগ লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রত্তি বা ৩ রত্তি।

বাতরক্তান্তকরস—শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের নূতন ও মধ্যাবস্থায় শরীরে ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, রুগ্নস্থানে অপেক্ষাকৃত শীতলতা, অল্প বা অধিক বেদনা এবং বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে ফুলাস্থানে রুক্ষতা, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানসকলের সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, অতিশয় যন্ত্রণা, শীতে অনিচ্ছা ব_ ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ নিমপাতা, নিমপুষ্প ও নিমছালচূর্ণ সমভাগে মিলিত অর্দ্ধতোলা ও ঘৃতসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্তের যাবতীয় উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে। হস্ত ও পদাদি গলিতপ্রায় হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

বাতরক্তান্তকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত গুগ্গুলু, বিড়ঙ্গশাঁস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোমরাজী, পুনর্নবা, দেবদারু, রক্তচিতা, দারুহরিদ্রা ও শোধিত শ্বেত-অপরাজিতার মূল; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার মিলিতক্বাথ এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

তালভস্ম—রক্তপ্রধান বাতরক্তে হস্ত, পদ বা অঙ্গুলি গলিতপ্রায় হইলে অথবা ক্ষত, কণ্ডুতা, ক্লেদনির্গমন, অতিশয় দাহ, চিন্‌চিন্ বেদনা এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম্ম, কণ্ডুতা, অল্প বেদনা ও শরীরের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা গলিতকুষ্ঠ, বিস্ফোটক, চর্ম্মদল প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী। সান্নিপাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—নিমের পাতা, পুষ্প ও ছালচূর্ণ এবং গব্যঘৃত।

তালভস্ম। শোধিত বংশপত্র-হরিতাল ৬৪ তোলা ও বিষ ২ তোলা; এই উভয় দ্রব্যকে শ্বেত-আঁকড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া একটি পিণ্ডাকার করিবে, পরে একটি হাঁড়ীর নিয়ে পলাশের ক্ষার ১৬ তোলা রাখিয়া তাহার উপর ঐ গোলক স্থাপনপূর্ব্বক ২৪ তোলা আপাংক্ষার উহার উপর প্রদান করিবে, পরে স্থালীর মুখে শরা স্থাপনপূর্ব্বক সন্ধিস্থল উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া লেপন করিবে, অনন্তর পাত্র চুল্লীর উপর রাখিয়া অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে। এইরূপে ঐ হরিতাল ভস্মীভূত হইয়া কর্পূরের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। মাত্রা—২ রতি।

মহাতালেশ্বররস—রক্তপ্রধান বাতরক্তে কণ্ডুতা, হস্ত, পদ ও অঙ্গুলি হইতে ক্লেদনির্গম, অতিশয় দাহ ও চিন্‌চিন্ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম্ম ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ নিমপাতা, নিমছাল, নিমপুষ্প ও গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গলিত-কুষ্ঠ, বিস্ফোটক, চর্ম্মদল ও শূল প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

মহাতালেশ্বররস। পূর্ব্বোক্ত তালভস্মের নিয়মানুসারে ভস্মীকৃত হরিতাল এবং গন্ধক সমভাগে গ্রহণ করিয়া উভয়ের সমান অমৃতীকরণ-নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম

গ্রহণ করিবে এবং ঐ তিনটি দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

দ্বাদশায়স—শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক বাতরক্তে গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ডুতা, অল্প বেদনা, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ, দাহ, পিপাসা ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণের ২।৩টি বা সমুদয় লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অতি উপকারী। সান্নিপাতিক বাতরক্ত, গলিত-কুষ্ঠ, আমবাত ও জলোদর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ বা নিমের কাথ।

দ্বাদশায়স। স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুক্তিভস্ম, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, কুঙ্কুম, স্বর্ণ, সীসা, রক্তচিতা, হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, রশুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

গুড়ূচীঘৃত—বাতিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, হস্তপদাদির সঙ্কোচ, অঙ্গে বেদনা ও শরীরে কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং বাতপিত্তাশ্রিত বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

গুড়ূচীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—কুট্টিত পদ্মগুলঞ্চ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

অমৃতাদ্যঘৃত—পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় রোগীর দাহ, মোহ, পিপাসা, রুগ্নস্থানের রক্তাভা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, রুগ্নস্থানের কৃষ্ণাভা, রুক্ষতা ও বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের স্ফুরণভাব প্রভৃতি উপসর্গ দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইলে অথবা সান্নিপাতিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। বাতরক্তের সহিত অন্যান্য উপদ্রব অর্থাৎ প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত সেবন করান যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে ও আমবাতে

বায়ুর প্রবলতা থাকিলে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিরোগে এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—আমলকীর রস /৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ুচী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতমূলী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ডমূল, বিস্তারকবীজ, মুথা ও নীলশুন্দি; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় দাহ, ঘর্ম্ম, রুগ্নস্থানের রক্তাভা এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে রুগ্নস্থানে ভগ্নবৎ পীড়া, কৃষ্ণবর্ণাভা, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচ, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং সান্নিপাতিক বাতরক্তে কণ্ডুস্থান হইতে ক্লেদনির্গমন, রুগ্ন-স্থানে দাহ, ঘর্ম্ম, বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—নিমছাল, পদ্মগুড়ুচী, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টিকারী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, উৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ক্বাথের সহিত গুলিয়া লইবে এবং ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিবে। কল্কদ্রব্য—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাজিমাটী, শুঁঠ, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, চই, কুড়, লতাফট্‌কী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, রক্তচিতা, কট্‌কী, রক্তচন্দন, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও বনযমানী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মহাতিক্তকঘৃত—পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতনা-বস্থায় শরীরের কৃশতা, বায়ুর প্রকোপবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের সঙ্কোচ এবং প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে কৃশ ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। বিসর্প, অম্লপিত্ত, পাণ্ডুরোগ, বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত সেবন করিয়া অবস্থাবিশেষে বিলক্ষণ উপকার হয়।

মহাতিক্তকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচীতৈল—বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তরোগের পুরাতনাবস্থায় রুগ্নস্থানের রুক্ষতা, কৃষ্ণাভা, দাহ, ঘর্ম্ম, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা এবং কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। রাত্রিতে নিদ্রাহ্রাস হইলে এই তৈল রোগীর মাথায় যথারীতি মর্দ্দন করাইবে।

গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল—বাতিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় বায়ুর আধিক্যবশতঃ রুগ্নস্থানের কৃষ্ণাভা, দাহ, ঘর্ম্ম, ধমনী ও অঙ্গুলির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, কম্প, কোষ্ঠবদ্ধতা ও নিদ্রার অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্যবশতঃ দাহ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি প্রবল হইলে এই তৈলের মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রুদ্রতৈল—রক্তপ্রধান বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় হস্ত, পদ ও অঙ্গুলি গলিতপ্রায় ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানের সঙ্কোচ, রোগস্থানে বেদনা, কৃষ্ণাভা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল যথানিয়মে মর্দ্দন করিতে দিবে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

রুদ্রতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—পল্লগুড়ূচী /৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গোদুগ্ধ /৪ সের। বাসকপাতার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পুনর্নবা, কাঁচাহরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টিকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকছাল, আপাঙ্, পলতা, ধুতুরা, দাড়িমখোসা, জয়ন্তীমূল ও দন্তী; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। গন্ধদ্রব্য—কৃষ্ণাগুরু, শটী, কাকলা, রক্তচন্দন, গেঠেলা, নখী, খট্টাশী, নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কন্দুরুখোটি, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, শিলারস, রেণুকা, এলাইচ, সরলকাষ্ঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মহারুদ্রতৈল—পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় দাহ, ঘর্ম্ম প্রভৃতি এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, রোগস্থানে বেদনা, কৃষ্ণাভা,

অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ এবং অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে ও রক্ত-প্রধান বাতরক্তে হস্ত, পদ বা অঙ্গুলিস্থান স্ফুটিত হইয়া ক্লেদ নির্গত হইলে এই তৈল প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠরোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তের পুরাতনাবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

মহারুদ্রতৈল। কটুতৈল /৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। বাসক-পত্ররস /৪ সের। কাথদ্রব্য—পলগুড়ুচী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, দাড়িমের খোসা, বৃহতী, কণ্টকারী, মাটার মূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পল্তা, ধুতুরা, আপাঙ মূল, জয়ন্তী, দন্তী, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২৪ তোলা; পাকার্থ-জল /৪ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মহাপিণ্ডতৈল—বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তের ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, স্পর্শশক্তির অভাব, ভারবোধ, দাহ, ঘর্ম্ম ও কণ্ডূতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল অতি উপকারী। বাতরক্তের প্রবলাবস্থায় গ্রন্থিস্থানে বেদনা থাকিলে এই তৈলের প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থিবাত, আমবাত এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

মহাপিণ্ডতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—পলগুড়ুচী ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরাজী /১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৪৬ সের। গন্ধভাদুলে ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সিদ্ধিপাতা, বৃহতী, দন্তমূল, কাকলা, পুনর্নবা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, খট্টাশী, করঞ্জ, রাইসরিষা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পল্তা, শুকশিম্বীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বিষতিন্দুকতৈল—বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ ত্বকের ভিন্নবর্ণতা, স্পর্শশক্তির অভাব, ধমনীর

ও অঙ্গুলির সঙ্কোচ, হস্তপদাদি ও অঙ্গুলি হইতে ক্লেদনির্গম ও তৎসঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল অতি উপকারী। বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ শরীরের স্পর্শশক্তির একবার লোপ হইলে এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

বিষতিন্দুকতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—কুঁচিলাবীজ /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। সজিনা-মূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। পালিধামাদারের মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কৃষ্ণধুতুরা /২ সের; জল ১৬ সের, /৪ সের। বরুণছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রক্তচিতার পাতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস /৪ সের। সীজপত্রের রস /৪ সের। অশ্বগন্ধার কাথ /৪ সের। জয়ন্তীপত্রের রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—রশুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব, বিটলবণ, রক্তচিতা, হরিদ্রা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শারিবাদ্যতৈল—রক্তপ্রধান বাতরক্তে হস্তপদাদি গলিতপ্রায় এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও ঐসকল স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং পৈত্তিক বাতরক্তে প্রবল অঙ্গদাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা গলিতকুষ্ঠ ও চর্ম্মদল প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী।

শারিবাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ /৪ সের। কামরাঙ্গার রস /৪ সের। কাথদ্রব্য—অনন্তমূল, নিমছাল, কুমড়া, পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ, মাষাণী ও গুলঞ্চ; এইসকল দ্রব্য মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা কৃষ্ণজীরা, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চা, হুদ্‌লে, মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধূনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন; এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বাতরক্তে জ্বর-চিকিৎসা

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তে কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, হস্তপদাদির সঙ্কোচ এবং অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সহিত কাস ও শ্বাস থাকিলে ঐ ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঘনচন্দনাদিক্বাথ—পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ঘনচন্দনাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরক্তে গাত্রবেদনা-চিকিৎসা

বাতগজাঙ্কুশ—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনার আধিক্য থাকিলে এই ঔষধ প্রত্যহ নিসিন্দাপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাসপ্তক—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং গাত্রবেদনা সমধিক লক্ষিত হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাসপ্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরক্তে পথ্য

বাতরক্তরোগে নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ মৃদুপাকদ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুরুপাকদ্রব্য-সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, ছোলা, মুগ ও অড়হর প্রভৃতির যুষ, বেতোশাক, করলা, উচ্ছে, নটেশাক, বেতের ডগা, গন্ধভাদুলেশাক, পল্তা, পটোল ও পাকা-কুমড়া প্রভৃতির ব্যঞ্জন, কাশীর চিনি, ঘৃত, ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য এই রোগে হিতকর। জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য প্রদান করা আবশ্যক। বাতরক্তরোগে দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, অগ্নির উত্তাপ, স্ত্রীসহবাস, মাষকলাই, মটর, কুলথকলাই, জলজ-প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, ইক্ষু, মূলা, অম্লদ্রব্য, শাক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য অপথ্য।

ঊরুস্তম্ভরোগ-চিকিৎসা

ঊরুস্তম্ভরোগের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—উষ্ণ, শীতল, কঠিন, তরল, লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষদ্রব্যের সেবন, ভুক্তদ্রব্যের অনেকাংশ জীর্ণ ও কিয়দংশ অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, শরীর-চালনা, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ; এইসকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া দুষ্ট মেদ ও দুষ্ট শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হয় এবং আমরসসংযুক্ত অতিসঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া ঊরুকে আশ্রয় পূর্ব্বক স্তিমিত শ্লেষ্মা দ্বারা ঊরুর অস্থিসমূহ পূর্ণ করিয়া উহার স্তব্ধতা, গুরুতা, শীতলতা, চেতনালোপ ও ঐ স্থানে অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে, তখন রোগীর ঊরুদেশ উত্তোলন ও গমনাগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না; বিশেষতঃ ঊরুদেশ অন্যব্যক্তির বলিয়া মনে হয়।

ঊরুস্তম্ভরোগের লক্ষণ—এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, গাত্র-বেদনা, তন্দ্রা, বমন, অরুচি, জ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, স্পর্শজ্ঞান-শূন্যতা ও অতি-কষ্টে পদ-সঞ্চালন; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ঊরুস্তম্ভরোগের অরিষ্ট লক্ষণ—ঊরুস্তম্ভরোগে যদ্যপি রোগীর দাহ, গাত্রবেদনা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার জীবনের আশা থাকে না, কিন্তু যদি দাহ প্রভৃতি উপসর্গ না থাকে ও ঐ রোগ অল্পদিন-জাত হয়, তাহা হইলে তাহার রোগ সাধ্য।

ঊরুস্তম্ভরোগ-চিকিৎসা-বিধি

শীতলদ্রব্যাদি-ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দিবানিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রথমতঃ কুপিত হয়। অনন্তর অপক্করসাশ্রিত পিত্তকে দূষিত করিয়া ঊরুকে আশ্রয়পূর্ব্বক শ্লেষ্মা দ্বারা তাহার অস্থি পূর্ণ করে। এইজন্য ঊরুস্তম্ভরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঊরুস্তম্ভরোগের অন্য নাম আঢ্যবাত। এই রোগে ঊরুদেশে প্রবল বেদনা হইয়া থাকে; পরন্তু বেদনার সহিত ঐ স্থান উষ্ণ বোধ হয়। ঊরুদেশস্থিত দুষ্ট মেদ ও দুষ্ট শ্লেষ্মা আমরসসংযুক্ত সঞ্চিত পিত্ত দ্বারা দূষিত হয় এবং পিত্তের প্রকোপবশতঃ ঐ স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় শীতলদ্রব্য-সেবন ও শৈত্যক্রিয়া করিলে ঐ স্থানের বেদনা

বৃদ্ধি পায়; সময়-সময় অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারাও বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই রোগে উরুদেশস্থিত শিরাসমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ায় গমনাগমন-শক্তির হ্রাস হয়। পরন্তু বেদনা বৃদ্ধি পাইলে উরুদেশ ক্রমশঃ স্ফীত ও রক্তাভ হইতে থাকে; সুতরাং কিছুদিন পরে ঐ স্থানস্থিত রক্ত পিত্ত দ্বারা প্রকুপিত হইয়া একস্থানে আবদ্ধ হয় এবং ঐ স্থান কাহারও পাকিতে আরম্ভ হয়, কাহারও বা পূর্ব্ববৎ থাকে, অথচ তৎসঙ্গে জ্বরাদি বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও যথাবিধি আহারাদি দ্বারা ঐ রোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পারে; কিন্তু রস ও রক্ত ঐ স্থানে আবদ্ধ হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দূরীভূত করাও অতীব কষ্টকর হয়। তবে অবস্থাভেদে বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ করিলে ঐ স্থানের বেদনা হ্রাস পাইতে দেখা যায়; কিন্তু ঐ স্থান সমুন্নত ও প্রদাহযুক্ত হইলে ঔষধ দ্বারা উহাকে পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়, নচেৎ প্রলেপ ও স্বেদাদি দ্বারা ঐ বেদনা সাময়িক হ্রাস পাইলেও পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তখন রোগ আরও কষ্টকর হয়, ইহা দেখা গিয়াছে। ঐ অবস্থায় আশু উপকারের আশায় প্রলেপ ও স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে বেদনা ও ফুলা সাময়িক হ্রাস পায় বটে, কিন্তু কষ্ট সহ্য করিয়া প্রলেপ দ্বারা ঐ স্থান পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়। ইহা যদিও প্রাচীন চিকিৎসানুমোদিত নহে, তথাপি পাশ্চাত্য-চিকিৎসকদিগের অনেকেরই এই মত। উরুস্তম্ভরোগের প্রথমাবস্থায় উপবাস ও রুক্ষক্রিয়া করা কর্ত্তব্য; কিন্তু রুক্ষ-ক্রিয়া দ্বারা যাহাতে বায়ু প্রকুপিত না হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ শ্লেষ্মনাশক রুক্ষক্রিয়া করিবে, অনন্তর শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে। যেসমস্ত দ্রব্য শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই রোগে সুপথ্য। উরুস্তম্ভরোগে ভ্রমবশতঃ স্নেহ-প্রয়োগ বা ঐ স্থানের রক্ত-মোক্ষণ এবং বমন ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐসমস্ত ক্রিয়া দ্বারা রোগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ধুস্তূরমূল সৈন্ধবলবণসহ মর্দ্দন করিয়া ঐ স্থানে লাগাইলে বেদনা হ্রাস পাইতে থাকে; অথবা ডহরকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ সমভাগে লইয়া গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা সর্ষপ ও উইমাটি ধুতুরাপাতার রসে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া মধুসংযোগে প্রলেপ দিলেও অনেক উপকার হয়। অতিরিক্ত

রুক্ষক্রিয়াবশতঃ বায়ু প্রকুপিত ও তজ্জন্য রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে বাতনাশক স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং রোগীকে নদীর স্রোতের বিপরীত-দিকে অথবা নির্ম্মল ও শীতলজলযুক্ত সরোবরে পুনঃপুনঃ সন্তরণ করিতে দিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা কফ শুষ্ক হয় এবং উরুস্তম্ভ প্রশমিত হইয়া থাকে। যাহাতে শারীরিক বল ও অগ্নির ব্যাঘাত না হয়, এরূপভাবে রোগীকে স্বেদ-প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেসমস্ত ক্বাথ শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক অথচ বায়ুর অনুলোমক, তাহাও এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বাহ্য-ঔষধ-প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার হইলেও রোগ সমূলে নষ্ট হওয়ার জন্য আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রাস্নাদিক্বাথ বা অন্যান্য ক্বাথ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিবে। বাহ্য প্রলেপাদি অথবা আভ্যন্তরিক ক্বাথাদি ঔষধ প্রয়োগ করিলেও যদি ঐ বেদনার নিবৃত্তি না হয়, তবে গুঞ্জাভদ্ররস বা যোগরাজগুগ্গুলু প্রভৃতি বিরেচক শ্লেষ্মনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে অষ্টকট্‌রতৈল, কুষ্ঠাদ্যতৈল বা মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল প্রভৃতি মালিশ করিবার ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু ঐ স্থান পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে ব্রণশোথ-চিকিৎসার নিয়মানুসারে পাকিবার ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

উরুস্তম্ভরোগে ঔষধ

জয়ন্ত্যাদিলেপ—উরুস্তম্ভরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং রোগীর গমনাগমনে কষ্ট হইলে এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার উরুদেশে লাগাইবে।

জয়ন্ত্যাদিলেপ। জয়ন্তী, রাস্না, সজিনাছাল, বচ, কুড়্‌চি ও নিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিবে।

ধুস্তুরাদিলেপ—উরুস্তম্ভরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং রোগীর গমনাগমনে কষ্টবোধ হইলে এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার উরুদেশে লাগাইবে। ইহা অপক্করসনাশক।

ধুস্তুরাদিলেপ। কৃষ্ণধুতুরামূল, চেড়ৌফল, রশুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপাতা, সজিনাছাল ও রাইসরিষা; এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

রাস্নাদিক্বাথ—উরুস্তম্ভরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে

অত্যন্ত বেদনা, আলস্য ও শরীরে ভারবোধ প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা আমবাত ও তজ্জনিত বেদনানাশক এবং অগ্নি-প্রদীপক।

রাস্নাদিক্বাথ। রাস্না, শ্যামালতা, হরীতকী, মরিচ, মৌরী, বেলশুঁঠ, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, শ্বেততুলসী, আতইচ, বিস্তারকবীজ, বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁঠ, কট্‌কী, যমানী, ঝিণ্টি, চই, ভেরেণ্ডামূল, দারুহরিদ্রা ও পীতশাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহারাস্নাদিক্বাথ—উরুগ্রহরোগের মধ্যাবস্থায় উরুদেশে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে শুঁঠচূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে।

মহারাস্নাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদ্যবলেহ—উরুস্তম্ভরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরু-দেশে সমধিক বেদনা, শরীর ভার ও জ্বরবোধ, ক্ষুধামান্দ্য এবং অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে।

ত্রিফলাদ্যবলেহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, মুথা, চই ও কট্‌কী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—উরুস্তম্ভরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে ও গাত্রে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও বায়ুর আধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বেদনা ও আমরসের লাঘব হয়।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু—উরুস্তম্ভরোগের পুরাতনাবস্থায় বায়ুর আধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উরুদেশে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুঞ্জাভদ্ররস—উরুস্তম্ভরোগ অতি প্রবল হইলে ও রোগীর গমনা-গমনের শক্তি একেবারে লোপ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক ও জ্বরনাশক। অনুপান—হিং ও সৈন্ধবলবণ।

গুল্মাভ্ররস। পারদ ১।০ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, শ্বেতকুঁচের বীজের শাঁস ৩ তোলা এবং জয়ন্তীবীজ, নিমফল ও জয়পালবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ অর্দ্ধ-তোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক জয়ন্তী, গোড়ালেবু, ধুতুরা ও কাকমাচী; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৪ রতি।

কুষ্ঠাদ্যতৈল—উরুস্তম্ভরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও উরুদেশে বেদনা থাকিলে এই তৈল ২০।২৫ ফোঁটা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—কুড়, নবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগেশ্বর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থজল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল—উরুস্তম্ভরোগ পুরাতন হইলে এবং উরুদেশে বেদনা, গমনাগমনে ক্লেশ, বায়ুর প্রবলতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এই তৈল পান ও মর্দ্দন করিতে দিবে।

মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, বচ, বামনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণী, জাতিফল, দেবদারু, শটী, ধনে, পিপুল, কট্‌ফল, যমানী, আতইচ, ভেরেণ্ডার মূল, নীলীবৃক্ষ ও নীলপদ্ম; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, কাঁজি ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

উরুস্তম্ভরোগে জ্বর-চিকিৎসা

মৃত্যুঞ্জয়রস—উরুস্তম্ভরোগে জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা, শীত ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গুলেশ্বর—উরুস্তম্ভরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বরের প্রবলতা এবং তৎসঙ্গে গাত্রকম্পন ও অত্যন্ত শীত প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গুলেশ্বর। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উরুস্তম্ভরোগে গাত্রবেদনা-চিকিৎসা

রামবাণরস—উরুস্তম্ভরোগে জ্বর ও উরুদেশে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গের সহিত রোগীর গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত কেবল গাত্র-বেদনা থাকিলেও ইহা দ্বারা সমধিক উপকার হয়।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতগজাঙ্কুশ—উরুস্তম্ভরোগে জ্বর ও উরুদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সহিত গাত্রবেদনা প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উরুস্তম্ভরোগে পথ্য

উরুস্তম্ভরোগে জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রবল হইলে অন্নভোজন বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র সাগু বা যবমণ্ড (বার্লি) পথ্য প্রদান করিবে। জ্বর না থাকিলে মধ্যাহ্নে অন্নাহার ও রাত্রিতে গমের রুটি বা সুজির রুটি অবস্থাভেদে প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলাইয়ের যূষ, বুটের যূষ, সজিনা, করলা, পটোল, রসুন, শুষনীশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, নিমপাতা, বেতোশাক, কচি বেগুন প্রভৃতি দ্রব্য পথ্য ও গরমজল পান করা এই রোগে হিতকর। মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, অম্লদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য উরুস্তম্ভরোগীর একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শূলরোগ-চিকিৎসা

বাতিক শূলের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—ব্যায়াম, অশ্বাদি-যানে গমন, অত্যন্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিমাণে শীতলজল-পান, মটর, মুগ, অড়হর এবং কোদোধান্ত-ভক্ষণ, রুক্ষদ্রব্য-ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, আঘাত, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্টদ্রব্য-আহার, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন এবং ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধদ্রব্য একসময়ে ভোজন, শুষ্ক

মাংস ও শুষ্কশাক-ভোজন, মল, মূত্র, বায়ু এবং শুক্রের বেগধারণ, শোক, উপবাস, অতিরিক্ত হাস্য ও অতিরিক্তবাক্য-উচ্চারণ (অধিক কথা বলা); এইসমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া দুই পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিকস্থান এবং বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই বাতাশ্রিত শূলরোগ ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সন্ধ্যাকালে আকাশ মেঘাবৃত হইলে এবং বর্ষা ও শীতঋতুতে সহসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় অথবা মুহুর্মুহুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে মল ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। স্বেদক্রিয়া, তৈলাদিমর্দ্দন বা বেদনাস্থানে হস্তাদিমর্দ্দন এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য-ভোজন দ্বারা বাতজনিত বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শূলের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—ক্ষারদ্রব্য বা অতিতীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ ও অতিবিদাহিদ্রব্য-ভোজন, তৈলপান, শিম্বী, তিল, কুলত্থকলাই, কটু এবং অম্লরসবিশিষ্টদ্রব্য-সেবন, সৌবীর ও সুরাবহুলদ্রব্য-ভক্ষণ, ক্রোধ, অগ্নির উত্তাপ, পরিশ্রম ও রৌদ্রসেবন, অতিরিক্ত মৈথুন এবং বিরুদ্ধদ্রব্য-আহার ; এইসকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই শূলে রোগীর পিপাসা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও দাহবৎ পীড়া ; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন-সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাককালে ও শরৎঋতুতে পৈত্তিকশূলের প্রকোপ বর্দ্ধিত হয় এবং শীতঋতুতে, শৈত্য-ক্রিয়া দ্বারা, স্বাদু ও শীতলদ্রব্য-আহার দ্বারা পৈত্তিক-শূলের উপশম হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক শূলের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—জলবহুল-দেশজাত বা জলজ প্রাণীর মাংস, তক্রকূর্চ্চিকা, দধি ও তক্র প্রভৃতি দ্রব্য, মাংস, ইক্ষুরস, খিচুড়ী, পোলাও প্রভৃতি এবং তিলতণ্ডুল ও অন্যান্য শ্লেষ্মবর্দ্ধকদ্রব্য-সেবনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শ্লৈষ্মিক শূল উৎপাদন করে। এই শূলে বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, কোষ্ঠপ্রদেশের স্তব্ধতা ও মস্তকে ভার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রাতঃকালে, শীত ও শান্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিক শূল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

বাতপৈত্তিক শূলের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত বাতিক ও পৈত্তিক শূলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে শূল জন্মে তাহাকে বাতপৈত্তিক শূল কহে। ইহাতে জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বাতশ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ—বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক শূল কহে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ—কুক্ষিদেশে, হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল কহে।

সান্নিপাতিক শূলের লক্ষণ—পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণসমূহ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক শূল কহে। এই শূল অতি কষ্টদায়ক, বিষ ও বজ্রবৎ ভয়াবহ এবং অসাধ্য।

আমশূলের লক্ষণ—আমশূলে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, বমনবেগ, বমন, দেহে ভারবোধ, শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, উদরে বন্ধনবৎ কষ্ট অথবা মল ও মূত্রের অপ্রবৃত্তি, কফস্রাব এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লৈষ্মিক শূলের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পরিণামশূলের লক্ষণ—স্বীয় কারণে প্রকুপিত বায়ু কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে দূরীকরতঃ পরিণামশূল উৎপাদন করে। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক-সময়ে পরিণামশূলের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ—পরিণামশূলরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে উদরাধ্মান, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, মল ও মূত্রের বদ্ধতা, চিত্তের অস্থিরতা ও কম্প; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণক্রিয়া দ্বারা এই রোগের শান্তি হয়।

পৈত্তিক পরিণামশূলের লক্ষণ—কটু, অম্ল ও লবণরস-বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিলে পৈত্তিক পরিণামশূল উৎপন্ন হয়। এই শূলে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্তের অস্থিরতা ও ঘর্ম্ম; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শীতক্রিয়া দ্বারা ও শীতলদ্রব্য-সেবনে এই শূল প্রশমিত হয়।

শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ—পরিণামশূলে শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে বমনবেগ বা বমন ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়। এই শূলে বেদনা অল্প হয়, কিন্তু তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিলে এই শূল প্রশমিত হয়।

দ্বিদোষজ পরিণামশূলের লক্ষণ—বাতিক ও পৈত্তিক পরিণামশূলের লক্ষণ একসঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে বাতপৈত্তিক পরিণাম-

শূল কহে। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক পরিণামশূল কহে। পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক পরিণামশূল কহে।

সান্নিপাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন প্রকার পরিণামশূলের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক পরিণামশূল কহে। এই সান্নিপাতিক পরিণামশূলাক্রান্ত ব্যক্তির মাংস, বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে রোগ অসাধ্য হয়।

অন্নদ্রবশূলের লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক-সময়ে বা পরিপাক হইলে, যে শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য, অপথ্য, আহার, অনাহার বা কোনও প্রকার নিয়ম-প্রতিপালনে প্রশমিত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রবশূল কহে। এই শূলে বমন দ্বারা পিত্তের উদ্গীরণ হইলে বেদনার হ্রাস হয়।

শূলরোগ-চিকিৎসা-বিধি

কষ্টদায়ক স্ফোটনবৎ বেদনাবিশিষ্ট রোগকে শূলরোগ কহে। সাধারণতঃ চলিতভাষায় যাহাকে বেদনা বলা যায়, তাহাই শূলনামে অভিহিত। শরীরের যে-কোনও অঙ্গে তীব্রবেদনা প্রকাশ পাইলে তাহাকেই শূল বলা যায়। যথা—শিরঃশূল, গাত্রশূল, পৃষ্ঠশূল ও কটিশূল ইত্যাদি; কিন্তু শূলশব্দে সর্ব্বাঙ্গীণ-শূল প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা শূলরোগমধ্যে গণনীয় নহে, অন্যরোগের উপসর্গমাত্র। শিরঃশূলাদি শিরোরোগের উপসর্গমধ্যে গণ্য, হস্ত-পদাদি প্রভৃতি স্থানে সময়-সময় যে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা আমবাতাদি রোগের মধ্যে গণ্য। জানু, গ্রীবা ও হস্ত প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা হয়, তাহা বাতরোগমধ্যে গণ্য এবং রস ও রক্তের বিকৃতিবশতঃ শরীরের স্থানে-স্থানে স্ফোটকাদি উৎপন্ন হইলে যে বেদনা হয়, তাহা সেই সমস্ত রোগের উপসর্গমধ্যে গণ্য। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বাতাদি-দোষভেদে শূলরোগকে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং উহাদের উৎপত্তির স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বাতিকশূল হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিস্থানে; পৈত্তিকশূল নাভিস্থলে; শ্লৈষ্মিকশূল আমাশয়ে; বাতপৈত্তিকশূল নাভিস্থল ও হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক বা বস্তিদেশে; বাতশ্লৈষ্মিকশূল বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে; পিত্তশ্লৈষ্মিকশূল কুক্ষিস্থান ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে; সান্নিপাতিকশূল

ঐসমস্ত স্থানে এবং আমশূল আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত স্থানসমূহ দ্বারা কোন্ শূলে কোন্ দোষের প্রকোপ, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। শিরঃশূল, গ্রন্থিশূল প্রভৃতি বেদনা ভিন্ন-ভিন্ন রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঐসমস্ত রোগেই দোষের প্রকোপবশতঃ শূলের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমস্ত শূলরোগে বাতরোগের ন্যায় বায়ুর কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে হইবে। যদিও শূলরোগ ও বাতরোগের ভিন্ন-ভিন্ন চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি স্থান-ভেদে উভয়ের চিকিৎসায় অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অনেকস্থলে বেদনা বাতরোগজনিত কি শূলরোগজনিত, তাহা স্থির করা সুকঠিন; তথাপি উভয়ের ভেদ নিরূপণের কৌশল আছে। বাত ও শূল উভয় রোগেই হৃদয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়, তবে বাতরোগে বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়; পরন্তু ততদূর অসহ্য হয় না; কিন্তু শূলরোগে ঐ-সকল স্থানে অসহ্য স্ফোটনবৎ বেদনা প্রতীয়মান হয় এবং সময় সময় ঐ বেদনার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ বাতরোগের ও শূলরোগের বেদনার লক্ষণ দ্বারা সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়। শিরঃশূল সময় সময় এতদূর প্রবল হয় যে, তাহাতে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণার উপলব্ধি হয় এবং সময় সময় ঐ বেদনার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু উহা শিরোরোগমধ্যে গণ্য। এতদ্ভিন্ন প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও স্ত্রীলোকের বাধকরোগে বস্তিদেশে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। অজীর্ণ, আমাশয় ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগেও উদরে এবং নাভিদেশে প্রবল বেদনা হয়, ঐসমস্ত বেদনা ঐসকল রোগের উপসর্গ; মূলীভূত প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, অশ্মরী বা অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের প্রশমনের সহিত ঐ বেদনাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে; কিন্তু বাতিকশূল, পৈত্তিক-শূল ও শ্লৈষ্মিকশূল প্রভৃতি মূলরোগমধ্যে গণ্য; পরন্তু ঐসকল মূলরোগের আবার নানাবিধ উপসর্গও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতিকশূল—বাতিকশূলে হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, বাতশ্লৈষ্মিকশূলেও বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হয়; কিন্তু উভয় রোগের অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ভেদ নিরূপণ করিবে। হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বিবিধ রোগেই বেদনা প্রকাশ পায়। অম্লপিত্তরোগেও হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা উৎপন্ন হয়; হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। অম্লপিত্তজনিত শূলরোগের অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা মূলীভূত রোগ নিরূপণ

করিয়া অম্লপিত্তরোগনাশক ধাত্রীলৌহ, বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিলে ঐ শূল দূরীভূত হয় এবং হৃদ্রোগাধিকারোক্ত ভিন্ন-ভিন্ন ঔষধ প্রদান করিলে হৃচ্ছূল দূরীভূত হয়। বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ পার্শ্বদ্বয়ে ও পৃষ্ঠে সময়-সময় বেদনা উৎপন্ন হয় এবং উষ্ণ ও শ্লেষ্মনাশক স্বেদ ও ক্বাথ প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে ঐ বেদনা দূরীভূত হয়। পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশজাত শূল অনেকস্থলে ফুফ্‌ফুসে ও ফুস্‌ফুসের আবরকত্বকে সর্দ্দি সঞ্চিত হইলে বা যকৃতের পক্কতাবশতঃ উৎপন্ন হয়। ঐ অবস্থায় জ্বর, কাস বা সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐ শূলে ক্ষয় ও কাসচিকিৎসোক্ত বাসাবলেহ বা বৃহৎ বাসাবলেহ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুসের রোগ-বশতঃ ঐরূপ শূল হইলে হৃদয়ে বলবতী বেদনা হয়। বস্তিদেশের শূল, প্রমেহ, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ শূল চিন্তা-মণি বা চতুর্ম্মুখরস সেবন করিলে এবং বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিলে দূরীভূত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ যে-কোনও স্থানে শূল প্রকাশ পাইলে অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনুলোমক হিঙ্গ্বাষ্টগুড়িকা, স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ ও বিবিধ ক্বাথ সেবন করিতে দিবে এবং শূলহরণযোগ ও চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে মৃদুরেচক হরীতকীখণ্ড বা সুকুমারমোদক প্রদান করিবে। ফলতঃ যাহাতে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় ও অগ্নিবল বৃদ্ধি পায়, এরূপ লঘুপাকপথ্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, চিন্তামণিরস বা খণ্ডামলকী প্রভৃতি ঔষধ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপানুসারে সেবন করিতে দিবে। রোগের পুরাতনাবস্থায় বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। প্রমেহ বা বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ বিদ্যমান থাকিলে ঐ সঙ্গে তাহার জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

পৈত্তিকশূল—পৈত্তিকশূল নাভিদেশে প্রকাশ পায়। বিবিধ কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিদেশে পৈত্তিকশূল উৎপাদন করে। ক্রিমিদোষে কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে নাভিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। অজীর্ণতাদোষে আম বদ্ধ হইলে নাভিদেশে বা অনেক সময় নাভিমূলে বেদনা প্রকাশ পায়। ক্রিমিদোষে বেদনা প্রবল হইলে তজ্জন্য কোষ্ঠশুদ্ধিকারক হরীতকীখণ্ড এবং

বিড়ঙ্গলৌহ সেবন করান কর্ত্তব্য। আম বদ্ধ হইয়া নাভিমূলে বেদনা জন্মিলে ভাস্করলবণ, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ, শূলহরণযোগ প্রভৃতি ঔষধ অনুপানবিশেষে সেবন করিলে উপকার হয়; কিন্তু পৈত্তিকশূল প্রবল হইলে ও তাহার সহিত পিপাসা এবং দাহ বিদ্যমান থাকিলে রোগের প্রথমাবস্থায় মধুসহ ত্রিফলাদি-কাথ বা গুড়, মধু ও চিনিসহযোগে শতবর্য্যাদিকাথ পান করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্যাবস্থায় ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাভ্র বা নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগের পুরাতনাবস্থায় নারিকেলামৃত, বিদ্যাধরাভ্র, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ অতি উপকারী। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দাহ থাকিলে গুড়ুচ্যাদিলৌহ সেবন ও গাত্রে গুড়ুচ্যাদিতৈল মালিশ করিবার ব্যবস্থা করিলে অসাধারণ উপকার হয়। আমদোষের প্রবলতা ও বমন বিদ্যমান থাকিলে ধাত্রীলৌহ, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) বা সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। এই অবস্থায় রোগীর কটু, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্লৈষ্মিকশূল—শ্লৈষ্মিকশূল আমাশয়ে উত্থিত হইয়া থাকে। এই রোগে পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা, বমনাবগ, কাস, দেহের অবসাদ ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। আহার করিবামাত্র এই বেদনা বলবতী হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিকশূলে আমাশয়স্থ আমের পাচনার্থ লঙ্ঘন এবং অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। রোগের প্রথমাবস্থায় পঞ্চকোলচূর্ণের সহিত সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, শূলবজ্রিণীবটিকা বা শূলহরণযোগ প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; এইসমস্ত ঔষধের সেবনে অগ্নি সবল হইলে ঐ বেদনা মন্দীভূত হয়। এই আমাশয়োত্থ বেদনার সহিত পিত্তশ্লৈষ্মিক বেদনার সাদৃশ্য আছে, যেহেতু পিত্তশ্লৈষ্মিক বেদনাও নাভি এবং হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী আমাশয়ে উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলে পিত্তজনিত বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিকশূলের প্রথমাবস্থায় অগ্ন্যুদ্দীপনার্থ মহাশঙ্খবটী, ভাস্কর-লবণ বা স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইসকল ঔষধ

প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না ; পরন্তু অনেকস্থলে কেবলমাত্র ঐসকল ঔষধ সেবন করিলেই ঐ শূল নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এই রোগে মস্তকে ভার ও দেহে গ্লানিবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়শঃ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করিতে দিবে এবং রাত্রিতে লঘু-আহারের ব্যবস্থা করিবে।

আমশূল—আমশূলরোগে শ্লৈষ্মিকশূলের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ উদরে সময়-সময় গুড়্গুড়্ শব্দ, বমনবেগ ও গাত্রে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত শ্লৈষ্মিকশূলের ন্যায় অগ্ন্যুদ্দীপক চতুঃসমচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা শূলহরণযোগ প্রদান করিবে। রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে শূলহরণযোগ, ভাস্করলবণ বা শূলবজ্রিণীবটিকা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অন্নশূলে রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। আমের পরিপাকার্থ রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপাক পথ্যের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমশূলে বা শ্লৈষ্মিকশূলে বিরেচক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, কেবলমাত্র বাতানুলোমক, অগ্ন্যুদ্দীপক ও কোষ্ঠশোধক ঔষধসকল সেবন করিতে দিবে। শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ এই রোগে অতি উপকারী।

বাতশ্লৈষ্মিকশূল—বাতশ্লৈষ্মিক ও পূর্ব্বোক্ত বাতিকশূল প্রায়শঃ একই স্থানে প্রকাশ পায়। হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বস্তিস্থানে উক্ত উভয় প্রকার শূলই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; কিন্তু গাত্রে ভারবোধ, অবসন্নতা ও কাস প্রভৃতি শ্লৈষ্মিকশূলের বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বিশেষতঃ এই শূল আমাশয় হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ পৃষ্ঠে, পার্শ্বে ও হৃদয়ে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় রোগ নিরূপণ করা ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করা কঠিন নহে। বাতশ্লৈষ্মিকশূলে হৃদয়, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পায় এবং রোগী হাঁটিতে-বসিতে কষ্টবোধ করে। এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও অগ্ন্যুদ্দীপক বাতনাশক যোগরাজগুগ্গুলু বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে অনেক-স্থলেই সমধিক উপকার পাওয়া যায় ; বাতিকশূলেও উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধও এই অবস্থায়

উপকারী; কিন্তু উহা দ্বারা স্থায়ী উপকার লাভ করা অসম্ভব। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রস এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু তৎসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বাতনাশক ঔষধ প্রয়োগ করাও আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে পূর্ব্বোক্ত বাতনাশক ঔষধ সেবন করা ও বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে মালিশ করা একান্ত আবশ্যক। এই রোগীর বেদনাস্থলে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদপ্রদান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া উহা দ্বারা তাহাকে স্নান করান কর্ত্তব্য। গাত্রে শীতল বাতাস যাহাতে লাগিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। কেবল বস্তিদেশে শূল প্রবল হইলে উহা বায়ুর আধিক্য-জনিত বুঝিতে হইবে; সুতরাং তজ্জন্য ত্রিফলালৌহ বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ এবং বস্তিস্থানে বিষ্ণুতৈল বা সৈন্ধবাদ্যতৈল মালিশ করা যাইতে পারে।

পিত্তশ্লৈষ্মিকশূল—পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূল কুক্ষিদেশ, হৃদয় এবং নাভির মধ্যস্থলে প্রকাশ পায়। এই বেদনা নাভি হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু হৃদয়ে উত্থিত হয় না। বিশেষতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পায়, ততক্ষণই রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে ও বেদনার নিবৃত্তি হইলে আবার সুস্থ হয়। এই বেদনায় অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায় এবং তিক্তরস সেবন করিলে আশু উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ক্ষণিকমাত্র, স্থায়ী হয় না। এই রোগে বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, শূলবজ্রিণীবটিকা বা বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় নৃপতিবল্লভ, শূলান্তকরস বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার হয়। জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা বা বমন থাকিলে পটোলাদিক্বাথ প্রয়োগ করিবে। রোগের মধ্যাবস্থায় জ্বর, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও ঐ ক্বাথ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে হরীতকীখণ্ড প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণদুগ্ধসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু রোগ পুরাতন ও রোগী কৃশ হইলে তখন কেবলমাত্র ঐসকল ঔষধের উপর বিশ্বাস করা উচিত নহে, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধও অবস্থাভেদে এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগের পুরাতনাবস্থায় শতাবরীমণ্ডূর বা বৃহৎ শতাবরীমণ্ডূর অতি উপকারী। রোগীর বমন ও দাহ থাকিলে ধাত্রীলৌহ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) প্রয়োগ করিবে। উহা সেবন করিলে বেদনা, বমন ও দাহ শীঘ্রই

দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় গাত্রে গুড়ূচীতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচীতৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। এই রোগে রোগীকে রাত্রিতে অতি লঘুপাকপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বাতপৈত্তিকশূল—বাতপিত্তাশ্রিত শূল নাভি ও বস্তিদেশে প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং নাভি হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সময়-সময় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হয়, এবং প্রস্রাব লাল বা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগী বেদনার যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে। রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োগ করা আবশ্যক। বায়ু ও পিত্তের শান্তির জন্য চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ত্রিফলালৌহ, সপ্তামৃতলৌহ বা শূলান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী। এইসমস্ত ঔষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে প্রায়শঃ অন্য কোন ঔষধের আবশ্যতা হয় না, কিন্তু রোগের মধ্যাবস্থায় ঐসমস্ত ঔষধ অপেক্ষা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাভ্র বা নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ ও তৎসঙ্গে চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার হয়। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে নারিকেলামৃত, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডূর বা বিদ্যাধরাভ্র ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি কিংবা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও শূলগজেন্দ্রতৈল, বিষ্ণুতৈল বা মহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন এবং রোগীর বয়স অধিক হইলে এই শূল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়; সুতরাং তখন পুষ্টিকর ও বলকর পথ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সান্নিপাতিকশূল—ত্রিদোষজনিত শূলরোগে পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকশূলরোগে যেসমস্ত স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, সান্নিপাতিক রোগেও সেইসমস্ত স্থানে অর্থাৎ বস্তি, নাভি, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশে বেদনা প্রকাশ পায়, সুতরাং সান্নিপাতিকশূল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এই রোগের প্রথমাবস্থায় যে দোষের প্রবলতা দেখিবে, সেই দোষনাশক ঔষধ প্রদান করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। বায়ু বা

বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি বিরেচক ও আগ্নেয় ঔষধ ; বায়ু বা বাতপিত্তের প্রবলতা থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ এবং পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা অবস্থাভেদে অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস বা মহাবাতচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে শূলগজেন্দ্রতৈল, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ত্রিদোষজশূলে রোগীর পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। এই অবস্থায় লঘুপাক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক পথ্যই হিতকর। শারীরিক পরিশ্রম, মৈথুন, রৌদ্রসেবা একেবারে পরিত্যাজ্য। সান্নিপাতিক শূলে দোষত্রয়ের তুল্য প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ, মহাশঙ্খবটী, বিদ্যাধরাভ্র, ধাত্রীলৌহ ও চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহামাষতৈল অবস্থাভেদে মালিশ করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পরিণামশূলে—পরিণামশূল পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শূল অপেক্ষা কষ্টদায়ক। এই শূল আবার বাতাদিভেদে পৃথক্, দ্বন্দ্ব ও মিলিত-দোষভেদে সপ্তবিধ। বাতিক পরিণামশূলে যদিও উদরাধ্মান, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ ও মলমূত্রের বিবদ্ধতা প্রভৃতি বাতজ-লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপও উহার সহিত মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্নিবল-বর্দ্ধক স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা মহাশঙ্খবটী এবং নারিকেলক্ষার বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে শম্বুকাদিগুড়িকা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে কেবল ঐসকল ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, শঙ্খরসগুড়িকা, গুড়মণ্ডূর, তারামণ্ডূর বা বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পরিণামশূলে পিত্তের প্রকোপ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় সপ্তামৃতলৌহ, পথ্যাদিচূর্ণ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাভ্র বা তারামণ্ডূর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পরিণামশূলের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা প্রবল হইলে রোগীকে শঙ্খরসগুড়িকা ও কৃষ্ণাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ও রোগ পুরাতন হইলে বিদ্যাধরাভ্র ও বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা শঙ্খাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দুই দোষের প্রকোপ থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ঔষধের মধ্যে বিবেচনাপূর্ব্বক ২।৩টি ঔষধ অথবা চতুঃসমমণ্ডূর, রসমণ্ডূর বা তারামণ্ডূর প্রভৃতি অবস্থাভেদে বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে।

অন্নদ্রবশূল—অন্নদ্রবশূল ভুক্তান্নের পরিপাককালে বা ভুক্তান্নের পরিপাকান্তে অথবা অপরিপক্বাবস্থায় উৎপন্ন হয়। ঐ শূলের নির্দ্দিষ্ট কোন সময় নাই, যে পর্য্যন্ত ভুক্তান্নের বমন না হয়, তাবৎ রোগী সুস্থ হয় না। অন্নদ্রবশূল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, সুতরাং উৎপন্ন হইবামাত্র অতি যত্নের সহিত অম্লপিত্তশূলের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া শঙ্খরসগুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, লৌহগুড়িকা বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে খণ্ডামলকী, গুড়মণ্ডূর, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) বা বিদ্যাধরাভ্র অতি উপকারী। রোগী কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নারিকেলামৃত বা বৃহৎ নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধও এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক। পরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূলরোগে ভোজনের পর ও পরিপাকান্তে রোগী বেদনায় অস্থির হইয়া উঠে, এই অবস্থায় ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ধাত্রীলৌহ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) সেবন করাইবে।

শূলরোগে ঔষধ

ত্রিফলাদ্যক্বাথ—পৈত্তিক শূলের প্রথমাবস্থায় নাভিমূলে বেদনা প্রবল হইলে এবং গাত্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ভ্রম ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে ।০ আনা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদ্যক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট্কী ও সোন্দালফলের শাঁস; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শতাবর্য্যাদিক্বাথ—পৈত্তিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ,

প্রস্রাবে হরিদ্রা বা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে এবং নাভিমূলে অসহ্য বেদনা থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে গুড়, মধু ও ইক্ষুচিনিসহ সেবন করিতে দিবে।

শতাবর্য্যাদিকাথ। শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, কুশমূল ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। কাথ শীতল হইলে সেব্য।

পটোলাদিক্বাথ—পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর জ্বর, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে এই ক্বাথ মধু ।০ আনা-সহ সেবন করিতে দিবে।

পটোলাদিকাথ। পল্‌তা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও নিমছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিশ্বাদিক্বাথ—বাতিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে রোগীকে এই ক্বাথ হিং ⁄০ আনা ও কুড়চূর্ণ ✓০ আনা-সহ সেবন করিতে দিবে।

বিশ্বাদিকাথ। শুঁঠ, ভেরেণ্ডার মূল ও যবক্ষার; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দারুষট্‌কলেপ—অন্নদ্রবশূল, পরিণামশূল বা অন্য কোন শূলরোগে বায়ুর আধিক্যবশতঃ উদরে বেদনা ও গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রয়োগ করিবে।

দারুষট্‌কলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিল্বাদ্যপ্রলেপ—অন্নদ্রবশূল ও পরিণামশূল প্রভৃতি রোগে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, বেদনা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই প্রলেপ উদরে প্রয়োগ করিবে।

বিল্বাদ্যপ্রলেপ। বিল্বমূল, ভেরেণ্ডার মূল, রক্তচিতা, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধবলবণ; এইসমস্ত সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

যমানিকাদিচূর্ণ—বাতিক শূলরোগে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয়, কটি ও পার্শ্বস্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাদিচূর্ণ। যমানী, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং বাতাধিক পরিণামশূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ ও বেদনা এবং কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুঃসমচূর্ণ—আমশূল ও শ্লৈষ্মিক শূলরোগে অগ্নিমান্দ্য, বমনবেগ ও দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসমচূর্ণ। যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা।০ আনা।

শঙ্খাদিচূর্ণ—সান্নিপাতিক শূলরোগে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, মস্তকে ভারবোধ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গের আধিক্য লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শোধিত শঙ্খভস্ম ॥০ অর্দ্ধতোলা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ।০ আনা, শোধিত হিং ৮ রতি; এইসকল একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

পথ্যাদিচূর্ণ—পরিণামশূলে পিত্তের বা শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে এবং তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম, বমি বা বমনবেগ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, শুঁঠ ও লৌহচূর্ণ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

কৃষ্ণাদ্যচূর্ণ—পরিণামশূলে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বমনভাব, গাত্রগুরুতা এবং অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে এই চূর্ণ রোগীকে গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে।

কৃষ্ণাদ্যচূর্ণ। পিপ্পলী, হরীতকী ও লৌহ; ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ—অন্নদ্রবশূলে ও পরিণামশূলে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, মলমূত্রের বিবদ্ধতা ও চিত্তের অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ। করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সচললবণ, সাম্ভার-লবণ, বিটলবণ, দন্তীমূল, লৌহ, মণ্ডূর, তেউড়ীমূল এবং ওল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

শম্বূকাদিগুড়িকা—পরিণামশূলের প্রবলাবস্থায় রোগী বেদনায় অভিভূত হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহার সেবনে আশু বেদনার হ্রাস হয়।

শম্বুকাদিগুড়িকা। শম্বুকভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সামুদ্রলবণ ও করকচলবণ ; এইসকল সমভাগে লইয়া কলমীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৷৷০ অর্দ্ধতোলা-প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

শঙ্খরসগুড়িকা—অন্নদ্রবশূল, বাতিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূল, কুক্ষিশূল এবং পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত অন্যান্য শূলরোগে ইহা উৎকৃষ্ট।

শঙ্খরসগুড়িকা। তেঁতুলের খোসাভস্ম ৪০ তোলা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ ও করকচলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম ১৬ তোলা এবং জামীরলেবুর রস /৮ সের ; এইসকল একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করতঃ হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও বিষ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। বটী—২ রতি।

লৌহগুড়িকা—পরিণামশূলে বাতপিত্তের প্রকোপবশতঃ তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা এবং মলমূত্রের বিবদ্ধতা, কম্প ও বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং অন্নদ্রবশূলের যাবতীয় উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

লৌহগুড়িকা। লৌহ ১ ভাগ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ৮ ভাগ ও গোমূত্র ৩২ ভাগ ; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া গুড়পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

হিঙ্গ্বাদ্যগুড়িকা—বাতিক শূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বাদ্যগুড়িকা। হিং, অম্লবেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিটলবণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া টাবালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

অগস্ত্যচূর্ণ—পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক ও অন্নদ্রবশূলে রোগীর দাহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কম্প, শরীরের গ্লানি ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রাতে সেব্য।

অগস্ত্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতকীখণ্ড—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং অন্যান্য শূলে পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহ, বমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক এবং পিত্তনিঃসারক। প্রাতে সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হরীতকীখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাস্করলবণ—শ্লৈষ্মিকশূলে ও পরিণামশূলে রোগীর শ্লেষ্মা প্রবল ও অগ্নিমান্দ্য এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ প্রত্যহ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্গুলু—বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক শূলের নূতন ও পুরাতনাবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

যোগরাজগুগ্গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসোনপিণ্ড—বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক শূলের নূতনাবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এবং রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্ম-প্রধান হইলে এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত-প্রধান ব্যক্তিকে ইহা কখনও সেবন করিতে দিবে না।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৫৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—বাতিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং পরিণাম-শূলে ও অন্নদ্রবশূলে বায়ু অথবা বাতপিত্ত প্রবল হইলে কিংবা রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাধ্মান, কম্প, প্রস্রাবের কষ্ট ও জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ

পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ তাহাকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিক শূলে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কম্প, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান ও প্রস্রাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি—বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিক শূল-রোগে রোগীর শরীর অতি কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে এবং বায়ুর প্রকোপবশতঃ কম্প, আধ্মান, মূর্চ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পরিণামশূলেও বায়ু এবং পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশঙ্খবটী—শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও বাতিক পরিণামশূলে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, হজম-শক্তির অভাব ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে উষ্ণজলসহ আহারের পূর্ব্বে বা পরে ইহার একটি বটিকা প্রয়োগ করিবে।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও পৈত্তিক পরিণামশূলে রোগীর দাহ, বমন এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ পরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূলে বমন প্রবল হইলে ইহার একটি বটিকা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ঘৃত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)—বাতপৈত্তিক ও পৈত্তিক পরিণাম-শূল-রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হইলে ইহার একটি বটিকা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অন্নদ্রবশূলরোগে

বমন প্রবল হইলে ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অম্লপিত্তরোগেও বমন প্রবল হইলে ইহা প্রযোজ্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাধরাভ্র—পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং শ্লৈষ্মিক পরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূলরোগে নাভিমূল, আমাশয় ও বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং বমন, দাহ, কম্প ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনিসহ সেবন করিতে দিবে।

বিদ্যাধরাভ্র। প্রস্তুতবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলালৌহ—পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক শূলরোগে নাভিমূল বা বস্তিস্থানে বেদনা এবং কম্প, দাহ, মূর্চ্ছা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে গব্যদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলালৌহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের সকলের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

সপ্তামৃতলৌহ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পরিণামশূলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ নাভিমূলে বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে বমন, দাহ, মূর্চ্ছা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

সপ্তামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলান্তকরস—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং অন্নদ্রব-শূলে পিত্তের আধিক্যবশতঃ বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি এবং নাভিদেশ, বক্ষের নিম্ন বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে শূল প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ধনে ও পল্তাভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে।

শূলান্তকরস। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, তেউড়ীমূল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা, গন্ধক ॥০ অর্দ্ধ-তোলা (কজ্জলী ১ তোলা) এবং লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা লইয়া হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

শূলহরণযোগ—শ্লৈষ্মিকশূলে ও আমশূলে আমাশয়ে বেদনা, শরীরে ভারবোধ, বমনবেগ ও বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা যকৃৎশূলাদিতে প্রয়োগ করা যায়।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নৃপতিবল্লভ—শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও আমশূলে রোগীর আমাশয়ে বেদনা হইলে এবং বমন-বেগ, গাত্র-গুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

নৃপতিবল্লভ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ—শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল এবং শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে রোগীর আমাশয়, নাভি ও হৃদয়ের মধ্যস্থলে বা কুক্ষিদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, গাত্র-গুরুতা ও বমনবেগ থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলবজ্রিণীবটিকা—শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং আমশূল ও পরিণামশূলে পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং আমাশয়, নাভি ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে বা কুক্ষিদেশে শূল প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, গাত্র-গুরুতা, শরীরের স্তব্ধতা বা বমনবেগ প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শূলবজ্রিণীবটিকা। পারদ, গন্ধক ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, সোহাগার খৈ, হিং, রৌপ্য, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শটীর-পালো, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, তালীশপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক শূলে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৌবর্চ্চললবণ, হিং, করঞ্জবীজচূর্ণ ও উষ্ণজল।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, বঙ্গ ও লৌহ; এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শুণ্ঠীর কাথ, জয়ন্তীপাতার রস, সিদ্ধির

রস বা কাথ, বামনহাটীর কাথ ও ধুতুরাপাতার রস ; এইসকল দ্রব্যে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৬ রতি।

খণ্ডামলকী—বাতিক, পৈত্তিক, অন্নদ্রবশূল ও পরিণামশূলরোগে বাতপিত্তের প্রকোপবশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং নাভি, উদর বা পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও রক্তপিত্তরোগের বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা দুগ্ধ।

খণ্ডামলকী। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাঁসচূর্ণ ৪০০ তোলা দুইসের গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে আমলকীর রস বা কাথ /৩ সের, কুষ্মাণ্ডরস /৪ সের ; এই সমস্ত একত্র করিয়া উহাতে ৪০০ তোলা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই রসে ভাজা-কুষ্মাণ্ডচূর্ণ দিয়া রীতিমত পাক করিবে এবং হাতা দ্বারা আলোড়ন করিয়া গাঢ় হইলেই নামাইবে। পাকান্তে শীতল হইলে মধু /১ সের এবং পিপুল, জীরা ও শুঁঠ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, মরিচচূর্ণ ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুথা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

গুড়মণ্ডূর—পরিণামশূলে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে এবং অন্নদ্রবশূলে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, বমন, দাহ বা আহারান্তে, পরিপাককালে বা পরিপাকান্তে উদরে অসহ্য বেদনা হইলে এই ঔষধ ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ঘৃত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তশূলরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবন করিলে দীর্ঘকালের পরিণাম ও অন্নদ্রবশূল বিনষ্ট হয়।

গুড়মণ্ডূর। পুরাতনগুড়, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ ; প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং শোধিতমণ্ডূর ২৪ তোলা একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

তাম্রমণ্ডূর গুড়—পরিণামশূলরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গের সহিত উদরে, নাভি-মূলে ও আমাশয়াদি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। যেসকল রোগীর বমন প্রবল ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগের এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

তারামণ্ডূর গুড়। মণ্ডূর ১২ তোলা, গোমূত্র ১৪৪ তোলা ও পুরাতন গুড় ১২ তোলা, একত্র করিয়া মাটির হাঁড়ীতে যথানিয়মে পাক করিবে; অনন্তর বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে প্রদান করিবে ও পিণ্ডের ন্যায় গাঢ় হইলে উহা স্নিগ্ধভাবে রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ।৷০ অর্দ্ধতোলা।

শতাবরীমণ্ডূর—বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিক শূলরোগে বমন, দাহ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং নাভিমূলে বা বস্তিদেশে প্রবল বেদনা হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পরিণামশূলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকসময়ে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

শতাবরীমণ্ডূর। শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৬৪ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, দধি ৬৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬৪ তোলা ও গব্যঘৃত ৩২ তোলা; এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ।৷০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ শতাবরীমণ্ডূর—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে নাভিমূলে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে ও পার্শ্বে প্রবল বেদনা হইলে এবং দাহ, বমন, মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তশূলরোগে নাভিমূলে প্রবল বেদনা হইলে ও অন্নদ্রবশূলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ বাতপিত্তাধিক কৃশব্যক্তির পক্ষে অতি ফলদায়ক। অনুপান—দুগ্ধ।

বৃহৎ শতাবরীমণ্ডূর। মণ্ডূর উষ্ণ করিয়া ত্রিফলাকাথে ভিজাইবে; এইরূপে শোধিত মণ্ডূর ৬৪ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬৪ তোলা, আমলকীর রস ৬৪ তোলা ও গব্যঘৃত ৩২ তোলা, একত্র পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে জীরা, ধনে, মুথা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।৷০ অর্দ্ধতোলা প্রদানপূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—।০ আনা।

রসমণ্ডূর—অন্নদ্রবশূলরোগে শ্লেষ্মা ও পিত্ত এবং পরিণামশূলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে অথচ উদরে বা আমাশয়ে পরিপাককালে বা পরিপাকান্তে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে

দিবে। পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলেও ইহা অতি উপকারী। পিত্তজনিত বিবিধ রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ও উত্তম ফল হয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

রসমণ্ডূর। হরীতকীচূর্ণ ৩২ তোলা, বিশুদ্ধ মণ্ডূরচূর্ণ ১৬ তোলা, শোধিত গন্ধকচূর্ণ ১৬ তোলা, পারদ ৪ তোলা (গন্ধক ও পারদের কজ্জলী); এইসমস্ত একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজরস /৪ সের ও কেশুর্ত্যার রস /৪ সের উহাতে প্রদানপূর্ব্বক লৌহ-পাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, অনন্তর ঘৃত ও মধুসহযোগে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা।

চতুঃসমমণ্ডূর—পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে রোগীর উদরে বেদনা, বমি ও বমনবেগ প্রভৃতি লক্ষণ এবং অন্নদ্রবশূলরোগে অন্নের পরিপাকান্তে বা পরিপাকসময়ে উদরে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে শীতলজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসমমণ্ডূর। শোধিত মণ্ডূর ৮ তোলা, গব্যঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৮ তোলা ; এইসমুদয় একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক একদিন রৌদ্রে ও একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। মাত্রা—।০ আনা।

নারিকেলখণ্ড—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এবং রোগীর কৃশতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধিও হয়।

নারিকেলখণ্ড। সুপক্ক নারিকেলশাঁস শিলায় পেষণপূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহার রস গালিয়া ফেলিবে। অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে ৬৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ৮ তোলা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে চারিসের নারিকেলজলে ৩২ তোলা ইক্ষুচিনি গুলিয়া পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে নামাইয়া উহাতে ধনে, পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৷০ অর্দ্ধতোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং অম্লশূলে বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূর্চ্ছা ও শরীরের অত্যন্ত গ্লানি প্রকাশ

পাইলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা পুষ্টিজনক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড। শিলায় পেষিত এবং বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়িত সুপক্ক শুষ্ক নারিকেল-শস্য ৬৪ তোলা ও গব্যঘৃত ৪০ তোলা লইয়া একটি তাম্র বা মাটীর পাত্রে অগ্নিতে ভাজিয়া লইবে। অনন্তর নারিকেল-জল ১৬ সের ও ইক্ষুচিনি /২ সের মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত ঘৃত-ভর্জ্জিত নারিকেলশস্য এবং শুণ্ঠীচূর্ণ ৩২ তোলা ও গব্যদুগ্ধ /২ সের অগ্নিতে পাক করিবে, পাক শেষ হইলে উহাতে বংশলোচন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

নারিকেলামৃত—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পৈত্তিকপরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূল প্রভৃতি রোগে বমন, দাহ, মূর্চ্ছা, উদরে প্রবল বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

নারিকেলামৃত। শিলাপিষ্ট ও বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেলশস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনন্তর তাহার /৪ সের ও গব্যঘৃত /৪ সের একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে ভাজিয়া উহাতে নারিকেলজল ৩২ সের, গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস /৪ সের, ইক্ষুচিনি /২॥ সের ও শুঁঠচূর্ণ /২ সের মিশ্রিত করিয়া একত্র পাক করিবে, পাকশেষে শীতল হইলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঠেলা, বংশলোচন ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—৷৷৹ অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা।

নারিকেলক্ষার—বাতিক পরিণামশূলে উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, অসহ্য বেদনা, উদরাধ্মান ও মলমূত্রের বিবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে পিপুলচূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে।

নারিকেলক্ষার। জলসংযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মুখে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সৈন্ধবলবণ পূর্ণকরতঃ মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে, অনন্তর শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ তাহার মধ্যস্থ শাঁস গ্রহণ করিবে। মাত্রা—৷৹ আনা বা ৷৷৹ অর্দ্ধতোলা।

শূলগজেন্দ্রতৈল—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে রোগীর নিদ্রার অভাব ও উদরে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে এই তৈল তাহার উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

শূলগজেন্দ্রতৈল। তিলতৈল /৮ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—এরণ্ডমূল, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৸ সের। যবধান্য /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, জীরা, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল—বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক শূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এই তৈল তত্তৎস্থানে এবং রোগ পুরাতন হইলে সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগ পুরাতন হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে এই তৈল রোগীর নাভি, উদর ও বস্তিস্থানে মালিশ করিতে দিবে।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহামাষতৈল—বাতিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই তৈল তত্তৎস্থানে মালিশ করিতে দিবে।

মহামাষতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলরোগে দাহ-চিকিৎসা

গুড়ূচ্যাদিলৌহ—পৈত্তিক শূলরোগে হস্তপদাদিতে দাহ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তজনিত অন্যান্য রোগেও দাহ প্রবল হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—গুড়ূচীর রস।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচীতৈল—পৈত্তিক শূলরোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে

নিদ্রার অভাব ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল রোগীর গাত্রে ও মাথায় মালিশ করিতে দিবে।

গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলরোগে জ্বর-চিকিৎসা

দ্রাক্ষাদিক্বাথ—শূলরোগে অল্পজ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, মূর্চ্ছা, বমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদিক্বাথ। দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, কট্কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফল্‌সা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পল্‌তা, চিরতা ও ধনে; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ—শূলরোগে অল্পজ্বর, দাহ, বমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জীবনানন্দাভ্র—শূলরোগে জ্বর ও তৎসঙ্গে বমন, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য বা সময়-সময় পাতলা দাস্ত প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

জীবনানন্দাভ্র। অভ্র ৪ তোলা, জীরা ৩ তোলা ও ধুতুরাবীজ ২ তোলা; এই-সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া বাসক, কণ্টিকারী, আমলকী, মুথা ও গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

চিন্তামণিরস—শূলরোগে জ্বর ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চিন্তামণিরস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দন্তীবীজ; এইসকল সমানাংশে লইয়া ঘলঘসিয়ার রসে মর্দ্দন করিবে ও ঐ রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

শূলরোগে পথ্য

শূলরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন বা যবমণ্ড (বার্লি) অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পটোল, বেতোশাক, সজিনার খাড়া, করলা,

বেগুন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, হিঞ্চাশাক ও পল্‌তা প্রভৃতি দ্রব্য এবং গরম দুগ্ধ, কিস্‌মিস্‌, কয়েতবেল, উষ্ণজল ও লঘুপাকদ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম, গুরুপাকদ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য ও রুক্ষক্রিয়া এবং স্ত্রী-সহবাস সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা

বায়ুনিরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—অধোবায়ুরোধজনিত উদাবর্ত্তে বায়ু, মল ও মূত্রের অপ্রবৃত্তি, শরীরের দুর্ব্বলতা, বেদনা ও উদরে নানাপ্রকার বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হয়।

মলরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—মলরোধ অর্থাৎ মলের বেগধারণবশতঃ উদাবর্ত্তরোগে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, নানাপ্রকার বেদনা ও মল-নির্গমন; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—মূত্রের বেগধারণজনিত উদাবর্ত্তরোগে মূত্রাশয় ও লিঙ্গনালে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মাথায় বেদনা, শরীরের স্তব্ধভাব ও কুঁচ্‌কিতে বন্ধনবৎ যাতনা অনুভূত হয়।

জৃম্ভা অর্থাৎ হাইরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—জৃম্ভার বেগধারণবশতঃ উদাবর্ত্তরোগ জন্মিলে ঘাড়ে বেদনা, গলনলীরোধ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও নাসারোগ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—হর্ষ বা শোকবশতঃ সঞ্জাত চক্ষুর জল রুদ্ধ হইলে মাথাবেদনা, নেত্ররোগ ও সর্দ্দি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

হাঁচির বেগরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—হাঁচির বেগ রুদ্ধ হইলে মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে বা সমস্ত মস্তকে বেদনা ও অর্দ্দিতরোগ (বাতরোগ-বিশেষ) হয় এবং ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

উদগাররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—উদগাররোধজনিত উদাবর্ত্তে বায়ু দ্বারা মুখ ও কণ্ঠদেশ পূর্ণ হয় এবং অস্পষ্টবাক্য-নির্গমন, নিশ্বাসরোধ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও হিক্কা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বমনরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—বমনরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগে গাত্রে চুলকণা, কোঠ বা মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি, অরুচি, ব্যঙ্গরোগ, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠরোগ, বিসর্প ও বমনবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—শুক্রবেগধারণ-জনিত উদাবর্ত্তরোগ উৎপন্ন হইলে মূত্রাশয়, মলদ্বার ও অণ্ডকোষে বেদনা, শোথ, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রস্রাব এবং শুক্রজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—ক্ষুধারোধবশতঃ উদাবর্ত্ত প্রকাশ পাইলে তন্দ্রা, গাত্রবেদনা, অরুচি, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং দর্শনশক্তির হ্রাস; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তৃষ্ণারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—তৃষ্ণারোধ-জনিত উদাবর্ত্তরোগে কণ্ঠ ও মুখ-শোষ, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ও হৃদয়ে বেদনা প্রকাশ পায়।

শ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—পরিশ্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগ হইলে হৃদ্রোগ, মোহ ও গুল্ম উৎপন্ন হয়।

নিদ্রারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ—নিদ্রারোধবশতঃ উদাবর্ত্তরোগ প্রকাশ পাইলে হাই, গাত্রবেদনা, চক্ষু ও মস্তকে বেদনা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতিক উদাবর্ত্তের লক্ষণ—রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত-দ্রব্য-ভোজনে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক মল, মূত্র, রক্ত, কফ ও মেদোবহা স্রোতসমূহ রুদ্ধ করিয়া মলশোষ, হৃদয় ও মূত্রাশয়ে বেদনা, ক্লান্তি ও বমনেচ্ছা উপস্থিত করে, সুতরাং অতিকষ্টে রোগীর অধোবায়ু ও মলত্যাগ হয় এবং শ্বাস, কাস, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ, দাহ, পিপাসা, মোহ, জ্বর, বমন, হিক্কা শিরোরোগ, চিত্তের চঞ্চলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও অন্যান্য বিবিধ বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আনাহের কারণপূর্ব্বক সাধারণ লক্ষণ—আহারজনিত অপক্করস বা পুরীষ যথানিয়মে নির্গত না হইয়া ক্রমশঃ সঞ্চিত ও কুপিত বায়ু দ্বারা বিবদ্ধ হইলে তাহাকে আনাহরোগ কহে।

আমজ আনাহ—এই রোগে পিপাসা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে বেদনা ও ভারবোধ, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদ্গারের অপ্রবৃত্তি; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মলসঞ্চয়জনিত আনাহ—এই রোগে কটি ও পৃষ্ঠের বেদনা, মল ও মূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষ-বমন, শোথ এবং পূর্ব্বোক্ত অলসক-রোগের আধ্মান ও বাতনিরোধাদি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ-চিকিৎসা-বিধি

মলমূত্রাদির বেগধারণবশতঃ প্রকুপিত বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধোগত কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে বায়ু ঊর্দ্ধগমনোন্মুখ হইয়া উদরে আবর্ত্তের ন্যায় রোগ জন্মায়, তাহাকে উদাবর্ত্ত রোগ কহে। উদাবর্ত্ত ও আনাহ—এই উভয় রোগই বায়ুর বিকার মাত্র, সুতরাং বাতব্যাধিরোগমধ্যে পরিগণিত। কারণ উদাবর্ত্তরোগে বাতব্যাধিরোগোক্ত গুহ্যগত ও কোষ্ঠগত বাতের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ আনাহরোগে অলসকরোগোক্ত এবং অলসকে বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উদাবর্ত্ত ও আনাহ বাতজ এবং বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত হইলেও বায়ুপ্রশমক যেসমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি বাতব্যাধিরোগে উল্লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেইসমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি দ্বারা উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয় না, যেহেতু জৃম্ভারোগ, হাঁচিবেগ ও অশ্রুবেগ প্রভৃতির নিরোধবশতঃ উদাবর্ত্তরোগ উৎপন্ন হইলে হেতুর বিপরীত ঔষধেরই প্রয়োজন হয়; এইজন্যই উহা স্বতন্ত্র অধিকারে বিন্যস্ত হইয়াছে; পরন্তু উদাবর্ত্তের সহিত আনাহরোগের চিকিৎসার কোন বিভিন্নতা না থাকায় আনাহরোগও উদাবর্ত্ত-অধিকারভুক্ত হইয়াছে। অশ্মরী ও মূত্রাঘাতাদি রোগ সম্পূর্ণ বাতজ হইলেও যেরূপ আশ্রয় ও দোষভেদে পৃথক্ ঔষধ ব্যতীত আরোগ্য হয় না, তদ্রূপ উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগ বাতব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহাদের চিকিৎসাকালে পৃথক ঔষধের প্রয়োজন হয়।

অধোগত বায়ু, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু (চক্ষুর জল), হাঁচি, উদ্গার, বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রমজনিত শ্বাস এবং নিদ্রা প্রভৃতির বেগরোধ-বশতঃ ভিন্ন-ভিন্ন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদাবর্ত্ত উৎপাদন করে। স্বভাবতঃ এইসমস্ত কারণের নিবৃত্তি কিংবা স্বেদপ্রয়োগ, বস্তিক্রিয়া ও

বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদিত হইলে ঐ রোগ দূরীভূত হয়; কিন্তু কেবলমাত্র বাতব্যাধি-চিকিৎসায় প্রযোজ্য বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হয় না; তবে সমস্ত উদাবর্ত্তরোগেই বিপথগামী বায়ুকে স্বপথে আনিবার জন্য যথাবিধি চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হয়।

অধোবায়ুর নিরোধবশতঃ উদাবর্ত্ত হইলে স্নেহপান, বস্তিক্রিয়া ও বর্ত্তিপ্রয়োগ হিতকর। মলরোধজনিত উদাবর্ত্তে মলের তরলতা-সম্পাদনার্থ বিরেচক ঔষধ ও অন্নপানীয়, বর্ত্তিপ্রয়োগ, গাত্রে স্নেহমর্দ্দন, স্বেদপ্রদান এবং বস্তিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তে মূত্রকারক বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জৃম্ভা অর্থাৎ হাইনিরোধজনিত উদাবর্ত্তে স্বেদ ও স্নেহ প্রয়োগ করা আবশ্যক। অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তে চক্ষু হইতে জল নিঃসারণ করিবার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ বায়ুনাশক বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা উদাবর্ত্তরোগের চিকিৎসা করিবে। বাতব্যাধিরোগে সাধারণতঃ বায়ুনাশক যেসকল ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইসমস্ত ঔষধও উদাবর্ত্তরোগে হিতকর।

অধোবায়ুনিরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে বাতব্যাধি-চিকিৎসায় উষ্ণ বারিস্বেদ প্রয়োগ করিবে বা উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে রোগীকে উপবেশন করাইবে। অনন্তর ফলবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে প্রদান করিবে। ইহাতে বায়ু অনুলোম হইয়া দাস্ত না হইলে বাতব্যাধি-চিকিৎসোক্ত নিরূহবাস্ত অর্থাৎ বিরেচক-ঔষধপূর্ণ পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা দাস্ত হইলে বায়ুর শান্তি হয়।

মলবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—মলবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তরোগে মলের তরলতা-সম্পাদনার্থ ইচ্ছাভেদারস, বৈদ্যনাথবটী বা নারাচরস প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক; মধ্যে মধ্যে ফলবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি প্রভৃতিও গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে এক-ঘণ্টাকাল উপবেশন করাইবে, অনন্তর গুহ্যদেশে বর্ত্তিপ্রয়োগ করিবে। বর্ত্তিপ্রয়োগে দাস্ত না হইলে নিরূহবস্তি (পিচ্‌কারী) প্রয়োগ করিবে। বিরেচক-ঔষধ-প্রদানকালে রোগীর শারীরিক বল বিবেচনা করিয়া তীক্ষ্ণবীর্য্য বা মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। এই রোগে উষ্ণস্বেদ-প্রদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। এই রোগে উষ্ণস্বেদ-প্রদান ব্যতিরেকে

কেবলমাত্র বিরেচক-ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা প্রায়শঃ দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—মূত্রের বেগধারণবশতঃ মূত্র বস্তিদেশে সঞ্চিত হইলে বায়ু প্রকুপিত হয় ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ এই উদাবর্ত্তরোগ জন্মে। ইহাতে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে বেদনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা জন্মে। বায়ু প্রতিলোম হওয়ায় মাথায় বেদনা ও কুঁচকীতে বন্ধনবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এই রোগে প্রথমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈশ্বানরচূর্ণ ও নারাচচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি বা ফলবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে; কিন্তু ইহাতেও দাস্ত পরিষ্কার না হইলে নিরূহবস্তি অর্থাৎ পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। অনন্তর দাস্ত পরিষ্কার হইলে রোগীকে শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ বা বরুণাদ্যক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

জৃম্ভাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে স্বেদপ্রয়োগ ও স্নেহদ্রব্যাদি পান ও মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। পূর্ব্বে দাস্ত পরিষ্কার ও বায়ুর অনুলোমার্থ যে ক্রিয়া বলা হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ ফলবর্ত্তি ও নিরূহবস্তি প্রভৃতি এই রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অশ্রুবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগ প্রকাশ পাইলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করিবে, উহাতে চক্ষুর জল নির্গত হইলে রোগীর সুখে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর নিকটে শোক-সান্ত্বনা-সূচক প্রিয়কথা বলিবে।

হাঁচিনিরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগ প্রকাশ পাইলে ভূতরাজ বা বড় বিছুটি পত্রের নস্য দ্বারা হাঁচি জন্মাইবে অথবা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্যের নস্য এবং সূর্য্যাভিমুখে দর্শন দ্বারা হাঁচির প্রবর্ত্তন করিবে, অর্থাৎ যেসকল দ্রব্যের ঘ্রাণে হাঁচি জন্মে, তাহা প্রয়োগ করিবে এবং ঊর্দ্ধজত্রুদেশে স্নেহদ্রব্য অর্থাৎ দশমূলতৈলাদি মর্দ্দন এবং স্বেদপ্রয়োগ করিবে। পরন্তু ধূমপান, নস্যগ্রহণ এবং ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

উদ্গারবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে স্নেহপদার্থের ধূম রোগীকে গ্রহণ করিতে দিবে।

বমনবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে বমন-

কারক দ্রব্য দ্বারা রোগীকে বমন করাইবে এবং লঙ্ঘন দিবে ও বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা অন্যান্য ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করাইলে আরও ভাল হয়।

শুক্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—ইহাতে প্রিয়তমা রমণীর সহিত রমণের ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; অধিকন্তু তৃণপঞ্চমূলাদি দ্রব্যের কল্ক দ্বারা প্রস্তুত ক্ষীর-পান এবং দুগ্ধের পিচকারীর ব্যবস্থা করা যায়।

ক্ষুধাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু এবং রুচিকারক অথচ অল্পভোজন ও সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণ হিতকর।

পিপাসাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া, কর্পূরবাসিত সুশীতল জল অল্প-অল্প পান ও শীতল যবাগু-ভক্ষণ উপকারী।

শ্রমবশতঃ শ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগ প্রকাশ পাইলে রোগীকে বিশ্রাম এবং মাংসরসসংযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

নিদ্রাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে ইক্ষুচিনি-সংযুক্ত দুগ্ধপান, গাত্রমর্দ্দন, সুকোমল শয্যায় শয়ন, নিদ্রা ও প্রিয়বাক্য রোগীর পক্ষে হিতকর।

রুক্ষাদিদ্রব্যসেবনজনিত উদাবর্ত্ত—এই রোগে ঘৃতলিপ্ত অঙ্গুষ্ঠাবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে এবং বায়ুর কোপ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

আনাহ—উদাবর্ত্তরোগে যেসমস্ত যোগ ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল, আনাহরোগেও সেইসকল যোগ অর্থাৎ ফলবর্ত্তি, নিরূহবস্তি ও উষ্ণজলের স্বেদ প্রভৃতি এবং ত্রিবৃতাদি গুড়িকা ও বচাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করিবার ব্যবস্থা করা যায়। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। জ্বর, বমন, হিক্কা, শিরোরোগ ও সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমতঃ কোষ্ঠশোধক ঔষধ প্রদান করিবে, পরে জ্বরের জন্য অবস্থাভেদে চতুর্দ্দশাঙ্গকাথ, দ্রাক্ষাদিকাথ এবং দাহ ও বমন প্রভৃতির জন্য দাহমঞ্জরী ও অন্যান্য যোগ সেবন

করিতে দিবে, কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ সেবন না করাইলে বমন ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব অন্য কোন ঔষধেই নষ্ট হয় না ; অতএব যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়, এইরূপ ঔষধ সর্ব্বাগ্রে প্রদান করা আবশ্যক।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতাবশতঃ কটি, পৃষ্ঠ, হৃদয় ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা বিরেচক ঔষধ দ্বারা দূরীভূত হয়। ভেদক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধই এই উভয় রোগে একমাত্র উপকারী।

আনাহরোগ—আনাহরোগে উদরে বায়ু স্তম্ভিত হয় এবং বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধোগামিনী ক্রিয়া একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বমন বা বিরেচনার্থ যতই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিছুতেই উপকার পাওয়া যায় না। রোগের প্রথমাবস্থায় উদরে দারুষট্কপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রদান করিবে ও উষ্ণজলের স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে এবং মধ্যে-মধ্যে ফলবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। এইসকল ক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে সহজেই রোগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বায়ু ক্রমশঃ স্তম্ভিত হইলে উদরস্থ স্তম্ভিত বায়ুর হ্রাস করা কষ্টকর হইয়া উঠে, এমতাবস্থায় রোগীকে উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে বসাইলে প্রভূত উপকার হয়। একটি বৃহৎ পাত্রে উষ্ণজল রাখিয়া তন্মধ্যে রোগীকে এমতভাবে বসাইবে, যেন রোগীর উদর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয়। এইভাবে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত জলমধ্যে উপবেশন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর রোগীকে স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বা দীর্ঘকাল হইতে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস ১টি বটী জলসহ সেবন করাইবে। যদি রোগীর স্তম্ভিত বায়ুর প্রভাব হ্রাস পায়, অর্থাৎ উদরের স্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় উদর নরমবোধ হয়, তাহা হইলে ফলবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিবে। উহাতে দাস্ত না হইলে বাতব্যাধি-চিকিৎসায় প্রযোজ্য নিরূহবস্তি (পিচ্‌কারী) প্রয়োগ করিবে। এই পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে কুপিত মল নির্গত হইয়া বায়ুর প্রকোপ হ্রাস পাইয়া থাকে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত বায়ু একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ রোগীকে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে ও উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে উপবেশন করাইবে। অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে একদিনে বায়ুর স্তম্ভিতভাব একেবারে দূরীভূত না হইতেও পারে, এমতাবস্থায় রোগের স্থায়িকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ এইরূপ চিকিৎসা করিবে। রোগীর ক্ষুধার

উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন বা লঘু আহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। **অনন্তর** উদরস্থ বায়ুর হ্রাস ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে রোগীকে সাগু সেবন করিতে দিবে এবং রোগ পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইতে না পারে, তজ্জন্য স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ, বৈশ্বানরচূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমকর ঔষধ ও দাস্ত পরিষ্কারের জন্য নারাচচূর্ণ বা নারাচরস অবস্থাভেদে রোগীকে প্রয়োগ করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধসাগু আহার করিতে দিবে। এইরূপভাবে চিকিৎসা দ্বারা রোগ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত অর্থাৎ উদরাধ্মান নিবৃত্ত ও প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে তৎসঙ্গে যথারীতি ক্ষুধারও উদ্রেক হইতে থাকে। তখন রোগ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে ঔষধ

ফলবর্ত্তি—উদাবর্ত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ও তজ্জন্য কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং হৃচ্ছূল, বস্তিশূল প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি—উদাবর্ত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্য কটিশূল, বস্তিশূল, হৃদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে—এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি—উদাবর্ত্তরোগে বস্তিশূল, কটিশূল, হৃদয়বেদনা ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিবৃতাদিগুড়িকা—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং ত্রিক ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহার সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হইলে ঐসমস্ত উপদ্রব দূরীভূত হয়।

ত্রিবৃতাদিগুড়িকা। তেউড়ীমূল দুইভাগ, পিপুল চারিভাগ, হরীতকী পাঁচভাগ

ও পুরাতন গুড় এগার ভাগ; এইসমস্ত একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

বচাদ্যচূর্ণ—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্য উদ্গার, বমন, অগ্নিমান্দ্য ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

বচাদ্যচূর্ণ। বচ, হরীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড়; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নারাচচূর্ণ—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্য পার্শ্বশূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে।

নারাচচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়াষ্টক—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানে তজ্জনিত বেদনা ও বমন এবং জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে জলসহ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা, গুল্ম এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

গুড়াষ্টক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও রক্তচিতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমান পুরাতন গুড় একত্র মর্দ্দন করিবে। বটী—৬ রতি।

বৈশ্বানরচূর্ণ—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

বৈশ্বানরচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথবটী—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তজ্জন্য কটি, পৃষ্ঠাদিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

বৈদ্যনাথবটী। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রসসিন্দূর, ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও শোধিত জয়পাল ২ ভাগ ; এইসমস্ত একত্র করিয়া থুলকুড়ী ও আমরুলরসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

নারাচরস—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তজ্জনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

নারাচরস। রস, গন্ধক ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, সোহাগার খৈ, পিপুল ও শুঁঠ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্ব্বসমান নিস্তুষ দন্তীবীজ ; এইসমুদয় সীজের ক্ষীরে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া একটি নারিকেলের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা—দুই রতি।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস—মলরোধজনিত উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস। রস, গন্ধক, মরিচ ও সোহাগার খৈ ; এইসমুদয় সমভাগ, তেউড়ীমূল ও আতইচচূর্ণ ; ইহাদের প্রত্যেকে গন্ধকের দ্বিগুণ ও শোধিত জয়পালবীজ নয়গুণ ; এইসকল চূর্ণ একত্র করিয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বটী—১ রতি।

শুষ্কমূলাদ্যঘৃত—উদাবর্ত্তরোগ পুরাতন হইলে এবং বায়ুর প্রকোপবশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানাদিতে বেদনা থাকিলে এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শুষ্কমূলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—শুষ্ক মূলা, আদা, পুনর্নবা, বেলছাল, শোণছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ার-ছাল ও সোন্দালফল ; এইসকল দ্রব্য সমভাবে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

উদাবর্ত্তরোগে জ্বর-চিকিৎসা

চতুর্দ্দশাঙ্গক্বাথ—উদাবর্ত্তরোগে অল্প জ্বর ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কটি, পৃষ্ঠাদিস্থানে বেদনা থাকিলে এই ক্বাথে তেউড়ীমূলচূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রাক্ষাদিক্কাথ—উদাবর্ত্তরোগে বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা থাকিলে অথবা বৈকালে অল্পজ্বর প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশমূলক্কাথ—উদাবর্ত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, মাথায় ভার ও অল্পজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ক্কাথ সোন্দালের শাস ॥০ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদাবর্ত্তরোগে বেদনা-চিকিৎসা

রাস্নাসপ্তক—উদাবর্ত্তরোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ এবং ত্রিকস্থান প্রভৃতিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথে এরণ্ডতৈল ॥০ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাসপ্তক। প্রস্তুতবিধি ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতারিবটিকা—উদাবর্ত্তরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

আমবাতারিবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের মধ্য বা পুরাতনাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, হৃদয়, ত্রিক ও শিরোদেশে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের পুরাতনাবস্থায় রোগীর বায়ুপিত্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও শিরোদেশে অল্প বেদনা এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিলে এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণদুগ্ধসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে পথ্য

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন, তৎপরে সাগু বা খৈর মণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। অনন্তর রোগ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, কচি মূলা, পটোল, কচিবেগুন, ওল, সজিনাশাক, মুগের যূষ ও মসূরযূষ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। যে সকল দ্রব্য লঘুপাক ও কোষ্ঠশোধক, তাহাই এই রোগে হিতকর। গুরুপাক দ্রব্য, দধি ও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য এবং যেসকল দ্রব্য দীর্ঘকালে পরিপাকপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্ষীর, দধি, পোলাও, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি এই রোগে একবারে সেবন করা নিষিদ্ধ। যে ঋতুতে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সেইসময় হইতে বৎসরাধিককাল পর্য্যন্ত সাবধানে রোগীকে আহার-বিহার করিতে দিবে। বিশেষতঃ যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্য নিয়মপূর্ব্বক আহার করিবার ব্যবস্থা করিবে। শারীরিক পরিশ্রম ও স্ত্রীসংবাস প্রভৃতি যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করা উচিত।

গুল্মরোগ-চিকিৎসা

গুল্মরোগের সাধারণ লক্ষণ—অরুচি, অতিকষ্টে মল ও মূত্রত্যাগ, বায়ুর প্রকোপ, উদরে নানারূপ শব্দ, শ্বাস, হিক্কা ও উদরে বায়ুপূর্ণতা। গুল্মরোগে সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতিকগুল্মের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—অসময়ে ভোজন, অধিক বা অল্পমাত্রায় ভোজন, রুক্ষদ্রব্য-ভোজন ও পান, বিরুদ্ধ কর্ম্ম, মল মূত্রাদির বেগধারণ, শোক, অভিঘাত, অতিশয় বিরেচন ও উপবাস; এই সকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে বাতিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। বাতিকগুল্ম কদাচিৎ নাভিতে, কদাচিৎ পার্শ্বদ্বয়ে এবং কদাচিৎ বস্তিদেশে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, গোলাকার বা দীর্ঘাকারে প্রকাশ পায়, সময়-সময় উহাতে বেদনা থাকে না; পরন্তু দাস্ত ও অধোগামী বায়ুর রোধ, গলা ও মুখশোষ, কৃষ্ণ ও অরুণ-বর্ণতা এবং কফজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। রুক্ষ, কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য

সেবন করিলে এবং ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে এই রোগ বৃদ্ধি পায় ও ভোজন করিলে বেগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিকগুল্মের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী ও রুক্ষদ্রব্য-সেবন, ক্রোধ, অতিরিক্ত মদ্যপান, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ-সেবন এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত দুষ্টরস দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে পৈত্তিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। এই গুল্মে জ্বর, পিপাসা, মুখ ও সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হয় এবং আহার্য্যদ্রব্যের পরিপাককালে বেদনাবৃদ্ধি, ঘর্ম্ম ও জ্বালা হয়, পরন্তু গুল্ম-স্থান স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা-বোধ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকগুল্মের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—শীতল, গুরুপাক ও স্নিগ্ধদ্রব্য-সেবন, পরিশ্রম না করা, ইচ্ছানুযায়ী ভোজন ও দিবানিদ্রা ; এইসকল কারণে শ্লৈষ্মিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। ইহাতে শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎবোধ, দুর্ব্বলতা, বমনেচ্ছা, কাস, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, অল্পবেদনা, শীতবোধ এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতভাব লক্ষিত হয়।

দ্বিদোষজগুল্মের লক্ষণ—বায়ু ও পিত্তজনিত গুল্মে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতপৈত্তিকগুল্মে সেইসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। বাতিক ও শ্লৈষ্মিকগুল্মে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতশ্লৈষ্মিকগুল্মেও সেইসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকগুল্মে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, পিত্তশ্লৈষ্মিকগুল্মে সেইসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকগুল্মের লক্ষণ—ত্রিদোষজনিত গুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ বিদ্যমান থাকে এবং ঐ গুল্ম প্রস্তরবৎ কঠিন ও উন্নত হয় এবং শীঘ্র পাকিয়া উঠে ; পরন্তু মনের ব্যাকুলতা জন্মে এবং অগ্নি ও বলের হ্রাস হয়। এই গুল্ম অসাধ্য।

রক্তগুল্মের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—প্রসবান্তে, গর্ভস্রাবান্তে বা ঋতুকালে অহিতজনক আহার-বিহারাদি করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্তকে (আর্ত্তবকে) আশ্রয়পূর্ব্বক গর্ভাশয়ে গোলাকার রক্তগুল্ম উৎপাদন করে। স্ত্রীগণের রজোদর্শনকাল হইতে রজঃক্ষয়কাল পর্য্যন্ত ইহা জন্মিয়া থাকে।

রক্তগুল্মের বিশেষ লক্ষণ—রক্তগুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও

দাহ প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিকগুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত ব্যাধি-প্রভাবে গর্ভের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ ঋতুবন্ধ, মুখের পীতাভা, স্তনাগ্রভাগের কৃষ্ণাভা ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু গর্ভে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ হইলে তাহা বেদনা-শূন্য-অবস্থায় নিরন্তর যে প্রকার স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্মে তদ্রূপ হয় না; রক্তগুল্মে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিহীন ঐ পিণ্ড কেবল বেদনার সহিত দীর্ঘকাল পরে পরে স্পন্দিত হয় মাত্র। গর্ভ ও রক্তগুল্মের এই প্রভেদ। দশমাস অতীত হইলে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কারণ রক্তগুল্ম পুরাতন হইলে সুখসাধ্য হয়। অনেকে বলেন যে, দশমাস প্রসবের কাল, এইজন্য গর্ভ কি ব্যাধি, সেই সন্দেহ-ভঞ্জন-মানসে প্রসবকাল অর্থাৎ দশ মাসই প্রসবের মুখ্যকাল নহে, নবম মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। ফলতঃ দশ মাসের পর রক্তগুল্মের রক্তপিণ্ড কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তখন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিক রক্তস্রাবজনিত গর্ভাশয়নাশের আশঙ্কা থাকে না।

গুল্মের অসাধ্য লক্ষণ—গুল্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যদি সমস্ত উদর ব্যাপ্ত হয় বা রসাদি ধাতুকে আশ্রয়পূর্ব্বক শিরাজাল দ্বারা ব্যাপ্ত এবং কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত হয়, পরন্তু তৎসঙ্গে দৌর্ব্বল্য, অরুচি, বমনবেগ, কাস, বমন, আলস্য, জ্বর, পিপাসা, তন্দ্রা ও নাসাস্রাব ইত্যাদি উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে ঐ রোগ অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত গুল্মরোগে জ্বর, শ্বাস, বমন, অতিসার এবং হৃদয়, নাভি, বস্তি পদ ইত্যাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে অথবা শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অরুচি, সহসা গুল্মের লয়প্রাপ্তি ও দুর্ব্বলতা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও গুল্মরোগ আরোগ্য হয় না।

গুল্মরোগ-চিকিৎসাবিধি

গুল্ম হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থানে বৃত্ত অর্থাৎ বর্ত্তুলাকারে উৎপন্ন হয়। দুই পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি; গুল্মের এই পঞ্চবিধ স্থান।

গুল্ম কোনও সময় ছোট হয়, কোনও সময় বড় হয় এবং একস্থান হইতে অন্যত্র বিচরণ করে, ইহাই গুল্মের প্রধান লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক—এই চারি প্রকার গুল্ম পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই হইতে

পারে; কিন্তু গর্ভাশয়গত রক্তগুল্ম কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরই উৎপন্ন হয়। রক্ত-দুষ্টিবশতঃ অন্য এক প্রকার রক্তগুল্ম উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হইতে পারে। হৃদয়, নাভি, পার্শ্বদ্বয় এবং বস্তিদেশ—গুল্মের এই পঞ্চবিধ স্থান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে পার্শ্ব শব্দে গর্ভাশয় বুঝিতে হইবে, কারণ রক্তজ গুল্ম গর্ভাশয়ে অবস্থিত থাকে এবং একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে বিচরণ করে।

যে-কোন গুল্মের চিকিৎসাকালেই বাতাদদোষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যেহেতু উহাদের লক্ষণ দ্বারা বাতাদিদোষ স্থিরীকৃত এবং স্থান দ্বারা দোষের প্রকোপ নিরূপিত হইতে পারে। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার যেসমস্ত স্থান নিরূপিত হইয়াছে, গুল্মরোগ সেইসমস্ত স্থানে প্রকাশ পায় না, বাতজগুল্ম কখনও পার্শ্বে, কখনও বস্তিস্থানে, কখনও নাভিতে চলিয়া বেড়ায়; অতএব বায়ুর লক্ষণ ভিন্ন কেবলমাত্র স্থান দ্বারা দোষ নিরূপণ করা সুকঠিন। এই প্রকার অন্যান্য গুল্মেরও যথোক্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপণ করিবে। রক্ত-গুল্মের বাহ্যলক্ষণ এবং নির্দ্ধারিত স্থান দ্বারা সহজে রোগ নিরূপণ করা যাইতে পারে। দ্বন্দ্বজ গুল্ম দুই দোষের লক্ষণ দ্বারা নিরপিত হয় এবং সান্নিপাতিক গুল্ম দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

বাতিকগুল্মরোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে বমনকারক ঔষধ ও ফলবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে; কিন্তু সাধারণতঃ শ্লেষ্মার সাম্যভাব পরিলক্ষিত হইলে বমনের ঔষধ না দিয়া দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত এরণ্ড-তৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইলে অনেক উপকার হয়। এই অবস্থায় বাতঘ্নতৈলে মর্দ্দন করিয়া স্বেদ-প্রয়োগ করা যাইতে পারে অথবা নাগরাদিযোগ বা রসোনক্ষীর রোগীকে প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধতা ও অধোগত বায়ুর অপ্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হইলে রোগীকে হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, বচাদিচূর্ণ বা স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বায়ুর অনুলোম এবং গুল্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় জ্বর লক্ষিত হইলে তেউড়ীমূলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া চতুর্দ্দশাঙ্গকাথ সেবন করান যাইতে পারে। হৃদয়, কুক্ষি ও পার্শ্ব ইত্যাদি স্থানে বেদনা থাকিলে রোগীকে বৈশ্বানরচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও

স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে রোগীকে দন্তী-হরীতকী, গুল্মকালানলরস বা কাঙ্কায়নগুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐসকল ঔষধে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়, পরন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে উপসর্গের অনেক লাঘব হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে বায়ুর অনুলোমতা-সম্পাদনার্থ হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা বচাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর বা অন্যান্য উপদ্রব প্রবল থাকিলে তাহার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগ অতি পুরাতন এবং জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে যখন কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকে ও তজ্জন্য কটি ও পার্শ্বাদিতে সময় সময় বেদনা প্রকাশ পায়, তখন রসোনাদ্যঘৃত বা হবুষাদ্যঘৃত রোগীকে সেবন করাইলে সমধিক ফল হয়।

পৈত্তিকগুল্মে জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হয়, রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিলে যদি জ্বর প্রবল না হয়, তবে ত্রিফলার কাথসহ তেউড়ীচূর্ণ অথবা অগস্ত্যচূর্ণ ২।৩ দিন প্রয়োগ করিয়া পরে হরীতকীখণ্ড ও গুল্মশার্দ্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, নচেৎ রোগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু জ্বর, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে তখন তাহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জ্বর প্রবল হইলে জয়াবটী ও দ্রাক্ষাদিকাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং জ্বরের বেগ কমিয়া আইসে; পরন্তু দাহ, পিপাসা প্রভৃতি জ্বরের উপদ্রবও হ্রাস পাইতে থাকে। গুল্মরোগে দাহ, শূল, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে শীঘ্রই গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ অবস্থায় রোগ-স্থানে ব্রণশোথরোগে বক্ষ্যমান প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। গুল্ম পাকিয়া উঠিলে পূঁযাদি নিঃসারণ করিবে। গুল্ম স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়াও পূঁযাদি নির্গত হইতে পারে, তজ্জন্য ১২ দিনের মধ্যে শোষক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; তৎকালে নানাবিধ উপদ্রব-বিনাশার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বারদিনের পর রোগীকে ব্রণশোধক-ঔষধ-মিশ্রিত ঘৃত পান করিতে দিবে। পূঁযাদি নিঃসৃত হইলে ক্ষত শুকাইবার জন্য তিক্তকঘৃত বা মহাতিক্তক-ঘৃত মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে

রোগ আরোগ্য হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় কাঙ্কায়নগুড়িকা বা মহাগুল্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে রসায়নামৃতলৌহ, দ্রাক্ষাদিঘৃত বা ত্রায়মাণাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে।

শ্লৈষ্মিকগুল্মে জ্বর, কাস, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, গুল্মের উন্নতি ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও অগ্নিমান্দ্য-নিবর্ত্তক স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং গুল্মস্থানে যকৃৎ-চিকিৎসায় উক্ত তিলাদ্যলেপ উষ্ণ করিয়া লেপনপূর্ব্বক লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি আস্তে-আস্তে স্বেদ প্রদান করিবে। জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব-দূরীকরণার্থ লক্ষ্মীবিলাস ও বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। অনন্তর নাগেশ্বররস বা বিদ্যাধররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐসকল ঔষধে জ্বরকাসাদি উপদ্রব হ্রাস পাইয়া থাকে। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন হইলে তৎসঙ্গে গুল্মও উন্নত হয়, সুতরাং তখন জ্বরাদি উপদ্রবও প্রবল হইয়া থাকে; এমতাবস্থায় গুল্মস্থানে স্বেদ-প্রয়োগে এবং জ্বরাদি উপদ্রবের জন্য জ্বরারি অভ্র বা জয়াবটী প্রভৃতি ঔষধ পৃথক অনুপানে এবং পূর্ব্বোক্ত নাগেশ্বররস বা বিদ্যাধররস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধতা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রবল হইলে ঐ সঙ্গে দন্তীহরীতকী প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। এই সমস্ত ঔষধ ও প্রলেপ প্রদান করিলে রোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বাতপৈত্তিক গুল্মে বায়ুর প্রকোপবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা ও কটিপৃষ্ঠাদিতে সমধিক বেদনা থাকিলে রোগীকে কোষ্ঠশোধনার্থ ত্রিফলাদিচূর্ণ গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জলের সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগীর জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে জয়াবটী ও দ্রাক্ষাদিক্বাথ সেবন করান উচিত। গুল্মশার্দ্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধও যথানিয়মে ও যথানুপানে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। রোগীর কটি-পৃষ্ঠাদিতে বেদনা থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি বা বেদনা-হ্রাস হয়;

কিন্তু গুল্মরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে এবং গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে পিত্তগুল্মবৎ পাকিবার ঔষধ দিবে এবং পাকিয়া পূঁযাদি নিঃসৃত হইলে রেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাশ্রিত গুল্মরোগে প্রায়শঃ বায়ু প্রবল থাকে, তজ্জন্য ঐ গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা অল্প। বাতপিত্তাশ্রিত গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় দন্তীহরীতকী বা গুল্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে দ্রাক্ষাদিঘৃত বা ত্রায়মাণাদ্যঘৃত সেবন করাইবে।

বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, জ্বর, কাস, গুল্মের উন্নতি ও ইতস্ততঃ বিচরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই রোগ কষ্টসাধ্য। রোগীর জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে জ্বরারি-অভ্র বা জয়াবটী ও পিপ্পল্যাদ্যকাথ প্রভৃতি ঔষধ জ্বরের জন্য প্রয়োগ করিবে এবং স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে), অথবা পিপ্পল্যাদিচূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুল্মস্থানে তিলাদ্যলেপ লেপন করিয়া লৌহ উষ্ণ করতঃ তদুপরি স্বেদ প্রদান করিবে। হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে বৈশ্বানরচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ অবস্থা-ভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে কোষ্ঠশোধক ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। যাহাতে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ দিনে-রাত্রিতে দুইবার এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও জ্বর নিবৃত্ত না হইলে, এই রোগ কোনমতে দূরীভূত হয় না। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব কিয়দংশে হ্রাস পাইলে গুল্মবজ্রিণীবটিকা, গুল্মশার্দ্দূলরস বা বৃহৎ গুল্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। হৃদয় ও পার্শ্বাদির বেদনার জন্য পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার এবং গুল্ম নরম হওয়ার জন্য গুল্মশার্দ্দূলরস বা দন্তীহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে ২।৩ সপ্তাহ যথানিয়মে ঔষধ ও স্বেদ প্রদান করিলে রোগ হ্রাস পাইতে থাকে। জ্বর, কাস ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস পাইলে ও গুল্ম পূর্ব্বাপেক্ষা নরম হইলে হবুষাদ্যঘৃত বা রসোনাদ্যঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে পিত্তগুল্মবৎ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং গুল্মনাশক অন্যান্য যোগ ও পাচন প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে জ্বরনাশক ঔষধ দিনে একবার সেবন করিতে দিবে; কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে প্রথমে শ্লৈষ্মিক গুল্মবৎ চিকিৎসা করিবে। অনন্তর গুল্ম পূর্ব্বাপেক্ষা আকারে ছোট হইলে ও উপদ্রব মন্দীভূত হইলে পৈত্তিক গুল্মের ন্যায় গুল্মশার্দ্দূলরস ও প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে প্রয়োগ করিবে। ঐসকল ঔষধের প্রয়োগে উপদ্রবসকল মন্দীভূত হইলে রোগও ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়।

সান্নিপাতিক গুল্মে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে সেই দোষনাশক যোগ, চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে এবং একটি প্রবল দোষের প্রকোপ হ্রাস পাইলে অন্যদোষ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে; কিন্তু সমস্ত লক্ষণ একত্র পরিলক্ষিত হইলে তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিতে হয়। যদিও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই গুল্মকে অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সান্নিপাতিক গুল্ম শীঘ্রই পাকিবার সম্ভাবনা; সুতরাং পাকিলে কিছুদিন পরে শোধক ও রোচক ঔষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে জ্বরঘ্ন ঔষধও প্রয়োগ করিবে। দাহাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে তাহারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে রক্তগুল্ম উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রকারগণ বলেন, রক্তগুল্ম উৎপন্ন হইলে দশমাসের মধ্যে তাহার চিকিৎসা করিবে না। অনেকে মনে করেন, রক্তগুল্ম ও গর্ভ এতদুভয়ের লক্ষণের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, সুতরাং প্রকৃত গুল্ম কি গর্ভ, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে; এমতাবস্থায় রক্তগুল্মের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিলে হয়ত গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে। সেই আশঙ্কায়ই সম্ভবতঃ শাস্ত্রকারগণ দশমাস অর্থাৎ প্রসবকাল অতীত হইলে রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু তাহা নহে, নবম হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। রক্তগুল্ম দশমাস অতীত হইলে পুরাতন হয়, পুরাতন হইলে সুখসাধ্য, বিশেষতঃ দশমাসের পর রক্তগুল্মের পিণ্ড কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিক রক্তস্রাবজনিত গর্ভশয্যা বিনষ্টের আশঙ্কা থাকে না। এইজন্যই একাদশমাস হইতে চিকিৎসা করা উচিত। তবে পুরাতন হইলে যাহাতে অসাধ্য লক্ষণান্বিত হইতে না

পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য আমাদের মতে আধুনিক শিক্ষিতা ধাত্রীদিগের দ্বারা পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসে পরীক্ষা করাইয়া প্রকৃত রোগ, কি গর্ভ নির্ণীত হইলে তদনুযায়ী রোগিণীর শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত গর্ভ হইলে পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্ফুরণ সহজে উপলব্ধি হয়। রক্তগুল্মরোগে কাঙ্কায়নগুড়িকা, পঞ্চাননরস, গুল্মশার্দ্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে ঐসমস্ত ঔষধে জ্বরও হ্রাস পাইয়া থাকে। আবশুক হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক জ্বরঘ্ন অন্যান্য ঔষধও সেবন করিতে দেওয়া যায়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে আবার জ্বরও বৃদ্ধি পায়, এরূপ অবস্থায় প্রাণবল্লভরস বা লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি ঔষধ এবং জ্বরমুরারি বা স্বল্পজ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি জ্বরঘ্ন ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করিবে। জ্বর এবং অন্যান্য উপদ্রব হ্রাস পাইলে ত্রায়মাণাদ্যঘৃত বা দ্রাক্ষাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। এইরূপে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুল্মরোগে ঔষধ

তিলাদ্যলেপ—শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগীর গুল্ম উন্নত ও কঠিন হইলে এবং তাহার সহিত জ্বর, অবসন্নতা ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই লেপ গুল্মের উপর লাগাইবে এবং লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি স্বেদ প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা গুল্মের বেদনা ও কাঠিন্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

তিলাদ্যলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নাগরাদিযোগ—বাতিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুর স্তব্ধতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উদাবর্ত্ত-রোগেও প্রয়োগ করা যায়।

নাগরাদিযোগ। শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, নিস্তুষ শিলাপিষ্ট তিল ১৬ তোলা এবং পুরাতন গুড় ৮ তোলা; এইসকল একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

যমানিকাযোগ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক গুল্মে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরস্থ বায়ুর স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ ঘোলসহ সেবন

করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক গুল্মে অগ্নিমান্দ্য থাকিলে এই ঔষধের সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়।

যমানিকাযোগ। যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, বায়ু দ্বারা উদরের স্তব্ধতা এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইবে। মাত্রা—।০ আনা।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের উন্নতি বা কাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য বা শরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ—বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের কঠিনতা ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতজ-কাস, হিক্কা, প্লীহা ও অর্শ প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, হৃদয় পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কাস, গুল্মের কঠিনতা এবং উন্নতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকা ও অলসকরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে উদর বায়ু দ্বারা স্তম্ভিত হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয়, কুক্ষি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে

বেদনা থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠ-শোধক, পরন্তু উদাবর্ত্ত এবং আনাহরোগেও অতি উপকারী।

বচাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, কাস, শ্বাস ও অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক শূলে বেদনা, জ্বর ও গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে ইহা দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিবৃতাদিচূর্ণ—বাতপৈত্তিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি ও পৃষ্ঠাদিতে বেদনা এবং জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ গোমূত্র বা উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহোদর এবং অর্শরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিবৃতাদিচূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, স্বর্ণক্ষীরী, চর্ম্মকষা, নীলবুহ্না, বচ, বলাডুমুর, ধনে, কটকী, তেউড়ীমূল, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

শতাহ্বাদিচূর্ণ—রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তিলের কাথসহ সেবন করিতে দিবে।

শতাহ্বাদিচূর্ণ। শুলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিপুল ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা— ০ আনা।

লবঙ্গাদিচূর্ণ—পৈত্তিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মে দাহ, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অর্শ, আমবাত এবং উদরীরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

লবঙ্গাদিচূর্ণ। লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনে, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, কটকী, কিস্‌মিস্‌, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

ক্ষারাষ্টক—শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে অগ্নিমান্দ্য, গুল্মের কঠিনতা, বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরে বায়ুপূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ক্ষারাষ্টক। পলাশক্ষার, সীজের ক্ষার, আপাঙের ক্ষার, তেঁতুলের খোসার ক্ষার, আকন্দের ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাচিক্ষার; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

বজ্রক্ষার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ গুল্মের কাঠিন্য, উন্নতি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা, উদরে বায়ুপূর্ণতা এবং পৈত্তিক গুল্ম পাকিবার সময় নানাপ্রকার কষ্ট; এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ইহা শূল, অজীর্ণতা, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা এবং উদাবর্ত্তরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে উষ্ণজল। পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মরোগে গব্যঘৃত, শ্লৈষ্মিক গুল্মে গোমূত্র এবং সান্নিপাতিক গুল্মে কাঁজি।

বজ্রক্ষার। সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগার খৈ ও সাচিক্ষার; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে ৩ দিন ও আকন্দের ক্ষীরে ৩ দিন যথাক্রমে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। অনন্তর ঐ ঔষধ আকন্দের পাতা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে পূর্ণ করিয়া শরার দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ এবং মাটী দ্বারা সন্ধিস্থান লেপন করিবে, অনন্তর ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে অগ্নির জ্বাল প্রদান করিবে। এইরূপে হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে ঐ ক্ষার বহির্গত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যমানী, জীরা ও রক্তচিতা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে যত হইবে, তাহার সমষ্টির সমান পূর্ব্বোক্ত ক্ষার গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

কাঙ্কায়নগুড়িকা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ গুল্মের কাঠিন্য, উচ্চতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুপূর্ণতা, অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য বা পৈত্তিক গুল্মের পক্কতা প্রভৃতি লক্ষণের যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুল্মরোগে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা অর্শ, হৃদ্রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগেও উপকারী। অনুপান—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মে উষ্ণজল বা কাঁজি, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মে দুগ্ধ, শ্লৈষ্মিক গুল্মে গোমূত্র, সান্নিপাতিক গুল্মে ত্রিফলার জল, রক্তগুল্মে উষ্ট্রদুগ্ধ বা তদভাবে গব্যদুগ্ধ।

কাঙ্কায়নগুড়িকা। শটী, কুড়, দন্তীমূল, রক্তচিতা, অড়হর, শুঁঠ, বচ, তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত হিং ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা এবং যমানী, শ্বেতজীরা, মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা; কৃষ্ণজীরা ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা; এইসমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া ছোলঙ্গলেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

দন্তীহরীতকী—বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হওয়ায় কটি, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। গুল্মরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বর, অরুচি ও বমন প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে ইহার প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। প্লীহা, অর্শ এবং হৃদ্রোগেও অবস্থাভেদে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দন্তীহরীতকী। পোটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা, দন্তীমূল ২০০ তোলা, রক্তচিতা ২০০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ঐ কাথের সহিত পুরাতন গুড় ২০৪ তোলা গুলিয়া লইবে এবং পূর্ব্বোক্ত পোটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা ৩২ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া উহাতে গুড়-মিশ্রিত কাথ প্রদান করিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে মৃদু-অগ্নি-সন্তাপে তেউড়ীমূলচূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৩২ তোলা প্রদানপূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং পাত্র শীতল হইলে উহাতে মধু ৩২ তোলা ও দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—ঔষধ ১ তোলা ও হরীতকী ২টা।

গুল্মকালানলরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ গুল্মের কাঠিন্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাস, গুল্মের উন্নতি, বমনভাব

ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ হরীতকী-ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতিকগুল্মে কুক্ষি, পার্শ্ব ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করান যায়। গুল্মরোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

গুল্মকালানলরস। রস, গন্ধক, হরিতাল, তামা ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা; যবক্ষার ১৬ তোলা এবং মুথা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজ-পিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষেতপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, আপাঙ্‌ ও আকনাদি; ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। মাত্রা—৪ রতি।

বৃহৎ গুল্মকালানলরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নি-পাতিক ও রক্তগুল্মের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও অরুচি; এইসকল লক্ষণ দীর্ঘকাল হইতে বিদ্যমান থাকিলে রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ গুল্মকালানলরস। অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, কট্‌কী, বচ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, তেজপাতা, নাগকেশর ও খদির; এইসকল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, রক্তচিতা, ধুতুরা ও কেশুর্ত্যা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৪ রতি।

মহাগুল্মকালানলরস—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা রক্তগুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ তৎসঙ্গে পুরাতন জ্বর, দাহ ও গুল্মে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক গুল্মেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

মহাগুল্মকালানলরস। গন্ধক, হরিতাল, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর শরার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক অন্ত শরা দ্বারা রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থান লেপনপূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

নাগেশ্বররস—বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক গুল্মে জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও গুল্মের কাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

নাগেশ্বররস। রস, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, লৌহ ও অভ্র; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে, পরে রক্তচিতা বা দন্তী ইহাদের কোন একটির ক্বাথে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী—মাষকলাই-পরিমাণ।

বিদ্যাধররস—শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে জ্বর, শরীরের কৃশতা, কাস, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অন্যান্য উপদ্রব প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বরাদি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে অতি উপকারী। অনুপান—গোমূত্র।

বিদ্যাধররস। রস, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ ও মনঃশিলা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পিপুলের ক্বাথ ও সীজের ক্ষীরে যথাক্রমে একদিন মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

গুল্মশার্দ্দূলরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তগুল্মে কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, উদরে বায়ুপূর্ণতা, জ্বর, কাস এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে আদার রস ও উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং গুল্ম কোমল হয়। রক্তগুল্মে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। গুল্মরোগের প্রথম, মধ্যম বা পুরাতন সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধের সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

গুল্মশার্দ্দূলরস। রস, গন্ধক, লৌহ, গুগ্‌গুলু, অশ্বত্থছাল, তেউড়ীমূল, পিপুল, শুঁঠ, শটী, ধনে ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা; শোধিত জয়পালবীজ ৪ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

প্রাণবল্লভরস—সান্নিপাতিক গুল্ম ও রক্তগুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, গুল্মের কাঠিন্যভাব এবং গুল্মবৃদ্ধিবশতঃ উহাতে জালবৎ শিরাসমূহের

বিস্তার ও উহার মূল বিস্তৃত হইলে এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

প্রাণবল্লভরস। লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতেভস্ম, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হিং, সীজমূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পালবীজ, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগী-দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী—৪ রতি।

রসায়নামৃতলৌহ—পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, জীর্ণজ্বর, শরীরের কৃশতা, দাহ ও রক্তের অভাব প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রক্তগুল্মরোগে রোগীর কৃশতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে এই ঔষধ অতি উপকারী।

রসায়নামৃতলৌহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিশ্রিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। ইক্ষুচিনি /২ সের। গোড়ালেবুর রস /২ সের। এই তিনটি একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অতিমৃদু অগ্নির সন্তাপে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধবলবণ ও অভ্র ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ১৬ তোলা ; এইসমুদয় উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে উহার সহিত গব্যঘৃত ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

ত্র্যূষণাদ্যঘৃত—বাতিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় অধিকাংশ উপদ্রব হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, গুল্মের কাঠিন্য ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ত্র্যূষণাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, বিড়ঙ্গ, চই ও রক্তচিতা, এইসকল সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

ত্রায়মাণাদ্যঘৃত—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তগুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় জীর্ণজ্বর, শরীরের কৃশতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে এই

ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা হৃদ্রোগ, কামলা এবং কুষ্ঠ-রোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ত্রায়মাণাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /১ সের। কাথদ্রব্য—বলাডুমুর ৩২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। আমলকীর রস /১ সের। গোদুগ্ধ /১ সের। কল্কদ্রব্য—কট্‌কী, মুথা, বলাডুমুর, দুরালভা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলসুন্দি; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

রসোনাদ্যঘৃত—শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য, গুল্মের কাঠিন্য ও গাত্রে ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উন্মাদ, অপস্মার, প্লীহা এবং বাতরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রসোনাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। রসোনের রস /৪ সের। কাথদ্রব্য—বিল্বছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত /১ সের, জল ১৬ সের, শেষ /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

হবুষাদ্যঘৃত—বাতিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অরুচি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জীর্ণজ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হবুষাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—কুলত্থ /১ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শুষ্কমূলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দাড়িমের খোসা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—ধনে, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, চই, রক্তচিতা, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী, এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

ধাত্রীষট্‌পলকঘৃত—পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, দাহ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান

থাকিলে এবং গুল্মের ক্ষত দূরীভূত হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ধাত্রীষট্‌পলকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। আমলকীর রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পাকার্থজল ১৬ সের। ঘৃতপাক শেষ হইলে ছাঁকিয়া ইক্ষুচিনি /৫ পোয়া ও সৈন্ধব /। পোয়া প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

গুল্মরোগে বেদনা-চিকিৎসা

বৈশ্বানরচূর্ণ—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে হৃদয়, পার্শ্ব ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৈশ্বানরচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ—গুল্মরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং সেই বেদনা প্রবল হইলে এই ঔষধ উষ্ণজল-সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—গুল্মরোগের প্রথম, মধ্য অথবা পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্টশোধক।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুল্মরোগে জ্বর-চিকিৎসা

জয়াবটী—গুল্মরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় রোগীর জ্বর প্রবল হইলে তাহাকে এই ঔষধের ১টি বটী পুরাতন গুড় ও উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে আদার রসসহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধের প্রস্তুতকালে জয়ন্তীচূর্ণ অন্যদ্রব্যের সমান প্রয়োগ করিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরারি-অভ্র—গুল্মরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় জ্বর থাকিলে এবং তৎসঙ্গে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ আদার রস ও মধু-সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

জ্বরারি-অভ্র। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস—গুল্মরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে পানের রসসহ ইহার ১টি বটী সেবন করিতে দিবে।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুল্মরোগে শূল-চিকিৎসা

শূলহরণযোগ—বাতিক, বাতপৈত্তিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে, গুল্মে সময়-সময় প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুঃসমলৌহ—পিত্তাশ্রিত বা বাতপিত্তাশ্রিত গুল্মের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধু-সহ সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসমলৌহ। অভ্র, তাম্র, রস, গন্ধক ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া গব্যঘৃত ১৬ তোলা ও গোদুগ্ধ ১৬ তোলাসহ একত্র পাক করিবে এবং তাহাতে বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও আধ্মান-চিকিৎসা

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—গুল্মরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—গুল্মরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে অধোবায়ুর

অপ্রবৃত্তি ও উদরাধ্মান প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে সেবন করিতে হইবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুল্মরোগে পথ্য

গুল্মরোগে জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে তদনুযায়ী লঘুপথ্য প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলাইয়ের যূষ, বেতোশাক, সজিনার খাড়া, কচিমূলা, পটোল, কচি-বেগুন, ওল, গোদুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, শুষ্কমাংস, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, মুগের যূষ, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভিদ্রব্য গুল্মরোগে কুপথ্য।

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা

বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ—বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয় আকৃষ্টবৎ বোধ, সূচী দ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা, দণ্ড দ্বারা মন্থনবৎ পীড়া, অস্ত্র দ্বারা দ্বিধাবৎ বেদনা এবং শলাকা দ্বারা স্ফুটিত ও কুঠার দ্বারা উৎপাটিতবৎ বেদনা বোধ হয়।

পৈত্তিক হৃদ্রোগের লক্ষণ—পৈত্তিক হৃদ্রোগে পিপাসা, উষ্মা, দাহ, শরীর চুষণবৎ কষ্ট, হৃদয়ে গ্লানি, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ জ্ঞান, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ; এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভার-বোধ, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ—ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অহিতাচার দ্বারা হৃদয়ে গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে উহাতে রস জন্মিয়া ক্রিমি উৎপন্ন হইতে পারে; তখন তীব্রবেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ পীড়া ও কণ্ডু প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের লক্ষণ—ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে বমনবেগ, মুখস্রাব, হৃদয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শূল, হৃদয়স্থিত রসের উদ্গীরণ, অন্ধকারবৎ দর্শন, অরুচি, চক্ষুর কৃষ্ণাভা ও শোথ; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম ও শোষ; এইসকল উপদ্রব সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই প্রকাশ পায়, ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে ইহা ভিন্ন শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি

হৃদয় কিরূপ পদার্থ এবং উহা কোন্ স্থানে অবস্থিত, প্রথমতঃ তাহাই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু ঐসকল জানিতে না পারিলে উহার রোগ নিরূপণ করা সুকঠিন। ফুস্ফুস্দ্বয়ের অন্তরালে অধোমুখ পদ্মমুকুলের ন্যায় শূন্যোদর, স্বতন্ত্র পেশী-নির্ম্মিত হৃদয় হৃদয়ধরা কলাকোষের দ্বারা (pericardium) আবৃত অবস্থায় ফুস্ফুসান্তরালের কিঞ্চিৎ সম্মুখে বামদিকে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। শূন্যগর্ভ হৃদয়ে চারিটি প্রকোষ্ঠ আছে। একটি অন্তঃপ্রাচীরদ্বারা হৃদয়াভ্যন্তর বামার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধে বিভক্ত। প্রতি-অর্দ্ধের উপরে ও নীচে দুইটি করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকে। উত্তর প্রকোষ্ঠদ্বয়কে অলিন্দ (auricle বা atrium) এবং নিম্নপ্রকোষ্ঠদ্বয়কে নিলয় (ventricle) বলা হয়। অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে নিম্নপথ-নির্দ্দেশক কপাটসহ ছিদ্র বর্ত্তমান।

হৃদয়ে নিম্নলিখিত স্রোতসকল সংযুক্ত থাকে। দক্ষিণালিন্দের উপরে ও নীচে উত্তরা ও অধরা মহাশিরা (vena cava), দক্ষিণ নিলয় হইতে উর্দ্ধে প্রসৃত ফুস্ফুসাভিগা ধমনী (pulmonary artery), বামালিন্দে প্রবিষ্ট ফুস্ফুসোত্থা শিরাচতুষ্টয় (pulmonary veins) এবং বামনিলয় হইতে উর্দ্ধে প্রসৃত মহাধমনী (aorta)।

বামনিলয় হইতে মহাধমনী ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীপথে প্রবাহিত হইয়া সূক্ষ্ম-ধমনীর শেষপ্রান্ত "জালকের" ভিতর দিয়া শরীরকে পোষণ করে এবং শরীরের অপর উপাদানের সংস্পর্শে মলিন হইয়া সূক্ষ্মশিরাজালপথে শিরায় এবং ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর পথে মহাশিরায় উপস্থিত হয়। শির, গ্রীবা

ও দেহের উত্তরাংশের রক্ত উত্তরা-মহাশিরা পথে, এবং নিম্নাংশের রক্ত অধরা-মহাশিরাপথে হৃদয়ের দক্ষিণালিন্দে উপস্থিত হয়। দক্ষিণালিন্দ হইতে দক্ষিণনিলয়ে, দক্ষিণনিলয় হইতে ফুস্‌ফুসাভিগা-ধমনীপথে রক্ত ফুস্‌ফুসে যাইয়া বিশুদ্ধ হয়। তথা হইতে ফুস্‌ফুসোত্থা-শিরাপথে হৃদয়ের বামালিন্দে, পরে বামালিন্দ হইতে বামনিলয়ে পতিত হয় এবং মহাধমনী-পথে সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হইয়া যায়। সংক্ষেপে ইহাকেই রক্তসংবহন-ক্রিয়া বলা হয়।

হৃদয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই রক্তসংবহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রথমে অলিন্দদ্বয় সঙ্কুচিত হওয়ায় অলিন্দের রক্ত নিলয়ে পতিত হয়। (মহাশিরাদ্বয়ের মুখ ও ফুস্‌ফুসোত্থা-শিরার মুখ গঠনবৈচিত্র্যহেতু ঐসময় বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং রক্ত ঐ পথে বহির্গত হইতে পারে না)। পরে নিলয়দ্বয়ের সঙ্কোচন হয়। অলিন্দনিলয়ান্তর্গত ছিদ্রের কপাট রক্তের ঊর্দ্ধচাপে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তত্রস্থ রক্ত স্ব-স্ব পথে বহির্গত হইয়া যায়। (পুনরায় অলিন্দে প্রবেশ করিতে পারে না)।

শরীরের মধ্যে হৃদয় এমন একটি শক্তিশালী যন্ত্র যে, হৃদয়ের নিজস্ব কোন রোগ হয় না, কিন্তু নিদানার্থকর শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের রোগ অথবা আমবাত, চর্ম্মরোগ, রক্তদুষ্টি, মদরোগ (high blood pressure), বেরিবেরি প্রভৃতি রোগ হইতে অথবা আঘাত বা আগন্তুক বিষদোষ হইতে এবং হৃদয়ধরাকলা ও হৃৎপিণ্ডের অবয়বসকলের বিকৃতিবশতঃ যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে হৃদ্‌রোগ বলে। এই হৃদ্‌রোগগুলিও একটি অপরের নিদানার্থকর রোগরূপে পরিণত হয়।

হৃদ্‌রোগের সাধারণ লক্ষণসমূহ—হৃৎকম্পন, নাড়ীর দ্রুত বা মন্দগতি, মুখ, ওষ্ঠ, নাক, গাত্র প্রভৃতির বর্ণবিপর্য্যয়, শিরা ও ধমনীর অস্বাভাবিকতা, শ্বাস-প্রশ্বাসের বিকৃতি, গণ্ডমালা, শোথ, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, কাসি, মূত্রাল্পতা, ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য, যকৃৎ ও প্লীহায় রক্তাধিক্য এবং উহাদের বিবৃদ্ধি ও হৃচ্ছূল প্রভৃতি।

অবয়বগত হৃদ্‌রোগের সংখ্যা—

(১) হৃদয়ধরা কলার রোগ।

(২) হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরের দ্বারস্থ কপাটের বিকৃতি।

(৩) হৃৎপিণ্ডের পেশীময় প্রাচীরের বিকৃতি।

(৪) হৃৎকার্য্যনিয়ামক প্রাণদা ও সমবেদিকা নাড়ীর বিকৃতি।

(১) হৃদয়ধরা-কলার রোগ—হৃদয়ধরা কলা দুইটি স্তরে বিভক্ত। এই কলাকোষের মধ্যে রস বা লসিকা সঞ্চিত হয়। অথবা মধ্যগত রস শুকাইয়া যায়।

হৃদয়ে আঘাত বা প্রবল বাতরোগ বা বাতজ্বর, গণোরিয়া, মধুমেহ, গলরোগ (উপজিহ্বিকা) প্রভৃতি কতকগুলি রোগের পরিণামে এই রোগ হয়।

এই রোগে হৃদয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৈষম্য, প্রবল জ্বর, শ্বাসকষ্ট, শুষ্ককাস, রক্তকাস, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে কষ্টবোধ করে এবং পরিশ্রমে শ্বাসবৃদ্ধি পায়। গলদেশের শিরার স্ফীতি ও পাদশোথ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

এই রোগ নিদানার্থকর রোগরূপে হৃদয়ের অন্যান্য রোগেরও কারণ হইয়া থাকে। এই রোগ সম্প্রাপ্তি—"দূষইত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ" ইত্যাদি। ইহাতে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল থাকে এবং বাতশ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

(২) হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরের দ্বারস্থ কপাটের বিকৃতি—হৃদয়ের অভ্যন্তরে অলিন্দ ও নিলয়ের দ্বার এবং উত্তরা-মহাশিরার দ্বার ভিন্ন হৃদয়ে প্রবিষ্ট শিরার দ্বার ও হৃদয় হইতে নির্গত ধমনীর দ্বারে ত্রিপত্র, দ্বিপত্র ও অর্দ্ধেন্দু-নামে পেশী এবং স্নায়ুসূত্র-নির্ম্মিত যে-সকল কপাটিকা আছে, তাহাদের প্রদাহ বা স্বাভাবিক ক্রিয়া অর্থাৎ আকুঞ্চন ও প্রসারণের প্রতিবন্ধকতার জন্য যে রোগ জন্মে, তাহাকে কপাটের পীড়া বলে।

আকুঞ্চন হইলে দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া রক্তের গতির অবরোধ হয়। দ্বিতীয় প্রকারে কপাট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হওয়ায় নিলয়ে রক্ত সঞ্চিত হইয়া প্রকোষ্ঠের আকার বর্দ্ধিত করে। সাধারণতঃ হৃদয়ের বামদিকেই আক্রমণ বেশী হয়। বামদিকে পীড়া হইলে নাড়ীর গতি ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। দক্ষিণদিকের

পীড়ায় রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া শিরাগুলিতে রক্তসঞ্চয় ও ক্রমশঃ শরীরে শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট ও হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে। ইহার পরিণামে ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতিতে রক্ত সঞ্চিত হয় ও তাহার রোগসকল উপস্থিত হয়। যকৃতের বিবৃদ্ধিতে যকৃতের পীড়াসকল ও উদরে শোথ, মূত্রযন্ত্রের বিকৃতিতে মূত্রাল্পতা ও মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ উপস্থিত হয়। হৃদয়ধরা-কলার রোগ হইতে বা আমবাত হইতেও এই রোগের সূচনা হয়।

হৃৎকপাটের পীড়ায় সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে—হৃৎকম্প, হৃচ্ছূল, শ্বাসকষ্ট, শোথ, মাথাঘোরা, মাথাধরা, অনিদ্রা এবং যকৃৎ, প্লীহা, মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্ ও অন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হইয়া এইসব যন্ত্রের বিকৃতি ও রোগ জন্মায়।

(৩) হৃৎপিণ্ডের পেশীময় প্রাচীরের বিকৃতি— হৃৎপিণ্ডের পেশীময় প্রাচীরের বিকৃতির মধ্যে (ক) হৃৎপেশীর বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the Heart); (খ) হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (Dilatation of the Heart) এবং (গ) হৃৎপেশীর মেদাপকর্ষ (Fatty degeneration of the Heart)-ই প্রধান।

(ক) হৃৎপেশীর বিবৃদ্ধি (Hypertrophy of the Heart)— হৃৎপেশীর স্থূলতাপ্রাপ্তিকে বিবৃদ্ধি বলে, এই বিবৃদ্ধি দুই প্রকার। এক প্রকার বিবৃদ্ধিতে পেশী-প্রাচীর বর্দ্ধিত ও স্থূল হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিবৃদ্ধিতে হৃৎপিণ্ডের পেশী-প্রাচীর স্থূল হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ গহ্বরসকলও অথবা যে-কোন একটি অলিন্দ বা নিলয় বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ বামনিলয় (Left ventricle) অধিকাংশস্থলে প্রসারিত হয়।

কারণ—হৃদয়ের কপাটের পীড়া, হৃদয়ধরা-কলার রোগ, হৃৎকম্পন, অত্যধিক পরিমাণে চা, কফি, তামাক বা সুরাপান, কঠিন কায়িক পরিশ্রম ও ধমনীসকলের বিকৃতিবশতঃ হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হয়।

লক্ষণ—শিরোরোগে প্রথমে নাড়ী কঠিন ও বেগবতী হয় ও পরে নাড়ী ক্ষীণ হয় এবং হিমাঙ্গতা থাকে। হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় শব্দ অপেক্ষা প্রথম শব্দ প্রবল হয়।

(খ) হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (Dilatation of the Heart)—হৃৎপিণ্ড

স্বাভাবিক অবস্থান হইতে ন্যূনাধিক প্রসারগ্রস্ত হইলে তাহাকে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বলে।

কারণ—বাতজ্বর, বিসর্প, বাতপিত্তোল্বন-সন্নিপাতজ্বর (Typhoid), মদরোগ প্রভৃতি রোগের পরিণামে এবং অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের পরিণামে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

লক্ষণ—হৃৎপেশীর বিবৃদ্ধিতে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা ত ইহাতে থাকেই ; উপরন্তু ইহাতে শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায়।

(গ) হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষ (Fatty degeneration of the Heart)—হৃৎপিণ্ডের পেশীর মধ্যে মেদসঞ্চয় এবং পেশীর ক্রমশঃ মেদে পরিবর্ত্তনকে হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষ বলে।

এই রোগ সাধারণতঃ প্রৌঢ়বয়সে হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—এই রোগে শ্বাসকষ্ট, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, নাড়ী মৃদু, নাড়ীর ক্ষীণতা, অসমতা এবং দৌর্ব্বল্য এইগুলি প্রধান লক্ষণ। ইহা হইতে পরে হৃৎকপাটের পীড়াও জন্মিতে পারে।

(৪) হৃৎকার্য্য-নিয়ামক প্রাণদা (Vagus nerve) ও সমবেদিকা (Sympathetic nerve) নাড়ীর বিকৃতি—ইহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

লক্ষণ—নাড়ীর গতির অসমতা, নাড়ীর গতি অস্বাভাবিকরূপে কম বা বেশী হওয়া, হৃচ্ছূল ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ—ভীতি, শোক, চিন্তা, মানসিক উদ্বেগ ; চা ও তামাক, সুরাপান, মস্তিষ্কে আঘাত, প্রাণদা নাড়ীর উত্তেজনা, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর এবং প্রদাহ ; এইসকল কারণে উপরিউক্ত রোগসকল প্রকাশ পায়।

হৃচ্ছূল (Angina Pectoris)—ইহাতে হৃৎপ্রদেশে অকস্মাৎ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ হইতে হৃচ্ছূল প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ যাহারা মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অথবা সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহাদিগকেই এই রোগে বিশেষরূপে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই রোগকে "চিকিৎসকদের রোগ" বলা যায়। কারণ প্রায়ই চিকিৎসকদিগকে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহা কখনও কখনও বংশপরম্পরাক্রমে হইতে দেখা যায়। সচরাচর এই রোগে বৃদ্ধেরাই বেশী আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

ভীতি, শোক, চিন্তা, উত্তেজনা প্রভৃতির পরে অকস্মাৎ হৃদয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা প্রকাশ পায়। প্রথমে হৃদ্‌প্রদেশে আরম্ভ হইয়া পরে বেদনা বামবাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাতে রোগীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ, মলিন, গাত্রশীতলতা, কখনও কখনও প্রচুর ঘর্ম্ম-নির্গমন এবং মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়। ইহার পূর্ব্বাভাষ রোগী বুঝিতে পারে না। এই বেদনা সাধারণতঃ অল্পক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এই বেদনা আরম্ভ হইলেই রোগীর মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। যদিও এই আক্রমণ ক্ষণস্থায়ী, তথাপি আক্রমণ প্রবল হইলে রোগী সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহাতে বায়ু ও পিত্ত প্রবল থাকে এবং বাতশ্লৈষ্মিক হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। ইহাতে রসরাজরস, বাতনিসূদনরস, বিষাণভস্ম, ধাত্রীলৌহ, হিঙ্গ্বাদ্যগুড়িকা ব্যবহার করিলে সুফল দর্শে।

ক্রিমিজ হৃচ্ছূল (Coronary Thrombosis)—বায়ু, ক্রিমি, মেদ, জমাট রক্তপিণ্ড, হৃৎপিণ্ডের কপাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ প্রভৃতি ধমনীর অবরোধক বস্তুদ্বারা হৃদয়মাতৃকা ধমনীর (Coronary artery) অবরোধ-হেতু যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে ক্রিমিজ-হৃচ্ছূল বলে। ইহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়—

দীর্ঘকালস্থায়ী বক্ষোবেদনা (উরঃফলকের নীচে), শ্বাসকষ্ট, রোগী দীর্ঘকাল শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। মধ্যে-মধ্যে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে।

বাতপৈত্তিক হৃচ্ছূল (Angina Pectoris)	ক্রিমিজ হৃচ্ছূল (Coronary Thrombosis)
বয়স—প্রৌঢ়বয়স।	প্রৌঢ়বয়স।
কারণ—মানসিক দুশ্চিন্তা, ভীতি, শোক ইত্যাদি।	পরিশ্রম, উত্তেজনা, মিথ্যা-আহার-বিহার ইত্যাদি।
সময়—কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। আকস্মিক আক্রমণ।	কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সাধারণতঃ আহারান্তে অথবা বিশ্রাম ও নিদ্রাকালীন প্রকাশ পায়।

অবস্থা—রোগী একস্থানে নিশ্চল-ভাবে থাকে। মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যায়।	রোগী অত্যন্ত অস্থির ও যন্ত্রণা-কাতর হয়। কখনও বসিয়া থাকে, মুখমণ্ডল নীলাভ হয়। হস্ত ও পদ শীতল হয়।
বেদনা ও স্থিতিকাল—সূচী-বেধবৎ যন্ত্রণা, মারাত্মক, রোগী ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না। বুকের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধ ও বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। বেদনা ক্ষণস্থায়ী। নাড়ী সহজ বা মৃদু।	বেদনা সুদীর্ঘকালস্থায়ী। মাঝে-মাঝে বেদনা বৃদ্ধি পায় ও কমিয়া যায়। উরঃফলকের (sternum) নীম্নে হৃৎপ্রদেশে বেদনা প্রকাশ পায়। ইহাও মারাত্মক। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল।
বেদনার অন্তে—দুর্ব্বল, ২।১ দিনের পর হৃতস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া আসে।	কখনও কখনও জ্বর দেখা যায়। হৃৎকম্পন, নাড়ীর গতির অসমতা, দ্রুতগতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।
রক্তচাপ—রক্তের চাপ (Blood-pressure) স্বাভাবিক; কখনও কখনও একটু বেশী।	রক্তের চাপ (Blood pressure) খুব কম।
বমন—থাকে না।	থাকে।
উত্তাপ—স্বাভাবিক	পরে কখনও কখনও জ্বর দেখা যায়।
রক্তচলাচলে বাধা—প্রায়ই বাধা থাকে না। সাময়িক বাধা জন্মিতে পারে।	রক্তচলাচলের ব্যাঘাত হয়। মহামাতৃকা-ধমনীতে (caronary artery) রক্তচলাচল হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়।

চিকিৎসা—বাতপৈত্তিক হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ক্রিমিজ-হৃচ্ছূলে বিষাণভস্ম ঘৃতসহ (চক্রদত্ত—হৃদ্রোগ), হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, হৃচ্চিন্তামণি, রসরাজরস, বাতকুলান্তক, যোগেন্দ্ররস, হৃদয়ার্ণবরস প্রভৃতি ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডে কোনরূপ পীড়া হইলে তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যায়। হৃদ্রোগ নানাকারণে হইতে পারে—আমবাত, সান্নিপাতিকজ্বর বা জ্বর-বিকার,

যক্ষ্মা ও কাস প্রভৃতি রোগে হৃদয়ে বেদনা প্রকাশ পায়; যে-কোন কারণে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা বা অন্য কোনরূপ কষ্ট প্রতীয়মান হইলে তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যাইতে পারে। জ্বরাদিরোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ে যে বেদনা হয়, তাহা হইতে হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উহাতে হৃদয়ের অংশগত ক্রিয়ার তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটে না। আমবাতরোগ প্রবল হইলে হৃদয়ে যেরূপ বেদনা প্রকাশ পায়, হস্ত, পদ, গুল্ফ ও উরুসন্ধি প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপ বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। হৃদয়ের উপরিভাগে যে সূক্ষ্মকলা আছে, পার্শ্বশূল, বিসর্প ও সান্নিপাতিকজ্বর প্রভৃতি রোগে তাহাতে (হৃদয়ের আবরক সূক্ষ্ম কলায়) শূল হইবার সম্ভাবনা আছে, ঐ সূক্ষ্ম কলায় শূল হইলে উহাতে রস সঞ্চিত হয় এবং রস সঞ্চিত হওয়ায় হৃদয়ের উপরিভাগে চাপ লাগে, হৃদয়ে চাপ লাগিলে রক্ত ফুসফুস্ হইতে হৃদয়ের বাম অলিন্দে সহজে আসিতে পারে না, সুতরাং রক্ত ঐরূপ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় গলার শিরাসকল স্ফীত হয়, আবার গলার শিরা স্ফীত হওয়ায় রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। হৃদয়াবরক কলায় শূল হইলে সান্নিপাতিক-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে এবং তজ্জন্য বমন হইতে থাকে। হৃদয়াবরক সূক্ষ্মকলায় রস সঞ্চিত হইলে হৃদয়ে চাপ পড়ে; সুতরাং মস্তকে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না, পরন্তু মস্তকে বায়ু প্রকুপিত হয়; আবার সূক্ষ্মকলায় রস সঞ্চিত হইলে আহার্য্য গিলিবার সময় উহার উপর চাপ পড়ে বলিয়া অন্ননালীতেও চাপ পড়ে এবং তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের প্রকোষ্ঠের দ্বার অর্থাৎ যে দ্বার হইতে রক্ত প্রকোষ্ঠে গমন করে, ঐ দ্বারে কোন রোগ হইলে প্রকোষ্ঠেও সেই রোগ জন্মে। কারণ হৃদয়ের দ্বার অবাধে ঠেলিয়া প্রকোষ্ঠের মুখের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে রক্তের গতি পুনঃপুনঃ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

হৃদয়ের প্রকোষ্ঠদ্বারের রোগ জন্মিলে রক্ত ফুস্ফুসে সহজে আসিতে পারে না এবং ফুস্ফুস্ হইতে হৃদয়ের প্রকোষ্ঠেও অবাধে যাইতে পারে না; সুতরাং যখন ফুস্ফুসে রক্ত জমিতে থাকে, তখন পার্শ্বশূল, পার্শ্বশোথ ও শ্বাস ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এইরূপে হৃদয়ের দক্ষিণ দ্বার অবরুদ্ধ হইলে মলিন রক্ত হৃদয়ের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠ হইতে হৃদয়ের দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং

মলিন রক্ত দক্ষিণ কোষে ক্রমশঃ সঞ্চিত হওয়ায় ফুস্‌ফুসের গায়ে চাপ লাগে। রক্ত অগ্রসর হইতে না পারায় মলিন-রক্তবহা-শিরায় সঞ্চিত হইতে থাকে এবং শিরায় রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় যকৃতের শিরাজালও সেই দূষিত রক্ত দ্বারা ক্রমশঃ পূর্ণ হয়, তজ্জন্য যকৃতের বৃদ্ধি ও যকৃতে বেদনা উপস্থিত হয় এবং যকৃৎ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। এইরূপে বুকের শিরাসমূহে রক্ত সঞ্চিত হইলে প্রস্রাব লাল এবং পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। পক্কাশয়ের শিরাসমূহে রক্ত সঞ্চিত হইলে রক্তবমন বা বমন হইতে পারে। অন্ত্রের শিরাজালে এইরূপ দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইলে রক্তভেদ হয়। এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, হৃদয়ের দ্বার, হৃদয়ের আবরক সূক্ষ্মকলা, হৃদয়ের দক্ষিণ দ্বার, প্রকোষ্ঠ এবং মুখ ও হৃদয়ের বামদ্বার, বামমুখে এবং প্রকোষ্ঠে রোগ হইলে শরীরের অন্যান্য যন্ত্রেও কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যদিও হৃদ্রোগের সামান্য কয়েকটি লক্ষণমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি যন্ত্রবিশেষে রোগ হইলে কেবলমাত্র ঐ কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বাতাদি-দোষভেদে আরও নানাবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতিক হৃদ্রোগ—বাতিক হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অগ্রে রোগীকে বমন করাইয়া দুগ্ধের সহিত অর্জ্জুনছালচূর্ণ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, বৈকালে পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, পুষ্করাদিচূর্ণ বা হরীতক্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। গোধূমাদ্যযোগ এই রোগে সমধিক উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে চিন্তামণিরস বা প্রভাকরবটী প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে উষ্ণজলে স্নান ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগের প্রথম অবস্থায় বমন ও লঙ্ঘন প্রশস্ত।

পৈত্তিক হৃদ্রোগ—পৈত্তিক হৃদ্রোগে অম্লপিত্তের লক্ষণ অনেকাংশে প্রকাশ পায়। প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রদানপূর্ব্বক দেহ শোধন করিয়া রোগীকে শ্রীপর্ণ্যাদিকাথ বা অর্জ্জুনাদিকাথ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে চিন্তামণিরস, প্রভাকরবটী ও অর্জ্জুনাদিক্ষীর সেবন করাইবে। জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল থাকিলে তাহার চিকিৎসা যথা-নিয়মে করিবে।

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগ—শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ

প্রয়োগ করিয়া দেহ শুদ্ধ হইলে পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, ত্রিবৃতাদিচূর্ণ বা এলাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে।

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগ—সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান করিয়া বাতাদিদোষের মধ্যে যাহার প্রবলতা দর্শন করিবে, সেই দোষ-নাশক ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে শ্বাস ও কাসাদি উপদ্রব নষ্ট হইলে মধুসহ কুড়চূর্ণ বা সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষারসহ দশমূলকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দুগ্ধসহ গোরক্ষচাকুলের ছালচূর্ণ বা অর্জ্জুন-ছালচূর্ণ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে কল্যাণসুন্দররস বা বিশ্বেশ্বররস প্রভৃতি এবং শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত বা অর্জ্জুনঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে।

ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগ—এই রোগে যাহাতে ক্রিমিসকল অধোগামী হয়, তদ্রূপ চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক। রোগের প্রথমাবস্থায় বিড়ঙ্গাদিযোগ গোমূত্রসহ এবং তৎসঙ্গে শঙ্করবটী বা রসায়ন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে সপ্তাহে ২।৩ দিন বিরেচক ঔষধ এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ কিছু বিলম্বে নিবৃত্ত হয়।

হৃদ্রোগে উপদ্রব—হৃদ্রোগে শ্বাস, কাস, জ্বর, পার্শ্বশূল এবং ফুস্‌ফুসের বিবিধ গ্লানি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। উহাদের চিকিৎসা মূলরোগের চিকিৎসার সহিত করা আবশ্যক। যেসমস্ত ঔষধে ফুস্‌ফুস্ এবং ফুস্‌ফুসের আবরকের বেদনা নিবৃত্ত হয়। তাহার চিকিৎসা না করিলে কেবলমাত্র মূলরোগের চিকিৎসা দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। শ্বাস, কাস ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে দশমূলকাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করা এবং কল্যাণসুন্দররস, বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ বাসাবলেহ বা অগস্ত্যহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক ; এই অবস্থায় অগস্ত্যহরীতকী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে মৃত্যুঞ্জয়রস, জ্বরারি-অভ্র বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। এই সময় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপর রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করা আবশ্যক। কারণ রোগীকে অতি সাবধানে ঔষধ ও পথ্য প্রদান না করিলে ফুস্‌ফুসের কার্য্য রুদ্ধ হইয়া সহসা বিপদ্ ঘটিতে পারে। ফুস্‌ফুসের

পীড়া হইতে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে শ্বাসকাস-নিবর্ত্তক ঔষধসমূহ বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রদান করা কর্ত্তব্য।

হৃদ্রোগে ঔষধ

বিড়ঙ্গাদিযোগ—ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে বমনবেগ, হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, অরুচি ও মুখ হইতে থুথু-নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও অপরাহ্নে গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

বিড়ঙ্গাদিযোগ। বিড়ঙ্গচূর্ণ ও কুড়চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

হৃচ্ছূলান্তকযোগ—বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং ঐ বেদনা সমস্ত বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে ব্যাপ্ত হইলে রোগীকে এই ঔষধ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে।

হৃচ্ছূলান্তকযোগ। হরিণের শৃঙ্গ কুশ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া মাটী দ্বারা লেপন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। অনন্তর শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। মাত্রা—১ রতি হইতে ২।৩ রতি। বয়ঃক্রম-অনুসারে ঔষধের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

গোধূমাদ্যযোগ—বাতিক বা পৈত্তিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা এবং ঐ বেদনা বক্ষোদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, পরন্তু তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

গোধূমাদ্যযোগ। গমচূর্ণ ২ ভাগ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ ২ ভাগ এবং তৈল, গব্য-ঘৃত ও ইক্ষুগুড় সমভাগে মিলিত ১ ভাগ লইয়া অম্লজলসহ পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাদিযোগ—পৈত্তিক হৃদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, তৃষ্ণা, দাহ, হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ চিনির জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ভেদক।

তিক্তাদিযোগ। কট্‌কীচূর্ণ ও যষ্টিমধুচূর্ণ সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। মাত্রা—৶০ আনা বা ।০ আনা।

শ্রীপর্ণ্যাদিক্বাথ—পৈত্তিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে গ্লানি, তৃষ্ণা, দাহ, কণ্ঠদেশ হইতে ধূমনির্গমবৎ বোধ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথে ময়নাফলচূর্ণ, মধু ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বমন হইলে বেদনার হ্রাস হয়।

শ্রীপর্ণ্যাদিক্বাথ। গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

হরীতক্যাদিচূর্ণ—বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, হৃদয় ছিন্নপ্রায় বোধ এবং হৃদয়ের ঐ বেদনা বক্ষোদেশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শটীর পালো এবং কুড়; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

পুষ্করাদিচূর্ণ—বাতজ-হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা এবং ঐ বেদনা ক্রমশঃ সমস্ত বক্ষে ব্যাপ্ত হইলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধ, কাঁজি, গব্যঘৃত ও সৈন্ধবলবণসহ সেবন করিতে দিবে।

পুষ্করাদিচূর্ণ। কুড়, টাবালেবুর মূল, শুঁঠ, শটী ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা।

অর্জ্জুনাদিক্ষীর—পৈত্তিক হৃদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, তৃষ্ণা, দাহ, হৃদয়ে গ্লানিবোধ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই দুগ্ধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অর্জ্জুনাদিক্ষীর। অর্জ্জুনছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা ও যষ্টিমধু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা; এইসমস্ত একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেবন করিতে দিবে।

গোধূমাদ্যক্ষীর—সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, গাত্রদাহ, ঘর্ম্ম, শরীরের শোষণবৎ ভাব ও বক্ষোদেশে জ্বালা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্ষীর রোগীকে প্রত্যহ পান করিতে দিবে। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগেও ইহাদ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

গোধূমাদ্যক্ষীর। গোধূমচূর্ণ ১ ভাগ ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ ১ ভাগ; উভয়ে একত্র

করিয়া ঘৃত, চিনি ও কিঞ্চিৎ জলসহযোগে পাক করিলে যখন মোহনভোগের ন্যায় হইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ত্রিবৃতাদিচূর্ণ—শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে শ্লেষ্মস্রাব, অরুচি, জড়তা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে।

ত্রিবৃতাদিচূর্ণ। তেউড়ীমূল, শটীর পালো, বেড়েলা, রাস্না, শুঁঠ, হরীতকী ও কুড়; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে। মাত্রা—।০ আনা।

এলাদিচূর্ণ—শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফস্রাব, অরুচি, জড়তা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ঘৃতের সহিত চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

এলাদিচূর্ণ। ছোটএলাইচচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ—সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফস্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই চূর্ণ রোগীকে যবের ক্বাথসহ সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ। হিং, বচ, বিটলবণ, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, যবক্ষার ও সৌবর্চ্চল-লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং কুড়চূর্ণ ২ ভাগ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

পাঠাদ্যচূর্ণ—সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, হৃদয়ে ভারবোধ, দাহ, মুখ হইতে কফস্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পাঠাদ্যচূর্ণ। আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শটীর পালো, কুড়, তেঁতুলছাল, দাড়িমের খোসা ও টাবালেবুর মূলের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

ককুভাদ্যচূর্ণ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হৃদয়ে শূল ও ভারবোধ,

গ্লানি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

ককুভাদ্যচূর্ণ। অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

হৃদ্রোগান্তক—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, ভারবোধ এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মনিঃসরণ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—মধু।

হৃদ্রোগান্তক। প্রস্তুতবিধি ৪৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদয়ার্ণবরস—শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, হৃদয়ে বেদনা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ কাকমাচীফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া; ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হৃদয়ার্ণবরস। রস, গন্ধক এবং তামা; এই তিনদ্রব্য সমভাগে লইয়া ত্রিফলার ক্বাথ এবং কাকমাচীর রসে যথাক্রমে একদিন মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

চিন্তামণিরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য ভারবোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং ফুস্‌ফুসে উৎকট বেদনা হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগের প্রবলতায় ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ শ্বাস ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ অতি উপকারী। প্রমেহদোষ থাকিলে তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—গমের ক্বাথ।

চিন্তামণিরস। রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ ও শিলাজতু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ আনা ও রৌপ্য ॥০ অর্দ্ধতোলা; এইসমুদয় একত্র করিয়া রক্ত-চিতার রস, ভৃঙ্গরাজরস এবং অর্জ্জুনছালের ক্বাথে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

বিশ্বেশ্বররস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের

প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ হৃদয়ে ভারবোধ ও অসহ্য বেদনা এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে এবং তজ্জন্য ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার লাঘব হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ফুস্‌ফুসের রোগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট। অনুপান—শুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের কাথ।

বিশ্বেশ্বররস। স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, রস, গন্ধক ও বৈক্রান্ত; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কর্পূরের জলে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

শঙ্করবটী—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা ও ভারবোধ এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। হৃদয়ে রক্তের গতির লাঘব হইলে এবং ফুস্‌-ফুসের কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহ না হইলে ও তজ্জন্য কাসশ্বাসাদি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। ফুস্‌ফুসের পীড়ার মধ্য ও পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

শঙ্করবটী। রস ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ৩ তোলা ও সীসাভস্ম ২ তোলা; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কাকমাচী, রক্তচিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসকপাতা, বিল্বছাল ও অর্জ্জুনছাল; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

প্রভাকরবটী—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে দাহ, মূর্চ্ছা, হৃদয়ের যন্ত্রণা, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা সমধিক উপকারী। অনুপান—অর্জ্জুনছালের কাথ ও মধু।

প্রভাকরবটী। স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অর্জ্জুনছালের কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী—৪ রতি।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত—বাতিক বা পৈত্তিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায়

হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা, শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, দাহ, মূর্চ্ছা, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ শ্বাস, কাস, প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর মেহদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত কৃশ ব্যক্তির পক্ষে শারীরিক বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর। ক্ষতকাস, শ্বাস, পৈত্তিক কাস ও বাতিক কাস প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল; ঋষভক ও শালপাণী, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা; জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—আলকুশীবীজ, ঋষভক, অশ্বগন্ধা, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, ইক্ষুচিনি, মুণ্ডিরী, পদ্মের নাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

বলাদ্যঘৃত—বাতিক বা পৈত্তিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগবশতঃ কাস বা শ্বাস থাকিলে ও কাসের সহিত রক্ত-নির্গম হইলে এই ঘৃত প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পৈত্তিক কাস, ক্ষতজকাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপরাহ্লে সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল; ইহারা সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷০ অর্দ্ধতোলা।

অর্জ্জুনঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগে এই ঘৃত অতি উপকারী; সকল অবস্থাতেই ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অর্জ্জুনঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—

অর্জুনছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—অর্জুনছাল /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

হৃদ্রোগে কাস-চিকিৎসা

বৃহৎ বাসাবলেহ। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যাঘাতবশতঃ কাস বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্যহরীতকী—হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

অগস্ত্যহরীতকী। প্রস্তুতবিধি ২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্ততিলকরস—হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ে বেদনা এবং তৎসঙ্গে কাস ও জ্বর থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বসন্ততিলকরস। প্রস্তুতবিধি ২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগে শ্বাস-চিকিৎসা

শ্বাসকুঠাররস—হৃদ্রোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়ার হ্রাস হইলে এই ঔষধ রোগীকে কাসের তরল-অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া-ঘষা ও মধু।

শ্বাসকুঠাররস। প্রস্তুতবিধি ৫২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসভৈরবরস। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার লাঘব হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস, জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে কাসের তরলাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের ক্কাথ।

শ্বাসভৈরবরস। প্রস্তুতবিধি ৫০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগে জ্বর-চিকিৎসা

জ্বরারি-অভ্র। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাস, কাস ও তৎসঙ্গে জ্বরের মধ্যবিধ বেগ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

জ্বরারি-অভ্র। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজবটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে বা ঐ জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে পানের রসসহ সেবন করাইবে।

মহারাজবটী। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ চূড়ামণিরস—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যাঘাতবশতঃ কাস ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং ঐ জ্বর প্রত্যহ অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। প্রস্তুতবিধি ১০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগে পথ্য

হৃদ্রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও কুলথকলাইয়ের যূষ, জাঙ্গল ও মৃগপক্ষীর মাংসের যূষ, পটোল, পুরাতন কুমড়া, কচি-মূলা, বেগুন, ক্ষুদ্র ও টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, কাঁঠাল, আম, দাড়িম, কিস্‌মিস্‌, ঘোল, রশুন ও আদা প্রভৃতি দ্রব্য সুপথ্য। দূষিত জল, উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য ও পত্রশাক প্রভৃতি হৃদ্রোগে কুপথ্য।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ-চিকিৎসা

বাতিক বৃদ্ধির লক্ষণ—বায়ুজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড রুক্ষ, অল্প-কারণে বেদনাযুক্ত ও স্পর্শ করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার থলিয়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

পৈত্তিক বৃদ্ধির লক্ষণ—পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড পক্ব যজ্ঞ-ডুমুরফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং উষ্ণ ও দাহযুক্ত হয়, পরন্তু পাকিয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধির লক্ষণ—কফজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড খুব বড়, শীতল, ভারবিশিষ্ট, চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন এবং অল্পবেদনান্বিত হয়।

রক্তজ বৃদ্ধির লক্ষণ—রক্তজ বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকাবৃত হয়, পরন্তু পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগের লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে।

মেদজ বৃদ্ধির লক্ষণ—মেদজ বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড মৃদু ও পক্বতালফলসদৃশ নীল ও বর্ত্তুলাকার হয় এবং কফজ বৃদ্ধির লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মূত্রজ বৃদ্ধির লক্ষণ—নিয়ত মূত্রের বেগ ধারণ করিলে মূত্রজ বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রজবৃদ্ধিগ্রস্ত ব্যক্তির কুরণ্ড গমনকালে জলপূর্ণ চর্ম্ম-পুটকের ন্যায় ক্ষোভযুক্ত, মৃদু ও বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে, পরন্তু মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ বেদনা হইয়া থাকে।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—বাত-প্রকোপক দ্রব্য আহার, শীতলজলে অবগাহন, মল ও মূত্রের সঞ্জাতবেগ-ধারণ বা অনুপস্থিত বেগপ্রদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন, বলপূর্ব্বক বিগ্রহ এবং ধনুরাদি-আকর্ষণজনিত বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে গমনপূর্ব্বক কুঁচ্‌কির সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। এই অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা না করিলে অণ্ডকোষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং স্তম্ভিত হয়, পরন্তু অণ্ডকোষ টিপিলে শব্দের সহিত বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পূর্ব্ব আকার ধারণ করে। এই রোগে বাতজ বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ব্রধ্নের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—অত্যন্ত অভিষ্যন্দী দ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, শুষ্কদ্রব্য ও পচা মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইয়া কুঁচ্‌কিতে গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপন্ন হয় এবং প্রবল জ্বর, বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে চলিত কথায় বাগী কহে।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ-চিকিৎসা-বিধি

কুপিত অধোগামী বায়ু কুঁচ্‌কি হইতে অণ্ডকোষে গমনপূর্ব্বক অণ্ডকোষ-বাহিনী ধমনীকে দূষিত ও বর্দ্ধিত করে, সুতরাং অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। অণ্ডকোষ এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে কুরণ্ড-রোগ বলে। কুরণ্ডরোগ সাত প্রকার। এই রোগে বায়ুই প্রকুপিত হয়, অতএব ইহা সম্পূর্ণ বাতজ ব্যাধি। মলমূত্রাদির বেগধারণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাতজ অর্শ এবং বেগে দূরবর্ত্তী পথ-গমনাগমন; এইসকল কারণে সাধারণতঃ অধোগামী বায়ু প্রকুপিত হয় ও তাহার প্রকোপবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তজনিক বৃদ্ধিরোগে স্ফোটক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু রক্তজ বৃদ্ধিরোগে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ। মেদজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ তালের ন্যায় বড় হয়, কিন্তু তাহার লক্ষণ কফজ বৃদ্ধির ন্যায়, সুতরাং কফজ বৃদ্ধি ও মেদজ বৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মেদজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি-লক্ষণই একমাত্র প্রভেদ। এইরূপ মূত্রজ বৃদ্ধি ও বাতজ বৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধিরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ বেদনাই একমাত্র প্রভেদ বা প্রধান লক্ষণ। যে-কোন দোষেই বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হউক, বায়ুর প্রকোপই তাহার প্রধান কারণ।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ ও অসাধ্য; প্রথম প্রকোপকালে চিকিৎসা করিলে রোগী কদাচিৎ আরোগ্যলাভ করে। এই রোগে বায়ুর প্রকোপ সাধারণ বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা সমধিক লক্ষিত হয়, তৎসঙ্গে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং উহা বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, টিপিলে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। প্রথমাবস্থায় কুঁচ্‌কিতে গ্রন্থিরূপ শোথ প্রকাশ

পায় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পায় ; তখন রোগ অত্যন্ত কঠিন হয়। এই উভয় রোগের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও চিকিৎসার বিশেষ প্রভেদ নাই ; বাতজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা করিলে অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের অনেক উপকার হয়। বৃদ্ধিরোগের প্রত্যেক অবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠশোধক ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠশোধক ঔষধ বা অন্নপানীয় সেবন করিবার ফলে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার হইলে বায়ু অনুলোম হয়, বায়ু অনুলোম হইলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা হ্রাস পায়। সুতরাং তখন কেবল বাতাদিদোষপ্রশমক ঔষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

বাতজ বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ অর্থাৎ আমবাতারিবটিকা, সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে অথবা গোমূত্রে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে পূর্ব্বোক্ত আমবাতারিবটিকা ও বাতারি প্রভৃতি ঔষধ কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে এবং যেসকল ক্রিয়া দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হয়, সেইসমস্ত, বিশেষতঃ বেগে গমনাগমন, মলমূত্রের বেগধারণ প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে দাহ, ফুলা ও বেদনা থাকিলে চন্দনাদি-প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং এরণ্ডতৈলসহ দশমূলক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইলে বেদনা ও ফুলা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ; বাতারি, আমবাতারিবটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে শতপুষ্পাদ্যঘৃত বা দন্তীঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় গুরুপাকদ্রব্য-সেবন ও বাতবর্দ্ধক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগ হ্রাস পায়।

শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ পঞ্চমূল গোমূত্রে পেষণ করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিবে এবং ত্রিকট্বাদিকাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে কাঁজিসহ আকন্দমূল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে আরও উপকার হয় অথবা সর্ষপ ও সজিনাছাল একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন হইলে

কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক আমবাতারিবটিকা, সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুবর্দ্ধক নহে, এরূপ দ্রব্য এবং অন্নপানীয় সেবন করা ও উষ্ণজলে স্নান এবং উষ্ণজল পান করা কর্ত্তব্য।

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই অবস্থায় জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ করা অতি উপকারী। দাহাদি প্রকাশ পাইলে চন্দনাদিলেপ অথবা পঞ্চবল্কলের লেপ প্রদান করিবে এবং সেবনার্থ এরণ্ডতৈলসহ দশমূলকাথ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। রোগ প্রবল হইলে আমবাতারিবটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। এইরূপভাবে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ হ্রাস পায়। রোগ পুরাতন হইলে শতপুষ্পাদ্যঘৃত বা বৃহৎ দন্তীঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মেদজ বৃদ্ধিরোগে স্বেদপ্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। গোময়পিণ্ডাদি দ্বারা স্বেদ দিয়া পরে সুরসাদিপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং ত্রিকট্বাদিকাথে যবক্ষার ও হিং মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, পরন্তু আমবাতারি বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইরূপভাবে দীর্ঘকাল নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইবে, নচেৎ উপকার-লাভ কঠিন। মেদজ বৃদ্ধিরোগে শ্লেষ্মনাশকদ্রব্য পান ও ভোজনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

মূত্রজ বৃদ্ধিরোগে প্রথমে স্বেদ-প্রদান করিবে, অনন্তর ত্বকের উপরিভাগ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপ স্বেদপ্রদান ও বেষ্টন করিবার কিছুদিন পরে সূক্ষ্মমুখ অস্ত্র দ্বারা অণ্ডকোষের সেবনীর (সেলাইয়ের) পার্শ্বে অধোভাগ এরূপভাবে বিদ্ধ করিবে, যাহাতে ঐ সেবনীতে আঘাত না লাগে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জল বাহির হইলে অনেক উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বস্তিরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে যে কোষ বৃদ্ধি পায়, সেই কোষের বিপরীত ভাগের শিরা বিদ্ধ করিবে অর্থাৎ বামকোষ বৃদ্ধি পাইলে দক্ষিণকোষের শিরা এবং দক্ষিণকোষ বৃদ্ধি পাইলে বামকোষের শিরা বিদ্ধ করিবে; কিন্তু উভয়কোষের বৃদ্ধি হইলে উভয়দিকের শিরাই বিদ্ধ করিবে। এই রোগে শঙ্খদেশের (ললাটের) উপরিভাগে ও কর্ণের প্রান্তে যে শিরা আছে, তাহাও বিপরীত-

ভাবে বিদ্ধ করিয়া দিবে অর্থাৎ বামকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দক্ষিণকর্ণের প্রান্তস্থিত শিরা এবং দক্ষিণকোষ বৃদ্ধি পাইলে বামকর্ণের প্রান্তস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে। বামকোষ বৃদ্ধি পাইলে অগ্নিদগ্ধ লৌহ-শলাকা দ্বারা দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ও দক্ষিণকোষ বৃদ্ধি পাইলে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ফোস্কা করিবে। এইসমস্ত কার্য্য অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও অত্যধিক উপকারী।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে সময় সময় বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য উদরাধ্মান ও উদরে বেদনা প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে বেড়েলামূল দুগ্ধসহ পাক করিয়া ছাঁকিয়া উহাতে এরণ্ডতৈল প্রদান করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা দাস্ত পরিষ্কার হইলে অনেক উপকার হয়; এতদ্ভিন্ন বাতারি, আমবাতারিবটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে দাস্ত পরিষ্কার হইলে রোগীর অনেক উপকার হয়; বাতানুলোমক ঔষধ ও পথ্য এই রোগে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে।

যে-কোন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে ও কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ পুরাতন হইলে খট্টাশাদি জন্তুর ক্রোড়স্থ চর্ম্মের দ্বারা থ'লের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা অণ্ডকোষ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে; ইহাতে কোষবৃদ্ধিও হ্রাস পাইয়া থাকে। রোগের পুরাতন অবস্থায় গন্ধর্ব্বহস্ততৈল প্রতিদিন অর্দ্ধ বা ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে এবং বৃদ্ধিবাধিকাবটিকা প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে উহার ২ ঘণ্টা পরে সেবন করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগ যাপ্য থাকে; কিন্তু আহারাদির নিয়ম ভঙ্গ হইলে বা রাত্রিজাগরণ ও পথপর্য্যটন করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া রোগ পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ ইহা অসাধ্য বলিয়াছেন।

বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইলে কুঁচ্‌কি স্ফীত হইতে আরম্ভ হয়, কুঁচ্‌কি ফুলিলে ক্রমশঃ জ্বর, বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা প্রবল হইতে থাকে। জ্বর প্রবল হইলে ঐ স্থান অধিক ফুলিতে থাকে ও ফুলাস্থান লাল হইয়া উঠে এবং পাকিতে আরম্ভ হয়, সুতরাং তখন রোগীর গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে, ইহাকে ব্রধ্নরোগ বা বাগী কহে। এই রোগ উপদংশ বা দূষিত মেহদোষ প্রভৃতি বিবিধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে যাহাতে

জ্বর বন্ধ হয়, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; জ্বর বন্ধ ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বেদনা ও ফুলা হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু অধিক ফুলা ও বেদনা থাকিলে প্রলেপ দ্বারা অনেক উপকার দর্শে। বটের আঠা ঐ স্থানে লেপন করিলে বা অজাজ্যাদিলেপ কিংবা লাক্ষাদিলেপ যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। এইসময় হরীতক্যাদিক্বাথ প্রয়োগ করিলে রোগীর জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হয় ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে। ব্রধ্নরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে কেবল প্রলেপ দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; তখন পাকিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পাকিলে পূঁযের সহিত দূষিত পদার্থ নির্গত হয়; পাকাইবার জন্য শিমুলের কাঁটা গোদুগ্ধে বাটিয়া বা ঘসিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা কবুতরের বিষ্ঠা ঐ স্থানে লাগাইবে। তোকমারি জলে ভিজাইয়া গরম করিয়া তদ্দ্বারা বা তিসির পুলটিস দিলেও ঐ স্থান পাকিয়া উঠে, অনন্তর যখন ব্রধ্নের মুখ সাদা ও উহার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হইবে, তখন অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিবে। অস্ত্র করার সুবিধা না থাকিলে গোদন্ত ঘর্ষণ করিয়া লাগাইবে, ইহাতে ঐ স্থানের চামড়া পাতলা হয় এবং অল্পকালমধ্যে উহা ফাটিয়া যায়; এইরূপে পূঁষ নির্গত হইলে ব্রণরোপণার্থ রোগীকে তিক্তকঘৃত বা মহাতিক্তক ঘৃত সেবন করিতে দিবে। ক্ষতস্থান নিমপাতা-সিদ্ধ জল দ্বারা প্রতিদিন ২।১ বার ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর ধৌত করা হইলে নিম্বঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগে ঔষধ

চন্দনাদিলেপ—পৈত্তিক ও রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে ফুলা, উষ্ণতা, বেদনা এবং রোগীর জ্বরাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ অণ্ডকোষে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

চন্দনাদিলেপ। রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল ও নীলসুন্দি; এইসকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে লাগাইবে।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ—পৈত্তিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে ফুলা, দাহ ও রোগীর জ্বরাদি প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ অণ্ডকোষে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে না।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ। বটছাল, অশ্বত্থছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, পাকুড়ছাল ও বকুলছাল; এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া দুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক ঘৃতমিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ লাগাইবে।

লোধ্রলেপ—বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে বেদনা, ফুলা, দাহ এবং রোগীর জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই লেপ দিবাভাগে প্রদান করিবে।

লোধ্রলেপ। লোধ্র বা লোধ দুগ্ধসহ বাটিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা ব্রধ্ন ও বিসর্পাদি রোগের ফুলা ও বেদনায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

অগুর্ব্বাদিলেপ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, ফুলা প্রভৃতি থাকিলে এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অগুর্ব্বাদিলেপ। আগরকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, কুড়, দেবদারু ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র ও কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিবে।

সুরসাদিলেপ—মেদজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অতি বৃহৎ হইলে ও তাহাতে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে এই প্রলেপ প্রদান করিবে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সুরসাদিলেপ। তুলসী, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্ণবা, কট্‌ফল, বামনহাটী, কুলেখাড়া, কুচিলা, কালকাসুন্দে ও গন্ধতৃণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে।

অজাজ্যাদিলেপ—ব্রধ্নরোগে অর্থাৎ কুঁচ্‌কি ফুলিয়া তাহাতে বেদনা এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে।

অজাজ্যাদিলেপ। কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, গম ও কুল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণ করিবে।

লাক্ষাদিলেপ—ব্রধ্নরোগে অর্থাৎ কুঁচ্‌কি ফুলিয়া উঠিলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বরাদি প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে।

লাক্ষাদিলেপ। লাক্ষা, করঞ্জবীজ, শুঁঠ, দেবদারু, গেরিমাটি ও কুন্দুরখোটি; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ কাঁজিতে পেষণ করিবে।

নিম্বঘৃত—ব্রধ্নরোগে 'ব্রধ্ন' অর্থাৎ বাগী পাকিলে এই ঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

নিম্বঘৃত। নিম্বপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ও বাটিয়া যথোচিত ঘৃতমিশ্রিত করিয়া লইবে।

ঘৃতলেপ—বাতিক বা পৈত্তিকবৃদ্ধি অথবা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, রোগীর জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত মালিশ করিতে দিবে।

ঘৃতলেপ। গব্যঘৃত এবং তাহার চারিভাগের ১ ভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে জীবিত শামুকের মাংস পরিত্যাগ করিয়া তাহার খোলার মধ্যে ঐ ঘৃত পূরণ করিবে, অনন্তর ৭ দিন রৌদ্রে রাখিয়া তদ্দ্বারা অণ্ডকোষে মালিশ করিবে।

ত্রিকট্বাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অত্যন্ত বড়, ভারী, শক্ত ও অল্প-অল্প বেদনাযুক্ত হইলে এই ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিকট্বাদিক্বাথ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

রাস্নাদিক্বাথ—অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত এবং বায়ুপূর্ণ চর্ম্ম-পুটকের ন্যায় অনুমিত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথে এরণ্ডতৈল অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাদিক্বাথ। রাস্না, যষ্টিমধু, পদ্মগুড়ুচী, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

হরীতক্যাদিক্বাথ—ব্রধ্নরোগে অর্থাৎ কুঁচকি ফুলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর জ্বর, কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয় ও জ্বর কমিয়া আইসে।

হরীতক্যাদিক্বাথ। হরীতকী, বচ, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, সোনামুখী, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ ও লবঙ্গ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিল্বাদিচূর্ণ—ব্রধ্নরোগে ব্রধ্ন বা কুঁচকি ফুলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বেদনা ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণ-জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

বিল্বাদিচূর্ণ। বেল, কয়েতবেল, শোণা, রক্তচিতা, বৃহতী, কণ্টিকারী, বিভারক,

নাটা ও সজিনা ; ইহাদের প্রত্যেকের মূলের চূর্ণ এবং শুঁঠ, রক্তচন্দন, পিপুল, পিপুলমূল, চই, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাস্তারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী ; এইসকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

ভক্তোত্তরীয়চূর্ণ—অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বায়ুপূর্ণ হইলে তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বাত ও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ বাতিক শূল, আমবাত ও শ্লীপদরোগে প্রয়োগ করা যায়।

ভক্তোত্তরীয়চূর্ণ। অভ্র, রস, গন্ধক, পিপুল, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাস্তারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগার খৈ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিতাল, মনঃশিলা, যমানী, বনযমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিং, মেথী, রক্তচিতা, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, মুথা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নীমবীজ, পল্‌তা ও বিস্তারকবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা লইয়া শোধিত ধুস্তুরবীজ ১০০টী চূর্ণ করিয়া সমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

বাতারি—অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় অণ্ডকোষ বায়ুপূর্ণ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে প্রবল বেদনা থাকলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ভেদক। অনুপান—আদার রস ও তিলতৈল।

বাতারি। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ; রক্তচিতা ৪ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ৪ তোলা ; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিবে। বটী—৵০ আনা।

বৃদ্ধিবাধিকাবটিকা—অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বায়ু-পূর্ণ প্রতীয়মান হইলে এবং শ্লেষ্মা ও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

বৃদ্ধিবাধিকাবটিকা। রস, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাংস্য, হরিতাল, তুঁতেভস্ম, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, বিড়ঙ্গ,

বিস্তারকবীজ, শটী, পিপুলমূল, আকনাদি, ধনে, বচ, এলাইচ, দেবদারু, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কচকচলবণ ও সাম্ভারলবণ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

আমবাতারিবটিকা—বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বায়ুপূর্ণ অনুমিত হইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক।

আমবাতারিবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু—বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু—বৃদ্ধি এবং অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতাবস্থায় এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা তীব্রবিরেচক, অতএব রোগীর বল, বয়স ও কোষ্ঠের বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক সাবধানে প্রয়োগ করিবে। দাস্ত হইলে অতি লঘুপথ্য আহার করিতে দিবে। প্রত্যহ সেবন সহ্য না হইলে অথবা দাস্ত অধিক হইলে ২।১ দিন পরে পুনরায় সেবন করিতে দিবে। এইরূপভাবে সপ্তাহে ২।৩ দিন প্রয়োগ করা আবশ্যক। বৃদ্ধিরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শশিশেখররস—অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে বায়ুর আধিক্যবশতঃ নিদ্রার অভাব, উদরাধ্মান, উদরে বায়ুপূর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জলসহ অথবা হরীতকী-বাটা ও সৈন্ধবলবণসহ সেবন করাইবে।

শশিশেখররস। লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দূর; এইসকল দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

শতপুষ্পাদিঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, মেদজ বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি-রোগের পুরাতন অবস্থায় অণ্ডকোষে বেদনা, ফুলা ও তৎসঙ্গে রোগীর কোষ্ঠ-বদ্ধতা, দাহ এবং অণ্ডকোষের উপরিভাগে ব্রণ প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া ঘৃতের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

শতপুষ্পাদিঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ডমূল, বিল্বপত্র ও কণ্টিকারী; ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ সের, অভাবে উহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গোদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুলফা, পদ্মগুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপাতা, এলাইচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচিতা, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটকী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়্‌চির ছাল ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

দন্তীঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং অণ্ডকোষে ফুলা, বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ব্রধ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় কুঁচ্‌কির ফুলা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে অথবা একরূপ অবস্থায় থাকিলে এই ঘৃত প্রয়োগ করা আবশ্যক; ইহা কোষ্ঠশোধক এবং বাতনাশক। ভগন্দর ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। বৃদ্ধি বা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অন্যান্য ঔষধ দ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে এবং রোগ পূর্ব্ববৎ থাকিলে বা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে এই ঘৃতের ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দন্তীঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—দন্তীমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের, তালমূলীর রস ১৬ সের। কুড়্‌চিছালের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—দন্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল ও তেউড়ীমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

সৈন্ধবাদ্যতৈল—মূত্রজ বৃদ্ধিরোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায়

অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল দ্বারা অনুবাসনবস্তি অর্থাৎ পিচ্‌কারী সপ্তাহান্তরে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া বায়ু অনুলোম হইলে বেদনা ও ফুলা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ব্রধ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় ঐ তৈল দ্বারা ঐরূপ ক্রিয়া করিবে। আনাহ, অশ্মরী ও গুল্ম প্রভৃতি রোগে এই তৈলের পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

সৈন্ধবাদ্যতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ, মদনফল, কুড়, শুল্‌ফা, বেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, চই, রক্তচিতা, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, তেউড়ীমূল, রেণুকা, নীলবুহ্না, শালপাণী, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল ও রাস্না; এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল—অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অণ্ডকোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে এই তৈল প্রতিদিন উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে এবং এই তৈল দ্বারা সপ্তাহান্তর পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ব্রধ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন করাইলে উপকার হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈল—অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিরেচক ও অন্যান্য ঔষধ সেবন করিয়া রোগীর উপকার না হইলে এবং অণ্ড-কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বায়ুপূর্ণ হইলে এই তৈল রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বায়ু অনুলোম হয় এবং রোগ হ্রাস পায়। অল্পমাত্রায় সেবনে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—এরণ্ডমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শুঁঠ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যবধান /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—এরণ্ডমূল ৩২ তোলা ও আদা ২৪ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

মধ্যমনারায়ণতৈল—অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতিক, পৈত্তিক বা মূত্রজ বৃদ্ধি রোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে এই তৈল উষ্ণদুগ্ধসহ ৩০।৪০ ফোঁটা বা ততোধিক মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং সপ্তাহান্তর এই তৈল দ্বারা বস্তি-প্রয়োগ অর্থাৎ পিচ্‌কারী প্রদান করিবে।

মধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগে সর্ব্বাঙ্গবেদনা-চিকিৎসা

বাতগজাঙ্কুশ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অথবা ব্রধ্নরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর গাত্রবেদনা প্রবল হইলে ইহার ১টি বটী আদার রস ও মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবাতগজাঙ্কুশ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ বৃদ্ধি বা ব্রধ্নরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর গ্রন্থিস্থলে প্রবল বেদনা হইলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

মহাবাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ৫৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগে জ্বর-চিকিৎসা

মৃত্যুঞ্জয়রস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদজ বৃদ্ধি বা ব্রধ্ন-রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্বর প্রবল হইলে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ প্রাতে এবং অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়াবটী—বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও মূত্রজ বৃদ্ধিরোগের প্রবলা-বস্থায় জ্বর প্রবল হইলে ইহার ১টী বটী প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যাকালে পানের রস ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্বাথ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদজ বৃদ্ধি-

রোগের প্রবলাবস্থায় জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্র-বেদনা বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগে পথ্য

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগের নূতনাবস্থায় রোগীর জ্বর, কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হইলে তাহাকে লঘুপথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস পাইলে বা অল্পজ্বর থাকিলে মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে সহ্যমত গমের বা সুজীর রুটী আহার করিতে দিবে। পুরাতন রক্তশালি-তণ্ডুলের অন্ন, সজিনার খাড়া, পটোল, কচি-বেগুন, মূলা, গব্যঘৃত, উষ্ণজল এবং আমবাতরোগে যে-সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য, তাহাই বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে ব্যবস্থেয়। দধি, মাষকলাই, মৎস্য, দুগ্ধ, পিষ্টক, পুঁইশাক ও গুরুপাকদ্রব্য এই রোগে কুপথ্য, সুতরাং পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা

শ্লীপদের সাধারণ লক্ষণ—প্রথমতঃ জ্বরের সহিত কুঁচ্‌কিতে শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পদে উপস্থিত হইলে তাহাকে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ কহে।

বাতিক শ্লীপদের লক্ষণ—বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, স্ফুটিত ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়, ইহাতে সহসা বেদনা উপস্থিত হয় ও সর্ব্বদা জ্বর থাকে।

পৈত্তিক শ্লীপদের লক্ষণ—পৈত্তিক শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জ্বর প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ কঠিন, চক্‌চকে, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ—যে শ্লীপদ উইয়ের স্তূপের ন্যায় বহু শিখরযুক্ত এবং কণ্টকবৎ গ্রন্থি দ্বারা ব্যাপ্ত ও বৎসরাতীত হইয়াছে, তাহা

অসাধ্য, অথবা স্রাবযুক্ত এবং অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত ও পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণযুক্ত শ্লীপদরোগও অসাধ্য।

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা-বিধি

শ্লীপদরোগকে চলিত কথায় গোদ কহে। পদ শিলাবৎ অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় হইলে তাহাকে শ্লীপদ কহে, কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"কেবল পদেই শ্লীপদ হয় না ; হস্ত, কর্ণ, নেত্র, শিশ্ন, ওষ্ঠ এবং নাসাতেও ঐ রোগ উৎপন্ন হয় ; পরন্তু গ্রীবা, জঙ্ঘা, উরু, কুঁচ্‌কি, পদ, জত্রু এবং হস্তস্থিত শ্লীপদ মাংস ও মেদাশ্রিত। অতএব কেবলমাত্র পদেই শ্লীপদ উৎপন্ন হয়, একথার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না।"

জলের দোষই শ্লীপদরোগের একটি মুখ্য কারণ। যে দেশে নদী, খাল প্রভৃতির অভাব এবং বদ্ধ কূপ বা পাতকুয়ার জলই যাহাদের একমাত্র পানীয় অথবা পচা, দুর্গন্ধবিশিষ্ট কিংবা পঙ্কিল জল যাহারা সর্ব্বদা পান করে, কিংবা গ্রীষ্মাদি সমস্ত ঋতুতেই যে দেশ স্বভাবতঃ শীতল, সেইসমস্ত দেশে প্রায়শঃ শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্লীপদ ও আমবাতের মধ্যে বাহ্য লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য আছে, আমবাতে পায়ের সমস্ত অংশে শ্লীপদের ন্যায় ফুলা প্রকাশ পায় না, পায়ের গ্রন্থি বা গাঁইটসমূহে অধিক বেদনা ও ফুলা প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ; কিন্তু শ্লীপদরোগে পায়ের সমস্ত অংশ প্রস্তরখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয় এবং বাতাদি-দোষভেদে শ্লীপদের নানাপ্রকার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমবাতের ন্যায় শ্লীপদরোগেও কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকে। আমবাত সন্ধিগত হইলে এবং রোগী ঐ রোগে সম্যগ্‌রূপে আক্রান্ত হইলে গমনাগমনশক্তির একেবারে লোপ হয় ; কিন্তু শ্লীপদরোগের বৃদ্ধির অবস্থায়ও রোগীর গমনাগমনশক্তি ঐরূপ নষ্ট হয় না। আমবাতে যেরূপ জ্বর প্রকাশ পায়, শ্লীপদেও সেইরূপ জ্বর হইয়া থাকে ; কিন্তু সাধারণতঃ শ্লীপদরোগে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় জ্বর হয়। উভয় রোগের ঔষধ প্রায় তুল্যগুণবিশিষ্ট, যেসকল ঔষধে আমবাত নষ্ট হয়, তাহার অনেক ঔষধে শ্লীপদ প্রশমিত হয় এবং শ্লীপদনাশক অনেক ঔষধে আমবাতও নষ্ট হয়।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ; এই ত্রিবিধ শ্লীপদেই শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, যেহেতু পদের ভার ও স্ফীতি শ্লেষ্মা ভিন্ন প্রকাশ পায় না। সর্ব্ব-

প্রকার শ্লীপদরোগে কোষ্ঠশোধক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ অহিতাচরণবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলেই রোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যাহাতে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত হয়, এইরূপ ঔষধের প্রতিদিন ব্যবস্থা করিবে। তদ্ব্যতীত বাতশ্লেষ্মনাশক অন্নপানীয় এবং বাতাদি-দোষভেদে প্রলেপ প্রয়োগ করাও একান্ত প্রয়োজন। বাহ্য প্রলেপ ও আভ্যন্তরিক ঔষধ উভয়ই একসময়ে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিয়ম-পালনপূর্ব্বক ঔষধ সেবন না করাইলে এই রোগ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না, অনেকস্থলে একবার কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

বাতিক শ্লীপদরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে উষ্ণস্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু ২।৩ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে। উহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়। অনন্তর মদনাদিপ্রলেপ বা সিদ্ধার্থপ্রলেপ প্রয়োগ করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে মহারাস্নাদিকাথ ও কণাদিচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদি-চূর্ণ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। এইরূপ নিয়মে প্রলেপ ও ঔষধ প্রয়োগ করিলে অল্পদিনের শ্লীপদ শীঘ্রই হ্রাস পাইয়া থাকে। রোগ পুরাতন হইলে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য দুইদিন অন্তর প্রাতে বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু ও অন্যান্য দিন প্রাতে আমবাতারিবটিকা সেবন করিতে দিবে এবং বৈকালে কৃষ্ণাদ্যমোদক বা পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ও পায়ে পূর্ব্ববৎ প্রলেপ প্রদান করিবে; কিন্তু রোগ বৎসরাতীত হইলে এবং রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ এবং শ্লীপদকেশরী প্রত্যহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা ও প্রলেপ-প্রদান অতি আবশ্যক। অনন্তর শ্লীপদ কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রোগীকে প্রত্যহ বিড়ঙ্গাদি-তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় পান ও মর্দ্দন করিতে দিবে। বাতিক শ্লীপদে গুল্‌ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে শিরা বিদ্ধ করিলে সমধিক উপকার হয়।

পৈত্তিক শ্লীপদরোগে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রবৃদ্ধাবস্থায় দাহ ও ঐস্থান হইতে স্রাব প্রায়শঃ নির্গত হয়। রোগের প্রথমা-বস্থায় প্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক। মঞ্জিষ্ঠাদিলেপ বা বলাদ্যলেপ যথানিয়মে

প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে এবং জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রদান করিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এরণ্ডতৈল-ভর্জ্জিত হরীতকীচূর্ণ গোমূত্র-সহ সেবন করিতে দিবে; অথবা শ্লীপদগজকেশরী প্রত্যহ সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন ও শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগীকে অন্ততঃ সপ্তাহে ৭।১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু এবং শ্লীপদ স্রাব ও দাহযুক্ত হইলে অমৃতাদিকাথ সেবন করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় ত্রিকট্বাদিচূর্ণ, কৃষ্ণাদ্যমোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। উপদ্রবসমূহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে রোগীকে সৌরেশ্বরঘৃত প্রতিদিন সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে দীর্ঘকাল চিকিৎসা দ্বারা রোগ হ্রাস পাইয়া থাকে। গুল্ফের অধোগত শিরা বিদ্ধ করিয়া দিলেও এই রোগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদরোগে রোগীর শ্লীপদ-স্থানে উষ্ণস্বেদ এবং সিদ্ধার্থপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে আমবাতারিবটিকা বা শ্লীপদ-গজকেশরী প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ত্রিকট্বাদিচূর্ণ, কণাদিচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদ্য-চূর্ণ ও মহালক্ষ্মীবিলাস রোগীকে যথারীতি সেবন করাইবে। জ্বর থাকিলে মৃত্যুঞ্জয়রস বা মহাজ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে সপ্তাহে ২।১ দিন তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ এবং ঐ সমস্ত চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে এবং অঙ্গুষ্ঠের প্রধান শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে।

মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস এবং নিত্যানন্দরস, সৌরেশ্বরঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। মৃদুবিরেচক ঔষধ ও ত্রিকট্বাদিচূর্ণ, কৃষ্ণাদিচূর্ণ বা কৃষ্ণাদ্যমোদক প্রভৃতি ঔষধ মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে সমধিক উপকারী।

শ্লীপদরোগে ঔষধ

ধুস্তূরাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ কঠিন ও শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ পরি-লক্ষিত হইলে এই প্রলেপ পীড়িতস্থানে প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা উপকারী।

ধুস্তূরাদিলেপ। ধুস্তূরামূল, এরণ্ডমূল, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্ণবা, সজিনা ও সরিষা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে।

মঞ্জিষ্ঠাদিপ্রলেপ—পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ বা স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে।

মঞ্জিষ্ঠাদিপ্রলেপ। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কেলেকড়া ও পুনর্ণবা; এইসকল সমভাগে লইয়া কাঁজিতে মর্দ্দন করিবে।

সিদ্ধার্থপ্রলেপ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকিলে অথবা ঐ স্থান কঠিন বোধ হইলে এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

সিদ্ধার্থপ্রলেপ। শ্বেতসরিষা, সজিনা, দেবদারু ও শুঁঠ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিবে।

বলাদ্যপ্রলেপ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণা, দাহ, জ্বর ও স্রাব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, পুরাতন অবস্থায়ও ইহা ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

বলাদ্যপ্রলেপ। বেড়েলামূল তালসাড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে।

মদনাদিপ্রলেপ—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, দাহ ও যন্ত্রণা অনুমিত হইলে এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে। ইহা রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

মদনাদিপ্রলেপ। ময়নাফল, মোম ও সামুদ্রলবণ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মহিষ-দুগ্ধের ননীতে মর্দ্দন করিবে।

শাখোটকক্বাথ—মাংস ও মেদদোষে গ্রীবা, কুঁচকী ও জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানে শ্লীপদ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

শাখোটকক্বাথ। শেওড়াছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অম্লাম্লাদিক্বাথ—বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা ও রোগীর জ্বরভাব প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ তাহাকে

সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করা যায় এবং ইহা সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদের উপকার হয়।

মহারাস্নাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণাদিচূর্ণ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ কাঁজির সহিত সেবন করাইবে।

কণাদিচূর্ণ। পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্ণবা ও বেলছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান যথাবিধি শোধিত বিদ্ধারকবীজচূর্ণ; এইরূপে একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৩ রতি।

পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা বা ভারবোধ হইলে এই চূর্ণ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কাঁজিসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ। পিপুল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্ণবা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা ও যথারীতি শোধিত বিদ্ধারকবীজচূর্ণ ১১২ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

ত্রিকট্বাদিচূর্ণ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ এবং রোগীর জ্বরভাব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ কাঁজির সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্ধিগত আমবাতে অর্থাৎ হস্তপদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা ও ফুলা থাকিলে অতি উপকারী।

ত্রিকট্বাদিচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, দারু-হরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, বৃদ্ধিরী ও গুলঞ্চের পালো; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত বিদ্ধারকবীজচূর্ণ; এইসমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

কৃষ্ণাদ্যমোদক—বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী। অনুপান—জল।

কৃষ্ণাদ্যমোদক। পিপুল ২ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও দন্তীমূল ৮ তোলা;

এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং ২০টা হরীতকীচূর্ণ ও পুরাতন গুড় ১৬ তোলা একত্র করিয়া উপযুক্ত মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

আমবাতারিবটিকা—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই প্রযোজ্য।

আমবাতারিবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণা, ভারবোধ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে সপ্তাহে ২।৩ দিন প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লীপদগজকেশরী—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, জ্বালা, অসহ্য যন্ত্রণা ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক এবং রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়ও উপকারী। প্লীহারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

শ্লীপদগজকেশরী। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিষ, যমানী, রস, গন্ধক, রক্তচিতা, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ ও শোধিত জয়পালবীজ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদার রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

নিত্যানন্দরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং মেদ ও মাংসগত শ্লীপদরোগে শ্লীপদে দাহ, যন্ত্রণা, ভারবোধ ও স্রাব প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লীপদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং অর্ব্বুদ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—জল।

নিত্যানন্দরস। হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সাম্ভারলবণ, চই, পিপুলমূল,

ধনিয়া, বচ, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিডারকবীজ, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা ও দন্তীমূল ; এইসমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী—৫ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস—শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অত্যন্ত শক্ত ও ভারবিশিষ্ট হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করা যায়।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৌরেশ্বরঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক এবং মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা, দাহ ও স্রাব থাকিলে রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সর্ব্ববিধ শ্লীপদরোগে এবং অপচী, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ এবং অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগেও বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দুগ্ধ।

সৌরেশ্বরঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কাঁজি /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—নিসিন্দা, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, চই, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, ধনে, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শঠী, এলাইচ ও বিডারকবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

বিড়ঙ্গাদিতৈল—বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পুরাতন অথবা বেদনা ও যন্ত্রণাবিহীন হইলে এই তৈল রোগস্থানে মর্দ্দন এবং উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঁঠ, রক্তচিতা, দেবদারু, হোগলা, বিটলবণ,

সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কর্কচলবণ ও সাম্ভারলবণ; এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ সের, পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শ্লীপদরোগে জ্বর-চিকিৎসা

মৃত্যুঞ্জয়রস—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়াবটী—পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করাইবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোধাবতীযোগ—শ্লীপদরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য অল্প-জ্বর অনেকদিন হইতে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে।

গোধাবতীযোগ। গোয়ালিয়ালতার মূল ১ ভাগ ও মাষকলাই ৩ ভাগ একত্র জলসহ পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

শ্লীপদরোগে পথ্য

শ্লীপদরোগে জ্বরাদি প্রবল হইলে লঙ্ঘন বা লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর পুরাতন হইলে মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে লঘুপাক পথ্য দিবে। এই রোগে সাধারণতঃ পুরাতন যষ্টিক বা রক্তশালি-তণ্ডুলের অন্ন এবং কুলথকলাই, পটোল, বেগুন, সজিনার ডাঁটা, করলা, পুনর্নবা, কচিমূলা, পলতা, ডুমুর ও অন্যান্য শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য রোগীকে ভোজনার্থ প্রদান করিবে। উষ্ণজলে স্নান, উষ্ণজলপান শ্লীপদরোগে উপকারী।

পিষ্টক, দধি, ছানা, মৎস্য, গুড় ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য শ্লীপদরোগে অপথ্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদরোগ-চিকিৎসা

কার্শ্যের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—দূষিত বায়ু, রুক্ষ অন্ন ও পানীয়, উপবাস, অতি অল্পভোজন, অত্যধিক বমন ও বিরেচন, শোক ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, নিদ্রার বেগধারণ, নিয়ত রোগ-যন্ত্রণা, প্রত্যহ মৈথুন, ব্যায়াম, পরিমিত ভোজনের অল্পতা, ভয়, ধন ও বন্ধুবিয়োগাদি এবং চিন্তা,—এইসকল কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে। পরন্তু কৃশব্যক্তির কটি, উদর ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত এবং চর্ম্ম ও অস্থি শুষ্ক হয় এবং সর্ব্বসন্ধি ও মুখ ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে।

স্থৌল্যের লক্ষণ—মেদ ও মাংস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ফিক্‌দেশ, উদর ও স্তন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয় এবং গমনকালে ঐসকল স্থান চালিত হয়, ইহাকে স্থৌল্যরোগ কহে।

মেদরোগের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—শারীরিক পরিশ্রমাশক্ত ও দিবানিদ্রাশীল ব্যক্তির শ্লেষ্মজনক-দ্রব্যভোজন দ্বারা ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপাক প্রাপ্ত না হইলে সেই মধুর অপক্ক রসের স্নেহ হইতে মেদনামক পদার্থের বৃদ্ধিহেতু এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে ক্ষুদ্র শ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, নিদ্রাধিক্য, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসন্নতা, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ঘর্ম্ম, শরীরের দুর্গন্ধ, বলের হ্রাস ও মৈথুনের অল্পতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদরোগ-চিকিৎসা-বিধি

ভুক্তদ্রব্যস্থিত মধুর অপক্ক রসের বৃদ্ধিবশতঃ তাহার স্নেহভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়। মানব-শরীরে এই মেদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে রস ও রক্তাদিবাহী স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হয়, সুতরাং শরীরস্থ অন্যান্য ধাতু পরিপুষ্ট হইতে পারে না, পরন্তু মেদের বৃদ্ধিবশতঃ মনুষ্য সকল কার্য্যে অশক্ত হইয়া পড়ে। এই মেদ সকল প্রাণীরই উদর ও সূক্ষ্ম অস্থিসমূহে অবস্থিত, এইজন্যই মেদযুক্ত ব্যক্তির উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যতীত প্রায় সমস্ত রোগেই ক্ষুধা-মান্দ্য

হইয়া থাকে, কিন্তু মেদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষুধা অতিশয় প্রবল হয়। তাহার কারণ কি? প্রাকৃতিক ঘটনার উপর দৃষ্টি করিলে সহজেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। যেমন কুম্ভকারের পোয়ান কর্দ্দমাবৃত হইলে তন্মধ্যস্থিত বায়ুর বহির্গমনক্রিয়া রুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য পোয়ান-মধ্যগত অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মেদধাতুর বৃদ্ধিবশতঃ তাহার প্রবাহসমূহ অবরুদ্ধ হওয়ায় বায়ু কোষ্ঠ-মধ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং কোষ্ঠাগ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে শোষণ করে, এইজন্যই মেদযুক্ত ব্যক্তির ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই পরিপাকপ্রাপ্ত হয় ও পুনর্ভোজনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই রোগে প্রত্যহ যথাসময়ে ভোজন করা কর্ত্তব্য, কারণ ভোজন-কালের ব্যতিক্রমবশতঃ নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

মেদরোগের সহিত কতিপয় ব্যাধি সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমেহ বা বহুমূত্রাদি রোগ ইহার সঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং ঐসকল ব্যাধি প্রায়শঃ দুঃসাধ্য বলিয়া গণ্য হয়। অগ্নি ও বায়ুর অবরোধবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ এই রোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বায়ু ও মেদধাতুর বৃদ্ধিবশতঃ তৎসঙ্গে শ্লেষ্মাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অগ্নি হ্রাস পাইয়া থাকে। তখন মেদরোগ হইতে সামান্য কারণে প্রমেহ ও বহুমূত্রাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেদধাতুর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অনেক সময় মনুষ্য কার্য্যে একেবারে অশক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথ-পর্য্যটন, মধু-পান ও রাত্রিজাগরণ অতি উপকারী। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ ৩।৪ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় ও অগ্নি সবল থাকে, এরূপ দ্রব্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রথমাবস্থায় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মভেদে সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেষ্মাধিক মেদরোগের নূতনাবস্থায় মধুসহ পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ, চব্যাদিশক্তু বা ত্র্যূষণাদ্যগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ যথা-রীতি সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে বাড়বাগ্নিলৌহ, নবকগুগ্‌গুলু বা ব্যোষাদ্যশক্তু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ, অমৃতাদিগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে লৌহ-রসায়ন, ত্র্যূষণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। এই রোগে গাত্রে দুর্গন্ধ হইলে পত্রাদিলেপ গাত্রে মর্দ্দন করিতে

দিবে ; স্থৌল্য-নাশক-ঔষধ-প্রয়োগেও গাত্রের দুর্গন্ধ হ্রাস পাইয়া থাকে। মেদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে ক্রমশঃ মেদ হ্রাস পায় বটে, কিন্তু ঐসমস্ত রোগ মেদযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে ; সুতরাং ঐ অবস্থায় ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসা করাও একান্ত কর্ত্তব্য।

মেদ ও মাংস এই উভয়ের বৃদ্ধি হইলে মনুষ্য অতি স্থূলকায় হয়, গমনাগমনে ও শারীরিক পরিশ্রমে কষ্টবোধ করে ; সুতরাং ঐ অবস্থায় সম্ভবমত শারীরিক পরিশ্রম ও মেদরোগের চিকিৎসা করা উচিত। মেদনাশক ঔষধ সেবন করিলে স্থৌল্য হ্রাস পাইয়া থাকে।

কার্শ্য অর্থাৎ কৃশতা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাতজনিত রোগ বিদ্যমান থাকিলে শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে। প্রমেহ ও ধাতুক্ষয়াদি হইতে কৃশতা প্রকাশ পায়। ধন ও বান্ধবাদি-বিয়োগে শোকবশতঃ কৃশতা জন্মে। যথাসময়ে সুনিদ্রা না হইলে ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে ; প্রত্যহ রতিক্রিয়া দ্বারা শুক্রের ক্ষয় হইলে শরীর বাতাধিক হয় ও অন্যান্য ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ শরীর কৃশ হইয়া থাকে। মানবশরীর কৃশ হওয়ার এইরূপ বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়। কৃশতারোগে বাতপিত্তাদিভেদে রসায়ন বা বাজীকরণোক্ত ঔষধ সেবন করাইলে কৃশতা দূরীভূত হয়। অনেকস্থলে মূলীভূত রোগনাশক ঔষধ সেবন করিলেও কৃশতা নষ্ট হইয়া থাকে। অতিমৈথুনাদিজনিত কৃশব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য এবং অশ্বগন্ধাঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত প্রভৃতি সেবন ও গাত্রে অশ্বগন্ধাতৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক ; কিন্তু যেসকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ কৃশ এবং সূক্ষ্ম বা কোমল-অস্থিবিশিষ্ট ও দুর্ব্বল, তাহাদিগের পক্ষে কোনও ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না। সন্ধি থাকিলে বাতাদিদোষ-সংশমক ও মাংসাদিবর্দ্ধক ঔষধ ও পুষ্টিজনক খাদ্য সেবন করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। কৃশব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় নিতান্ত আবশ্যক।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদরোগে ঔষধ

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ—বাতশ্লৈষ্মিক মেদরোগে মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্বাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চমূল্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদিক্কাথ—পিত্তশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং পিত্তজনিত ঘর্ম্ম, দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই কাথে লৌহচূর্ণ ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদিকাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুড়ুচী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পত্রাদিলেপ—মেদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্রে দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

পত্রাদিলেপ। তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে।

শৈলেয়াদিলেপ—মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিহেতু শরীর অতি স্থূল হইলে এই প্রলেপ তাহার গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহাতে মেদরোগও বিনষ্ট হয়।

শৈলেয়াদিলেপ। শিলাজতু, কুড়, আগরকাষ্ঠ, দেবদারু, রেণুকা, মুথা, আমপাতা, জামপাতা, কয়েতবেলপাতা, ছোলঙ্গলেবুর পাতা, বেলের পাতা, সরল-কাষ্ঠ, পিড়িংশাক, বাবুই-তুলসী ও লবঙ্গ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরা-পাতার রসে পেষণ করিবে।

ত্রিফলাদ্যচূর্ণ—বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর স্থৌল্য বৃদ্ধি পাইলে এবং বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদ্যচূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

ত্র্যূষণাদ্যচূর্ণ—বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং মেদজনিত প্রমেহাদি রোগ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ত্র্যূষণাদ্যচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, মুথা, বিড়ঙ্গশাঁস ও বচ; এই-সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে এবং সর্ব্বচূর্ণসমান গুগ্‌গুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।৷০ অর্দ্ধতোলা।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ—পিত্ত ও শ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্বাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকী; এইসকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

নবকগুগ্‌গুলু—কফপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও বাত প্রভৃতি তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

নবকগুগ্‌গুলু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা ও বিড়ঙ্গ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত গুগ্‌গুলু একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু—মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ শরীর অতিস্থূল হইলে এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা ভগন্দর ও পিড়কারোগ-নাশক।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু। পলগুড়ূচীর পালো ১ ভাগ, ছোটএলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়চির ছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলা ৭ ভাগ ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ ভাগ; এইসকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

চব্যাদিশক্তু—বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং অগ্নি বিকৃতিভাবাপন্ন হইলে এই ঔষধ দধির মাতসহ সেবন করিতে দিবে।

চব্যাদিশক্তু। চই, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৌবর্চ্চললবণ, হিং ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধতোলা এবং যবের ছাতু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

ব্যোষাদ্যশক্তু—বাতশ্লেষ্ম বা শ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অথবা মেদযুক্ত ব্যক্তির প্রমেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ ও কামলা প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী।

ব্যোষাদ্যশক্তু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনাছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টিকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপাণি, হিং, কেউমূল, যমানী, রক্তচিতা, সচললবণ ও জীরা; ইহাদের চূর্ণ ১ ভাগ,

ধনেচূর্ণ ২ ভাগ এবং তিলতৈল, ঘৃত ও মধু, ইহাদের প্রত্যেকে সমস্ত চূর্ণের সমভাগ ও ছাতু সমস্ত চূর্ণের ১৬ ভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা বা ।।০ অর্দ্ধতোলা।

বাড়বাগ্নিলৌহ—শ্লেষ্মপ্রধান মেদরোগ বা মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ স্থৌল্য প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শোথ এবং শূলরোগে শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাড়বাগ্নিলৌহ। রসসিন্দূর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

বাড়বাগ্নিরস—মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ স্থৌল্য বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মপ্রধান রোগীর পক্ষে ইহা সমধিক উপকারী।

বাড়বাগ্নিরস। রস, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল ; ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া আকন্দক্ষীরে একদিন মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

লৌহরসায়ন—মেদ ও মাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগী অতি স্থূলকায় হইলে অথবা পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং রোগ পুরাতন হইলে এই ঔষধ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধ পীড়া, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, অর্শ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে অবস্থাবিশেষে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সেবন করিলে যেমন স্থৌল্য হ্রাস পায়, সেইরূপ মেদরোগও নষ্ট হয়।

লৌহরসায়ন। পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু, তালমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, ভেউড়ীমূল, মূর্ব্বা, সীজমূল, নিসিন্দা, রক্তচিতা ও শটী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, পাকার্থ-জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহভস্ম ১৬ তোলা, পুরাতন ঘৃত /৪ সের ও ইক্ষুচিনি ৬৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে মৃদু-অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে শীতলাবস্থায় উহাতে মধু /২ সের, শিলাজতু ১৬ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ২৪ তোলা এবং মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও হিরাকস ; ইহা-

যের প্রত্যেকের ১৬ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

অমৃতার্ণবরস—বায়ু ও পিত্তপ্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর অতি কৃশ হইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, মূর্চ্ছা এবং অপস্মারাদিরোগেও কৃশ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—গব্যদুগ্ধ ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ।

অমৃতার্ণবরস। রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ ও গুলঞ্চের পালো ১ ভাগ; এইসমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৴৹ আনা।

কার্শ্যহরলৌহ—বাতপিত্তপ্রধান ব্যক্তির বিবিধ রোগে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও পিত্তজনিত বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। অনুপান—দুগ্ধ, পিত্তপ্রধান রোগে ভৃঙ্গরাজের রস।

কার্শ্যহরলৌহ। শ্বেতপুনর্নবা, দন্তী, অশ্বগন্ধা, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা, শতমূলী ও বেড়েলা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

অশ্বগন্ধাঘৃত—বায়ুর প্রকোপবশতঃ শরীর কৃশ হইলে অথবা শরীরে বাতজনিত ব্যাধি দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিলে এই ঘৃত অপরাহ্নে উষ্ণ-দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মাংস ও বলবর্দ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

অশ্বগন্ধাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত—বায়ু ও পিত্তশ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির বিবিধ রোগে শরীর অতিশয় কৃশ ও বলহীন হইলে এই ঘৃত অপরাহ্নে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে; কাস, শ্বাস, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে শরীর কৃশ হইলে ইহার সেবনে সম্যক্ উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন এই ঘৃত অত্যন্ত বলবর্দ্ধক ও ইন্দ্রিয়শক্তির স্থিরতা-সম্পাদক।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্বগন্ধাতৈল—বায়ু বা বাতপিত্তপ্রধান ব্যক্তির বিবিধ রোগে শরীর অতি কৃশ হইলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। বাত-জনিত রোগে এই তৈল অতি উপকারী।

অশ্বগন্ধাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—

অশ্বগন্ধা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ /১ এক সের। কল্কদ্রব্য—অশ্বগন্ধা /১ এক সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মেদরোগে প্রমেহ-চিকিৎসা

বিড়ঙ্গাদিলৌহ—মেদরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর বহুমূত্র বা মেহরোগ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি ও বেড়েলা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। বটী—৪ রতি।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ—মেদঃপ্রধান রোগীর প্রমেহ বা বহুমূত্র বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মেদ ও মাংসপ্রধান স্থৌল্যরোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে ইহা সেবন করান যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সিদ্ধিবীজ, চই, রক্তচিতা, বিটলবণ, উদ্ভিদ্‌লবণ, সোমরাজী, সৈন্ধবলবণ ও সৌবর্চ্চললবণ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৫ রতি।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদরোগে পথ্য

মেদরোগে যবের রুটি, কাউনিধান্যের তণ্ডুল, কুলত্থকলাই, মসুর, অড়হর, বুট ও মুগ প্রভৃতি ডাল, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, চিংড়ীমাছ, পোড়া-বেগুন, পত্রশাক, সরিষার তৈল, তিলতৈল ও রুক্ষদ্রব্য প্রভৃতি উপকারী এবং উষ্ণজলপান ও উষ্ণজলে স্নান করা বিধেয়।

প্রত্যহ শীতলজলে স্নান, শালি-তণ্ডুলের অন্ন, গমের রুটি, ছানা, মাখন, ঘৃত, ইক্ষুচিনি, মাষকলাই, মৎস্য, মাংস ও ঘৃতাদি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু দ্রব্য মেদরোগে কুপথ্য। দিবানিদ্রা ও সুগন্ধি-দ্রব্য প্রভৃতিও এই রোগে কুপথ্য, সুতরাং নিষিদ্ধ।

মেদরোগে যেসমস্ত পথ্য ও অপথ্য উক্ত হইল, স্থৌল্যরোগে সেই সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং কুপথ্য।

কৃশব্যক্তির পক্ষে শালি-তণ্ডুলের অন্ন, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত ও ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য-সেবন, সুগন্ধিদ্রব্য-সেবন এবং মধুররসবিশিষ্ট-দ্রব্য হিতকর। মেদরোগীর পক্ষে যাহা কুপথ্য, কৃশব্যক্তির পক্ষে তাহাই সুপথ্য এবং মেদরোগীর পক্ষে যাহা সুপথ্য, কৃশব্যক্তির পক্ষে তাহাই কুপথ্য।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা

শীতপিত্তরোগের সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বক লক্ষণ—শীতল-বায়ু-সেবনবশতঃ শ্লেষ্মা ও বায়ু দূষিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বক্ ও রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয়পূর্ব্বক শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ উৎপাদন করে। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং কোঠরোগে গাত্রে বোল্‌তাদংশনজনিত ফুলার ন্যায় শোথ বা ফুলা প্রকাশ পায়। এই রোগত্রয়ে অত্যধিক কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা, সূচীবিদ্ধ-বৎ বেদনা, বমন, জ্বর ও দাহ—এইসকল উপসর্গ বিদ্যমান থাকে। শীতপিত্ত-রোগে বায়ুর এবং উদর্দ্দরোগে কফের আধিক্য থাকে।

উদর্দ্দরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ—উদর্দ্দরোগে যে শোথ জন্মে, তাহার মধ্যভাগ নিম্ন, চতুষ্পার্শ্ব উন্নত, গোলাকৃতি, রক্তবর্ণ এবং কণ্ডুযুক্ত হয়। ইহা হিমসঞ্জাত ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধি।

কোঠরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ—বমনক্রিয়া দ্বারা সম্যগ্‌রূপে বমন না হইলে অথচ পিত্ত ও শ্লেষ্মা বহির্গমনোন্মুখ হইলে ভুক্তান্নের অনির্গমন-বশতঃ শরীরে রক্তবর্ণ কণ্ডুবিশিষ্ট মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কোঠ কহে; কোঠ উদ্গত হইয়া কিছুকাল পরে বিলীন হয়, পরন্তু পুনর্ব্বার উদ্গত হয় না; কিন্তু এই কোঠ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইলে উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্পর্শবাতের লক্ষণ—স্পর্শবাতে শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পর্শশক্তির অভাব এবং গাত্রে চক্রাকৃতি চিহ্নসকল প্রকাশ পায়।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং কোঠ—এই তিনটি চর্ম্মগতরোগ এবং পিত্তের প্রকোপই এই রোগত্রয়ের কারণ। পিত্ত বিবিধ কারণে প্রকুপিত হয় এবং পিত্ত

দ্বারা বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শীতপিত্তাদিরোগে প্রথমতঃ বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়; অনন্তর তাহারা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া পিত্তকে দূষিত করে এবং সেই দূষিত পিত্ত আবার চর্ম্ম ও রক্তাদি আশ্রয় করে; তখন চর্ম্মে বোলতা-দংশনজনিত শোথের ন্যায় ফুলা প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দূষিত পিত্ত চর্ম্ম ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। সর্ব্বদেহস্থ চর্ম্মে যে ভ্রাজকপিত্ত অবস্থিত আছে, উহা দ্বারা দেহের কান্তি সম্পাদিত ও মর্দ্দিত তৈলাদির শোষণক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই রোগে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভ্রাজকপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। জ্বরাদি রোগের ন্যায় শীতপিত্তাদি রোগে বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, অনেকস্থানে জ্বর প্রকাশ পাইবার ২।১ দিন পরে কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন জ্বরের উপসর্গ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রম উপস্থিত হয়; কিন্তু ঐরূপ লক্ষণ-প্রকাশের সহিত জ্বর প্রকাশ পাইলে রোগনির্ণয়ে তাদৃশ কষ্ট হয় না। জ্বর প্রকাশ পাইবার পর ২।৩ দিন কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া পুনরায় হ্রাস পাইতেও দেখা যায়।

অনেকস্থলে শীতপিত্তের সহিত অম্লপিত্তের লক্ষণের সাদৃশ্য থাকায় রোগ-নিরূপণে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। অম্লপিত্তরোগেও বমন এবং গাত্রে কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পায়। শীতপিত্তাদি রোগেও বমন এবং কণ্ডু প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, শীতপিত্তরোগে মণ্ডলাকার কোঠ যেরূপ প্রকাশ পায়, অম্লপিত্তরোগে সেইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না এবং অম্লপিত্তরোগে বমন, হস্ত ও পদাদিতে জ্বালা প্রভৃতি যেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই রোগে সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

শীতপিত্ত এবং উদর্দ্দরোগ একজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বাতাদি-দোষের ভেদ লক্ষিত হয়। শীতপিত্তরোগে বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু উদর্দ্দরোগে শ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পায়। অনেকে উদর্দ্দকেই শীতপিত্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বাতিক শীতপিত্তই বাতিক উদর্দ্দ এবং শ্লৈষ্মিক শীতপিত্তই শ্লৈষ্মিক উদর্দ্দ বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু এরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে। কারণ শীতপিত্ত বাতাধিক ব্যাধি এবং উদর্দ্দ শ্লেষ্মাধিক ব্যাধি।

শীতপিত্ত বা উদর্দ্দরোগের প্রথমাবস্থায় পলতা ও নিমছালের ক্বাথে

মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ইহাতে বমন হইলে অনেক উপকার হয়, কিন্তু বমন অসহ্য হইলে নবকার্ষিককাথ বা অমৃতাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। তাহাতে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে ত্রিফলার কাথে গুগ্‌গুলু ।০ আনা এবং পিপুলচূর্ণ ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। জ্বর না থাকিলে দূর্ব্বা ও কাঁচা হলুদ একত্র বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে। জ্বর থাকিলে জয়াবটী, জয়ন্তীবটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। জ্বর হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে কণ্ডু, দাহ প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হয় না ; সুতরাং জ্বরের ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য ; এই অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া লাজ-মণ্ড অর্থাৎ খৈর মণ্ড প্রদান করিবে।

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে হরিদ্রাখণ্ড বা বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দাহ ও নিদ্রার অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে রোগীকে বীরেশ্বররস ও শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস প্রয়োগ করিবে। জ্বর না থাকিলে গুড়ূচীতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচীতৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে দাহ ও ঘর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং সুনিদ্রা হয়। রোগ অতি পুরাতন হইলে বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড, মহাতিক্তকঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃত সেবন এবং গাত্রে বৃহৎ গুড়ূচীতৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়।

কোঠরোগে উদর্দ্দরোগের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোঠের নূতনাবস্থায় গাত্রে বিবিধ প্রলেপ প্রদান করিবে এবং হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি যেসমস্ত ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। মধ্যে-মধ্যে বিরেচক ঔষধ দ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক এবং বিরেচক ঔষধ যাহাতে তীব্রবীর্য্য না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে মহাতিক্তকঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃত সেবন ও সোমরাজীতৈল গাত্রে মালিশ করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

স্পর্শবাতরোগে শরীরের স্পর্শশক্তির হ্রাস হয় এবং শীতপিত্তের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে ; সুতরাং বায়ুর প্রকোপবশতঃ এই রোগকে বাতরোগমধ্যে এবং পিত্তের প্রকোপবশতঃ পিত্তরোগ-মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠশোধক ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রসাদিবটী বা পলাশাদি বটী ও আত্রকখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই

রোগে বাতরাজতৈল ও বৃহৎ গুড়ূচীতৈল প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে ঔষধ

দূর্ব্বাদিলেপ—শীতপিত্তরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে কণ্ডু ও দাহ বিদ্যমান থাকিলে ইহা রোগীর গাত্রে প্রলেপবৎ লাগাইবে। এই ঔষধ উদর্দ্দরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্বর প্রবল থাকিলে শীতপিত্ত বা উদর্দ্দরোগে প্রয়োগ করিবে না।

দূর্ব্বাদিলেপ। কচি-দূর্ব্বা ও কাঁচা-হলুদ সমভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মর্দ্দন করিবে।

সিদ্ধার্থলেপ—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ এবং কণ্ডু, দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিবে, কিন্তু ঐসমস্ত রোগে জ্বর থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। শীতপিত্তাদিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিদ্ধার্থলেপ। রাই-সরিষা, কাঁচা-হলুদ, চাকুন্দেবীজ ও কৃষ্ণতিল; এই কয়েকটি দ্রব্য একত্র সর্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দন করিবে।

আমলাদিযোগ—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ গব্যঘৃতসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রবল থাকিলে সেবন নিষিদ্ধ।

আমলাদিযোগ। আমলা ও নিমপাতা সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

নবকার্ষিকযোগ—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় সজ্বরে বা বিজ্বরে গাত্রে মণ্ডলাকৃতি শোথ, দাহ, কণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হয়। ইহা বাতাশ্রিত অর্শ এবং ভগন্দরেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—জল।

নবকার্ষিকযোগ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু ১০ তোলা ও পিপ্পলীচূর্ণ ২ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিবে। বটী—।০ চারি আনা।

যমানিকাদ্যযোগ—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর বা বিজ্বরে গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ, কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

যমানিকাদ্যযোগ। যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৵০ আনা।

অমৃতাদিক্কাথ—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ, জ্বালা ও কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক। শীতপিত্তাদিরোগে জ্বর থাকিলে তাহাও ইহার প্রয়োগে নষ্ট হয়।

অমৃতাদিক্বাথ। গুলঞ্চ, বাসকছাল, পল্‌তা, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেতের মূল, নিমপাতা, কাঁচাহলুদ ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নবকার্ষিকক্কাথ—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে।

নবকার্ষিকক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরিদ্রাখণ্ড—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকৃতি শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। খোস, বিস্ফোট, দদ্রু প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরের বর্ণ অতি উজ্জ্বল হয়।

হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড—শীতপিত্ত ও কোঠ প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে এবং মণ্ডলাকৃতি শোথ, কণ্ডু, দাহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হয়। পামা, বিচর্চ্চিকা ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আর্দ্রকখণ্ড—উদর্দ্দ, কোঠ ও স্পর্শবাত প্রভৃতি রোগে মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইলে এবং কণ্ডু প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। ইহা স্পর্শবাতে সমধিক উপকারী, বিশেষতঃ তমকশ্বাস, বাতিক গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও শোথ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

আর্দ্রকখণ্ড। আদার রস ⁄৪ সের, গব্যঘৃত ⁄১ সের, গব্যদুগ্ধ ⁄৮ সের ও ইক্ষুচিনি ⁄৪ সের ; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে ; ঘন হইলে মৃদু-অগ্নিতাপে উহাতে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, রক্তচিতা, বিড়ঙ্গ, মুথা, নাগেশ্বররেণু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা ও শঠীর পালো ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা।

বীরেশ্বররস—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ হস্তপদাদিতে জ্বালা ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং বায়ুর প্রকোপবশতঃ নিদ্রার অভাব, শরীরে দুর্ব্বলতা ও শ্লেষ্মাধিক্যবশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পটোলের রস ও মধু বা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বীরেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস—শীতপিত্ত বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ হস্তপদাদিতে জ্বালা, কণ্ডু এবং বাতের প্রকোপবশতঃ নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা এবং উদর্দ্দরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ পটোলের রস ও মধু বা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসবটিকা—স্পর্শবাতরোগে শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও স্পর্শশক্তির অভাব হইলে এবং গাত্রে চক্রাকৃতি শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ।

রসবটিকা। পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১২ তোলা, কুঁচিলাবীজ ১০ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, রক্তচিতা, মুথা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুকা, বিষ, কুড়, পিপুলমূল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও

পুরাতন গুড় ২৪ তোলা ; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

পলাশাদিবটী—স্পর্শবাতরোগে স্পর্শশক্তির লোপ ও তৎসঙ্গে গাত্রে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও চক্রাকার শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত এবং সর্ব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে ও বাতরক্তে এই ঔষধ অতি উপকারী। বিশেষতঃ ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ ও জল।

পলাশাদিবটী। পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা, যথানিয়মে কজ্জলী করিয়া ৩ দিন পলাশ-বীজের কাথ দ্বারা মর্দ্দন করিবে। পরে কুঁচিলাচূর্ণ ১ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া পঞ্চপিত্তে ৭ বার ভাবনা দিবে। বাতরোগে প্রয়োগ করিতে হইলে জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি হইতে ৬ রতি।

গগনাদিবটী—শীতপিত্ত ও স্পর্শবাতরোগে দাহ, ভ্রম ও নিদ্রাহ্রাস প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা পিত্তাশ্রিত বাতরোগে অতি উপকারী।

গগনাদিবটী। রস, গন্ধক, অভ্র, অমৃতীকরণ-নিয়মানুসারে জারিত তাম্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক ; এইসকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া যষ্টিমধুর কাথে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর বাসক, কিস্‌মিস্ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ; ইহাদের প্রত্যেকের রস বা কাথ দ্বারা যথাক্রমে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। বটী—৩ রতি।

তিক্তকঘৃত—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রে দাহ ও মণ্ডলাকার শোথের উৎপত্তি এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত ঐসমস্ত রোগের পক্ষে অতি উপকারী।

তিক্তকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতিক্তকঘৃত—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রে চক্রাকার শোথ, দাহ, কণ্ডু ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। শীতপিত্তাদিরোগে এই ঘৃত অতি

উপকারী। ইহা বিসর্প, বিস্ফোট, যক্ষ্মা ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগের ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহাতিক্তকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচীতৈল—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে, নিদ্রার অভাব হইলে মাথায় মালিশ করাইয়া স্নান করাইবে। স্পর্শবাতরোগেও বায়ু এবং পিত্তজনিত বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈলের মর্দ্দনে বিশেষ উপকার হয়।

গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। ইহাতে বাত ও পিত্ত উভয়ই প্রশমিত হয়। নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল মাথায় মালিশ করা যাইতে পারে। ইহা কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। স্পর্শবাতরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ দৃষ্ট হইলে এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরাজতৈল—স্পর্শবাতরোগে স্পর্শশক্তির হীনতা হইলে রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে প্রত্যহ মালিশ করিতে দিবে। ক্রমান্বয়ে ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া পরে উষ্ণজল দ্বারা অঙ্গ ধৌত করা উচিত। এই তৈল বাতরক্ত, পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী।

বাতরাজতৈল। তিল-তৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, ভেরেণ্ডা, গোরক্ষচাকুলে, সোঁদাল, গন্ধভাদুলে, গুড়ূচী, আলকুশী, সোমরাজী, কুলেখাড়া, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তচিতা, নিম, মহানিম, চিরতা ও কুড়্চি; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এরণ্ডমূলের স্বরস ১৬ তোলা। ধুতুরার স্বরস ১৬ তোলা। মেষশৃঙ্গীর কাথ ১৬ তোলা। সীজের রস ১৬ তোলা। আকন্দরস ১৬ তোলা। শালিধা-পাতার রস ১৬ তোলা। শতমূলীর রস ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ৬৪

সের। কল্কদ্রব্য—রাস্না, চিরতা, আতইচ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, অনন্তমূল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলজ, রক্তচন্দন, মুরালতা, ধাইপুষ্প, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপাতা, যমানী, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুল, রক্তচিতা, গেঁঠেলা, বেণার মূল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। গন্ধপাকের দ্রব্য যথাসম্ভব প্রদান করিবে। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে জ্বর-চিকিৎসা

জয়াবটী—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে জ্বর প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ ও গাত্রে কণ্ডু প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ পানের রস ও মধু অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উচ্ছেপাতার রস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথবটী—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগে জ্বর প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, গাত্রকণ্ডু ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার উচ্ছেপাতার রস বা উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মৃদুবিরেচক।

বৈদ্যনাথবটী। রস ॥০ অর্দ্ধতোলা ও গন্ধক ॥০ অর্দ্ধতোলা কজ্জলী করতঃ তাহার সহিত কটুকীচূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী—মটর-প্রমাণ। একবারে ২।৩টি বটী সেব্য।

বাতপিত্তান্তকরস—শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অল্পজ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে পিত্তজনিত বিবিধ উপসর্গ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধুসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বাতপিত্তান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতপিত্তে বমন-চিকিৎসা

আমলাদ্যযোগ—শীতপিত্তরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

আমলাদ্যযোগ। আমলকী, কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুচিনি ও মধু; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ আট তোলা লইয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা বা ১ তোলা।

বৃষধ্বজরস—শীতপিত্তরোগের প্রবল অবস্থায় জ্বর, দাহ ও গাত্রে চক্রাকার শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ শালপাণীর রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃষধ্বজরস। প্রস্তুতবিধি ৩১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে পথ্য

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও কুলথকলাইয়ের যূষ, কাক্‌রোল, করলা, সজিনা, মূলা, হিঞ্চাশাক ও বেতের ডগা এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক তিক্ত ও কটুদ্রব্য অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। রোগীর জ্বর প্রবল হইলে অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া খৈর মণ্ড, মুগযূষ, মিছরী প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। এইসকল রোগে মৎস্য, জলজপ্রাণীর মাংস, দিবানিদ্রা, স্নান, রৌদ্র-সেবন, স্নিগ্ধ, অম্ল, মধুর ও কষায়-রসবিশিষ্ট দ্রব্য কুপথ্য, সুতরাং রোগীর পরিত্যাজ্য।

উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা

উপদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্য

ইংরেজিতে যাহাকে সিফিলিস্ কহে, তাহারই চলিত নাম উপদংশ বা গর্ম্মি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাকে উপদংশ বলা কোনপ্রকারেই সঙ্গত নহে, ফিরঙ্গ বা গর্ম্মি বলাই সুসঙ্গত। কারণ আয়ুর্ব্বেদে চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় যে রোগ উপদংশ-নামে প্রখ্যাত, সেই রোগ এবং সিফিলিস্ একই প্রকৃতির ব্যাধি নহে, উভয়ই স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পীড়া ; বরং ভাবপ্রকাশোক্ত ফিরঙ্গরোগের নিদান ও উপসর্গের সহিত সিফিলিসের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এইজন্যই মনে হয়, চরক-সুশ্রুতাদি মুনিগণের প্রাদুর্ভাবকালে ফিরঙ্গ বা সিফিলিস্‌রোগের অস্তিত্ব এদেশে ছিল না। ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই ঐ রোগ এদেশে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে এবং ভাবমিশ্র তৎকালে ভাবপ্রকাশ-নামক স্বীয় সংগ্রহ-গ্রন্থে অতি সঙ্ক্ষেপে উহার নিদানাদি বর্ণন করিয়া ফিরঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে উপদংশ ও সিফিলিস্ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধি ; তবে পুরুষের শিশ্নদেশ আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদংশরোগের প্রভব-ক্ষেত্র। সম্ভবতঃ এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই লোকে সিফিলিস্‌রোগের উপদংশ নাম কল্পনা করিয়াছেন। বিজ্ঞব্যক্তিগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সিফিলিস্ ও উপদংশ একই জাতীয় ব্যাধি, কিন্তু এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। যাঁহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের ভ্রম-নিরসনের জন্য নিম্নে উভয় রোগের বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শিত হইল। সিফিলিসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিবরণ পাঠ করিলে সিফিলিসের সহিত উপদংশরোগের পার্থক্য কি, তাহা সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১। আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদংশরোগের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শিশ্নদেশ ব্যাহত হইলেই উপদংশরোগ জন্মে ; কিন্তু সিফিলিস্ সংক্রামক ব্যাধি। সিফিলিসের বীজ বসন্ত-বীজের ন্যায় নানা উপায়ে নানাপথে স্ত্রী-দেহে, পুরুষ-শরীরে এবং নপুংসকের গাত্রে সংক্রমিত হইতে পারে। উপদংশ পুরুষ-শরীরগত ব্যাধি, পুরুষের শিশ্নে উহা জন্মিয়া থাকে ;

স্ত্রীদিগের শরীরে ঐ রোগ জন্মিবার কোনও সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সিফিলিস্ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে, এমন কি যদি নপুংসকের শরীরের কোনও স্থান অস্ত্র দ্বারা বিন্দুমাত্র ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সেই ব্রণিত স্থানে সিফিলিসের বীজাধান করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্লীবের শরীরেও উক্ত রোগের সঞ্চার হয়। যদি করতল বা করাঙ্গুলিতে সর্ষপ-প্রমাণও ক্ষত থাকে এবং সেই হস্ত সিফিলিস্‌রোগগ্রস্ত অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়া সন্তান প্রসব করান হয়, তাহা হইলে প্রসব-কর্ত্তা বা কর্ত্রীকে সিফিলিস্‌রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। এইরূপে অনেক ডাক্তার ও ধাত্রীকে উক্ত কারণে সিফিলিস্‌রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

২। উপদংশ ও সিফিলিস্ এই উভয় রোগের রূপগত পার্থক্যও আছে। উপদংশ শোথপূর্ব্বক ব্যাধি; কিন্তু সিফিলিস্ শোথপূর্ব্বক ব্যাধি নহে। শরীরে সিফিলিসের বীজ সংক্রামিত করিলে কয়েকদিন পর্য্যন্ত কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না, তৎপরে লিঙ্গ বা যোনিদেশে বিশিষ্ট আকারের ক্ষত প্রকাশ পায়; তবে উক্ত গর্ম্মির ঘা প্রবল হইলে অবশ্যই শোথযুক্ত হয়; কিন্তু শোথপূর্ব্বক ও শোথযুক্ত উভয়ই ভিন্নার্থ-বোধক শব্দ। আবার সিফিলিসে গাত্রদেশে নানা-আকারের বিবিধ প্রকার ইরাপ্‌সন অর্থাৎ পিড়কা, গ্রন্থি-কণ্ডু এবং শোথ ও ক্ষত প্রকাশ পায়। তৃতীয় অবস্থায় তালুক্ষত, অস্থি-বেদনা ও নাসা-ভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়, কিন্তু উপদংশে নানা-আকারের ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রে উপদংশরোগে উক্ত লক্ষণসকল কুত্রাপি উক্ত নাই।

৩। ভাবপ্রকাশ-গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগের নিদান ও লক্ষণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত; সিফিলিস্‌রোগের অবস্থা-বিশেষ মাত্র—আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু তাহা হইলেও সিফিলিসের নিদান ও তৃতীয় অবস্থার লক্ষণের সহিত ফিরঙ্গরোগের নিদান ও উপদ্রবের মিল আছে। এ কারণে ফিরঙ্গরোগই যে প্রকৃতপক্ষে সিফিলিস্ বা গর্ম্মি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। ভাবপ্রকাশ সংগ্রহ হইলেও উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ, সুতরাং ভাবমিশ্রের মতামত উপেক্ষা করা যায় না। ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলে জানা যায়, উপদংশ ও ফিরঙ্গ যে পৃথক্ ব্যাধি, তৎসম্বন্ধে ভাবমিশ্র বিশেষ বিচারপূর্ব্বক

অসন্দিগ্ধচিত্তেই তৎকৃত ভাবপ্রকাশে উভয় রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথগ্‌রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। সিফিলিস্ বা গর্ম্মিরোগে পারদ প্রয়োগ করিলে তাহার দুইটি মুখ্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। (১) ক্ষত শুষ্ক হওয়া। (২) সিফিলিসের বীজ নষ্ট হওয়া। সিফিলিস্‌রোগে পারদের ব্যবহার (সেবন ও ভাপরা) এদেশে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, ভাবমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকেরাও যে ফিরঙ্গরোগে পারদ ব্যবহার করিতেন, সে কথা ভাবমিশ্র নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, উপদংশ সংক্রামক বা বিষাক্ত ব্যাধি নহে এবং ঐ রোগে পারদ-ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নাই। আর তজ্জন্যই ভাবপ্রকাশে উপদংশরোগে পারদের ব্যবহার লিপিবদ্ধ হয় নাই; কিন্তু ফিরঙ্গরোগে পারদ-সেবনের ও পারদের ভাপরা-গ্রহণের বিধান আছে।

৬। কেহ কেহ ভাবপ্রকাশের উক্তিতে উপেক্ষা প্রকাশপূর্ব্বক বলেন—"সংহিতায় যে উপদংশরোগের উল্লেখ আছে, তাহাই কালক্রমে স্ত্রী-শরীরে সংক্রামিত হইয়াছে ও ক্রমশঃ নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ বর্দ্ধমান হইয়া বর্ত্তমানে এতাদৃশ সংক্রামক ও বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে।" এই যুক্তির কোন ভিত্তি নাই। যাহার সংক্রামকতা নাই—বিষ নাই অথবা বীজ নাই, এমন কি, শরীরৈকদেশ বা শিশ্নব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ আক্রমণ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই; সেই রোগ অন্যব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ করিবে, ইহাও কি কখনও সম্ভব? উপদংশ স্থানিকব্যাধি, শিশ্নেই জন্মগ্রহণ করে এবং রোগ সত্ত্বে অত্যাচার করিলে বর্দ্ধিত হইয়া শিশ্নকেই ক্ষয় করিতে পারে; কিন্তু সিফিলিসের ন্যায় অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ করে না। উপদংশে যে স্ফোটকের উৎপত্তি হয়, তাহাও কেবল শিশ্নদেশেই হয়, অন্য কোন অঙ্গে হয় না এবং ঐ স্ফোটকই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ক্ষতে পরিণত হয়।

৭। উপদংশ-চিকিৎসায় ধ্বজ-মধ্যে শিরাবিদ্ধ ও জলৌকা দ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করিবার বিধান আছে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, উপদংশ পুরুষ-শরীরগত ব্যাধি এবং উপদংশেও রক্ত দূষিত হয়; কিন্তু এইরূপ রক্তদুষ্টি দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, উপদংশই গর্ম্মি, কারণ গর্ম্মির রক্তদুষ্টি সর্ব্বাঙ্গীন ও সবিষ এবং উপদংশের রক্তদুষ্টি স্থানিক ও নির্ব্বিষ। গর্ম্মির রক্তদুষ্টি হইতে গাত্রে পিড়কা প্রভৃতি বহির্গত হয়, এমন কি পরিণামে কুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইতে

পারে, কিন্তু উপদংশে সে সব কিছুই হয় না। বাতরক্তে যেরূপ রক্ত দূষিত হয়, উপদংশের রক্তদুষ্টিও কিয়দংশে তদ্রূপ। এইজন্যই উপদংশেও শিরাবিদ্ধ করিবার বিধান আছে। বাতরক্তেও সূচী, শিঙ্গা ও জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণের বিধান আছে; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ—উভয় রোগে একই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রক্তমোক্ষণ করা হয় না। বাতরক্ত স্থানান্তর-প্রসরণশীল ব্যাধি; একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হইতে পারে এবং তদ্ধেতু রোগী বিপন্ন হইতে পারে। এ-কারণে তৎপ্রতীকারার্থ রক্তমোক্ষণের বিধান; কিন্তু উপদংশ স্থানান্তর-প্রসরণশীল ব্যাধি নহে; লিঙ্গনাল হইতে অন্যত্র প্রসারিত হইয়া অন্য অঙ্গ আক্রমণ করিবে, সে আশঙ্কা নাই, কেবল বর্দ্ধনশীল মাত্র; লিঙ্গনালস্থ শোথ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে পরিণামে উহা পাকিতে ও ক্ষয় হইতে না পারে, তজ্জন্যই রক্তমোক্ষণের বিধান।

৮। ডাক্তারীর সহিত সমন্বয় করিতে গেলে হস্তাভিঘাতাদি কারণে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সিম্পেল আল্সার বা হারপেচ্ বলা যাইতে পারে। আর উপদংশোক্ত দুষ্টযোনিসংস্পর্শে যে ক্ষত হয়, তাহাকে সফ্ট্ স্যাঙ্কার বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই উভয়ই স্থানিক ব্যাধি; সিফিলিসের ন্যায় সংক্রামক বা বিষাক্ত নহে। উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে অতি সহজেই আরোগ্য হয়। ইহাদের প্রভাবে সিফিলিসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীণ রক্তদুষ্টি হয় না, তবে বাগী হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে উপদংশে বাগী হয়, এ-কথার উল্লেখ না থাকিলেও সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, রসগ্রন্থি দ্বারা ক্ষতস্থানের রস শোষিত হইলে তাহা সমীপবর্ত্তী বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থিতে উপনীত হয় এবং তাহার পরিণামে বাগী হইতে ও পাকিতে পারে; কিন্তু সিফিলিসের ন্যায় সবিষ বাগী হয় না। সবিষ বাগী সিফিলিস হইতে হয়। আয়ুর্ব্বেদে সিফিলিসেরও উল্লেখ নাই, বাগীরও উল্লেখ নাই, ফিরঙ্গরোগেও বাগীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রন্থে সফ্ট্ স্যাঙ্কারে যে বিউবোর উল্লেখ আছে, তাহাই ব্রধ্ন। কারণ বিউবো শব্দে ব্রধ্ন ও বাগী উভয়ই বুঝায়, ব্রধ্ন শব্দেও বাগী বুঝায়। বাগী দুই প্রকার—সবিষ ও নির্ব্বিষ। অত্যন্ত অভিষ্যন্দী ও গুরুপাক দ্রব্য এবং শুষ্ক ও পচা-মাংসের ভক্ষণাদি-কারণে যে বাগী জন্মে, তাহা নির্ব্বিষ, আর সিফিলিস্ প্রভৃতি কারণে রক্তদুষ্টিবশতঃ যে বাগী জন্মে, তাহা সবিষ। উপদংশে ক্ষত ও ব্রধ্ন ব্যতীত রক্তদুষ্টির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্তু

সিফিলিসে সর্ব্বাঙ্গীণ রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন কি অতি সাবধানে দীর্ঘকাল চিকিৎসিত না হইলে সময়-সময় বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায় বা আজীবন ঐ বিষ প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থান করিয়া অবশেষে সন্তানসন্ততিগণকে আক্রমণ করে। (ক) হস্তাভিঘাতাদিকারণে যে সিম্পেল আল্‌সার বা ক্ষত হয়, তাহা প্রথমাবস্থায় ফুস্কুড়ির ন্যায় হয় ও জলপূর্ণ থাকে, অনন্তর ২।১ দিন পরেই পূঁয-পরিপূর্ণ হয় ও ক্রমশঃ ঐ ফুস্কুড়িগুলি একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি লম্বাকার বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হইয়া থাকে। (খ) সফ্‌ট্ স্যাঙ্কার অর্থাৎ কোমল ক্ষত, ইহা সাধারণতঃ কোমলস্পর্শ, অধিক-পূঁযাদি স্রাবযুক্ত ও সংখ্যায় একের অধিক হইয়া থাকে।

৯। সিফিলিসে বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুঁচ্‌কির উপরিভাগে বাগী হয়, কিন্তু উপদংশে যে বাগী হয়, তাহা বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুঁচ্‌কিতেই হইয়া থাকে।

১০। বাহ্যদৃষ্টিতে উপদংশের শোথ, স্ফোটক ও ক্ষত প্রভৃতি সিফিলিসের শোথ ও স্ফোটক প্রভৃতি অপেক্ষাও বৃহৎ এবং ভয়ানক দেখায়, কিন্তু উহা সংক্রামক নহে। পরন্তু সাধারণ ক্ষত-চিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা করিলে এবং ২।১টি পাচন (ক্বাথ) বা ঘৃত প্রয়োগ করিলেই ঐ রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

উপদংশের নিদান ও লক্ষণ

উপদংশরোগের নিদান বা কারণ—লিঙ্গনালে হস্তের আঘাত (হস্ত-মৈথুনাদি), কিংবা অত্যধিক অনুরাগ বা কলহাদিবশতঃ লিঙ্গে নখদন্তাদির আঘাত, লিঙ্গ ধৌত না করা, অধিক মৈথুন, দুষ্টযোনি-গমন, ক্ষারযুক্ত উষ্ণজল দ্বারা লিঙ্গ ধৌত করা অথবা ব্রহ্মচারিণী-গমনাদি বিবিধ কারণে এই রোগ জন্মে। উপদংশ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ।

বাতিক উপদংশের লক্ষণ—বাতিক উপদংশরোগে লিঙ্গনালের আচ্ছাদক চর্ম্মের নীচে, উন্নত মাংসবেষ্টনের নিম্নে বা উপরে স্ফোটক (ফুস্কুড়ি)-সকল জন্মে এবং উহা সূচী দ্বারা বিদ্ধ বা বেধবৎ বেদনাযুক্ত হয় ও দপ্‌দপ্‌ করিতে থাকে।

পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ—পৈত্তিক উপদংশে (লিঙ্গনালে পূর্ব্বোক্ত স্থানে) পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত স্ফোটকসকল জন্মে এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক উপদংশের লক্ষণ—কফজ উপদংশে লিঙ্গনালের পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্ফোটকসকল অত্যন্ত শোথযুক্ত লক্ষিত হয় এবং ঐ স্ফোটক চুলকাইতে ইচ্ছা হয় ও উহা হইতে শুক্লবর্ণ গাঢ় স্রাব হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক উপদংশের লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উপদংশের যেসকল লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ত্রিদোষজ উপদংশে সেইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা অসাধ্য।

রক্তজ উপদংশের লক্ষণ—রক্তজনিত উপদংশে স্ফোটকসকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হয় এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই উপদংশে পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

উপদংশরোগের অসাধ্য লক্ষণ—যে ব্যক্তি উপদংশ-রোগ উৎপন্নমাত্র চিকিৎসিত না হইয়া স্ত্রীসংসর্গে রত থাকে; কালক্রমে তাহার লিঙ্গনালের শোথ পাকিয়া তাহাতে কীট জন্মে ও ক্রিমিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া লিঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন অণ্ডকোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

লিঙ্গার্শের লক্ষণ—লিঙ্গের উপর মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন ও উপর্য্যুপরি সংস্থিত হইলে তাহার আকৃতি কুক্কুটের (মোরগের) মাথার চূড়ার ন্যায় হয়, এই রোগকে লিঙ্গার্শ কহে। এই রোগ অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে ও কুঁচ্‌কির সন্ধিস্থলে উৎপন্ন হয়, ইহা বেদনাহীন ও পিচ্ছিল। লিঙ্গার্শরোগ ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং দুশ্চিকিৎস্য।

উপদংশ-চিকিৎসা-বিধি

উপদংশ পুরুষ-শরীরগত ও স্থানিক ব্যাধি, শিশ্নদেশেই জন্মে, সিফিলিসের ন্যায় এই রোগে শরীরের অন্য কোনদেশ আক্রান্ত হয় না এবং উপদংশরোগগ্রস্ত পুরুষের সহবাস দ্বারা স্ত্রীশরীরে এই রোগ সংক্রমণ করে না। কোন কারণে শিশ্নদেশ আহত হইলে এই রোগ জন্মে।

হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধাপচারৈঃ॥

—মাধবনিদানম্।

লিঙ্গনালে হস্ত, নখ বা দন্তের আঘাত লাগিলে, লিঙ্গনাল ধৌত না করিলে, অধিক মৈথুন করিলে অথবা দুষ্ট যোনিতে উপগত হইলে, কিংবা অন্যান্য বিবিধ অপচার দ্বারা শিশ্নদেশে পাঁচ প্রকার উপদংশরোগ জন্মে।

অনেকে মনে করেন—"যোনিপ্রদোষাৎ" শব্দ দ্বারা গর্ম্মিরোগগ্রস্ত যোনি-দেশকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আবার অনেকে "বিবিধাপচারৈঃ" শব্দ দ্বারাও ঐরূপ অর্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু মাধবনিদানের টীকাকার বিজয়রক্ষিত বলেন—

"নখদন্তপাতাদিতি বলবদনুরাগোদয়াৎ কলহাদিবশাদ্বা, শিশ্নে মেহনে নখদন্তপাতঃ। অধাবনাদপ্রক্ষালনাৎ অত্যুপসেবনাদিতি ব্যবায়স্যাত্যন্তসেবনাৎ, যোনিপ্রদোষাদিতি দীর্ঘকর্কশরোমাদিযোগাৎ যোনিদুষ্টেঃ, বিবিধাপচারৈরিতি ক্ষারোষ্ণসলিলপ্রক্ষালনব্রহ্মচারিণীগমনাদিভিঃ॥"

এতদ্বারা ঐরূপ অর্থ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের ভ্রম খণ্ডিত হইতেছে। বিজয়রক্ষিতের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও সুশ্রুতোক্ত দুষ্টযোনি-সংস্পর্শে বড়জোর বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে।

উপদংশ—শোথপূর্ব্বক ব্যাধি, উল্লিখিত কোন কারণে শিশ্ন আহত হইলে সঙ্গে-সঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুশ্রুত বলেন—

"***মেঢ্রমাগম্য প্রকুপিতা দোষাঃ ক্ষতেঽক্ষতে বা শোথমুপজনয়ন্তি তমুপদংশমিত্যাচক্ষতে।" অর্থাৎ হস্তাভিঘাতাদিকারণে শিশ্নদেশে আঘাত লাগিলে প্রকুপিত দোষ শিশ্নদেশ আশ্রয় করিয়া ক্ষত বা অক্ষত অবস্থায় শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপদংশ কহে।

লিঙ্গনালের আচ্ছাদক চর্ম্মের নীচে উন্নত মাংসবেষ্টনের নিম্নে বা উপরে উপদংশের জন্মস্থান। উন্নত মাংসবেষ্টনের উপরেও আঘাত লাগিতে পারে, নিম্নদেশেও লাগিতে পারে, তবে ঊর্দ্ধভাগ নিম্নভাগ অপেক্ষা অতিশয় কোমল বলিয়া ঊর্দ্ধদেশ অল্প-আঘাতে আহত হইবার অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ নিদানোক্ত দুষ্টযোনি-সম্পর্কে যে উপদংশ জন্মে, তাহা প্রায়শঃ মাংসবেষ্টনের উপরেই জন্মিয়া থাকে।

ডাক্তারীর সহিত সমন্বয় করিতে গেলে উপদংশে দুষ্টযোনি-সম্পর্কে যে ক্ষত হয়, তাহাকে Soft Chancre অর্থাৎ কোমলক্ষত এবং উপদংশরোগকে False Syphilis অর্থাৎ বিষহীন কিংবা অপ্রকৃত সিফিলিস্ বলা যাইতে পারে। ইহা স্থানিক পীড়া, ইহার পরিণামে বড়জোর বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোমল থাকে, এইজন্যই ইহাকে Soft Chancre কহে। এই ক্ষত হইতে প্রথম দুইএকদিন জলের ন্যায় তরল রস নির্গত হয়, পরে পূঁয নির্গত হইতে থাকে। এই পূঁয যদি কোন কারণে যথারীতি নির্গত হইতে না পারে ও রসগ্রন্থি দ্বারা শোষিত হয়, তাহা হইলেই বঙ্ক্ষণপ্রদাহ উৎপন্ন হয় ও বাগী জন্মিয়া থাকে। উপদংশজনিত বাগী ও ক্ষত এবং সিফিলিসের বাগী ও ক্ষত—এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। উপদংশের বাগী অতি কোমল, শীঘ্র পাকে ও উহা হইতে পূঁয নির্গত হয়, কিন্তু সিফিলিসের বাগী অতিশয় শক্ত, অতি যত্নেও পাকে না, বা পাকিলেও যথেষ্ট পূঁযাদি নির্গত হয় না। উপদংশের ক্ষত প্রথম হইতেই শেষ পর্য্যন্ত কোমল অবস্থায় থাকে, কিন্তু সিফিলিসের ক্ষত দুই-একদিনের পর হইতেই স্বভাবতঃ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়।

উপদংশরোগে বাতাদি-দোষভেদে বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে প্রলেপ-প্রয়োগ ও ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং রোগীর যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় জ্বর যেন না হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কারণ জ্বর হইলে ক্ষতস্থান সহসা পাকিয়া উঠিতে পারে এবং নানারূপ যন্ত্রণা প্রবল হইতে পারে। সুতরাং যাহাতে জ্বর হইতে না পারে ও না পাকে এবং শিশ্নক্ষয় হইতে না পারে, তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। দিনে ২।৩ বার ত্রিফলার (হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার) ক্কাথ দ্বারা বা নিমপাতা-সিদ্ধ জল দ্বারা লিঙ্গস্থিত ক্ষতস্থান ধৌত করা উচিত, কিন্তু লিঙ্গস্থ ক্ষত পাকিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদিক্কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে; অনন্তর অন্তর্ধূমে ভস্মীভূত ত্রিফলাচূর্ণ মধুসহ মাড়িয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে কিংবা নিম্বঘৃত যথারীতি লাগাইবে। বাতিক উপদংশে নিচুলাদিলেপ, পৈত্তিক উপদংশে গৈরিকাদিলেপ, রক্তজ উপদংশে রসাঞ্জনচূর্ণ মধুসহ লেপন করিবে এবং সান্নিপাতিক উপদংশে সৌরাষ্ট্র্যাদ্যলেপ ও কফজ উপদংশে শাললেপ প্রয়োগ করিবে। এইসময় আভ্যন্তরিক ঔষধ অর্থাৎ

পটোলাদিক্কাথ বা অমৃতাদিক্কাথ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি-করণার্থ ও রক্তদোষ দূরীকরণার্থ বরাদিগুগ্গুলু অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উল্লিখিত ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া বাতাদি-দোষভেদে ক্ষতস্থানে প্রলেপ ও সেবনোপযোগী ঔষধ যথারীতি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়। আবশ্যক হইলে কোশাতকীতৈল বা আগারধূমাদ্য তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইসকল ঔষধে দাহ, পাক বা স্রাব হ্রাস না পাইলে কিংবা বল, পুষ্টি ও রক্ত-পরিষ্কারের জন্য করঞ্জাদ্যঘৃত বা ভূনিম্বাদ্যঘৃত সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিবে।

লিঙ্গার্শ-চিকিৎসা-বিধি

লিঙ্গের উপর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইলে তাহাকে লিঙ্গার্শ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে অর্শরোগের ন্যায় ক্ষার-প্রয়োগ করিয়া ঐ মাংসাঙ্কুর দগ্ধ করিবে অথবা অস্ত্র দ্বারা ঐ অঙ্কুর ছেদন করিবে। পরে উপদংশরোগে যেসমস্ত ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে; অর্থাৎ সৌরাষ্ট্র্যাদ্যলেপ, করবীলেপ প্রভৃতি বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া ঐ ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে এবং আবশ্যক হইলে পটোলাদিক্কাথ সেবন করিতে দিবে; অথবা ঐ সময় রোগীর জ্বরভাব লক্ষিত হইলে ভূনিম্বাদিক্কাথ বা অমৃতাদিক্কাথ সেবন করিতে দিবে। ঐসমস্ত ঔষধে ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলে কিছুদিন অমৃতাদ্যঘৃত বা ভূনিম্বাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ একবার হ্রাস পাইয়াও পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব যাহাতে রক্ত শোধিত হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। রোগের প্রথমাবস্থায় স্বর্জিকাদ্যচূর্ণ প্রয়োগ করিলে মাংসস্থিত অঙ্কুর নষ্ট হয়। সুতরাং প্রথমতঃ উহাই প্রয়োগ করা উচিত। উহাতে উপকার না হইলে অস্ত্রদ্বারা অর্শ ছেদন করা কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে চিকিৎসা দ্বারা রোগ দূরীভূত হয়। এই রোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যাহাতে রোগীর জ্বর না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। লিঙ্গার্শরোগ পুরাতন হইলে ক্ষতসংশোধক ও শোণিতশোধক ঔষধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গুলু বা অমৃতাদ্যঘৃত প্রয়োগ

করা একান্ত আবশ্যক। ত্রিদোষজ লিঙ্গার্শরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐসমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেকাংশে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু একেবারে আরোগ্য হয় না।

ফিরঙ্গনিদানম্

ফিরঙ্গ-সংজ্ঞকেদেশে বাহুল্যেনৈব যন্তবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ ॥ ১ ॥
গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ঞ্জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ ॥
ব্যাধিরাগন্তুকো হ্যেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ।
ভবেত্তল্লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ ॥ ২ ॥
ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ ইতি বিশেষার্থম্।

ফিরঙ্গের নিদান—ফিরঙ্গদেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে জন্মে, একারণ ইহাকে ফিরঙ্গরোগ কহে। ১।

ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র-সংস্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা রমণীর সহিত সংসর্গ করিলে ফিরঙ্গ-নামক এই গন্ধরোগ উৎপন্ন হয়। এই আগন্তুক-রোগে পশ্চাৎ দোষের অনুবন্ধ হয়। অতএব দোষানুসারে এই রোগের বাতাদি-ভেদে লক্ষণ স্থির করিবে। ২।

ফিরঙ্গোপদ্রবাঃ

কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাসাভঙ্গো বহ্নেশ্চ মন্দতা।
অস্থিশোষোঽস্থিবক্রত্বং ফিরঙ্গোপদ্রবা অমী ॥ ৩ ॥
—ভাবপ্রকাশঃ

ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব—কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ এবং অস্থিবক্রতা, এই কয়েকটি ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব ॥ ৩ ॥

ফিরঙ্গরোগের লক্ষণ ভাবপ্রকাশে যাহা আছে, তাহা অতি সজ্জিপ্ত, এজন্য পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে এস্থলে ফিরঙ্গের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিস্তৃত লক্ষণ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া গেল।

প্রথম অবস্থা—ইহা একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ফিরঙ্গরোগ-গ্রস্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয়। ফিরঙ্গরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র সংস্পর্শ করিলে বা তাহার রক্ত কিংবা স্ফোটকাদি হইতে স্রাবিত রস অথবা ক্ষতস্থানের রস অন্ত শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও এই রোগ জন্মে; কিন্তু কু-সঙ্গম ব্যতীত প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয় না।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য-চিকিৎসক বলেন—সিফিলিস্‌রোগগ্রস্তা রমণীর সহিত সহবাসকালে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপচর্ম্মের ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া) তন্মধ্যে যোনিদেশস্থ কোমল ত্বক্ হইতে নিঃসৃত রসের বিষ প্রবেশ করে। কেহ কেহ বলেন—ত্বক্ বিদীর্ণ না হইয়াও পুংজননেন্দ্রিয়ে ঐ বিষ সংলগ্ন ও সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা শোষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অনন্তর কয়েকদিন পরে ঐস্থানে একটি ফুস্কুড়ি বহির্গত হয়। ক্রমশঃ ঐ ফুস্কুড়ির আকার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে, উহার মূলভাগ রক্তাভ হয়, অগ্রভাগ অতি কোমল হয়, ঐ ফুস্কুড়ি তরল পূঁযে পরিপূর্ণ হয় এবং উহার অগ্রভাগস্থিত ত্বক্ উঠিয়া যাওয়ায় ঐস্থানে ক্ষত অর্থাৎ ঘা প্রকাশ পায়; পরন্তু ঐ ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে একটি মটরের আকারে পরিণত হয়। ক্ষতস্থান ত্বক্ হইতে ঈষৎ উচ্চ বা ত্বকের সমান আয়তনবিশিষ্ট ও তাহার চতুর্দ্দিক্ রক্তবর্ণ চক্রাকার হয়। অনন্তর ক্ষতস্থান যতই আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পার্শ্বস্থিত রক্তাভ বেষ্টনও তত উচ্চ, প্রশস্ত ও দৃঢ় হইতে থাকে। আবার ক্ষতস্থানের আয়তন যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে তেমনি তাহার নিম্নদেশ হইতে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অঙ্কুরও উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই True Syphilis (প্রকৃত সিফিলিস) বা Hard Chancre (হার্ড স্যাঙ্কার) অর্থাৎ কঠিন ক্ষত বলে। এই ক্ষত প্রথম দুই-একদিন কোমল থাকে, কিন্তু তৎপরেই স্বীয় প্রকৃতিগত কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। হার্ড স্যাঙ্কার সাধারণতঃ কঠিন-স্পর্শ, অল্প-স্রাবযুক্ত এবং সংখ্যায় একটিমাত্র হইয়া থাকে। এইরূপে ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত পুরুষের সহিত সহবাস করিলে স্ত্রীলোকেরও যোনি-ওষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রায়শঃ ফিরঙ্গরোগ প্রকাশ পায়।

যখন প্রথম ফাটু দেখা দেয় বা সূক্ষ্মচর্ম্ম উঠিয়া যায়, তখন যথারীতি চিকিৎসা করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না; কিন্তু প্রায়শঃ তাহা ঘটে না। সুতরাং ঐ ক্ষত হইতে কয়েকদিন পরে কুঁচ্‌কির উপরিভাগে এক বা

ততোধিক গ্রন্থি বৃদ্ধি পাইয়া একটি সুপারীর ন্যায় আকার ধারণ করে ও অত্যন্ত শক্ত হয়; চলিত কথায় ইহাকে বাগী কহে। এই রোগে প্রায়শঃ একটি বাগী হয় না, দুই কুঁচ্‌কীতে দুইটি হয়। প্রথমাবস্থায় উহা সহজে পাকে না এবং উহাতে বেদনাও অনুভূত হয় না, ক্রমশঃ অল্প বেদনা প্রকাশ পায় ও উপরিস্থিত ত্বক্ মসৃণ হয় এবং ১০।১৫ দিন বা কাহারও কাহারও একমাস পরেও উহা পাকিয়া উঠে। ব্রধ্ন-চিকিৎসায় যেসমস্ত ঔষধ কথিত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিলেও বাগী আরোগ্য হয়, কিন্তু ফিরঙ্গবিষ নষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা—প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশ পাইবার ২।৩ বা ৪ মাস পরে রোগের প্রথম অবস্থার প্রবল প্রকোপ হ্রাস পায় ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। দুর্ব্বল ব্যক্তির অল্পদিনে এবং সবল ব্যক্তির অনেকদিন পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এইসময় সবল ব্যক্তি প্রায়শঃ অসুখবোধ করে না, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি নানাবিধ অসুখবোধ করে। তন্মধ্যে জ্বর একটি লক্ষণ; কিন্তু ঐ জ্বর সকলের হয় না, পরন্তু শরীরের অবস্থাভেদে বা রোগের প্রবলতার তারতম্যে কাহারও বা প্রবল হয় ও কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় এবং কাহারও বা মৃদুভাবে প্রকাশ পায় ও কিছু বেশীদিন স্থায়ী হয়। এইসময়ে গাত্রে পিড়কা প্রকাশ পায়। ইহাকে ইংরেজীতে ইরাপ্‌সন্ কহে। এই পিড়কার উত্থানের সহিত জ্বর হ্রাস পাইয়া থাকে, কিন্তু রোগী প্রবল শিরঃপীড়া অনুভব করে এবং ঐ শিরঃপীড়া আবার নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ প্রকাশ পায় ও ফিরঙ্গজনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে; পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও সন্ধিস্থলে শূলা বর্ত্তমান থাকে। জ্বরাদি প্রকাশ না পাইলেও কোন-কোন স্থলে পিড়কা প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই পিড়কা আবার ভিন্ন-ভিন্ন আকারের লক্ষিত হয়। ফিরঙ্গের এই দ্বিতীয় অবস্থায় শিরঃপীড়া ও কেশপাত বা টাক এবং চর্ম্মে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি বহুবিধ উৎকট পীড়া উৎপন্ন হয়। রোগ প্রবল হইলে স্নায়ুশূল, যক্ষ্মা ও হৃদ্রোগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। ফিরঙ্গরোগে ক্ষতস্থান পরিষ্কার না রাখিলে তাহা হইতে নিঃসৃত পূঁয তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাগিলে সেই স্থানেও ক্ষত হয়। স্ত্রীলোকের ফিরঙ্গরোগ হইলে লজ্জাবশতঃ তাহারা প্রকাশ করে না;

সুতরাং যোনির উপরিভাগ বৃদ্ধি ও যোনি-ওষ্ঠ বৃহৎ, বিকৃত ও পিণ্ডাকৃতি হইয়া থাকে এবং তাহার অভ্যন্তরভাগ হইতে দুর্গন্ধরস নির্গত হয়। এইরূপে প্রায় ১॥ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা প্রকাশ পায়, ইহার পর রোগিণী বিশেষ কষ্ট অনুভব করে না; কোন-কোন স্থলে ১॥ বৎসরের পরেও এই অবস্থা দৃষ্ট হয় এবং করতলে ও পদতলে পিড়কা প্রকাশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থার ভোগকাল দেড় হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত।

তৃতীয় অবস্থা—ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও সাংঘাতিক; যেহেতু ঐ অবস্থায় চর্ম্ম, চর্ম্মের নিম্নভাগ, অস্থি, অস্থিসংযুক্ত-মাংসাদি, মস্তিষ্ক, শোণিতবাহিনী শিরা এবং আভ্যন্তরিক অন্যান্য যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত হয়, চর্ম্ম মলিন হয়, কোমল চর্ম্ম ও চর্ম্মের নিম্নপ্রদেশে ক্ষত হইতে থাকে এবং স্ফোটক প্রকাশ পায়, চর্ম্ম ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়; ক্ষতবৃদ্ধিহেতু অনেকস্থলে রোগীর তালুদেশ আক্রান্ত হয়, নাসারন্ধ্র ও শ্বাস-প্রশ্বাস-পথ অবরুদ্ধ হয়। অতঃপর রোগ যতই পুরাতন হয়, রোগীর অবস্থাও ততই শোচনীয় হইতে থাকে। পুরাতন হইলে মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ, নেত্র, অন্নবহা-নাড়ী, ধমনী, মূত্রগ্রন্থি, অণ্ডকোষ ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে রোগী সহসা প্রলাপ বা অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে ও প্রলাপ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগীর শিরঃপীড়া, স্মরণশক্তির লোপ, স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিরঃ-পীড়া, শিরোঘূর্ণন বা স্বভাব-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইবার পর রোগী মৃগীরোগ বা পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অবস্থা-বিশেষে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে পার্শ্ববেদনা, কাস ও জ্বরাদি সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু এই অবস্থা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যকৃৎ আক্রান্ত হইলে নানাপ্রকার পিত্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়। কারণ যাহার সহিত রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই যকৃৎ পিত্তের প্রধান স্থান। পিত্ত পঞ্চবিধ এবং তাহার আশ্রয়স্থান এবং নামও পৃথক্‌ ও পঞ্চবিধ। (১) রঞ্জক-নামক পিত্ত যকৃতে অবস্থান করে, সুতরাং রক্তদুষ্টিবশতঃ রক্তের আধার যকৃৎ আক্রান্ত হইলে রঞ্জকপিত্তও দূষিত হয় এবং তখন বিশুদ্ধ যথোচিত রক্তোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে। (২) পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিতি করিয়া ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক-

ক্রিয়া সম্পাদন করে, যকৃতের সহিত অগ্ন্যাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সুতরাং রক্তদুষ্টিবশতঃ যকৃৎ আক্রান্ত হইলে অগ্ন্যাশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপে যকৃৎ আক্রান্ত হইলে পরিপাক-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, শরীরে ঈষৎ পাণ্ডুতা, পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশতা ও উদরীর লক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে; যকৃতের আকার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সর্ব্বশরীরে শোথ প্রকাশ পায় ও তাহার সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও উপস্থিত হয় এবং পরিণামে রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। (৩) সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থান করে ও তাহার প্রভাবে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কিন্তু রক্তদুষ্টিবশতঃ হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে বুদ্ধি ও মেধা বা স্মৃতি বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে বিবিধ অসুখ বোধ হয় এবং তাহা বর্দ্ধিত হইলে সহসা রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। (৪) আলোচকপিত্ত নেত্রদ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া দর্শন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, রক্তদুষ্টির পরিণামে নেত্র আক্রান্ত হইতে পারে এবং তজ্জন্য চক্ষুর্জ্যোতি বা চক্ষুও নষ্ট হইতে পারে। (৫) ভ্রাজকপিত্ত সর্ব্বদেহস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন ও দেহে মর্দ্দিত তৈল প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যের শোষণ ও পরিপাক-ক্রিয়া সমাধা করে। রক্তদুষ্টিবশতঃ চর্ম্ম বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হইলে ভ্রাজকপিত্ত এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, তখন দেহমর্দ্দিত তৈলাদি পরিপাক করিবার তাহার আর ক্ষমতা থাকে না; পরন্তু চর্ম্ম শিথিলভাবাপন্ন হয়। অন্নবহা নাড়ী আক্রান্ত হইলে ঐ নাড়ী সঙ্কুচিত হয় ও পাকাশয়ে ফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইয়া থাকে। ধমনীসকল আক্রান্ত হইলে ধমনীর গাত্র স্ফীত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ স্ফীতি বর্দ্ধিত হয়। অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে উহাতে বৃহৎ গ্রন্থি ও সময়-সময় বিবিধ যন্ত্রণা এবং উপরিস্থিত চর্ম্মের উপরে ফুস্‌কুড়ি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ফিরঙ্গের এই ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইল। ইহার প্রথম অবস্থায় যথাবিধি চিকিৎসা করিলে রোগ সহজেই আরোগ্য হয়, পরন্তু দ্বিতীয়াবস্থা আসিতে পারে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কিছু দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় আরোগ্যলাভ করা সুকঠিন। প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় অনেকস্থলে সামান্য চিকিৎসা দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত আরোগ্য নহে, কিছুকাল যাপ্য থাকে

মাত্র, তৎপরে আবার পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় সুদীর্ঘকাল সুচিকিৎসক ও সুনিয়মের অধীন থাকিয়া যথারীতি চিকিৎসিত হওয়া প্রয়োজন।

পৈতৃক ফিরঙ্গ—স্বামী বা স্ত্রী ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে তদবস্থায় উভয়ের সহবাসে যদি গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে অনেকস্থলে গর্ভ-ধারিণীর ৫ম বা ৬ষ্ঠ মাসে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে; অথবা পূর্ণগর্ভাবস্থায় মৃত-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। জীবিত সন্তান প্রসূত হইলে এক মাস বা দেড় মাসের মধ্যেই শিশুর শরীর কৃশ হয় ও নাসারন্ধ্রে বিবিধ পীড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন-কোন স্থলে শ্লেষ্মমিশ্রিত পূঁয নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হয়। পরন্তু শ্বাসক্রিয়ার অবরোধ এবং সর্দ্দি হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। শিশু ক্রমশঃ মলিন হয়, কিছুক্ষণ পরে-পরে চমকিয়া উঠে এবং এই অবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই কটির নিম্নভাগে, গুহ্যদেশের চতুর্দ্দিকে ও পদে তাম্রবর্ণ স্ফোটক প্রকাশ পায় এবং ঘাড়ে, গলায় ও অন্যান্য সন্ধিতে দাগ লক্ষিত হয়। ঐ স্ফোটক-সকল গোলাকার এবং শুষ্ক ত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। কুঁচকির চর্ম্ম উঠিয়া যায়, মুখের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ক্ষত প্রকাশ পায়, শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ ও মলিন হইয়া পড়ে, তাহাদের ওষ্ঠ ও নাসিকা ফাটিয়া যায়, চর্ম্ম বৃদ্ধের ন্যায় আকুঞ্চিত হয়, দন্তের বিকৃতি হয়, দন্তের অগ্রভাগ চেরা ও ছুঁচের ন্যায় সরু হয়, শিশু প্রায়শঃ সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্তবৎ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে। এইসময় যথারীতি চিকিৎসা না করিলে অনেকস্থলে শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে; পরন্ত জীবিত থাকিলে অস্থি ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বিকৃতি হয় এবং বয়স্ক হইয়া যে-কয়েকদিন জীবিত থাকে, অতিকষ্টে দিনাতিপাত করে।

ফিরঙ্গে শৈত্যক্রিয়া—ফিরঙ্গের প্রথমাবস্থায় অনেকে গরম হইয়াছে মনে করিয়া ডাবের জল, চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ প্রভৃতি পান ও অধিক পরিমাণে তৈল মর্দ্দন করিয়া শীতল জলে রীতিমত স্নান করেন। কেহ বা উদরাধ্মান হইলে উদরে তৈল মালিশ এবং মস্তকে ও উদরে জলের ধারা ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ফিরঙ্গরোগে এইরূপ শৈত্যক্রিয়া করা ও মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথা। ফলতঃ ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া ও তৈলমর্দ্দন প্রভৃতি একেবারেই নিষিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদীয় রক্ত-পরিষ্কারক পাকতৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া ঈষৎ উষ্ণজলে

স্নান করা যাইতে পারে। প্রত্যহ স্নান না করিলেই ভাল হয়। তবে প্রত্যহ স্নান না করিলে যদি নিতান্তই কষ্ট হয়, তবে উষ্ণজলে প্রত্যহ স্নান করা উচিত। সর্ব্বদা একটি গেঞ্জি ব্যবহার করিবে, যতদূর সম্ভব সহ্য হয় গরমে থাকা উচিত। অম্লদ্রব্য, দধি ও মাষকলাইয়ের ডাল একেবারে বর্জ্জন করিবে। ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া বা উক্ত কুপথ্য সেবন করিলে যকৃৎ ক্রিয়াহীন হয় ও পরিপাকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, পরন্তু গ্রহণী ও নানাবিধ কঠিন বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গে গাত্র-গুরুতা—গাত্র-গুরুতা ফিরঙ্গরোগের একটি প্রধান বা বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধারণতঃ দেহে যত অধিক ফিরঙ্গ-বিষ বর্ত্তমান থাকে, দেহও ততই অধিক ভারবোধ হয়, কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় যখন যকৃৎ একেবারে শক্তিহীন, পরিপাক-শক্তির দুর্ব্বলতা ও উদরাময় উপস্থিত হয়, তখন ফিরঙ্গ-বিষ দেহে অল্পপরিমাণে অবস্থিতি করিলেও শরীর অত্যধিক ভার হয়। এই অবস্থায় স্নান একেবারে বন্ধ করা উচিত। শীতল বায়ু ও পূর্ব্বদিক্ হইতে আগত বায়ু গায়ে লাগাইবে না। সর্ব্বদা গায়ে জামা রাখিবে ও সুপথ্য সেবন করিবে, পথ্যের পরিমাণ অত্যল্প হওয়া উচিত। দুইবেলা অন্ন-পথ্য সহ্য না হইলে রাত্রিতে রুটি বা লুচি খাইতে দিবে। তাহা রীতিমত পরিপাকপ্রাপ্ত না হইলে যাহাকে ইংরেজীতে পার্ল-বার্লী কহে, তাহাই পথ্য দিবে, কিন্তু উহা যব ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত করিলেও চলিতে পারে। দগ্ধপিত্তের পক্ষে যবমণ্ডের ন্যায় সুপথ্য আর কিছুই নাই বলিলেও চলে। দুগ্ধ যতটুকু সহ্য হয়, ততটুকু দিবে। মিষ্টদ্রব্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, মিষ্টদ্রব্য-ব্যবহারে শ্লেষ্মা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, পরিপাক-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও পাতলা দাস্ত হয়। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক ও শোষক-গুণবিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিলে যকৃতের ক্রিয়া ও পরিপাক-শক্তি বর্দ্ধিত হয় ও রোগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে।

ফিরঙ্গ বা গর্ম্মির পরিণাম—ফিরঙ্গ বা গর্ম্মি একটি উৎকট সংক্রামক ব্যাধি। অন্যান্য ব্যাধি উৎপন্ন হইলে কালক্রমে বিবিধ ঔষধ ও পথ্য দ্বারা দূরীভূত হয় এবং তাহার দোষও সম্যগ্রূপে নির্ম্মূল হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ বা গর্ম্মির বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বশরীর বিশেষতঃ রসরক্তাদি-ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইলে সহজে দূরীভূত হয় না, পরন্তু স্থায়ী হইলে সন্তান-

সন্ততির শরীরেও প্রবিষ্ট হয় এবং বংশপরম্পরাক্রমে ক্রিয়া করিতে থাকে। এইরূপ কয়পুরুষ যাবৎ এই বিষ দেহে বর্ত্তমান থাকে, তাহা অবশ্যই স্থির করা কঠিন। একবার এই রোগে আক্রান্ত বা এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ও যথারীতি চিকিৎসিত না হইলে পুনঃপুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। চিরজীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত হয়, চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, নানাবিধ উৎকট ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ ইহার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিলে আতঙ্ক হয়, লিখিতে গেলেও হস্ত কম্পিত হয়। ক্ষণিক সুখের পরিণাম কিরূপ দুঃখময়, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা বিশেষ অবগত আছেন। ইহার প্রভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব একেবারে বিনষ্ট হয়, মনুষ্য পশুত্বে বা জড়ত্বে পরিণত হয়, পরন্তু সংসারের সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট ও সুখের পরিবর্ত্তে মানব চিরদুঃখের সহচর হইয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে ফিরঙ্গের পরিণামে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। প্রথমাবস্থায় রোগ সামান্য হইলেও উহা ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। ফিরঙ্গ-বিষ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশলাভ করিলে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা স্ফোটকাদি হইতে স্রাবিত রস, অথবা ক্ষতস্থানের রস শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও এই রোগ জন্মে।

যাহার পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ, সেই পাপকর্ম্মে কেন লোকের প্রবৃত্তি জন্মে—কেন অমৃতজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোক হলাহল পান করে—কেন পতঙ্গবৎ ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করে, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। হায় মূঢ় মানব! ক্ষণিক সুখের পরিণাম চিন্তা করিলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তা কি ক্ষণিক সুখের বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই মানবজাতির শুক্রধাতুর সৃজন করিয়াছেন? তাহা নহে, কেবলমাত্র দেহ ও সৃষ্টিরক্ষার জন্যই উহার সৃজন করিয়াছেন। যদি দেহ ও সৃষ্টিরক্ষাই শুক্রধাতু-সৃষ্টির কারণ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার অপব্যবহার ভগবানের আদেশ-লঙ্ঘনেরই নামান্তর এবং তাঁহার আদেশ-লঙ্ঘনই মহাপাপের কারণ ও সেই মহাপাপ হইতেই মহাদুঃখের উৎপত্তি হয়।

রোগ-গোপনের ফল—যাহারা লজ্জা বা গুরুজনের ভয়ে প্রকাশ না করিয়া রোগটিকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র

বলিতে পারি, এই রোগের পরিণামে এমন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তখন আর কিছুই গোপন রাখা যায় না; সুতরাং প্রথমে গোপন করিয়া চিকিৎসিত না হইলে কেবল চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয় মাত্র। যাঁহারা রোগ গোপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ হইতে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

ফিরঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি

ফিরঙ্গরোগের ত্রিবিধ অবস্থায় বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যহ দুইবার নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা ত্রিফলার ক্বাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া নিম্বঘৃত মলমের ন্যায় পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে ও উত্তমরূপে ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। যাহাতে ক্ষত পরিষ্কার থাকে এবং জননেন্দ্রিয়ের শোথ বর্দ্ধিত হইতে বা পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষত বা শোথ পাকিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদিকাথ দ্বারা ক্ষত ও জননেন্দ্রিয় দুই বেলা ধৌত করিবে ও নিম্বঘৃত দ্বারা পূর্ব্ববৎ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। ইহা দ্বারা দাহ ও পাক প্রশমিত হয়। ক্ষতস্থান খোলা রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

প্রথমাবস্থায় মশল্লার জল ব্যবহার করাই একমাত্র সুব্যবস্থা। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং জ্বর, বাগী ও গাত্রে পিড়কা বহির্গত হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হয়, অথচ ফিরঙ্গ-বিষ সমূলে বিনষ্ট হয়। আমরা শত-শত স্থলে ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বর্গীয় চিকিৎসক-শিরোমণি ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় আমরণ ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন; এখনও অনেকেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যদি ঐসকল মশল্লা সংগৃহীত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রসচূর্ণ দুইবেলা ও একবার অনন্তাদ্যবলেহ অথবা পটোলাদি-ক্বাথ বা অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় রসচূর্ণ সেবন করাইলে বা ভাপরা দ্বারাও অসীম উপকার হয়।

এইসময় স্নান ও আহারের উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; মৎস্য, মাংস ও তৈলাদির ব্যবহার একবারে নিষিদ্ধ; রাত্রিতে অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া

সপ্তাহমত লুচি বা রুটি পথ্য দিলে আরও উপকার হয়। প্রত্যহ বা সপ্তাহমত উষ্ণজলে স্নান করা আবশ্যক। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা বিশেষ উপকারী। ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলেও অন্ততঃ ছয়মাস নিয়মপূর্ব্বক স্নানাহারাদি করা আবশ্যক এবং অনন্তাদ্যবলেহ বা অনন্তাদ্যঘৃত ক্রমান্বয়ে ৬।৭ মাস বা ততোধিক কাল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা সর্ব্বদা আবশ্যক; স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। প্রথমাবস্থায় ক্ষতের প্রকোপবশতঃ রোগীর জ্বর হইলে ভূনিম্বাদিকাথ বা দুরালভাদিকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরসত্ত্বে অন্নাহার বন্ধ করিয়া সুজীর রুটি বা অন্যান্য লঘুপাকদ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত। অনন্তর জ্বর হ্রাস পাইলে পূর্ব্ববৎ অন্নপথ্য প্রদান করিবে। এই জ্বর পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতে না পারে, তজ্জন্য জ্বর ও ক্ষতনাশক ঐসকল কাথ রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রথমাবস্থায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য সেবন করা বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ শরীর-ভেদে বা রোগের প্রবলতার তারতম্যে প্রথমাবস্থায় লক্ষিত হইলে দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধই প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে পিড়কার উৎপত্তি, জ্বর, সন্ধিস্থানে ফুলা, চর্ম্ম ও মাংসাদিতে ক্ষত ও তাহার পক্বতাবশতঃ কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। এই অবস্থায় পারদসংযুক্ত ঔষধের ধূমপ্রয়োগ অর্থাৎ ভাপরা দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। ভাপরা দ্বারা গাত্রের পিড়কা লয়প্রাপ্ত হইলে পরে অন্যান্য উপদ্রবের জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় সিন্দূরাদ্যধূম ও বদরাদ্যধূম অতি উপকারী। পিড়কা ও ক্ষত অধিক হইলে বলাদিধূম নিয়মপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে এবং ঐসকল ঔষধের নিয়ম-রক্ষা করিতে উপদেশ দিবে; কিন্তু ফিরঙ্গ অতি প্রবল হইলে যখন কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দেয় বা চর্ম্ম ও মাংস স্খলিতপ্রায় হয়, তখন রোগীকে রসশেখর বা ভৈরবরস সেবন করাইবে, উহাতে রোগীর মুখরোগ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ দন্তমূল স্ফীত, লাল ও দন্তমূল হইতে ক্লেদনির্গমন বা মুখ হইতে লালাস্রাব হইলে বক্ষ্যমাণ মুখরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে এবং অম্লদ্রব্য, দধি প্রভৃতি সেবন করাইবে না। ঔষধের নিয়ম রক্ষা করিয়া কিছুদিন ঔষধ ও পথ্য সেবন করিলে ইহা দ্বারা সমধিক

উপকার পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে পারদসংযুক্ত ঔষধ ভিন্ন উপকার-লাভ অসম্ভব। গাত্রস্থিত স্ফোটক বা ক্ষত হ্রাস পাইলে কিছুকাল অনন্তাদ্যবলেহ বা অনন্তাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। ফিরঙ্গের বিষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয়, এমতাবস্থায় ১।২ বৎসর ঔষধ প্রয়োগ না করিলে বিষ দূরীভূত হয় না।

দ্বিতীয়াবস্থায় ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইলে এবং যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পাইলে পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন করান আবশ্যক। শিরোরোগ ও বাত উপস্থিত হইলে ঐ ঘৃতের সেবনে উপকার হয়। মূর্চ্ছা এবং আক্ষেপ প্রবল হইলে ও রোগী দুর্ব্বল হইলে বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় পুষ্টিকর পথ্য সেবন করা ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা অতি আবশ্যক। সহবাস, রৌদ্রতাপ ও কুপথ্য একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রোগী বাতাক্রান্ত হইলে যখন গমনাগমনের শক্তি হ্রাস পায়, তখন অমৃতাগুগ্‌গুলু, যোগরাজগুগ্‌গুলু বা কৈশোরগুগ্‌গুলু প্রভৃতি সেবন এবং মহাপিণ্ডতৈল বা বিষতিন্দুকতৈল গ্রন্থিস্থলে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐসকল প্রয়োগের ফলে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হইলে রোগ মন্দীভূত হয় এবং রোগীর অনেকাংশে উপকার হয়। এই বাত সুকঠিন; অনেকস্থলে পক্ষাঘাতও প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বাতব্যাধির চিকিৎসায় এই রোগ দূরীভূত হয় না, সারিবাদ্যকাথ ও পলাশাদি-বটী এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিষতিন্দুকতৈল বা হংসাদিঘৃত রোগস্থানে মর্দ্দন করিলে বাতের অনেক উপকার হয়; কিন্তু শরীরের রক্ত শোধিত না হইলে কেবলমাত্র ঐসমস্ত তৈল ও ঘৃত দ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না; সুতরাং অনন্তাদ্য-ঘৃত ও সারিবাদ্যাবলেহ প্রভৃতিও ঐসঙ্গে সেবন করান আবশ্যক। ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায় অস্থি ও তৎসংযুক্ত মাংসাদি, যকৃৎ, চর্ম্মের অভ্যন্তরদেশ, তালুদেশ ও নাসারন্ধ্র প্রভৃতি আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগ যখন অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, তখন ভূনিম্বাদ্যঘৃত, পঞ্চতিক্তঘৃত বা মহাশক্তিঘৃত যথানিয়মে কিছুকাল সেবন করাইলে ঐ ক্ষত অনেকাংশে হ্রাস পায়। অনন্তাদ্যঘৃত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেবন করান আবশ্যক। তালু, ওষ্ঠ বা নাসারন্ধ্রে ক্ষত হইলে বৃহৎ পঞ্চতিক্তঘৃত বা মহাতিক্তকঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ। যেসকল ঔষধ ক্ষত-নিবারক, রক্তপরিষ্কারক ও ব্রণরোপক, তাহাই এই রোগে প্রশস্ত। যাহাতে শরীরের রক্ত বিশোধিত হয়, তদ্রূপ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগের

পুরাতন অবস্থায় স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ঐসমস্ত ঔষধ দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

ফিরঙ্গে বাঁধা ঔষধ—বাঁধাবাঁধি নিয়মে ঔষধ সেবন করাকে বাঁধা ঔষধ কহে। বাঁধা ঔষধ বলিতে সাধারণতঃ লবণ, জল ও স্নান বন্ধ করিয়া ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া ঔষধ সেবন করা বুঝায়। ইহাতে কেবল দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে হয়। লবণ-ব্যবহার, বাহিরে বহির্গত হওয়া, স্নান করা ও তৈল মর্দ্দন করা একেবারেই নিষিদ্ধ। ফিরঙ্গরোগে বাঁধাবাঁধি নিয়মে সাধারণতঃ পারদ-ঘটিত ঔষধ ও চোয়ান মশল্লার জলই ব্যবহৃত হয় ও তদ্দ্বারা সমধিক ফললাভ হয়। ঐ নিয়মে চোয়ান মশল্লার জল বা সালসা সেবন করা যায়, ইহাই বাঁধা সালসা নামে অভিহিত। "সালসা" শব্দটি ইংরেজী, তবে আমরা অনেকাংশে ইংরেজী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া এক্ষণে বাঙ্গালা-শব্দের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। আবার "মশল্লার জল" শব্দটির উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে নাই, উহা মিশ্র ঔষধ। অ্যালোপ্যাথি হাকিমী ও কবিরাজী—এই তিন জাতীয় ঔষধের সংমিশ্রণে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বহু পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, মুসলমান-রাজত্বের অবসানের পর হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় হিন্দু-চিকিৎসকেরা উহা প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা "মশল্লার জল" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রধ্ন বা বিউবো—আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রধ্নরোগের অর্থ এবং চলিত নাম বাগী, কুঁচ্‌কী-উঠা বা কুঁচ্‌কী আওরান। ব্রধ্ন নূতন রোগ নহে, বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুঁচ্‌কিতেই উহা উৎপন্ন হয় এবং উহাই বহুকাল হইতে বাগী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-গ্রন্থোক্ত "বিউবো" শব্দের অর্থও বাগী, পরন্তু ঐ বাগী অর্থে আজকাল লোকে সাধারণতঃ সিফিলিসের বাগী বুঝিয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-চিকিৎসা-গ্রন্থোক্ত "বিউবো" কেবল সিফিলিস্‌বশতঃ অথবা বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতেই উৎপন্ন হয় না, বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে, বঙ্ক্ষণ-সন্ধির উপরিভাগে এবং বগলে পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কোনপ্রকার আঘাত লাগিলে বা সফ্‌ট্ শ্যাঙ্কার প্রভৃতি কারণে বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে হয়, সিফিলিস্‌রোগে বঙ্ক্ষণ-সন্ধির উপরে হয় ও বিউবোনিক প্লেগে কুঁচ্‌কীতে ও বগলে হইয়া থাকে ইত্যাদি। ফলতঃ "বিউবো" স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র কারণে স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয় ও যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নামসহ তাহাকে সেই স্থানের "বিউবো"

বলা হয় এবং যে রোগের সহিত উৎপন্ন হয়, সেই রোগটি বিষাক্ত হইলে তাহাকে বিষাক্ত ও সেই রোগ নির্ব্বিষ হইলে তাহাকেও নির্ব্বিষ বলা হয়।

অত্যভিষ্যন্দী ও গুরুপাকদ্রব্য এবং শুষ্ক পচামৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করিলে ব্রধ্ন জন্মে; কিন্তু ঐসকল কারণ ব্যতীত সহসা পা পিছ্লাইয়া গেলে অথবা কুঁচ্কীতে কোনপ্রকার আঘাত লাগিলেও যে বঙ্ক্ষণ সন্ধি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্ত্য-চিকিৎসা-গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করা যায়। অথচ আয়ুর্ব্বেদে ঐসকল কারণের এবং যে কারণেই হউক সিফিলিস্ ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ ও তদুপসর্গসমূহের উল্লেখ নাই। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গের যেসকল উপসর্গ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও বাগীর কোনও উল্লেখ নাই। এই অবস্থায় যদি "বিউবো"কে সবিষ ও নির্ব্বিষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রধ্নকে নির্ব্বিষ ব্রধ্ন এবং ফিরঙ্গ ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ হইতে যে বাগী জন্মে, তাহাকে সবিষ ব্রধ্ন আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা কি অসঙ্গত হয়? আমাদের মনে হয়, এইরূপ করিলে বিউবোর সহিত ব্রধ্নরোগের সমন্বয় হইতে পারে এবং ব্রধ্ন ও বিউবো-সম্বন্ধে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহারও মীমাংসা হয়।

ইতিপূর্ব্বে উপদংশে যে বাগীর উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাকে নির্ব্বিষ ব্রধ্ন বা কুঁচ্কী-উঠা বলা যাইতে পারে। উপদংশে ব্রধ্ন ও জ্বর হয়, এ কথার উল্লেখ না থাকিলেও কোন-কোন স্থলে যে হইতে পারে, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমার সমব্যবসায়ী কোন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন—উপদংশে বাগী ও জ্বর হয়, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু পাকিতে দেখেন নাই।

ফিরঙ্গ-ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী—বাগী ফিরঙ্গের একটি প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ। অন্যান্য কারণে যে বাগী হয়, তাহা কুঁচ্কীতে হয়, কিন্তু ফিরঙ্গরোগে যে বাগী হয়, তাহা কুঁচ্কীর উপরে হয়, অত্যন্ত শক্ত হয় ও শীঘ্র পাকে না এবং গ্রন্থিসকল বড় ও শক্ত হইয়া থাকে। বাগী উঠিলে বসাইবার চেষ্টা না করিয়া পাকাইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, বসাইতে গেলে স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়—বহির্গমনোন্মুখ দূষিত রক্ত ও বিষ শরীরে থাকিয়া যায়, পরন্তু তজ্জন্য নানাবিধ উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গে গুল ব্যবহার—একটি মধ্যমাকৃতি লৌহ-পেরেক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর দক্ষিণ বা বাম-হাঁটুর দুই অঙ্গুলি নিম্নে বৃহৎ

অস্থির পার্শ্বে আস্তে-আস্তে উহা লাগাইয়া ফোস্কা করিতে হয়, অনন্তর দুই-একদিন পরে ফোস্কা গলিয়া গেলে একটি মোমের গুটী প্রস্তুত করিয়া ঐ ক্ষত-স্থানে বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ক্রমে ক্ষতস্থান একটু বড় ও গভীর হইলে মোমের গুটী ফেলিয়া একটি নিমকাঠের গুটী বসাইতে হয়, ইহাকেই চলিত কথায় গুল বা গোল কহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়, পরন্তু অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকও ইহার সমর্থন করেন; কিন্তু আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের বিশ্বাস, ইহা দ্বারা ফিরঙ্গ-বিষ দূরীভূত বা বহির্গত হয়ই না, বরং উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হয়,—সাধ্যরোগ যাপ্য ও যাপ্যরোগ ক্রমশঃ অসাধ্য হইয়া পড়ে। কারণ গুল-ব্যবহারে অত্যধিক স্রাবহেতু শরীরে শোণিতের পরিমাণ অল্প হইয়া যায়, সুতরাং শরীর রুক্ষ হইয়া পড়ে, তখন শৈত্যক্রিয়া না করিলে ক্ষতস্থানে জ্বালা, বেদনা বা ক্ষতস্থান হইতে ক্লেদের পরিবর্ত্তে রক্তস্রাব হইতে থাকে। সেইজন্যই গুল-ব্যবহারের পর শৈত্যক্রিয়া অর্থাৎ মাষকলাইয়ের ডাল, খেসারীর ডাল ও অম্লদ্রব্য-ভোজন এবং দুই-তিনবার স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। এ অবস্থায় গুলের ব্যবহার সমীচীন কিনা, তাহা অনুভব করা কঠিন নহে। গুল-সত্ত্বে ফিরঙ্গের চিকিৎসা করিতে হইলে হঠাৎ উহা বন্ধ করা উচিত নহে। বন্ধ করিলে প্রবল বাত ও শিরঃপীড়া হইতে পারে। এই অবস্থায় মশল্লার জলও ব্যবহার্য্য নহে, ব্যবহার করিলে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয়, তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। দুইবেলা দুইবার রসচূর্ণ ব্যবহার ও রাত্রিতে উষ্ণদুগ্ধসহ অনন্তাদ্যঘৃত সেবন করান উচিত। দীর্ঘকাল এই-সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীর অনেক সুস্থ হইতে পারে। ফিরঙ্গরোগে গুলের ব্যবহার অনুচিত হইলেও শ্লেষ্মপ্রধান অনেক রোগে ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার হইতে দেখা যায়। শ্লৈষ্মিক শিরঃপীড়া, আমবাত বা গ্রন্থিস্থলের ফুলা ও বেদনা অথবা শ্লেষ্মা দ্বারা যকৃৎ-অবরোধ বা তজ্জনিত অক্ষুধা প্রভৃতিতে গুল অতি উপকারী।

ফিরঙ্গে মশল্লার জল—ফিরঙ্গ অতি কঠিন ব্যাধি, তাহাতে দ্বিমত নাই, কিন্তু তথাপি বহুকাল চিকিৎসা করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই সুনিয়মে থাকিয়া চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য-লাভ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের

মতে রোগ প্রকাশ পাইলে হতাশ না হইয়া ধৈর্য্য-অবলম্বনপূর্ব্বক প্রথমতঃ মশল্লার জল সেবন করা উচিত। ফিরঙ্গের প্রথমাবস্থায় অন্যান্য ঔষধ সেবন না করিয়া ইহা সেবন করিলে শীঘ্রই ফিরঙ্গ-বিষ নির্ম্মূল ও শরীর নীরোগ হয়। ইহার ফল স্থায়ী এবং ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিবার শক্তিও অসাধারণ অথচ ইহা নির্দ্দোষ। পারদে যেমন লালাস্রাব প্রভৃতি দোষ বর্ত্তমান আছে, ইহাতে তাহা নাই। তবে কেবল অতিশয় অগ্নিমান্দ্য বা পাতলা দাস্ত হইলে ইহা সহ্য হয় না। ফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইলে যথারীতি দুইবেলা ক্ষত ধৌত, ক্ষত-স্থানে ঔষধ-প্রয়োগ ও মশল্লার জল সেবন করাইবে। ক্ষত শুষ্ক বা সর্ব্ব-শরীরস্থ পিড়কা অদৃশ্য হইলে অন্ততঃ তিনমাস যাবৎ দুইবেলা মশল্লার জল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইসময়ে যেমন রীতিমত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তেমনি নিয়ম-রক্ষা এবং সুপথ্য ও স্নান-সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। নিয়ম-রক্ষা না করিলে বা কুপথ্য সেবন করিলে আরোগ্য-লাভে বিলম্ব ঘটে। দুই-তিনদিন অন্তর উষ্ণজলে স্নান করা উচিত, কিন্তু তাহাতে সুনিদ্রার ব্যাঘাত বা কষ্টবোধ হইলে প্রত্যহ করা যায়। তৈলমর্দ্দন, তৈলপক্ক-ব্যঞ্জন-ভক্ষণ, ঠাণ্ডা জলে স্নান ও কোনপ্রকার শীতল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না। ঘৃতপক্ক ডাল বা ব্যঞ্জন পথ্য দিবে। জ্বর না থাকিলে ও গাত্রে ফিরঙ্গজনিত পিড়কা বা স্ফোটক বহির্গত হইলে সর্ব্বাঙ্গে বৃহৎ মরিচাদিতৈল এবং মস্তকে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে দিবে। এই তৈল রক্ত-পরিষ্কারক; সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত চোনার পাকের তৈলই এই অবস্থায় সমধিক উপকারী। জ্বর থাকিলে তৈলমর্দ্দন ও স্নান একেবারে বন্ধ রাখিবে, কিন্তু মশল্লার জল-সেবন বন্ধ করিবে না। জ্বর বন্ধ করিবার জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রায়শঃ প্রয়োজন হয় না। তবে যদি জ্বর বন্ধ করিবার নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভূনিম্বাদিক্বাথ বা অমৃতাদিক্বাথ সেবন করান কর্ত্তব্য। স্ত্রীসঙ্গম, অম্লদ্রব্য, দধি, মাষকলাইয়ের ডাল ও শৈত্য-ক্রিয়া এককালে পরিত্যাগ করিবে। এই নিয়মে তিন-চারিমাস মশল্লার জল ও পথ্য সেবন করিলে সহজে আরোগ্যলাভ করা যায়।

ফিরঙ্গে পারদের ব্যবহার—ফিরঙ্গরোগে পারদ একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। ফিরঙ্গ-বিষ নিশ্চিতরূপে সমূলে বিনষ্ট করিতে ও তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক করিতে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ঔষধ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু

তৎসত্ত্বেও পারদ একেবারে নির্দ্দোষ ঔষধ নহে, পারদ-ব্যবহারে কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং তৎপ্রতীকারের জন্য স্বর্ণ-লৌহ-ঘটিত পুষ্টিকর কোনও ঔষধ পারদ-ব্যবহারকালে একবেলা ব্যবহার করা উচিত। একই পারদ বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। খড়ীসহযোগে মর্দ্দিত পারদ (রসচূর্ণ) ও চাউলমুগরার তৈল দ্বারা মলম প্রস্তুত করিয়া বগলে ও কুঁচকীতে মালিশ করা যায়, নানাবিধ অনুপান-সহযোগে ভক্ষণও করা যায়। পারদ কুলপাতার চূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া কলিকার মধ্যে ভরিয়া তামাকের ন্যায় মুখ দ্বারা বা নাসারন্ধ্র দ্বারা ধূমপান-রূপে ব্যবহার করা যায়। পারদসংযুক্ত ঔষধের ধূম গ্রহণ করা যায় বা ভাপরা লওয়া যায়। পারদঘটিত ঔষধ অর্থাৎ ভৈরবরস প্রভৃতি লবণ ও জল বন্ধ করিয়া বাঁধা সালসা ব্যবহারের নিয়মে সেবন করা যায়; কিন্তু যে প্রকারেই প্রয়োগ করা হউক, পারদের ক্রিয়া প্রায় একই, সেই দন্তমূল-স্ফীতি, লালাস্রাব ও মুখ ভার হইবেই, তবে অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অল্প হয় ও বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশী হয়; এইমাত্র প্রভেদ; এইজন্য অতি অল্প মাত্রায়ই উহা প্রয়োগ করা উচিত। আমরা রসচূর্ণ অত্যল্প-মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইতে দেখিয়াছি এবং উহার প্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ ও ভাল বিবেচনা করি। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কিংবা পারদ-সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া শৈত্য-ক্রিয়া করিলে দন্তমূল স্ফীত ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হয়, মুখ ভার হয় বা ফোলে ও মুখ হইতে লালা বা থুথু নিঃসৃত হয় এবং যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া করে। এই অবস্থায় মুখ-রোগ অর্থাৎ যাহাকে চলিত কথায় মুখ আসিয়াছে কহে তাহার লক্ষণ সমধিক লক্ষিত হয়; কিন্তু নিয়মরক্ষার সহিত নির্দ্দিষ্ট অল্পমাত্রায় সেবন করিলে কেবলমাত্র দন্তমূল ঈষৎ স্ফীত হয় বা উহা টিপিলে ঈষৎ রক্ত নির্গত হইতে পারে; অথবা দন্ত-বেষ্টন ঈষৎ রক্তাভ হয় মাত্র। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, রসচূর্ণ অতি অল্পমাত্রায় দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলেই বেশী উপকার হয়, অথচ মুখ আসে না, সামান্য থুথু নির্গত হয় ও দন্তমূল ঈষৎ স্ফীত হয় মাত্র। এইরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলে ঔষধ বন্ধ করিয়া আবার ২।৪ দিন পরে প্রয়োগ করিতে হয়। রসচূর্ণ এরূপভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যাহাতে অল্প লালাস্রাব

হয়। অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে অধিক লালা-স্রাব ও দন্তমূলে ক্ষত হইতে পারে। রসচূর্ণ ব্যবহার্য্য ঔষধ—ইংরেজীতে ইহাকে হাইড্রার্জ্ কম্‌ক্রীটা কহে। ডাক্তারগণ সর্ব্বদা ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পারদ স্বভাবতঃ বিরেচন-গুণবিশিষ্ট ও যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে; সুতরাং ফিরঙ্গে রক্তদুষ্টিবশতঃ যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্যহেতু পাতলা দাস্ত হইলে কিংবা পারদ স্বভাবতঃ বিরেচন-গুণবিশিষ্ট বলিয়া অগ্নিমান্দ্য ও পাতলা দাস্ত হইলে রসচূর্ণ আফিম-সহযোগে মধু ও দুগ্ধ-অনুপানে ব্যবহার করা উচিত। যাহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদের পক্ষে রসচূর্ণ আফিমসহ ব্যবহার্য্য নহে। কেবল মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ-অনুপানে ব্যবহার্য্য।

ফিরঙ্গে পারদের ভাপরা—সংস্কৃতে যাহা ধূপপ্রয়োগ-নামে অভিহিত, চলিত কথায় তাহাকে ভাপরা কহে। ভাপরার নিয়ম এই—একখানি খাটিয়ার উপর রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মশারির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা রোগীর চতুর্দ্দিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করিবে, যেন ঔষধের ধূম বহির্গত হইতে না পারে। অনন্তর নির্ধূম জ্বলন্ত কাঠের কয়লার অগ্নি একখানি সরাতে রাখিয়া তদুপরি ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া খাটিয়ার নীচে রাখিবে ও রোগী উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহার ধূম লাগাইবে, কিন্তু নাসারন্ধ্র, মুখ ও চক্ষুর্দ্বয় বাহিরে রাখিবে। কারণ মুখ প্রভৃতি বাহিরে না রাখিলে যখন ধূম উত্থিত হইতে থাকে, তখন ঐ ধূম অত্যধিক সঞ্চিত হইলে সহসা শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। দুই-একটি ঘটনা এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। ধূমগ্রহণের পর ঘর্ম্ম হইলে শুষ্ক কাপড় দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলিবে। শীঘ্র আরামের জন্য ভাপরার ঔষধ বেশী লইবে না। পরিমাণমত গ্রহণ করিবে। একবারে বেশী ব্যবহার না করিয়া বরং পরিমাণমত লইয়া ২।১ দিন বেশী ব্যবহার করাই সঙ্গত। সাধারণতঃ ৩।৪ দিন ধূম লাগাইলেই হয়। তবে সন্দেহস্থলে ২।১ দিন বেশী লাগাইলেও ক্ষতি নাই। ভাপরা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় যে পর্য্যন্ত ঐ বিষ রক্ত ও মাংসগত থাকে, অর্থাৎ অস্থি বা আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উপকারী, কিন্তু অস্থি বা আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে ভাপরার পরিবর্ত্তে রসচূর্ণ ব্যবহার করাই উচিত।

বঙ্গরাদিধূম, সিন্দুরাদিধূম ও রসাদিধূম, এই তিন প্রকার ভাপরা ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালীতে লিখিত হইল।

ফিরঙ্গে টোট্‌কা—অনেকের বিশ্বাস টোট্‌কা ঔষধ সেবন করিলে বা ক্ষতস্থানে লাগাইলে ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয়, কিন্তু আমরা এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এ কথার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই নাই; বরং দেখিয়াছি, টোট্‌কা সেবন করিয়া ও লাগাইয়া আরোগ্যলাভের পরিবর্ত্তে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, ফিরঙ্গ-ক্ষত আরোগ্য হইলেই রোগ আরোগ্য এবং ফিরঙ্গবিষ নষ্ট হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ তিন-চারিমাস মশল্লার জল সেবন না করিলে রক্ত পরিষ্কার বা রোগ আরোগ্য হয় না। ক্ষতনাশক ঔষধ প্রয়োগের কিছুদিনের জন্য ক্ষত শুষ্ক হইলেও পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়।

ফিরঙ্গে অপকারী ঔষধ—ফিরঙ্গরোগ আরোগ্য না হইলে রসায়ন ও বাজীকরণের কোনও ঔষধ পৃথক্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া কামপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় সঙ্গমের ইচ্ছা জন্মে।

ফিরঙ্গে সহবাস—ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ফিরঙ্গবিষ যাবৎ সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ সহবাস এককালে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ ফিরঙ্গ-বিষ পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তবেও অবস্থান করে, সুতরাং ঐরূপ দূষিত শুক্র ও শোণিত দ্বারা গর্ভসঞ্চার হইলে তজ্জাত সন্তান-সন্ততিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পরন্তু গর্ভসঞ্চার না হইলেও সহবাসের ফলে ঐ বিষ পুরুষ হইতে স্ত্রীদেহে ও স্ত্রীদেহ হইতে পুরুষ-দেহে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

একটি রোগীর বিবরণ—গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায় আমরা এই গ্রন্থে এযাবৎ কোনও রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করি নাই, কিন্তু যাঁহার বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিখিত হইল। কুড়িবৎসর পূর্ব্বে ফিরঙ্গরোগাক্রান্তা রমণীর সহবাসে ইঁহার ফিরঙ্গ রোগ হয়। জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হওয়ার কয়েকদিন পরেই বাম ও দক্ষিণ কুঁচ্‌কী ফুলিয়া উঠে ও ক্রমশঃ ফুলা এবং বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যেই তাহা বাগীতে পরিণত হয়। তখন

লজ্জা ও গুরুজনের ভয়বশতঃ নানাবিধ প্রলেপ দ্বারা ঐ বাগী বসাইয়া দেওয়া হয় এবং লিঙ্গের ক্ষতও শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হওয়ার পরে কোমরে বেদনা হয়, এই অবস্থায়ও মূলরোগের কোন ঔষধ ব্যবহার করা হয় নাই, কেবল বেদনার জন্যই নানাপ্রকার তৈল মালিশ করা হয়; কিন্তু মালিশে সময়-সময় বেদনার একটু লাঘব হইত মাত্র, মূলরোগের কোনই উপকার হয় নাই। এইসময় হইতে সাধারণভাবে স্নানাহার চলিতে থাকে, মধ্যে-মধ্যে ক্ষত হয় ও শুকাইয়া যায়, সাধারণভাবে ঔষধও কিছু-কিছু সেবন করা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। একটু সুখের বিষয় এই যে, বাল্যকাল হইতেই ইঁহার গ্রহণীরোগ ছিল বলিয়া ফিরঙ্গ রোগ হওয়ার পর হইতে ইনি কখনও কোনও প্রকার কুপথ্য সেবন করেন নাই।

যাহা হউক এই ভাবে ২।৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে বামপায়ে শুল লওয়া হয়, কিন্তু শুল নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেওয়া হয় নাই বলিয়া কিয়দ্দিবস পরেই উহা হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থা হইল যে, শুল আর রাখিতে না পারিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ পেটের পীড়া, অক্ষুধা, আক্ষেপ ও শরীর-ভার প্রবল হইতে থাকে এবং এইভাবে অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় ইনি কষ্টের সহিত আরও দশ-বারো বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তৎপরে তিন বৎসর যাবৎ একপ্রকার অচল হইয়াছিলেন। তখন প্রবল পেটের পীড়া, অত্যধিক আক্ষেপ, অত্যন্ত গাত্র-গুরুতা ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপস্থিত হইল, ক্ষুধা একেবারেই হইত না, যকৃৎ একেবারেই ক্রিয়াহীন হইয়াছিল, বার্লি পর্য্যন্ত হজম হইত না, বাতে অর্দ্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, গাত্র-গুরুতা এমন প্রবল ছিল যে, উঠিয়া দাঁড়াইতেও অত্যন্ত ক্লেশ হইত, এক পা হাঁটিবার শক্তি ছিল না, আক্ষেপ সর্ব্বদাই হইত, একমুহূর্ত্তও বিরাম ছিল না, অবশেষে উহা হইতে ঝাঁকি বা ঝুইল এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সর্ব্বদাই পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটা ঝাঁকি মারিত এবং যেন কেহ ঠেলিয়া ফেলিতেছে, এইরূপ বোধ হইত, নিঃশ্বাস ছাড়িতেও ক্লেশ হইত। মস্তকে একটি অনতিগভীর ক্ষত হইয়াছিল, তাহা হইতে রক্তপূঁয নির্গত হইত। এইসময়ে আমি তাঁহার চিকিৎসার জন্য আহূত হই এবং রসচূর্ণ, গ্রহণীশার্দ্দূল, বাতনিসূদন, পলাশাদিবটী প্রয়োগ করি। এইরূপে তিন-চারিমাস যাবৎ চিকিৎসা দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে

ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহা অবস্থানুসারে অল্প নহে, তবে তাঁহার রোগ একেবারে আরোগ্য হইবে, সে আশা তাঁহারও নাই বা আমারও নাই।

উপদংশ, লিঙ্গার্শ ও ফিরঙ্গরোগে ঔষধ

নিচুলাদিলেপ—বাতিক উপদংশে স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ ও স্রাবযুক্ত হইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে ক্ষতস্থান নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ স্থানে এই লেপ দিনে ২।৩ বার লাগাইবে, রাত্রিতে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

নিচুলাদিলেপ। হিজলবীজ, এরণ্ডবীজ, যব ও গোধূম; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতসহ মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে।

গৈরিকাদিলেপ—পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক পীতবর্ণ হইলে এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও ঐ স্থানে জ্বালা প্রকাশ পাইলে নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা ভৃঙ্গরাজরস অথবা নিম্বাদিকাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার ক্ষতস্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে না।

গৈরিকাদিলেপ। গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলসুন্দি; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ শতধৌতঘৃতে মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ দিবে।

পদ্মাদিলেপ—পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক পীতবর্ণ ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং ঐ স্থানে জ্বালা প্রকাশ পাইলে নিম্বাদিকাথ বা নিম-পাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। রাত্রিতে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

পদ্মাদিলেপ। পদ্ম, নীলসুন্দি, পদ্মের মৃণাল, শালছাল, অর্জ্জুনছাল, বেতস ও যষ্টিমধু; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করতঃ তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

দারুহরিদ্রাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহদাকার, শুক্লবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত হইলে এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে ও স্ফোটক হইতে গাঢ়স্রাব নির্গত হইলে জয়ন্ত্যাদিকাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। রাত্রিতে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

দারুহরিদ্রাদিলেপ। দারুহরিদ্রার ত্বক্, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময়ের রস, তিলতৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

শাললেপ—শ্লৈষ্মিক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহৎ, শুক্লবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত এবং স্রাবযুক্ত হইলে ও লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদিকাথ বা ত্রিফলার কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

শাললেপ। শাল, পিয়াশাল, লতাশাল, বচ ও দারুচিনি; এইসকল দ্রব্য মস্ত দ্বারা পেষণ ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

রসাঞ্জনলেপ—রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল মাংসবৎ তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং স্ফোটক হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও স্ফোটকস্থানে দাহ প্রকাশ পাইলে ক্ষতস্থান ভৃঙ্গরাজের রস বা নিম্বাদিকাথ দ্বারা ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ উপদংশে উপকারী।

রসাঞ্জনলেপ। রসাঞ্জন উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

নরাস্থিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটক বিভিন্ন বর্ণের হইলে এবং তাহাতে বেদনা, স্রাব ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিমপাতাসিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে দুই-তিন বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে।

নরাস্থিলেপ। মনুষ্যের কপালের অস্থি চূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। ইহা উপদংশের ক্ষত-নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সৌরাষ্ট্রাদ্যলেপ—সান্নিপাতিক উপদংশরোগে স্ফোটকসকল বিবিধবর্ণের লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, স্রাব ও জ্বালা থাকিলে এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে ক্ষতস্থান ত্রিফলার কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে।

সৌরাষ্ট্রাদ্যলেপ। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গেরিমাটী, তুঁতেভস্ম, হীরাকস, সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ; ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া জলে মিশাইয়া প্রলেপ প্রদান করিবে।

করবীলেপ—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উপদংশে স্ফোটক-সকল কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, জ্বালা, ক্লেদ ও স্রাব থাকিলে ভৃঙ্গরাজের রস বা ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ঐস্থানে এই প্রলেপ ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে।

করবীলেপ। করবীমূল উষ্ণমণ্ডে মর্দ্দন করিয়া তাহা দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জয়ন্ত্যাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল পাকিলে এই ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জয়ন্ত্যাদিক্বাথ। জয়ন্তীপাতা সিদ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। এইরূপ করবী, আকন্দ অথবা সোন্দালপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারাও ক্ষতস্থান ধৌত করা যাইতে পারে।

স্বর্জ্জিকাদ্যচূর্ণ—লিঙ্গার্শরোগে লিঙ্গের উপরিস্থিত মাংসাঙ্কুর বর্দ্ধিত হইলে এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার লাগাইবে।

স্বর্জ্জিকাদ্যচূর্ণ। সাজিমাটী, তুঁতে, শৈলজ, রসাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

নিম্বাদিক্বাথ—পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল পীতবর্ণ এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এই ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

নিম্বাদিক্বাথ। নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, অশ্বত্থছাল, কদমছাল, শালছাল, জামছাল, বটছাল, যজ্ঞডুমুরছাল ও বেতসছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল /১ এক সের, শেষ এক পোয়া। বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

পটোলাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা, জ্বালাযন্ত্রণা ও ক্লেদ-নির্গমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে বা স্ফোটকসকল পাকিয়া উঠিলে এই ক্বাথে শোধিত গুগ্গুলু চারি আনা ও হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াচূর্ণ সমভাগে মিলিত ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্ত ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

পটোলাদিকাথ। পলতা, কটকী, নিমছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও গুলঞ্চ, চী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নিম্বঘৃত—উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হইলে অথবা ফিরঙ্গে বাগী পাকিলে এই ঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

নিম্বঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৭৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কোশাতকীতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ বা সান্নিপাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে ও দ্বিতীয় অবস্থায় বিবিধবর্ণের স্ফোটক এবং তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক না হইলে এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানবিশেষে স্ফোটক প্রকাশ পাইলে এই তৈল প্রয়োগ করিলেও সমধিক উপকার হয়।

কোশাতকীতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—তিতা ঝিঙ্গা-বীজ, তিতা লাউ-বীজ ও শুঁঠ; ইহাদের সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

আগারধূমাদ্যতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় বিবিধবর্ণের পিড়কা বা ক্ষত প্রকাশ পাইলে এই তৈল ঐ স্থানে প্রদান করিবে। সর্ব্বাঙ্গ বা স্থান-বিশেষে স্ফোটক থাকিলে ও তাহা হইতে পূঁযাদি নির্গত হইলে ঐ তৈল প্রয়োগ করিলে পূঁয-ক্ষরণ নিবৃত্তি হয় ও ক্ষত শুষ্ক হয়। ফিরঙ্গের প্রথমাবস্থায় ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

আগারধূমাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—গৃহধূম ২।৶৩ রতি, হরিদ্রা ২১।/০ আনা, করঞ্জবীজ ৩২৸৶৩ রতি। পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

জম্ব্বাদ্যতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে লিঙ্গনালে নানাবিধ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে এবং ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়কা প্রকাশ পাইলে এই তৈল ঐ স্থানে প্রয়োগ করা যায়। সর্ব্বাঙ্গে বা কোনও স্থানে স্ফোটক বা তজ্জনিত ব্রণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল মালিশ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। ধূম-প্রয়োগ বা রস-প্রধান-ঔষধ-সেবনান্তে ক্ষতস্থানে এই তৈল প্রয়োগ করিবে।

জম্বাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—জাম-পাতা, বেতস-পাতা, আমলকী-পাতা, ডহরকরঞ্জ-পাতা, পদ্ম-পাতা, নীলঝুন্টি-পাতা, এলাইচ, আম্রবীজশাঁস, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কেলে-কড়া, লোধ, রক্তচন্দন ও ভেউঁড়ী; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। ছাগী-মূত্র ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শারিবাদ্যক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপ-দংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত ও দ্বিতীয়াবস্থায় সর্ব্বশরীরে পিড়কা বা স্থানবিশেষে ক্ষত প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্ত ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক। ইহার সেবনকালে মৎস্য ও মাংস বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

শারিবাদ্যক্বাথ। অনন্তমূল, তোপচিনি, নিমছাল, কট্‌কী, পল্‌তা, গুলঞ্চ, ধনে ও ছাতিমছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ-উপদংশে বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে বা ক্ষত হইলে এবং ঐ স্থানে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা বা ক্ষত ও তৎসন্নিহিত স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে অথবা ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সমস্ত গাত্রে বিভিন্নবর্ণের পিড়কা লক্ষিত হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায়ও এই ক্বাথ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক ও বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু ফিরঙ্গবিষ নষ্ট হয় না।

অমৃতাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরাদিগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক উপদংশরোগে বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক উৎপন্ন হইলে অথবা ক্ষত হইতে ক্লেদ-নির্গমন, অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা, জ্বরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে ও রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে কিংবা ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণ-জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং ফিরঙ্গের রক্ত-দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে।

বরাদিগুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, শাল ও বাসক; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণ-সমান শোধিত গুগ্‌গুলু লইয়া

ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—১ তোলা। দাস্ত পরিষ্কার না হইলে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে।

অনন্তাদ্যবলেহ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশরোগে রক্তের শোধনার্থ অথবা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় পিড়কা ও স্ফোটকসকল হ্রাসপ্রাপ্ত এবং ক্ষত নিবৃত্ত হইলে এই ঔষধ শরীরের রক্তশোধনার্থ প্রতিদিন রোগীকে সেবন করিতে দিবে। স্ফোটক বা ব্রণের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিলে তাদৃশ উপকার হয় না। ফিরঙ্গের তৃতীয়াবস্থায় নাসা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি স্থানে ক্ষত প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। অনুপান—দুগ্ধ।

অনন্তাদ্যবলেহ। অনন্তমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া পুনরায় পাক করিয়া ঘন হইলে গুলঞ্চের পালো, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, মুগাণী, মাষাণী, তেউড়ীমূল, কটুকী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও ছোট এলাইচ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ঐ কাথে প্রদান করিয়া তাহা দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

অনন্তাদ্যঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশরোগে রক্তশোধনার্থ এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় ক্ষত, পিড়কা ও স্ফোটক হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে কিংবা অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকিলে অথবা নাসিকা, বিশেষতঃ মুখ বা ওষ্ঠাদির ক্ষত পুরাতন হইলে রোগীকে এই ঔষধ রক্তশোধনার্থ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। রক্তদোষজনিত বিবিধ রোগে এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার হয়। ইহা পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক।

অনন্তাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—অনন্তমূল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—অনন্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূলী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফুল, যষ্টিমধু, মুরামাংসী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোনামুখী, গোক্ষুরবীজ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ভালমূলী, তেউড়ীমূল,

রাখালশসা, নীলমুল ও আলকুশী-বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ অর্দ্ধতোলা।

ভূনিম্বাদ্যঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ-উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় বিবিধবর্ণের স্ফোটক ও ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ ক্ষত শুষ্ক হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফিরঙ্গরোগবশতঃ রোগীর নাসিকা, মুখ ও অন্যান্য যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে ইহার সেবনে উপকার হয়। এই ঘৃত পাচন-নিবারক ও পিত্তনাশক। কুষ্ঠরোগেও ইহা সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ভূনিম্বাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—চিরতা, নিমছাল, পল্‌তা, ডহরকরঞ্জ-বীজ, জাতিপত্র, খদির ও শাল-ছাল; ইহাদের প্রত্যেকে /১ সের এবং হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

ফিরঙ্গরোগে পারদের ব্যবহার

রসচূর্ণ—ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু ফিরঙ্গরোগে রক্তহীন, দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে অথবা গণ্ডমালা ও যক্ষ্মারোগীকে কিংবা অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয়াবস্থায় যখন অত্যধিক উদরাময় বা গ্রহণী উপস্থিত হয়, তখন রোগী অত্যন্ত রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ঐ অবস্থায় ইহা অতি অল্পমাত্রায় লইয়া আফিমের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ ঐসকল অবস্থায় অধিক লালা নিঃসৃত হইয়া যাহাতে রোগীর দুর্ব্বলতা আরও বর্দ্ধিত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে। ইহা শিশু, বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীলোককেও প্রয়োগ করা যায়। ইহা স্বভাবতঃ ভেদক, সুতরাং বহু-দিন ব্যবহারে অধিক ভেদ হইতে পারে; যদি ঐরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণে আফিম মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। প্রাথমিক

ক্ষত দ্বিতীয়াবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও ইহার প্রয়োগে শীঘ্রই ক্ষত কোমল ও শুষ্ক হয়। দন্তমাঢ়ী যখন ঈষৎ স্ফীত হইবে এবং তাহার চতুষ্পার্শে লাল দাগ ও তাহা টিপিলে কিংবা স্বভাবতঃ তাহাতে বেদনা হইবে ও লালা নিঃসৃত অথবা ছেপ কিংবা থুথু নির্গত হইবে, তখনি উহা বন্ধ করিয়া একটি মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে না দিলেও চলে। ঐ অবস্থায় আটকষায়ের জল দ্বারা কুল্লি করিতে দিবে। পরন্তু ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রয়োগ করিবে। এইরূপ মধ্যে-মধ্যে বন্ধ রাখিয়া একবৎসর যাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। রসচূর্ণের সঙ্গে-সঙ্গে একটি স্বর্ণ ও লৌহঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা হইলে রসচূর্ণ-ভক্ষণজনিত লালাস্রাব প্রভৃতি হইতে রোগীর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইতে পারে না। পরন্তু উহা দ্বারা পারদের দোষও বিনষ্ট হয়।

রসচূর্ণ। প্রথমতঃ ঘৃতকুমারী, রক্তচিতার মূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলার কাথদ্বারা তিনদিন পারদ মর্দ্দন করিবে, পরে জলে ধৌত করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে শোধিত পারদ ২ তোলা ও খড়ী ৪ তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া নিশ্চন্দ্র করিবে। সাধারণতঃ দুইদিন মর্দ্দন করিলেই নিশ্চন্দ্র হয়।

রসচূর্ণের মাত্রা ও অনুপান—ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় কিংবা পৈতৃক ফিরঙ্গরোগে সন্তান আক্রান্ত হইলে ও স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় ফিরঙ্গের লক্ষণ লক্ষিত হইলে রসচূর্ণের ব্যবহার প্রশস্ত-কল্প। মাত্রা—পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষে অর্দ্ধরত্তি হইতে একরত্তি। দশবৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকিরত্তি হইতে অর্দ্ধ রত্তি। ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকিরত্তি এবং ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ⅛ রত্তি। অবস্থাবিশেষে মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়। অনুপান—স্তন্যপায়ী শিশুগণের পক্ষে স্তনদুগ্ধ ও মধু। অন্য সকলের পক্ষে দুগ্ধ ও মধু। রস-চূর্ণের সহিত আফিম মিশ্রিত করিতে হইলে উহা রসচূর্ণের ⅓, ¼ বা ⅛ ভাগ মাত্রায় মিশাইবে।

রসগুগ্গুলু—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর গাত্রে বিভিন্ন-বর্ণের পিড়কা প্রকাশ পাইলে এবং পিড়কা হইতে ক্লেদনির্গমন, গাত্র-বেদনা ও জ্বরভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে অথবা প্রথমাবস্থার প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক

ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দ্বিতীয়াবস্থায় মুখে, নাসিকাভ্যন্তরে ও তৃতীয়াবস্থায় শরীরের বিবিধ যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবন করিয়া অতি সাবধানে স্নানাহার করা কর্ত্তব্য। যে পরিমাণ অন্ন ভোজন করা রোগীর অভ্যাস, প্রথমদিনে তাহার এক-চতুর্থাংশ অন্ন ভোজন করিবে; দ্বিতীয়দিনে অর্দ্ধেক অন্ন ভোজন করিবে; তৃতীয়দিনে বার আনা পরিমাণে আহার করিবে। ইক্ষু-গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মসুর ডাল রোগীকে আহার করিতে দিবে। লবণসংযুক্ত ডাল বা ব্যঞ্জনভোজন নিষিদ্ধ। লবণের পরিবর্ত্তে ইক্ষুচিনি, মসলার পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, সাজীর', জীরা ও হিং প্রয়োগ করিবে। এই বটিকা প্রত্যহ দুইবেলা দুইবারে ৪টি করিয়া সেব্য। সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ দিন এই নিয়মে সেবন করিবে। এই ঔষধ যাহাতে দন্তসংলগ্ন না হয়, তজ্জন্য ময়দার ঠুলির মধ্যে রাখিয়া গিলিয়া সেবন করা উচিত। অনুপান—দুগ্ধ।

রসগুগ্‌গুলু। শোধিত পারদ ১০০ রতি, ইক্ষুচিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষগুগ্‌গুলু ৪০০ রতি ও গব্যঘৃত ১০০ রতি; এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ২০০ শত বটী করিবে।

ভৈরবরস—ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ-বিনাশের জন্য এবং দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর গাত্রে বিভিন্ন-বর্ণের পিড়কা এবং পিড়কা হইতে ক্লেদনির্গমন, জ্বরভাব, গাত্র-বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ ইহার ৩টি বটী সেবন করাইবে, চতুর্থদিন হইতে এক-একটি বটী প্রয়োগ করিবে। এই নিয়মে ১৪ দিন এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইক্ষুচিনি ও অল্পঘৃতসংযুক্ত উষ্ণ-অন্ন ভোজন করিতে দিবে। জলপান ও জলস্পর্শ একেবারে নিষিদ্ধ। তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ইক্ষু ও দাড়িমের রস রোগীকে পান করিতে দিবে। মলত্যাগান্তে রোগীর উষ্ণজল দ্বারা শৌচ করা ও তৎক্ষণাৎ শুষ্ক কাপড় দ্বারা জল মুছিয়া ফেলা উচিত। রৌদ্র, বায়ু ও অগ্নিতাপ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। বর্ষা বা শীত-ঋতু এই ঔষধ সেবন করিবার উপযুক্ত সময়। ঔষধ সেবন করিয়া মুখ আসিলে মুখ-রোগের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে। ঔষধ-সেবন-

কালে পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, সহবাস ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করা উচিত। কর্পূরাদি সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা পান চর্ব্বণ করিতে দিবে এবং যাহাতে কফ নষ্ট হয় অথবা বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত না হয়, এরূপ ক্রিয়া করিবে। লবণ, অম্লদ্রব্য, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়মে ১৪ দিন ঔষধ সেবন করা হইলে উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসরস আহার করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত শরীর পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ। অনুপান—দুগ্ধ।

ভৈরবরস। শোধিত পারদ ১০০ রতি ও ইক্ষুচিনি ৩০০ রতি; এই উভয় দ্রব্য লৌহপাত্রে নিমের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া উহাতে শ্বেতখদিরচূর্ণ ১০০ রতি প্রদান করিয়া ২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং গোধূমচূর্ণ সহযোগে রাখিয়া দিবে।

রসশেখর—ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত-অবস্থায় ও দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সর্ব্বশরীরে পিড়কা বা ক্ষত হইলে এবং নাসিকা, মুখ প্রভৃতি স্থানে ক্ষত ও তজ্জন্য বেদনা থাকিলে অথবা ক্ষতস্থান হইতে ক্লেদনির্গমন বা অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রক্তদুষ্টিহেতু রোগীর যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত, অগ্নি দুর্ব্বল ও দাস্ত পাতলা হইলে রোগীকে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ইহার ২টি বটিকা সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিয়া রোগীর অতি সাবধানে স্নান-আহার করা কর্ত্তব্য। অম্লদ্রব্য, দধি, মৎস্য, মাংস ও ফল ভক্ষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভৈরবরসের নিয়মানুসারে পথ্য সেবন করা উচিত। অনুপান—দুগ্ধ।

রসশেখর। পারদ ২ রতি ও আফিম ১২ রতি; এই দুইটি দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া নিম্বদণ্ড দ্বারা তুলসীপাতার রসে মাড়িবে। অনন্তর তাহার সহিত হিঙ্গুল ২ রতি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার তুলসীপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ জয়িত্রী, জায়ফল, খোরাসানীযমানী ও আকরকরা বচ; ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ রতি এবং সকলের দ্বিগুণ খদির উহার সহিত মিশ্রিত ও তুলসীপাতার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চণকাকৃতি বটী করিবে।

রসচূর্ণমর্দ্দন—রসচূর্ণ যে অবস্থায় সেবনের ব্যবস্থা করা যায়, সেই অবস্থায় মর্দ্দনের ব্যবস্থাও করা যায়। মাত্রা একই। কিঞ্চিৎ চাউল-

মুগরার তৈলসহযোগে একবারে ১০।১৫ দিনের মলম প্রস্তুত করিয়া বগলে বা কুঁচকিতে দুইবেলা মালিশ করিতে হয়। মলম গাঢ় করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মোম মিশ্রিত করিয়া লইবে।

ফিরঙ্গরোগে পারদের ভাপ্‌রা

বদর্য্যাদিধূম—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সমস্ত গাত্রে পিড়কা এবং দ্বিতীয়াবস্থায় অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ধূম সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে; এই ধূম ক্রমান্বয়ে ৪।৫ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ধূম যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে লাগে, এইরূপভাবে রোগীকে উপবেশন করাইবে। ধূমপ্রয়োগে ঘর্ম্ম হইলে শুষ্কবস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। শাক, অম্ল, দধি, তৈলমর্দ্দন ও তৈলপক্ক ব্যঞ্জন এবং ফল-ভক্ষণ প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাজ্য। উষ্ণজলে গাত্র-ধৌত এবং ঘৃতপক্ক মুগ বা বুটের ডাল ও অন্নভোজন করা কর্ত্তব্য।

বদর্য্যাদিধূম। কুলের ছাল, আকন্দমূলছাল, আপাঙ্ মূল, বামনহাটী ও বিশুদ্ধ হিঙ্গুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনন্তর নির্ধূম কাঠের কয়লার অগ্নিতে প্রদান করিয়া ঐ ধূম সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে।

সিন্দূরাদিধূম—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানবিশেষে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং ঐ পিড়কা হইতে ক্লেদনির্গমন, অসহ্য জ্বালা, সর্ব্বশরীরে বেদনা ও জ্বরবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর গাত্রে এই ধূম প্রাতে ও সন্ধ্যায় লাগাইবে। যে পর্য্যন্ত স্ফোটক হইতে ক্লেদনির্গমন দূরীভূত ও স্ফোটক শুষ্ক না হয়, তাবৎ এই ক্রিয়া করিবে। ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। ধূমপ্রদানকালে রোগী বস্ত্রবেষ্টিত হইয়া এই ধূম সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া শাক, অম্ল, দধি, গাত্রে তৈলমর্দ্দন, ফল-ভক্ষণ ও তৈলপক্ক ব্যঞ্জন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে এবং উষ্ণজল দ্বারা গাত্র ধৌত করিবে।

সিন্দুরাদিধুম। উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর, শোধিত পারদ, তুঁতে, হরিতাল, মনঃশিলা, মুর্দাশঙ্খ, বিটলবণ, সোহাগার খৈ, শ্বেত-আকন্দের মূল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ আনা এবং হিঙ্গুল ১৷০ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর নির্ধূম কাষ্ঠের কয়লার অগ্নিতে প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধুম লাগাইবে।

রসাদিধূম—ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গবিষ নষ্ট হওয়ার জন্য অথবা ফিরঙ্গের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়কা ও ক্ষত, ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন, জ্বরভাব ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ধূম রোগীর সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে। ইহা গলিতকুষ্ঠরোগেও উপকারী।

রসাদিধূম। শোধিত পারদ, বঙ্গ, খদির, হরীতকীভস্ম, কচি কলার ফুলভস্ম ও সুপারীভস্ম ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ আনা। এইসমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা আমরুলের রস, তুলসীপাতার রস এবং পুরাতন গুড় ও ঘৃতসহ ক্রমান্বয়ে মর্দ্দন করিয়া ৬টি বর্তী প্রস্তুত করিবে। এই বর্তী অগ্নিতে প্রদানপূর্ব্বক ধূম গ্রহণ করিবে।

পারদ-ব্যবহারে মুখরোগ—ধূমপ্রয়োগে বা রসচূর্ণ বেশী মাত্রায় অর্থাৎ ২ রত্তি ৪ রত্তি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিলে মুখ আইসে, তখন মুখ-ফোলা, দাঁতের মাঢ়ী স্ফীত হওয়া বা দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব ও মুখ হইতে লালা-নিঃসরণ প্রভৃতি মুখরোগের উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় বক্ষ্যমাণ মুখরোগের চিকিৎসার ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। সাধারণতঃ আটকষায়ের জল দ্বারা কুল্লি করিলেও রোগ প্রশমিত হয়। আটকষায় যথা—আমছাল, জামছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, বটছাল, বকুলছাল, আমলকীছাল, হরীতকী ও অশ্বত্থছাল ; এই ৮টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১ পোয়া। এই জল দ্বারা দুইবেলা দুইবার করিয়া কুল্লি করিবে।

ফিরঙ্গে মশল্লার জল

নিম্বাদিক্বাথ—ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রত্যহ দুইবার এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহা রোগের প্রথমাবস্থায়

প্রয়োগ করিলে বাগী ও দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা বিলুপ্ত হয়। রোগ আরোগ্য হইলেও কিছুকাল সেবন করা উচিত। প্রথমাবস্থায় তিন চারিমাস ব্যবহার না করিলে বিষ সমূলে নষ্ট হয় না। রসচূর্ণ-ব্যবহারের সঙ্গে ব্যবহার করিলে অথবা পারদদুষ্ট রোগীকে সেবন করাইলে পারদের দোষ নষ্ট হয়; কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় ফিরঙ্গজনিত উদরাময়ে ইহা সহ্য হয় না। কারণ ঔষধের দ্রব্যগুলি অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক ও বিরেচক।

নিম্বাদিক্বাথ। নিমছাল, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, পলতা, তোপচিনি, রেউচিনি, চিরতা, যষ্টিমধু, সাচিক্ষরাস, কালাদানা, রক্তচন্দন, কাবাবচিনি, গুলঞ্চ ও বাসকছাল; ইহাদের প্রত্যেকে /০ এক আনা (ছয়রতি) এবং কুমরিয়া-কাঁটার মূল ও অনন্তমূল প্রত্যেকে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। কুমরিয়া-কাঁটার মূলের অভাবে সালসার শিকড় অর্দ্ধতোলা বা অনন্তমূল ১ তোলা দেওয়া যায়। একবেলা দ্বিগুণ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া দুই বেলা সেবন করা যায়। দাস্ত পরিষ্কার না হইলে তেউড়ী-চূর্ণ, সোনামুখী, সোন্দালের শাঁস বা জঙ্গীহরীতকীচূর্ণ ।০ চারি আনা বা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা; যেমন সহ্য হয় প্রক্ষেপ দিবে।

অনন্তাদ্যক্বাথ—ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় এই ক্বাথ প্রযোজ্য। প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বাগী ও দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। প্রথমাবস্থায় নিয়মে রহিয়া দুই-তিন মাস সেবন করিলেই ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট ও শরীর সুস্থ হয়। তৃতীয়াবস্থায় নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও বাত নষ্ট করে। স্বর্গীয় ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয় ফিরঙ্গরোগে ইহা প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতেন। আমরাও বহুকাল যাবৎ প্রয়োগ করিয়া ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাঁহাদের শরীর অদ্যাপি সুস্থ আছে। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থার কোন লক্ষণ কদাপি প্রকাশ পায় নাই বা তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পূর্ব্ব হইতেই গ্রহণী ও উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে অথবা তৃতীয়াবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী হইলে ব্যবহার্য্য নহে। কোষ্ঠকাঠিন্য-অবস্থায়ই প্রযোজ্য। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক এবং ফিরঙ্গ-বিষ ও পারদ-দোষ নষ্ট করিতে অদ্বিতীয়। বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা সমধিক শক্তিশালী।

অনন্তাদ্যক্বাথ। অনন্তমূল, তোপচিনি, সাচিকরাস, গোয়েকম্, যষ্টিমধু, কলম্বা, তেজোবল, আটমোরা, গোলাপফুল, বীজবন্দ, বিহিদানা, কালাদানা, হরীতকী ও সোন্দাইল; ইহাদের প্রত্যেকে ৵০ আনা এবং কাবাবচিনি, আকরকরা, রেউচিনি ও সোনামুখী; ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। দ্বিগুণ পরিমাণে ঔষধ লইয়া দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া দুইবেলা সেবন করা যায়। অনন্তমূলাদি আঠারটি দ্রব্যের প্রত্যেকে দেড় আনা হিসাবে লইয়া বাকী পাঁচ আনা সালসার শিকড় মিশাইলে ঔষধ অধিকতর ফলপ্রদ হয়।

কিরাতাদিক্বাথ—ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থার যে-কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ক্ষত, পিড়কা-বহির্গমন, তালুক্ষত, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য নানাবিধ বাত, রক্তাল্পতা, দুর্ব্বলতা, বুক দুর্‌দুর্ করা, আক্ষেপ, গাত্র-গুরুতা এবং রক্তমাংসাদি ধাতু ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে এবং বিষাক্ত মেহ-রোগ বিদ্যমান থাকিলে ইহা অতি উপকারী। ইহা শারীরিক বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়, কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময়সত্ত্বে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

কিরাতাদিক্বাথ। চিরতা, দেবদারু, গোয়েকম্, সাচিকরাস, তোপচিনি, আকরকরা, দারুচিনি, তেজপত্র, শুঁঠ, বচ, আটমোরা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, কলম্বা, কাবাবচিনি, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, পিপুল, জঙ্গীহরীতকী, গেঠেলা, যমানী, মৌরী, পিপুল, মরিচ, সোমরাজীবীজ, বড়-এলাচি, লবঙ্গ, গজপিপুল, শালপাণী, চাকুলে, অশ্বগন্ধা, নিমছাল, বেলছাল, রেউচিনি, সোনামুখী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গোলাপফুল, পুনর্ণবা, কটুকী, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা, গুলঞ্চ, দেবদারু, সোন্দালের শাঁস, সালসার শিকড় ও অনন্তমূল; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহাকে চোয়াইয়া লইলে তাহাকে চোয়ান মশল্লার জল কহে। চোয়াইতে হইলে উহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা কুট্টিত করিয়া /৮ আটসের জলে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন বকযন্ত্রে চোয়াইয়া দুইসের জল গ্রহণ করিবে। মাত্রা—২ দুই তোলা। প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

লবঙ্গাদিক্বাথ—ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার যে-কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় থাকিলে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

লবঙ্গাদিক্বাথ। লবঙ্গ, দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেজপত্র, জোয়ান, তোপচিনি, মৌরী, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, দেবদারু, চিরতা, নিমছাল, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, গোলাপফুল ও রেউচিনি ; ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা এবং অনন্তমূল অর্দ্ধতোলা ও সালসার শিকড় অর্দ্ধতোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহাকে চোয়াইয়া লইলে চোয়ান মশলার জল কহে। চোয়াইতে হইলে উক্ত ১৭টি দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং অনন্তমূল ৮ তোলা ও সালসার শিকড় ৮ তোলা চূর্ণিত করিয়া পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন বকযন্ত্রে চোয়াইয়া দেড়সের জল গ্রহণ করিবে।

হালুয়া—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থার প্রবল প্রকোপ হ্রাস পাইলে অথচ অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু উদরাময় বা গ্রহণী-বিদ্যমানে সেবন নিষিদ্ধ। ইহা রক্তপরিষ্কারক এবং বল, পুষ্টি, শুক্র, রক্ত ও জীবনীশক্তিবর্দ্ধক। অনুপান—দুগ্ধ।

হালুয়া। গোলাপফুল, সাচিকরাস, রেউচিনি, কলম্বা, কালাদানা, সোনামুখী, তোপচিনি, আকরকরা, বাদাম, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, শালেমমিশ্রী, বিহিদানা, চাউলমুগরার শাঁস, অনন্তমূল ও সালসার শিকড় ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ঘৃত ৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬২ তোলা ও চিনি ৩২ তোলা। প্রথমতঃ দুগ্ধের সহিত চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে কটাহে ঘৃত ঢালিয়া মৃদু-অগ্নিসন্তাপে জাল দিবে ও ঘৃত পাক হইলে চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ও যখন দেখিবে, জলরহিত হইয়া গাঢ় হইয়াছে, তখন নামাইয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে। জল থাকিলে পচিবার সম্ভাবনা। আবার খরপাক হইলে গুণহীন হয়। অতএব সাবধানে পাক করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে একতোলা।

উপদংশ ও ফিরঙ্গে ব্রধ্ন-চিকিৎসা

লাক্ষাদিলেপ—উপদংশরোগের বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থায় কুঁচ্‌কি ফুলিয়া উঠিলে এই প্রলেপ কুঁচ্‌কিতে প্রয়োগ করিবে।

লাক্ষাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতক্যাদিক্বাথ—উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও

দ্বিতীয়াবস্থায় কুঁচ্কি ফুলিয়া উঠিলে ও তাহার সহিত জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাগী বসাইবার জন্য গন্ধবিরজার প্রলেপ অথবা মধু ও চুণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া যায়। তদুপরি তিসি বা মসিনার পুলটিস্ দিলে আরও ভাল হয়। তিসির পুলটিসে পাকাইবার এবং বসাইবার উভয় শক্তিই বর্ত্তমান— যেটি পাকিবার, তাহা পাকে ও যেটি বসিবার, তাহা বসে। তিসি খোলায় করিয়া আগুনে অল্প ভাজিয়া গরম থাকিতে চূর্ণ করিয়া জলমিশ্রিত করিবে ও পুনর্ব্বার আগুনে গরম করিয়া বস্ত্রখণ্ডের একপ্রান্তে স্থাপনপূর্ব্বক অন্য প্রান্ত দ্বারা আবৃত করিয়া বাগীর উপরে রাখিয়া বন্ধন করিবে, পুলটিস্ ঠাণ্ডা হইলে পুনর্ব্বার আর একটি প্রস্তুত করিয়া ঐরূপে লাগাইবে। এইরূপে যাবৎ না বসে বা পাকে, তাবৎ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুলটিসে ফোড়া পাকে, চতুষ্পার্শ্বস্থ পূঁয ও ক্লেদ একস্থানে সঞ্চিত হয় এবং ফোড়ার উপরিস্থ চর্ম্ম পাতলা হয়। এমন কি, অনেকস্থলে পুলটিসের গুণে অনেক সময়ে অন্যান্য ফোড়া স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু পুরু হইলে অনেক সময় বিদীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় বা বিদীর্ণ হয় না; কিন্তু ফিরঙ্গজনিত বাগী স্বয়ং বিদীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, সহজে পাকেই না। সুতরাং স্বয়ং বিদীর্ণ হইবে এইজন্য অপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর বা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এই অবস্থায় অস্ত্র-চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, কারণ বিলম্বে মধ্যস্থ রস বা পূঁয গাঢ় হইলে অন্যদিকে গমন করে ও নালী হয়। পুলটিসের কার্য্য প্রলেপ দ্বারাও হইতে পারে। যেসকল দ্রব্য সাধারণতঃ পিচ্ছিল, তাহা বাটিয়া একটু ঘৃত মিশ্রিত করতঃ নরম কলার পাতায় রাখিয়া গরম করিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিলেও ফোড়া পাকে—চতুর্দ্দিকস্থ পূঁয একত্র হইয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হয়। মাষকলাই, খেসারীর ডাল, শিমুলের ছাল, বেড়েলার পাতা, পুঁইগাছের পাতা ও ঘৃত, লাল জবাফুল, তেঁতুল ও ঘৃত, তোকমারি এবং অন্যান্য যে-সকল দ্রব্য পিচ্ছিল, তাহাদেরই ঐসকল গুণ আছে। ফোড়ার চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিবে, কিন্তু মুখে দিবে না, মুখে ফোড়া বিদীর্ণ হওয়ার ঔষধ একটু পুরু করিয়া লাগাইবে। শিমূলের কাঁটা ঘসিয়া ফোড়ার মুখে লাগাইলে ফোড়া কাটিয়া যায়, গোরুর দাঁত ঘসিয়া লাগাইলে খুব শীঘ্র কাটে, পায়রার

টাট্কা বিষ্ঠা, খেসারির ডালবাটা প্রভৃতিরও ফোড়া বিদীর্ণ করিবার শক্তি আছে। অনন্তর বিদীর্ণ বা অস্ত্র করা হইলে, নিম্বঘৃত সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপে ক্ষত শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে দুইবার নিমপাতা-সিদ্ধ জলে ক্ষত ধৌত করিবে ও নিম্বঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রাখিবে।

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে জ্বর-চিকিৎসা

ভূনিম্বাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে কিংবা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় ক্ষত বা পিড়কা-জনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে ফিরঙ্গজনিত জ্বর বিনষ্ট ও ক্ষত শুষ্ক হয়; কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

ভূনিম্বাদিক্বাথ। চিরতা, বাসক-ছাল, কট্কী, পল্তা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা॥

অমৃতাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশরোগে অথবা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় ক্ষত বা পিড়কা-জনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ব্রণরোপক এবং ক্ষত-সংশোধক, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিতে সমর্থ নহে।

অমৃতাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দুরালভাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশরোগের কিংবা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের পিড়কা বা ক্ষতজনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বর নষ্ট হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

দুরালভাদিক্বাথ। দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক ও কট্কী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ফিরঙ্গরোগে আমবাত-চিকিৎসা

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানে-স্থানে পিড়কা কিংবা তৃতীয়াবস্থায় গাত্রে স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা সেই ক্ষত শুষ্ক হইলে যদি রোগীর গ্রন্থিস্থলে অসহ্য বেদনা বা ফুলা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে রক্তশুদ্ধি হয় এবং সন্ধিগত বেদনা প্রশমিত হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ সহজে নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে ফিরঙ্গ-বিষ শরীরে বর্ত্তমান না থাকিলে কখনই তজ্জনিত আমবাত হয় না। এইজন্য রসচূর্ণ বা মশল্লার-জলের সহিত এই ঔষধও একবেলা প্রয়োগ করা উচিত। পুনঃ-পুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, ফিরঙ্গজনিত আমবাতে কেবলমাত্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা সাময়িক উপকার হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না। গুগ্‌গুলু, মশল্লার-জল ও রসচূর্ণ, এই তিনটি ঔষধই স্বভাবতঃ বিরেচক, সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য-অবস্থায়ই ইহারা সমধিক উপকারী।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কৈশোরগুগ্‌গুলু—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধ-বর্ণের পিড়কা এবং তৃতীয়াবস্থায় স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে কিংবা পিড়কা, স্ফোটক বা ক্ষত না থাকিলে যদি গ্রন্থিস্থল স্ফীত ও বেদনা-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। অমৃতাদিগুগ্‌গুলুর ন্যায় ইহা রসচূর্ণ বা মশল্লার-জলের সেবনের সঙ্গে প্রত্যহ একবেলা প্রয়োগ করিবে।

কৈশোরগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থার যাবতীয় লক্ষণ হ্রাস পাইলে অথচ গ্রন্থিস্থলে বেদনা ও ফুলা লক্ষিত হইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে অমৃতাদিগুগ্‌গুলুর ন্যায় প্রতিদিন একবেলা রসচূর্ণ বা মশল্লার-জলের সঙ্গে সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাপিণ্ডতৈল—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় গাত্রে পিড়কা, স্ফোটক কিংবা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ঔষধ দ্বারা তাহা

হ্রাস পাইলে এবং সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুলা বিদ্যমান থাকিলে এই তৈল রুগ্ন-স্থানে প্রতিদিন ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিবে।

মহাপিণ্ডতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে পিড়কা ও কুষ্ঠ-চিকিৎসা

চাউলমুগরার তৈল—ফিরঙ্গরোগের তৃতীয়াবস্থায় কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং পৈত্তিক ফিরঙ্গে সন্তান-সন্ততির নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠের লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই তৈল পান ও মর্দ্দন করিলে মহোপকার সাধিত হয়। ইহা ফিরঙ্গ-বিষ নাশ করিতে সমর্থ। যেসকল চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ অন্যান্য ঔষধে আরোগ্য হয় নাই, তাহা এই তৈল পান ও মর্দ্দন করিলে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। যেস্থলে রোগ প্রকৃত রোগ (ফিরঙ্গ) গোপন করিয়াছে, সেইস্থলেই ইহার মর্দ্দনে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে, কেবল রুগ্নস্থানে মালিশ করিলে বা লাগাইলেই চলে। নিয়মে থাকিয়া ইহা পান ও মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। মাত্রা—৫ ফোঁটা হইতে ১৫ ফোঁটা। দুইবেলা সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ মরিচাদিতৈল—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে পিড়কা বহির্গত হইলে অথবা তৃতীয়াবস্থায় নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ বা কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশের এবং গরমজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা যেমন রক্তদোষনাশক, তেমনি চর্ম্মগত নানাবিধ রোগ ও কুষ্ঠব্যাধি-বিনাশক। চিকিৎসক-শিরোমণি স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন তদীয় ভ্রাতা অন্নদাপ্রসাদ সেন ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সেন মহোদয়গণ ঐসকল অবস্থায় এই তৈল ব্যবস্থা করিতেন।

বৃহৎ মরিচাদিতৈল। সর্ষপতৈল ১৬ সের, যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কদ্রব্য—মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দ-ক্ষীর, গোময়-রস (গোবরের রস), দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, বিশালা (রাখালশশা), শ্বেতকরবীর মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, রক্তচিতার মূল, লাঙ্গলী, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দের বীজ, শিরীষছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, দাড়িমছাল, সীজের ক্ষীর,

গুলঞ্চ, সোন্দালের শাঁস, ডহরকরঞ্জ-বীজ, মুথা, খদিরকাষ্ঠ, পিপুল, বচ ও লতাফটকী; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা ও কাঠ-বিষ ১৬ তোলা; সমস্ত একত্র কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদানপূর্ব্বক গোমূত্রসহ পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ছাঁকিয়া লইবে।

ফিরঙ্গরোগে পক্ষাঘাত-চিকিৎসা

পলাশাদিবটী—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রতিদিন জলসহ সেবন করিতে দিবে। বরিশালের প্রবীণ চিকিৎসকেরা এই অবস্থায় ইহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন।

পলাশাদিবটী। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া পলাশবীজের কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া তাহাতে শোধিতকুচিলাবীজচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী—৪ রতি বা ৫ রতি।

হংসাদিঘৃত—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়াবস্থায় শরীরের কোন অংশ অসাড় অথবা শুষ্ক হইলে অর্থাৎ পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রুগ্নস্থানে যথারীতি ২।৩ ঘণ্টা মর্দ্দন করিতে দিবে। সন্ধিস্থল স্ফীত ও কোনস্থান অসাড় বোধ হইলে এই ঘৃতের মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়। বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহা বাতরোগে মহোপকারী বলিয়া প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন।

হংসাদিঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষতিন্দুকতৈল—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় রোগীর সন্ধিস্থলে বেদনা অথবা শরীরের কোন অঙ্গ অসাড় বোধ হইলে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে সমধিক উপকার হয়।

বিষতিন্দুকতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে যক্ষ্মা, কাস ও হৃদ্রোগ-চিকিৎসা

পঞ্চতিক্তঘৃত—ফিরঙ্গরোগের তৃতীয়াবস্থায় ফুসফুস্ আক্রান্ত হইলে ও যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কাস, অল্পজ্বর, শ্বাস ও

পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা নানাবিধ বাত, পিত্ত এবং ক্ষতনাশক ও রক্তশোধক। উপদংশে রক্তশুদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—ফিরঙ্গরোগের তৃতীয়াবস্থায় ফুস্‌ফুস্ এবং হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে কাস ও যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী। পঞ্চতিক্তঘৃত দ্বারা বিশেষ উপকার বা কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নানাবিধ বাতজ ও পিত্তজব্যাধি বিনষ্ট এবং সর্ব্বাঙ্গগত ক্ষত শুষ্ক ও রক্তশুদ্ধি হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে উদরাময়-চিকিৎসা

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মুথার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশে নষ্ট হয়।

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস। প্রস্তুতবিধি ৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীশার্দ্দূলরস—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে মুথার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রক্তদুষ্টি এবং ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশে বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও স্বর্ণভস্ম ৵০ আনা এবং লবঙ্গ, নিমপাতা, জাতিফল, জয়িত্রী ও ছোটএলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণভস্ম পারদসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক ঝিনুকের মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকালিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। যখন মুথার বহির্ভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে, তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। মাত্রা—৫ রতি।

ফিরঙ্গরোগে শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ-চিকিৎসা

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত—ফিরঙ্গরোগে মূর্চ্ছা, আক্ষেপ বা শিরোরোগ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাচৈতসঘৃত—ফিরঙ্গরোগে মূর্চ্ছা, আক্ষেপ বা শিরঃপীড়া প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

মহাচৈতসঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্য পাতলা দাস্ত হইলে অথচ শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে ঘৃতের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কারণ ঐ অবস্থায় ঘৃত সহ্য হয় না। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। প্রস্তুতবিধি ৫৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে বৃদ্ধি-চিকিৎসা

দন্তীঘৃত—ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় অণ্ডকোষ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় এবং সমধিক উপকারও হয়।

দন্তীঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৭৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শতপুষ্পাদিঘৃত—ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শতপুষ্পাদিঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৭৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পথ্য

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, লুচি, রুটি, যবমণ্ড, বুট ও মুগের ডাল এবং পলতা, পটোল, কচিমূলা, আলু, বেগুন, থোড়, মোচা, ডুমুর, কাঁচকলা, কপি প্রভৃতি দ্রব্যের ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন রোগীকে পথ্য দিবে। এই রোগে তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র, নিম্বপত্র

ও সেফালিকাপত্র প্রভৃতি সুপথ্য। এতদ্ব্যতীত সজিনাশাক, পুনর্নবাশাক, ঘৃত, দুগ্ধ, যবমণ্ড, ছাগ বা মুরগীর মাংসের যূষ, মধু ও কূপের জল, এই উভয় রোগে উপকারী। ফিরঙ্গ ও উপদংশের সর্ব্বাবস্থায় তরকারী ঘৃতপক্ক হইলেই ভাল হয়। তৈলপক্ক ব্যঞ্জন, তৈল-মর্দ্দন, গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহা সহজে হজম হয় না, অম্লদ্রব্য, দধি, ঘোল, মিষ্টদ্রব্য, বিশেষতঃ গুড়, এইসমস্ত ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে মধ্যাহ্নে অন্ন বা রুটি এবং রাত্রিতে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যবমণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও শারীরিক পরিশ্রম ফিরঙ্গরোগে এককালে পরিত্যাজ্য। পথ্যাপথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা মৎপ্রণীত পথ্যাপথ্য-শিক্ষায় দ্রষ্টব্য।

গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা

গলগণ্ডের সাধারণ লক্ষণ—গলদেশে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অণ্ডকোষবৎ যে দৃঢ় শোথ লম্বিতভাবে অবস্থান করে, তাহাকে গলগণ্ড কহে।

বাতিক গলগণ্ডের লক্ষণ—বাতিক গলগণ্ড সূচীবিদ্ধবৎ বেদনান্বিত ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ গলগণ্ড কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও কঠিন লক্ষিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ অর্থাৎ দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কদাচিৎ পাকিয়া থাকে; পরন্তু উহাতে রোগী মুখের বিরসতা, তালু ও গলদেশ শুষ্কপ্রায় অনুভব করে।

শ্লৈষ্মিক গলগণ্ডের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড, ভারযুক্ত ও শরীরের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, শীতল এবং আকারে বৃহৎ লক্ষিত হয় ও উহা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়। এই গলগণ্ড দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে এবং কদাচিৎ উহাতে বেদনা প্রকাশ পায়। এই রোগে রোগী মুখের মধুরতা, তালু ও গলদেশ কফ দ্বারা লিপ্তপ্রায় অনুভব করে।

মেদজ গলগণ্ডের লক্ষণ—মেদজনিত গলগণ্ড স্নিগ্ধ, ভারযুক্ত, দুর্গন্ধ ও অল্প বেদনাযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং লাউর ন্যায় লম্বমান্ হয় এবং তাহা চুলকাইতে ইচ্ছা জন্মে। উহার মূলভাগ আকারে ছোট থাকে, পরন্তু শরীরের বৃদ্ধির সহিত উহার বৃদ্ধি ও শরীরের ক্ষয়ের সহিত উহারও ক্ষয় হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর মুখে স্নিগ্ধভাব ও গলনলীতে সর্ব্বদা শব্দ হয়।

গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ—গলগণ্ড একবৎসরের অধিক কালজাত হইলে এবং রোগী কষ্টের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিলে ও তৎসঙ্গে অরুচি, দুর্ব্বলতা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে তাহার রোগ অসাধ্য।

গণ্ডমালার লক্ষণ—বাহুমূল, ঘাড়, গলা বা কুঁচকিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বদরের ন্যায় কিংবা আমলকীর ন্যায় যে বহুসংখ্যক গ্রন্থিমালার সদৃশ প্রকাশ পায় এবং দীর্ঘকাল পরে ঈষৎ পাকে, তাহাকে গণ্ডমালা কহে।

অপচীর লক্ষণ—গণ্ডমালার গ্রন্থিসমূহের মধ্যে কোনও-কোনও গ্রন্থি পাকে ও তাহা হইতে স্রাব হয়। কতকগুলি লুপ্ত হয় ও কতকগুলি নূতন আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এই অবস্থায় তাহাকে অপচী বলা যায়।

অপচীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ—নাসাস্রাব, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর, বমন প্রভৃতি উপদ্রববিহীন অপচীরোগ সাধ্য এবং ঐসমস্ত উপদ্রব-যুক্ত অপচী অসাধ্য।

গ্রন্থির লক্ষণ—বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া মাংস, রক্ত, মেদ ও শিরাকে দূষিত করিয়া গোলাকার উন্নত গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করিলে তাহাকে গ্রন্থি কহে। গ্রন্থি পাঁচ প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, মেদজ এবং শিরাজ-গ্রন্থি।

বাতিক গ্রন্থির লক্ষণ—বাতিক গ্রন্থিরোগে আকর্ষণ, ছেদন, সূচী দ্বারা বিদ্ধপ্রায় অনুভব এবং মন্থন ও বিদারণবৎ বেদনা হয়। ঐ গ্রন্থিগুলি কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও বস্তিবৎ বিস্তারিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে স্বাভাবিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

পৈত্তিক গ্রন্থির লক্ষণ—পৈত্তিক গ্রন্থি রক্ত বা পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং উহাতে অত্যন্ত দাহ, অত্যন্ত তাপ বিদ্যমান থাকে। শৃঙ্গ দ্বারা চুষণবৎ

বেদনা ও জ্বালা হয় এবং অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় ঐস্থান পাকিয়া থাকে এবং উহা বিদ্ধ করিলে অত্যন্ত দূষিত কালো রক্ত বহির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি শীতল, স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত, পাষাণবৎ কঠিন এবং অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হয়, পরন্তু বিলম্বে বৃদ্ধি পায় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্লবর্ণ গাঢ় পূঁয নির্গত হয়।

মেদজ গ্রন্থির লক্ষণ—মেদজ গ্রন্থি স্নিগ্ধ, বৃহৎ, কণ্ডু ও বেদনাযুক্ত হয় এবং শরীরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও শরীরের হ্রাস হইলে গ্রন্থিও হ্রাস পাইতে থাকে; পরন্তু বিদীর্ণ হইলে তিল-চূর্ণ বা ঘৃতের ন্যায় মেদস্রাব হইয়া থাকে।

শিরাজ গ্রন্থির লক্ষণ—বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত ব্যায়ামহেতু দুর্ব্বল ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হইয়া শিরাসমূহকে আকৃষ্ট, সঙ্কুচিত, শোষিত এবং সংহত করিয়া শীঘ্রই উন্নত এবং গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাকে শিরাজগ্রন্থি কহে। এই গ্রন্থিতে যদি বেদনা থাকে, তাহা হইলে উহা কষ্টসাধ্য এবং যদি বেদনা না থাকে, অথচ স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে উহা অসাধ্য, এতদ্ব্যতীত মর্ম্মস্থানজাত শিরাজ গ্রন্থিরোগও অসাধ্য।

অর্ব্বুদের সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বক সামান্য লক্ষণ—কুপিত দোষ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া দেহের কোনও স্থানে গ্রন্থি অপেক্ষা বৃহৎ গোলাকার, স্থির অথচ অল্পবেদনাযুক্ত মাংসের উচ্চতা সম্পাদন করিলে তাহাকে অর্ব্বুদ কহে। ইহার মূল বৃহৎ ও গাঢ় হয়, পরন্তু বিলম্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও পাকে না।

অর্ব্বুদের বিশিষ্ট লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ এবং মেদজ—এই ছয় প্রকার অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে বাতাদিদোষজনিত অর্ব্বুদে বাতজাদি গ্রন্থির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতিক গ্রন্থির ন্যায় বাতিক অর্ব্বুদের লক্ষণ, পৈত্তিক গ্রন্থির ন্যায় পৈত্তিক অর্ব্বুদের লক্ষণ, শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির ন্যায় শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদের লক্ষণ এবং মেদজ গ্রন্থির ন্যায় মেদজ অর্ব্বুদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রক্তার্ব্বুদের লক্ষণ—কুপিত দোষ রক্ত ও শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত ও সংহত করিয়া অল্পপাক ও স্রাবযুক্ত মাংসপিণ্ড উৎপাদন করিলে ঐ

মাংসপিণ্ড মাংসাঙ্কুর দ্বারা পরিবৃত হইয়া অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়; অথবা পরিণামে উহা হইতে সর্ব্বদা দূষিত-রক্তস্রাব হয়, ইহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে। এই রোগ অসাধ্য, রক্তার্ব্বুদে রক্তক্ষয় হইলে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়।

মাংসার্ব্বুদের লক্ষণ—মুষ্ট্যাঘাতাদিজনিত কোনও অঙ্গ পীড়িত হইলে মাংস দূষিত হইয়া বেদনা-রহিত, স্নিগ্ধ, শরীরের সমান বর্ণযুক্ত, পাষাণ-খণ্ডের ন্যায় অথচ সচলগ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে মাংসার্ব্বুদ কহে। ইহা পাকে না। মাংসাশী ব্যক্তির মাংস দূষিত হইলে মাংসার্ব্বুদের মূল গাঢ় হয়।

অর্ব্বুদের অসাধ্য লক্ষণ—বাতজাদি সাধ্য অর্ব্বুদের মধ্যে যে অর্ব্বুদ হইতে সর্ব্বদা স্রাব হয় এবং যে অর্ব্বুদ মর্ম্মস্থানে বা স্রোতাদির (নাসা বা কর্ণরন্ধ্র প্রভৃতির) মধ্যে উৎপন্ন হয়, অথবা যে অর্ব্বুদ অচল, তাহা অসাধ্য। একটি অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইলে তাহার উপরে যদি আর একটি অর্ব্বুদ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই অর্ব্বুদকে অধ্যর্ব্বুদ কহে। একত্রই হউক বা ক্রমান্বয়েই হউক, দুইটি অর্ব্বুদ সংলগ্ন হইয়া উৎপন্ন হইলে উহাকে দ্বিরর্ব্বুদ কহে, উহাও অসাধ্য।

অর্ব্বুদরোগে কফ ও মেদের আধিক্য, দোষের স্থিরতা এবং গ্রন্থির কাঠিন্য-হেতু স্বভাবতঃই সর্ব্বপ্রকার অর্ব্বুদ প্রায়শঃ পাকে না।

গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা

বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদ দূষিত হইয়া গলদেশ ও মন্যাদ্বয়কে (ঘাড়ের দুই পার্শ্বকে) আশ্রয় করিয়া বায়ু, কফ বা মেদের লক্ষণযুক্ত অণ্ডকোষবৎ শোথ উৎপাদন করিলে তাহাকে গলগণ্ড কহে। ফলতঃ দূষিত বায়ু, দূষিত শ্লেষ্মা বা মেদ দ্বারা গলদেশে লম্বমান শোথ হইলে গলগণ্ডরোগ উৎপন্ন হয়। গলগণ্ড ত্রিবিধ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদজ। ত্রিবিধ গলগণ্ডে বাতাদিদোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পৈত্তিক গলগণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না।

মেদ ও কফ প্রকুপিত হইয়া বাহুমূল, মন্যা, গলা বা কুঁচকিতে আমলকী বা কুলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট মালার সদৃশ বহুগ্রন্থি উৎপাদন করিলে তাহাকে

গণ্ডমালা কহে। গণ্ডমালার গ্রন্থিসকল পরিণামে পাকিয়া যখন স্রাব হইতে থাকে, তখন উহাই আবার অপচীনামে অভিহিত হয়, ফলতঃ গণ্ডমালা ও অপচী একই রোগ। অপচী কিছুকাল স্থায়ী হইলে আবার ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হয় ও ক্ষয়ের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিতে হয়, তবে চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিতে কাহাকেও দেখা যায় নাই।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া মেদ, মাংস, রক্ত ও শিরাসমূহকে দূষিত করিয়া গোলাকার উন্নত শোথ উৎপাদন করিলে তাহাকে গ্রন্থিরোগ কহে। গলগণ্ডাদিরোগেও যেমন বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদ দূষিত হয়, এই রোগেও তদ্রূপ ঐ তিনটি দূষিত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত গলগণ্ডাদিরোগ হইতে ইহার লক্ষণ সম্পূর্ণ পৃথক্, পরন্তু শরীরের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐসমস্ত গ্রন্থি বিদ্ধ করিলে দোষ-বিশেষে বিভিন্ন পদার্থ উহা হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়; উহ আকারে গোল ও কিঞ্চিৎ উন্নত হয়। অর্ব্বুদের সহিত গ্রন্থির অবয়বগত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গ্রন্থি অপেক্ষা অর্ব্বুদ আকারে বড় হয় ও বিলম্বে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদজ অর্ব্বুদের সহিত বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদজ গ্রন্থির লক্ষণের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাংসার্ব্বুদ ও রক্তার্ব্বুদের লক্ষণ পৃথক্। উহাতে যেরূপ মাংস ও রক্ত দূষিত হয়, গ্রন্থিরোগে সেইরূপ হয় না, মাংস বা রক্তের দোষবশতঃ শরীরের স্থানবিশেষে এই অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইয়া থাকে। গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও অপচী হইতে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ ভিন্নশ্রেণীর রোগ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে চিকিৎসার সাদৃশ্যবশতঃ প্রাচীন চিকিৎসকগণ উহাদিগকে একই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। গলগণ্ড ও গণ্ডমালার মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও একই ঔষধ দ্বারা উভয় রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে, এইজন্যই চিকিৎসা-বিষয়ে উহারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত।

গলগণ্ডরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা থাকিলে হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপতণ্ডুলের জলে মর্দ্দন করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা পানা-ভস্ম সর্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। রোগ পুরাতন হইলে অমৃতাদ্যতৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক গলগণ্ডরোগের নূতনাবস্থায় সর্ষপাদিলেপ প্রয়োগ বা পক্ব তিক্ত-লাউয়ের রসে বিটলবণ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সমধিক উপকার হয়। পানা-

ভস্ম গোমূত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিলেও বেশ উপকার হয়। গলগণ্ডরোগে মেদের আধিক্য থাকিলে ঐ গলগণ্ডে হুড়হুড়ে ও রসুনের পুলটিস্ প্রদান করিবে, ঐ পুলটিস্ প্রদান করিলে গলগণ্ড পাকে ও ফাটিয়া যায় এবং উহা হইতে পুঁযরক্তাদি নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ুর প্রবলতা থাকিলে প্রায়শঃ ঐ প্রলেপে তাদৃশ উপকার হয় না। রোগ পুরাতন হইলে তুম্বীতৈল নস্যরূপে প্রয়োগ করিবে এবং লক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথানিয়মে তৈল ও ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ অনেকাংশে হ্রাস পায়। অনেকে মনে করেন যে, এই রোগ উৎপন্ন হইলে কিছুতেই আরোগ্য হয় না, কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পথ্যাশী হইয়া ঔষধ সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হয়, তবে রোগ পুরাতন হইলে অবশ্যই একেবারে আরোগ্য হয় না, তথাপি যথারীতি ঔষধ সেবন ও সুপথ্য দ্বারা রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কর্ণদ্বয়ের বহিঃস্থ সন্ধিস্থলে যে তিনটি শিরা আছে, তাহা উপর্য্যুপরি বিদ্ধ করিলেও গলগণ্ডরোগ অনেকাংশে হ্রাস পায়।

গণ্ডমালারোগের নূতনাবস্থায় তণ্ডুলোদকে কাঞ্চনছাল পেষণ করিয়া তাহাতে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে, অথবা শুঁঠচূর্ণের সহিত কাঞ্চনছালের ক্বাথ কিংবা মধুর সহিত বরুণছালের ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। রোগ প্রথমে প্রবল হইলে কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু রোগীকে সেবন করিতে দিবে। স্কন্ধ ও গলদেশস্থিত রোগ পুরাতন হইলে শাখোটকতৈল বা নির্গুণ্ডীতৈল মর্দ্দন বা নস্যরূপে গ্রহণ করিতে দিবে।

অপচীরোগের প্রথমাবস্থায় শোভাঞ্জনাদ্যলেপ বা সর্ষপাদিলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগস্থানে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। এই রোগে ব্যোষাদ্যতৈলের নস্য-প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন চন্দনাদিতৈল পান করিলে ও গুঞ্জাদ্যতৈল স্থানিক মালিশ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়।

গ্রন্থিরোগের পক্ক ও অপক্ক অবস্থায় পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অপক্কাবস্থায় যাহাতে ঐ ফুলা হ্রাস পায়, তাদৃশ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; কিন্তু পক্ক হইলে উহা বিদ্ধ করিয়া ক্ষত-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি

গ্রন্থিরোগের ঔষধ-প্রয়োগে হ্রাস না পায়, তাহা হইলে শস্ত্র দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিয়া ব্রণনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতিক গ্রন্থিরোগের অপক্কাবস্থায় হিংস্রাদ্যলেপ প্রয়োগ করিবে; ঐ প্রলেপ কিছুদিন প্রয়োগ করিলে গ্রন্থিসকল মিলাইয়া যায়। এইসময় কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু প্রত্যহ সেবন করিতে দিলে রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। পৈত্তিক গ্রন্থিরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া মধুকাদ্যপ্রলেপ গ্রন্থিতে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগীকে বিরেচন প্রদান করিয়া স্বেদ-প্রয়োগ করিবে। অনন্তর গ্রন্থিগুলি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দিবে। বিকঙ্কতাদিপ্রলেপ ইহাতে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। দন্ত্যাদিপ্রলেপ প্রয়োগ করিলে গ্রন্থিসকল ফাটিয়া যায়। এই অবস্থায় কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

অর্ব্বুদরোগে গ্রন্থিরোগের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে; বাতিক অর্ব্বুদ-রোগে স্বেদ প্রদান ও রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য; স্নুহ্যাদিস্বেদ এই অবস্থায় অতি উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। পিত্তার্ব্বুদে রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরে সর্জ্জরসাদ্যলেপ প্রদান করিবে। শ্লৈষ্মিক আর্ব্বুদে শঙ্খাদিলেপ, মূলকাদ্যলেপ বা শিগ্রুকাদ্যলেপ প্রদান করিবে; বটদুগ্ধাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপও রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে। শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ দীর্ঘকালজাত হইলে কাঞ্চনার-গুগ্‌গুলু রোগীকে সেবন করাইবে।

অধ্যর্ব্বুদরোগে বটদুগ্ধাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মর্ম্মস্থানজাত অর্ব্বুদরোগে উপোদিকালেপ প্রয়োগ করিবে। অর্ব্বুদরোগে এইসমস্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অর্ব্বুদের মাংস নরম হয় ও অনেকস্থলে ঐসকল প্রলেপ দ্বারাই রোগ হ্রাস পায়। অবস্থাবিশেষে উহার কোনও অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অবশিষ্টাংশ দগ্ধ বা শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। অর্ব্বুদ-উৎপাটনকালে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করিবে; নচেৎ উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইতে পারে।

গলগণ্ডাদিরোগে ঔষধ

গিরিকর্ণিকাযোগ—শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড কণ্ডুযুক্ত ও আকারে বৃহৎ হইলে এবং শ্লৈষ্মিক লক্ষণ অর্থাৎ মাথায় ভারবোধ ও মুখের মিষ্টতা

প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ ঘৃতসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গিরিকর্ণিকাযোগ। সাদা অপরাজিতার মূল শিলায় পেষণ করিবে। মাত্রা—/৹ আনা।

মণ্ডূরযোগ—বাতিক গলগণ্ডে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও উহার চতুর্দ্দিক্ কৃষ্ণবর্ণ শিরাজাল দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে বিশেষতঃ বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মধুর সহিত মিশাইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মণ্ডূরযোগ। মহিষীর মূত্রে মণ্ডূর একমাস ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহাকে মূষামধ্যে রাখিয়া দগ্ধ করিয়া লইবে। মাত্রা—/৹ হইতে ।৹ আনা।

হিংস্রাদিলেপ—বাতিক গ্রন্থিরোগের প্রথমাবস্থায় সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও গ্রন্থিসমূহের কৃষ্ণাভা লক্ষিত হইলে এই প্রলেপ লাগাইবে।

হিংস্রাদিলেপ। কেলেকড়া, কটুকী, গুলঞ্চ, বামনহাটি, শোণাছাল, বিল্বছাল, অগুরু, সজিনা ও তালমূলী; এইসকল দ্রব্য গোপিত্তে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

মধুকাম্রলেপ—পৈত্তিক গ্রন্থি পীতবর্ণ বা লালবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও তাপ বিদ্যমান থাকিলে এই প্রলেপ প্রদান করিবে।

মধুকাম্রলেপ। মৌলফুল, জামছাল, অর্জ্জুন-ছাল ও বেতস; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

বিকঙ্কতাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগে গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত কঠিন, অল্প-বেদনাযুক্ত ও তাহাতে কণ্ডু প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ গ্রন্থির উপর প্রয়োগ করিবে।

বিকঙ্কতাদিলেপ। বৈঁচ, সোন্দাল, কুঁচমূল, কেলেকড়া ও ইঙ্গুদীবৃক্ষের ছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে উত্তমরূপে পেষণ করিবে।

দন্ত্যাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিসকল কঠিন, স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত ও অল্প-বেদনাবিশিষ্ট হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডু প্রকাশ পাইলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। মেদজ গ্রন্থিরোগেও গ্রন্থিসকল স্নিগ্ধ এবং বৃহৎ লক্ষিত হইলে এই প্রলেপ প্রদান করা যায়; এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়।

দন্ত্যাদিলেপ। দন্তীমূল, রক্তচিতার মূল, সীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, গুড়, ভেলার আঠা ও হিরাকস; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে।

স্বর্জ্জিকাদ্যলেপ—শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিসকল কঠিন, অল্পবেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হইলে এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গ্রন্থির উপর এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; মেদজ গ্রন্থিসকল স্নিগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই লেপ প্রদান করা যায়। ইহা প্রয়োগ করিলে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়।

স্বর্জ্জিকাদ্যলেপ। সাজিমাটি, মূলাভস্ম ও শঙ্খভস্ম; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে।

সর্জ্জরসাদিলেপ—পৈত্তিক অর্ব্বুদ রক্ত বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে তাপ বিদ্যমান থাকিলে এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর প্রয়োগ করিবে।

সর্জ্জরসাদিলেপ। ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু; এই-সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত কঠিন হইলে এবং তাহাতে অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডু প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাংসজ ও অধ্যর্ব্বুদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

শঙ্খাদিলেপ। শঙ্খচূর্ণ, হরিদ্রাভস্ম ও মূলার ক্ষার; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উপর্য্যুপরি অর্ব্বুদের উপর প্রলেপ দিবে।

শিগ্রুকাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডু ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

শিগ্রুকাদিলেপ। সজিনার বীজ, মুলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘোলসহ মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

বটদুগ্ধাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট এবং বৃহৎ হইলে ও তাহাতে কণ্ডু এবং অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকিলে অথচ অর্ব্বুদ প্রবলভাবে

কোন স্থান আক্রমণ করিলে এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর লাগাইলে ৭ দিনের মধ্যে ঐ অর্ব্বুদ দূরীভূত হয়। মাংসজ ও অধ্যর্ব্বুদরোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বটদুগ্ধাদিলেপ। বটের ক্ষীর, কুড় ও পাঙ্গা লবণ; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে।

গন্ধাদিলেপ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা মাংসার্ব্বুদের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই লেপ অর্ব্বুদের উপর প্রদান করিলে উপকার পাওয়া যায়।

গন্ধাদিলেপ। গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসক-ভস্ম; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহাতে কৃকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া লেপ দিবে।

উপোদিকালেপ—মর্ম্মস্থানে অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর প্রয়োগ করিবে।

উপোদিকালেপ। পুঁইপাতা, কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

হরিদ্রাদিলেপ—মেদজ অর্ব্বুদ স্নিগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে কণ্ডু ও বেদনা বিদ্যমান থাকিলে এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর প্রয়োগ করিবে।

হরিদ্রাদিলেপ। হলুদ, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

সুহ্বাদিস্বেদ—বাতিক অর্ব্বুদে অত্যন্ত বেদনা ও অর্ব্বুদ কৃষ্ণবর্ণ এবং কোমল লক্ষিত হইলে এই স্বেদ তাহার উপর প্রয়োগ করিবে।

সুহ্বাদিস্বেদ। সীজ ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে লইয়া পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করতঃ শুষ্ক বস্ত্রে বন্ধন করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

নিষ্পাবাদিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদজ অর্ব্বুদ-রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ অর্ব্বুদে লাগাইয়া অধিক-ক্ষণ রাখিবে, তৎপরে যখন দেখিবে যে, মক্ষিকা সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং অর্ব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অর্ব্বুদের অবশিষ্টাংশ ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। অবশিষ্ট অল্পাংশ সীসা, তামা বা লৌহনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষার, অগ্নি-প্রয়োগ বা শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিবে;

কিন্তু শস্ত্র-প্রয়োগকালে রোগীর বলের উপর দৃষ্টি রাখিবে। অর্ব্বুদ স্বয়ং পাকিয়া উঠিলে পাকের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ ব্রণ-নিবারক ঔষধ তাহাতে প্রয়োগ করিবে।

নিষ্পাবাদিলেপ। শিম, খইল, কুলথকলাই ও অধিক পরিমিত মাংস; এইসকল দ্রব্য দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু—গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগে বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক লক্ষণ প্রবল হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং অগ্নি সবল হয়। গলগণ্ডাদি-রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করান যায়। এই ঔষধ ভগন্দর ও ব্রণ প্রভৃতি রোগে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, মুণ্ডিরীর ক্বাথ, খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ বা হরীতকীর ক্বাথ।

কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু। কাঞ্চনছাল ৪০ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা; হরীতকী, বহেড়া ও আমলা; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা; বরুণ-ছাল ২ তোলা; তেজপাতা, এলাইচ ও দারুচিনি: ইহাদের প্রত্যেকে ।।০ অর্দ্ধতোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে, অনন্তর সমস্ত চূর্ণের সমান শোধিত গুগ্‌গুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।।০ অর্দ্ধতোলা।

রৌদ্ররস—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও মাংসজ অর্ব্বুদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। মেদজ অর্ব্বুদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রৌদ্ররস। পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া কজ্জলী করতঃ তাহার সহিত পান, পলাশছাল, পুনর্ণবা, গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর মূষামধ্যে রাখিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা—১ রতি।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—গণ্ডমালা এবং পৈত্তিক ও রক্তজ অর্ব্বুদ বা অপচীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ প্রতিদিন অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে ২।১ বার দাস্ত হয় এবং ব্রণাদির দোষ সংশোধিত হয়।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তুম্বীতৈল—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক গলগণ্ডরোগ পুরাতন হইলে এবং গলগণ্ডে

অল্প বেদনা ও কণ্ডু বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে অল্পমাত্রায় এই তৈলের নস্য প্রদান করিবে।

তুম্বীতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকা তিতা-লাউয়ের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রাস্না, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শাখোটকতৈল—স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয়ে গণ্ডমালা উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

শাখোটকতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—শেওড়াছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শেওড়াছাল /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

নির্গুণ্ডীতৈল—স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া গণ্ডমালা উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। গণ্ডমালারোগে মাথায় ভার-বোধ বা বেদনা বিদ্যমান থাকিলে তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। নিসিন্দাপাতার রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ইষলাঙ্গলার মূল /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বিম্বাদিতৈল—স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া গণ্ডমালা প্রকাশ পাইলে এবং তাহা দীর্ঘকালজাত হইলে প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

বিম্বাদিতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—তেলাকুচার মূল, করবীমূল ও নিসিন্দা; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের; পাকার্থজল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ব্যোষাদ্যতৈল—গলা, স্কন্ধদেশ ও গ্রীবার শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া অপচীরোগ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন অথচ রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্ম-প্রধান হইলে প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

ব্যোষাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ,

যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থজল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

অমৃতাদ্যতৈল—বাতিক গলগণ্ডরোগে প্রবল বেদনা বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগ পুরাতন হইলে এই তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—পদ্মগুড়ুচী, নিমছাল, হংসপদী, কুড়চিছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকে /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পূর্ব্বোক্ত ৮টি দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

সিন্দূরাদিতৈল—গলগণ্ডরোগে এবং কুঁচকি, স্কন্ধ ও গলা প্রভৃতি স্থানে অপচী প্রকাশ পাইলে অথচ রোগ পুরাতন হইলে এই তৈল রুগ্নস্থানে মালিশ করিতে দিবে।

সিন্দূরাদিতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কেশুর্ত্যার রস ১৬ সের ও চাকুন্দেমূল /॥ অর্দ্ধসের মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে ছাঁকিয়া সিন্দূর /॥ অর্দ্ধসের তাহাতে প্রদান করিবে ও ছাঁকিয়া লইবে।

গুঞ্জাদ্যতৈল—অপচীরোগে গ্রন্থিসমূহ পাকিলে এই তৈল গ্রন্থিতে মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে পক্বতা দূরীভূত হয় এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার গ্রন্থি উৎপন্ন হয় না। পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থির উপর মালিশ করিলে গ্রন্থিসকল ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। তৈলমর্দ্দনকালে ঐ তৈলে পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, সাম্ভারলবণ ও সৌবর্চ্চললবণ; এইসকল সমভাগে প্রক্ষেপ দিয়া লইবে। এই তৈল অর্ব্বুদ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গুঞ্জাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—কুঁচমূল, করবীমূল, হিঙ্গুল, আকন্দের আঠা ও সরিষা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /১ সের, গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল দশ বার এইরূপভাবে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

অপচীরোগে জ্বর-চিকিৎসা

ভূনিম্বাদিকাথ—অপচীরোগে অল্পজ্বর প্রকাশ পাইলে ও গণ্ডমালার গ্রন্থিসমূহ পাকিয়া উঠিলে এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ক্ষত হ্রাস পায়।

ভূনিম্বাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৮৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদিকাথ—অপচীরোগে অল্পজ্বর ও গ্রন্থিসকলের পকতা বৃদ্ধি পাইলে এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গলগণ্ডাদিরোগে জ্বর ও কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে নবজ্বর-চিকিৎসায় উপদ্রবানুসারে চিকিৎসা করিবে এবং তদনুসারে লঙ্ঘনাদি প্রয়োগ করিবে। সুতরাং উপদ্রব-চিকিৎসা পৃথকরূপে বর্ণিত হইল না। অপচীরোগের পরিণাম ক্ষয়। তখন ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু এই অবস্থায় উপনীত হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

গলগণ্ডাদিরোগে পথ্য

গলগণ্ডাদিরোগে জ্বর ও কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে তদনুসারে পথ্য দিবে। সাধারণ অবস্থায় পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগডাল, পটোল, সজিনা, করলা, বেতের ডগা এবং অন্যান্য কটু ও রুক্ষদ্রব্য পথ্য দিবে।

ক্ষীর, দধি, ছানা, চিনি, আনুপদেশজ মাংস, পিষ্টক, অম্লদ্রব্য, মধুরদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনও সেবন করিতে দিবে না।

ভগন্দর-চিকিৎসা

ভগন্দরের সাধারণ লক্ষণ—গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পিড়কা উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে তাহাকে ভগন্দর কহে।

শতপোনকের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ—কষায় ও রুক্ষদ্রব্য-সেবন দ্বারা বায়ু অতি কুপিত হইলে গুহ্যদেশে যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, প্রথমাবধি তাহার চিকিৎসা না করিলে উহাতে প্রবল বেদনা হয় ও উহা পাকিয়া উঠে। উহা বিদীর্ণ হইলে অরুণবর্ণ ফেন নিঃসৃত হয় এবং ক্ষত মুখ হইতে মল, মূত্র ও শুক্র নির্গত হইয়া থাকে; পরন্তু ঐ ব্রণ বহুমুখবিশিষ্ট হইয়া শতপোনক অর্থাৎ চালুনীর আকারে পরিণত হইলে তাহাকে শতপোনক কহে। ইহাই বাতিক ভগন্দর।

উষ্ট্রগ্রীবের লক্ষণ—পিত্তের প্রকোপবশতঃ গুহ্যদেশের পার্শ্বে যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা শীঘ্র পাকে ও তাহা হইতে উষ্ণ এবং দুর্গন্ধ পূঁযাদি নির্গত হয়। উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় ইহার আকার বক্র হয়, এইজন্য এই ভগন্দরকে উষ্ট্রগ্রীব কহে। ইহাই পৈত্তিক ভগন্দর।

পরিস্রাবীর লক্ষণ—পরিস্রাবী ভগন্দরে কণ্ডু, স্রাব ও অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকে এবং উহা শ্বেতবর্ণ ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট হয়। ইহাই শ্লৈষ্মিক ভগন্দর।

শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দরের লক্ষণ—শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দরে পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ভগন্দরের ন্যায় বর্ণ, বেদনা ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। প্রথম পিড়কাবস্থায় ইহার আকার গো-স্তনের ন্যায় লক্ষিত হয়, পরে ভগন্দরে পরিণত হইলে শম্বুকাবর্ত্তের (শম্বুকের প্যাঁচের) ন্যায় লক্ষিত হয়, এইজন্য ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত কহে। ইহাই ত্রিদোষজ ভগন্দর।

উন্মার্গীর লক্ষণ—নখ ও কণ্টকাদি দ্বারা গুহ্যদেশ ক্ষত হইলে যদি তাহার যথারীতি চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে শোষ (নালী)

উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি জন্মে; অনন্তর ঐ ক্রিমিসকল উহা বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখ-যুক্ত ব্রণ উৎপাদন করে; ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে।

ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ—সর্ব্ববিধ ভগন্দরই কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে আরোগ্য হয়, কিন্তু ত্রিদোষজ অর্থাৎ শম্বুকাবর্ত্ত এবং ক্ষতজ অর্থাৎ উন্মার্গী ভগন্দর অসাধ্য। ভগন্দর হইতে মল, মূত্র ও শুক্র নির্গত হইলে সেই ভগন্দর অসাধ্য।

ভগন্দর-চিকিৎসা-বিধি

গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে ভগন্দর জন্মে। এই রোগে গুহ্যদেশ ও বস্তি ভগের (যোনির) ন্যায় বিদীর্ণ হয়; এইজন্য ইহাকে ভগন্দর কহে। ভগন্দররোগ পঞ্চবিধ; একদোষজ অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং ত্রিদোষজ ও ক্ষতজ। ইহা দ্বিদোষজ বা রক্তজ হয় না। বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ ভগন্দর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ভগন্দরে প্রথমে নির্দ্দিষ্টস্থানে একটি পিড়কা অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাহাকে ফুস্কুড়ি বলা যায়, তাহাই উৎপন্ন হয়; তখন উহা তাদৃশ কষ্টপ্রদ হয় না, সময়ে সময়ে চুলকায় মাত্র; সুতরাং যাহারা ঐ ব্যারামের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহে, তাহারা প্রথমতঃ উহাকে গ্রাহ্য করে না; কিন্তু পরিণামে এই রোগ মারাত্মক হইয়া পড়ে; শরীরের অন্যান্য স্থানে এইরূপ একটি ফুস্কুড়ি হইলে অবশ্য তাহা কষ্টপ্রদ হয় না, কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্টস্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হইলে তাহা পরিণামে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে। পিড়কা উৎপন্ন হইলে তখনই তাহার প্রতীকার করিলে অনেকস্থলে রোগ আরোগ্য হয় বা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। প্রথমাবস্থায় পিড়কায় শোথ অর্থাৎ ফুলা লক্ষিত হইলে উহার শোষণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ পিড়কার শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। এইজন্য পিড়কার শোথ উপস্থিত হইবামাত্র রোগীকে উপবাস এবং বিরেচক ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক। বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে বাতাদিদোষ হ্রাস পায় ও ফুলা অনেকাংশে প্রশমিত হইয়া থাকে। এইরূপভাবে কয়েকদিন উপবাস বা

লঘুপথ্য-ভোজন এবং বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে পিড়কা পাকিতে পারে না; কিন্তু শোথ বৃদ্ধি পাইলে উপবাস ও বিরেচক ঔষধের প্রয়োগে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় জলৌকা দ্বারা ঐ স্থানের রক্তমোক্ষণ করিলে সমধিক উপকার হয়। দূষিত রক্ত নির্গত হইলে পাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঐ রক্ত সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ পাকিতে আরম্ভ হয়। ভগন্দর পাকিয়া উঠিলে কোন্‌দিকে নালী হইয়াছে, তাহা এষণী নামক যন্ত্র দ্বারা অন্বেষণ করিয়া তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে এবং বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে। এই অবস্থায় নালীতে বর্ত্তিপ্রয়োগ ও রোপক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ভগন্দর পাকিয়া উঠিলে স্নুহ্যাদিবর্ত্তি নালীতে প্রয়োগ করিবে; ঐ বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে নালীর মধ্যস্থিত পূঁযরক্তাদি নির্গত হয়। এইসময় ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং ব্রণশোধনার্থ বাহ্য প্রলেপ ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাহ্য প্রলেপ দ্বারা ব্রণ শুদ্ধ হয় ও ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়; আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বাতাদিদোষ প্রশমিত হয় ও রক্তদোষ হ্রাস পায়, স্নুতরাং ভগন্দর শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া থাকে। রসাঞ্জনাদি-লেপ, তিলাদিলেপ, কুষ্ঠাদিলেপ, ত্রিবৃতাদিলেপ ব্রণের সংশোধনার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। খদিরাদিক্বাথ, নবকার্ষিকগুগ্‌গুলু, সপ্তবিংশতিকগুগ্‌গুলু, ব্রণগজাঙ্কুশরস প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিদোষভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত ব্রণের ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ব্রণ ধৌত করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে রোগীর জ্বর ও কাসাদি উপদ্রব প্রকাশ না পায়, তাহার উপর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য; কারণ ঐসকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে রোগ বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে, স্নান ও আহার প্রভৃতির নিয়ম পালন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রণের মধ্যে নালী হইলে ঐ রোগ বড়ই কষ্টকর হয় বা অনেকস্থলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্নুতরাং যাহাতে নালী না হইতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যহ ব্রণ ধৌত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে বিষ্যন্দনতৈল প্রয়োগ করিবে ও পঞ্চতিক্তঘৃত-গুগ্‌গুলু সেবন করাইবে। ঐ তৈল ব্রণস্থানে লাগাইলে ও ঘৃত সেবন করিলে ব্রণশোথ সংশোধিত হয় ও ক্ষত শুকাইয়া যায়; এইসময় জ্বরাদি-উপদ্রব প্রকাশ পাইলে ঘৃতসেবন না করাইয়া জ্বর ও ক্ষত-নিবারণার্থ পৃথক্ ঔষধ সেবন করান

আবশ্যক; কিন্তু প্রলেপ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ব্রণের নালী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইলে রোগী অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে; সুতরাং সাবধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ভগন্দররোগে ঔষধ

তিলাদ্যলেপ—বাতিক, পৈত্তিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের ব্রণে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ও তাহা হইতে অত্যন্ত ক্লেদ নির্গত হইলে এই প্রলেপ ব্রণে প্রদান করিবে। ব্রণ হইতে রক্ত নির্গত হইলে ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ব্রণে নালী হইলে তাহাতে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। উপদংশরোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়।

তিলাদ্যলেপ। কৃষ্ণতিল, নিমপাতা, হরীতকী, লোধ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড় ও ঝুল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে এবং উষ্ণ করিয়া ইহা দ্বারা প্রলেপ দিবে।

তিলাদ্যলেপ (মতান্তরে)—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা ক্ষতজ ভগন্দরে ব্রণ থাকিলে এবং উহাতে বেদনা ও ঐ স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শীঘ্রই ব্রণ শোধিত হয়।

তিলাদ্যলেপ (মতান্তরে)। কৃষ্ণতিলের শাঁস, লতাফট্‌কী, কুড়, ইষলাঙ্গলা, অপরাজিতার মূল, শুলফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া ব্রণে প্রয়োগ করিবে।

স্নুহ্যাদিবর্ত্তি—ভগন্দররোগে ব্রণে নালী হইলে এই বর্ত্তি নালীতে প্রদান করিবে।

স্নুহ্যাদিবর্ত্তি। সীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ সমভাগে লইয়া উহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ক্ষীরসহযোগে বর্ত্তি না হইলে অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া লইবে।

রসাঞ্জনাদিলেপ—বাতিক বা পৈত্তিক ভগন্দরে ব্রণে সূক্ষ্ম নালী হইলে ও উহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এই লেপ ব্রণস্থানে প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা ভগন্দর শোধিত হয়।

রসাঞ্জনাদিলেপ। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, তেউড়ী, লতাফট্‌কী ও দন্তী; এইসকল মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করতঃ দিবাভাগে প্রদান করিবে।

ত্রিবৃতাদিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে অত্যধিক ক্লেদ নির্গত হইলে অথবা উহাতে বেদনা, জ্বালা প্রভৃতি অনুভূত হইলে এই প্রলেপ ব্রণের উপর প্রদান করিবে। ইহাতে ক্ষতস্থান শুষ্ক হয়।

ত্রিবৃতাদিলেপ। তেউড়ীমূল, তিলের শাঁস, হাতিশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলায় পেষণপূর্ব্বক মর্দ্দন করিবে।

কুষ্ঠাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা থাকিলে এই লেপ প্রদান করিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থান শীঘ্রই শুষ্ক হয়।

কুষ্ঠাদিলেপ। কুড়, তেউড়ীমূল, তিলশাঁস, দন্তীমূল, পিপুল, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও তুঁতেভস্ম; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে।

বিড়ালাস্থিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ উৎপন্ন হইলে ব্রণস্থানে এই প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

বিড়ালাস্থিলেপ। বিড়ালের হাড় ত্রিফলার কাথে ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

খদিরাদিকাথ—বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা প্রকাশ পাইলে অথবা নালী হইলে এই কাথে বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

খদিরাদিকাথ। খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদিকাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের ব্রণ হইতে ক্লেদনির্গমন, তৎসঙ্গে অল্পজ্বরভাব ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তবিংশতিকগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে রোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে ক্লেদপূঁযাদি-নির্গমন, অল্পজ্বর ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে বায়ুপিত্তাদির অনুলোম হয়।

সপ্তবিংশতিকগুগ্‌গুলু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের

পালো, রক্তচিতা, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, চই, রাখালশশার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ শোধিত গুগ্‌গুলু। গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে। মাত্রা— ॥০ অর্দ্ধতোলা

নবকার্ষিকগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দরে রোগীর ব্রণ হইতে ক্লেদনির্গমন, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে বায়ু ও পিত্তের অনুলোম হয়।

নবকার্ষিকগুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ১০ তোলা। প্রথমতঃ গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা— ॥০ অর্দ্ধতোলা।

ব্রণগজাঙ্কুশরস—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দররোগে ব্রণে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, গাত্রবেদনা ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে।

ব্রণগজাঙ্কুশরস। হিঙ্গুল, গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, শোধিত গুগ্‌গুলু, পারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কটুতৈলে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

ভগন্দরহররস—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

ভগন্দরহররস। পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে তিনদিন মর্দ্দনপূর্ব্বক সমুদয়ের সমান তাম্র এবং লৌহ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করতঃ একটি ভস্ম-পরিপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া অগ্নির স্বেদ প্রদান করিবে, পরে কাগজীলেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। বটী—১ রতি।

তাম্রপ্রয়োগ—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দর-রোগীর ব্রণ-ক্ষত পুরাতন হইলে এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে।

তাম্রপ্রয়োগ। ৮ তোলা পরিমিত তাম্রপাতা অগ্নিতে পোড়াইয়া আকন্দের ক্ষীর, নিসিন্দার রস, গোক্ষুরের কাথ ও সীজের ক্ষীর; ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিন-তিন বার নিমজ্জিত করিবে। অনন্তর পারদ ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা উভয়ে একত্র কজ্জলী করতঃ ঐ কজ্জলীকে জম্বীরের রসে মাড়িয়া তদ্দারা ঐ তাম্রপাতা লেপন করতঃ মুষার মধ্যে রাখিয়া ঐ মুষা আবার লেপন করিয়া পাঁচবার ক্রমান্বয়ে ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা—১ রত্তি।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দরে ব্রণ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে নালী-ঘা পূর্ণ ও ক্ষত শুষ্ক হয় এবং বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। ভগন্দররোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতিক্তকঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, ক্ষতজ ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে দীর্ঘকাল হইতে ব্রণ প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে এই ঘৃত অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মহাতিক্তকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষ্যন্দনতৈল—বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরের পুরাতন অবস্থায় ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত ও ব্রণের ক্ষত অত্যন্ত গভীর হইলে এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

বিষ্যন্দনতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—রক্তচিতা, আকন্দ, তেউড়ীমূল, আকনাদি, কাকডুমুর, করবীর মূল, সীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল, সাজীমাটী ও লতাফট্‌কী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

সোমরাজীতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দর পুরাতন হইলে এবং ক্ষতস্থান শুষ্ক না হইলে এই তৈল ক্ষতস্থানে

লাগাইবে। ক্ষতস্থানে নালী-ঘা হইলে তাহাও এই তৈলের প্রয়োগে দূরীভূত হইয়া থাকে।

সোমরাজীতৈল। কটুতৈল /৪ চারিসের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ-বীজ, চাকুন্দে-বীজ ও সোন্দালপত্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ সোমরাজীতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের নূতন বা পুরাতনাবস্থায় এই তৈল ক্ষত বা নালীতে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয় এবং নালী পরিপূর্ণ হয়। ইহা ব্রণের শোধনার্থ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ সোমরাজীতৈল। কটুতৈল ১৬ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—সোমরাজী ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চাকুন্দেবীজ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচিতা, ইষলাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনঃশিলা, হাফরমালী, আকন্দক্ষীর, করবীমূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়-রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপাতা, মরিচ ও কালকাসুন্দে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ভগন্দররোগে পথ্য

পক্ক বা অপক্ক উভয়বিধ ভগন্দররোগে শালিধান্যের তণ্ডুল, মুগ, জাঙ্গল ও মৃগপক্ষীর মাংস-রস, পটোল, শজিনা, বেতের ডগা, কচিমূলা, ঘৃত ও তিক্তদ্রব্য হিতকর। রোগীর জ্বর হইলে লঘুপাকদ্রব্য পথ্য করা কর্ত্তব্য। রোগ সম্যক্-প্রকারে আরোগ্য হইলেও একবৎসর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধদ্রব্য বা গুরুপাকদ্রব্য-ভোজন, রৌদ্রসেবা, ব্যায়াম, সহবাস, যুদ্ধ ও অশ্বগজাদির পৃষ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি ত্যাগ করা আবশ্যক।

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

চতুর্থ খণ্ড

-:*:-

প্রমেহরোগ-চিকিৎসা

চারিপ্রকার বাতিক মেহরোগের লক্ষণ—যে মেহরোগে বসার স্থায় বর্ণবিশিষ্ট ও বসামিশ্রিত মূত্র বারংবার নির্গত হয়, তাহাকে বসামেহ কহে। ১। যে মেহরোগে মজ্জার স্থায় বর্ণবিশিষ্ট ও মজ্জামিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে মজ্জামেহ কহে। ২। যে মেহরোগে কষায় ও মধুর-রসযুক্ত অথচ রুক্ষ (স্নেহশূন্য) মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষৌদ্রমেহ কহে। ৩। যে মেহরোগে রোগী মত্তহস্তীর স্থায় অনবরত প্রস্রাব করিতে থাকে এবং প্রস্রাবের সময় বেগ থাকে না ও প্রস্রাবকালে মূত্রসহ লসীকা নির্গত হয়, তাহাকে হস্তিমেহ কহে। ৪।

ছয়প্রকার পৈত্তিক মেহরোগের লক্ষণ—যে মেহরোগে ক্ষারজলের স্থায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত মূত্র নির্গত হয় এবং ঐ মূত্র স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বোধ হয়, তাহাকে ক্ষারমেহ কহে। ১। যে মেহরোগে নীলবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে নীলমেহ কহে। ২। যে মেহরোগে মসী অর্থাৎ কালীর স্থায় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র নিঃসৃত হয়, তাহাকে কালমেহ বা কৃষ্ণমেহ কহে। ৩। যে মেহরোগে হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়, অথচ প্রস্রাবকালে জ্বালা থাকে, তাহাকে হারিদ্রমেহ কহে। ৪। যে মেহরোগে আমগন্ধযুক্ত এবং মঞ্জিষ্ঠাধৌত জলের স্থায় মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে মাঞ্জিষ্ঠমেহ কহে। ৫। যে মেহরোগে আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ ও লবণরসবিশিষ্ট রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে রক্তমেহ কহে। ৬।

দশপ্রকার শ্লৈষ্মিক মেহরোগের লক্ষণ—যে মেহরোগে নির্ম্মল, শুক্লবর্ণ, শীতল, গন্ধবিহীন এবং কিঞ্চিৎ আবিল (ঘোলাটে) ও পিচ্ছিল জলের ন্যায় মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে উদকমেহ কহে। ১। যে মেহরোগে ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মধুর (মিষ্টাস্বাদ) মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে ইক্ষুমেহ কহে। ২। যে মেহরোগে প্রস্রাব কোন পাত্রে পর্য্যুসিত (বাসি) করিয়া রাখিলে গাঢ় হইয়া যায়, তাহাকে সান্দ্রমেহ কহে। ৩। যে মেহরোগে উপরিভাগের মূত্র সুরার ন্যায় স্বচ্ছ ও নিম্নভাগের মূত্র গাঢ় হয়, তাহাকে সুরামেহ কহে। ৪। যে মেহরোগে রোগী রোমাঞ্চিত হয় ও পিঠুলির ন্যায় (চাউলের গুঁড়া অল্পজলে মিশ্রিত করিলে যেমন বর্ণ হয়) শুক্লবর্ণ অত্যধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে পিষ্টমেহ কহে। ৫। যে মেহরোগে রোগী শুক্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে শুক্রমেহ কহে। ৬। যে মেহরোগে রোগী মূত্রের সহিত বালুকণার ন্যায় কঠিন ও ময়লাযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে সিকতামেহ কহে। ৭। যে মেহরোগে মধুররসবিশিষ্ট অত্যন্ত শীতল মূত্র অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহাকে শীতমেহ কহে। ৮। যে মেহরোগে পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে শনৈর্মেহ কহে। ৯। যে মেহরোগে ল'লাতন্তুযুক্ত অথচ পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে লালামেহ কহে। ১০।

বাতিক মেহরোগের উপদ্রব—উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটুতিক্তাদি সর্ব্বপ্রকার রসবিশিষ্ট-দ্রব্য-ভক্ষণেচ্ছা, শূলবেদনা, শোষ (ক্ষয়), শ্বাস ও কাস ; এইসকল বাতিক মেহরোগের উপসর্গ।

পৈত্তিক মেহরোগের উপদ্রব—মূত্রাশয় ও শিশ্নে বেদনা, মুষ্ক অর্থাৎ অণ্ডকোষে বিদারণবৎ বেদনা এবং রোগীর জ্বর, দাহ, পিপাসা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ ; এইসকল পৈত্তিক মেহরোগের উপসর্গ।

শ্লৈষ্মিক মেহরোগের উপদ্রব—অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমি, অতিনিদ্রা, কাস ও নাসা-স্রাব ; এই সকল শ্লৈষ্মিক মেহরোগের উপসর্গ।

মেহরোগের অসাধ্য লক্ষণ—মেহরোগে ঐসকল উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং অতিশয় ধাতু ও মূত্র নিঃসৃত হইলে, পরন্তু রোগীর গাত্রে শরাবিকা ও কচ্ছপিকাদি প্রমেহ-পিড়কা বহির্গত হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

মেহরোগের অপর অসাধ্য লক্ষণ—মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, শ্বাস, কাস, বিসর্প এবং গাত্র-গুরুতা; এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর বীজ-দোষে অর্থাৎ পিতা, পিতামহ হইতে যে প্রমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাও অসাধ্য। কুলজ অর্থাৎ বংশপরম্পরাগত মেহ ও কুষ্ঠাদি সমস্তরোগই অসাধ্য।

গণোরিয়া বা সবিষ মেহ—গণোরিয়াও মেহমধ্যে পরিগণিত এবং উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে।

মেহরোগের পরিণাম ও মধুমেহের নিদান—যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে সমস্ত মেহরোগই কালবিলম্বে মধুমেহরোগে পরিণত ও অসাধ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রীদিগের মেহরোগ না হওয়ার কারণ—স্ত্রীদিগের মাসে-মাসে রজোরক্ত প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া শারীরিক সমস্ত দোষই দূরীভূত হয়; এইজন্য তাহাদের প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু গণোরিয়া ও প্রদর উৎপন্ন হয়।

মধুমেহরোগের উৎপত্তি ও লক্ষণ—মধুমেহ দুই প্রকার। ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে একপ্রকার মধুমেহ উৎপন্ন হয় এবং পিত্ত ও কফ বায়ুর পথ রুদ্ধ করিলে অন্যপ্রকার মধুমেহ উৎপন্ন হয়। মধুমেহরোগে মধুর ন্যায় প্রস্রাব হয়। ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইলে যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপই দৃষ্ট হয়; কিন্তু পিত্ত ও কফ দ্বারা বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলে যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ত্রিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ অকস্মাৎ উপস্থিত হয়; পরন্তু বায়ুর পথ অবরুদ্ধ হওয়া মাত্রই রোগ বর্দ্ধিত হয় ও আবার বায়ুর ক্ষীণতা উপস্থিত হইলেই মূত্র-পথ পরিষ্কৃত হয় এবং বায়ু চলাচল করিতে পারে। এইরূপ ক্ষণে-ক্ষণে বায়ুর ক্ষীণতা ও পূর্ণতা দৃষ্ট হয়; এই রোগ কষ্টসাধ্য। মানব-শরীর মধুররসবিশিষ্ট বলিয়া সকল প্রকার মেহ-রোগেই প্রায়শঃ মধুররসযুক্ত প্রস্রাব হয়, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার মেহরোগকেই মধুমেহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রমেহরোগীর আরোগ্য-লক্ষণ—মেহরোগীর মূত্রের আবিলতা (ঘোলাটেভাব) ও পিচ্ছিলতা বিনষ্ট হইয়া নির্ম্মল এবং তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হইলে রোগ আরোগ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

প্রমেহ-পিড়কার উৎপত্তি, নাম ও লক্ষণ—উপযুক্ত সময়ে প্রমেহরোগের চিকিৎসা না করিলে ঐ রোগ হইতে কালে দশপ্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল পিড়কা সন্ধি, মর্ম্ম (মস্তক ও অণ্ড-কোষ প্রভৃতি স্থান) ও মাংস-সংযুক্ত স্থানেই উৎপন্ন হয়। ১। যে পিড়কার চতুর্দ্দিকের বেষ্টন শরার ন্যায় উন্নত এবং মধ্যস্থানও উন্নত, সেই পিড়কার নাম শরাবিকা। ২। যাহার আকৃতি ও পরিমাণ শ্বেত-সর্ষপের ন্যায়, তাহাকে সর্ষপিকা কহে। ৩। যে পিড়কা কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ৪। যে পিড়কা মাংসজালে আবৃত ও অত্যধিক দাহযুক্ত, তাহার নাম জালিনী। ৫। যে পিড়কা দেখিতে নীলবর্ণ, আকারে বড়, বেদনা-বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠে বা উদরে জন্মে ও যাহা হইতে ক্লেদস্রাব হয়, তাহাকে বিনতা কহে। ৬। যে পিড়কা দেখিতে নীলবর্ণ অথচ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত, তাহাকে পুত্রিণী কহে। ৭। যে পিড়কার আকৃতি ও পরিমাণ মসূরের ন্যায়, তাহার নাম মসূরিকা। ৮। যাহার উপরিভাগে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পিড়কা সঞ্চিত হয়, তাহাকে অলজী কহে। ৯। যে পিড়কা ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন হয়, তাহাকে বিদারিকা কহে। ১০। যে পিড়কা বিদ্রধিরোগের লক্ষণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে বিদ্রধি কহে।

পিড়কার অসাধ্য লক্ষণ—মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির মলদ্বার, হৃদয়, মস্তক, স্কন্ধ ও মর্ম্মস্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং তৎসঙ্গে পিপাসা, শ্বাস, মাংস-সঙ্কোচ, মেহ, হিক্কা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প ও মর্ম্মাবরোধ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে তাহার রোগ অসাধ্য।

মেহরোগ হইতে উক্ত দশপ্রকার পিড়কা জন্মে; সুতরাং মেহরোগ যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, পিড়কাতেও সেই দোষেরই অনুবন্ধ থাকে, অর্থাৎ বাতিক মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে বাতের প্রকোপ, পৈত্তিক মেহ হইতে পিড়কার উৎপত্তি হইলে পিত্তের প্রকোপ এবং শ্লৈষ্মিক মেহ হইতে পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে। প্রমেহ-ব্যতীত মেদ দূষিত হইলেও ঐ সকল পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত পিড়কাসকল স্বীয়-স্বীয় আকার ধারণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উহাদের সম্পূর্ণ-লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

মেহ ও মধুমেহরোগের নিদান ও বিস্তারিত লক্ষণ

মেহরোগের নিদান ও উৎপত্তির যেসকল কারণ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, মেহ একটি সাধারণ রোগমাত্র ; কিন্তু চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা থাকিলে ত কথাই নাই ; বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়, মেহ অতি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি। মাধব-নিদানে উক্ত হইয়াছে—পরিশ্রম বা শ্রমজনক কর্ম্ম না করিয়া কেবল বসিয়া থাকা, শয়ন করা বা নিদ্রা যাওয়া, দধি, গ্রাম্য-মাংস (ছাগ, মেষ প্রভৃতি), ঔদক-মাংস (কচ্ছপ প্রভৃতি) ও আনূপ-মাংস (সজল-ভূমিজাত প্রাণীর মাংস) ভক্ষণ করা, নূতন তণ্ডুলের অন্নভোজন, দুগ্ধ ও নূতন জলপান, গুড় হইতে প্রস্তুত দ্রব্য অর্থাৎ চিনি, মিশ্রী প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য ও কফ-জনক যে-কোন দ্রব্যই হউক, তাহা ভক্ষণ করিলে মেহরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাই নিদানোক্ত মেহোৎপত্তির কারণ।

সুশ্রুত বলেন—দিবানিদ্রা, পরিশ্রম না করা, অলসভাবে কালযাপন, শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মেদ-জনক ও তরল দ্রব্য পান বা ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরিপাকপ্রাপ্ত না হইয়াই (ডাক্তারীমতে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের উৎপত্তির সহিত ইহার বেশ মিল আছে) মেদোধাতুর সহিত একত্রিত হইয়া মূত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অধোভাগে গমন করে এবং তথায় মূত্রাশয়ের মুখ আশ্রয় করিয়া ভেদ বা বিদারণবৎ বেদনাসহ মূত্রমার্গ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে। ইহাই সুশ্রুতোক্ত মেহরোগের নিদান।

মেহরোগের এই নিদান পাঠ করিলে মেহরোগ যে অতি কঠিন, তাহা মনে হয় না ; কিন্তু কারণ সামান্য হইলেও গম্ভীর ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা যেমন দুরারোগ্য বা দুঃসাধ্য, তেমনি মারাত্মক। একবার শরীরে বদ্ধমূল হইয়া মধুমেহে পরিণত ও তাহা হইতে বিদ্রধি-নামক পিড়কা উৎপন্ন হইলে রোগী প্রায়শঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মেহরোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। পূর্ব্বোক্তকারণে দূষিত শ্লেষ্মা মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ দূষিত করিয়া শ্লৈষ্মিক মেহ উৎপাদন করে। এইরূপ উষ্ণবীর্য্য-দ্রব্য-ভোজন ও রৌদ্র

বা অগ্নির তাপ সেবন করিলে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ উৎপাদন করে। নানাকারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা লঙ্ঘনাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে অথচ ঐ কারণে (লঙ্ঘনাদি দ্বারা) বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বসা, মজ্জা (অস্থিমধ্যগত স্নেহ), ওজঃ ও লসীকা-নামক ধাতুসমূহ দূষিত এবং মূত্রাশয়ের মুখে আনয়ন ও মূত্রমার্গ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

উক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহ আবার বিংশতিভাগে বিভক্ত। শ্লৈষ্মিক দশপ্রকার, পৈত্তিক ছয়প্রকার এবং বাতিক চারিপ্রকার। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, বাতজাদি ত্রিবিধ মেহ আবার নানাভাগে বিভক্ত ও বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাম ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগ-বিশেষে পিঙ্গলাদি নানাবর্ণের উৎপত্তি ও নাম কল্পিত হয়, তদ্রূপ দোষ ও দূষ্যের তুল্যতাসত্ত্বেও তাহাদিগের (দোষ ও দূষ্যের) সংযোগের ন্যূনাধিক্য-বশতঃ মেহরোগে মূত্রের বর্ণাদির বিভিন্নতা হয় বলিয়া একদোষজনিত (বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা) মেহরোগ আবার বহুভাগে বিভক্ত ও বহুনামে অভিহিত হয়। দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ। দূষ্য অর্থাৎ মেদ, রক্ত, শুক্র, অম্বু (দৈহিক জলীয় পদার্থ), বসা (মাংস, স্নেহ), লসীকা (চর্ম্ম ও মাংসের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ), মজ্জা (অস্থিমধ্যস্থিত স্নেহ), রস, ওজঃ (সর্ব্বধাতুর সার পদার্থ) ও মাংস। ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ ঐ সকল দূষ্যপদার্থকে দূষিত করিয়া সর্ব্বপ্রকার মেহ উৎপাদন করে।

ঔষধের ক্রিয়ার সমতাহেতু অর্থাৎ কটুতিক্তাদি যে-যে ঔষধ শ্লেষ্ম-প্রশমক, সেই-সেই ঔষধই মেদ-নাশক বলিয়া শ্লৈষ্মিক দশপ্রকার মেহ সাধ্য। ঔষধের ক্রিয়ার বিষমতাহেতু অর্থাৎ মধুরাদি যেসকল ঔষধ পিত্ত-প্রশমক, তাহারাই মেদবর্দ্ধক বলিয়া পৈত্তিক ছয়প্রকার মেহ যাপ্য এবং বায়ু অতি শীঘ্র গম্ভীরধাতুসমূহকে (বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা প্রভৃতিকে) আশ্রয় করিয়া বিষম অনিষ্টোৎপাদন করে বলিয়া কোনও ঔষধেই তাহার প্রতীকার হয় না, এইজন্য বাতিক চারিপ্রকার মেহ অসাধ্য।

মেহরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে রোগীর দন্ত, জিহ্বা, চক্ষু ও কর্ণাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত ও পদের জ্বালা, দেহের চিক্কণতা (তৈলমর্দ্দনবৎ

চাকচিক্য) এবং পিপাসা ও মুখের মধুরতা (মিষ্টাস্বাদ); এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই মেহরোগের পূর্ব্বরূপ।

আবিলমূত্র অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সাধারণ লক্ষণ।

মেহরোগের উৎপত্তির কারণ, পূর্ব্বরূপ ও সামান্য লক্ষণ বর্ণিত হইল। মেহ সাধারণতঃ তিন প্রকার, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু উহা হইতে বিংশতি প্রকার মেহরোগ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐসকল মেহরোগের বিশিষ্ট লক্ষণও পৃথগ্‌রূপে ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহরোগের উপসর্গও স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। যাবৎ উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাবৎ ঐ অবস্থাকে প্রথমাবস্থা, উপসর্গবিশিষ্ট হইলে দ্বিতীয়াবস্থা ও পিড়কাযুক্ত বা মধুমেহরোগে পরিণত হইলে তাহাকে রোগের তৃতীয়াবস্থা বলা যাইতে পারে।

কতকগুলি রোগে মেহ উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়। যক্ষ্মা, অর্শ ও আমবাত প্রভৃতি রোগে মেহরোগের লক্ষণ প্রায়শঃ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

মধুমেহ স্বতন্ত্র রোগ নহে, মেহরোগেরই প্রবৃদ্ধ অবস্থা বা তৃতীয়াবস্থা মাত্র। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগই কালবিলম্বে মধুমেহে পরিণত হয়; কারণ মানব-দেহ সাধারণতঃ মধুররসবিশিষ্ট, আমরা যেসকল মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য পান বা আহার করি, তাহাই পরিপাকপ্রাপ্ত ও মধুজাতীয় শর্করায় পরিণত হইয়া শরীর পুষ্ট ও মধুররসসংযুক্ত হয়। এই অবস্থায় মেহরোগের পরিণামে যখন সেই শরীর-পোষণকারী মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হয়, তখন শরীরও তৎসঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। শর্করা বা চিনি অন্যান্য মেহরোগেও নির্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত মধুমেহ নহে। ঐ শর্করা মধুজাতীয় বলিয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইলে তাহাকে মধুমেহ কহে। তবে অন্যজাতীয় শর্করাও পরিণামে মধুজাতীয় শর্করায় পরিণত হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যখন মধুজাতীয় শর্করা মূত্রনালী দ্বারা নির্গত হইতে থাকে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও শরীরের দুর্ব্বলতা দিন-দিন বৃদ্ধি পায়। পিপাসা-নিবারণের জন্য অত্যধিক জলপান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, অত্যধিক আহার-সত্ত্বেও ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর-ক্ষয়, পেশী ও স্নায়ু-মণ্ডলীর শিথিলতা, অলসতা,

দুর্ব্বলতা, কৃশতা, মুখ-শোষ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্র-দাহ, মস্তক-ঘূর্ণন ও দুর্ব্বলতা, মানসিক ব্যাকুলতা, শারীরিক অবসাদ, মূত্রাধিক্য, মধুর ন্যায় মূত্রের বর্ণ ও আস্বাদ প্রভৃতি নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে বায়ু, পিত্ত ও কফ, রক্ত, মেদ ও মাংসাদি দূষ্য ধাতুসমূহকে গভীররূপে আক্রমণ ও দূষিত করিয়া প্রমেহ-পিড়কা জন্মায়। প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা তত যন্ত্রণা-দায়ক বা শীঘ্র মারাত্মক নহে; কিন্তু রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় বিদ্রধি-নামক যে ভয়ঙ্কর পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা সদ্য মৃত্যুপ্রদ। অনেকস্থলে ঐ পিড়কা অস্ত্র করিবার সময়েই রোগীর জীবন বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। শীতমেহ ও ইক্ষুমেহ উভয়রোগেই মধুর-রসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হইলেও উহা মধুমেহবাচ্য নহে, তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে। মধুর ন্যায় বর্ণযুক্ত মূত্র, মধুর ন্যায় সেই মূত্রের আস্বাদ এবং তাহা হইতে মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হইলে তাহাই মধুমেহবাচ্য। এই মধুমেহ আবার দুই প্রকার। ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ু বা পিত্তপ্রধান, ক্ষীণ বা কৃশশরীরে একপ্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে এবং অত্যন্ত শ্লেষ্মবর্দ্ধক অন্নপানীয় প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলে অত্যধিক মেদ বর্দ্ধিত হইয়া মেদ বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে অন্যপ্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে। প্রথমোক্ত মধু-মেহে অত্যধিক বায়ুর প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে। বায়ু অতি শীঘ্র অনিষ্ট-উৎপাদনে সমর্থ, বিশেষতঃ বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা প্রভৃতি ধাতু অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে শরীরের সেই ক্ষয়িত অংশ ঔষধ দ্বারা সহজে পূরণ করা অসম্ভব এবং প্রত্যহ যদি অধিক পরিমাণে মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হইতে থাকে, তবে তাহার বহির্গতি রোধ করাও সাধ্যাতীত। এই সকল কারণে উহা অসাধ্য; কিন্তু শেষোক্ত মধুমেহে অত্যধিক মেদবৃদ্ধিবশতঃ শ্লেষ্মার সহিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ুর গমন-পথ রোধ করিলে কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ-লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাও স্থায়ী নহে। আবার মেদ বা শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্ত প্রশমিত হওয়া মাত্রই বায়ুর গমন-পথ পরিষ্কৃত হয় ও বায়ু সহজে গমনাগমন করিতে পারে, এইজন্যই ঐ রোগ অসাধ্য নহে—কষ্টসাধ্য। এই রোগে রোগীর শরীর স্থূলাকার দৃষ্ট হইলেও ক্রমশঃ এত অধিক দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে,

উঠিতে-বসিতেও কষ্টবোধ হয়, পরন্তু মেদবৃদ্ধিবশতঃ এইরূপ রোগীর পুনঃপুনঃ বিদ্রধি হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা।

ডাক্তারিমতে মধুমেহরোগের লক্ষণ

ডাক্তারিমতে যাহাকে ডায়াবিটিস কহে, তাহা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্ ও ডায়াবিটিস ইন্‌সিপিডাস্। আয়ুর্ব্বেদে যাহা মধুমেহ-নামে অভিহিত, ডাক্তারিমতে তাহাই ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্ এবং আয়ুর্ব্বেদমতে যাহা সোমরোগ-নামে বিখ্যাত, ডাক্তারীমতে তাহাই ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস্। ডাক্তারিমতে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের এবং ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাসের যেসকল নিদান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মধুমেহরোগের ও সোমরোগের নিদান ও লক্ষণের সহিত তাহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। এস্থলে অগ্রে ডায়াবিটিস্ মেলিটাসের নিদান ও লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

ডাক্তারিমতে নানাকারণে এ রোগ হইতে পারে। শৈত্যক্রিয়া, উত্তপ্ত শরীরে শীতলজলপান বা শৈত্যক্রিয়া, অধিক পরিণামে শর্করা বা মিষ্টদ্রব্য কিংবা শ্বেতসার (ভাত, ময়দা, আটা প্রভৃতি)-ভক্ষণ, অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে কালযাপন, মানসিক পরিশ্রম, মস্তক, মেরুদণ্ড ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত, মানসিক দুশ্চিন্তা ও তজ্জনিত উদ্বেগ এবং স্নায়ুসম্বন্ধীয় পীড়া প্রভৃতি নানাকারণে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-বিধানের বিকৃতিবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। মেডুলা হইতে উত্থিত স্নায়ু-বিধান মেরু-মজ্জার মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া তাহারই একটি শাখা যকৃৎ ও অন্যটি মূত্রগ্রন্থির সহিত মিলিত হইয়া উভয়কে পরিচালিত করিতেছে। সুতরাং উপরি-উক্ত কারণে মেরুমজ্জা-ব্যাপী স্নায়ুবিধানের বিকৃতিবশতঃ শর্করাযুক্ত (ডায়াবিটিস্ মেলিটাস্) বা শর্করাশূন্য (ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস্) বহুমূত্ররোগ উৎপন্ন হয়। ঐ উভয় রোগেই মেরুমজ্জাব্যাপী স্নায়ু-বিধানের একই প্রকার বিকৃতি ঘটে।

আমরা সচরাচর যেসকল বস্তু আহার করি, তন্মধ্যে শ্বেতসারের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; পরন্তু ঐ শ্বেতসার মধুররসবিশিষ্ট, সুতরাং তন্মধ্যে শর্করার অংশ থাকে। আবার যেসকল মিষ্টদ্রব্য আহার করি, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বহুল পরিমাণে নানাজাতীয় শর্করা থাকে। সুস্থশরীরে যকৃৎ দ্বারা ঐ শর্করার

কিয়দংশ দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরজাতীয় শর্করায় পরিণত হয় ও তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ যকৃৎকোষে সঞ্চিত থাকে, ইহাকে ইংরেজীতে গ্লাইক্লোজেন কহে। অনন্তর শরীরের পোষণকার্য্যে শর্করার অভাব হইবামাত্র উক্ত যকৃৎকোষস্থিত সঞ্চিত গ্লাইক্লোজেন-নামক পদার্থ হইতে আঙ্গুর-জাতীয় শর্করা উৎপন্ন হইয়া তদ্দ্বারা ঐ অভাব পূর্ণ হয়। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, ইক্ষুজাতীয় শর্করা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শরীরের পোষণ হয় না; নানাজাতীর শর্করা আঙ্গুরজাতীয় শর্করায় পরিণত হইলেই তদ্দ্বারা শরীরের পোষণ হইয়া থাকে; কিন্তু বহুমূত্ররোগে স্নায়ু-বিধানের বিকৃতি ও যকৃতের দুর্ব্বলতাবশতঃ যকৃতের কোষসকলও দুর্ব্বল এবং শিথিল হয় ও তাহাদের মুখরন্ধ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তথন যকৃৎ শর্করাংশসকল স্বীয় আয়ত্তে রাখিতে ও ঐ শর্করা হইতে গ্লাইক্লোজেন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য উহা শরীরের পোষণ-কার্য্যে ব্যবহৃত না হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়; কিন্তু অত্যধিক শর্করা সঞ্চিত হইলে লালা বা ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হইতে পারে। ইহাই ডাক্তারিমতে বহুমূত্ররোগের সংপ্রাপ্তি।

এই রোগে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ এবং বৃদ্ধ ও তরুণবয়স্ক অপেক্ষা প্রবীণ ব্যক্তিরা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যুবকেরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগ সাংঘাতিক হইয়া পড়ে; কিন্তু ৪৫ বৎসরের পর হইলে তাদৃশ সাংঘাতিক হয় না। ২৫।৩০ বৎসরের পর ৬০।৬৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই এই রোগের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ইহা কুলজব্যাধি।

লক্ষণ—রোগের প্রথমাবস্থায় স্ত্রী ও পুংজননেন্দ্রিয়ে একপ্রকার চর্ম্মরোগ (পামা বা একজিমা) হয় এবং ঐ লক্ষণ দ্বারাই অধিকাংশস্থলে রোগ নির্ণীত হইয়া থাকে। একপ্রকার ডায়াবিটিস্ আছে, তাহার প্রবল আক্রমণ সহসা দৃষ্ট হয়; কিন্তু তদ্ব্যতীত এই রোগ প্রায়শঃ ধীরে-ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় বিশেষ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না (আয়ুর্ব্বেদেরও এই মত), অনন্তর ক্রমশঃ তৃষ্ণাবৃদ্ধি, ক্ষুধাবৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধতা, ঘন-ঘন মূত্র-ত্যাগ, মূত্রাধিক্য ও মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে শর্করা নির্গত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়; পরন্তু প্রস্রাব ও শর্করা যতই অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, ততই বলক্ষয় ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলবতী হয় এবং ভূরিভোজনেও অতৃপ্তি এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সর্ব্বদা জল পান করিলেও পিপাসার শান্তি হয়

না—মুখ-শোষ, জিহ্বার শুষ্কতা, রক্তাল্পতা ও তজ্জনিত হস্ত, পদ এবং চক্ষুজ্বালা ও শোথযুক্ত হয়। রোগের পরিণতাবস্থায় নানাবিধ স্ফোটক ও কার্ব্বঙ্কল উৎপন্ন হয় এবং ওজঃক্ষয় (য়্যাল্‌বুমিনুরিয়া নির্গত) হইয়া থাকে। মূত্র পরীক্ষা করিলে তাহাতে দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরজাতীয় শর্করা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মূত্রের মধুরভাববশতঃ মিষ্টগন্ধ নির্গত হয়। মূত্রে পিপীলিকা বা মাছি বসে, মূত্র পাত্রে করিয়া রাখিয়া দিলে তাহার তলায় একপ্রকার পদার্থ জমিয়া যায় এবং গরম স্থানে রাখিয়া দিলে ফেনা বা গ্যাজা উত্থিত হয়। রোগী জল যত বেশী পান করে, তত বেশী পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়। শর্করা-বহুল দ্রব্য বা শ্বেতসারময় পদার্থ যত বেশী আহার করে, মূত্রে শর্করার পরিমাণও ততই অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আবার মাংসাদি আহার করিলে শর্করার পরিমাণ কমিয়া যায়।

এই রোগের পরিণামে রোগীর ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ ও অজ্ঞানতা বা ডায়াবিটিস্‌ কোমা উপস্থিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে। ইহাই ডাক্তারিমতে ডায়াবিটিস্‌ মেলিটাসের অর্থাৎ মধুমেহের লক্ষণ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত মধুমেহের সহিত এই রোগের মিল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ দুইটি একই ব্যাধি। ডায়াবিটিস্‌ ইন্‌সিপিডাসের লক্ষণ অতঃপর সোমরোগে বর্ণিত হইবে।

বিশেষ লক্ষণ—রোগীর দুর্ব্বলতা, অলসতা, শীর্ণতা, অত্যধিক পিপাসা, আহারান্তে (বিশেষতঃ দিবাভাগে) পিপাসার বৃদ্ধি, ক্ষুধাধিক্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, রাত্রিকালে প্রস্রাব-বৃদ্ধি, অনিদ্রা বা নিদ্রা হইলেও ঘন-ঘন প্রস্রাবত্যাগ ও পিপাসার জন্য নিদ্রাভঙ্গ, রতিশক্তির হীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়শঃ মধুমেহরোগে প্রকাশ পায় এবং এইসকল লক্ষণ দ্বারা সহজে রোগ নির্ণয় করা যায়।

মেহ ও মধুমেহ-চিকিৎসা-বিধি

মেহরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা দুই শ্রেণীভুক্ত। একপ্রকার স্থূল ও বলবান্‌, অন্যপ্রকার কৃশ ও দুর্ব্বল। স্থূলকায় ও বলবান্‌ ব্যক্তিদিগকে অগ্রে বমন ও বিরেচন প্রদান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধাধঃ শোধন করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কৃশ ও দুর্ব্বল মেহরোগীর পক্ষে বমন ও বিরেচন প্রশস্ত নহে।

তাহাদিগকে সংশমন অর্থাৎ দোষপ্রশমক এবং সংবৃংহণ বা বল ও রক্ত-মাংসাদিবর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর স্বভাবতঃ বাতপিত্তাধিক, সুতরাং তদবস্থায় মেহরোগে ধাতুস্রাবপ্রযুক্ত তাহাদের শরীর অত্যধিক বায়ুপ্রধান হইয়া পড়ে। এইজন্য তাহাদের বল-রক্ষা, কৃশতা বিনাশ করা ও শরীরের ক্ষয়িত অংশ পূরণ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বলরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে মারাত্মক লক্ষণ উপস্থিত ও তদ্ধেতু রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। স্থূলকায় ও বলবান্ ব্যক্তিদিগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় তদ্রূপ লক্ষণ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে অধিকাংশস্থলে প্রথম অবস্থাতেই তদ্বিপরীত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, এই প্রকৃতির লোক মেহরোগের কিছুমাত্র প্রকোপ বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারে নাই, অথচ হঠাৎ মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার রোগেই রোগের লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা না করিলে আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, পরন্তু অধিকাংশস্থলেই বাতজাদি বিবিধ রোগে একই ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনিষ্ট হইয়া থাকে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রত্যেক মেহরোগের লক্ষণ ও উপসর্গ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র; কোনও একটির লক্ষণের বা উপসর্গের সহিত অপরটির লক্ষণের বা উপসর্গের মিল নাই। বৃহৎ বঙ্গেশ্বর এই রোগে একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, কিন্তু পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা দ্বারা শ্লৈষ্মিক মেহে যেমন উপকার হয়, বাতিক বা পৈত্তিক মেহে তদ্রূপ উপকার ত হয়ই না, পরন্তু বাতিক মেহরোগে উপর্য্যুপরি কিছুদিন প্রয়োগ করিলে মলরোধের এবং পৈত্তিকমেহে মূত্ররোধের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর প্রমেহচিন্তামণি একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, তদ্দ্বারা পৈত্তিক ও বাতিকমেহে যেমন উপকার হয়, শ্লৈষ্মিকমেহে তাদৃশ উপকার হয় না; বরং শ্লৈষ্মিকমেহে নাসাস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এইজন্যই লক্ষণভেদে দোষের বলাবল বিচারপূর্ব্বক ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। সামান্য ফোড়া প্রভৃতিতেও লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ না করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে বিপরীত ফল হয়, ইহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যে প্রলেপ দ্বারা শ্লৈষ্মিক স্ফোটক প্রশমিত হয়, সেই প্রলেপ দ্বারা পৈত্তিক স্ফোটকের দাহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ মেহজনিত পিড়কার পর্য্যন্ত বাতাদি-

দোষভেদে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশ, বিশ বা তদধিক সংখ্যক দ্রব্য দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় একটি ঔষধ প্রস্তুত হয়, সুতরাং তাহা যে অশেষ গুণযুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সাধারণভাবে ঐ ঔষধ আবার বায়ুপিত্তাদি-বর্দ্ধক কি প্রশমক, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ইহাই চিকিৎসকের কৃতিত্ব।

মেহরোগে আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তি বা মূত্রাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইয়া যাহাতে নানাবিধ উপসর্গ উৎপাদন করিতে না পারে, মেহরোগ-চিকিৎসা-কালে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে তরল দাস্ত, পক্বাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে মলরোধ ও বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইলে মূত্ররোধ বা পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি; এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি অতি কঠিন ও মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এইজন্য বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস বাতিক মেহে প্রয়োগ করিতে হইলে তৎসঙ্গে বায়ুনাশক অথচ বিরেচক অপর একটি যোগ প্রয়োগ করা উচিত। ঐ অবস্থায় চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা বা মেহমুদ্গর দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ পৈত্তিকমেহে প্রয়োগ করিতে হইলে একবেলা কুশাবলেহ বা প্রমেহচিন্তামণির ব্যবস্থা করিবে। আবার শ্লৈষ্মিক মেহে প্রমেহচিন্তামণি প্রয়োগ করিতে হইলে একবেলা বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস বা চন্দ্রপ্রভাবটী কিংবা মেহমুদ্গর প্রয়োগ করা উচিত। বৃহৎ বঙ্গেশ্বররসে মূত্রের পরিমাণ অতি শীঘ্র হ্রাস পায়। বৃহৎ সোমনাথরস যে-কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে—ইহা দ্বারা প্রমেহের জ্বালা-যন্ত্রণা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাধিক্য বা বহুমূত্র ও সর্ব্বপ্রকার মেহরোগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। চন্দ্রকান্তিরস-প্রস্তুতের উপাদান-সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে মনে হয়, ঔষধটি একটু উষ্ণবীর্য্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহার উপকরণ একটু উষ্ণবীর্য্য হইলেও ভাবনার দ্রব্যগুলি একটু শীতবীর্য্য বলিয়া উষ্ণবীর্য্যের প্রভাব নষ্ট করে; সুতরাং উহা সকল অবস্থায়ই প্রযোজ্য। ফলতঃ ঐ দুইটি ঔষধ যেমন মেহের উপসর্গনাশক, তেমনি ধাতু-পোষক, সুতরাং ধাতুক্ষয়জনিত মেহরোগে অমৃতের ন্যায় উপকারী; আবার অন্যান্য মেহরোগেও প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই ধাতু পুষ্ট হয় ও তন্নিবন্ধন মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। বসন্তকুসুমাকররস সকলের সহ্য হয় না, কোন-কোন ধাতুতে শরীর একটু গরম হইয়া পড়ে, কিন্তু

অনুপান পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে সহজেই সহ্য হয়। ইহা ধাতুক্ষয়নাশক ও ওজোবর্দ্ধক, স্তুতরাং মধুমেহের অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথমাবস্থায় ত্রিফলাদিকাথ বা মুস্তকাদিকাথ প্রত্যহ প্রাতে, ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ বা ত্রিফলাদিচূর্ণ মধ্যাহ্নে ও মেহকুলান্তক বা কুশাবলেহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে, কিংবা একবেলা বিড়ঙ্গাদিলৌহ ও একবেলা শুক্রমাতৃকাবটির ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ এইসকল ঔষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলেই আরোগ্যের সম্ভাবনা; কিন্তু প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার অভাবে রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে নানাবিধ উপসর্গ শীঘ্র প্রশমন করিবার জন্য কাথ ও চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এবং উপসর্গও প্রশমিত হয়; কিন্তু ধাতু-ঘটিত ঔষধের ফল সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ধাতুঘটিত ঔষধই রোগ সমূলে আরোগ্য করিতে সমর্থ। প্রথমাবস্থায় কাথ এবং চূর্ণাদি প্রয়োগ করিলেও রোগ নির্ম্মূল হইতে পারে। প্রথমাবস্থায় প্রাতে বঙ্গেশ্বর, মধ্যাহ্নে বঙ্গাষ্টক বা স্বর্ণবঙ্গ ও বৈকালে কুশাবলেহ যথোচিত অনুপানে সেবন করিতে দিবে। এইসকল ঔষধে মূত্রের আবিলতা ও পরিমাণের আধিক্য অথবা মূত্রের বিভিন্নবর্ণতা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ও দুর্ব্বল শরীর সবল হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াবস্থায় মেহকুঞ্জরকেশরী বা সর্ব্বেশ্বররস—এই দুই ঔষধে রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে অবস্থায়ই প্রস্রাবে অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ লক্ষিত হউক, কুশাবলেহের ব্যবস্থা করিবে; ইহা ঐসকল অবস্থায় প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত বা মূত্রের আবিলতা ও বিভিন্ন-বর্ণতা নষ্ট ও মূত্রাশয়ের দোষ সংশোধন করিতে সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ। মেহরোগ মধুমেহে পরিণত হইলে বা হওয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে যাহাতে মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রহিত হয় এবং শর্করা-নির্গমনজনিত শরীরের ক্ষয়িত ধাতব পদার্থের অভাব পূর্ণ হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। শর্করা নির্গত হইলেই সতর্ক হওয়া উচিত; ঐ অবস্থায় শর্করা-বহির্গমনের গতিরোধ না করিলে অবিলম্বে মধুমেহে পরিণত হইয়া শরীর-ধারণোপযোগী বিশিষ্ট উপাদানগুলি ক্ষয় করিতে থাকে। রসরক্তাদি ধাতুসমূহ ক্ষয়িত হইলেও বরং তাহা ঔষধাদির দ্বারা পূরণ করা সম্ভব, কিন্তু ওজঃ সর্ব্বধাতুর

সার, যাহাতে উহা ক্ষয়িত হইতে না পারে, তৎপ্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। এইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থায় যেসকল ঔষধ উক্ত হইল, তাহার প্রয়োগ তৃতীয়াবস্থায় উপকার না হইলে বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস, বৃহৎ সোমনাথরস, চন্দ্রকান্তিরস, বৃহৎ হরিশঙ্কররস বা বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি অবস্থাভেদে যথোচিত অনুপানে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, মেহমুদ্গর বা শুক্রমাতৃকাবটী রাত্রে সেবন করিতে দিবে। ধাতুগত জীর্ণজ্বর থাকিলে অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত প্রয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে বা মূত্রাশয়ে দাহ থাকিলে বস্তিযোগ দ্বারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সদ্যঃ জ্বালা-যন্ত্রণার লাঘব হয়; পরন্তু গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহ হইলে ইহার প্রয়োগে তাহার জীবাণু ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কোষবৃদ্ধি থাকিলে বা রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে। মেহরোগে স্বর্ণবঙ্গ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সর্ব্বাবস্থায় উপযোগী ও সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ বিনাশ করিতে সমর্থ। শুক্র উৎপাদন করিতে, পাতলা শুক্র গাঢ় করিতে, বল ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতে ও শুক্রমেহ বিনষ্ট করিতে সহজ এবং সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহার শক্তি অসীম। স্বর্গীয় রমানাথ কবিরাজ মহাশয় প্রায়শঃ একটি যোগের ব্যবস্থা করিতেন, আমরাও উহা প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা স্বর্ণবঙ্গপঞ্চক-নামে অভিহিত। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের যে-কোন অবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফললাভ হয়। মধুমেহের পুরাতন অবস্থায় যখন অন্যান্য ঔষধে প্রস্রাবের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রশমিত না হয়, তখন আফিমঘটিত ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়। চিকিৎসক-শিরোমণি স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় এই অবস্থায় একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, উহার নাম হেমনাথরস। উহার একমাত্র দোষ এই যে, আফিম মিশ্রিত বলিয়া কিঞ্চিৎ ধারক, গ্রহণীর অবস্থায় মেহ, মধুমেহ কিংবা সোমরোগ উপস্থিত হইলে অতি উপকারী, কিন্তু অন্যান্য অবস্থায়ও বিরেচক-অনুপান সহযোগে কিংবা চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা বা মেহমুদ্গরবটিকা একবেলা প্রয়োগ করিলে অন্য বেলা ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় একটি ঔষধ ঐ অবস্থায় প্রয়োগ করিতেন, উহার নাম কালপূর্ণচন্দ্র, উহাও আফিম-মিশ্রিত এবং আশুফলপ্রদ, কিন্তু গরম

ধাতুতে শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও কোষ্ঠকাঠিন্যে মৃদুবিরেচক-অনুপান-সহযোগে প্রয়োগ করিতে হয়। তিনি আরও একটি যোগের ব্যবস্থা করিতেন, তাহার নাম লালপূর্ণচন্দ্র। উহা সর্ব্বপ্রকার মেহ-বিনাশক; তবে প্রথমাবস্থায়ই উহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মেহরোগের যে অবস্থায় যে অনুপানে কালপূর্ণচন্দ্র ও স্বর্ণবঙ্গপঞ্চক প্রয়োগ করা যায়, ঠিক সেই অবস্থায় ও সেই অনুপানে বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা মেহনাশক, গ্রহণী বা অগ্নিমান্দ্য-বিনাশক, বলকর ও পুষ্টিকর; পরন্তু প্রস্রাবের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রশমন করিতে সমর্থ, তবে গরম ধাতুতে কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য ত্রিফলার জল-অনুপান-সহ প্রয়োগ করা উচিত। মেহরোগের যে-কোন অবস্থায় মূত্রাশয়ে দাহ, প্রস্রাবে জ্বালা, গাত্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, তা বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রমেহমিহিরতৈল তলপেটে বা সহ্য হইলে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দেওয়া যায়; কিন্তু জ্বর বা শ্লৈষ্মিকমেহে নাসাস্রাব প্রভৃতি শ্লেষ্মবৃদ্ধির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে প্রযোজ্য নহে। রোগের পুরাতন অবস্থায় এবং জ্বর না থাকিলে দাড়িম্বাদ্যঘৃত বা বৃহৎ দাড়িম্বাদ্যঘৃত প্রয়োগ করিলে সুফললাভ হয়। অনেকস্থলে পুরাতন অবস্থায় কেবলমাত্র ঐসকল ঘৃতের প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। মধুমেহ হইতে যক্ষ্মা বা ক্ষয়ের লক্ষণ এবং জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে ক্ষয়রোগোক্ত বৃহৎ বসন্তভিলকরস বা বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস যথোচিত অনুপানে সেবন করিতে দিবে এবং ঐসকল উপদ্রব প্রশমিত ও শরীর সবল হইলে বৃহৎ চন্দনাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন ও তৎসঙ্গে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত অথবা বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

মেহ ও মধুমেহরোগে ঔষধ

ত্রিফলাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহরোগের প্রথম-অবস্থায় মূত্রের আবিলতা ও পরিমাণের আধিক্য এবং মূত্রনির্গমনকালে জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদিক্বাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথা; এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু।

মুস্তকাদিক্কাথ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথম-অবস্থায় মূত্রের আবিলতা, পরিমাণের আধিক্য, পিচ্ছিলতা, হরিদ্রাভা ও ধাতুক্ষরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

মুস্তকাদিকাথ। মুথা, রাখালশশা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ হরিদ্রাচূর্ণ ।০ আনা ও মধু ।০ আনা।

ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহরোগে প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাবের বেগ, মূত্রের আধিক্য, আবিলতা এবং ধাতু-স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলে মেহজনিত পিড়কা বহির্গত হইবার আশঙ্কা থাকে না। অনুপান—পাথরকুচির পাতার রস ও হরিদ্রাচূর্ণ বা ত্রিফলার জল।

ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ। বটছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, অশ্বত্থছাল, শোণাছাল, সোদালের আঠা, পীতছাল (অভাবে শাল), আমের আঁটি, কয়েতবেল, পিয়াল, অর্জ্জুনছাল, যবক্ষার, মৌয়া, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল, পালিধামাদারের ছাল, পলতা, মেষশৃঙ্গী, দন্তীমূল, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়্চী ও শোধিত তেলা; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

ত্রিফলাদিচূর্ণ—প্রমেহরোগে মূত্ররোধ অথবা পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি বা মূত্রবন্ধ এবং তৎসঙ্গে জননেন্দ্রিয়ে ও বস্তিদেশে জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রতায়ও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্রিফলাদিচূর্ণ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ ও কাঁকুড়বীজচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

কুশাবলেহ—বিংশতিপ্রকার মেহ, বিষাক্তমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে প্রস্রাবে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা, জননেন্দ্রিয়ের বা মূত্রাশয়ের প্রদাহ, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, সরুধারে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সহিত রক্ত-পূঁয-নির্গমন অথবা প্রস্রাবের পরিমাণের অল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ অসাধারণ ফলপ্রদ। গণোরিয়ার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রশমন করিতে ইহার

ন্যায় সত্বফলপ্রদ ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মেহজনিত বাত্তিক ও পৈত্তিক শিরোরোগে ইহা প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। মেহ বা গণোরিয়া-জনিত চক্ষুরোগে অর্থাৎ চক্ষুজ্বালা, চক্ষু করকর করা, চক্ষু লাল হওয়া, চক্ষুতে পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি উপসর্গ ইহা সেবন করিলে অচিরে প্রশমিত হয়। আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিলে শ্বাস, মুড়িভিজান জলসহ প্রয়োগ করিলে হিক্কা ও বমি, ডাবের জলসহ প্রয়োগ করিলে অম্লপিত্ত ও শূলরোগে অসাধারণ উপকার হয়; এমন কি এই ঔষধের প্রভাবে মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমনরোধ এবং শস্ত্রসাধ্য অশ্মরী পর্য্যন্ত নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় একটি রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন ঔষধ-প্রয়োগের ফলে একটি বৃহৎ পাথরী প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়াছিল। এইরূপ বৃহৎ পাথরী যে ক্ষুদ্র মূত্রমার্গ দ্বারা কি প্রকারে বহির্গত হইল, তাহা ভাবিয়া উপস্থিত দর্শকগণ সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইহা সেবন করিলে বহুমূত্ররোগজনিত দাহ ও পিপাসার শান্তি হয়। ফলতঃ ইহা মূত্রাশয়ের শোধক ও পৈত্তিক লক্ষণাক্রান্ত মেহরোগে অদ্বিতীয় ঔষধ। সাধারণ অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ-ইক্ষু ও খাগড়া; ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে দুই সের ইক্ষুচিনি গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ গাঢ় হইলে পাত্র নামাইয়া যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, কুমড়াবীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ এক তোলা।

মেহকুলান্তক—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহরোগের প্রথম-অবস্থায় প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, ধাতু-স্রাব, মূত্রের আবিলতা ও বিভিন্নবর্ণতা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, অগ্নিমান্দ্য, শরীরের পাণ্ডুতা, অরুচি ও মূত্রাঘাতের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও মহোপকারী। অনুপান—আমলকীর রস বা আমলকীর জল কিংবা কুলত্থ-কলাইয়ের কাথ।

মেহকুলান্তক। বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর ও দাড়িমবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও বিশুদ্ধ শিলাজতু ৮ তোলা একত্র করিয়া বনকাঁকুড়ের মূলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ—সহজ ও সুলভ ঔষধের মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ, তবে মেহরোগের প্রথমাবস্থায়ই বেশী ফলপ্রদ। সর্ব্ব-প্রকার মেহ ও মূত্রদোষে ইহা প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু রোগ ধাতুগত হইয়া পড়িলে ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। অনুপান—মেহরোগে হরিদ্রার রস ও মধু।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ ও সর্ব্বসমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। বটী—৬ রতি।

শুক্রমাতৃকাবটী—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা বা দাহ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সাধারণ ঔষধের মধ্যে ইহার উপকারিতা উল্লেখযোগ্য। মেহরোগে ক্ষুধামান্দ্য বা জ্বরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে ইহার সেবনে বিশেষ উপকার হয়। দুর্ব্বল শরীরে বলরক্ষার্থ এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও অশ্মরীরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—শ্লৈষ্মিকমেহে দাড়িমের রস, পৈত্তিক ও বাতিকমেহে ছাগীদুগ্ধ।

শুক্রমাতৃকাবটী। গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার খৈ ও দাড়িমবীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ২ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া তৎসহ পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে, অনন্তর দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। বটী—/০ এক আনা।

বঙ্গেশ্বর—মেহরোগের প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে জ্বালা-যন্ত্রণা ও ধাতুস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়। অনুপান—মধু।

বঙ্গেশ্বর। বঙ্গ ও রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

বঙ্গাষ্টক—বাতিক ও পৈত্তিক মেহরোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিকমেহরোগে অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ ও পৈত্তিক মেহে তরল দাস্ত বা মেহরোগে জ্বরভাব থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সন্ধ্যার সময় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আমলকীর রস, হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু। প্রবল বহুমূত্রেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বঙ্গাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণবঙ্গ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহের প্রথম ও দ্বিতীয়-অবস্থায় রোগীর মেহদোষ-নাশার্থ এবং বল, কান্তি, শুক্র, স্মৃতিশক্তি ও অগ্নিবৃদ্ধি বা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানার্থ এই ঔষধ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। ইহা প্রয়োগ করিলে শুক্রমেহে ও বিষাক্তমেহে সুফল পাওয়া যায়।

স্বর্ণবঙ্গ। শোধিত বঙ্গ ২ তোলা লৌহপাত্রে রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে, অনন্তর বঙ্গ গলিয়া গেলে তাহাতে ২ তোলা শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিয়া তন্মুহূর্ত্তে ২ তোলা নিশাদলচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং পরক্ষণে আবার ২ তোলা গন্ধকচূর্ণ দিবে এবং গন্ধক গলিয়া গেলেই অতিশীঘ্র পাত্র নামাইয়া খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলীর ন্যায় করিবে। অনন্তর বোতলে পুরিয়া ঐ বোতল সূক্ষ্মবস্ত্র ও কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া খড়ী দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিবে ও রসসিন্দূরের ন্যায় ৪ প্রহর জ্বাল দিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া স্বর্ণবৎ পদার্থ গ্রহণ করিবে। রসসিন্দূর প্রস্তুত-প্রণালী দ্রষ্টব্য। মাত্রা—২ রতি।

স্বর্ণবঙ্গপঞ্চক—স্বর্ণবঙ্গ যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ যখন মেহজনিত দুর্ব্বলতা ও ক্ষয় উপস্থিত হয়, তখন এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা প্রাতঃ-স্মরণীয় চিকিৎসকপ্রবর রমানাথ কবিরাজ মহাশয় ঐসকল অবস্থায় প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

স্বর্ণবঙ্গপঞ্চক। স্বর্ণবঙ্গ ।০ চারি আনা, শিলাজতু ।০ চারি আনা, লৌহ ৵০ দুই আনা, অভ্র /০ এক আনা ও মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দূর /০ এক আনা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি।

মেহকুঞ্জরকেশরী—বিংশতিপ্রকার মেহ ও বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় বা মেহ হইতে ক্ষয়, দুর্ব্বলতা, মধুজাতীয় শর্করার নির্গমন, অগ্নিমান্দ্য, পিড়কা, প্রস্রাবে ও মূত্রাশয়ে জ্বালা,

মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত, সরুধারে বা দুইধারে প্রস্রাব, প্রস্রাবের আবিলতা বা বিভিন্নবর্ণতা এবং অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইলে তাহা প্রশমন করিতে ইহা অদ্বিতীয়। পরন্তু ইহা অগ্নি, বল, কান্তি, রসরক্তাদি ধাতু এবং ওজঃ-পরিবর্দ্ধক। অনুপান—পিত্তাধিক শরীরে আমলকী ভিজান জল ও মধু। শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে মধু, বায়ুপ্রধান শরীরে ঘৃত ও মধু।

মেহকুঞ্জরকেশরী। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, সোনা, হীরা ও মুক্তা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রসে মর্দনপূর্ব্বক মূষামধ্যে স্থাপন করিবে, অনন্তর কর্দম ও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মূষা লিপ্ত করিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বটী—২ রত্তি।

সর্ব্বেশ্বররস—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় শর্করা-নির্গমন, হরিদ্রা বা অন্যান্য বর্ণের প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, কিংবা হস্তিমেহ, শীতমেহ, ইক্ষুমেহ ও ক্ষৌদ্রমেহ উপস্থিত হইলে বা ঐ-সকল মেহ মধুমেহে পরিণত হইলে এবং তজ্জন্য মধুজাতীয় শর্করা বহির্গত হইলে ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, মেহজনিত দুর্ব্বলতা, ধাতু বা ওজক্ষয় এবং কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। অনুপান—আমলকীচূর্ণ ও মধু।

সর্ব্বেশ্বররস। সোনা, রূপা, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া একত্র মর্দনপূর্ব্বক কেশুর্য্যা, ভীমরাজ ও সিদ্ধির রসে বা কাথে পৃথক্ পৃথক্ মর্দন করিবে। বটী—২ রত্তি।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহে শুক্র-ক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, মূত্রের আবিলতা ও অন্যান্য বর্ণাভা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, প্রস্রাবে জ্বালা, মূত্রাশয়ে দাহ, শর্করা-নির্গমন, প্রমেহজনিত পাণ্ডুতা, ধাতুগত জ্বর, প্রস্রাবে রক্তনির্গমন, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্নি, অরুচি, ক্ষীণতা, ওজক্ষয় বা তেজক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। মধুমেহ হইতে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা ক্ষয়িত ধাতুর পূরণ এবং কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর পুষ্ট ও বলবান্ হয়। সোমরোগে ও মূত্রাতিসারে ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। অনুপান—গব্যদুগ্ধ ও মধু, বহুমূত্রে যজ্ঞ-

ডুমুরচূর্ণ ও মধু. মেহরোগে গ্রহণী বা তরলদাস্ত থাকিলে মুথার রস বা জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহের নানাবিধ লক্ষণ উপস্থিত হইলে বিশেষতঃ মেহ হইতে মধুমেহ ও ক্ষয়, জীর্ণজ্বর এবং কাস প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক এবং রসরক্তাদি-ধাতুবর্দ্ধক। অনুপান—গুলঞ্চের রস ও মধু।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত। প্রস্তুতবিধি ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তিরস—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহরোগে শুক্রক্ষরণ, মূত্রাধিক্য, প্রস্রাবে জ্বালা, রক্তনির্গমন, কাস, জ্বর, পিপাসা, গাত্রদাহ, মূত্রাশয়ে জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য এবং রসরক্তাদিধাতু ও ওজক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ক্ষীণরোগী সবল ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করা-নির্গমন রোধ করিয়া শরীর নীরোগ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মেহ হইতে ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুমেহ হইতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিলে ইহা অতীব উপকারী। অনুপান—আমলকীর রস।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ২৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্তকুসুমাকররস—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মেহে প্রস্রাবে জ্বালা, যন্ত্রণা, শুক্রক্ষরণ, শর্করা-নির্গমন, ইক্ষুরসের ন্যায় মধু নির্গত হওয়া, প্রস্রাবের নীচে চূণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চিত হওয়া, মূত্রের আবিলতা, পিচ্ছিলতা, মধুরতা, শ্বেতাভা, হরিদ্রাভা, জ্বরভাব, দাহ, তৃষ্ণা, মলভেদ, বিশেষতঃ মধুমেহে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ও তজ্জনিত বিদ্রধি, কাস, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, কৃশতা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, রক্তসংযুক্ত মূত্রত্যাগ কিংবা অনবরত বহুল-পরিমাণে বা দুর্দ্দমনীয়বেগে মূত্র নির্গত হওয়া—এইসকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিষাক্ত মেহরোগের বিষ নষ্ট করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মধুজাতীয় শর্করার বহির্গমন রোধ করিয়া রসরক্তধাতু ও শরীর পোষণ করিতে ইহার শক্তি অসীম। আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত ঔষধরত্নের ভাণ্ডার, কিন্তু ইহার ন্যায় অদ্ভুত শক্তিশালী ঔষধ আয়ুর্ব্বেদেও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা সেবন করিলে জরা, বলী, পলিত পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।

অনুপান—ঘৃত, চিনি ও মধু বা যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু, গরম ধাতুতে ত্রিফলার জল।

বসন্তকুসুমাকররস। প্রস্তুতবিধি ২৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহমুদ্গরবটিকা—মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থায় প্রস্রাবের সহিত শুক্র-নির্গমন, ঘোলাটে বা লালবর্ণের প্রস্রাব অথবা প্রস্রাবের নিম্নে চূণের ন্যায় পদার্থ-সঞ্চয় ও প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহরোগে অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত, পিড়কা কিংবা মধুমেহরোগে রক্তহীনতা, পাণ্ডুতা, অরুচি বা বিদ্রধি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বৈকালে সেব্য। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

মেহমুদ্গরবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৪৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা—মেহরোগে ঘোলাটে বা হরিদ্রাবর্ণের মূত্র নির্গত হওয়া, প্রস্রাবের নীচে চূণের ন্যায় পদার্থ-সঞ্চয় এবং প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর কাস, অরুচি, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুতা, দাহ, পিপাসা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবঙ্গেশ্বররস—বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মেহের যে-কোন অবস্থায়, বিশেষতঃ মেহ বা সোমরোগ হইতে মধুমেহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিংবা ধাতুক্ষয়বশতঃ ক্ষীণকায় ব্যক্তির সহসা মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে রসরক্তাদিধাতুর ও শরীরের পোষণার্থ প্রয়োগ করিবে। প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রণা, নানাবর্ণাভা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, শুক্র-নির্গমন, মূত্রাঘাত বা অশ্মরী ও শর্করা-নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ ইহা সেবন করিলে অচিরে প্রশমিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ঐ সকল অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস বা বৃহৎ সোমনাথরস যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, এই ঔষধও সেই-সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গো-দুগ্ধ ও মধু।

মহাবঙ্গেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সোমনাথরস—মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় বস্তিগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ মূত্রকৃচ্ছ্রতা, পিত্তের প্রকোপবশতঃ মূত্রাশয়ে বা জননেন্দ্রিয়ে দাহ এবং পিপাসা, মূত্রের আধিক্য, সোমরোগ বা বহুমূত্র, মূত্রের নানাবর্ণাভা, আবিলতা, সরুধারে বা দুইধারে মূত্র নির্গত হওয়া অথবা মধুমেহজনিত ক্ষয়, মধুজাতীয়-শর্করা-নির্গমন, কাস, অরুচি, অলসতা, অবসাদ, পাণ্ডুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও মহোপকারী। অনুপান—বায়ুপিত্ত-প্রধান শরীরে ত্রিফলার জল ও মধু। শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে আমলকীচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সোমনাথরস। প্রস্তুতবিধি ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহমিহিরতৈল—বাতিক ও পৈত্তিক মেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক মেহরোগের তৃতীয়াবস্থায় বা মেহরোগ মধুমেহে পরিণত হইলে মেহদোষ-নিবারণের জন্য এই তৈল উদরে বা সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবার ব্যবস্থা করিবে। পিত্তের প্রকোপবশতঃ মেহরোগের উপসর্গ অর্থাৎ হাত-পা-জ্বালা, গাত্র-দাহ, প্রবল পিপাসা, মুখশোষ, তালুশোষ, বস্তি-প্রদাহ, জননেন্দ্রিয়-প্রদাহ, বস্তিগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রনির্গমনে জ্বালা-যন্ত্রণা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি, ঘুষ্ঘুষে জ্বর, অক্ষুধা এবং মধুমেহরোগে ধাতুক্ষয়বশতঃ রসরক্তাদির বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টিবিধানার্থ এই তৈল মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করা যায়। বস্তিগত বায়ু ও পিত্তের প্রকোপের আধিক্যে উদরে এবং শরীর-পোষণার্থ ও গাত্রদাহ বা মেহরোগ-বিনাশের জন্য সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে।

প্রমেহমিহিরতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—শুল্‌ফা, দেবদারু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, দারুচিনি, এলাইচ, বামনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জ-বীজ, অগুরু, তেজপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসক-ছাল ও তগরপাদুকা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ক্বাথ-দ্রব্য—লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর

রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

দাড়িম্বাদ্যঘৃত—মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রের বিবদ্ধতা, দাহ, পিপাসা, মুখশোষ, তালুশোষ ও রক্তহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর বা উদরাময়সত্ত্বে সেবন নিষিদ্ধ। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দাড়িম্বাদ্যঘৃত। গো-ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, গোক্ষুর, যমানী, ধনে, পিপুল-মূল, লোধ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা।

বৃহৎ দাড়িম্বাদ্যঘৃত—মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় বিশেষতঃ মধুমেহরোগে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পিড়কা বা যক্ষ্মা প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে শর্করা-নির্গমন ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি নানারোগের শান্তি এবং মেহজনিত ক্ষয়রোগ বিনষ্ট ও রসাদিধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। জ্বর কিংবা অজীর্ণ বা উদরাময় সত্ত্বে সেবন নিষিদ্ধ।

বৃহৎ দাড়িম্বাদ্যঘৃত। গো ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দাড়িমবীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কিস্‌মিস, পিণ্ড-খেজুর, তালের মাথী, নীলোৎপল, গজপিপুল, বনযমানী, মহানিম, কাকোলী, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশশা, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কুলখকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী, ডানকুনী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বাসকছাল ও ছাতিমছাল; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। কাথদ্রব্য—দাড়িমবীজ /৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা।

বস্তিযোগ—মেহরোগে অত্যধিক জ্বালা ও যন্ত্রণা থাকিলে কিংবা জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইলে এই যোগ দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ইহা মেহ, বিশেষতঃ বিষাক্ত-মেহরোগের জ্বালা-যন্ত্রণা ও

ক্ষত প্রশমিত এবং জীবাণু নষ্ট করিতে অদ্বিতীয়। এইরূপ আশু-প্রতীকারক ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা এই ধন্বন্তরিসদৃশ ঔষধ ঐসকল অবস্থায় প্রায়শঃ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা মেহ বা গণোরিয়ার কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য, কিন্তু কোষবৃদ্ধি থাকিলে প্রয়োগ করিবে না।

বস্তিযোগ। শোধিত তুঁতেভস্ম দধির মাতসহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। এরূপ পরিমাণে তুঁতেভস্ম মিশ্রিত করিবে, যেন দধির মাত দেখিতে ঈষৎ সবুজ বা তুঁতিয়ার বর্ণযুক্ত হয়, পরে পরিষ্কার সূক্ষ্ম কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তদ্দারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। সকালে ও বৈকালে এক-একবার করিয়া যাবৎ জ্বালা-যন্ত্রণা বা ক্ষত প্রশমিত না হয়, তাবৎ প্রযোজ্য। তুঁতিয়ার পরিমাণ বেশী হইলে জ্বালা করিতে পারে। এইরূপ ত্রিফলার জলে বা জীবিত শামুক অথবা গুগ্‌লীর জলে তুঁতিয়া মিশাইয়া পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা যায়। জীবিত শামুক পাথরে রাখিয়া দিলে তাহা হইতে যে জল বাহির হয়, তাহাই লইবে।

মেহরোগে বহুমূত্র-চিকিৎসা

কাল পূর্ণচন্দ্ররস—মেহরোগে মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিংবা মধুমেহরোগে মূত্রের পরিমাণ হ্রাসের জন্য এই ঔষধ রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই ঔষধ মাত্র একবার এবং সকালে, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূলরোগ ও প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পাইলে ঔষধের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া আনিবে ও কিছুকাল পরে বন্ধ করিবে। কারণ আফিম-মিশ্রিত ঔষধ চিরাভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু বা মোচার ফুলের কাথ।

কাল পূর্ণচন্দ্ররস। লৌহ, বঙ্গ, অভ্র ও রসসিন্দূর প্রত্যেকে ১ তোলা এবং আফিম।০ আনা; আফিম জলে ভিজাইয়া তদ্দারা মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী প্রস্তুত করিবে।

হেমনাথরস—মেহরোগে মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিংবা মধুমেহ-রোগে মূত্রের পরিমাণ-হ্রাসের জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে মূত্রের পরিমাণ-হ্রাসের সঙ্গে-সঙ্গে ধাতুস্রাব বা সূতার ন্যায় শুক্রস্রাব, শর্করা-বহির্গমন, প্রস্রাবের দুর্দ্দমনীয় বেগ, হাত-পা-জ্বালা, জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ,

ঘোলাটে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সঙ্গে খড়ীগোলার ন্যায় ধাতুস্রাব প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা বল, পুষ্টি ও শুক্রবর্দ্ধক। অনুপান—মোচার রস বা যজ্ঞডুমুরের রস।

হেমনাথরস। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৷০ অর্দ্ধতোলা। আফিমের কাথ, মোচার কাথ ও যজ্ঞডুমুরের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মেহরোগে দাহ-চিকিৎসা

চন্দনাদিক্বাথ—মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অত্যধিক দাহ উপস্থিত হইলে এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মেহজনিত দাহ, মলভেদ, জ্বর ও পাণ্ডুতা নষ্ট হয়।

চন্দনাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৪২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খর্জ্জুরাদ্যচূর্ণ—প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে মধ্যে-মধ্যে অল্প-অল্প মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

খর্জ্জুরাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুশাদ্যতৈল—প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ উদরে মালিশ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

কুশাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহরোগে তৃষ্ণা ও বমন-চিকিৎসা

কাশ্মর্য্যাদিপানীয়—মেহ, মধুমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও অশ্মরী রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে এবং তৎসঙ্গে ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, দাহ, কাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে জলের পরিবর্ত্তে এই পানীয় অল্প-অল্পমাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে মধুমেহরোগে দ্রাক্ষাজাতীয় শর্করা-নির্গমন রুদ্ধ হয়। মেহ হইতে ক্ষয়কাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কাশ্মর্য্যাদিপানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়—মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী বা মধুমেহরোগে অত্যধিক পিপাসা প্রকাশ পাইলে জলের পরিবর্ত্তে এই পানীয় রোগীকে পান করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লাজোদক—মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বমন উপস্থিত হইলে এই পানীয় অল্প-অল্প-পরিমাণে পান করিতে দিবে।

লাজোদক। প্রস্তুতবিধি ৪৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে উদরাময় ও গ্রহণী-চিকিৎসা

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস—মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর দাহ, হাত-পা জ্বালা, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও তৎসঙ্গে আমসংযুক্ত পাতলা দাস্ত এবং শরীর নিতান্ত কৃশ, দুর্ব্বল ও বায়ুপিত্তপ্রধান হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৩৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস—মধুমেহরোগে প্রবল উদরাময় বা গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা পুনঃপুনঃ পাতলা বা আমমিশ্রিত দাস্ত, উদরে বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ব ও মস্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রক্ত বা শ্লেষ্মনির্গমন, অরুচি ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু।

মহারাজনৃপতিবল্লভরস। প্রস্তুতবিধি ২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে শ্বাস ও ক্ষয়-চিকিৎসা

বৃহৎ বসন্ততিলকরস—মধুমেহরোগে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর, কাস, শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা শারীরিক বল ও পুষ্টি-বিধানার্থ এবং রসরক্তাদি ক্ষয়িত ধাতুর পূরণার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা ছাগীদুগ্ধ।

বৃহৎ বসন্ততিলকরস। প্রস্তুতবিধি ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস—মেহরোগে ক্ষয়ের বা শ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, পিপাসা, দাহ এবং অরুচি প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। রসরক্তাদি ক্ষয়িত ধাতুর পুষ্টিবিধানার্থ ইহা অতি উপকারী। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস। প্রস্তুতবিধি ২৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহরোগে উদাবর্ত্ত-চিকিৎসা

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি—মেহরোগে উদাবর্ত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তজ্জন্য মলরোধ, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, হৃচ্ছূল ও বস্তিশূল প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বটপত্রীপ্রলেপ—মেহরোগে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ ও বস্তিদেশ স্ফীত হইলে এই প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ করিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ—মেহরোগে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ ও বস্তিদেশ স্ফীত হইলে এই ঔষধ বস্তিদেশে লাগাইবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—মেহরোগে রোগীর উদরাধ্মান বা আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তিদেশ স্ফীত এবং তজ্জন্য মলমূত্ররোধ হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মেহনাশক এবং তজ্জনিত মলমূত্ররোধক ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা-নাশক। বিবিধ বায়ুপিত্তজনিত বিকার ইহার দ্বারা বিনষ্ট হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহরোগে ধাতুদৌর্ব্বল্য-চিকিৎসা

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত—মেহরোগে রসরক্তাদি-ধাতুক্ষয়বশতঃ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার বল ও পুষ্টিবিধানার্থ এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ইহা যেমন

কৃশতা ও দুর্ব্বলতা নাশক, তেমনি মেহ ও তজ্জনিত বাতনাশক। মধুমেহের অবস্থায়ও ইহা অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু উদরাময়, শোথ বা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রাশঘৃত—মেহরোগে রসরক্তাদি-ধাতুক্ষয়বশতঃ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে এই ঘৃতের প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহা যেমন পুষ্টিকর ও বলকর, তেমনি মেহ, মধুমেহ ও তজ্জনিত নানাবিধ-বাতনাশক; কিন্তু উদরাময়, জ্বর বা শোথ থাকিলে প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতপ্রাশঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ-পিড়কা-চিকিৎসা-বিধি

যেমন সশর্কর মেহ বা বহুমূত্ররোগ শর্করাশূন্য মেহ বা বহুমূত্ররোগে কিংবা শর্করাশূন্যমেহ বা বহুমূত্ররোগ সশর্করমেহ বা বহুমূত্রে পরিণত হইতে পারে, তেমনি উভয় রোগ হইতেই পিড়কার উৎপত্তি হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে মেহরোগের প্রথমাবস্থায়ই পিড়কা উৎপন্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য একটি ফলপ্রদ ঔষধ পৃথক্ প্রয়োগ করা উচিত। এই কারণেই ন্যগ্রোধাদি-চূর্ণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা যেমন মেহ ও বহুমূত্র-বিনাশক, তেমনি পিড়কার প্রতিষেধক। প্রমেহ-পিড়কা দশপ্রকার, তন্মধ্যে নয়প্রকার অসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য বা কষ্টে আরোগ্য হয়, কিন্তু বিদ্রধি-নামক পিড়কা অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বক্ষ্যমাণ বিদ্রধি-নামক রোগে তাহারও চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে। পিড়কা বহির্গত হইলে সোমরাজীলেপ বা উড়ুম্বরলেপ তদুপরি প্রয়োগ করিবে ও শারিবাদিক্বাথ সকালে এবং ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। এইসকল ঔষধেই সাধারণতঃ পিড়কা বিনষ্ট হয়, কিন্তু উহা দ্বারা স্থায়ী ফললাভ না হইলে বৃহৎ শ্যামাঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলুর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই দুইটি ঘৃত যেমন প্রমেহাদি-রোগনাশক, তেমনি পিড়কানাশক, রক্তদুষ্টিনাশক, কোষ্ঠশোধক ও স্থায়ী ফললাভের উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রমেহরোগে যেসকল ধাতুঘটিত ঔষধের

ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেইসকল ঔষধেরও পিড়কা ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নাশ করিবার শক্তি অসাধারণ।

কার্ব্বঙ্কল ও বয়েল

ডাক্তারেরা বলেন—ডায়াবিটিস্ হইতে দুই প্রকার স্ফোটকের উৎপত্তি হয়। ১। কার্ব্বঙ্কল। ২। বয়েল।

কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ—কার্ব্বঙ্কল ব্রণ-শোথের ন্যায় উৎপন্ন হয়, অনন্তর ক্রমশঃ উহার নিম্নস্থ ত্বকে প্রদাহ বিস্তৃত হয় এবং সেই পীড়িত স্থান কঠিন, বেদনাযুক্ত ও সটান হয়। পরে ত্বক্ ক্রমশঃ স্ফীত এবং উচ্চ ও ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠে। ব্রণ গলিত হইলে উহা হইতে অত্যন্ত পূঁয নির্গত হয় ও কতকগুলি ছিদ্র দেখা যায় এবং ঐ ছিদ্রের মধ্যে ও ব্রণের উপরে পচ্‌লা সঞ্চিত থাকে। কোন-কোন কার্ব্বঙ্কল কতকস্থানে বিস্তৃত হইয়া স্থগিত থাকে। আবার কোন-কোনটি ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় এবং তাহার মাংসাদি কোমল অংশসকল বিগলিত হইতে থাকে। এই অবস্থা হইতে নালী ঘাও হইতে পারে। ইহা শরীরের মাংসলস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর পৃষ্ঠে, গ্রীবায় ও নিতম্বে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পৃষ্ঠদেশে হইলে বাঙ্গালায় তাহাকে পৃষ্ঠব্রণ এবং গ্রীবায় হইলে ঘাড়মাগুড়া কহে। মুখমণ্ডলে হইলে অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া পড়ে।

বয়েলের লক্ষণ—ইহা একপ্রকার স্ফোটক, দেখিতে ধূম্রবর্ণ ও প্রশস্ত, কিন্তু কখনও কখনও রথের চূড়ার ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র দৃষ্ট হয়। ইহাতে বেদনার আধিক্য থাকে এবং অল্প-অল্প করিয়া পূঁয উৎপন্ন হয়। উহা উৎপন্ন হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয় না; পরন্তু উহা শুষ্ক হইতে না হইতে আবার কয়েকটি নূতন উদ্গত হইয়া থাকে। এই স্ফোটকের আরম্ভে উহার উপরে একটি লোম দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা উৎপাটন করিলে অনেক সময় বেশ উপকার হয়। ইহা সচরাচর স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়। রক্তপ্রধান শরীরে বা যুবকদিগের শরীরে ইহার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকাল প্রায়শঃ ইহার উৎপত্তির সময়। কখনও কখনও ইহা সংক্রামক হইয়া উঠে। ইহাকে কেহ কেহ ম্যাঙ্গোবয়েল বা আমফোড়া নামে অভিহিত করেন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত দশবিধ পিড়কার মধ্যে কোন্-কোন্‌টির সহিত কার্ব্বঙ্কল ও

বয়েল-নামক স্ফোটকের সাদৃশ্য আছে, তাহা নির্দ্দেশ করা দুরূহ। বল্মীক-নামক স্ফোটকের সহিত কার্ব্বঙ্কলের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। বল্মীক বিসর্পের ন্যায় চলিয়া বেড়ায়, আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ কথিত হইয়াছে; কিন্তু কার্ব্বঙ্কল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলেও অন্যত্র গমন করে না। বিসর্পের গতি দুই প্রকার। ১। কোন একটি স্থানে স্ফোটক হইলে তাহা ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়া। ২। কোন একটি স্থানে স্ফোটক হইলে অবিলম্বে তল্লক্ষণ ও তদাকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটকের অন্যান্যস্থানে উৎপত্তি। কার্ব্বঙ্কল প্রথম প্রকারের গতিবিশিষ্ট। বল্মীক যদি কার্ব্বঙ্কলের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে উভয়েই একব্যাধি।

পিড়কারোগে ঔষধ

সোমরাজীলেপ—মেহরোগে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হইলে এই লেপ রোগীর রোগ-স্থানে লাগাইবে।

সোমরাজীলেপ। সোমরাজীবীজ গোমূত্রসহ বাটিয়া লাগাইবে।

শারিবাদিক্বাথ—মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এই ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে পান করিতে দিবে।

শারিবাদিক্বাথ। শ্যামালতা, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্, তেউড়ী, সোনামুখী, কটুকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মুদ্গপর্ণ্যাদিক্বাথ—মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মুদ্গপর্ণ্যাদিক্বাথ। মুগানী, মাষাণী, তেউড়ী-মূল, সোন্দাল, শটী, বিস্তারক-বীজ, নীলবৃক্ষের মূল, এলাইচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ শ্যামাঘৃত—মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা যেমন পিড়কা বিনষ্ট হয়, তেমনই নানাবিধ মেহ, মধুমেহ, বাতরক্ত, শুক্রক্ষয়, প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হওয়া, হৃদ্রোগ এবং রসরক্তাদিধাতুর ক্ষয় প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ শ্যামাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কিস্‌মিস্‌, গান্ধাইল, শুঁঠ ও কটকী; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। কাথদ্রব্য—শ্যামালতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, ইক্ষুরস /৪ সের ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ দুই তোলা।

মেহরোগে এতদ্ভিন্ন আরও উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা বিরল, সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রায়শঃ উপস্থিত হয়, যেসকল ঔষধ বর্ণিত হইল, তাহাতেই মূত্রকৃচ্ছ্রতা বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যদি পৃথক্ চিকিৎসার আবশ্যকতা হয়, তবে বক্ষ্যমাণ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসার ন্যায় ঔষধের ব্যবস্থা এবং রোগীর চৈতন্য সম্পাদন করিবে। মেহরোগে যেসকল উপসর্গের চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে, পিড়কারোগে সেইসকল উপসর্গ প্রায়শঃ সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলাই, মুগ, অড়হর ও ছোলার ডাল, তিলের বড়া, চড়ুই, পায়রা, শশক, তিত্তির, লাব, ময়ূর, এণ ও বর্ত্তক প্রভৃতির মাংসযূষ, সজিনা, পটোল, করলা, উচ্ছে, কাঁকুড়, ডুমুর, কাঁচকলা ও মোচা প্রভৃতির তরকারী, খৈ, পুরাতন মদ্য, যবমণ্ড, ঘোল, তাল, বৃহতীফল, কয়েতবেল, কেশুর, পানিফল, খেজুর, জাম, বেদানা, দাড়িম, আঙ্গুর, পেস্তা, পক্ককদলী ও ডাব প্রভৃতি ফল মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে সুপথ্য। এতদ্ভিন্ন হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শতমূলী প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া চিনির রসের পরিবর্ত্তে মধুর রসে ভিজাইয়া মোরব্বা করিয়া খাওয়া যায়। এই রোগে তিক্তকষায়বিশিষ্ট সমস্ত দ্রব্যই সুপথ্য। অত্যধিক ভ্রমণ ও ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম এই রোগে সুব্যবস্থা।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে শারীরিক পরিশ্রম অধিক উপযোগী। কেবল বসিয়া থাকা বা অলসভাবে কালযাপন করা অনেকস্থলে এই রোগের উৎপত্তির কারণ। সুতরাং রোগের নিদান পরিবর্জ্জন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এ-দেশের কত চিন্তাশীল সুসন্তান যে শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে মধুমেহ-রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই রোগে দুগ্ধ উপকারী নহে, তবে মাখনতোলা দুগ্ধ বা ঘোল প্রয়োগ করা যায়। পাঁঠা ও মুরগী প্রভৃতির মাংসের যুষ এই রোগে অত্যধিক উপকারী। মাংস ভোজন করিলে শর্করার পরিমাণ শীঘ্র কমিয়া যায়। মধু এই রোগে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ্য, কিন্তু পুরাতন হইলেই ভাল হয়, তদভাবে নূতনও সেবন করা যায়। ডাক্তারেরা মধুমেহরোগে মধুর-দ্রব্য বা শ্বেতসারবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রেই এমন কি, ভাত, আটা, ময়দা, সুজি পর্য্যন্ত কুপথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের মত ঠিক তদ্রূপ নহে। আয়ুর্ব্বেদমতে মধু বা পুষ্পজাতীয় শর্করা সর্ব্বদা অপকারী নহে। এই রোগের পথ্যাপথ্য ও সোমরোগের পথ্যাপথ্য একই। বিস্তারিত পথ্যাপথ্য সোমরোগে দ্রষ্টব্য।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, মৈথুন, তৈল বা তৈল দ্বারা সন্তলিত দ্রব্য, ঘৃত, গুড়, চিনি, ইক্ষু, বিরুদ্ধ ভোজন, রোহিত ও মাগুর ব্যতীত অন্যান্য মৎস্য, দূষিত জল এবং মধু, পাকাকলা, মধুর ও অম্লরস-বিশিষ্ট ফল ব্যতীত অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ গুড় ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য এবং লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য ও অভিষ্যন্দি বা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য এই রোগে কুপথ্য। সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, পরিশ্রম না করা ও দিবানিদ্রা এই রোগে বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গনোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহরোগ-চিকিৎসা

গনোরিয়া এবং মেহরোগের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য

গনোরিয়া আধুনিক ব্যাধি। চরক ও সুশ্রুত-সংহিতায় এই রোগের উল্লেখ নাই। সিফিলিসের ন্যায় ইহাও সবিষ সংক্রামক, পরন্তু পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের রোগ নহে, ইউরোপে উৎপন্ন ও তদ্দেশাগত ব্যাধি। আয়ুর্ব্বেদে বিংশতিপ্রকার মেহরোগের উল্লেখ আছে এবং তাহার নিদান ও চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গনোরিয়ার উল্লেখ নাই। চরকসুশ্রুতাদি মুনিগণের প্রাদুর্ভাবকালে ভারতবর্ষে এই রোগের অস্তিত্ব থাকিলে সম্ভবতঃ তাঁহারা গনোরিয়ার লক্ষণের উল্লেখ করিয়া একবিংশতিপ্রকার মেহরোগের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেন। কেহ-কেহ এই রোগকে পিত্তজ মেহরোগ নামে অভিহিত করেন, কিন্তু গনোরিয়া পিত্তজ মেহ নহে। কেবল পিত্তজ মেহরোগের সহিত গনোরিয়ার উপসর্গের অর্থাৎ দাহ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে মাত্র।

মিহ ধাতু—ক্ষরণে, এই অর্থে মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মযুক্ত ব্যাধিমাত্রই মেহ-রোগমধ্যে পরিগণিত; সুতরাং গনোরিয়াও মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মযুক্ত ব্যাধি। এইজন্য উহাকে মেহমধ্যে গণনা করা যায়, কিন্তু তথাপি গনোরিয়া যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাধি, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। অতিরিক্ত শুক্রাদিক্ষয় প্রভৃতি নানাকারণে মেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই রোগের উৎপত্তির কারণ কুসংসর্গ। মেহ নির্ব্বিষ, কিন্তু ইহা সবিষ ও সংক্রামক। তদ্ব্যতীত গনোরিয়া ও মেহ এই উভয় রোগের নিদান ও লক্ষণাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মেহ অপেক্ষা সিফিলিসের সহিত বরং ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, এমন কি—উভয়ই প্রায় এক-জাতীয় ব্যাধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ গনোরিয়াও সবিষ ও সংক্রামক এবং সিফিলিসও সবিষ ও সংক্রামক। সিফিলিস দূষিত সহবাসের ফলে উৎপন্ন হয়, গনোরিয়াও দূষিত সংসর্গের ফলে উৎপন্ন হয়, সিফিলিসে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হয়, গনোরিয়ায়ও জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হয়, সিফিলিসে রক্তদুষ্টি

হয়, গনোরিয়ায়ও রক্তদুষ্টি হয়, সিফিলিসে বাত হয়, গনোরিয়ায়ও বাত হয়, সিফিলিসে জ্বর, শিরোরোগ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও বাগী হয়, এবং গনোরিয়া-রোগেও হইতে পারে। সিফিলিসের বিষ যেরূপ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে পরিণামে ধাতুগত হয়, গনোরিয়া উপেক্ষিত হইলেও তাহার বিষ তদ্রূপ ধাতু-পরিব্যাপ্ত হয়। সিফিলিস পুরুষ হইতে স্ত্রীতে এবং স্ত্রী হইতে পুরুষে সংক্রামিত হয়, গনোরিয়াও স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রী-শরীরে এবং পিতা-মাতা দ্বারা সন্তানে সংক্রামিত হয়—বরং গনোরিয়ার সংক্রামকতা সিফিলিস্ অপেক্ষাও অধিক। সিফিলিসের বীজ পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের ত্বক্ বিদীর্ণ হইলে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গনোরিয়ার বীজ-সংক্রমণকালে ত্বক্ বিদীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করে না—গনোরিয়ারোগগ্রস্তা স্ত্রী-সহবাস-কালে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের মূত্র-নালীর সহিত রোগ-বীজের সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই রোগ উৎপন্ন হয়। তবে গনোরিয়া ও সিফিলিসের মধ্যে পার্থক্য এই—গনোরিয়ারোগে শিশ্নের অভ্যন্তরে মূত্রনালীতে ক্ষত হয়, গর্‌মিতে শিশ্নের মুখে বা আবরক-চর্ম্মের নীচে ঘা হয়, গর্‌মিতে যেরূপ রক্তদুষ্টিজনিত নানাপ্রকার পিড়কা, চর্ম্মরোগ বা কুষ্ঠ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহাতে তাহা হয় না। গর্‌মিতে যেস্থানে বাগী হয়, ইহাতে সেইস্থানে বাগী হয় না, বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুঁচ্‌কীতেই এই বাগী উৎপন্ন হয়। গর্‌মির বাগী সহজে পাকে না ও তাহাতে সহজে পূঁযোৎপত্তি হয় না, কিন্তু এই বাগী সহজেই পাকে ও পূঁয-পরিপূর্ণ হয়। সর্ব্বপ্রকার বাগীই বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তবে বিভিন্নতা এই—সিফিলিসের বাগী বঙ্ক্ষণ-সন্ধির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে জন্মে, অন্য বাগী কিঞ্চিৎ নিম্নে জন্মে।

মেহরোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, গনোরিয়ার উৎপত্তির কারণ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাঠকগণ মেহরোগের নিদানের সহিত গনোরিয়ার নিদানের মিল করিয়া দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। আবার অতিশয় উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য (যেমন লঙ্কাসর্ষপাদি)-ভক্ষণ, অতিরিক্ত মাদক-দ্রব্য-সেবন কিংবা রৌদ্র বা অগ্নি-সেবন প্রভৃতি কারণে পিত্তজ মেহরোগের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে পৈত্তিক মেহরোগের উপসর্গ অর্থাৎ মূত্রাশয়ে, শিশ্নে এবং কোষদ্বয়ে বিদারণবৎ বেদনা, জ্বর, মূত্রনালীর প্রদাহ, পিপাসা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে; কিন্তু উহা ঠিক গনোরিয়া নহে। ঐ রোগে গনোরিয়ার ন্যায় সপূঁয ধাতু নির্গত হয় না। যাঁহারা গনোরিয়াকে

পিত্তজ মেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা যদি পাশ্চাত্য-চিকিৎসকদিগের বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, আয়ুর্ব্বেদমতে যাহাকে পিত্তজ কহে, এবং যে কারণে উৎপন্ন হয়, অবিকল সেই সকল কারণে ও তুল্যলক্ষণযুক্ত ব্যাধির উল্লেখ করিয়া তাঁহারা লিখিয়াছেন—ঐসকল কারণে সাধারণতঃ মূত্রনালীর যে সহজ প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা গনোরিয়া বা সংক্রামক রোগ নহে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা দেশের আশা-ভরসা ও শিক্ষার স্থল, তাঁহারাই যদি এইরূপভাবে রোগনির্দ্ধারণ করেন এবং বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান না করিয়া গনোরিয়াকে পিত্তজ মেহ বলিয়া নির্দ্দেশ ও শিক্ষার্থীদিগকে তথাবিধ উপদেশ প্রদান করেন, তদপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে? আয়ুর্ব্বেদে মেহরোগের সাধারণ লক্ষণে উক্ত হইয়াছে—"সকল মেহরোগেই আবিলবর্ণ মূত্র নির্গত হয়। দোষ ও দূষ্যের তুল্যতাসত্ত্বেও তাহাদিগের (দোষ ও দূষ্যের) সংযোগের আধিক্য বা অল্পতানুসারে মূত্রের বর্ণাদির বিভিন্নতাবশতঃ মেহরোগেরও প্রকারভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।" গনোরিয়ায় আবিলবর্ণ মূত্র নির্গত হয় এবং গনোরিয়াও মূত্রনালীর ক্ষরণধর্ম্মশীল ব্যাধি, সুতরাং তাহাকে মেহরোগমধ্যেই সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে; কিন্তু পিত্তজ মেহ বলা যায় না। কারণ পিত্তজ মেহরোগে সপূঁয বা হরিদ্রাবর্ণ ধাতু নির্গত হয় বা মূত্রনালীতে ক্ষত হয়, শাস্ত্রে কুত্রাপি একথার উল্লেখ নাই—কেবল ২।৪টি উপসর্গের সহিত তুল্যতা দৃষ্ট হয় মাত্র। ইদানীং সিফিলিস্ ও গনোরিয়া বিরল রোগ নহে। ঐ রোগসম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন—কু-সঙ্গমই উভয় রোগের মুখ্য বা প্রধান কারণ। প্রথমতঃ কুসঙ্গম হইতেই রোগের উৎপত্তি হয়, পশ্চাৎ সংক্রামকতাবশতঃ একদেশ হইতেই দেশান্তরে বিষবীজ প্রবেশ করে, পরন্তু এইরূপে গৌণ বা অপ্রধান কারণেও ঐ উভয় রোগই উৎপন্ন হইতে পারে। মেহরোগও সংক্রামক, বিষাক্ত নহে। মেহরোগের সংক্রামকতা দ্বারা সন্তানসন্ততিমাত্র আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সহবাসের ফলে স্ত্রীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গনোরিয়া দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই সমভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে, এমনকি ঐ অবস্থায় জাত-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই হরিদ্রাবর্ণ সপূঁয ধাতু নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। এতাবৎকাল চিকিৎসা দ্বারা যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাই এস্থলে

যথাযথ লিপিবদ্ধ হইল। এক্ষণে পাশ্চাত্য-চিকিৎসকগণের বহুগবেষণার ফলস্বরূপ গনোরিয়ার নিদান ও লক্ষণাদি যেসকল তত্ত্ব এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

গনোরিয়ার নিদান ও লক্ষণ—ইহা জননেন্দ্রিয়ের সংক্রামক রোগ। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে এই রোগ ইউরোপে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। সিফিলিস্ অপেক্ষা এই রোগ অধিক সংক্রামক। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন—গনোরিয়ার বীজে গনোকোকাই-নামক একপ্রকার জীবাণু থাকে, তাহার প্রভাবেই এই রোগ উৎপন্ন ও অন্যদেহে সংক্রামিত হয়। ঐ জীবাণু নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত গনোরিয়া শরীরে অবস্থান করে। গনোরিয়ার তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় বাহ্য লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলেও ঐ জীবাণু গুপ্তভাবে শরীরে অবস্থিতি করে। ব্যাধিগ্রস্ত জননেন্দ্রিয়ের সহিত সুস্থ জননেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই রোগবীজ সুস্থ জননেন্দ্রিয়ে সংক্রামিত হয়, সিফিলিসের ন্যায় ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যে রোগবীজ-প্রবেশের অপেক্ষা করে না। পুরুষের মূত্রনালী, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়, মলদ্বার ও অক্ষিঝিল্লীসমূহ গনোরিয়ার বিষ সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই সংক্রামিত হইয়া থাকে। কেহ-কেহ বলেন, ঐ বিষে অন্যান্য শ্লৈষ্মিকঝিল্লীও সংক্রামিত হইতে পারে। এই বিষ একবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে চিকিৎসা দ্বারা তাহার বাহ্য লক্ষণগুলি অদৃশ্য হয়, কিন্তু রোগবীজ একেবারে বিনষ্ট না হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থান করে এবং অতিশয় রতিক্রিয়া, মাদক-দ্রব্য-সেবন ও উষ্ণদ্রব্য (লঙ্কাসর্ষপাদি)-ভক্ষণাদি পিত্তবর্দ্ধক অথচ উত্তেজক কারণের প্রভাবে রোগ বর্দ্ধিত হইয়া বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ করে। সিফিলিসের ন্যায় ইহারও তরুণাবস্থায় যথারীতি চিকিৎসা দ্বারা রোগের বীজ নষ্ট না করিলে অবিলম্বে ধাতুগত হয়, পরন্তু ঐ অবস্থায় রোগের মূলোচ্ছেদ করা অতীব কষ্টকর হইয়া থাকে। তখন রোগীর নিয়ত নানাপ্রকার যন্ত্রণা, অস্বাস্থ্য, বিষণ্ণতা, উদ্যমরাহিত্য এবং আলস্য প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। ইহা স্ত্রী হইতে পুরুষে, পুরুষ হইতে স্ত্রীতে ও স্ত্রী-পুরুষের দ্বারা সন্তানসন্ততিতে সংক্রামিত হয়। স্ত্রীলোকের হইলে তাহারা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করে না, তাহার ফলে আজীবন জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ অনুভব করে। ঐ অবস্থায় গর্ভ হইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রোগের লক্ষণ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। স্ত্রীলোকের মূত্রনালী পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এইকারণে

রমণীগণ ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাদের মূত্রনালীর প্রবল প্রদাহ, সঙ্কোচ এবং প্রষ্টেটগ্রন্থি না থাকায় তাহার প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে না। তবে অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ মলদ্বারে ও কুঁচ্‌কীতে বেদনা, জ্বরভাব ও কুঁচ্‌কীতে প্রদাহ বা তাহার ফলে বাগীর উৎপত্তি ও মূত্রনালীর অল্প প্রদাহ হইতে পারে। গনোরিয়া যথারীতি চিকিৎসার অভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে প্রায়ই প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থান করে। অনন্তর কোন প্রকার অনিয়ম বা উত্তেজক কারণের সহায়তা পাইলেই বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ করে। এই অবস্থায় প্রস্রাবে অল্প জ্বালা, অল্প পূঁয বা হরিদ্রাবর্ণ ধাতু নির্গত হয় ও কঠিন বাতব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রথম বা প্রচ্ছন্ন অবস্থা—রোগের বীজ-সংক্রমণের পর এক-দিন-একরাত্রি বা দুইদিন-দুইরাত্রির মধ্যে সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আবার কখনও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। চারিদিন হইতে সাত-দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের লক্ষণ যাবৎ প্রকাশিত না হয়, তাবৎ ঐ অবস্থাকে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্তাবস্থা বলা যায়।

দ্বিতীয় বা প্রাদাহিক অবস্থা—রোগ প্রকাশ পাইলে মূত্রনালীর মুখ সুড়্‌সুড়্‌ করে, সর্ব্বদা চুল্‌কাইতে ইচ্ছা এবং ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয়, কিন্তু যথোচিত পরিমাণে বা যথারীতি প্রস্রাব হয় না, সরুধারে অতিশয় কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত অল্পমূত্র ও শ্লেষ্মা বা দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ নির্গত হয়। মূত্রনালীর ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ স্ফীত ও রক্তবর্ণ হয়, পরন্তু মূত্রনালী টিপিলে দুগ্ধবৎ তরল স্রাব অল্প নির্গত হইয়া থাকে। অনন্তর রোগ যখন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তখন অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত প্রচুর পরিমাণে সপূঁয ধাতু নির্গত হয়। মূত্রাশয়ে, অণ্ডকোষে ও কোমরে বেদনা এবং ভারবোধ হইয়া থাকে। এই অবস্থার ব্যাপ্তিকাল সাধারণতঃ ১০।১৫ দিন; তবে কোন-কোনস্থলে রোগের প্রাবল্য বা রোগীর প্রকৃতিভেদে ঐ অবস্থা ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়।

তৃতীয় বা অনতিপ্রবল প্রাদাহিক অবস্থা—অতঃপর রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। প্রবল প্রদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি উপসর্গগুলি হ্রাস পায়। প্রস্রাবের সময় অল্প জ্বালা অনুভূত হয় ও হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়া থাকে।

পুরাতন অবস্থা—এইরূপে কিছুকাল গত হইলে যখন উহা ধাতুগত পীড়ায় পরিণত হয়, তখন রোগের মূলোচ্ছেদ করা কঠিন হয়। সময়-সময় দুগ্ধ বা শ্লেষ্মার ন্যায় ধাতু নির্গত হয়। বেশী জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না।

গনোরিয়ারোগে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সচরাচর যেসকল উপসর্গ দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। লিঙ্গনালের প্রদাহবশতঃ লিঙ্গনাল শোথযুক্ত, রক্তবর্ণ ও জ্বালাবিশিষ্ট হয়। লিঙ্গহর্ষ, অণ্ডকোষ-প্রদাহ ও অত্যধিক শোথবশতঃ কোষের বিবৃদ্ধি ও আরক্তিম-ভাব, মূত্রনালীর সঙ্কোচবশতঃ মূত্রাঘাত, মূত্রাশয়ের প্রদাহ, লিঙ্গের চর্ম্ম দ্বারা লিঙ্গনালের মুদ্রিতাবস্থা (মুদো), পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, শোণিত-বিষীকরণ গনোরিয়ার পূঁযময় পদার্থ রসগ্রন্থি দ্বারা শোষিত হইলে বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থির প্রদাহ ও তাহা হইতে বাগীর উৎপত্তি ইত্যাদি উপসর্গ সচরাচর দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বিরল, সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মূত্রনালীর ক্ষত ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমনপূর্ব্বক বস্তি বা মূত্রাশয়ে ক্ষত উৎপন্ন হওয়া ও তাহা হইতে অত্যধিক পূঁযরক্তাদি স্রাব ও মূত্রের অবরোধবশতঃ স্ফোটকের উৎপত্তি হওয়া এবং তাহা বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে রক্তপূঁযাদি-সংযুক্ত মূত্রস্রাব, পুংজননেন্দ্রিয় অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত অত্যধিক কঠিন ও ধনুর ন্যায় বক্র হওয়া এবং ঐ অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ের শিরা ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ বিরল।

গনোরিয়া বা বিষাক্ত মেহরোগ-চিকিৎসা-বিধি

অনেকে কোনপ্রকারে গনোরিয়ার দ্বিতীয়াবস্থায় জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হইলেই রোগ আরোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসা না করিলে কিছুদিন পরে তুলার আঁশের ন্যায়, সূতার ন্যায় কিংবা পেঁপের আঠার ন্যায় ধাতু নির্গত হইতে থাকে; পরন্তু রোগীর দুর্ব্বলতা, বাত, শিরোরোগ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও শুক্রতারল্য প্রভৃতি কঠিন রোগ দেখা দেয়।

প্রথমাবস্থা—বিষাক্ত মেহরোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ঐ অবস্থায় কোন উগ্র বা স্রাববন্ধ-কারক ঔষধ সহসা প্রয়োগ করা উচিত নহে, করিলে হঠাৎ স্রাব বন্ধ হইয়া

রোগীর রোগযন্ত্রণা দ্বিগুণিত হইতে পারে। মূত্রনালীর মুখ সুড়সুড় করা, কণ্ডূয়ন (চুলকাইতে ইচ্ছা), মূত্রনালী হইতে দুগ্ধের ন্যায় ফোঁটা-ফোঁটা শুক্র-নিঃসরণ, প্রস্রাবে সামান্য জ্বালা, মূত্রনালীর ওষ্ঠদ্বারের স্ফীতি ও আরক্তিম-ভাব এবং মূত্রনালী টিপিলে দুগ্ধবৎ-পদার্থ-ক্ষরণ—এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হইবামাত্র মধুকাদিকাথে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সকালে, চন্দনাদিচূর্ণ হরিদ্রার রসসহ মধ্যাহ্নে এবং প্রমেহচিন্তামণি হিমসাগরের পাতার রসসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র এই নিয়মে চিকিৎসা করিয়া শত-শত রোগীকে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। উক্ত ঔষধ তিনটি যেমন সহজলভ্য, তেমনি অত্যধিক উপকারী। প্রমেহচিন্তামণি যেমন পিত্ত-জনিত উপসর্গ-নাশক, তেমনি স্বর্ণলৌহাদিঘটিত বলিয়া বিষ নষ্ট করে এবং শোণিত ও মূত্রাশয় সংশোধন করে, মূত্রের আবিলতা ও পিচ্ছিলতা নষ্ট করে। এই রোগে তুঁতে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, উহা জীবাণুনাশক। গনোরিয়ায় যে জীবাণু থাকে, বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। কারণ তুঁতে-প্রয়োগে গনোকোকাই-নামক গনোরিয়ার জীবাণু অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। পরন্তু প্রথমাবস্থায় উহা প্রয়োগ করিলে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা বা ক্ষত হইলেও তাহা বর্দ্ধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সংবাদপত্রাদির পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, নানাপ্রকার জীবাণু নষ্ট করিতে তুঁতিয়ার কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা। সেই হিসাবে তুঁতেচূর্ণের সংযোগ আমাদের কল্পিত—বলা বাহুল্য পরীক্ষা দ্বারা উহার অদ্ভুত শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বলেন, গনোরিয়ার ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে নাই, তাঁহাদের বাক্য নিতান্তই অসার—প্রলাপমাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় ঔষধ-ভাণ্ডারের মধ্যে কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধরত্নের শ্রেষ্ঠতম ভাণ্ডার, ঔষধবিজ্ঞানে অভিজ্ঞমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। তবে যেসকল রোগ আধুনিক, তাহার লক্ষণদৃষ্টে কোনও-কোনও ঔষধের কিঞ্চিৎ সংযোগ-বিয়োগ করিতে হয় মাত্র। নচেৎ শারীরবিদ্যা-সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির আকৃতি, প্রকৃতি ও ক্রিয়া-বিষয়ে আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের যেরূপ প্রত্যক্ষ বা দার্শনিক জ্ঞানের অভাব, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যদ্যপি হীনগুণ বা অল্পগুণ-বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার নাম-পর্য্যন্ত এতদিনে বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও প্রথমাবস্থায়ই

সামান্য জ্বালাযন্ত্রণা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় ঐ তিন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, তবে রাত্রিতে একমাত্রা কুশাবলেহ ত্রিফলার জলসহ প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। প্রমেহ ও বিষাক্ত মেহরোগে লিঙ্গনালের জ্বালাযন্ত্রণা, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা বিনাশ করিবার জন্য তৃণপঞ্চমূলকাথ মহোপকারী, তবে কুশাবলেহ প্রয়োগ করিলে উহা প্রয়োগ না করিলেও চলে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা—দ্বিতীয়াবস্থায় সম্যক্‌প্রকারে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ অবস্থায় তাচ্ছিল্য বা অজ্ঞানতাবশতঃ কিংবা সুচিকিৎসা বা প্রকৃত ঔষধ-প্রয়োগের অভাবে অথবা রোগের প্রাবল্যে রোগীর প্রকৃতিভেদে বা যথোচিত নিয়ম-পালন ও সুপথ্যের অভাবে রোগের তৃতীয়-অবস্থার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তখন অবিলম্বে প্রমেহচিন্তামণি, মধুকাদিকাথ, চন্দনাদিচূর্ণ ও কুশাবলেহ প্রয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়াবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে কণ্ডূয়ন (চুলকাইতে ইচ্ছা) ও সন্তাপবোধ, মূত্রনালীর মুখের স্ফীতি ও রক্তবর্ণতা, স্রাব ও প্রস্রাবকালীন জ্বালাযন্ত্রণা, মূত্রগ্রন্থিতে বেদনা ও ভারবোধ, কোমরে, অণ্ডকোষে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছাসত্ত্বেও যথোচিত প্রস্রাব না হওয়া এবং সপূঁয ধাতু নির্গত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গগুলির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এই সময়ে রোগী প্রায়শঃ স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ অথবা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের পরামর্শমত অতিরিক্ত শৈত্য-ক্রিয়া করিয়া জ্বর, বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থির বেদনা, বাগী ও বাত প্রভৃতি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। কালের অপ্রতিহত প্রভাব। তাই অনেকস্থলে রোগী হিতোপদেশ বা সুপরামর্শ গ্রাহ্য করে না, সুচিকিৎসকের উপর নির্ভর করিতে চায় না, যেস্থলে রোগ আরোগ্য হইতে দুই মাস আবশ্যক, সেস্থলে দুই মাসের কথা না বলিয়া দুইদিনে আরোগ্যের আশ্বাস প্রদান না করিলে রোগী তুষ্ট হয় না—ধৈর্য্যচ্যুতি হয়; সুতরাং প্রায় অধিকাংশস্থলেই রোগী ও চিকিৎসক উভয়েরই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসকদিগের পক্ষে ইহাপেক্ষা অত্যধিক দুঃখের কারণ আর কিছুই নাই। যেহেতু অনেক স্থলে ঔষধের ফলাফল উপলব্ধি করারও অবসর পাওয়া যায় না। তৎপূর্ব্বেই রোগী হয়ত অন্য অজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তগত হইয়া পড়ে। ইহাতে রোগীর পক্ষে যেমন রোগারোগ্যে বিলম্ব ঘটে অথবা কুচিকিৎসায়

রোগ বর্দ্ধিত বা কঠিন হইয়া পড়ে, চিকিৎসকের পক্ষেও তেমনি রোগীর অসদ্ব্যবহারের ফলে রোগারোগ্যসম্বন্ধে প্রবল উদ্যম ও বলবতী ইচ্ছার প্রভাব বিনষ্ট হয়। এস্থলে এবিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কোন রোগী এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সতর্ক হইতে পারেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল। বিশেষতঃ চিকিৎসাকার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রায় সকল চিকিৎসকই একই প্রকার অবস্থাপন্ন, এইরূপ বিবেচনার ফলে তাঁহাদের দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতীকার হইতে পারে। অতিরিক্ত শৈত্যক্রিয়া দ্বারা যে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (শৈত্যক্রিয়া শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা তৃতীয়খণ্ডে সিফিলিস্ বা ফিরঙ্গরোগে দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় শৈত্যক্রিয়া করিয়া কেহ বিপন্ন না হন, এইজন্য এত কথা বলিতে হইল। জ্বালাযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শৈত্যক্রিয়া না করিয়া বরং চিন্তামণি, বৃহৎ চিন্তামণি, চিন্তামণি-চতুর্ম্মুখ ও পঞ্চতিক্তঘৃত-গুগ্‌গুলু প্রভৃতি বায়ুপিত্তনাশক স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট ঔষধ সেবন করা প্রশস্ত। এই অবস্থায় প্রমেহচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধে জ্বালাযন্ত্রণার নিবৃত্তি না হইলে তৎসঙ্গে একবেলা কুশাবলেহ ত্রিফলার জল বা কুলথকলাইয়ের ক্বাথসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বালাযন্ত্রণা অত্যধিক এবং পুংজননেন্দ্রিয় স্ফীত ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে শীতলজলে বা তৃণপঞ্চমূল বা মধুকাদিক্বাথে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই অবস্থায় তৃণপঞ্চমূলক্বাথ পান করাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ের আবরক চর্ম্ম দ্বারা লিঙ্গনাল আচ্ছাদিত হইলে ঈষদুষ্ণজলের দ্বারা ঐ আবরক চর্ম্মের নিম্নে পিচ্‌কারী দিবে। এই প্রকার দিবসে ৩।৪ বার পিচ্‌কারী দ্বারা ধৌত করিলে বেশ উপকার হয়। লিঙ্গনাল অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত ধনুর ন্যায় বক্র হওয়ার আশঙ্কা ঐসকল ঔষধেই প্রায়শঃ তিরোহিত হয়; কিন্তু তথাপি ঐ রোগ উপস্থিত হইবে, এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে অবিলম্বে মাষবলাদিতৈল বা শিরাগত বাতরোগের অপর কোনও একটি তৈলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিবে। উপরিউক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ, পূঁয, রক্ত বা সপূঁয ধাতুস্রাব, পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, ফোঁটা-ফোঁটা বা সরুধারায় মূত্র-নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গগুলি দূরীভূত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ডাক্তারি ঔষধ হইতে সহস্রগুণে

শ্রেষ্ঠ। যে কয়েকটি ঔষধের এই রোগে ব্যবস্থা করা গেল, তাহা বহুপরীক্ষিত, সুতরাং দেড় বা দুইমাসকাল সেবন করিলে গনোরিয়া সমূলে বিনষ্ট হইবে, আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকিবে না।

কোষপ্রদাহ—ইহাতে ক্রমশঃ অণ্ডকোষ ফুলিতে থাকে ও ৪।৫ দিনে স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা ৩।৪ গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত এবং রক্তবর্ণ ও বেদনা-বিশিষ্ট হয়। এই অবস্থায় কেহ-কেহ অজ্ঞতাবশতঃ পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে মুখ্যতঃ দুইটি কুফলের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ ঐ অবস্থায় পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে পিচ্‌কারী-প্রক্ষিপ্ত তরল পদার্থের বেগ-প্রভাবে মূত্রনালীস্থিত জীবাণু দ্রুতগতিতে মূত্রাশয়ে (বস্তিদেশে) বিক্ষিপ্ত হয় ও তাহার ফলে সমগ্র ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ কোষ অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং রোগের দ্বিতীয় বা প্রাদাহিক অবস্থায় বিশেষতঃ কোষবৃদ্ধি থাকিলে পিচ্‌-কারী-প্রয়োগ কদাপি সঙ্গত নহে, তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। পিচ্‌কারী-প্রয়োগের ফলে গনোকোকাই-জীবাণু বিনষ্ট ও তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক এবং জ্বালাযন্ত্রণার আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু ঐসকল অবস্থায় মধুকাদিক্কাথ ও চন্দনাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিলেই পিচ্‌কারী-প্রয়োগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে কোষবৃদ্ধি না থাকিলে সত্বর আরোগ্যলাভের জন্য পিচ্‌কারী-প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে-যে কারণে দ্বিতীয়াবস্থা তৃতীয়াবস্থায় পরিণত হয়, সেই-সেই কারণেই তৃতীয় হইতে পুরাতন অবস্থার পরিণতি ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়-অবস্থায় দ্বিতীয়াবস্থার প্রবল প্রকোপ অর্থাৎ জ্বালাযন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রশমিত হয়। এইসময়ে প্রস্রাবকালে সামান্য জ্বালাযন্ত্রণা অনুভূত ও হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়া থাকে। কোন-কোনস্থলে ঔষধাদির যথারীতি প্রয়োগের অভাবে এই অবস্থায়ও অধিক জ্বালাযন্ত্রণা হইয়া থাকে; সুতরাং পিচ্‌কারী-প্রয়োগ দ্বারা আশাতীত ফললাভ করা যায়। এই পিচ্‌কারীর ঔষধ অতি সাধারণ উপকরণে প্রস্তুত, অথচ অসাধারণ ফলপ্রদ। কলিকাতার অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাবৎ ক্ষত বিদ্যমান থাকে বা পূঁয নির্গত হয়, তাবৎ পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং যে পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের ধাতুনির্গমন বন্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াবস্থার

ঔষধ প্রযোজ্য, তবে প্রয়োজন হইলে ফিরঙ্গরোগোক্ত কোনও একটি মশলার জল বা পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন করিবার ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনার্থ প্রমেহমিহির তৈলের ব্যবস্থা করা যায়।

গনোরিয়া পুরাতন হইলে প্রথমতঃ দুগ্ধ বা শ্লেষ্মার ন্যায় শুক্রস্রাব হয়; কিন্তু রোগ অতি পুরাতন হইলে শুক্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ সময়-সময় মূত্র বা পেঁপের আঠার ন্যায় শুক্রস্রাব হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শুক্রমেহরোগে অবস্থিত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। তবে গনোরিয়ার বীজ নষ্ট বা রক্তের দোষ-সংশোধনের জন্য কিংবা স্বাস্থ্য ও বললাভের নিমিত্ত মশলার জল বা পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অন্য কোন ঔষধেরই প্রয়োজন হয় না। যাবৎ মেহরোগে মূত্র আবিলতা ও পিচ্ছিলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও কটুরসভাবাপন্ন না হয়, তাবৎ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ বীজদোষ কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকিলে তাহাই শরীরে অবস্থানপূর্ব্বক পরিণামে মধুমেহে পরিণত হইয়া অসাধ্য হইতে পারে; ইহা স্মরণ রাখা উচিত। সিফিলিস্ ও গনোরিয়ায় যে জীবাণু অবস্থিতি করে, তাহার প্রভাবে শুক্রধাতুস্থিত জীবাণু বিনষ্ট বা নিস্তেজ হয়। সুতরাং সেই শুক্র দ্বারা গর্ভ হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ স্রাব হইয়া থাকে।

গনোরিয়া বা সংক্রামক বিষাক্ত মেহরোগে ঔষধ

মধুকাদিক্বাথ—বিষাক্তমেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ পান করিতে দিবে। ডাক্তারিমতে গনোরিয়ায় চন্দনের তৈল ব্যবহৃত হয়, মধুকাদিক্বাথও চন্দন-সংযুক্ত; সুতরাং স্যাণ্ডেল অয়েলের কার্য্য উহা দ্বারাই চলিতে পারে। যাবৎ জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় বা মেহরোগীর মূত্র আবিলতা ও পিচ্ছিলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও কটুরসবিশিষ্ট হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ-আরোগ্যের উহাই প্রধান লক্ষণ।

মধুকাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূলক্বাথ—বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় লিঙ্গনালে অত্যন্ত প্রদাহ এবং রোগীর মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও মূত্রাঘাতের লক্ষণ উপস্থিত

হইলে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ-জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিলে লিঙ্গনালের দাহ শীঘ্র প্রশমিত হয়। প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ইহা মহোপকারী।

তৃণপঞ্চমূলক্বাথ। কুশমূল, কাশমূল, নলের মূল, উলুখড়মূল ও খাগড়ামূল; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

প্রমেহচিন্তামণি—ইহা সর্ব্বপ্রকার মেহরোগে বিশেষতঃ পৈত্তিক মেহরোগে জ্বালাযন্ত্রণা প্রভৃতি প্রশমিত করিতে অসাধারণ শক্তিশালী। বহুমূত্র, সোমরোগ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাতরোগেও মহোপকারী, পরন্তু বল ও পুষ্টিকর। বিষাক্ত মেহরোগের যে-কোন অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ, বিশেষতঃ লিঙ্গনালে জ্বালা-যন্ত্রণা ও বস্তিপ্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হিমসাগর বা পাথরকুচির পাতার রস ও মধু, জ্বরভাব থাকিলে আতপতণ্ডুলের জল বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

প্রমেহচিন্তামণি। রসসিন্দূর, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, লৌহ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ; ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী—২ রতি।

কুশাবলেহ—বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন যে-কোন অবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ বিশেষতঃ মূত্রত্যাগে জ্বালা-যন্ত্রণা, মূত্রের অল্পতা, সরুধারায় মূত্রনির্গমন ও মূত্রের আবিলতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে রাত্রে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—বিষাক্ত মেহরোগের যে-কোন অবস্থায় যে-কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইলে বিশেষতঃ জ্বালা, যন্ত্রণা, রক্তস্রাব, সপূঁয বা পূঁযশূন্য-ধাতুনির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা মধ্যাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে গনোরিয়া দ্বারা শোণিত-বিষীকরণের সম্ভাবনা থাকে না ও ক্ষত শুষ্ক হয়। জ্বরভাবসত্ত্বে

সেবন করাইলে জ্বর বিনষ্ট এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রমেহমিহিরতৈল—বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়-অবস্থায় বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) অত্যধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে এবং জ্বরভাব না থাকিলে মূত্রাশয়ের প্রদাহ-নিবারণার্থ রোগীর তলপেটে এবং পুরাতন অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে।

প্রমেহমিহিরতৈল। প্রস্তুতবিধি ৯১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাষবলাদিতৈল—বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় সহসা অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত লিঙ্গনাল কঠিন ও বক্র হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে এই তৈলে বা অন্তরায়াম ও বহিরায়াম অর্থাৎ শিরাগত বাতরোগের যে-কোন তৈলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিবে। এই অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ ও মারাত্মক, অর্থাৎ ঐ লক্ষণের আধিক্যে লিঙ্গনালের শিরা ছিন্ন হইয়া বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা, সুতরাং ঐ লক্ষণ লক্ষিত হইবামাত্র তৈলসিক্ত ন্যাকড়া প্রয়োগ করিবে।

মাষবলাদিতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বস্তিযোগ—বিষাক্ত মেহরোগের তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থায় কোষবৃদ্ধি না থাকিলে এই ঔষধের সহিত তুঁতিয়াভস্ম মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গে বস্তিপ্রয়োগ করিবে। যে পরিমাণে তুঁতিয়াভস্ম জলে মিশ্রিত করিলে জল ঈষৎ সবুজবর্ণ হয়, সেই পরিমাণ মিশ্রিত করিবে। গনোরিয়ার বীজ বিনাশ করিয়া ক্ষত ও তজ্জনিত পূঁযরক্তাদির স্রাব সদ্য প্রশমন করিতে ইহার অসীম ক্ষমতা। বেশী মিশ্রিত করা সঙ্গত নহে। অধিক পূঁয ও রক্ত-স্রাব থাকিলে এবং কোষবৃদ্ধি না থাকিলে দ্বিতীয়াবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায় ও তৎক্ষণাৎ প্রাণান্তকর যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। ঔষধ এরূপভাবে পিচ্‌-কারীতে পূর্ণ করিবে, যেন পিচ্‌কারীর মধ্যস্থল মোটেই খালি না থাকে; খালি থাকিলে তন্মধ্যস্থ বায়ু লিঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে। পিচ্‌কারী পূর্ণ করিয়া হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ঠেলিলে যখন ২।৪ ফোঁটা বহির্গত হইবে, তখন পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে।

ষন্তিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৯১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দনাদিচূর্ণ—বিষাক্ত মেহরোগে লিঙ্গে অত্যধিক জ্বালাযন্ত্রণা ও ক্ষত থাকিলে এবং তজ্জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র ও লিঙ্গহর্ষ প্রভৃতি যে-কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায় ও আশানুরূপ উপকার হয়। বিশেষতঃ জীবাণু নষ্ট করিতে ইহা মধুকাদিক্বাথের ন্যায় শক্তিশালী। ইহা প্রয়োগ করিলে আর মধুকাদিক্বাথ প্রয়োগ না করিলেও চলে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

চন্দনাদিচূর্ণ। রক্তচন্দন, শিমূলফুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মুথা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলকী, সোনামুখী, বংশলোচন, বামনহাটী, দেবদারু, হরীতকী ও শোধিত তুঁতিয়াভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও সর্ব্বসমান লৌহভস্ম একত্র করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা বা ৵০ দুই আনা।

সোমরোগ-চিকিৎসা

অধিক মৈথুন, শোক, অত্যন্ত পরিশ্রম, আভিচারিকদোষ অথবা বিষপ্রয়োগ, কিংবা মেহ, বিষাক্তমেহ ও শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি কারণে স্ত্রী ও পুরুষের সর্ব্বশরীরস্থ জলীয় পদার্থ আলোড়িত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয় এবং মূত্রমার্গ দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়, ঐ মূত্র পরিষ্কার, নির্ম্মল, শীতল, শুভ্র ও গন্ধবিহীন। মূত্র-নির্গমনকালে কোনপ্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, কিন্তু অত্যধিক মূত্রস্রাবহেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গমনাগমনে অক্ষমতা, মস্তকদৌর্ব্বল্য বা ঘূর্ণন এবং মুখ ও তালুর শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। সোমগুণবিশিষ্ট শরীরস্থ জলীয় ধাতুর ক্ষয়বশতঃ ইহাকে সোমরোগ কহে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় শর্করা নির্গত হয় না, কিন্তু রোগ পুরাতন বা বর্দ্ধিত হইলে সশর্কর বহুমূত্রে পরিণত হইতে পারে; তখন দেহের কৃশতা, হস্তপদে দাহ, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, কণ্ঠ ও তালুর শুষ্কতা, দেহের পাণ্ডুতা, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং মূত্রে শর্করানির্গমন, মূত্রের পীতাভা ও মূত্রে মক্ষিকাদির

উপবেশন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ রোগের নিতান্ত বৰ্দ্ধিত বা পুরাতন অবস্থায়ও মধুজাতীয় শর্করা নির্গত হইতে দেখা যায় না।

মুত্রাতিসারের লক্ষণ—সোমরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অত্যধিক মূত্র নির্গত হয়, এই অবস্থার নাম মূত্রাতিসার। ইহা বহুমূত্রের চরম অবস্থা।

ডাক্তারিমতে ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাসের নিদান ও লক্ষণ—অধিক মানসিক চিন্তা ও মস্তিষ্কে আঘাত-লাগা প্রভৃতি কারণে মূত্রগ্রন্থির অত্যধিক বিকৃতিবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। ডায়াবিটিস্ মেলিটাসেও যেমন অত্যন্ত পিপাসা হয়, এই রোগেও তদ্রূপ অত্যধিক পিপাসা হয় ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত রোগে জলপান করিলে কিঞ্চিৎকাল পরে পিপাসার নিবৃত্তি হয়, আর এই রোগে জলপান করিবার পরই রোগী পিপাসার অভিভূত হয়—পরন্তু ঐ জল অবিকৃত অবস্থায়ই মূত্রমার্গ দ্বারা নিঃসৃত হইয়া যায়। রোগের শেষাবস্থা ব্যতীত কণ্ঠ, তালু ও মুখশোষ এবং ক্ষুধামান্দ্য, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, চর্ম্মের রুক্ষতা উপস্থিত হয় না। মূত্রযন্ত্র বৃহদাকার হয়। সশর্কর বহুমূত্র শর্করাশূন্য বহুমূত্রে ও শর্করাশূন্য বহুমূত্র সশর্কর বহুমূত্রে পরিণত হইতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ মূত্র নির্গত হয়, সোমরোগে বা মূত্রাতিসারে তদপেক্ষা চারিগুণ পর্য্যন্ত প্রস্রাব হইতে পারে। সশর্কর বহুমূত্রে ২৪ ঘণ্টায় দুই ছটাক (১০ তোলা) হইতে অৰ্দ্ধসের পর্য্যন্ত শর্করা নির্গত হইতে দেখা যায়। গাত্রোত্তাপ সাধারণতঃ ৯৬ হইতে ৯৮ পর্য্যন্ত।

সোমরোগ-চিকিৎসা-বিধি

ইংরেজীতে যাহাকে ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস্ কহে, আয়ুর্ব্বেদে তাহাই সোমরোগ-নামে অভিহিত।

সোমরোগ বহুমূত্রেরই নামান্তর। ইহা শর্করা-বিহীন বহুমূত্র। প্রথমাবস্থায় ইহাতে শর্করা লক্ষিত না হইলেও শেষ অবস্থায় যখন ইহা মূত্রাতিসারে পরিণত হয়, তখন মধুমেহের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং প্রবল পিপাসা, মুহুর্মুহুঃ জলপানের ইচ্ছা ও অত্যধিক বলক্ষয় প্রভৃতি হইয়া থাকে। মেহরোগের সহিত ইহার বিভিন্নতা এই—মেহরোগে প্রথম হইতেই শুক্রক্ষরণ ও নানাবর্ণের মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু এই রোগের প্রথমাবস্থায় তাহা

হয় না ; কেবল শরীরস্থ সোমগুণযুক্ত জলীয়পদার্থ বহুল পরিমাণে নির্গত হয়। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে বেশী মূত্র নির্গত হয় বলিয়া ইহা বহুমূত্র-নামে অভিহিত। ঐ মূত্র আবিলতাবিহীন, স্বচ্ছ ও গন্ধরহিত। এই রোগ প্রায়শঃ স্থূলকায় বা মেদপ্রধান ব্যক্তিদিগেরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অত্যধিক জলীয় পদার্থের নির্গমনহেতু কোষ্ঠকাঠিন্স ও পিপাসা হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগের প্রবল বা শেষ অবস্থা ব্যতীত প্রস্রাবে মক্ষিকার উপবেশন দৃষ্ট হয় না। রোগের প্রথমাবস্থায় যাহাতে ক্রমশঃ মূত্রের পরিমাণের আধিক্য হ্রাস পায়, তদ্রূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে, হঠাৎ মূত্রবন্ধের ঔষধ বা আফিম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। নানাপ্রকার যোগ প্রথমে প্রয়োগ করিবে। কদলীযোগ, খর্জ্জূরযোগ, শতমূলীযোগ বা শর্করাযোগ একবেলা এবং তারকেশ্বর বা তালকেশ্বররস একবেলা সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্স এই রোগের একটি প্রধান উপসর্গ, যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তাহার বিহিত করা অত্যাবশ্যক। এইজন্য চন্দ্রপ্রভাবটিকা বা মেহমুদ্গররস একবেলা প্রয়োগ করা উচিত। এইসকল ঔষধেই প্রথমাবস্থার প্রবল প্রকোপ হ্রাস পায়। অনন্তর রোগ নির্ম্মূল হওয়ার জন্য সোমনাথরস বা সোমেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। দাস্ত-পরিষ্কারের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। মূত্রাতিসার বা মধুমেহের লক্ষণ ও পিড়কা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে হেমনাথ-রস, বৃহৎ সোমনাথরস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস বা বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি যথোচিত অনুপানে সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিবে। মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে যেমন ঐসকল ঔষধ উপকারী, তেমনি কদল্যাদিঘৃত মহোপকারী। ইহা দ্বারা যেমন মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়, তেমনি মধুজাতীয় শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের বলপুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। মেহ বা মধুমেহ-রোগে এই ঘৃত প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। সোমরোগে আফিম-সংযুক্ত ঔষধ মহোপকারী, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, আফিম-প্রয়োগে যেন কোষ্ঠকাঠিন্স উপস্থিত না হয়। কাল পূর্ণচন্দ্ররস বা হেমনাথরস আফিমসংযুক্ত। কেহ-কেহ এই রোগে আফিম সেবন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু আফিম শোষণগুণবিশিষ্ট বলিয়া উহা দ্বারা মূত্রের পরিমাণ সহসা হ্রাস পাইলেও রোগ নির্ম্মূল হয় না, বরং আফিম অভ্যস্ত হইলে অন্য কোন ঔষধেই ক্রিয়া করে না। সুতরাং আফিম সেবনের পরিবর্ত্তে আফিমসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহার

করাই প্রশস্ত, মেহরোগোক্ত অন্যান্য ঔষধও বিবেচনাপূর্ব্বক এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সোমরোগে বা মূত্রাতিসারে ঔষধ

কদলীযোগ—সোমরোগের লক্ষণ বা শুভ্রবর্ণ ও গন্ধবিহীন মূত্র বহুল পরিমাণে নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে দিবে।

কদলীযোগ। পাকা মর্ত্তমান বা চাঁপা কলা ১টা, মধু অর্দ্ধতোলা, ইক্ষুচিনি অর্দ্ধতোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ১ পোয়া একত্র চট্‌কাইয়া সেবন করিতে দিবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ডযোগ—সোমরোগে বহুল পরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ডযোগ। ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলীর রস প্রত্যেকে ১ তোলা ও পাকা কলা ১টা একত্র করিয়া একপোয়া দুগ্ধের সহিত চট্‌কাইয়া সেবন করিতে দিবে।

খর্জ্জূরযোগ—সোমরোগে বা মূত্রাতিসারে অপরিমিত মূত্র নির্গত হইলে যাবৎ মূত্রের পরিমাণ হ্রাস না পায়, তাবৎ এই যোগ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

খর্জ্জূরযোগ। কচি তাল ও খেজুরগাছের মাথী চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকটি ।০ চারি আনা লইয়া এক পোয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

শর্করাযোগ—সোমরোগে অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে ও জ্বালাযন্ত্রণা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে।

শর্করাযোগ। ইক্ষুচিনি ॥০ অর্দ্ধতোলা, মধু ॥০ অর্দ্ধতোলা, মাষকলাই চূর্ণ ।০ আনা, যষ্টিমধু-চূর্ণ ।০ আনা ও ভূমিকুষ্মাণ্ড-চূর্ণ ।০ আনা ; এই সমস্ত একপোয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

তারকেশ্বররস—সোমরোগে বহুল পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ ও সেই মূত্রের বর্ণ আবিলতাবিহীন এবং শুভ্র হইলে, পরন্তু রোগীর পিপাসার আধিক্য থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু।

তারকেশ্বররস। রসসিন্দুর, অভ্র ও বিশুদ্ধ গন্ধক সমভাগে লইয়া মধুর সহিত একদিন মর্দ্দনপূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা।

তালকেশ্বররস—বহুমূত্ররোগে রোগীর মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে এবং জ্বালাযন্ত্রণাদি থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু বা যজ্ঞডুমুরচূর্ণ।

তালকেশ্বররস। শোধিত হরিতাল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা।

চন্দ্রপ্রভাবটিকা—বহুমূত্ররোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তারকেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধে উপকার না হইলে কিংবা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মেহরোগেরও শান্তি হয়।

চন্দ্রপ্রভাবটিকা। প্রস্তুতবিধি ৪৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মেহমুদ্গররস—বহুমূত্রের লক্ষণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে একবেলা সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রমেহ-বিনাশক।

মেহমুদ্গররস। প্রস্তুতবিধি ৪৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোমনাথরস—বহুমূত্ররোগে অত্যধিক মূত্রনির্গমন, পিপাসা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ ও মধু।

সোমনাথরস। লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জামের বীচি, বেণারমূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকনাদি, আমলকী, দাড়িমের খোসা, সোহাগার খৈ, রক্তচন্দন, গুগ্‌গুলু, লোধ, শাল, অর্জ্জুনছাল ও রসাঞ্জন; প্রত্যেকে ১ এক তোলা। ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন। বটী—৬ রতি।

সোমেশ্বররস—বহুমূত্রে মূত্রের আধিক্য, দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পিপাসা ও অঙ্গের শিথিলতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও মূত্রাঘাত এবং নানাপ্রকার পিড়কা বিনষ্ট হয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

সোমেশ্বররস। শাল, অর্জ্জুন, লোধ, কদম্ব, অগুরু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িমের খোসা, গোক্ষুর, জামের বীচি, বেণার মূল ও গুগ্‌গুলু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও পারদ, গন্ধক, ধনে, মুথা, এলাইচ,

তেজপত্র, অভ্র, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগার খৈ ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন। বটী—৬ রতি।

বৃহৎ সোমনাথরস—সোমরোগের প্রথম অবস্থায় ঐ সকল ঔষধে উপকার না হইলে কিংবা রোগ সশর্করে বহুমূত্রে বা মধুমেহে পরিণত হইলে রোগীর রোগ-বিনাশ এবং বল ও পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সোমনাথরস। প্রস্তুতবিধি ৪৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস—সোমরোগে মূত্রের আধিক্য, দুর্ব্বলতা, পিপাসা কিংবা সোমরোগ মূত্রাতিসারে বা মধুমেহে পরিণত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঐসকল অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য, তরল দাস্ত বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে এই ঔষধে তাহারও উপকার হইয়া থাকে। ইহা বল ও পুষ্টিকর। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু বা পানের রস ও মধু।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৩৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস—সোমরোগে ঘন-ঘন বা অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে কিংবা ঐ রোগ মূত্রাতিসারে বা মধুমেহে পরিণত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রের পরিমাণ, তৃষ্ণা, বলক্ষয় প্রভৃতি হ্রাস করিতে ও শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে অসামান্য ফলপ্রদ। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু বা ঝিঙ্গাপোড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্তকুসুমাকররস—বহুমূত্রের প্রবল আক্রমণ, নানাবিধ মেহ ও মধুমেহ, শর্করা-নির্গমন, তৃষ্ণা, দাহ, তালুশোষ, মুখশোষ, জ্বর, ক্ষয় ও মূত্রাতিসার প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিতে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে নাই বলিলেই চলে। অনুপান—মধু।

বসন্তকুসুমাকররস। প্রস্তুতবিধি ২৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কদল্যাদিঘৃত—সোমরোগে বা ঐ রোগ মূত্রাতিসারে অথবা মধুমেহে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইলে এই ঘৃত রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম দুধ।

কদল্যাদিঘৃত। ঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, এলাচি, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, কয়েতবেল, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপলমূল, পানিফলের মূল, বটছাল, যজ্ঞডুমুরের রস, অশ্বত্থছাল, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, বড় জাম, ক্ষুদ্রজাম, কুল, মৌল, গাব, অর্জ্জুন, চোরপত্র, কট্‌ফী, কদম্ব, পলাশ, যষ্টিমধু, আমড়া, কোষাম্র, তেজপাতা, লোধ, শাবর-লোধ, ভেলা ও নন্দীবৃক্ষ ; ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ২ তোলা। কাথদ্রব্য—কদলীপুষ্প ১২॥ সাড়ে বার সের, কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

সোমরোগে ও মূত্রাতিসারে আফিমযুক্ত ঔষধ

হেমনাথরস—সোমরোগে বা মূত্রাতিসারে অত্যধিক মূত্রনির্গমন এবং তজ্জন্য রোগীর তৃষ্ণা, দাহ, বলক্ষয়, মুখশোষ ও তালুশোষ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং অন্যান্য ঔষধ-প্রয়োগে তাদৃশ উপকার না হইলে সত্বর রোগ ও তদুপসর্গ-প্রশমনের জন্য এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ইহা আফিম মিশ্রিত বলিয়া শীঘ্র প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস করে, কিন্তু এই ঔষধে কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, তজ্জন্য আবশ্যক হইলে বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু।

হেমনাথরস। প্রস্তুতবিধি ৯১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাল পূর্ণচন্দ্ররস—সোমরোগে বা মূত্রাতিসারে অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগে তাদৃশ উপকার না হইলে কিংবা অত্যধিক প্রস্রাবহেতু রোগী দুর্ব্বল-কৃশ ও গমনাগমনে অক্ষম হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা শীঘ্র প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পায় ও উপসর্গসকল প্রশমিত হয়। ইহা-দ্বারা তাদৃশ উপকার না হইলে হেমনাথরস প্রয়োগ করিবে। স্বর্গীয় গঙ্গা-প্রসাদ কবিরাজ মহাশয় এই যোগ প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে দাস্ত বন্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অন্য বেলা চন্দ্রপ্রভাবটিকা বা অন্য বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অনুপান—যজ্ঞডুমুরচূর্ণ ও মধু।

কাল পূর্ণচন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোমরোগের প্রথমাবস্থায় দুর্ব্বলতা, গমনাগমনে অক্ষমতা, মস্তকের শিথিলতা, মুখশোষ, তালুশোষ ও পিপাসা প্রভৃতি এবং বহুমূত্ররোগ প্রবৃদ্ধ বা পুরাতন হইলে কৃশতা, ঘর্ম্ম, কাস, অরুচি, পিড়কা এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও

তালুশোষ, অত্যধিক তৃষ্ণা ও বলক্ষয় এবং মধুমেহের উপসর্গ প্রকাশ পায়। ঐ অবস্থায় মেহরোগের উপসর্গের ন্যায় ঐসকল উপসর্গের চিকিৎসা করিবে। অনাবশ্যকবোধে এস্থলে পৃথক্ উপসর্গ-চিকিৎসা লিখিত হইল না। সোম-রোগের প্রবৃদ্ধাবস্থার নাম মূত্রাতিসার, সুতরাং চিকিৎসার বিভিন্নতা নাই।

সোমরোগে পথ্যাপথ্য

বহুমূত্ররোগে মধ্যাহ্নে রুই, মাগুর, খলিসা, শিঙ্গি বা কইমাছের ঝোল, মুগ, ছোলা, মসুর, অড়হর বা কুলথকলাইয়ের ডাল, পটোল, ডুমুর, কাঁচ-কলা, মোচা, কষায়রসবিশিষ্ট বা তিক্তরসযুক্ত দ্রব্যের তরকারী ও পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। রাত্রিতে সহ্যমত রুটী বা লুচি, মাংসের ঝোল বা উক্ত তরকারীর ব্যঞ্জন কিংবা ডাল পথ্য দিবে। রোগ অতিশয় প্রবল হইলে অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া দুইবেলা রুটী বা লুচি পথ্য দিবে। মাংসের যূষ ও লুচি পথ্য দিলে মূত্র ও শর্করার পরিমাণ অতি শীঘ্র কমিয়া যায়। মৎস্য এই রোগে সুপথ্য নহে, তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে উক্ত মৎস্যের ঝোল অল্প দিবে। মৎস্য সাধারণতঃ শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং মৎস্যভোজনে মূত্রের পরিমাণ ও পিপাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু রোহিত ও মাগুরমাছ শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক নহে। শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্যমাত্রেই মূত্রবর্দ্ধক এবং পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যমাত্রেই তৃষ্ণাবর্দ্ধক; সুতরাং এতদুভয়গুণবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই এই রোগে কুপথ্য। পিপাসা বা দাহশান্তির নিমিত্ত কমলালেবু, আনারস, আঙ্গুর, কিস্-মিস্, ডালিম ও বেদানা প্রভৃতি সুপক্ক ফল অল্প ব্যবস্থা করা যায়। অত্যন্ত অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য রোগীর মুখপ্রিয় হইলেও তাহার ব্যবস্থা করিবে না, কারণ অম্লরস পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং পিপাসা বৃদ্ধি পায়, আবার মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য অত্যন্ত শ্লেষ্মবর্দ্ধক বলিয়া তদ্দ্বারা মূত্রের ও শর্করার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তবে যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা মধু ও কলার ব্যবস্থা করেন, তাহার অন্য কারণ আছে; মধু মিষ্টদ্রব্য হইলেও কফবর্দ্ধক নহে, বিশেষতঃ পুরাতন হইলে পিত্তবৃদ্ধি বা তজ্জন্য দাহ বা তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় না। মধুমেহে মধুজাতীয় শর্করা অনবরত বহির্গত হইতে থাকিলে তজ্জন্য শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মধু দ্বারা সেই ক্ষয়িত মধুজাতীয় শর্করার অভাব পূরণ হয় এবং তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হইতে পারে; আর পাকাকলা মধুররস বলিয়া অল্পশ্লেষ্মবর্দ্ধক

হইলেও উহা অত্যন্ত পিপাসা-নাশক, বিশেষতঃ মর্ত্তমান ও চাঁপাকলা সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ ও সমধিক গুণবিশিষ্ট। বহুমূত্র বা মধুমেহরোগে পাকাকলা ও মধু পথ্য দিয়া সর্ব্বত্র সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দুগ্ধ মাখনতোলা হইলেই ভাল হয়। তরকারী ঘৃতপক্ক করিয়া প্রয়োগ করিবে। মেহ, মধুমেহ, সোমরোগ বা মূত্রাতিসারে একই প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করা যায়। এই রোগে কি কি অপথ্য, তাহা মেহরোগে দ্রষ্টব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ-চিকিৎসা

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঁচ্কী, বস্তি ও লিঙ্গনালে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং বার-বার অল্প-অল্প করিয়া প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ ও বেদনার সহিত পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তি ও শিশ্ন গুরু ও শোথযুক্ত হয় এবং পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। এই রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য।

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—মূত্রবাহী স্রোত কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত বা আহত হইলে অতিশয় কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাকে শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। ইহার লক্ষণ বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায়।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—মলের বেগধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে উদরাধ্মান, বাতজনিত বেদনা ও মূত্ররোগ হইয়া থাকে।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা দূষিত শুক্র মূত্রপথে ধাবিত হইলে রোগী বস্তি ও শিশ্নের বেদনায়

অভিভূত হইয়া কষ্টের সহিত শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে। এই রোগ শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত।

অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ—অগ্রে অশ্মরী (পাথরী) রোগ উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র (মূত্রকষ্ট) উপস্থিত হয়, তাহাকে অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র কহে।

সুশ্রুতে শর্করাজনিত আর এক প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং মূত্রকৃচ্ছ্র সর্ব্বসমেত নয় প্রকার; কিন্তু অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই; উভয় রোগেই মূত্রনালী অবরুদ্ধ হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। এইজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রকৃতপক্ষে নয় প্রকার না বলিয়া আট প্রকার বলাই সঙ্গত।

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রভেদ—অশ্মরী যখন পিত্ত দ্বারা পক্ব, বায়ু দ্বারা শোষিত (শুষ্ক) ও শ্লেষ্মার সংস্রববিহীন হইয়া চিনির ন্যায় আকারে মূত্রনালী হইতে নির্গত হয়, তখন উহাকে শর্করা কহে। অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রস্রাবকালে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা হয়।

অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের উপদ্রব—এই রোগে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা, কম্প, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা এবং প্রস্রাবকালে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। মূত্রের সহিত শর্করা নির্গত হইলে মূত্রপথ পরিষ্কার হয় বলিয়া রোগী প্রস্রাবান্তে কিছুকাল সুস্থ থাকে, কিন্তু আবার যেমন শর্করা মূত্রমার্গ রোধ করে, তেমনি রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় অভিভূত হয়, পরন্তু মূত্র সহজে নির্গত হয় না। অশ্মরী ও শর্করার বিস্তৃত লক্ষণ অশ্মরীরোগে দ্রষ্টব্য। অশ্মরী ও শর্করাজনিত উপদ্রবের এবং লক্ষণের কোন পার্থক্য নাই, উভয়ের লক্ষণ ও উপদ্রব একই প্রকার।

মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা-বিধি

নানাকারণে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতরোগ উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও রুক্ষদ্রব্য-সেবন, অতিশয় মৈথুন, অধিক মদ্যপান, হস্তী বা ঘোটকাদি যানে দ্রুতবেগে গমন, জলপ্লাবিত দেশজাত প্রাণীর মাংসভক্ষণ, উপর্য্যুপরি ভোজন এবং অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রত্যেকে স্বতন্ত্ররূপে বা দোষত্রয় এককালীন প্রকুপিত

হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রের বেগধারণাদি কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া মূত্রাঘাতরোগ উৎপাদন করে। মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার ও মূত্রাঘাত ত্রয়োদশ প্রকার। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত উভয়রোগেই সাধারণতঃ দোষত্রয় প্রকুপিত হয় সন্দেহ নাই। তথাপি উভয় রোগেই বায়ুর প্রবলতা থাকে এবং প্রধানতঃ বস্তিগত বায়ুই প্রকুপিত হয়, পরন্তু বস্তিগত-বায়ু-নাশক ঔষধ প্রয়োগেই উভয়রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত এই উভয়রোগের পার্থক্য এই যে, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত অল্পে-অল্পে মূত্র নির্গত হয়; কিন্তু বিবদ্ধতা কম এবং মূত্রাঘাতরোগে মূত্রনিঃসরণ-কালে যন্ত্রণা কম; কিন্তু বিবদ্ধতা অধিক। উভয়রোগের লক্ষণের মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য থাকিলেও চিকিৎসা-বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই। মূত্রকৃচ্ছ্রের ঔষধ-প্রয়োগে মূত্রাঘাত ও মূত্রাঘাতের ঔষধ-প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্র আট প্রকার— বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজনিত। তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিবিধ ও সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র যে-যে কারণে জন্মে, শল্যজ, পুরীষজ, শুক্রজ, অশ্মরীজ, এই চতুর্ব্বিধ মূত্রকৃচ্ছ্রের কারণ তাহা হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র। শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র কণ্টকাদি দ্বারা মূত্ররন্ধ্র ক্ষত বা আহত হইলে উৎপন্ন হয়। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায়। মলের বেগ ধারণ করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়। এই রোগে রোগীর উদরাধ্মান, বাতজনিত বেদনা ও মলমূত্ররোধ হইয়া থাকে। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রথমতঃ পক্বাশয়-গত বায়ু প্রকুপিত হয়, অনন্তর পক্বাশয়গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র শুক্রজ বাতরোগমধ্যে গণ্য, কারণ বায়ু শুক্রকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই প্রকার উদাবর্ত্তরোগের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। বায়ুরোধজনিত উদাবর্ত্তের সহিত বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের, মলরোধজনিত উদা-বর্ত্তের সহিত পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের, মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের সহিত বাত-বস্তি নামক মূত্রাঘাতের এবং শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের সহিত শুক্রজ মূত্র-কৃচ্ছ্রের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের ন্যায় মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতরোগও বায়ুবিকারব্যতীত আর কিছুই নহে।

পরন্তু পক্বাশয় এবং বস্তিগতরোগের চিকিৎসা এবং ঔষধ দ্বারা যেমন উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের উপকার হয়, তেমনি ঐসকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতের উপকার হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উদাবর্ত্ত, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত—এইসকল রোগ যদি বায়ুবিকারই হয়, তবে উহাদিগকে বাতব্যাধির অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পৃথক্ অধিকারভুক্ত করা হইল কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই—উহারা বায়ুবিকার হইলেও দোষ, দূষ্য ও আশয়ভেদে বিশিষ্টরূপে চিকিৎসার জন্য উহাদিগকে স্বতন্ত্র অধিকার-ভুক্ত করা হইয়াছে। যখন এইসকল রোগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়, তখন বাতরোগের ঔষধ ব্যতীত অন্য ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয়। আবার অশ্মরী বা শর্করা হইতে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহা বায়ুবিকার হইলেও নূতন অবস্থায় ঔষধ-প্রয়োগে আরোগ্য হয়, পুরাতন হইলে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কেহ-কেহ অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রকে পৃথক্ নামে অভিহিত করিয়া নয়প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা না করি-লেও ক্ষতি নাই, কারণ শর্করা, অশ্মরীরোগেরই প্রকারভেদমাত্র; পরন্তু উভয়েরই উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই—সামান্য প্রভেদমাত্র। অশ্মরী যখন পিত্ত দ্বারা পক্ব, বায়ুদ্বারা শুষ্ক ও শ্লেষ্মার সংস্রব-বিহীন হইয়া চিনির ন্যায় খণ্ডীকৃত হয়, তখন উহাকে শর্করা এবং বালুকার ন্যায় হইলে তাহাকে সিকতা বলা যায়, সুতরাং অশ্মরী হইতেই শর্করা ও সিকতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু শর্করা ও সিকতার চিকিৎসাও একই প্রকার, শর্করাও যে ঔষধে আরোগ্য হয়, সিকতাও সেই ঔষধেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক মধ্যমনারায়ণতৈল, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যম-বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি অথবা উশীরাদ্যতৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দন করিবার এবং গোক্ষুরাদ্যঘৃত, বরুণাদ্যঘৃত কিংবা বাতনাশক বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত পান করিবার ব্যবস্থা করিবে। তৎসঙ্গে বায়ুনাশক তৈল দ্বারা মলদ্বারে পিচ্‌কারী, উদরে গরম জলের সেঁক ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পুনঃপুনঃ মূত্র বন্ধ হইলে জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে ও দুগ্ধসহ বলাদ্যচূর্ণ বা পথ্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। রোগীর একেবারে মূত্র বন্ধ হইলে যবক্ষারচূর্ণ (সোরা) ২ রতি মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন

করিতে দিবে এবং শশার বীজ, কুমড়ার বীজ, কাঁকুড়বীজ অথবা গোক্ষুর ও কাঁকুড়বীজ কিংবা আমলকী বা কেবলমাত্র সোরা পেষণ করিয়া উদরে মূত্রাশয়ের উপরে প্রলেপ দিবে। বিম্বিকাদ্য প্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ দিলেও অনেকস্থলে বিশেষ উপকার হয়। প্রথমতঃ উদরে তৈলমর্দ্দন, উষ্ণজলের সেঁক ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; অনন্তর তাহাতে রোগের প্রতিকার না হইলে পিচ্‌কারী দিবে। বায়ুনাশক ঐসকল তৈলের অভাবে তিলতৈলেরও ব্যবস্থা করা যায়। অমৃতাদিকাথ একবেলা ও চিন্তামণিরস বা চতুর্মুখরস অন্যবেলা আতপ-চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জলসহ প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে পিত্তনাশক প্রমেহমিহির বা উশীরাদ্যতৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন, বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত নানাবিধ প্রলেপ-প্রয়োগ, স্নান ও ঘোল প্রভৃতি শীতলদ্রব্য-পানের ব্যবস্থা করিবে। তৎসঙ্গে তৃণপঞ্চমূলকাথ (৯৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ও চিন্তামণিরস, চতুর্মুখরস বা প্রমেহচিন্তামণি (৯৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) প্রয়োগ করিবে।

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক ও পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় শৈত্যক্রিয়া বা তৈলাদিমর্দ্দনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে, তবে বাতিক ও পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত প্রলেপের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অধিক শৈত্যক্রিয়া দ্বারা রোগীর জ্বর হইবার সম্ভাবনা, জ্বর হইলে রোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে; সুতরাং এই অবস্থায় উদরে ঐসকল প্রলেপ, উষ্ণ গোমূত্র বোতলে পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান, ২ রতি এলাচিচূর্ণ গোমূত্র বা কদলীমূলের রসসহ সেবন অথবা ২ রতি প্রবালচূর্ণ আতপচাউলের জলসহ ও গোক্ষুরাদিকাথ প্রভৃতি সেবন করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে চিন্তামণিরস বা চতুর্মুখরসের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু একটু সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত এবং ক্রমান্বয়ে বেশীদিন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ শৈত্যগুণবশতঃ উদরে ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত রোগের প্রবল আক্রমণ রহিত না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক চিকিৎসা করিবে। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগোক্ত তৈলাদি সর্ব্বাঙ্গে বা উদরে মর্দ্দন, স্বেদ বা নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ

করা যায়। চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস ও বৃহত্যাদিক্কাথ প্রভৃতি এই রোগে অতি উপকারী।

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে সর্ব্বাগ্রে শল্য বাহির করিবে, পশ্চাৎ বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত তৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন, বস্তিপ্রয়োগ, উদরে গরমজলের স্বেদ ও নানা-প্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। মূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইলে তৃণপঞ্চমূল-ক্কাথ বা তৃণপঞ্চমূলক্ষীর প্রয়োগ করিবে।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পক্কাশয়গতবায়ু প্রথমতঃ প্রকুপিত হয়, তদনন্তর বস্তিকে আশ্রয় করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়, সুতরাং এই রোগে পক্কাশয়গত বাতের চিকিৎসা করিবে। এই রোগে উদরাধ্মান, উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, বেদনা, বায়ুর রুদ্ধতা, অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত অল্প-অল্প মূত্রনিঃসরণ ও মলমূত্রের রুদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। মূত্ররোধ হইলে বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ, চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস; মলরোধ হইলে নারাচচূর্ণ, হিঙ্গ্বাদ্যা-বর্ত্তি বা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে আধ্মানও নিবৃত্তি হয়, কিংবা বায়ুনাশক তৈল অথবা তারপিনতৈল উদরে মালিশ করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ যাবৎ আধ্মান হ্রাস না পায় ও দাস্ত না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা যায়। এই অবস্থায় গোক্ষুরের ক্কাথে যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে কিংবা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রয়োগেও ফললাভ হয়। সাধারণতঃ জলবায়ুর দোষ, রুক্ষ বা তীক্ষ্ণদ্রব্যাদি-ভোজন এই রোগের কারণ। অতএব যাহাতে কারণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে। এইসকল ক্রিয়া দ্বারা যদি আধ্মান হ্রাস না পায় অথবা মলমূত্র নির্গত না হয়, তবে বাতব্যাধিরোগোক্ত বারিস্বেদ, নিরূহবস্তি ও অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে।

শুক্রজ-মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রমেহমিহিরতৈল বা উশীরাদ্যতৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে এবং প্রমেহচিন্তামণি, চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস সেবন করিতে দিবে ও বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি শুক্রবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করা-ইবে। মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিলে অসীম উপকার হয়। রোগী শিশ্ন ও বস্তিবেদনায় অস্থির হইলে ঐসকল তৈল উদরে মর্দ্দন ও বলাদ্যচূর্ণ বা পথ্যাদিচূর্ণ দুগ্ধসহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। জ্বরসত্ত্বে ঘৃত প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক তৈল উদরে মর্দ্দন, উষ্ণজলের স্বেদপ্রয়োগ ও চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস বা প্রমেহচিন্তামণি এবং পাষাণভেদাদ্য-

ক্বাথ প্রয়োগ করিবে কিংবা তৃণপঞ্চমূলক্ষীর (২৭৮ পৃষ্ঠোক্ত) বা তৃণপঞ্চমূল-ক্বাথ ও কুশাবলেহ সেবন করাইবে। এই ক্বাথ ও অবলেহ প্রয়োগ করিয়া শর্করা ও অশ্মরী (পাথরী) নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। অশ্মরী ও শর্করা-জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা বক্ষ্যমাণ অশ্মরী-চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা গেল, তদ্দ্বারাই রোগের প্রতীকার হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আছে, তাহা আটপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের যে-কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ধাত্রীক্বাথ, বৃহৎ ধাত্রীক্বাথ, তারকেশ্বররস, বরুণাদ্যলৌহ ও ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত যে-কোন অবস্থায় নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তারকেশ্বররস, বরুণাদ্যলৌহ, ত্রিকণ্ট-কাদ্যঘৃত; এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ সমূলে আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে ঔষধ

অমৃতাদিক্বাথ—বাতিক ও শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে কুঁচকী, মূত্রাশয় ও লিঙ্গে তীব্র বেদনা এবং পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প মূত্র নির্গত হইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিক্বাথ। গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর—পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গে ও বস্তিদেশে বেদনা ও দাহ থাকিলে, অথবা দাহ ও বেদনার সহিত পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ কিংবা রক্ত-মিশ্রিত মূত্র নির্গত হইলে বা শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্রে আঘাতাদিবশতঃ মূত্রসহ রক্ত নিঃসৃত হইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোক্ষুরাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে ভার-বোধ, শোথ এবং পিচ্ছিল মূত্র অল্প-অল্প নির্গত হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

গোক্ষুরাদিক্বাথ। গোক্ষুর ও শুঁঠ প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহত্যাদিক্বাথ—সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহত্যাদিকাথ। বৃহতী, কণ্টিকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পাষাণভেদাদ্যক্কাথ—অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পাষাণভেদাদ্যক্কাথ। পাথরকুচি, হরীতকী, দুরালভা, কুশ, কাশ, সোন্দালশাঁস ও গোক্ষুর; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ধাত্রীক্কাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ, শুক্রজ এবং অশ্মরীজ বা শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ধাত্রীকাথ। আমলকী, কিস্‌মিস্‌, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ ধাত্রীক্কাথ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি আট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের যে-কোন প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ধাত্রীকাথ। আমলকী, কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণ-ইক্ষুমূল ও হরীতকী; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ—পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান এবং মূত্ররোধ বা পুনঃপুনঃ বা অল্পপরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে এই প্রলেপ মূত্রাশয়ের উপরে লাগাইবে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রে ও মূত্রাশয়ের দোষ-শোধন এবং মূত্রসঞ্জননার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বটপত্রীপ্রলেপ—পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপবশতঃ রোগীর উদরাধ্মান ও মূত্ররোধ বা পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প মূত্র নির্গত হইলে এই প্রলেপ রোগীর বস্তির উপরে লাগাইবে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বটপত্রীপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি—পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পক্কাশয়গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তিদেশ স্ফীত ও মলরোধ হইলে এই বর্ত্তি রোগীর মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি—পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে পক্বাশয়গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তি-দেশ স্ফীত ও মলরোধ হইলে কিংবা দাস্ত-পরিষ্কার সত্ত্বেও আধ্মান থাকিলে এই বর্ত্তি রোগীর মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নারাচচূর্ণ—পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর প্রকোপবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

নারাচচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ—পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীর মলরোধ বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বলাদ্যচূর্ণ—মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীর অল্প-অল্প মূত্র পুনঃপুনঃ নির্গত হইলে এবং প্রস্রাবে জ্বালাযন্ত্রণা থাকিলে বা সহসা প্রস্রাব বন্ধ হইলে,এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও ইহা উপকারী। অনুপান—দুগ্ধ।

বলাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদিচূর্ণ—মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীর পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব, মূত্রাশয়ে ও জননেন্দ্রিয়ে বেদনা, প্রস্রাবে যন্ত্রণা ও সহসা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও উপকারী।

পথ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—পুরীষজ, শুক্রজ, বাতজ ও পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে বায়ুর অনুলোমতা ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং পিত্ত প্রশমিত, বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ের দাহ বিনষ্ট এবং সরলভাবে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও ইহা উপকারী। শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের প্রবলতা বিদ্যমান থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আতপ-চাউলের জল বা ত্রিফলার জল কিংবা পাথরকুচির রস ও মধু।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—মূত্রকৃচ্ছে্র রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বা মুহুর্মুহুঃ অল্পপরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে অথবা তজ্জন্য জ্বালাযন্ত্রণা, বস্তি বা জননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ উপস্থিত হইলে বিশেষতঃ শুক্রজ, পিত্তজ, বাতজ ও অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছে্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়। মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল বা পাথরকুচির পাতার রস ও মধু।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস—মূত্রকৃচ্ছে্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে কিংবা স্থায়ী ফললাভ অথবা দুর্ব্বল ও কৃশ শরীরের বল ও পুষ্টিবিধানার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, অভিঘাতজ, শুক্রজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছে্র, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগে কিংবা মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছে্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধে মহোপকার সাধিত হয়। অনুপান—ত্রিফলার জল বা আমলা-ভিজান জল ও মধু।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তারকেশ্বররস—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প মূত্র নির্গত ও তৎসঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে জ্বালা-যন্ত্রণা, মূত্রসহ রক্তস্রাব ও অন্যান্য উপসর্গ শীঘ্রই প্রশমিত হয়। ইহা মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও উপকারী। অনুপান—যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ ও মধু।

তারকেশ্বররস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুর ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া সাচিকুমড়ার জলে, তৃণপঞ্চমূলের কাথে (কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ-ইক্ষু) এবং গোক্ষুরের কাথে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

বরুণাদ্যলৌহ—ইহা একটি সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগের যে-কোনও অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় ও সদ্য ফল পাওয়া যায়। মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছে্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহার প্রয়োগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ উভয়ই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা বল ও পুষ্টিকর এবং

ঐসকল রোগে জ্বর থাকিলে সেই অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায় এবং উপকারও হয়। অনুপান—আমলাভিজান জল।

বরুণাদ্যলৌহ। বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা ও অভ্র ২ তোলা; এইসকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

কুশাবলেহ—ইহা একটি সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে সদ্যফলপ্রদ। বাতিক, পৈত্তিক, শল্যজ, অশ্মরীজ বা শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইলে ইহার প্রয়োগে অসীম উপকার হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা সদ্য প্রশমিত হইয়া থাকে। মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রয়োগ করা যায়। এতদ্ব্যতীত মেহ বিনষ্ট করিবার শক্তিও ইহার অসাধারণ। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত—মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—গোক্ষুর /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এরণ্ডমূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। তৃণপঞ্চমূল অর্থাৎ কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ-ইক্ষু; ইহাদের সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, চালকুমড়ার রস /৪ সের ও ইক্ষুর রস /৪ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া তন্মধ্যে /২ সের ইক্ষুগুড় বা ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা।

উশীরাদ্যতৈল—বাতিক, পৈত্তিক, শল্যজ, শুক্রজ, শর্করাজ ও অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে, অল্প-অল্প মূত্র-নির্গমন, বস্তি বা জননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ, গাত্র-দাহ, বস্তিদেশের স্ফীতি ও মলরোধ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে ও শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কেবল উদরে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে, বায়ু বা পিত্তের আধিক্য থাকিলে গাত্রে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায়। এতদ্ভিন্ন, মূত্রাঘাত, অশ্মরী এবং মেহরোগেও ইহা দৃষ্টফলপ্রদ।

উশীরাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—বেণার মূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, শতমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলের ছাল, গোক্ষুর, শুল্ফা, শ্বেতবেড়েলা, মৌরী ও মহাশতাবরী (অভাবে শতমূলী), ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। কাথদ্রব্য—পত্র, ফল ও মূলের সহিত গোক্ষুর ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেণার মূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘোল /৪ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

বস্তিযোগ—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে মূত্রনির্গমনকালে বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ে অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা, বিশেষতঃ ক্ষত থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ক্ষত না থাকিলে কেবল দধির মাত বা ত্রিফলার জল দ্বারা পিচ্‌কারী দিবে।

বস্তিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৯১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। উহাদের বিস্তারিত চিকিৎসা বক্ষ্যমাণ অশ্মরীরোগে দ্রষ্টব্য। মূত্রকৃচ্ছ্রে অধিক শৈত্যক্রিয়াবশতঃ জ্বর হইলে শৈত্যক্রিয়া বন্ধ করিয়া পুরাতন বা জীর্ণজ্বরোক্ত জয়মঙ্গলরস প্রভৃতি স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট জ্বরনাশক অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে পথ্যাপথ্য

মূত্রকৃচ্ছ্রের প্রথমাবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া দুগ্ধ-সাগু অথবা দুগ্ধ, সাগু ও কিস্‌মিস্ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে কিংবা খৈর মণ্ড দুগ্ধসহ আহার করিতে দিবে। ইহাতে বায়ু অনুলোমগ ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত সুপক্ক কমলালেবু, আনারস, আতা, পেঁপে, ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, খেজুর, তালশাঁস, ডাবের জল ও কোমল নারিকেল প্রভৃতি উপকারী। রোগের বর্দ্ধিত বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে পুরাতন রক্তশালীতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক তরকারী, মুগের ডাল প্রভৃতি পথ্য দিবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে মদ্যপান, পরিশ্রম, পথ-পর্য্যটন, হস্ত্যশ্বাদিযানে আরোহণ, মৎস্য, লবণ, আদা, হিং, তৈল, মাষকলাই, তৈলে ভাজা দ্রব্য, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বিদাহী এবং রুক্ষ ও অম্লদ্রব্য পরিত্যাজ্য।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা

বাতকুণ্ডলিকার লক্ষণ—শরীরের রুক্ষতা কিংবা মলমূত্রের বেগধারণবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ে বেদনা উৎপাদন ও মূত্রনালী আচ্ছাদিত করে এবং বায়ু দ্বারা মূত্রাশয়ের মূত্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে, সুতরাং মূত্র সরলরূপে বহির্গত হইতে না পারিয়া অল্প-অল্প করিয়া নির্গত হয়। ইহাকে বাতকুণ্ডলিকা মূত্রাঘাত কহে। ১।

অষ্ঠীলার লক্ষণ—প্রকুপিত বায়ু দ্বারা মূত্রাশয় ও মলদ্বার অবরুদ্ধ হইলে আধ্মান উপস্থিত হয় এবং মলমূত্র নির্গত হইতে পারে না; পরন্তু ঐ অবস্থায় বাতাষ্ঠীলার ন্যায় সঞ্চরণশীল, উন্নত ও তীব্রবেদনাযুক্ত অষ্ঠীলা উৎপন্ন হয়। ইহাকে অষ্ঠীলা-নামক মূত্রাঘাত কহে। ২।

বাতবস্তির লক্ষণ—মূত্রের বেগধারণবশতঃ বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের মুখ রুদ্ধ করিলে মূত্ররোধ হয় এবং ঐ অবস্থায় মূত্রাশয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা হইয়া থাকে। ইহাকে বাতবস্তি-নামক মূত্রাঘাত কহে। এই রোগ কষ্টসাধ্য। ৩।

মূত্রাতীত মূত্রাঘাতের লক্ষণ—বহুক্ষণ মূত্রের বেগ ধারণ করিলে শীঘ্র মূত্র নির্গত হয় না, অথবা নির্গত হইলেও অল্পে-অল্পে নির্গত হয়, ইহাকে মূত্রাতীত মূত্রাঘাত কহে। ৪।

মূত্রজঠর মূত্রাঘাতের লক্ষণ—মূত্রের বেগ ধারণ করিলে উদাবর্ত্তরোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বায়ু অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া উদর পরিপূর্ণ ও নাভির অধোভাগে তীব্রবেদনাযুক্ত আধ্মান উৎপাদন এবং মূত্রাশয়ের অধোদেশের পথ রুদ্ধ করে। ইহাকে মূত্রজঠর-নামক মূত্রাঘাত কহে। ৫।

মূত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ—কুপিত বায়ু দ্বারা মূত্রাশয়ে, শিশ্নে বা

শিশ্নের অগ্রভাগে মূত্র রুদ্ধ হয় এবং অতিশয় কুন্থনে বারংবার বেদনার সহিত অল্প-অল্প রক্তসংযুক্ত মূত্র নির্গত হয় বা মূত্রত্যাগকালে বেদনা হয়। তাহাকে মূত্রোৎসঙ্গ মূত্রাঘাত কহে। ৬।

মূত্রক্ষয়ের লক্ষণ—যে রোগে রুক্ষ ও ক্লান্তব্যক্তির মূত্রাশয়স্থিত কুপিত বায়ু ও পিত্ত মূত্রাশয়ে দাহ, বেদনা ও মূত্রক্ষয় (মূত্রের অল্পতা) জন্মায়, তাহাকে মূত্রক্ষয় কহে। ৭।

মূত্রগ্রন্থির লক্ষণ—মূত্রাশয়ের মুখমধ্যে পাথরীর ন্যায় গোলাকার অথচ গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট সহসা উৎপন্ন হইলে তাহাকে মূত্রগ্রন্থি কহে। ৮।

অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থির প্রভেদ—অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থির প্রভেদ এই যে, ক্রমশঃ দোষ সঞ্চিত হইলে অশ্মরী উৎপন্ন হয়, কিন্তু মূত্রগ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হয় এবং কোনপ্রকার দোষ-সঞ্চয়ের অপেক্ষা করে না। বিশেষতঃ অশ্মরী পিত্তাধিক্যবশতঃ ও মূত্রগ্রন্থিরোগ রক্তাধিক্যবশতঃ উৎপন্ন হয়। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের দ্বারে অতিশয় কষ্টপ্রদ গ্রন্থি উৎপাদন করে এবং ঐ গ্রন্থি দ্বারা মূত্রাশয়ের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয়।

মূত্রশুক্রের লক্ষণ—মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গম করিলে বায়ু দ্বারা শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। তদনন্তর প্রস্রাবের অগ্রেই হউক বা পরেই হউক ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় মূত্রমার্গ দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে মূত্রশুক্র কহে। ৯।

উষ্ণবাতের লক্ষণ—ব্যায়াম, পথপর্য্যটন ও রৌদ্রসেবন প্রভৃতি কারণে প্রকুপিত বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মূত্রাশয় আশ্রয়পূর্ব্বক মূত্রাশয়, শিশ্ন ও মলদ্বারে দাহ জন্মায় এবং ঐ অবস্থায় অতিশয় কষ্টের সহিত হরিদ্রাবর্ণ বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ মূত্র অথবা কেবল রক্তই নির্গত হয়। এই রোগকে উষ্ণবাত কহে। ১০।

মূত্রসাদের লক্ষণ—প্রকুপিত বায়ু দ্বারা পিত্ত ও কফ এককালীন উভয়ই ঘনীভূত হইয়া পীত, রক্ত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ় মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হইলে তাহাকে মূত্রসাদ কহে। এতদ্ভিন্ন কেবল পিত্ত ঘনীভূত হইলে গোরোচনার ন্যায়, কফ ঘনীভূত হইলে শঙ্খচূর্ণের ন্যায় এবং সান্নিপাতিক মূত্রসাদে উক্ত সকল প্রকার বর্ণযুক্ত অল্প প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। ১১।

বিড়্বিঘাতের লক্ষণ—রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির মল বায়ু দ্বারা পক্কাশয় হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া মূত্রপথে নীত হইলে মলসংযুক্ত বা মলের গন্ধযুক্ত মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত হয়। এই রোগকে বিড়্বিঘাত-নামক মূত্রাঘাত কহে। ১২।

বস্তিকুণ্ডলের লক্ষণ—দ্রুতবেগে পথ-পর্য্যটন, পরিশ্রম, আঘাত ও পীড়ন প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগত হইয়া গর্ভের ন্যায় গোলাকারে অবস্থান করিলে রোগীর শূলবেদনা, স্পন্দন ও দাহসহ অল্প-অল্প মূত্র নিঃসৃত হয়; কিন্তু মূত্রাশয় পীড়ন করিলে (টিপিলে) ধারাবাহিক প্রস্রাব হইয়া থাকে। এই রোগকে বস্তিকুণ্ডল কহে। ইহা শস্ত্র ও বিষের ন্যায় মারাত্মক। বস্তিকুণ্ডলরোগে প্রায়ই বায়ুব প্রবলতা থাকে। এই রোগ পিত্তান্বিত হইলে দাহ, শূল ও মূত্রবিবর্ণ; শ্লেষ্মান্বিত হইলে শরীরের গুরুতা এবং শোথ হয়; পরন্তু স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও গাঢ় মূত্র কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। ১৩।

বস্তিকুণ্ডলীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ—বস্তিকুণ্ডলী-রোগে মূত্রাশয়ের মুখের ছিদ্র শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত কিংবা মূত্রাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে ঐ রোগ অসাধ্য এবং মূত্রাশয়ের মুখরন্ধ্র কফ দ্বারা আবৃত ও মূত্রাশয়ে বায়ু কুণ্ডলীভূত না হইলে সাধ্য। মূত্রাশয়ের মধ্যে বায়ু কুণ্ডলীভূত হইলে রোগীর পিপাসা, শ্বাস ও মোহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাত-চিকিৎসা-বিধি

মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাত উভয়ই বস্তি-(মূত্রাশয়-) গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয়; কিন্তু বিভিন্নতা এই যে, মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হয়, বিবদ্ধতা কম; কিন্তু মূত্রাঘাতে মূত্রনির্গমনকালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু বিবদ্ধতা অধিক। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বায়ুবিকারমাত্র। বস্তিগত বায়ু যাবৎ অনুলোম বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাবৎ যথারীতি মলমূত্রাদি নির্গত হয়, শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকে; কিন্তু নানাকারণে বায়ু প্রকুপিত হইলেই প্রতিলোম বা উর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং মলমূত্ররোধ ও নানা উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং যাহাতে বায়ু সরল অর্থাৎ অধোগামী হয় বা মলমূত্র যথারীতি নির্গত হয়, এইসকল রোগে তদ্রূপ ক্রিয়া সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বাহ্যদৃষ্টিতে সামান্য রোগ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহারা অত্যন্ত

কঠিন রোগ। উভয়ের মধ্যে আবার লক্ষণের সৌসাদৃশ্য এত অধিক যে, সহজে রোগ-নির্ণয় করাই কঠিন। মূত্রাঘাতরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় নানাপ্রকার বায়ুনাশক তৈল মর্দ্দন অথবা তৈল ও ঘৃত পান, স্বেদ ও প্রলেপ-প্রয়োগ, বিশেষতঃ মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে বস্তি অর্থাৎ পিচ্‌কারী-প্রয়োগ এবং স্নিগ্ধ-বিরেচক বা কোষ্ঠশুদ্ধিকর ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মূত্রাষ্ঠীলা—বায়ু যদি মূত্রাশয় ও মলদ্বারকে অবরুদ্ধ করে, তাহা হইলে মলমূত্র নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং আধ্মান ও সঞ্চরণশীল অথচ উন্নত ও তীব্রবেদনাযুক্ত অষ্ঠীলা উৎপন্ন হয়, এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। বাত-ব্যাধিরোগোক্ত বাতাষ্ঠীলার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা উচিত। রোগের প্রথমাবস্থায় হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করিবে। অনন্তর তাহাতে উপকার না হইলে বা রোগ কঠিন হইলে রোগীর উদরে তারপিন বা অন্যান্য বায়ুনাশক তৈল মাখাইয়া রোগীকে উষ্ণজলপূর্ণ-পাত্রে বসাইবে। তাহাতেও যদি তীব্রবেদনার লাঘব কিংবা মলমূত্র-নির্গমন না হয়, তবে বাতব্যাধিরোগোক্ত হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা গুল্মরোগোক্ত কাঙ্কায়ন-গুড়িকা রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা দাস্ত ও বায়ুর অনুলোমতার জন্য হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি, নারাচচূর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। বায়ুনাশক তৈল অথবা উশীরাদ্যতৈল বা বরুণাদ্যতৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দন করিতে দেওয়া উচিত। বায়ুনাশক তৈল বা রেড়ীর তৈল দ্বারা মলদ্বারে এবং বস্তিযোগ দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী দিবে। আধ্মান-নিবৃত্তির জন্য দারুষট্‌কপ্রলেপ বা যবপ্রলেপ ও মূত্র-প্রবর্ত্তনের জন্য বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখ-রস অথবা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ এবং রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইলে বরুণাদ্যঘৃত বা ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃতের ব্যবস্থা করিবে।

বাতবস্তি—মূত্রের বেগ ধারণ করিলে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয়ের মুখ অবরুদ্ধ করে, তজ্জন্য মূত্র নির্গত হয় না; পরন্তু মূত্রাশয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় মূত্রনিঃসারক বিবিধ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং দশমূলের ক্বাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে অথবা বরুণাদিক্বাথ, বৃহৎ বরুণাদিক্বাথ, কিংবা শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। উশীরাদ্যতৈল, শিলোদ্ভেদাদিতৈল অথবা

বায়ুনাশক কোন তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে। ঐসকল তৈল উদরে মর্দ্দন করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত বরুণাদ্যলৌহ বা তারকেশ্বররস, কিংবা চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত বা বাতব্যাধিরোগোক্ত কোন ঘৃত পান করিতে দিবে। এই রোগ অতিশয় কঠিন, সুতরাং সযত্নে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মূত্রাতীত—দীর্ঘকাল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে শীঘ্র মূত্র নির্গত হয় না, কিংবা হইলেও অতি অল্পপরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ সুখসাধ্য। অনেকস্থলে একটু শৈত্যক্রিয়া অর্থাৎ বায়ুনাশকতৈল মর্দ্দন কিংবা স্নান অথবা ডাবের জল বা বেদানা ও ডালিম প্রভৃতি ফল ভক্ষণ করিলেই রোগ প্রশমিত হয়। তাহাতে স্থায়ী উপকার না হইলে চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ-সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মূত্রজঠর—মূত্রবেগ ধারণ করিলে প্রথমতঃ মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অনন্তর অপানবায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া উদরকে স্ফীত করে এবং নাভির অধোভাগে অসহ্য তীব্রবেদনাযুক্ত আধ্মান উৎপাদন করে ও মূত্রাশয়ের নিম্নদেশে বিবন্ধ (মূত্ররোধ) জন্মায়। ইহাকে মূত্রজঠর কহে। এই রোগে বাতবস্তি ও মূত্রনিরোধজনিত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

মূত্রোৎসঙ্গ—এই রোগ মূত্রাশয়ে, শিশ্ননালে কিংবা শিশ্ন-গ্রন্থিতে মূত্র আবদ্ধ থাকে, নির্গত হয় না এবং বেগ দিলে বা কুন্থন করিলে মূত্রাশয় বা লিঙ্গনালের গাত্র ভিন্ন হইয়া বেদনার সহিত কিংবা বেদনাহীন অবস্থায় রক্তমিশ্রিত মূত্র অল্প-অল্প করিয়া নির্গত হয়। বিগুণ অর্থাৎ প্রতিলোম অথবা উর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা এই রোগ জন্মে। এই রোগে বায়ুনাশক কোন তৈল সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে। চিন্তামণি-রস, চতুর্ম্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগ করিবে এবং রক্তের বহির্গমন-নিবারণার্থ তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ প্রয়োগ করিবে।

মূত্রক্ষয়—রুক্ষ ও ক্লান্তদেহব্যক্তির মূত্রাশয়স্থিত পিত্ত ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া মূত্রের ক্ষয় বা শোষণ করে, সুতরাং বেদনা ও দাহের সহিত অল্প-অল্প মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ুনাশক চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস

বা যোগেন্দ্ররস সেবন ও উশীরাদিতৈল বা বরুণাদ্যতৈল উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর রোগ প্রশমিত হইলে ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃতের ব্যবস্থা করিবে।

মূত্রগ্রন্থি—এই রোগে মূত্রাশয়ের মুখের অভ্যন্তরভাগে গোলাকার, স্থির অথচ ক্ষুদ্র আমলকীর আকৃতিবিশিষ্ট ও অশ্মরীর ন্যায় বেদনাযুক্ত গ্রন্থি সহসা উৎপন্ন হয়। এই রোগ অল্পকালোদ্ভূত হইলে ঔষধ-প্রয়োগে আরোগ্য হয় না। বরুণাদ্যলৌহ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর, কুশাবলেহ ও চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিবার এবং বরুণাদ্যতৈল অথবা উশীরাদ্যতৈল মালিশ করিবার জন্য ব্যবস্থা করিবে। প্রলেপাদি দ্বারা এই রোগে তাদৃশ উপকার হয় না।

মূত্রশুক্র—মূত্রের বেগসত্ত্বে স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র বায়ুদ্বারা স্বস্থান হইতে ক্ষরিত ও উর্দ্ধগামী হয়, অনন্তর ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাৎ নির্গত হয়। এই রোগে কদলী-মূলের রসসহ এলাচিচূর্ণ এবং গোক্ষুরাদিক্বাথ ও ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত প্রয়োগ করিবে। বস্তিশোধনার্থ তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ অথবা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যায়।

উষ্ণবাত—অধিক পরিশ্রম, পথপর্য্যটন ও রৌদ্রসেবন দ্বারা বায়ুর সহিত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মূত্রাশয় আশ্রয় করিয়া মূত্রাশয়, শিশ্ন ও মলদ্বারে দাহ উৎপাদন করে এবং কষ্টের সহিত পুনঃপুনঃ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, ঈষৎ লোহিতবর্ণ অথবা কেবলমাত্র রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, ইহাকে উষ্ণবাত কহে। এই রোগে রক্তবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত অথবা কেবলমাত্র রক্ত নির্গত হইলে তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ সেবন করিতে দিবে। চন্দনঘষা চাউলের জলসহ খাওয়াইলে জ্বালাযন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এইসকল ঔষধ সেবন করিলে মূত্রাশয় বিশোধিত এবং দাহ প্রশমিত হয়। পরন্তু রক্তবর্ণ বা রক্তসংযুক্ত অথবা কেবল রক্তপ্রস্রাবের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণ স্বাভাবিক মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শীতলজল একটি টবে রাখিয়া তন্মধ্যে রোগীকে বসাইয়া তাহার বস্তি বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলে যথেষ্ট উপকার হয়। অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গহেতু মূত্রমার্গ দ্বারা শোণিত নির্গত হইলে অধোগত রক্তপিত্তনাশক ঔষধ অর্থাৎ ফলযোগ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ প্রভৃতি কিংবা দ্রাক্ষাকল্ক সেবন

করিতে দিবে। অনন্তর রক্ত বন্ধ হইলে শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

বাতকুণ্ডলিকা—নানাকারণে দেহ রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে কিংবা মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া এই রোগে মূত্রাশয়ে বেদনা ও মূত্রনিঃসরণে বাধা জন্মায়; সুতরাং যাহাতে শরীর ক্রমশঃ স্নিগ্ধ ও মলমূত্র যথারীতি নির্গত হয়, তজ্জন্য বায়ুনাশক চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখরস, যোগেন্দ্ররস অথবা তারকেশ্বররস, বরুণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। উদরে নানাপ্রকার তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ দেওয়া যায়। বায়ুনাশক বিষ্ণুতৈল, মধ্যম-বিষ্ণুতৈল বা উশীরাদ্যতৈল সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ বস্তিদেশে মর্দ্দন করিবার এবং বরুণাদ্যঘৃত, ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি সেবন করিবার ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু জ্বরসত্ত্বে ঘৃত বা তৈলের ব্যবস্থা করিবে না। বটপত্রী-প্রলেপ বা বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ করা যায়। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে যেসকল যোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, মূত্রাঘাতেও অবস্থাবিশেষে তাহা প্রয়োগ করা যায়। মূত্রসংজননার্থ শশাবীজ, চালকুমড়াবীজ বা কাঁকুড়বীজ কিংবা আমলা বাটিয়া কাঁজির সহিত, ত্রিফলাকল্ক সৈন্ধবলবণসহ, এলাচিচূর্ণ ডালিমের বা বেদানার রসসহ অথবা কুঙ্কুম জলে গুলিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়। নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুর শিকড়ের ক্বাথে চিনি মিশাইয়া পান করিতে দেওয়া যায় অথবা তৃণপঞ্চমূলক্ষীর, গোয়ালিয়ালতার ক্বাথ, অশোকবীজচূর্ণ শীতল জলসহ কিংবা শিবজটার মূল ঘোলের সহিত বাটিয়া খাওয়ান যায়। মূত্র একেবারে বন্ধ হইলে সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণ দূর্ব্বাঘাসের কাণ্ড দ্বারা লিঙ্গ বা যোনির মূত্রমার্গে প্রবিষ্ট করাইলে সদ্যঃ মূত্র নির্গত হয়। এই অবস্থায় আরও নানাপ্রকার ঔষধ মূত্রনির্গমনের জন্য প্রয়োগ করা যায়।

মূত্রসাদ—পিত্ত বা কফ স্বতন্ত্ররূপে কিংবা উভয়ই বায়ুদ্বারা এককালীন ঘনীভূত (গাঢ়) হইলে শ্বেত, পীত বা লোহিতবর্ণ মূত্র অল্পে-অল্পে নির্গত হয়। পিত্তপ্রধান মূত্রাঘাতে গোরোচনার বর্ণের ন্যায় অথচ দাহসহ, শ্লেষ্মপ্রধান মূত্রাঘাতে শঙ্খচূর্ণের ন্যায় এবং সান্নিপাতিক মূত্রাঘাতে উল্লিখিত সমস্ত বর্ণযুক্ত অল্প মূত্র নির্গত হয়। পিত্তপ্রধান মূত্রসাদে কুশাবলেহ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা ক্বাথ, গোক্ষুরাদ্যক্বাথ ও চিন্তামণিরস বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি সেবন করিতে

দিবে। উশীরাদ্যতৈল অথবা বায়ুনাশক কোন তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বস্তিদেশে মাখিতে দিবে। উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে ও নানাপ্রকার মূত্র-কারক যোগ সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মপ্রধান মূত্রসাদে গাম্ভারীকাথ ও গোক্ষুরাদ্যক্কাথ বা বৃহৎ বরুণাদ্যক্কাথ এবং বরুণাদ্যলৌহ, এলাচিচূর্ণ ও চিন্তামণিরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, তৎসঙ্গে উশীরাদ্যতৈল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মালিশ করিতে দিবে। এই অবস্থায় ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত অতি উপকারী। সান্নিপাতিক মূত্রসাদে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বিড়্বিঘাত—শরীর অত্যন্ত রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে পুরীষ (মল) ঊর্দ্ধগামী হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য মলের গন্ধযুক্ত বা মলমিশ্রিত মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগে পুরীষ যাহাতে স্বপথগামী হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। সাধারণতঃ মলবেগরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। উদরে তৈলাদিমর্দ্দন, বস্তিপ্রয়োগ, দাস্ত-পরিষ্কারের জন্য বাতানুলোমক বৈশ্বানরচূর্ণ বা নারাচচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করিলে এবং রেড়ীর তৈল দ্বারা বিরেচন প্রয়োগ করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। দাস্ত-পরিষ্কার ও মূত্র সরলভাবে নির্গত হইলে দেহ সবল ও স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য ঘৃতাদির ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিকুণ্ডল—দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ, অতিশয় পরিশ্রম, বস্তি বা মূত্রা-শয়ে কোনপ্রকার আঘাতপ্রাপ্তি ও মূত্রাশয়ের পীড়ন (টেপাটিপি) দ্বারা মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া গর্ভের ন্যায় স্থূলাকারে অবস্থান করে এবং রোগী বেদনা, দাহ ও কম্পের সহিত অল্প-অল্প মূত্রত্যাগ করে, কিন্তু নাভির অধোদেশ পীড়ন করিলে স্বাভাবিক মূত্রধারা নির্গত হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন রোগ। এই রোগে প্রথমতঃ বায়ুনাশক তৈল উদরে মর্দ্দনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা আস্তে আস্তে বস্তিকে স্বস্থানে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং বায়ুপ্রশমনের জন্য নানাপ্রকার বাতানুলোমক ক্রিয়া ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। চিন্তামণিরস বা যোগেন্দ্ররস এবং দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুপ্রশমনার্থ বস্তিপ্রয়োগ বা স্নিগ্ধ-বিরেচনের ব্যবস্থা করিবে। দাহ, শূল ও মূত্রের বিবর্ণতা-বিনাশের জন্য কুশাবলেহ বা বরুণাদ্যলৌহ ও বৃহৎ বরুণাদিকাথ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে শ্লেষ্মার

প্রবলতা থাকিলে দেহের গুরুতা ও শোথ হয় এবং স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ অথচ গাঢ় মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শ্লেষ্মপ্রধান মূত্রসাদোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে মূত্রাশয়ের মুখ-রন্ধ্র শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত কিংবা মূত্রাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে কুশাবলেহ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর, চিন্তামণিরস বা যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বরুণাদিকাথ ও উশীরাদ্যতৈলের ব্যবস্থা করিবে, ; কিন্তু তাহাতে উপকার না হইলে বা শ্লেষ্মা বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইয়া অশ্মরীর ন্যায় হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

মূত্রাঘাতে ঔষধ

ত্রিফলাকল্ক—মূত্রাঘাতে মূত্রের বিবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল বা আতপচাউলধোয়া জল।

ত্রিফলাকল্ক। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা একত্র বাটিয়া লইবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর—উষ্ণবাতে ও মূত্রগ্রন্থিতে পিত্তের প্রকোপ-বশতঃ লিঙ্গে বা বস্তিদেশে দাহ বর্ত্তমান থাকিলে কিংবা মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মূত্রাঘাতে মূত্রের বিবদ্ধতা-বিনাশের জন্যও ইহার ব্যবস্থা করা যায়।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোক্ষুরাদিক্বাথ—মূত্রাঘাতরোগে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে ভারবোধ এবং শোথ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গোক্ষুরাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৯৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশমূলক্বাথ—বাতবস্তি ও বস্তিকুণ্ডল-নামক মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধে কিঞ্চিৎ শিলাজতু ও চিনি বা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদিক্বাথ—বাতবস্তি, মূত্রজঠর, অষ্ঠীলা, মূত্রসাদ, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রক্ষয়-নামক মূত্রাঘাতে এবং শ্লেষ্মপ্রধান বস্তিকুণ্ডলরোগে বেদনার সহিত অল্পে-অল্পে মূত্র নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে পান করিতে দিবে।

বরুণাদিকাথ। বরুণছাল, শুঁঠ, পাথরকুচি ও গোক্ষুর; এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ৩ রতি।

বৃহৎ বরুণাদিক্বাথ—বাতবস্তি, মূত্রজঠর, অষ্ঠীলা, মূত্রসাদ, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রক্ষয় মূত্রাঘাতে এবং শ্লেষ্মপ্রধান বস্তিকুণ্ডলরোগে বেদনা ও যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হইলে উষ্ণবাতে ও মূত্রগ্রন্থিতে এবং পিত্ত-প্রধান বস্তিকুণ্ডলরোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ লিঙ্গে বা মূত্রাশয়ে দাহ থাকিলে ও মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা অন্যান্য মূত্রাঘাতে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র বা অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ বরুণাদিকাথ। বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর, তালমূলী, কুলথকলাই, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উলুখড়ের মূল ও কৃষ্ণ-ইক্ষুমূল; এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ৩ রতি এবং চিনি ।০ চারি আনা।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ—বাতকুণ্ডল, মূত্রাষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্র-জঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্‌বিঘাত ও বায়ুপ্রধান বস্তিকুণ্ডলরোগে মূত্রের বিবদ্ধতা এবং তজ্জন্য কোষ্ঠ, কটি, উরু, মলদ্বার, বস্তি ও শিশ্নে বেদনা থাকিলে এই ক্বাথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণ প্রত্যেকে ⁄৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়। ইহা বায়ুর অনুলোমক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও অশ্মরীভেদক।

শুণ্ঠ্যাদিকাথ। শুঁঠ, গণিয়ারীছাল, পাথরকুচি, সজিনাছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোন্দালফলের শাঁস; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কুশাবলেহ—মূত্রাঘাতে কষ্টের সহিত মূত্রনির্গমন, বস্তি বা লিঙ্গনালে বেদনা, মূত্রাশয়ের স্ফীতি ও দাহ, মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত বা সরক্ত মূত্রনির্গমন, অরুচি ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পাথরকুচিপাতার রস বা ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৯০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ—মূত্রাষ্ঠীলারোগে বায়ুর আধিক্যবশতঃ মলমূত্ররোধ, উদরাধ্মান এবং উন্নত, সঞ্চরণশীল ও তীব্রবেদনাযুক্ত অষ্ঠীলা উৎপন্ন হইলে রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)—অষ্ঠীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাঙ্কায়নগুড়িকা—অষ্ঠীলানামক মূত্রাঘাতে উদরাধ্মান, মলমূত্ররোধ ও বেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকর ও মূত্রকারক। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কাঙ্কায়নগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৭৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদ্যলৌহ—মূত্রাঘাতের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

বরুণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তারকেশ্বররস—মূত্রাঘাতে মূত্রাশয় ও জননেন্দ্রিয়ের দাহ, অল্পে-অল্পে সরুধারায় মূত্রনির্গমন, বিশেষতঃ মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাব বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ বা তৃণপঞ্চমূলক্ষীর সহ।

তারকেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৯৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—মূত্রাঘাতে উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রের বিবদ্ধতা, মূত্রাশয় ও জননেন্দ্রিয়ের জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি বিনাশ করিবার জন্য, বিশেষতঃ বায়ু ও পিত্তের সমতা উৎপাদন করিয়া শরীর-স্নিগ্ধকরণের জন্য এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। ইহার ২।১টি বটী প্রয়োগ করিলেই সঙ্গে-সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। অনুপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল ও মধু।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—মূত্রাঘাতের যে-যে অবস্থায় চিন্তামণিরস প্রয়োগ করা যায়, সেই-সেই অবস্থায় চতুর্ম্মুখরসও প্রযোজ্য। অনুপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস—চিন্তামণিরস বা চতুর্ম্মুখরসের প্রয়োগে ফল না হইলে কিংবা রোগ সমূলে বিনাশ করিবার জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করা অতি প্রয়োজন। অনুপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদ্যতৈল—মূত্রাঘাতে বায়ুর রুক্ষতা বিনাশ করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা। সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মালিশ করা কর্ত্তব্য। বাতজনিত বেদনা ও পিত্তজনিত বস্তি, জননেন্দ্রিয় ও গাত্রদাহে ইহার ব্যবস্থা করা যায়। এই তৈল যেমন বায়ুপিত্ত-নাশক, তেমনি মূত্রের বিবদ্ধতা-বিনাশক অথচ বলপুষ্টিকর।

উশীরাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৯৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত—মূত্রাঘাতে উদরাধ্মান বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুজনিত বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ের বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রের বিবদ্ধতা, মূত্রনির্গমনকালে যাতনা, রুক্ষতা, কুক্ষিবেদনা, পিত্তের প্রকোপ-বশতঃ মূত্রাশয়ে, জননেন্দ্রিয়ে বা গাত্রে দাহ, সরক্ত বা রক্তবর্ণ মূত্রনির্গমন, সরুধারায় মূত্র-প্রবর্ত্তন, প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় স্রাব হওয়া এবং বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাতের যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ-দুগ্ধ। ইহা শুক্রবর্দ্ধক এবং বল ও পুষ্টিকর।

ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৯৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রাঘাতে পথ্যাপথ্য

পথ্য—রোগের প্রথমাবস্থায় অন্নাহার বন্ধ করিয়া দুগ্ধসাগু ও কিস্‌মিস্ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে। দুগ্ধ ও খৈর মণ্ড এই অবস্থায় অতি উপকারী। পাতলা দাস্ত হইলে দুগ্ধ ও বার্লি পথ্য দিবে। এতদ্ব্যতীত সুপক্ক নানাবিধ ফল এই রোগে অত্যন্ত

উপকারী। ডাবের জল, ঘোল, কেশুর, পানিফল, ডালিম, বেদানা, আনারস, কমলালেবু, পাতিলেবু বা কাগজীলেবু, আম, আমলকী, আতা, পেঁপে, কিস্‌মিস্ ও আঙ্গুর প্রভৃতি সুপথ্য। রোগ প্রশমিত এবং দাস্ত ও প্রস্রাব যথারীতি হইলে মাছের ঝোল সহযোগে অন্নপথ্য দিবে। রোগ সমূলে আরোগ্য হইলে ডাল ও তরকারী আহার করা কর্ত্তব্য নহে, তবে পটোল, আলু ও সাঁচিকুমড়া প্রভৃতি আহার করিতে দেওয়া যায়।

অপথ্য—বিরুদ্ধ দ্রব্য, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, রাত্রিজাগরণ, রুক্ষ বা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও বমনকারকদ্রব্য-সেবন এই রোগে পরিত্যাজ্য।

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা

অশ্মরীরোগের সাধারণ লক্ষণ—অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইলে নাভি, সেবনী ও মূত্রাশয়ের উপরিভাগে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মূত্রদ্বার রুদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়, মূত্ররন্ধ্র হইতে অশ্মরী অপসারিত হইলে বিনা কষ্টে গোমেদের ন্যায় কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ স্বচ্ছমূত্র নির্গত হইয়া থাকে। অশ্মরীর ঘর্ষণে মূত্রনালীতে ক্ষত হইলে রক্তমিশ্রিত ঘন মূত্রের নিঃসরণ হয় এবং প্রস্রাবের সময় কুন্থনহেতু অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে।

বাতিক অশ্মরীর লক্ষণ—বাতিক অশ্মরীরোগে পীড়িত ব্যক্তি আর্ত্তনাদের সহিত দন্তে-দন্তে ঘর্ষণ করে, কম্পিত হয় এবং নাভিদেশ ও লিঙ্গ হস্তদ্বারা পীড়ন করে। প্রস্রাবের বেগ দিলে বায়ুসহ মল নির্গত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ বিন্দু-বিন্দু মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। বাতাশ্মরী শ্যামবর্ণ, রুক্ষ ও কণ্টক দ্বারা আবৃতবৎ দৃষ্ট হয়।

পৈত্তিক অশ্মরীর লক্ষণ—পৈত্তিক অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রবলতাবশতঃ মূত্রাশয়ে এরূপ দাহ উপস্থিত হয়, যেন অগ্নি দ্বারা মূত্রাশয় দগ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং অশ্মরী ভেলার বীজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অশ্মরীর লক্ষণ—পৈত্তিক অশ্মরীরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ রোগীর মূত্রাশয় শীতল ও ভারবিশিষ্ট হয় এবং তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হইয়া থাকে; পরন্তু অশ্মরী বৃহৎ, মসৃণ ও শুক্লবর্ণ বা মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্মরীর সুখসাধ্য লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ অশ্মরী প্রায়শঃ বাল্যকালেই জন্মে, পরিণতবয়স্কের কদাচিৎ হইয়া থাকে। বাল্যকালে বালকগণের মূত্রাশয় ক্ষুদ্র থাকে, এইজন্য সহজে অস্ত্র দ্বারা অশ্মরী গ্রহণ ও আহরণ করা যায়।

শুক্রাশ্মরীর সংপ্রাপ্তি—শুক্রের বেগ ধারণ করিলে শুক্রাশ্মরী জন্মে। এই রোগ বয়স্কব্যক্তিদিগেরই হয়, বালকগণের হয় না। কারণ তাহাদের স্ত্রীগমনেচ্ছা না থাকাতে শুক্রের বেগ থাকে না এবং শুক্র অবরুদ্ধ হয় না। কামবেগবশতঃ স্বস্থানচ্যুত শুক্র স্খলিত না হইয়া বায়ু দ্বারা শিশ্ন ও অণ্ডকোষদ্বয়ের মধ্যগত মূত্রাশয়ের মুখে ধৃত ও শোষিত হইলে শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ—শুক্রাশ্মরীরোগে রোগীর মূত্রাশয়ে বেদনা ও কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং অণ্ডকোষদ্বয়ে শোথ জন্মে। শুক্রাশ্মরী-রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই শুক্র স্খলিত হইতে থাকে এবং শিশ্ন ও অণ্ডকোষের মধ্যভাগ পীড়ন করিলে (টিপিলে) অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয়।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ—শর্করা ও সিকতা—পৃথক্ রোগ নহে, অশ্মরীরোগের প্রকারভেদ মাত্র। অশ্মরী বায়ু দ্বারা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া চিনির ন্যায় আকার ধারণ করিলে তাহাকে শর্করা এবং বালুকা-কণার মত হইলে তাহাকে সিকতাশ্মরী কহে। শর্করা ও সিকতারোগে বায়ুর অনুলোমতা থাকিলে মূত্রের সহিত শর্করা ও সিকতা বহির্গত হয়; কিন্তু বায়ু প্রতিলোমগামী হইলে মূত্রনালী রুদ্ধ হয় এবং মূত্ররন্ধ্রের সহিত সংলগ্ন হইয়া নানাপ্রকার উপদ্রব উৎপাদন করে। শর্করা অপেক্ষা সিকতার রেণু-সমূহ সূক্ষ্মতর।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অসাধ্য লক্ষণ—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর নাভিতে ও অণ্ডকোষদ্বয়ে শোথ এবং মূত্ররোধ হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অশ্মরীর উপদ্রব—অশ্মরীরোগে রোগীর দুর্ব্বলতা, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, হৃদয় ও কুক্ষিবেদনা, অরুচি, পাণ্ডু, উষ্ণবাত নামক মূত্রাঘাত, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, বমি, কম্প, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা এবং প্রস্রাবকালে রোগীর দুঃসহ যন্ত্রণা হয়।

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা-বিধি

যেরূপ গোপিত্তে গোরোচনার উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ নানাকারণে প্রকুপিত বায়ু শুক্রসহ মূত্রাশয়স্থিত মূত্রকে অথবা পিত্তসহ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিলে অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী জন্মে। অশ্মরী চারি প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ। শুক্রজ অশ্মরী শুক্র হইতে উৎপন্ন হয়। সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী-রোগেই ত্রিদোষের প্রভাব বর্ত্তমান; কিন্তু তৎসত্ত্বেও চতুর্ব্বিধ অশ্মরীর মধ্যে বাতাদি ত্রিবিধ অশ্মরীরোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে অশ্মরীরোগে যমের ন্যায় জীবন নষ্ট করে। অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মূত্রাশয়ের স্ফীততা, মূত্রাশয়ের নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা, প্রস্রাবে ছাগলের মূত্রের ন্যায় গন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর এবং অরুচি জন্মে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের সহিত অশ্মরীর বিভিন্নতা এই—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত সহসা উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা করিলে অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়; কিন্তু অশ্মরী ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অল্প-অল্প করিয়া বাড়ে—সুতরাং সহসা মূত্রনালী ও মূত্র অবরুদ্ধ হয় না।

সাধারণতঃ মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা মূত্রাঘাত এবং মূত্রাঘাত হইতে অশ্মরীরোগ কঠিন। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত পুরাতন হইলেও ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং আরোগ্য হয়, কিন্তু অশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অস্ত্র-প্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এইজন্য অশ্মরী এবং শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র অন্যান্য মূত্রকৃচ্ছ্র অপেক্ষা অত্যন্ত কঠিন, কারণ অশ্মরী বা শর্করা দ্বারা মূত্রমার্গ অবরুদ্ধ হইলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে যাবৎ অশ্মরী বা শর্করা স্থানচ্যুত হইয়া নির্গত না হয়, তাবৎ মূত্র সরলরূপে নির্গত হয় না।

অশ্মরীরোগের পূর্ব্ব রূপ প্রকাশ পাইলে অন্যান্য ক্বাথ, অবলেহ ও বটিকা প্রভৃতির প্রয়োগের সঙ্গে জ্বরচিকিৎসোক্ত স্বল্পপঞ্চমূলক্বাথ, দশমূলক্বাথ, দ্বাদশাঙ্গ-

কাথ, চতুর্দ্দশাঙ্গকাথ বা অষ্টাদশাঙ্গকাথ সেবন করাইবে। অনন্তর ঐ কাথের সেবনে জ্বর হ্রাস পাইলে বায়ু ও পিত্তনাশক তৈলঘৃতাদি প্রয়োগ করিবে, কারণ তৈলঘৃতাদি দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ বা বিগুণ বায়ু ও কুপিত পিত্ত প্রকৃতিস্থ না হইলে রোগ-প্রশমন বা রোগের মূলোচ্ছেদ অসম্ভব।

বাতিক অশ্মরীরোগে গোক্ষুরযোগ, শুণ্ঠ্যাদিকাথ, এলাচিকাথ বা বরুণাদিকাথ, বৃহৎ বরুণাদিকাথ এবং বরুণাদ্যচূর্ণের ব্যবস্থা করিবে। বায়ু ও পিত্তের সমতার জন্য চিন্তামণিরস বা যোগেন্দ্ররস এবং উশীরাদিতৈল বা বীরতরাদ্যতৈল এবং পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্যঘৃতের ব্যবস্থা করা যায়। তৈল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষত: উদরে মাখাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে। তৈলমর্দ্দন ও ঘৃতসেবন দ্বারা এই রোগে মহোপকার দর্শে। উক্ত তৈল দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলেও অসীম উপকার হয়।

পৈত্তিক অশ্মরীরোগে বৃহৎ বরুণাদিকাথ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর, কুশাবলেহ, বরুণাদ্যঘৃত বা কুশাদ্যঘৃত এবং চিন্তামণিরস, যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিবার ও উশীরাদিতৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে। উক্ত তৈল পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করা যায়।

শ্লৈষ্মিক অশ্মরীরোগে গোক্ষুরযোগ, শুণ্ঠ্যাদিকাথ, বরুণাদিকাথ বা বৃহৎ বরুণাদিকাথ অথবা এলাদিকাথ, বরুণাদ্যচূর্ণ, পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্যঘৃত এবং বীরতরাদ্যতৈল বা ব্রধ্নরোগোক্ত সৈন্ধবাদ্যতৈল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। উক্ত তৈল দ্বারা পিচ্‌কারী প্রয়োগ করা যায়। এই রোগে শোথরোগোক্ত পুনর্নবাষ্টককাথ, পুনর্নবাদিচূর্ণ, পুনর্নবাদিতৈল, শুণ্ঠীঘৃত ও পুনর্নবাদিঘৃত প্রয়োগ করা যায়।

শুক্রাশ্মরীরোগের চিকিৎসা শ্লৈষ্মিক অশ্মরীরোগের ন্যায় করিবে। এই রোগে গোক্ষুরযোগ, শুণ্ঠ্যাদিকাথ, বরুণাদিকাথ, এলাদিকাথ বা বৃহৎ বরুণাদিকাথ, পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্যঘৃত এবং বীরতরাদ্যতৈল বা ব্রধ্নরোগোক্ত সৈন্ধবাদ্যতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। এই রোগে শোথরোগোক্ত পুনর্নবাষ্টককাথ, পুনর্নবাদিচূর্ণ, শুণ্ঠীঘৃত, পুনর্নবাদিঘৃত ও পুনর্নবাদিতৈল প্রয়োগ করা যায়।

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তিলাদ্যকাথ, পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ, বরুণাদ্যচূর্ণ, পুনর্নবাকল্ক, বরুণাদি বা বৃহৎ বরুণাদি প্রভৃতি কাথ, উশীরাদ্য,

বীরতরাদ্য বা কুশাদ্যতৈল, কুশাবলেহ, বরুণাদ্যলৌহ, বরুণাদ্যঘৃত (মতান্তরে) এবং চিন্তামণিরস বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শোথরোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টকক্বাথ, পুনর্ণবাদিচূর্ণ, পুনর্ণবাদিতৈল, শুণ্ঠীঘৃত ও পুনর্ণবাঘৃত প্রয়োগ করিবে।

অশ্মরীরোগে মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য রক্ত নির্গত হইলে পৈত্তিক অশ্মরীরোগোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

অশ্মরীরোগে ঔষধ

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

শুণ্ঠ্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৯৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এলাদিক্বাথ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে এই ঔষধে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

এলাদিকাথ। এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসকছাল ও ভেরেণ্ডামূলের ছাল ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বরুণাদিক্বাথ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বরুণাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৯৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বরুণাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরী-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং জননেন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ৩ রতি।

বৃহৎ বরুণাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৯৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোক্ষুরযোগ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই যোগ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অশ্মরী নিপতিত হয়।

গোক্ষুরযোগ। গোক্ষুর, কুলেখাড়া, ভেরেণ্ডার মূল, ব্যাকুড় ও কণ্টিকারী ;

এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত অর্দ্ধতোলা দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

কুশাবলেহ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, শুক্রজ-অশ্মরী এবং শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—ত্রিফলার জল।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ৯০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর—পৈত্তিক অশ্মরীরোগে বা মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তিলাদ্যক্বাথ—শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে শর্করা ও সিকতা মূত্রমার্গ দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়।

তিলাদ্যক্বাথ। তিল, আপাঙ্, কদলীমূল, পলাশছাল, যব ও বেলশুঁঠ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ-অশ্মরী কিংবা শর্করা ও সিকতারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অশ্মরী ভিন্ন হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণজল।

পাষাণভেদাদ্যচূর্ণ। পাথরকুচি, বাসকছাল, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শটী, দন্তীবীজ, কেলেকড়া, বনযমানী, শালিঞ্চশাক, কাঁকুড়-বীজ, শশাবীজ, কৃষ্ণজীরা, হিং, অম্লবেতস (থৈকল), বৃহতী, কণ্টকারী, ধনে ও বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

বরুণাদ্যচূর্ণ—বাতিক, শ্লৈষ্মিক, শুক্রজ এবং শর্করা ও সিকতা-অশ্মরীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অতিশীঘ্র অশ্মরী ভিন্ন হইয়া পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত মূত্রাশয়গত রোগ অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বিশেষতঃ শর্করা, সিকতা ও অশ্মরীজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে ইহা অতি উপকারী। বাতবস্তি, বস্তিকুণ্ডল ও মূত্রাষ্ঠীলারোগে ইহা অসাধারণ ফলপ্রদ। অনুপান—উষ্ণজল।

বরুণাদ্যচূর্ণ। বরুণছালচূর্ণ ১ ভাগ, যবক্ষার অর্দ্ধভাগ, পুরাতন ইক্ষুগুড় সিকি ভাগ; এইসকল একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

চিন্তামণিরস—অশ্মরীরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তিদেশ অর্থাৎ মূত্রাশয় স্ফীত ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ মূত্রাশয়ে অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শর্করা ও সিকতার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু অরিষ্টলক্ষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষ বা নাভিতে শোথ দৃষ্ট হইলে অথবা শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ-অশ্মরীরোগে প্রযোজ্য নহে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস—অশ্মরীরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যে-যে অবস্থায় চিন্তামণিরস প্রযোজ্য, সেই-সেই অবস্থায় সেই অনুপানে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদ্যলৌহ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ-অশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ রোগীর তৎসঙ্গে অল্পজ্বর থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতরোগে এবং মেহরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ কিংবা বস্তি ও জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—চাউলধোয়া জল বা ত্রিফলার জল।

বরুণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উশীরাদ্যতৈল—বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের যে-কোন অবস্থায় এবং শর্করা ও সিকতার প্রথমাবস্থায় এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও বিশেষতঃ উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে।

উশীরাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৯৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিলোদ্ভেদাদিতৈল—শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ-অশ্মরীরোগে এবং শর্করা ও সিকতার অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল উদরে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে। তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণগোমূত্রপূর্ণ বোতল দ্বারা উদরে সেঁক দিবে।

শিলোদ্ভেদাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পুনর্ণবার রস /৮ সের। শতমূলীর রস /৮ সের। কল্কদ্রব্য—পাথরকুচি, ভেরেণ্ডার মূল ও শালপাণী সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বীরতরাদ্যতৈল—বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ-অশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জ্বর না থাকিলে এই তৈল উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

বীরতরাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—শরমূল, গণিয়ারী, কাশমূল, পরগাছা, কুশমূল, ইক্ষুমূল, শতমূলী, পাথরকুচি, গোক্ষুর, শোণাছাল, আকন্দমূল, হুড়হুড়ে, উলুখড়, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, বরুণছাল, গুলঞ্চ, নলমূল ও গজপিপুল; ইহারা সমভাগে মিলিত ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, ময়নাফল, কুড়, গুল্ফা, অম্লবেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ, কট্‌ফল, কুড়, মেদ, চই, রক্তচিতা, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, তেউড়ী, রেণুকা, নীলবুহ্না, শালপাণী, বেলশুঁঠ, জীরা, পিপুল, দন্তী ও রাস্না; ইহারা মিলিত একসের। দুগ্ধ /৮ আটসের। যথাবিধানে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কুশাদ্যতৈল—বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগে এবং শর্করা ও সিকতার প্রথমাবস্থায় বিশেষতঃ মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও উদরে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐসকল রোগে এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগে বায়ুর অনুলোমনার্থ ইহা দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে উত্তরবস্তি ও মলদ্বারে বস্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতেও প্রয়োগ করা যায়। সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীরোগে এই তৈল উষ্ণদুগ্ধসহ পান করিতে দেওয়া যায়।

কুশাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণতৈল—বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ-অশ্মরীরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীর উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে। শর্করা এবং সিকতার প্রথমাবস্থায় ও মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতে ইহা অতি উপকারী।

বরুণতৈল। তিলতৈল /৮ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—বরুণছাল /৪ সের ও গোক্ষুর /৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

তৃণপঞ্চমূলঘৃত—বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীরোগের সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক শুক্রাশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ না থাকিলে বিশেষতঃ অশ্মরীরোগে মূত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য মূত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে এই ঘৃত সেবন করাইবে। শর্করা ও সিকতার প্রথমাবস্থায় এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে ইহা অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

তৃণপঞ্চমূলঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ-ইক্ষু; ইহাদের মূল সমভাগে মিশ্রিত /৬৷ সের এবং গোক্ষুর /৬৷ সের, পাকার্থ-জল ৬৪ সের। কল্কদ্রব্য—গোক্ষুর /১ এক সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

বরুণাদ্যঘৃত—বাতিক ও পৈত্তিক অশ্মরীর সর্ব্বাবস্থায় এবং শ্লৈষ্মিক শুক্রাশ্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জ্বর না থাকিলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শর্করা ও সিকতারোগের প্রথমাবস্থায় এই ঘৃত অতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাঘাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বরুণাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ-দ্রব্য—বরুণ-বৃক্ষের মূলের ছাল ১২৷৷ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক-দ্রব্য—বরুণছাল, কদলীমূল, বেলছাল, কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ-ইক্ষুর মূল, গুলঞ্চ, পাথরকুচি, শশাবীজ, বাঁশের মূল, তিলডাঁটার ক্ষার, পলাশের ক্ষার ও ভুঁইমূল; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

বরুণাদ্যঘৃত (মতান্তরে)—শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ-অশ্মরী-রোগে এবং শর্করা ও সিকতার পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত অতি উপকারী। ইহা সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক অশ্মরীরোগে মূত্রাশয়ের ভার, শীতলতা ও বেদনা প্রভৃতি এবং শুক্রাশ্মরীরোগে মূত্রাশয়ের বেদনা, অণ্ডকোষের ফুলা হ্রাস পায় ও অশ্মরী নিপতিত হইয়া থাকে। শর্করা ও সিকতারোগে জ্বর বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বরুণাদ্যঘৃত (মতান্তরে)। ছাগঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথদ্রব্য—বরুণ-ছাল, হোগলা-মূল, সজিনা, জয়ন্তী, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ,

ইক্ষুমূল, গণিয়ারী, বেলছাল, তেলাকুচার মূল, বকবৃক্ষের ছাল, রক্তচিতা, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, হুড়হুড়ে, রক্তসজিনা, মেষশৃঙ্গী, শতমূলী, উলুখড়, বৃহতী ও কণ্টকারী; ইহারা সমভাগে মিলিত ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শোধিত গুগ্‌গুলু, এলাচি, রেণুকা, কুড়, মুথা, মরিচ, রক্তচিতা, দেবদারু, ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিং, ধাতুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ, গুগ্‌গুলু, শিলাজতু ও তুঁতিয়া; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

পুনর্ণবাকল্ক—শ্লৈষ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথ ও অশ্মরী উভয়ই বিনষ্ট হয়। অনুপান—দুগ্ধ।

পুনর্ণবাকল্ক। শ্বেতপুনর্ণবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোক্ষুর, প্রিয়ঙ্গু, প্রবাল ও উলুখড়ের পুষ্প; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিবে। মাত্রা—।০ চারি আনা।

অশ্মরীরোগে দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, কম্প ও কৃশতা-চিকিৎসা

ছাগলাদ্যঘৃত—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর প্রবল জ্বর বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ অত্যধিক দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, কম্প, জীর্ণজ্বর ও কৃশতা লক্ষিত হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত-প্রধান রোগীর পক্ষে ইহা অতি প্রশস্ত। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ছাগলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে প্রবল জ্বর বা অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে অথচ বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, কৃশতা, জীর্ণজ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কম্প প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে মূর্চ্ছা-চিকিৎসা

মহেন্দ্রসূর্য্যরস—অশ্মরীরোগে পাথরী দ্বারা মূত্রনালী অবরুদ্ধ হইলে মূত্রনির্গমনকালে অত্যধিক যন্ত্রণাবশতঃ রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হয়, ঐ অবস্থায় এই ঔষধ রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে।

মহেন্দ্রস্বর্ণরস। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস—শর্করা ও সিকতারোগে শর্করা ও সিকতা বহির্গত না হইলে কিংবা অশ্মরীরোগে রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে নস্যপ্রয়োগ দ্বারা মূর্চ্ছা-ভঙ্গ করিয়া এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। বায়ু দ্বারা রোগীর শরীর রুক্ষ হইলে এবং তজ্জন্য দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, কম্প, অবসন্নতা, জীর্ণজ্বর ও কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। পরন্তু মেহদোষ থাকিলে তাহাও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা বায়ুর অনুলোমতা হয় বলিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। ঐসকল রোগে কুক্ষিশূল, বমি এবং তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গও এই ঔষধের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চিন্তামণিরস, চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার দর্শে। অনুপান—ত্রিফলার জল বা চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত-চিকিৎসা

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর মূত্রনালী অবরুদ্ধ হইলে দুরন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র ও উষ্ণবাত-নামক মূত্রাঘাত উপস্থিত হয়, ঐ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ২৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুশাবলেহ—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাত উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কুশাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরুণাদ্যলৌহ—অশ্মরীরোগে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল।

বরুণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে হৃদ্রোগ-চিকিৎসা

অর্জ্জুনাদিক্ষীর—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে বক্ষঃস্থলের জ্বালা, তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, হৃদয়ের গ্লানি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিদূরিত হয়।

অর্জ্জুনাদিক্ষীর। প্রস্তুতবিধি ৭৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে হৃদ্রোগ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও ফুস্ফুসে উৎকট বেদনা হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা রোগীর মূর্চ্ছা, কুক্ষিশূল, অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত এবং বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। রোগীর প্রমেহদোষ থাকিলে ইহা দ্বারা তাহাও বিনষ্ট হয়। ঐসকল রোগে মূত্রাঘাত বা মূত্রকৃচ্ছ্রতা থাকিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। ইহা বায়ুর অনুলোমক বলিয়া কোষ্ঠশুদ্ধিকর ও বায়ুজনিত রুক্ষতানাশক। অনুপান—ত্রিফলার জল।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে অরুচি-চিকিৎসা

আমলাদ্যযোগ—অশ্মরী, শর্করা বা সিকতারোগে রোগীর অরুচি হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

আমলাদ্যযোগ। প্রস্তুতবিধি ৪৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে—বমন-চিকিৎসা

চন্দনাদিযোগ—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর বমন হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কণ্ঠজ্বালা, মূর্চ্ছা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল ও মধু।

চন্দনাদিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে তৃষ্ণা-চিকিৎসা

তৃণপঞ্চমূলপানীয়—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে পিত্তাধিক্যবশতঃ রোগীর অত্যধিক পিপাসা হইলে এই পানীয় অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহ, দাহ, মূর্চ্ছা এবং অশ্মরী প্রভৃতিও উপশমিত হয়।

তৃণপঞ্চমূলপানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাশ্মর্য্যাদিপানীয়—অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে পিত্তাধিক্যবশতঃ প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে দাহ, ঘর্ম্ম, বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাত বা পিত্তাশ্রিত জীর্ণজ্বর, মেহ ও অশ্মরী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কাশ্মর্য্যাদিপানীয়। প্রস্তুতবিধি ৪৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে পাণ্ডু-চিকিৎসা

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ—অশ্মরীরোগে পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ তৎসঙ্গে রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা পাতলা দাস্ত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্মরীরোগে পথ্যাপথ্য

অশ্মরীরোগে কুলথকলাই, মুগ, মসূর বা ছোলার ডালের পাতলা যূষ, পটোল, ডুমুর, চালকুমড়া ও কুমড়ার ডাঁটা প্রভৃতির তরকারী, মাগুর, কই, খলিসা, ছোটরুই প্রভৃতির ঝোল, অণ্ডজপ্রাণীর মাংসের যূষ, পুনর্ণবাশাক, শালপাণীশাক, আদা ও পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং প্রবল জ্বর বিদ্যমান থাকিলে দুধবার্লি, দুগ্ধ ও খৈর মণ্ড পথ্য দিবে। কিস্‌মিস্, বেদানা, আঙ্গুর, সুমিষ্ট কমলালেবু ও আনারস এবং তরল দ্রব্য সুপথ্য। স্নান সহ্যমত ঈষদুষ্ণজলে বা ঠাণ্ডাজলে করিতে দিবে। এই রোগে মূত্র বা শুক্রের বেগধারণ, অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, রুক্ষ বা বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, কঠিনদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় পরিত্যাজ্য।

ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা

(ইনফ্ল্যামেশন ও অ্যাব্‌সেস্)

ব্রণ-শোথের সাধারণ লক্ষণ—ব্রণ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীরের কোন স্থান প্রদাহিত হইয়া ফুলিয়া উঠে।

বাতিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ—যে ব্রণ-শোথ পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ, যে শোথে কখনও বেদনা থাকে, কখনও বা থাকে

না এবং টিপিলে যে শোথ ঢালু হয় ও হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ (খস্‌খসে) বোধ হয়, তাহাকে বাতিক ব্রণ-শোথ কহে।

পৈত্তিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ—যে ব্রণ-শোথ অতি কোমল অর্থাৎ যে শোথে হস্ত প্রদান করিলে নরম বোধ হয়, যাহা দেখিতে পীত বা রক্তবর্ণ দেখায় এবং উষ্ণ, বেদনা ও দাহযুক্ত হয়, শীঘ্র-শীঘ্র বাড়ে ও পাকিয়া উঠে, তাহাকে পৈত্তিক ব্রণ-শোথ কহে।

শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ—যে ব্রণ-শোথ শুক্লবর্ণ বা স্নিগ্ধ (চক্‌চকে), পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, শীতল, টিপিলে ঢালু হয় না, পরন্তু কণ্ডুযুক্ত এবং বিলম্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও পাকে, তাহাকে শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ কহে।

সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ—যে ব্রণ-শোথে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক, এই ত্রিবিধ ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথ কহে।

রক্তজ ব্রণ-শোথের লক্ষণ—রক্তজ ব্রণ-শোথ রক্তবর্ণ ও পৈত্তিক ব্রণ-শোথের লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আগন্তুজ ব্রণ-শোথের লক্ষণ—অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন বা আহত হইলে যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। ভল্লাতকের রস কিংবা শূকশিম্বীর ফল শরীরের কোনস্থানে লাগিলে সেই স্থান লাল হইয়া অনতিবিলম্বে ফুলিয়া উঠে। এইসকল আগন্তুজ শোথ গমনশীল, উষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং পৈত্তিক শোথের লক্ষণবিশিষ্ট। বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা তাহাদের মল, মূত্র, শুক্র ও লালা কোন অঙ্গে লাগিলে অথবা নির্বিষ প্রাণীর নখ ও দন্তাদি দ্বারা কোনস্থান আহত হইলে বা তাহাদের মল, মূত্র এবং শুক্রলিপ্ত বস্ত্র পরিধান করিলে অথবা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর সংস্পর্শহেতু কিংবা বিষাক্ত চূর্ণ গাত্রে লাগিলে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষজ শোথ বলা যায়। এই শোথ কোমল, গমনশীল, অধোগামী, শীঘ্র সমুৎপন্ন এবং দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট। অভিঘাতজ ও বিষজ উভয় প্রকার শোথই আগন্তুজ-ব্রণ-শোথমধ্যে পরিগণিত।

ব্রণ-শোথের বিশেষ লক্ষণ—বাতিক ব্রণ-শোথ অনিয়মিত সময়ে পাকে, শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ বিলম্বে পাকে এবং পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ-ব্রণ-শোথ শীঘ্র পাকে।

অপক্ক-ব্রণ-শোথের লক্ষণ—অপক্ক-ব্রণ-শোথ ঈষৎ উষ্ণ, অল্প শোথ ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট, কঠিন এবং চতুর্দ্দিকস্থ চর্ম্মের ন্যায় স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত।

পচ্যমান ব্রণ-শোথের লক্ষণ—ব্রণ-শোথ পাকিবার সময়ে অগ্নি দ্বারা দগ্ধবৎ, ক্ষার দ্বারা পচ্যমানবৎ, পিপীলিকা-কর্ত্তৃক দংশনের ন্যায় বা ছেদনের ন্যায়, অস্ত্র দ্বারা বিদারণবৎ, দণ্ড দ্বারা তাড়নবৎ ও হস্ত দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা হয় এবং উহার মধ্যে সূচীদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহার অভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা, চোষ (পার্শ্বস্থিত অগ্নি দ্বারা তাপপ্রদানের ন্যায় বোধ), অঙ্গুলি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, ব্রণ-শোথের চর্ম্মের বিবর্ণতা, শোথের চর্ম্ম সঙ্কুচিত না হওয়া, বস্তির ন্যায় ফুলিয়া উঠা, রোগী বৃশ্চিক-কর্ত্তৃক দষ্টব্যক্তির ন্যায় শয়নে বা উপবেশনে কোন অবস্থায়ই শান্তিলাভ করিতে পারে না, পরন্তু জ্বর, পিপাসা এবং অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

পক্ক-ব্রণ-শোথের লক্ষণ—ব্রণ-শোথ পাকিলে বেদনার ও দাহ প্রভৃতির উপশম এবং শোথ অল্প রক্তবর্ণ হয়, কিন্তু পচ্যমান শোথের অপেক্ষা বেশী উন্নত হয় না। উহার উপরিস্থ চর্ম্ম শিথিলভাবাপন্ন হয়, সুতরাং অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে অবনত হয় বা টোল খায়, পুনঃপুনঃ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বোধ হয় ও চুলকায়, জ্বরাদি উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হয়, অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে জলপূর্ণ থলিয়ার জল যেমন অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ পূঁয অন্যত্র গমন করে এবং রোগীর আহারের ইচ্ছা হয়। ব্রণ-শোথ পাকিবার কালে ত্রিদোষের অনুবন্ধ হয়। কারণ বায়ুর প্রকোপ ব্যতীত বেদনা হইতে পারে না, পিত্তের প্রকোপ ব্যতীত পাকিতে পারে না এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ ব্যতীত পূঁযোৎপত্তি হইতে পারে না।

গম্ভীরপাকী ব্রণ-শোথের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ গম্ভীরপাকী অর্থাৎ অভ্যন্তরভাগ পাকে, কিন্তু বহির্ভাগে পাকিবার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই অবস্থায় শোথ শীতল, তাহার উপরিস্থ চর্ম্মের বর্ণ স্বাভাবিক, অল্পবেদনাবিশিষ্ট, পাষাণের ন্যায় কঠিন ও স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়।

ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা-বিধি

যে-কোন কারণে সর্ব্বাঙ্গ বা শরীরের স্থানবিশেষ ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে শোথ কহে। শোথ সাধারণতঃ নয় প্রকার এবং উহারা যেসকল কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা শোথরোগেই উক্ত হইয়াছে। যেসমস্ত শোথ হইতে পরিণামে ব্রণ বা ক্ষত অর্থাৎ ঘা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের চিকিৎসা-বিধিও শোথরোগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যেসমস্ত শোথ শরীরের স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে পরিণামে ব্রণ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার চিকিৎসা শোথরোগে বর্ণিত হয় নাই। সংস্কৃতে যাহাকে ব্রণ কহে, বাঙ্গালায় তাহাকেই সচরাচর ঘা বা ক্ষত বলা যায়। অনেকে ব্রণ-শোথকেই ব্রণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শোথ বা ফুলা, ব্রণ উৎপত্তির পূর্ব্বরূপ মাত্র, শোথ বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে যখন ক্ষত বা ঘা প্রকাশ পায়, তখনই উহা ব্রণ অর্থাৎ ঘা-নামে অভিহিত হয়। শোথরোগের উৎপত্তির যেসকল নিদান বা কারণ ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রণ-শোথের উৎপত্তির কারণও তাহাই। নানাকারণে বায়ু, রক্ত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্বয়ং পরস্পর মিলিত হইয়া কোন স্থানে ত্বক্ ও মাংসভেদী যে স্থূলগ্রন্থি বা গাঁটের ন্যায় উৎপাদন করে, তাহাকে ব্রণ-শোথ বলা যায়। ছোট-বড়-ভেদে ব্রণ-শোথের চলিত নাম স্ফোটক বা ফোড়া। ব্রণ-শোথ সাধারণতঃ ছয় প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও আগন্তুজ।

সাধারণতঃ যেসকল শোথ পাকিয়া ব্রণ বা ঘা-রূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহারাই ব্রণ-শোথমধ্যে গণ্য। যেমন—নানাপ্রকার ছোট বড় ফোড়া, ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী, বিদ্রধি ও স্তন-শোথ প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়; আর কতকগুলি রক্তবিকৃতিবশতঃ অস্থি, মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ত্বক্ ও মাংসাশ্রয়ী সাধারণ-শোথের লক্ষণই এস্থলে বর্ণিত হইল, গম্ভীরধাত্বাশ্রয়ী অর্থাৎ বিদ্রধি প্রভৃতির চিকিৎসা পৃথক্ বর্ণিত হইবে।

ব্রণ-শোথ উৎপন্ন হইবামাত্র বসাইয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু রক্তদোষজনিত অর্থাৎ ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগ হইতে যে ব্রণ-শোথ জন্মে, তাহা বসাইবার চেষ্টা না করিয়া পাকাইবে। যেহেতু বহির্গমনোন্মুখ দুষ্ট রক্ত বহির্গত হইতে না

পারিলে মহান্ অনর্থ সংঘটিত করে। ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য যেসকল ক্রিয়া করিতে হয়, তাহাকে বিম্লাপন কহে। বিম্লাপন শব্দে শোথ-বিলয়নকর প্রলেপ ও পরিষেক প্রভৃতি বুঝায়, কিন্তু ইদানীং আয়ুর্ব্বেদমতে কেবল একমাত্র প্রলেপই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ব্রণ-শোথ যেমন নানাপ্রকার, তাহার ঔষধও তেমনি নানাপ্রকার। একই প্রকার ঔষধের প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথ আরোগ্য হয় না। বাতাধিক ব্রণ-শোথে স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণগুণযুক্ত ঔষধ, পিত্তাধিক ব্রণ-শোথে পিত্ত-প্রশমক অথচ শীতল ঔষধ এবং শ্লেষ্মাধিক ব্রণ শোথে রুক্ষ ও শোষক ঔষধ প্রশস্ত। অনেকস্থলে এইরূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার ন্যূনাধিক্য বিচারপূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচিত হয় না; সুতরাং চিকিৎসায়ও সফলতা লাভ করা যায় না; বরং সময়-সময় বিপরীত ফল দর্শে। ধুস্তুরার মূল ও আদা বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়, কিন্তু পৈত্তিক ব্রণ-শোথে ঐ প্রলেপ দিলে জ্বালা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, সুতরাং অগ্রে রোগের লক্ষণদৃষ্টে ব্রণ-শোথ বাতজ, পিত্তজ, কি শ্লেষ্মজ, তাহা স্থির করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ইতঃপূর্ব্বে ফিরঙ্গরোগে সাধারণতঃ ব্রধ্নের প্রতীকারার্থে যে প্রলেপাদি উক্ত হইয়াছে, ব্রণ-শোথের লক্ষণ দ্বারা বাতাদিভেদে রোগ নির্ণয় করিয়া তাহাতেও সেইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ব্রধ্নরোগেও এইসকল ঔষধ ব্যবহার্য্য। প্রলেপ প্রয়োগ করিতে হইলে কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। রাত্রিকালে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। রাত্রিতে প্রয়োগ করিলে প্রলেপের শৈত্য দ্বারা ব্রণ-শোথের তাপ অবরুদ্ধ হয় ও তজ্জন্য রোগ বৃদ্ধি পায়। বাসি প্রলেপ, অনেকক্ষণের প্রস্তুত প্রলেপ বা রসহীন শুষ্ক প্রলেপ অথবা একবার যে প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কিংবা এক প্রলেপের উপর পুনর্ব্বার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। কারণ গাঢ়ত্ব ও শুষ্কতা-প্রযুক্ত ঐ প্রলেপ বীর্য্যহীন হওয়াতে জ্বালা ও বেদনা বর্দ্ধিত হয়। প্রলেপ শুষ্ক হইয়া আসিলে ঈষৎ উষ্ণজলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা আস্তে-আস্তে প্রলেপ ভিজাইয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং পুনর্ব্বার টাট্‌কা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া লাগাইবে। প্রলেপ অধিক শুষ্ক হইলে তুলিবার সময়ে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সুতরাং শুকাইয়া আসিলেই অর্থাৎ একটু নরম থাকিতেই তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। লোমযুক্ত স্থানে ফোড়া হইলে অগ্রে ক্ষুরের দ্বারা লোম কামাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কারণ লোমের উপর প্রলেপ

দিলে এবং উহা শুকাইয়া গেলে তুলিতে যেমন অনেক সময় নষ্ট হয়, তেমনি রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না। প্রলেপের দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত করিবে এবং উত্তমরূপে পরিষ্কার শিলে পরিষ্কার নোড়া দ্বারা বাটিয়া লইবে। স্মরণ রাখা উচিত, শিল বা নোড়া অপরিষ্কার থাকিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। প্রলেপ প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ নিম্নদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে লাগাইবে। লোমের গতি প্রায়শঃ নিম্নগামিনী, তজ্জন্য লোমকূপসকলও নিম্নমুখী; সুতরাং নিম্ন হইতে উপরে প্রলেপ লাগাইলে অতি সহজেই লোমকূপ দ্বারা রসবহা শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়। প্রলেপ অন্ততঃ এক অঙ্গুলি পুরু হওয়া উচিত। ব্রণ-শোথের যেস্থান উচ্চ, সেই স্থান হইতেই পূঁযরক্ত নির্গত হইবার সম্ভাবনা. অতএব সেই স্থানটুকু খালি রাখিয়া অন্যান্য শোথস্থান ব্যাপিয়া প্রলেপ দেওয়া উচিত।

পাকাইবার ও ফাটাইবার জন্য যেসকল প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা ঘৃত মিশ্রিত করিবে না বা শুষ্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না, কারণ ঘৃত মিশ্রিত করিলে প্রলেপ স্নিগ্ধ থাকে, সুতরাং উহা বেশী শুষ্ক হইতে পারে না এবং বেশী শুষ্ক হইতে পারে না বলিয়া ফোড়াকে পীড়ন করিয়া বিদীর্ণ করিতেও পারে না।

অল্পবয়স্ক শিশু ও বালকবালিকাদিগের ফোড়া বসাইবার জন্য চূণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, কিংবা মুরগীর ডিমের লালা ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা তোকমারি বা ইসবগুলের পুলটিস্ প্রয়োগ করিবে। তোকমারি ও ইসবগুল শিশু ও বালকবালিকাদিগের বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ফোড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু প্রলেপ এক অঙ্গুলি পুরু হওয়া উচিত।

ফোড়া বসাইবার জন্য বাতিক ব্রণ-শোথে মাতুলুঙ্গলেপ, শাখোটকলেপ, পুনর্ণবালেপ, পঞ্চবল্কললেপ বা ধুস্তূরাদিলেপ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ-ব্রণ-শোথে চন্দনাদিলেপ, দূর্ব্বাদিলেপ, পঞ্চবল্কলপ্রলেপ ও পঞ্চক্ষীরলেপ প্রশস্ত।

শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথে ধুস্তূরাদিলেপ, পুনর্ণবাদিলেপ, কট্‌ফলাদিলেপ, সুরসাদিলেপ বা পঞ্চবল্কলপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে পঞ্চবল্কলপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে। বাত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে অত্যধিক বেদনা বা যন্ত্রণা থাকিলে অগ্রে প্রলেপ দিয়া লোহার

ছাতা আগুনে গরম করিয়া তদুপরি আস্তে-আস্তে চাপিয়া ধরিবে ও যাবৎ যন্ত্রণার লাঘব না হয়, তাবৎ এইরূপ করিবে। ইহাতে যন্ত্রণার আশু লাঘব হয়, কিন্তু পৈত্তিক, রক্তজ বা আগন্তুজ-ব্রণ-শোথে স্বেদ প্রদান করিবে না। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথের প্রলেপের দ্রব্য হুঁকার কটুজল অথবা আদার রস কিংবা গোমূত্রদ্বারা বাটিয়া লইলে অধিক ফলপ্রদ হয়। সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে বায়ু ও শ্লেষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ঐ প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। পৈত্তিক ব্রণ-শোথে অত্যন্ত দাহ এবং বাতজ-শোথে অত্যন্ত বেদনা প্রকাশ পাইলে কিংবা সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে দাহ ও বেদনা থাকিলে তিললেপ লাগাইবে। ইহাতে ব্রণ-শোথের অসহ্য জ্বালা ও বেদনা সত্বরই প্রশমিত হয়। মরিচযোগ বা অহিফেনযোগ সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথে প্রয়োগ করা যায় এবং পাকিবার উপক্রমে প্রয়োগ করিলেও ফোড়া বসিয়া যায়। ব্রণ-শোথ ও তাহার বেদনা-নিবারণার্থ জয়ন্ত্যাদিস্বেদ অতি উপকারী।

আগন্তুজ-ব্রণ-শোথ নানাপ্রকার, সুতরাং তাহার চিকিৎসাও নানা-প্রকার। শরীরের স্থানবিশেষে আঘাত লাগিয়া শোথ উৎপন্ন হইলে হলুদ, চুণ ও নিমপাতা একত্র করিয়া আদার রসে বা হুঁকার কটুজলে বাটিয়া শোথের উপর পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে; ইহা দ্বারা ফুলা, বেদনা ও জ্বালার সত্বর উপশম হয়। এইরূপ আদা, পান ও পেঁয়াজ একত্র ছেঁচিয়া লাগাইলেও ফুলা ও বেদনা হ্রাস পায়। প্রবল শোথে আদা, পান ও রসুন একত্র ছেঁচিয়া বাঁধিয়া রাখিলে অতি শীঘ্র ফুলা ও বেদনার উপশম হয়, কিন্তু কোমল অঙ্গে রসুনের পরিমাণ অল্প হওয়া উচিত, বেশী হইলে ফোস্কা পড়িবার সম্ভাবনা। এইসকল মুষ্টিযোগের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়।

শরীরের কোনস্থানে অস্ত্রশস্ত্র কিংবা শল্য ও কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া শোথ উৎপন্ন হইলে ফুলা ও বেদনা নিবারণার্থ উক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু অধিক রক্তস্রাব হইলে সর্ব্বাগ্রে রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। শীতলজলে বা বরফজলে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া আহত স্থান বাঁধিয়া রাখিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ হয়; কিংবা কচিদূর্ব্বাঘাস পরিষ্কার শিলে ছেঁচিয়া আহত-স্থানে লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অনন্তর রক্তস্রাব বন্ধ হইলে ঐ প্রলেপের কোন একটি প্রয়োগ করিবে। ভল্লাতক

অর্থাৎ ভেলার রস কোন অঙ্গে লাগিলে শোথরোগোক্ত শালদলচূর্ণ বা তদভাবে নারিকেলতৈল ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে মালিশ করিবে। শূকশিম্বীর ফল বা শূঁয়াপোকা কোন অঙ্গে লাগিলে এবং তাহার সূক্ষ্মমুখ কাঁটা বা হুল বিদ্ধ হইলে অগ্রে একটি ডুমুরপাতা আস্তে-আস্তে সেই স্থানে বুলাইয়া কাঁটা বা হুল তুলিয়া ফেলিবে, পরে নারিকেলতৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে। উপেক্ষা করিলে অথবা কাঁটা কিংবা হুল তুলিয়া না ফেলিলে শোথ পাকিতে পারে। বিষধরপ্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা তাহাদের মল, মূত্র, শুক্র ও লালা কোন অঙ্গে লাগিলে সেইস্থান চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে অচিরে কালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে ও বেদনাযুক্ত হয়। এইরূপ দূষীবিষ (এড়াবিষ)-জনিত শোথ কখনও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে—উপেক্ষা করিলে পরিণামে মহান্‌ অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে—এমন কি রোগীর অমনোযোগিতা, অচিকিৎসা বা কুচিকিৎসার ফলে হস্তপদাদি অঙ্গ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। শিরীষের মূল, ছাল, পাতা, পুষ্প ও বীজ—ইহার মধ্যে যে-কোন একটি গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপের গুণে অনেকের হস্তপদাদি অঙ্গ রক্ষা পাইয়াছে, ছেদন করিতে হয় নাই। বিষাক্ত দ্রব্যের চূর্ণ গাত্রে লাগিয়া শোথ উৎপন্ন হইলেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। ভীমরুল, বোল্‌তা, মধুমক্ষিকা (মৌমাছি) বা অন্য কোন মক্ষিকা দংশন করিলে সর্ব্বাগ্রে তাহার হুল চর্ম্মের সহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবে এবং সংলগ্ন হইয়া থাকিলে তাহা তুলিয়া ফেলিবে। একটি ফাঁপা চাবি (বাক্সের) লইয়া তদ্দ্বারা আস্তে-আস্তে দষ্টস্থান চাপিবে, এইরূপ চাপ দিলে হুল বহির্গত হইবে। অনন্তর সদ্য-ত্যক্ত উষ্ণ গোবর লাগাইবে অথবা উৎকৃষ্ট মধু আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। জলসহ লবণ মিশ্রিত করিয়া আস্তে আস্তে মালিশ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নিশাদল ও চূণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে কিংবা কাঁটান'টের মূল চাউলধোয়া জলদ্বারা বাটিয়া লাগাইলেও দাহ, শোথ ও বিষ নষ্ট হয়। শ্বেতকরবীর মূল বা শিরীষ-বৃক্ষের মূলের ছাল বাটিয়া লাগাইলে সর্প-দংশনজনিত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে বিষ-চিকিৎসায় বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হইবে।

ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য যেসকল প্রলেপ উক্ত হইল, যদি উপর্য্যুপরি দুই-তিন দিন প্রয়োগ করিলেও শোথ বসিয়া না যায়, তবে রোগীর রক্তদোষ আছে কিনা এবং দাস্ত-পরিষ্কার হয় কিনা, এইসকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কারণ অনেকস্থলে ২।১টি ক্বাথ প্রয়োগ করিবার পরে দাস্ত-পরিষ্কার ও রক্তশুদ্ধি হওয়াতে শোথ বসিয়া যাইতে এবং আনুষঙ্গিক জ্বরাদি বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ কোষ্ঠ-শোধক অথচ রক্তশুদ্ধিকারক ক্বাথ প্রয়োগ করিলেই চলে। শীতপিত্তরোগোক্ত অমৃতাদিক্বাথে কটুকীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে কিংবা উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগোক্ত পটোলাদিক্বাথ প্রয়োগ করিবে। বাতরক্ত-চিকিৎসোক্ত নবকার্ষিকক্বাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইহার যে-কোন একটি ক্বাথ পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে তিসি বা মসিনার পুল্‌টিস্ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। আয়ুর্ব্বেদে উপনাহস্বেদের উল্লেখ আছে, বাঙ্গালায় তাহাকে পুল্‌টিস্ বলা যাইতে পারে। উপনাহ-স্বেদে অপক্ক-ব্রণ-শোথ বসে এবং পাকোন্মুখ ব্রণ-শোথ পাকে ; সুতরাং ব্রণ-শোথের সূচনা হইতে যে পর্য্যন্ত উহা না পাকে, তাবৎ উপনাহস্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রলেপের ঔষধসকল ছেঁচিয়া নরম কলার পাতায় বা ভেরেণ্ডার পাতায় রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পুঁটুলী বাঁধিয়া আগুনে অল্প-অল্প বা সহ্যমত গরম করিয়া স্বেদ দেওয়া যায়। এইরূপ বাতাদি-দোষ-ভেদে ব্রণ-শোথ বসাইবার যেসকল প্রলেপ উক্ত হইয়াছে, সেইসকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া উপনাহস্বেদে প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তিসির পুল্‌টিস্‌ই অনায়াসলভ্য ও সহজ। তিসির পুল্‌টিস্-প্রয়োগকালে বাতাদি-দোষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেও চলে, ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। ব্রণ-শোথের সূচনা হইতে যাবৎ উহা না পাকে, তাবৎ প্রয়োগ করা যায়। প্রসিদ্ধ ডাক্তারেরাও এই মতের সমর্থন করেন। এইসকল কারণে তিসির পুল্‌টিস্‌ই আজকাল অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরাও শত-শত স্থলে প্রয়োগ করিয়া ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিসির পুল্‌টিস্ যে-কোন অবস্থায় লাগাইবামাত্র রোগী আরাম বোধ করে, প্রদাহ ও শোথ কমিয়া যায় ; তবে এ-সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদ আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-গণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস—স্নিগ্ধ বা তৈলাক্ত দ্রব্যের (তিসি ও তিল প্রভৃতির) পুল্‌টিস্ বা প্রলেপ অপক্ক-ব্রণ-শোথে দিলে উহা পাকিয়া উঠে ;

বলা বাহুল্য, আমরা এই মতের পক্ষপাতী নহি। আয়ুর্ব্বেদে অপক্ক-ব্রণ শোথ বসাইবার জন্য শোথের উপর বাতপিত্তাদি-দোষনাশক-ঔষধ-পাচিত ক্বাথ, তৈল ও ঘৃত-সিঞ্চনের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং সে-হিসাবে শ্লেষ্মনাশক মহা-দশমূলতৈল-সিঞ্চনে শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ, বাতনাশক বিষ্ণুতৈলাদি সিঞ্চনে বাতিক ব্রণ-শোথ ও পিত্তনাশক গুড়ূচ্যাদিতৈল-সিঞ্চনে পৈত্তিক ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়। পক্ষান্তরে অত্যধিক বেদনা ও দাহযুক্ত ব্রণ-শোথে তিল বা তিসি অল্প ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেদনা ও জ্বালার উপশম হইতেও দেখা গিয়াছে। এইসকল কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিল ও তিসি প্রভৃতি দ্রব্যের ফোড়া বসাইবার ও পাকাইবার উভয় গুণই আছে। পুল্‌টিস্-প্রয়োগে শীঘ্রই ফল পাওয়া যায়, যেটি বসিবার, বসে ও যেটি পাকিবার, পাকে ; সুতরাং সত্বরই যন্ত্রণার লাঘব হয়, কিন্তু তথাপি প্রলেপের শক্তিও নিতান্ত অল্প নহে ; তবে একটু বিবেচনার সহিত ব্যবস্থা করিতে হয়। পাকোন্মুখ ব্রণ-শোথে বসাইবার ঔষধ প্রয়োগ করা কদাপি সমীচীন নহে। প্রলেপের উপকারিতা-সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, যেরূপ প্রজ্বলিত গৃহে জল সিঞ্চন করিলে অগ্নির বেগ সত্বরই প্রশমিত হয়, তদ্রূপ প্রলেপ-প্রয়োগ দ্বারা অচিরে দাহ ও বেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গসমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে। ক্বাথ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি ব্রণ-শোথের উপর সেচন করিলে ঐরূপ ফল পাওয়া যায় ; আবার উপনাহ-স্বেদ-সম্বন্ধেও শাস্ত্রকারগণের ঐ প্রকার মত। তাঁহারা আরও বলেন, উপনাহ-স্বেদ-প্রয়োগে আম অর্থাৎ অপক্ক ব্রণ-শোথ বিলয়প্রাপ্ত হয় ও পাকোন্মুখ ব্রণ-শোথ সত্বরই পাকিয়া উঠে। সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথে পুল্‌টিস্ ব্যবহার্য্য। আগন্তুজ অর্থাৎ অভিঘাতজ ও বিষজ শোথে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া রহিলে পুল্‌টিসে শীঘ্র পাকে ও পাকিলে কণ্টকাদি অক্লেশে বহির্গত হইয়া যায়। আরও একটি আশ্চর্য্য পুল্‌টিস্ আছে—শুজি ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া দুগ্ধ বা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া পুল্‌টিস্ দিবে। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুল্‌টিসের গুণ ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী দ্রষ্টব্য। বসাইবার, পাকাইবার ও ফাটাইবার—এই ত্রিবিধ গুণ তিল বা তিসির আছে। কারণ ইহারা উভয়েই পিচ্ছিল পদার্থ। এইরূপ অন্যান্য পিচ্ছিল দ্রব্যেও ঐ ত্রিবিধ গুণ অল্পাধিক বিদ্যমান। যেমন—মাষকলাই, শিমুলছাল, লোধ, বেড়েলার পাতা, পুঁইপাতা, জবাফুল, তেলাকুচার পাতা ও

শুক্তি প্রভৃতি। ইহাদের কোন একটি বাটিয়া একটু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়। আবার উহার কোন একটি দ্রব্য বাটিয়া একটু তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথ অতি শীঘ্র পাকিয়া উঠে। পাকিয়া উঠিলে উহাদের সহিত ঘৃত বা তেঁতুল মিশ্রিত করিবে না। তখন উহাদের কোন একটি দ্রব্য জল দ্বারা বাটিয়া পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে এবং শুষ্ক হইলেও শীঘ্র প্রলেপ তুলিবে না; কারণ পিচ্ছিল দ্রব্য শুষ্ক হইলেই পীড়ন করে (চামড়া টানিয়া ধরে) সুতরাং ব্রণ-শোথ বিদীর্ণ হয়। অনেকস্থলে এইরূপ প্রলেপ দ্বারাই ব্রণ-শোথ ফাটিয়া বা ফুটিয়া যায়।

ছোট-ছোট ব্রণ-শোথ (ফোড়া), মুখমণ্ডলের বা তদ্রূপ অন্যান্য সুকোমল অঙ্গের ফোড়া এবং বালকবালিকা বা শিশুদিগের ফোড়ার সূচনা হইলেই ইসব্‌গুল বা তোকমারীর পুল্‌টিস্ লাগাইবে। (এই উভয় দ্রব্যই বেনে-দোকানে পাওয়া যায়)। এই উভয়প্রকার পুল্‌টিস্‌ই ঐসকল ব্রণ-শোথে মহোপকারী এবং ফোড়া বসাইতে, পাকাইতে ও ফাটাইতে সমর্থ। শত-সহস্র স্থলে ইহাদের গুণ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। পুল্‌টিস্-প্রস্তুতের নিয়ম এই— ফোড়ার আয়তন-অনুযায়ী বস্ত্রখণ্ড কাটিয়া লইবে এবং তদুপরি তোকমারী সাজাইয়া রাখিবে ও আস্তে-আস্তে তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিবে। বেশী জোরে জল ছিটাইবে না, ছিটাইলে বীজগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অনন্তর জল লাগিয়া বীজগুলি ফুলিয়া উঠিলে একখানি লোহার হাতায় রাখিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লাগাইবে। অন্যান্য পিচ্ছিল দ্রব্যের ন্যায় ইহাও শুকাইয়া গেলে তুলিতে রোগী একটু যন্ত্রণা বোধ করে, তজ্জন্য একটু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। পাকাইবার সময়ে একটু তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া লইবে; কিন্তু ফাটাইবার সময় ঘৃত বা তেঁতুল মিশ্রিত করিবে না। এই নিয়মে তুলসী-বীজের পুল্‌টিস্ প্রস্তুত করিয়া লাগান যায়। ফল একই প্রকার।

রক্তদোষজনিত ব্রণ-শোথ বা দুষ্টব্রণ-শোথ কিংবা অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় যেসকল ব্রণ-শোথ না বসে কিংবা পাকাইবার জন্য যেসকল ঔষধ উক্ত হইল, যদি তাহাতেও না পাকে, তাহা হইলে পাকাইবার জন্য নিম্নের প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যবের ছাতু জলে গুলিয়া লোহার হাতায় করিয়া আগুনে গরম করিবে, অনন্তর শীতল হইয়া না যায়, এইরূপ ক্ষিপ্রহস্তে উহার সহিত কিঞ্চিৎ সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ব্রণ-

শোথের (ফোড়ার) উপর লাগাইবে। এইরূপ ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পৈত্তিক ও রক্তজ ব্রণ-শোথে লাগাইবে ; সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে ঘৃত ও তৈল উভয় মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে কিংবা যবের ছাতু, তিল ও তিসি সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। প্রলেপের পরিবর্ত্তে পুল্‌টিস্ দিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয়। গমের ভূষি ও মসিনা একত্র কিংবা পৃথক্ বাটিয়া প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দিলেও চলে।

পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দ্বারা ব্রণ-শোথ স্বয়ং ফাটিয়া যায়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু কোমল-অঙ্গের ব্রণ-শোথই প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে। চামড়া পুরু হইলে কেবলমাত্র প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দ্বারা ফোড়া বিদীর্ণ হয় না ; সুতরাং তখন ব্রণ-শোথের যে স্থান উচ্চ দৃষ্ট হইবে, সেই স্থান হইতে পূঁযরক্তাদি নির্গত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিয়া ব্রণ-শোথের চতুর্দ্দিকে পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ দিয়া সেই উচ্চস্থানে একটি সিকি বা আধুলি পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হওয়ার জন্য বিদারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পায়রার বা শকুনির টাটকা অর্থাৎ উষ্ণ বিষ্ঠা, গরুর দাঁত-ঘসা, হরিণের শিং-ঘসা, চিতামূল-বাটা, দন্তীমূল-বাটা, সাজিমাটী ও সাবান—ইহাদের যে-কোন একটি দ্রব্য লাগাইলেও ফোড়া বিদীর্ণ হয় ; কিন্তু যেস্থলে এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিলেও বিদীর্ণ হয় না, সেস্থলে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন, অন্যথা পূঁযরক্তাদি বহির্গত হইতে বিলম্ব হইলে নালী-ঘা বা নাড়ী-ব্রণ হইতে পারে। এক্ষণে বক্তব্য এই—যেস্থানে ব্রণ-শোথ হইয়াছে, সেই স্থানের চামড়া পাতলা কিংবা পুরু এবং কেবল প্রলেপ বা পুল্‌টিস্ দ্বারা ফোড়া বিদীর্ণ হইবে কিনা, অথবা মুখে স্বতন্ত্র বিদারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, কিংবা অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন ; চিকিৎসকের সর্ব্বাগ্রে এইসকল বিবেচনা করা উচিত। অন্যথা একবার প্রলেপ, একবার বিদারক-ঔষধ-প্রয়োগ বা তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে অস্ত্র-প্রয়োগ, এইরূপে পুনঃপুনঃ চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিলে রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না।

বাগী, ফোড়া প্রভৃতি যে কোন প্রকার ব্রণ-শোথই হউক না কেন, পাকিয়া উঠিলেই তন্মধ্যস্থ দুষ্ট পূঁযরক্ত বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। না দিলে বায়ু দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠাদি-রচিত গৃহ দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ দুষ্ট পূঁযরক্ত ক্রমশঃ মাংস, শিরা ও স্নায়ুসমূহ ধ্বংস করিতে থাকে ;

পরন্তু দুষ্টরক্ত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার রক্ত-বিকৃতি-জনিত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। পূঁযরক্ত বাহির করিবার উপায় নানাপ্রকার। যে উপায়ে পূঁযরক্ত বাহির করা যায়, আয়ুর্ব্বেদে তাহাকে পাটন কহে। ব্রণ-শোথ পাকিয়া উঠিলেই অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া, শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কিংবা ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া পূঁযরক্ত বাহির করা যায়। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ঐ তিনটির মধ্যে কোন্ উপায়টি প্রশস্ত ? ইহার উত্তরে এককথায় বলা যাইতে পারে, অস্ত্রপ্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ অস্ত্রপ্রয়োগে মুহূর্ত্ত-মধ্যেই পূঁযরক্ত বহির্গত ও রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয়। শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিলে ব্রণের মুখ তাদৃশ বৃহৎ হয় না, সুতরাং সূক্ষ্ম-মুখ দ্বারা যথোচিত পূঁযরক্ত নির্গত হইতে পারে না, রোগীর যন্ত্রণার কতক লাঘব হইলেও একেবারে শেষ হয় না, পরন্তু নালী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিদারক ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া পূঁয নিঃসারণ করিতে যাইলেও ঐরূপ অবস্থা প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে ; সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তবে সুকুমার বালক, সুকুমার বালিকা, কোমলাঙ্গী যুবতী, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ভয়ার্ত্ত বা দুর্ব্বল ব্যক্তির ব্রণ-শোথে অস্ত্র-প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, উহাদিগের ব্রণ-শোথ বিদারক ঔষধ দ্বারা বিদীর্ণ করিবে। পক্ক-ব্রণ-শোথ অবিলম্বে বিদীর্ণ না করিলে যে-প্রকার অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতে পারে, অপক্ক ব্রণ-শোথ বিদীর্ণ করিলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অনিষ্ট হইতে পারে ; একথা স্মরণ রাখা উচিত। এমন কি অপক্ক-ব্রণ-শোথে অস্ত্র প্রয়োগ করাতে অকস্মাৎ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

যে-কোন প্রকার ব্রণ-শোথের যে-কোন অবস্থায় অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করা যায়। সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথ ও তদানুষঙ্গিক জ্বরে ইহা মহৌষধ। ব্রণ-রোগে অমৃতাদিকাথের প্রয়োগ ও প্রস্তুত-প্রণালী দ্রষ্টব্য।

ব্রণ-শোথে ঔষধ

মাতুলুঙ্গাদিলেপ—বাতজ ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে টাটানি, শূলানি ও ছেঁচানি প্রভৃতি নানাপ্রকার বেদনা থাকিলে এই প্রলেপ লাগাইবে। তিনবেলা অন্ততঃ তিনবার লাগান উচিত, কিন্তু রাত্রিকালে কিংবা ফোড়ার মুখে প্রলেপ লাগাইবে না। ইহার প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া যায়।

মাতুলুঙ্গাদিলেপ। ছোলঙ্গ-গাছের মূলের ছাল, কেলেকড়ার মূল, দেবদারু, রাস্না এবং গণিয়ারী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া ও কলার পাতায় রাখিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শাখোটকলেপ—বাতিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই লেপ তাহাতে প্রয়োগ করিবে। ইহার প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া যায়।

শাখোটকলেপ। শেওড়া-বৃক্ষের মূলের ছাল কাঁজির দ্বারা বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পুনর্নবাদিলেপ—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে বাতশ্লৈষ্মিক নানাপ্রকার বেদনা থাকিলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহার প্রয়োগে অতি কঠিন ব্রণ-শোথও অতি শীঘ্র বসিয়া যায়।

পুনর্নবাদিলেপ। শ্বেতপুনর্নবা, সজিনামূলের ছাল, দেবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর ও শুঁঠ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণপূর্ব্বক কলার পাতায় রাখিয়া উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ বা আগন্তুজ-ব্রণ-শোথের যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্রণ শোথের মহৌষধ। অতি প্রবৃদ্ধ-শোথ, এমন কি, ফিরঙ্গজনিত দুষ্ট শোথ অর্থাৎ বাগীও ইহার প্রভাবে বসিয়া যায়। এই পাঁচটির মধ্যে কোনও একটি বা দুইটির অভাব হইলে যে কয়েকটি পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাই প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ-ব্রণ-শোথে প্রলেপ দিতে হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে এবং উষ্ণ করিবে না। অন্যান্য শোথে উষ্ণ করিয়া লাগাইবে। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্লবেতস,—এই পঞ্চদ্রব্যের ছালকে পঞ্চবল্কল কহে। ব্রধ্নরোগে পঞ্চবল্কলপ্রলেপ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে অম্লবেতসের পরিবর্ত্তে ভ্রমবশতঃ বকুলছাল লিখিত হইয়াছে। অম্লবেতসকে কোন-কোন প্রদেশের লোকে থৈকল, কেহ বা বনচালিতা কহিয়া থাকে, উহার অভাবে কৃষ্ণবেতের মূলও প্রয়োগ করা যায়।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চক্ষীরলেপ—পঞ্চবল্কলপ্রলেপ যে-যে ব্রণ-শোথে যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, পঞ্চক্ষীরলেপও সেই-সেই ব্রণ-শোথে সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। পাঁচটি ক্ষীরের অভাব হইলে যে-কয়েকটি পাওয়া যাইবে, তাহাই কিংবা একটি বা দুইটির ক্ষীর প্রয়োগ করিলেও চলে।

পঞ্চক্ষীরলেপ। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্লবেতস; এই পাঁচটি বৃক্ষের ক্ষীর সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। গরম করিবার আবশ্যকতা নাই।

ধুস্তূরাদিলেপ—বাতিক বা শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অতিশীঘ্র ফুলা ও বেদনা কমে এবং ফোড়া বসিয়া যায়।

ধুস্তূরাদিলেপ। ধুতুরাপাতা ও আদা সমানভাগে লইয়া হুঁকার কটুজল দ্বারা বাটিবে এবং গরম করিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে। ইহার সহিত একভাগ সজিনার ছাল মিশ্রিত করিলে অধিক ফলপ্রদ হয়। বাতিক ব্রণ-শোথে প্রলেপ দিতে হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত বা তৎপরিবর্ত্তে একভাগ তিল কিংবা তিসি (মসিনা) মিশ্রিত করিলে মহোপকার দর্শে। কেবল সজিনার ছাল হুঁকার জলদ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলেও অসীম উপকার হয়।

চন্দনাদিলেপ--পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ-ব্রণ-শোথে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা দাহ ও বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিনষ্ট হয় এবং শোথ বসিয়া যায়।

চন্দনাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দূর্ব্বাদিলেপ—পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ-ব্রণ-শোথে অত্যধিক জ্বালা ও বেদনা থাকিলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

দূর্ব্বাদিলেপ। কচি দূর্ব্বাঘাস, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন সমভাগে লইয়া দুগ্ধসহ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল দূর্ব্বাঘাস ও রক্তচন্দন বাটিয়া প্রলেপ দিলেও অসাধারণ উপকার হয়। আবশ্যকমত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কটুফলাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শোথ বসিয়া যায়। চিকিৎসকশিরোমণি গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় শ্লৈষ্মিক শোথে প্রায়শঃ এই যোগটি প্রয়োগ করিতেন। বাতিক শোথে প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার সহিত একভাগ তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে।

কট্‌ফলাদিলেপ। কট্‌ফল, কুড়, কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠ ; এইসকল সমভাগে লইয়া হুঁকার কটুজলে বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে।

সুরসাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক ব্রণ-শোথ কঠিন, পাণ্ডুবর্ণ, চক্‌চকে, শীতল ও কণ্ডুযুক্ত হইলে অথবা সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে ঐসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই লেপ শোথস্থানে লাগাইবে। ইহাতে শোথ কোমল হয় ও শীঘ্র বসিয়া যায়। হুঁকার জল বা গোমূত্রের দ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে।

সুরসাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তিললেপ—পৈত্তিক ব্রণ-শোথে অত্যন্ত দাহ ও বাতজ-ব্রণ-শোথে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে এই লেপ পুনঃপুনঃ লাগাইবে। ইহা ব্রণ-শোথের জ্বালা ও বেদনা-নিবারণের মহৌষধ। সান্নিপাতিক শোথের বেদনা এবং জ্বালাও ইহা দ্বারা শীঘ্র প্রশমিত হয়।

তিললেপ। কৃষ্ণতিল খোলায় করিয়া অল্প ভাজিয়া অল্প দুগ্ধে ফেলিবে, অনন্তর ঐ দুগ্ধ দ্বারা সেই তিল বাটিয়া লাগাইবে।

মরিচাদিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

মরিচাদিলেপ। গোলমরিচ ও মুসব্বর সমভাগে লইয়া আদা ও ধুতুরা-পাতার রসে বাটিয়া লইবে। অথবা কেবল মুসব্বর, আদা বা ধুতুরাপাতার রসে বাটিয়া কিংবা গোলমরিচ ঘসিয়া লাগাইবে, ইহাতে ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়।

অহিফেনলেপ—রক্তজ ও আগন্তুজ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-শোথ পাকিবার উপক্রমেও এই প্রলেপে বসিয়া যায়।

অহিফেনলেপ। আদা বা ধুতুরাপাতার রসে আফিম গুলিয়া প্রলেপ দিবে।

জয়ন্ত্যাদিস্বেদ—ব্রণ-শোথে অধিক বেদনা ও ফুলা থাকিলে এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে।

জয়ন্ত্যাদিস্বেদ। জয়ন্তীপাতা, সজিনার ছাল, নিসিন্দাপাতা ও ধুতুরাপাতা ; এইসকল একত্র ছেঁচিয়া কলার বা ভেরেণ্ডার নরম পাতায় রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পুঁটুলী করিয়া আগুনে গরম করিয়া স্বেদ দিবে।

ব্রণ-শোথরোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—জ্বর থাকিলে বার্লি বা যবমণ্ড দুগ্ধসহ পথ্য দিবে। যবের ছাতু, যবতণ্ডুল দ্বারা বা ময়দার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, আটার রুটি অথবা লুচি, মাংসযূষ,

খৈর মণ্ড, ঘৃত, অড়হর ও মুগের ডাল, চিনি, মিশ্রী, বেগুন, কাকুড়, পটোল, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাতা বা পাটশাক, করলা অথবা বেতের ডগা বা নিম-পাতার শুক্ত, কচিমূলা, সুষুনিশাক, শালিঞ্চশাক, ন'টেশাক, বেতোশাক, কাঁটাল, মোচা, থোড়, কাঁচকলা, ঠ'টেকলা, কিস্‌মিস্‌ এবং মধুররস ও তিক্ত-রসবিশিষ্টদ্রব্য ; এইসকল দ্রব্য ব্রণ-শোথ, ব্রণ, নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা) ও সদ্যোব্রণরোগে সুপথ্য।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিলের প্রস্তুত দ্রব্য, মটর, মাষকলাই, কুল্‌থীকলাই, গুড়, শীতলজল, শাক, বিদাহী বা পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য প্রভৃতি ব্রণ-শোথ বা ফোড়া-রোগে ইহা অপথ্য, সুতরাং ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

ব্রণরোগ-চিকিৎসা

(অ্যাব্‌সেস্‌)

বাতিক ব্রণের লক্ষণ—বাতিক ব্রণ শ্যামবর্ণ, কখনও অধিক বেদনাযুক্ত, কখনও বা অল্পবেদনাযুক্ত হয় এবং ব্রণের মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ করে।

পৈত্তিক ব্রণের লক্ষণ—পৈত্তিক ব্রণে রোগীর দাহ, মোহ, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্ম হয় এবং ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূঁযরক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক ব্রণের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক ব্রণে ব্রণ পিচ্ছিল, ভারবিশিষ্ট, স্তিমিত (ভিজা-ভিজা), স্নিগ্ধ (চক্‌চকে, তৈল বা ঘৃত মাখাইলে যেরূপ দেখা যায়), পাণ্ডুবর্ণ, অল্পবেদনাযুক্ত ও অল্পক্লেদবিশিষ্ট হয়, পরন্তু ব্রণের সমস্তাংশ এককালে পাকে না, ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে।

রক্তজনিত ব্রণের লক্ষণ—রক্তজনিত ব্রণে ব্রণ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহা হইতে পূঁয বহির্গত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক ব্রণের লক্ষণ—সান্নিপাতিক ব্রণে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই দোষত্রয়ের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

ব্রণের সুখ-সাধ্য লক্ষণ—তরুণবয়স্ক ব্যক্তির মর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিয়া ব্রণ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল-জাত না হইলে ও উপদ্রব (জ্বরতৃষ্ণাদি)-বিহীন হইলে সুখসাধ্য অর্থাৎ সহজে আরোগ্য হয়।

ব্রণের কৃচ্ছ্র্সাধ্য লক্ষণ—যে ব্রণ মর্ম্মস্থানে কিংবা ত্বক্ ও মাংসাদি ব্যতীত গম্ভীর ধাতু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, অথচ যাহাতে মারাত্মক উপসর্গ বিদ্যমান থাকে না কিংবা দুই-একটি বলবান্ উপসর্গ থাকিলেও যে ব্রণ মর্ম্মস্থানোৎপন্ন বা গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী নহে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে প্রশমিত হয়।

ব্রণের অসাধ্য লক্ষণ—বলবান্ বা মারাত্মক উপসর্গবিশিষ্ট অথচ গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী ব্রণরোগ দুর্ব্বল ব্যক্তির হইলে তাহা অসাধ্য।

দুষ্টব্রণের লক্ষণ—দূষিত ব্রণ অতি দুর্গন্ধযুক্ত, শুদ্ধব্রণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট, দীর্ঘকালস্থায়ী অর্থাৎ শীঘ্র আরোগ্য হয় না, পরন্তু ব্রণ হইতে সর্ব্বদা পূঁযযুক্ত দূষিত রক্তস্রাব হয় ও ব্রণের মধ্যে গর্ত্ত হইয়া থাকে।

শুদ্ধব্রণের লক্ষণ—শুদ্ধব্রণ জিহ্বার তলদেশের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কোমল, চক্‌চকে ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট হয় এবং ঐ ব্রণ হইতে দূষিত বা দুর্গন্ধ পূঁযরক্তাদির স্রাব হয় না, স্রাবের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ঐ ব্রণের মধ্যে গর্ত্ত দৃষ্ট হয় না।

শুষ্কাবস্থাপন্ন ব্রণের লক্ষণ—ব্রণ শুষ্ক হইয়া আসিলে তাহার অভ্যন্তরভাগ পাণ্ডু বা ধূম্রবর্ণ অথচ ক্লেদ অর্থাৎ পূঁযরক্তাদিশূন্য দৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ চতুর্দ্দিক্ পূরিয়া উঠে, কোনস্থানে ফাট্ বা গর্ত্ত থাকে না, পরন্তু ব্রণে ঘামাচির ন্যায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুষ্ক ব্রণের লক্ষণ—ব্রণ শুষ্ক হইলে উহা সমতল অর্থাৎ উচ্চতা ও নিম্নতারহিত, কোমল অথচ বেদনা ও স্রাবরহিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্মের সমতুল্য বর্ণযুক্ত হয়।

ব্রণের অপর কৃচ্ছ্র্সাধ্য লক্ষণ—কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ও মধুমেহ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কিংবা দূষীবিষাক্রান্ত (এড়াবিষ দ্বারা পীড়িত) রোগীর ব্রণ জন্মিলে তাহা কৃচ্ছ্র্সাধ্য অর্থাৎ কষ্টে আরোগ্য হয়, ব্রণের উপরে ব্রণ উৎপন্ন হইলে তাহাও কৃচ্ছ্র্সাধ্য।

ব্রণের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ—আগন্তুজ-ব্রণ বা সম্ভোব্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা কিংবা মস্তিষ্কের ঘি বহির্গত হইলেও ঐ ব্রণ সাধ্য, কিন্তু দোষোৎপন্ন ব্রণ হইতে ঐসকলের স্রাব হইলে তাহা অসাধ্য।

ব্রণরোগীর অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু-লক্ষণ—যে-ব্যক্তির ব্রণ হইতে মদ্য, অগুরু, ঘৃত, চন্দন বা জাতী, পদ্ম, চাঁপা অথবা পারিজাত পুষ্পের ন্যায় গন্ধ নির্গত হয়, তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিবে।

ব্রণের অপর অসাধ্য লক্ষণ—দেহের মর্ম্মস্থানে ব্রণ জন্মিলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ও সেই ব্রণ হইতে অত্যধিক পূঁযরক্তের স্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বলক্ষয়, মাংসক্ষয় (শীর্ণতা), শ্বাস, কাস, অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে সেই ব্রণরোগীকে পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত যে-ব্রণরোগীর দেহের অভ্যন্তরে দাহ অথচ বহির্ভাগে শীতলতা কিংবা অভ্যন্তরে শীতলতা ও বাহিরে দাহ প্রকাশ পায়, পরন্তু নানাবিধ-ঔষধ-প্রয়োগেও উপকার হয় না, তাহার জীবনের আশা থাকে না।

ব্রণরোগ-চিকিৎসা-বিধি

শরীরের স্থান-বিশেষ সীমাবদ্ধরূপে ফুলিয়া উঠিলে এবং তাহা হইতে পরিণামে ব্রণ জন্মিবার সম্ভাবনা লক্ষিত হইলে তাহাকে ব্রণ-শোথ বলা যায়। ইংরেজিতে ব্রণ-শোথের প্রথম অবস্থাকে ইন্‌ফ্লামেশন্ এবং পরবর্ত্তী অবস্থাকে অ্যাব্‌সেস্ কহে। প্রদাহ অর্থাৎ জ্বালা-যন্ত্রণার সহিত কোনস্থান ফুলিয়া উঠিলে তাহাই ইন্‌ফ্লামেশন্ নামে অভিহিত হয়; আর উক্ত প্রদাহিত স্থানে পূঁয-সঞ্চয়ের প্রারম্ভ হইতে ক্ষত প্রকাশ ও তাহা শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত অ্যাব্‌সেস্ বলা যায়। ব্রণ-শোথ যাবৎ আমাবস্থা (অপক্কাবস্থা) অতিক্রম করিয়া পক্কাবস্থাপ্রাপ্ত ও বিদীর্ণ না হয়, তাবৎ উহা ব্রণ-শোথ-নামে অভিহিত; কিন্তু পাকিলে যে কোন উপায়ে অর্থাৎ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া, শস্ত্র দ্বারা বিন্ধিয়া কিংবা বিদারক ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া পূঁযরক্ত বাহির করিয়া দিতে হয়, পূঁযরক্তাদি বাহির করিবার জন্য যে ক্ষত অর্থাৎ ঘা প্রকাশ পায়, তাহাকে ব্রণ কহে। সংস্কৃতে যাহাকে ব্রণ কহে, চলিত কথায় তাহাকেই ক্ষত বা ঘা কহে। ব্রণ-শোথে যে পর্য্যন্ত ক্ষত প্রকাশ না পায়, তাবৎ ব্রণ-শোথের চিকিৎসা করিবে,

কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে ব্রণ-রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। ব্রণ সাধারণতঃ দুই প্রকার, শারীর-ব্রণ ও আগন্তুজ ব্রণ। শারীর ব্রণ দোষোৎপন্ন অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া ঐ ব্রণ উৎপাদন করে, যেমন—ফিরঙ্গ-জনিত বাগী ও প্রমেহ-পিড়কা অর্থাৎ বিদ্রধি প্রভৃতি। আর অস্ত্রে কোন অঙ্গ কাটিলে, কোন অঙ্গে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে, আগুনে কোন অঙ্গ দগ্ধ হইলে অথবা কোন অঙ্গে কোন কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণ বা আঘাত লাগিলে ত্বক্ (চর্ম্ম) ও মাংসের অপচয়বশতঃ যে ক্ষত বা ঘা উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগন্তুজ-ব্রণ কহে। আগন্তুজ অর্থাৎ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় এজন্য উহার নাম আগন্তুজ-ব্রণ। আগন্তুজ-ব্রণের অপর নাম সদ্যোব্রণ। আগন্তুজ বা সদ্যোব্রণে যাবৎ পূঁযোৎপত্তি না হয়, তাবৎ সদ্যোব্রণের চিকিৎসা করিবে; পূঁযোৎপত্তি হইলেই ব্রণরোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

ব্রণশোথ যেমন নানাপ্রকার—ব্রণও তদ্রূপ নানাপ্রকার। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে ব্রণ সহজ বা অনায়াস-সাধ্যরোগ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষতঃ রক্তদোষ বা প্রমেহজনিত ব্রণ অর্থাৎ পিড়কা কষ্টসাধ্য, তন্মধ্যে আবার মধুমেহজনিত ব্রণ অর্থাৎ কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতি অতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি, এমন কি বিদ্রধিকে অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্রধি-চিকিৎসা অতঃপর স্বতন্ত্র বর্ণিত হইবে।

পক্ক-ব্রণ-শোথ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিলে কিংবা ঔষধের প্রভাবে বিদীর্ণ হইলে ব্রণ-মধ্যস্থ পূঁযরক্ত সমস্ত নির্গত হয় না, কতক ভিতরে থাকিয়া যায়, একারণ ব্রণের চতুর্দ্দিকে চাপিয়া, টিপিয়া বা ঔষধের সাহায্যে পূঁযরক্তাদি বাহির করিয়া দিতে হয়। এইরূপ চাপিয়া, টিপিয়া অথবা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পূঁযরক্তাদি বাহির করাকে সংস্কৃতে অবপীড়ন কহে। পক্কশোথ বিদীর্ণ হইবামাত্রই চাপিয়া, টিপিয়া পূঁযরক্তাদি বাহির করিয়া দিবে, অনন্তর অসময়ে ব্রণের মুখ অর্থাৎ পূঁযরক্ত-নিঃসরণের পথ বন্ধ হইয়া না যায়, তজ্জন্য তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া এক বা দুই অঙ্গুলি চওড়া ও প্রয়োজনমত লম্বা পরিষ্কার মিহি-কাপড়ের ফালিতে মাখাইয়া উহা কাচ্লা-নামক ঘাসের ডাঁটার দ্বারা আস্তে-আস্তে ঘায়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ফলতঃ এরূপ আকারের বস্ত্রখণ্ড লইবে, যেন তদ্দ্বারা পূঁযরক্তাদি নিঃসৃত হইবার জন্য যে স্থানটা খালি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইতে পারে। ক্ষতমুখ

সরু হইলে তাহাতে ঐরূপ কাপড়ের ফালি প্রবেশ করান যায় না, এমতাবস্থায় তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া বাটিয়া এক টুকরা কাপড়ে মাখাইয়া রৌদ্রে একটু শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি অর্থাৎ পলিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঘা-মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিবে। এরূপভাবে প্রবিষ্ট করাইবে, যেন ঐ পলিতার এক বা দুই অঙ্গুলি আন্দাজ ঘা-মুখের বাহিরে থাকে এবং পরদিন ঐ পলিতা ধরিয়া টানিলে উহা বহির্গত হইয়া আইসে। অনন্তর পেঁজা-তুলায় ঘৃত মাখাইয়া ঘা-মুখে বিছাইয়া এবং ঘা-মুখের চতুর্দ্দিকে অবপীড়ন প্রলেপ লাগাইয়া তদুপরি নরম কলার পাতা অথবা পান রাখিয়া কাপড়ের পটী জড়াইয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিবে। অবপীড়ন প্রলেপ নানাপ্রকার; গন্ধবিরাজ, শুজি, তিসি, তোক্‌মারি, বেড়েলার পাতা ও শিমুলবৃক্ষের ছাল প্রভৃতি পিচ্ছিলদ্রব্যমাত্রেই অবপীড়ন গুণবিশিষ্ট। ইহার কোন একটি দ্রব্য উত্তমরূপে বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেই চলে; কিন্তু মাষকলাই, যব-চূর্ণ ও ময়দার অবপীড়ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপকারী। ঐ তিনটি দ্রব্য সমান-ওজনে লইবে। প্রথমতঃ মাষকলাই ওজন করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উহার সহিত যব-চূর্ণ ও ময়দা মিশ্রিত করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপ শুষ্ক হইলেও ক্ষতি নাই, উপকারই হয়। কারণ প্রলেপ শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রণ অত্যধিক পীড়িত হয় ও ব্রণ-মধ্যস্থ পূঁযরক্তাদি অক্লেশে বাহির হইয়া আইসে। অবপীড়ন-প্রলেপের উপরে কেহ কেহ পান বা কলার নরম পাতা বিছাইয়া তদুপরি তিসির পুল্‌টিস্ বা শুজির পুল্‌টিস্ বসাইয়া বাঁধিয়া রাখেন এবং পুল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইলে পুনর্ব্বার ঐ বন্ধন খুলিয়া নূতন পুল্‌টিস্ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখেন। এই প্রণালীতে অধিক ফল পাওয়া যায়, তবে দুষ্টব্রণ ব্যতীত এতাদৃশ পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই। ক্ষত ক্ষুদ্র হইলে ঘা-মুখে পলিতা বসাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তুলসীপাতা ও লবণ একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা অবপীড়ন-প্রলেপ দিবে। প্রথমতঃ ঘা-মুখ ঘৃতমাখান পেঁজা-তুলা দ্বারা এরূপভাবে আবৃত করিয়া লইবে, যেন লবণসংযুক্ত তুলসীপাতার রস ঘা মুখে না লাগে।

ক্ষতস্থান কদাপি খোলা রাখিবে না। খোলা রাখিলে হাওয়া লাগিয়া ঘায়ের উপরিভাগ পাতলা পরদা দ্বারা আচ্ছাদিত হয় কিন্তু ক্ষত কখনও শুষ্ক হয় না, পরন্তু ঐ পর্দ্দার নিম্নে অতিশীঘ্র অধিক পরিমাণে পচ্‌া সঞ্চিত

হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এমন কি ঐ অবস্থায় নালী হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা।

ক্ষতস্থান উল্লিখিত উপায়ে যেদিন বাঁধিয়া রাখিবে, তৎপরদিন আবার বন্ধন খুলিয়া প্রথমতঃ ঈষৎ উষ্ণজল দ্বারা ভিজাইয়া আস্তে-আস্তে পেঁজা তুলা ও ব্রণ-মধ্যস্থ পলিতা বা কাপড়ের ফালি খুলিবে, পরে নিমপাতাসিদ্ধ জল বা নিমপাতা ও পলুতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিনের নিয়মানুযায়ী বাঁধিয়া রাখিবে।

তিল ও নিমপাতার গুণে পচ্‌লা দূরীভূত হইয়া ক্ষত পূর্ণ হয়। উহা যেমন ব্রণ-শোষক, তেমনি ব্রণপূরক ও রোপক। ধুইবার জন্য জলপ্রস্তুতের নিয়ম এই—নিমপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ১৬ তোলা অথবা নিমপাতা ১ তোলা, পটোলপাতা ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। যে পর্য্যন্ত ক্ষত একেবারে শুষ্ক না হয়, তাবৎ এই নিয়মে কার্য্য করিবে। ক্ষত-চিকিৎসার ইহাই সাধারণ নিয়ম; এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে অধিকাংশ ক্ষত পরিস্কৃত ও পরিপূর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়, কিন্তু দুষ্টব্রণ উক্ত নিয়মে ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারাও শুষ্ক হয় না, ঐ অবস্থায় দুষ্টব্রণকে শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। দুষ্টব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিমপাতাসিদ্ধ জল বা পলুতা ও নিম-পাতাসিদ্ধ জলের পরিবর্ত্তে হরীতক্যাদিক্বাথ দ্বারা দুষ্টক্ষত ধৌত করিবে। এই ক্বাথ ব্রণ-শোধন-কার্য্যে যে কত উপকারী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহারা ডাক্তারি ঔষধের প্রশংসায় দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ক্বাথটি প্রয়োগ করিলে ইহার আশ্চর্য্যগুণে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। ধৌত করিবার সময়ে প্রয়োজনমত ব্রণের অভ্যন্তর পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট-বড় পিচ্‌কারী ব্যবহার করা যায়। দুষ্টব্রণ দিবসে অন্ততঃ দুইবার ধৌত করা উচিত। ক্বাথজল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া তদ্দ্বারা পিচ্‌কারী পূর্ণ করিয়া আস্তে-আস্তে বা আবশ্যকমত একটু জোরে অভ্যন্তরভাগ ধৌত করিবে। ধুইয়া একখণ্ড মিহি পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ব্রণ-মধ্যস্থ জল মুছিয়া তৎপরে তিলাষ্টকলেপ, নিম্বপত্রাদিলেপ কিংবা হরিদ্রাদ্যলেপ—ইহাদের যে-কোন একটি প্রলেপ ক্ষত-স্থানে লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমত বাঁধিয়া রাখিবে। ঘায়ে বেশী পচ্‌লা বা পচা মাংসাদি না থাকিলে একমাত্র শারিবালেপ প্রয়োগ করিলেও চলে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণতিল ও যষ্টিমধু কিংবা নিমপাতা ও তিল

অথবা নিমপাতা, তিল ও যষ্টিমধু একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা একমাত্র ছাতিমগাছের ক্ষীর, (কস বা আঠা) ক্ষতস্থানে লাগাইলে দুষ্টক্ষত অতি শীঘ্র বিশুদ্ধ হয়। ক্ষত সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলে ঘায়ের উপরের পচ্‌লা উঠিয়া যায়, মধ্যস্থ গর্ত্ত পূরিয়া উঠে, বেদনা কমে, রস, রক্ত ও পূঁযে দুর্গন্ধ থাকে না, অথচ স্রাবের পরিমাণ হ্রাস পায়; তখন রোপণ অর্থাৎ ঘা শুকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষত শুষ্ক হওয়ার জন্য নিম্বঘৃত প্রসিদ্ধ ঔষধ। একমাত্র নিম্বঘৃত-প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষত আরোগ্য হয়। কচি নিমপাতা ও তিল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা নিমপাতা, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রার ছাল একত্র বাটিয়া ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। নরাস্থিলেপ ক্ষত-শুষ্ককরণে অসাধারণ ঔষধ; কিন্তু অস্থি পুরাতন হওয়া চাই, নূতন লইবে না। ফিরঙ্গজনিত ক্ষত বা অতি পুরাতন দুষ্টক্ষতও উহার প্রয়োগে আরোগ্য হয়। এইপ্রকার আরও একটি আশ্চর্য্য ঔষধ আছে—পঞ্চবল্কল-প্রলেপ; ইহার প্রয়োগে অতি কষ্টসাধ্য ক্ষত আরোগ্য হয়। এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান দেখিতে যখন জিহ্বার তলদেশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইবে ও তাহাতে ক্ষুদ্র দানাযুক্ত মাংসাঙ্কুর উদ্গত হইবে এবং ক্ষত পূর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রায় সমতুল্য হইবে, অথচ ঘায়ে জ্বালাযন্ত্রণা ও স্রাব থাকিবে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, ক্ষত আরোগ্য হইতে আর বিলম্ব নাই। এই অবস্থায় কেবলমাত্র শতধৌতঘৃত তুলায় মাখাইয়া ঐ তুলা লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেই চলে।

ঘায়ের মধ্যে গর্ত্ত হওয়া দুষ্টব্রণের আর একটি লক্ষণ। গর্ত্ত হইলে একদিক্ উচ্চ হয়; যে স্থান উচ্চ হয়, সে স্থানকে সমতল করিয়া লইতে হয়, নচেৎ ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না। ঐসকল ব্রণ-শোধক ঔষধে প্রায়শঃ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু যদি বিলম্ব হয়, তবে একখণ্ড কাঁচা তুঁতিয়া জলে ডুবাইয়া চিম্‌টা দ্বারা ধরিয়া আস্তে আস্তে ঘায়ের উচ্চস্থানের উপর বুলাইয়া আনিবে; দুই-একবার বুলাইয়া আনিলেই ঐ স্থান একটু সাদা হইবে, তখন উহাতে ব্রণ-শোধক লেপ প্রয়োগ করিবে। বেশী বুলাইলে জ্বালা করিতে পারে। ইহাতে উচ্চস্থান বিনা-জ্বালা-যন্ত্রণায় সমতল হয়। ডাক্তারখানায় এই নিয়মে চিকিৎসা করা হয়। ক্ষত ধৌত না করিলে উহাতে কীট বা পোকা জন্মে; এই অবস্থায় আগে ঐ পোকা বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ ব্রণ-শোধক প্রলেপ লাগাইবে। পোকা

বিনষ্ট করিবার জন্য নিমপাতা, নিসিন্দাপাতা ও ডহরকরঞ্জার পাতা সমভাগে একত্র বাটিয়া কিংবা তদভাবে কেবলমাত্র রসোন বাটিয়া ক্ষতমধ্যে প্রলেপ দিবে।

সূক্ষ্মমুখ-ব্রণ

একপ্রকার ব্রণ বা ক্ষত আছে, তাহার মুখ সূক্ষ্ম অর্থাৎ সরু, অথচ ভিতরের আয়তন বৃহৎ। এইরূপ ব্রণ হইতে পূঁয যথোচিতরূপে নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং পূঁয ভিতরে আবদ্ধ রহিয়া প্রথমতঃ স্বীয় বাস্তু ধ্বংস করে, পশ্চাৎ পার্শ্ববর্ত্তী শিরা, স্নায়ু ও মাংস বিনষ্ট করিয়া বিষম অনিষ্ট সঙ্ঘটন করে। এই অবস্থায় ঐ ব্রণে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না, ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে ব্রণের মুখ বড় করিয়া লইতে হয়। নিমপাতা বাটিয়া ঘা-মুখে লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ঘা-মুখ বড় হয়। আপাঙের পাতা ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া ঘা-মুখের চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে উক্ত প্রলেপের স্থান ফাটিয়া পূঁযরক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে। ভিতরের পূঁযরক্ত-নিঃসরণের আর একটি আশ্চর্য্য ঔষধ বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসীর বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় পদ্মডাক্তার প্রয়োগ করিতেন; বলা বাহুল্য, এখন উহা বহুপ্রচলিত। এই ঔষধটি সূক্ষ্ম-মুখ-ব্রণে ও নালী-ঘায়ে প্রয়োগ করিলে ভিতরের দূষিত পূঁযরক্তাদি আকর্ষণ করিয়া বাহির করে, সূক্ষ্ম-মুখ-ব্রণে অগ্রে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ নিমপাতা-বাটা ঘা-মুখে দিলে ঘা-মুখ বড় হয়। ইহা বহু-পরীক্ষিত এবং বিখ্যাত ঔষধ। ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম এই—হিঞ্চে বা হেলেঞ্চা নামক প্রসিদ্ধ তিক্তরসবিশিষ্ট জলজ শাকের শিকড় জলে ধুইয়া কুচি-কুচি করিয়া কাটিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে, কিন্তু ছেঁচিবে না, ছেঁচিলে রস বাহির হইয়া যাইবে। পরে ফোড়ার আয়তন অপেক্ষা কিছু বড় চারি খানি কলার নরম পাতা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া সূক্ষ্মমুখ লোহার শলাকা দ্বারা উহাতে বহু-ছিদ্র করিবে। এইরূপে ছিদ্রবিশিষ্ট দুইখানি পাতা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া তদুপরি ঐ কুচিগুলি রাখিয়া ফোড়ার উপরে বসাইবে এবং অন্য ছিদ্রযুক্ত কলার পাতা দুইখানি তাহার উপরে রাখিয়া ঢাকা দিয়া কাপড়ের পটী দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। এরূপভাবে বাঁধিবে, যেন বাঁধন না নড়ে অথবা ঢিলা হইয়া সরিয়া না যায়। এইরূপে দুইদিন দুইরাত্রি অতীত হইয়া যাইলে বাঁধন খুলিলেই দেখা যাইবে, ভিতরের পূঁযরক্ত সমস্ত বহির্গত হইয়া পটী ভিজিয়া গিয়াছে, তখন নিমপাতা-

সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধুইয়া নিমপাতাবাটা ঘা-মুখে লাগাইয়া পুনর্ব্বার বাঁধিয়া রাখিবে, এইরূপভাবে দুইতিনদিন ঔষধ লাগাইলে দেখা যাইবে যে, ঘা-মুখ বেশ বড় এবং ঘা লালবর্ণ হইয়াছে, তখন ঘা শুকাইবার জন্য নিম্বঘৃত প্রয়োগ করিলেই চলিবে।

ঘা-মুখ বড় করিবার আরও একটি ভাল ঔষধ আছে। বিশুদ্ধ সীজের ক্ষীর একতোলা ও এক আনা তুঁতিয়া-ভস্ম উত্তমরূপে পেষণ করিয়া একখানি ব্লটিং কাগজে মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ঐ কাগজ কাঁচি দ্বারা একটা দুয়ানির পরিমাণ কাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইবে। তুঁতিয়ার পরিমাণ বেশী হইলে জ্বালা করে। কেহ কেহ কাগজখানিকে লাল করিবার নিমিত্ত ঐ সঙ্গে একটু মেজেণ্টার রং মিশ্রিত করিয়া থাকেন।

পুরাতন দুষ্টক্ষত

একপ্রকার পুরাতন দূষিত ঘা আছে, ব্রণ-শোধক ঔষধাদি প্রয়োগ করিলেও তাহার বিশেষ উপকার হয় না, উপরে সর্ব্বদা ময়লা বা পচ্‌লা সঞ্চিত থাকে; ভিতরে সর্ব্বদা শুড়্‌শুড়্‌ করে, যেন পোকা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বেশী বেদনা বা জ্বালাযন্ত্রণা থাকে না, এরূপ ঘায়ের একটি আশ্চর্য্য ঔষধ নিম্নে লিখিত হইল। ঘায়ের আয়তন অপেক্ষা ছোট একখানি ছাগলের মাংস ঘায়ের উপর এরূপভাবে বসাইবে, যেন ক্ষতস্থান বেশ চাপা পড়ে এবং যেন ঘায়ের কোন অংশ খালি না থাকে। এইরূপে বসাইয়া তদুপরি কলার নরম পাতা বা ক্ষত ছোট হইলে পান রাখিয়া কাপড়ের পটী জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে, একদিন-একরাত্রি এইরূপে বদ্ধ রাখিবে পরে খুলিয়া যদি দেখা যায়, ঘা বেশ পরিষ্কার হইয়া শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তবে নিমপাতাসিদ্ধ জলে ধুইয়া রোপক অর্থাৎ ঘা শুকাইবার ঔষধ লাগাইবে। আর যদি ভাল পরিষ্কার হয় নাই বলিয়া বোধ হয়, তবে পুনর্ব্বার আর একখণ্ড টাট্‌কা মাংস লাগাইয়া ঐরূপ বাঁধিয়া একদিন-একরাত্রি রাখিবে। প্রায়শঃ দুই-তিনবারের বেশী মাংস লাগাইতে হয় না।

নাড়ীব্রণ বা নালী-ঘা বা সাইনাস্‌

অপক্ক-ব্রণ-শোথ বা পক্ক-ব্রণ-শোথ উপেক্ষা করিলে দূষিত পূঁয ও রক্তাদি বহির্গত হইতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী ত্বগ মাংসাদি বিদীর্ণ করিয়া অন্তঃচ্ছিদ্র-

যুক্ত লতার ন্যায় যে ক্ষত প্রকাশ করে, তাহাকে সংস্কৃতে নাড়ীব্রণ ও চলিত-কথায় নালী-ঘা বা শোষ কহে। ইংরেজীতে ইহাকে সাইনাস্ কহে। ব্রণশোথ প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাকে বসাইবার অথবা পাকাইবার চেষ্টা না করিলে তন্মধ্যস্থ দূষিত রক্ত ও মাংসাদি ভেদ করিয়া নালী উৎপাদন করে। আবার ছেদন করিয়াই হউক বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক, পক্ক-ব্রণ-শোথের মধ্যস্থ পূঁয বাহির করিয়া না দিলেও চর্ম্মমাংসাদি ভেদ করিয়া নালী উৎপাদন করে। অপর সদ্যোব্রণ বা আগন্তুজ-ব্রণ হইতেও ঐ উভয় কারণে নালী হইতে পারে। আবার কোন অঙ্গের কোন স্থানে কণ্টক বা শল্যাদি প্রবিষ্ট হইলে যদি তাহা সময়ে বাহির করা না যায়, কিংবা কিয়দংশ ভিতরে রহিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেও নালী হইতে পারে। নালী প্রকাশ পাইলে ভগন্দররোগোক্ত স্নুহ্যাদিবর্ত্তি প্রয়োগ করিবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া নিমপাতাসিদ্ধ জলে ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে। এইরূপ প্রত্যহ রীতিমত ধৌত ও বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষত পরিষ্কার ও নালীর আকার বড় হইয়া আসিবে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলেই অনেক নালী-ঘা আরোগ্য হয়, কিন্তু যদি উহাতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্মমুখ-ব্রণোক্ত প্রণালী-অনুসারে হিঞ্চার শিকড় অথবা ব্লটিং কাগজ লাগাইবে, কিংবা ক্ষতান্তকমলম বা ক্ষতকুলান্তক-মলম প্রয়োগ করিবে। এই মলম দুইটি পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সমধিক ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে অসাধারণ উপকার পাওয়া যায়।

সদ্যোব্রণ বা আগন্তুজ-ব্রণ

কোন অঙ্গ আগুনে পুড়িলে বা অস্ত্রে কাটিলে অথবা কোন-কোন অঙ্গে অস্ত্র বিঁধিলে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ বা আগন্তুজ-ব্রণ কহে।

হাতে, পায়ে বা অঙ্গুলিতে অগ্নির উত্তাপ লাগিলে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে একটু মধু ঢালিয়া দিলে কিংবা তদভাবে হিং জলে ঘষিয়া নারিকেল বা তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালার নিবৃত্তি হয় ও ফোস্কা পড়ে না; কিন্তু বেশী পুড়িলে ও চামড়া উল্টাইয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে হিং প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত উত্তাপ লাগিবামাত্রই সেই স্থানে পুনর্ব্বার আগুনের উত্তাপ সহ্যমত লাগাইবে, অবশ্য পুনর্ব্বার আগুনের তাপ লাগাইলে একটু বেশী জ্বালা করিবেই, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে উত্তাপ দিতে-দিতে

জ্বালা করিয়া আইসে, ইহাকেই বলে বিষে বিষক্ষয়। অধিক স্থান দগ্ধ হইলে এরূপ উত্তাপ লাগাইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।

কোন অঙ্গ পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ চুণের স্বচ্ছ জল ও নারিকেলতৈল বা তিলতৈল একসঙ্গে ফেনাইয়া মাখনের মত হইলে সেই স্থানে লাগাইবে। অনন্তর জীরকাদিতৈল বা কিঞ্জুলুকতৈল সূক্ষ্ম-পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে ভিজাইয়া লাগাইবে ও তদুপরি কলার নরম পাতা রাখিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিবে। প্রত্যহ একবার করিয়া বন্ধন খুলিবে ও নিমপাতা-সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিয়া উক্ত তৈল-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড লাগাইয়া পুনর্ব্বার বাঁধিয়া রাখিবে। জীরকাদিতৈল প্রয়োগে যে ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাহা কিঞ্জুলুকতৈলের প্রয়োগে শীঘ্র শুষ্ক হয়। কিঞ্জুলুকতৈলটি অগ্নিদগ্ধ ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত শতধৌতঘৃত ও নিমপাতাবাটা লাগাইলেও ক্ষত শুষ্ক হয়। শতধৌতঘৃত-প্রস্তুতের নিয়ম এই—পুরাতন হইলেই ভাল হয়, কিন্তু পুরাতনের অভাবে নূতন ঘৃত হইলেও চলে। ঐ ঘৃত আবশ্যকমত গ্রহণ করিয়া একটি জলপূর্ণ বাটীর মধ্যে হাত ডুবাইয়া অঙ্গুলিদ্বারা ঘৃত ছানিবে, ছানিতে-ছানিতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিবে এবং সেই ভাসমান বিচ্ছিন্ন অংশ একত্র করিয়া ঐ জলে ফেলিয়া নূতন জল লইয়া তাহার মধ্যে আবার ঐ প্রণালীমত ছানিবে, এইরূপ একশতবার করিলে তাহাকে শতধৌত ঘৃত কহে। এই ঘৃত নানাপ্রকার দূষিত ঘা বিশুদ্ধ ও শুষ্ক করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়। অগ্নিদগ্ধ স্থান অতি যত্নে রক্ষা করা উচিত। যাহাতে ফোস্কা পড়িতে ও ঘা হইতে না পারে, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করিবে, কারণ অগ্নিদগ্ধ ক্ষত হইতে শ্বেতকুষ্ঠ উৎপন্ন হইতে পারে।

অস্ত্রে কোন অঙ্গের কোন অংশ কাটিলে কর্ত্তিত বা কাটা অংশ প্রায়ই দুই, তিন বা তদধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এই অবস্থায় প্রথমতঃ বিভক্ত অংশগুলি যথাস্থানে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যেস্থানে যেরূপভাবে ছিল, তদ্রূপ স্থাপন করিয়া হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল সেচন করিবে। কিছুকাল এইরূপ জলসেচন করিলে প্রায়ই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, শীতল জলের পরিবর্ত্তে বরফ-জল সেচন করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। রক্ত বন্ধ করিবার সাধারণ নিয়ম কথিত হইল; কিন্তু শীতল জল বা বরফ-জল দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রক্ত বন্ধ হইলেও সর্ব্বত্রই বন্ধ হয় না। স্থূল ধমনী কাটিয়া

গেলে শীতল জল বা বরফ-জলে কার্য্যসিদ্ধি অর্থাৎ রক্তবন্ধ হয় না, ঐ অবস্থায় অবিলম্বে কচি-দূর্ব্বাঘাস ছেঁচিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। যদি তাহাতেও রক্তরোধ না হয়, তাহা হইলে আপাঙের পাতা বা বিশল্যকরণী (আয়াপান) ইহার যে-কোন একটি দ্রব্যের পাতার রস সেচন করিবে; তাহাতেও রক্ত বন্ধ না হইলে অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

রক্ত বন্ধ হইলে ক্ষতস্থানে কর্পূরচূর্ণ ছড়াইয়া আকান্দীপাতা বা বিস্তাড়কের পাতা ক্ষতমুখে লাগাইয়া কাপড়ের পটী দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিবে। আকান্দীপাতা ও লতার রক্তরোধের ক্ষমতাও যেমন আছে, মাংস জুড়িবার শক্তিও তদ্রূপ আছে, উক্ত উভয়প্রকার পাতার অভাবে পান বা নরম কলার পাতা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া পটী বাঁধিবে। কর্পূর ছড়াইলে ক্ষতস্থানে বেদনা হয় না বা ক্ষতস্থান পাকে না। এইরূপে যেদিন বাঁধিয়া রাখা হইবে, তাহার দুইদিন পরে অর্থাৎ তৃতীয় দিনে উক্ত বাঁধন খুলিবে এবং নিমপাতা-সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া নিম্বঘৃত-মাখান কাপড়ের ফালি দ্বারা ক্ষত-স্থান আচ্ছাদিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। দুই-চারিদিন যদি ঐরূপ ঔষধ-প্রয়োগে শুদ্ধব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ নিম্বঘৃতের প্রয়োগেই ঘা শুষ্ক হইবে, কিন্তু যদি ঘায়ের পচ্‌লা বা ময়লা না কমে, তাহা হইলে ব্রণশোধক নিম্বপত্রাদিলেপ প্রয়োগ করিয়া ব্রণ শুদ্ধ করিয়া নিম্বঘৃত প্রয়োগ করিবে। আগন্তুজ বা সদ্যোব্রণে পূঁযোৎপত্তি হইলেই শারীর-ব্রণোক্ত বিধানানুযায়ী তাহার চিকিৎসা করিবে। অঙ্গে শস্ত্র বা কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে যে ক্ষত হয়, তাহার রক্ত বন্ধ করিবার জন্যও উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবে। অবশ্য অগ্রে বিদ্ধ কণ্টক বা শস্ত্রাদি ক্ষিপ্রহস্তে বাহির করিয়া পশ্চাৎ রক্ত বন্ধ করিবে, পরে ক্ষতস্থানে কর্পূরচূর্ণ ছড়াইয়া উক্ত প্রণালীমত বাঁধিয়া রাখিবে। কোন অঙ্গে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে সেই স্থানে একটু সরিষার তৈল লাগাইয়া রাখিবে, যদি তাহাতে না পাকে, তাহা হইলে ব্রণ পাকাইবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পাকাইবে, পাকিলে কণ্টকাদি আপনা হইতেই বহির্গত হইয়া যায়।

কোন কঠিন দ্রব্যের ঘষা লাগিয়া কোন অঙ্গে ক্ষত হইলে অগ্রে শীতল-জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তদুপরি লাগাইবে এবং জল শুষ্ক হইলে পুনঃপুনঃ শীতল জল সেচন করিবে। এইরূপে রক্তস্রাব ও বেদনার নিবৃত্তি হইলে রক্ত-

চন্দন-ঘষা কিংবা পুরাতনঘৃত কলার পাতায় বা পানে মাখাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষত বাঁধিয়া রাখিবে।

শূকরদংষ্ট্রক—এইরোগে শরীরের ত্বক্ স্থানে-স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয় এবং তদুপরি কণ্ডু উদ্গত হয়। দেখিতে ঐ ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে, এই রোগকে বরাহদংষ্ট্র বা শূকরদংষ্ট্র কহে। চলিত কথায় উহাকে বরাহদাঁড় কহে। এই রোগে রোগীর জ্বর হয়। ইহা বিসর্পের ন্যায় গমনশীল।

চিকিৎসা—রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র হলুদ ও ভীমরাজের মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগ-সঞ্চরণের গতিরোধ হয় এবং পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিলে রোগও প্রশমিত হয়। ইহাতে অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করিবে।

বৃষণকচ্ছু—যথারীতি স্নান ও গাত্রমার্জ্জনা না করিলে অণ্ডকোষে ময়লা সঞ্চিত হয় ও ক্রমশঃ সেই ময়লা হইতে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকনা উৎপন্ন হয়। পরে উহা চুলকাইতে চুলকাইতে ক্ষত প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। এই রোগকে বৃষণকচ্ছু কহে। ইহা কফ ও রক্তদোষে উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—চাউলমুগরার তৈল দ্বারা রসাঞ্জন ঘষিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে।

অহিপূতন—বালকবালিকাদিগকে স্নান না করাইলে, বা তাহাদের মলদ্বার, মূত্রদ্বার ও যোনিদ্বার ধুইয়া মুছিয়া না দিলে ঐসকল স্থানে ময়লা সঞ্চিত হইয়া একপ্রকার কণ্ডু উদ্গত হয় ও তাহা চুলকাইতে-চুলকাইতে পাকিয়া উঠে ও ক্ষত প্রকাশ পায় এবং রস, রক্ত ও পূঁয নির্গত হইতে থাকে। অনন্তর ক্রমশঃ সমস্ত ক্ষতগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরদর্শন বৃহৎ একটি ক্ষতে পরিণত হয়; শিশুদিগের ইহা অতি কঠিন রোগ। এই রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎসকের প্রয়োজন, উপেক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটিত হয়।

চিকিৎসা—রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র রসাঞ্জন চাউলমুগরার তৈলে ঘষিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে ও যথারীতি ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রাখিবে। ক্ষতস্থান খয়ের ও নিমপাতার কাথ দ্বারা দিবসের মধ্যে তিনবার ধৌত করিবে।

অরুংষিকা—ইহা একপ্রকার ক্ষতরোগ, মস্তকের উপরিভাগে জন্মে। প্রথমতঃ মস্তকের উপরে স্থানে-স্থানে কতকগুলি স্ফোটক উদ্গত হয়,

তন্মধ্যে কতকগুলি পাকে ও ক্ষতে পরিণত হয়, কতকগুলি পাকিতে আরম্ভ করে ও ক্ষতস্থানের আয়তন বর্দ্ধিত করে, আবার কতকগুলি নূতন উদ্গত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বহুমুখ ও অত্যধিক ক্লেদযুক্ত ক্ষত সমস্ত মস্তকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে অধিক ক্লেদ নির্গত হয়।

চিকিৎসা—অরুংষিকার ক্ষত প্রকাশ পাইবামাত্র খয়ের ও কচি নিমপাতার ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইয়া আস্তে-আস্তে একখানি কাপড় বুলাইয়া মুছিয়া ফেলিবে, অনন্তর কুড়কাষ্ঠ (বেণে-দোকানে পাওয়া যায়) খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া লোহার হাতায় করিয়া ভস্ম করিবে। সাবধান, যেন পুড়িয়া সাদা না হয়। যখন ধূমরহিত হইবে, অথচ কাল থাকিবে, তখন নামাইয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ তিলতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া লাগাইলে অতি সত্বর রোগ প্রশমিত হয়। দিবসের মধ্যে তিন-চারিবার ধুইবে ও ঔষধ লাগাইবে। এই রোগে বসন্তরোগোক্ত খদিরাষ্টকক্বাথ বা নিম্বাদিক্বাথ পান করিবার ব্যবস্থা করিবে।

শর্করার্ব্বুদ— প্রকুপিত বায়ু ও কফ মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদ দূষিত করিয়া ত্বকের উপর একপ্রকার গ্রন্থি উৎপাদন করে। ঐ গ্রন্থি পাকে ও বিদীর্ণ হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে ঘৃত, মধু ও বসার ন্যায় অথচ অধিক পরিমাণে স্রাব হয় এবং অত্যধিক স্রাবহেতু ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অভ্যন্তরস্থ মাংসকে শোষণপূর্ব্বক শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া তন্মধ্যস্থ শিরাসমূহ দ্বারা পচা অথচ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নানাবর্ণের ক্লেদ নিঃসারিত করে, কখনও বা উহা হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয়।

চিকিৎসা—রোগের প্রথমাবস্থায় অর্ব্বুদরোগোক্ত বিকঙ্কতাদিপ্রলেপ বা শঙ্খাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বসিয়া যায়। পাকিলে দন্ত্যাদিলেপ প্রয়োগ করিয়া ফাটাইবে। ক্ষত হইলে নিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে ও ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সেবনের জন্য অর্ব্বুদরোগোক্ত কাঞ্চনারগুগ্‌গুলুর ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ব্রণরোগে ঔষধ

হরীতক্যাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণে ঔষধ-প্রয়োগসত্ত্বেও ক্ষত শুষ্ক না হইলে এবং দুষ্টব্রণের লক্ষণ

প্রকাশ পাইলে এই কাথজল ছাঁকিয়া ক্ষত ধৌত করিবে। দিবসে অন্ততঃ দুইবার ধৌত করা প্রয়োজন।

হরীতক্যাদিকাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারুহরিদ্রা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, অশ্বত্থছাল, পাকুড়-ছাল, কদম্ব-ছাল, অম্লবেতস-ছাল, করবীফুলের গাছের ছাল, আকন্দ-মূলের ছাল, কুড়চিছাল, নিমপাতা ও কুলপাতা; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাঁকিয়া লইবে।

তিলাষ্টকলেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ক্ষত নিম্বঘৃত-প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে অথচ ঐসকল ব্রণে দুষ্টব্রণের লক্ষণ অর্থাৎ ব্রণের উপরে নানাবর্ণের ময়লা সঞ্চিত হইলে হরতক্যাদিকাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ ঘায়ের উপরে লাগাইবে। ইহার প্রয়োগে ব্রণের বেদনা, ক্লেদ, স্রাব, জ্বালা, রক্তস্রাব, টাটানি, শূলানি, দপ্‌দপ্‌ করা প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হইয়া ব্রণ বিশুদ্ধ হয় এবং কিছুদিন প্রয়োগ করিলে শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাতে লবণ আছে, সুতরাং লাগাইবামাত্র একটু ধরে অর্থাৎ জ্বালা করে, কিন্তু একটু সহিয়া থাকিলেই দুই-চারি মিনিট পরে বেদনা প্রশমিত হয়।

তিলাষ্টকলেপ। কৃষ্ণতিলের শাঁস, সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী-মূল, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিমপাতা; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া জল বা দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বাটিয়া ঘষাচন্দনের ন্যায় করিবে। অগ্রে অন্যান্য দ্রব্য বাটিয়া ঘৃত মিশাইবে।

নিম্বপত্রাদিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ ব্রণে দাহ, বেদনা ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব থাকিলে অথচ দুষ্টব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই প্রলেপ ব্রণে লাগাইবে। ইহাতে ব্রণ শুদ্ধ ও শুষ্ক হইয়া থাকে। ইহাতেও লবণ আছে, তজ্জন্য লাগাইবামাত্র একটু জ্বালা করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শীতল হয়।

নিম্বপত্রাদিলেপ। কচি নিমপাতা, কৃষ্ণতিল, দন্তীমূলের ছাল, তেউড়ীমূলের ছাল, সৈন্ধবলবণ ও মধু; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধে মর্দ্দন। অন্যান্য দ্রব্য অগ্রে ঘষাচন্দনের ন্যায় বাটিয়া পশ্চাৎ মধু মিশ্রিত করিবে।

শারিবালেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণে বেশী ক্লেদ বা স্রাব না থাকিলে অথচ ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে এই ঔষধ বাটিয়া ঘায়ে লাগাইবে। ইহা ব্রণ-শোধক ও রোপক।

শারিবালেপ। অনন্তমূল দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

হরিদ্রাদ্যলেপ—দুষ্ট ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে দাহ, বেদনা, ময়লা বা পচলা রক্তস্রাব থাকিলে হরীতক্যাদিকাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই প্রলেপ ঘায়ে লাগাইবে। ইহার প্রয়োগে জ্বালা করে না।

হরিদ্রাদ্যলেপ। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিমপাতা, দন্তীমূল, ভেউড়ীমূল, যষ্টিমধু, কৃষ্ণতিল ও পলতা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ। দুগ্ধে পেষণ।

কুষ্ঠাদিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণ নিম্বঘৃত-প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে এবং ঐসকল ব্রণের উপরে পচলা সঞ্চিত থাকিলে বিশেষতঃ তলদেশ অসমতল বা উচ্চ-নীচ দৃষ্ট হইলে হরীতক্যাদিকাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে। যে পর্য্যন্ত ঘায়ের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধব্রণের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাবৎ প্রত্যহ দুইবেলা দুইবার করিয়া ধৌত করিবে ও প্রলেপ লাগাইবে।

কুষ্ঠাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৮৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষতকুলান্তকমলম—নিম্বঘৃত-প্রয়োগে যে ক্ষত আরোগ্য না হয়, এই মলমে সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহা নালী-ঘায়েরও মহৌষধ। যে নালী-ঘায়ের মুখ নিতান্ত সূক্ষ্ম বা সরু নহে, অনায়াসে ঔষধ প্রবিষ্ট হয়, সেই-সকল নালী-ঘা এই মলমে শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্মমুখ-ব্রণে অগ্রে হিঞ্চার শিকড় প্রয়োগ করিয়া ঘা-মুখ বড় হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। ফিরঙ্গজনিত বাগীতে কিংবা অগ্রে ফোড়া হইয়া পশ্চাৎ তন্মধ্যে নালী হইলে ইহার প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষতকুলান্তকমলম। নারিকেলতৈল ২০ তোলা, মনসাসীজের পাতার রস ১০ তোলা, আপাঙ্গের পাতার রস ১০ তোলা, নিমপাতার রস ১০ তোলা, গাঁজা-চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, মুদ্রাশঙ্খচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, বিশুদ্ধ-গন্ধকচূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও তুঁতিয়া চারি আনা। সমস্ত একত্র করিয়া জ্বাল দিবে। জলরহিত হইলে তৈল নামাইবে। দুই-চারি ফোঁটা তৈল আগুনে ফেলিয়া দিবে এবং চটপট্ শব্দ না হইলে নামাইবে। মনসাসীজের পাতা নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া নিংড়াইয়া রস লইবে।

ক্ষতান্তকমলম—ইহা নালী-ঘায়ের মহৌষধ। নালী-ঘায়ে এই মলম যদি কোনপ্রকারে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষত-আরোগ্য-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। যে-কোন প্রকার নালী-ঘায়ে ইহা প্রয়োগ করা যায়। নালী-ঘায়ের মুখ সূক্ষ্ম হইলে সুহ্যাদিবর্ত্তি প্রয়োগ করিয়া মুখ বড় করিয়া লইবে, অথবা হিঞ্চার শিকড় ছেঁচিয়া লাগাইবে, কিংবা নিমপাতাবাটা লাগাইয়া মুখ বড় করিয়া এই ঔষধ লাগাইবে।

ক্ষতান্তকমলম। কোমল শাঁস হইয়াছে, এরূপ একটি ডাব-নারিকেলের মুখ কাটিয়া মুখটিখানা পৃথক্ করিয়া রাখিবে ও জল ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ ডাবের উপরের কতকাংশ চাঁছিয়া ডাবটি বেশ হাল্‌কা করিবে। অনন্তর ঐ ডাবের মধ্যে মাখন ১০ তোলা, আপাঙের পাতার রস ২॥ তোলা, খোসা-ছাড়ান ও বাটা-পেঁয়াজ ২॥ তোলা ও গাঁজাচূর্ণ চারি আনা; এইসকল দ্রব্য রাখিয়া মুখটিখানি পূর্ব্বে যেমন ছিল, তদ্রূপ করিয়া লইবে, তৎপরে সূতা দ্বারা বাঁধিয়া কাপড় জড়াইয়া মাটির লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন শোঁ শোঁ শব্দ রহিত হইবে, তখন অর্থাৎ জলরহিত হইলেই নারিকেল উঠাইবে। পাক ঠিক হইয়াছে কিনা বুঝিতে না পারিলে মুখটিখানা উঠাইয়া দেখিবে, যদি জল থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার মুখটি ঢাকা দিয়া জ্বাল দিবে। একটু ঔষধ আগুনে ফেলিয়া দিলে যদি শব্দ না হয়, তাহা হইলে পাক ঠিক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঘুঁটিয়ার অভাবে কাঠের আগুনে জ্বাল দিবে।

সুহ্যাদিবর্ত্তি—যে-কোন প্রকার ব্রণে (ঘায়ে) নালী অর্থাৎ শোষ হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনেক নালী এই বর্ত্তির প্রয়োগেই আরোগ্য হয়। আবার যে নালী আরোগ্য না হয়, তাহারও আয়তন ও মুখ বড় হয়, সুতরাং অন্য ঔষধ অক্লেশে প্রয়োগ করা যায়।

সুহ্যাদিবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৮৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নরাস্থিলেপ—অন্যান্য ঔষধে ক্ষত শুষ্ক না হইলে এই ঔষধ ক্ষত-স্থানে লাগাইলে অতি শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয়।

নরাস্থিলেপ। মনুষ্যের কপালের পুরাতন অস্থি ত্রিফলার কাথ বা জল দ্বারা শিলায় ঘষিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ—দুর্গন্ধ পূঁযরক্তস্রাবযুক্ত যেসকল দুষ্ট ক্ষত অন্যান্য ঔষধে আরোগ্য হয় না, এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে তাহা অবিলম্বে আরোগ্য হয়। ইহা প্রয়োগ করিলে ব্রণ শুদ্ধ হইয়া শুষ্ক হয়।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদিক্বাথ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং আগন্তুজ-ব্রণরোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে ক্লেদপূঁযাদি-নিঃসরণ, অল্পজ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ব্রণ-শোথ এবং নানাবিধ ব্রণরোগে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ঔষধ আর নাই বলিলেই হয়। দুষী-বিষজনিত কিংবা অন্যান্য ব্রণ-শোথ, দুষ্টব্রণ, বিসর্প, বিদ্রধি, সর্ব্ববিধ স্ফোটক ও নালী-ঘা প্রভৃতি যে-প্রকারেরই হউক না কেন, ইহা নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তৎসংসৃষ্ট জ্বরেও ইহা মহৌষধ। বসন্ত ও হাম প্রভৃতি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, সুতরাং বহুপরীক্ষিত। ব্রণশোথের প্রারম্ভে ইহা প্রয়োগ করিলে ব্রণ পাকিবার ও তাহা হইতে ক্ষত প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ঐসকল অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ অথবা ক্যাষ্টর-অয়েল মিশাইয়া দিবে।

অমৃতাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৮১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পটোলাদিক্বাথ—অমৃতাদিক্বাথের ন্যায় ইহাও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ-রোগে প্রয়োগ করা যায়।

পটোলাদিক্বাথ। পল্তা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুথা, দুরালভা, চিরতা, কটুকী, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

সপ্তবিংশতিকগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও সদ্যোব্রণ-রোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে দুর্গন্ধ ক্লেদ বা পূঁযাদি-নির্গমন এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর ও কাস, বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম-দুগ্ধ।

সপ্তবিংশতিকগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৮৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নবকার্ষিকগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও সদ্যোব্রণে রোগীর ব্রণ হইতে ক্লেদনির্গমন, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্রবেদনা, অল্পজ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরমজল বা গোদুগ্ধ।

নবকার্ষিকগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৮৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রণগজাঙ্কুশরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ-ব্রণে পূঁযোৎপত্তি হইলে ও তজ্জন্য রোগীর জ্বর, গাত্রবেদনা, কাস, মাথা-ধরা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

ব্রণগজাঙ্কুশরস। প্রস্তুতবিধি ৮৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি যে-কোন প্রকার ক্ষত পুরাতন হইলে এবং অন্যান্য ঔষধে তাহা আরোগ্য না হইলে বিশেষতঃ ফিরঙ্গ ও বিদ্রধি বা অন্যান্য দুষ্টক্ষতরোগে রোগীর রক্ত-পরিষ্কারের জন্য এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ব্রণের পুরাতন অবস্থায় রোগীর জীর্ণজ্বর থাকিলে তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতিক্তকঘৃত—বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ ব্রণ এবং সদ্যোব্রণ পুরাতন হইলে ও তজ্জন্য রোগীর রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিংবা ক্ষত আরোগ্য না হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। ইহা রক্ত-শোধক ও ব্রণ-শোধক, পরন্তু বাত বা পিত্তাধিক্য-শরীরে অতি উপকারী। পুরাতন-বাতপিত্তাধিক্য, জীর্ণজ্বর ও তজ্জন্য চক্ষু ও হাত-পা-জ্বালা এবং অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহাও ইহার প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মহাতিক্তকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষ্যন্দনতৈল ব্রণ বা ক্ষতরোগের পুরাতন অবস্থায় ব্রণ হইতে অধিক ক্লেদ নির্গত অথচ ব্রণের ক্ষত গভীর হইলে এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। ইহা দুষ্টক্ষতশোধক, পূরক ও রোপক।

বিষ্যন্দনতৈল। প্রস্তুতবিধি ৮৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোমরাজীতৈল—বাতিক, পৈত্তিক বা সদ্য যে-কোন প্রকার ক্ষতই হউক না কেন, পুরাতন হইলে এবং তাহাতে নালী হইলে কিংবা ক্ষত শুষ্ক না হইলে বা শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। ইহা ব্রণ-শোধক পূরক ও রোপক।

সোমরাজীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৮৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সোমরাজীতৈল—ক্ষতরোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে বা নালা হইলে এই তৈল ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। তৈলে তুলা বা ন্যাকড়া ভিজাইয়া লাগাইবে।

বৃহৎ সোমরাজ তৈল। প্রস্তুতবিধি ৮৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জীরকাদিতৈল—আগুনে কোন অঙ্গ পুড়িলে ও তজ্জন্য ক্ষত বা ঘা হইলে এই তৈল ন্যাকড়া বা তুলা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

জীরকাদিতৈল। তিলতৈল /১ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—কুট্টিত জীরা এক পোয়া, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কিঞ্চুলুকতৈল—ইহা অগ্নিদগ্ধ ক্ষতরোগের মহৌষধ। অন্যান্য ঔষধে ঘা শুষ্ক না হইলে এই তৈল প্রয়োগ করিলে অবিলম্বে ক্ষত শুষ্ক হয়।

কিঞ্চুলুকতৈল। জীবিত কেঁচুয়া (কেঁচো) এক পোয়া ও তিলতৈল এক-সের। প্রথমতঃ তৈল কটাহে চড়াইয়া জ্বাল দিবে ও নিফেন হইলে কেঁচো নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর কেঁচোগুলি ভাজা-ভাজা হইলে ও চট্‌পট্‌ শব্দ থামিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ব্রণরোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—যবমণ্ড, যবের ছাতু বা যবতণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত অন্যান্য খাদ্য, ময়দাদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, মাংসযূষ, খৈর মণ্ড, ঘৃত, অড়হর ও মুগের ডাল, চিনি, মিশ্রী, বেগুন, কাঁকুড়, পটোল, করলা বা নিমপাতার শুক্ত রুটী, লুচি, বেতের ডগা, কচিমূলা, সুষুনিশাক, শালিঞ্চশাক, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাতা বা পাটশাক, ন'টে শাক, বেতোশাক, কাঁটাল, মোচা, থোড়, কাঁচকলা, ঠ'টেকলা, দাড়িম্ব, কিস্‌মিস্ এবং তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য; এইসকল ব্রণ-শোথ, ব্রণ, নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা) ও সদ্যোব্রণ-রোগীর সুপথ্য। মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রণ শীঘ্র শুষ্ক হয় না, সুতরাং ভক্ষণ না করিয়া পারিলেই ভাল।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিলের প্রস্তুত দ্রব্য, মটর, মাষকলাই, কুলথকলাই, গুড়, শীতল জল, শাক, বিদাহী বা পিত্তবর্দ্ধকদ্রব্য, বিষ্টম্ভি দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, মধুর এবং লবণরসসংযুক্ত দ্রব্য ব্রণ-শোথ বা ফোড়ারোগে অপথ্য, সুতরাং ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিদ্রধি-চিকিৎসা

(কার্ব্বঙ্কল)

বাতিক বিদ্রধির লক্ষণ—বাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ, অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নানা আকারের হয় এবং উহার কোন অংশ পাকে এবং কোন অংশ পাকে না।

পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ—পৈত্তিক বিদ্রধি পাকা ডুমুরের ন্যায় অথবা শ্যামবর্ণ হয়, শীঘ্র বাড়ে ও পাকে, পরন্তু রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে দাহ বা জ্বালা হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি সরার মত বড়, পাণ্ডুবর্ণ, চক্‌চকে, অল্পবেদনাযুক্ত ও স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয় এবং উহা অল্পে-অল্পে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বহুবিলম্বে পাকিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণ—সান্নিপাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণযুক্ত, নানাপ্রকার বেদনা, দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয় এবং নানাবর্ণের পূঁযস্রাব হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ বিদ্রধি অতি দীর্ঘাকার ও উন্নত হয় এবং উহার কোন অংশ পাকে ও কোন অংশ পাকে না। পরন্তু উহা অতি ভয়ঙ্কর।

আগন্তুজ বা ক্ষতজনিত বিদ্রধির লক্ষণ—কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, অথবা পাষাণাদি কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিয়া শরীরের কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে কিংবা ঐসকল কারণে কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব হইলে সেই অবস্থায় রোগী যদি কুপথ্য সেবন করে, তাহা হইলে তাহার আঘাত বা রক্তস্রাবজন্য যে উষ্মা, তাহা কুপিত বায়ুপিত্ত দ্বারা বিস্তৃত হইয়া রক্তের সহিত পিত্ত-স্রাব করে ও তজ্জন্য রোগীর জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ এবং পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত শোথ বা ক্ষতকে আগন্তুজ বা ক্ষতজ-বিদ্রধি কহে।

রক্তজনিত বিদ্রধির লক্ষণ—এই বিদ্রধি শ্যামবর্ণ, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক বা ফুস্কুড়ি দ্বারা আবৃত, অত্যন্ত দাহযুক্ত, বেদনাবিশিষ্ট এবং পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে, পরন্তু এই রোগে রোগীর জ্বর হয়।

অন্তর্বিদ্রধি ও স্থান-বিশেষে তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ—কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ পৃথক্ বা একত্র হইয়া শরীরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মলদ্বারে, মূত্রাশয়ের মুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেশে (কোখে), কুঁচ্‌কিতে, অগ্রমাংসে, প্লীহাতে, যকৃতে, হৃদয়ে, ক্লোমনামক পিপাসার স্থানে, বল্মীক অর্থাৎ উইঢিপির ন্যায় বহুছিদ্রযুক্ত ও উন্নত এবং গুল্মবৎ কঠিন বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বাহ্য বিদ্রধির ন্যায়, কিন্তু স্থান-বিশেষে আবার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা—মলদ্বারে হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, বস্তিমুখে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রের অল্পতা, নাভিতে হইলে হিক্কা, কুক্ষিদেশে হইলে বেদনার সহিত উদরের স্তব্ধতা, কুঁচ্‌কিতে হইলে কটিতে ও পৃষ্ঠে অতিশয় বেদনা, অগ্রমাংসে হইলে পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ, প্লীহাতে হইলে নিশ্বাসের অবরোধ, হৃদয়ে হইলে সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা ও কাস, যকৃতে হইলে শ্বাস ও হিক্কা এবং ক্লোমনামক পিপাসাযন্ত্রে হইলে রোগীর অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

বিদ্রধির পক্ক ও অপক্ক লক্ষণ—বিদ্রধির পক্ক, অপক্ক ও বিদগ্ধপাকের লক্ষণ ব্রণ-শোথের পক্ক, অপক্ক ও বিদগ্ধপাকের লক্ষণের ন্যায়।

অন্তর্বিদ্রধি হইতে পূঁযস্রাবের পথ—নাভির উর্দ্ধে বুক (অগ্রমাস বা বুকপাত) ও প্লীহা প্রভৃতি স্থানজাত বিদ্রধির পূঁয উর্দ্ধদিক্ দিয়া (মুখ দিয়া); নাভির নিম্নদেশ অর্থাৎ মূত্রাশয় ও কুঁচ্‌কি প্রভৃতি স্থানজাত বিদ্রধির পূঁয নিম্নদিক্ দিয়া (মলদ্বার দিয়া) এবং নাভিজাত বিদ্রধির পূঁয মুখ ও মলদ্বার উভয়দিক্ দিয়া বহির্গত হয়।

বাহ্যবিদ্রধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষতজ ও রক্তজ-বিদ্রধি সাধ্য এবং সান্নিপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য।

অন্তর্বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—নাভি, মূত্রাশয় ও কুঁচ্‌কিতে জাত বিদ্রধির পূঁয মলদ্বার দিয়া নির্গত হইলে রোগী রক্ষা পায়, কিন্তু মুখ দিয়া নির্গত হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্লীহা ও ক্লোম (পিপাসার স্থান) প্রভৃতি স্থানজাত বিদ্রধি বাহ্যদেশ (বাহিরের দিক্ দিয়া) বিদীর্ণ হইলে রোগী কচিৎ রক্ষা পায়, কিন্তু হৃদয়, নাভি ও মূত্রাশয়জাত বিদ্রধি বাহিরের দিক্ দিয়াই হউক বা ভিতরের দিক্ দিয়াই হউক, বিদীর্ণ হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

বিদ্রধির অপর অসাধ্য লক্ষণ—বিদ্রধিরোগীর উদরাধ্মান, মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে জীবনের আশা থাকে না।

বিদ্রধি-চিকিৎসা-বিধি

বিদ্রধিও ব্রণশোথ-মধ্যে পরিগণিত। বিদ্রধির শোথ হইতেও পরিণামে ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং ব্রণশোথ হইতেও পরিণামে ব্রণ বা ক্ষত উৎপন্ন হয়। তবে পার্থক্য এই—সাধারণতঃ কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ চর্ম্ম ও মাংসের অভ্যন্তরে থাকিয়া রক্তের বিকৃতি জন্মাইয়া ব্রণ-শোথ উৎপাদন করে এবং কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ অস্থি, অস্থি-আবরক পর্দ্দা এবং মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুর অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বক্, মাংস ও রক্তের বিকৃতি ও অপচয় ঘটাইয়া বিদ্রধি উৎপাদন করে। বিদ্রধিরোগ মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে উৎপন্ন দশবিধ পিড়কার অন্তর্ভুক্ত। বিদ্রধি সাধারণতঃ দুই প্রকার—বাহ্যবিদ্রধি ও অন্তর্বিদ্রধি। শরীরের বাহিরে হইলে তাহাকে বাহ্যবিদ্রধি এবং অভ্যন্তরে প্লীহা, যকৃৎ, আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তি প্রভৃতি স্থানে হইলে তাহাকে অন্তর্বিদ্রধি কহে। এই উভয় প্রকার বিদ্রধি আবার বাতপিত্তাদি-দোষভেদে ছয় প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ ও রক্তজ। প্রমেহরোগ হইতে যে পিড়কা জন্মে, তাহা দশ প্রকার—তন্মধ্যে নয় প্রকার পিড়কার লক্ষণ ইতঃপূর্ব্বে প্রমেহ-পিড়কা রোগে বর্ণিত হইয়াছে, অন্য প্রকার পিড়কা বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত—তাহাও উক্ত হইয়াছে, সুতরাং মধুমেহ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি উৎপন্ন হইতে পারে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ইহাকে স্ফোটক, কোন-স্থানে ছার, কোন স্থানে বা পাথুরে ছার কহে। ইহা পৃষ্ঠে হইলে পৃষ্ঠব্রণ ও ঘাড়ে হইলে ঘাড়মাগুরা-নামে অভিহিত হয়। ইহাকে কেহ-কেহ কার্ব্বঙ্কল-নামে অভিহিত করেন; কিন্তু ইহাই প্রকৃত কার্ব্বঙ্কল কিনা, নিশ্চিত বলা সুকঠিন, কারণ বিদ্রধি ও কার্ব্বঙ্কলের অনেক সামঞ্জস্য আছে। এতদ্ব্যতীত দাঁতের গোড়ায়, কর্ণাভ্যন্তরে ও গলদেশে বিদ্রধি জন্মে এবং উহারা যথাক্রমে দন্ত-বিদ্রধি, কর্ণ-বিদ্রধি ও গল-বিদ্রধি-নামে অভিহিত হয়। বিদ্রধি অতি কঠিন ব্যাধি, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থি, অস্থি-আবরক পর্দ্দা ও মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়া উহা উৎপন্ন হয়। বিদ্রধির মূল অতি গভীর,—অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিদ্রধি ও বিস্ফোটকের মধ্যে লক্ষণের অনেক

সামঞ্জস্য বিদ্যমান, সম্ভবতঃ এইজন্য ডাক্তারেরা বলেন, মধুমেহ বা বহুমূত্র হইলে ঐ উভয়প্রকার স্ফোটকই উৎপন্ন হইতে পারে। বিস্ফোটককে ইংরেজীতে বয়েল কহে। বিদ্রধিও গভীর মূলবিশিষ্ট,—বিস্ফোটকও তাহাই, বিদ্রধিও যে কারণে হয়, বিস্ফোটকও সেই কারণে হয়; কিন্তু এই প্রকার সামঞ্জস্য সত্ত্বেও সান্নিপাতিক বিদ্রধি ও সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের আকারগত পার্থক্য বিদ্যমান। সান্নিপাতিক বিদ্রধির অগ্রভাগ সরু, কিন্তু সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের অগ্রভাগ সরু নহে, চ্যাপ্টা ও মধ্যনিম্ন। এইজন্য বিস্ফোটকই কার্ব্বঙ্কল বলিয়া বোধ হয়।

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ বিদ্রধি কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে, সময়ে বা রোগারম্ভে সুচিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইতে পারে, অবশ্য মর্ম্ম-স্থানে উৎপন্ন বা বহু উপসর্গযুক্ত হইলে নিতান্ত সহজে আরোগ্য হয় না, কিন্তু সান্নিপাতিক, আগন্তুজ ও মধুমেহ হইতে বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহা মারাত্মক। বিদ্রধি স্বভাবতঃই অতি কঠিন, তাহার উপর যদি মর্ম্ম-স্থানে উৎপন্ন বা উপসর্গবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে একবারে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন রোগীর আর জীবনের আশা থাকে না।

বাতিক বিদ্রধি দেখিতে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। বাতিক বিদ্রধি ছোটও হয় বড়ও হয়, বিদ্রধির মধ্যে টন্ টন্ ও ঝন্ ঝন্ বা দপ্ দপ্ করে, এইরূপ টন্‌টনানি বেদনা অন্য কোন বিদ্রধিতে হয় না, পরন্তু ইহাতে রোগীর জ্বরও হয় না। পৈত্তিক বিদ্রধি দেখিতে লালবর্ণও দৃষ্ট হয় বা কদাচিৎ শ্যামবর্ণও দৃষ্ট হয়। লালবর্ণ যে গুলি হয়, তাহারা পাকা ডুমুরের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয় এবং অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, রোগীর জ্বর হয় এবং বিদ্রধির মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা করে। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি দেখিতে বাতিক ও পৈত্তিক বিদ্রধি অপেক্ষা বড়, পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা অল্প বেদনাযুক্ত ও খুব আস্তে আস্তে বাড়ে ও অনেক বিলম্বে পাকে; উহাতে রোগীর জ্বর হয় না এবং বাতিক বিদ্রধির ন্যায় বেদনা বা পৈত্তিক বিদ্রধির ন্যায় জ্বালা করে না। সান্নিপাতিক বিদ্রধি অতি বৃহৎ। আগন্তুজ বা ক্ষতজনিত বিদ্রধি হইতে রক্তের সহিত পিত্তস্রাব হয় এবং বিদ্রধির মধ্যে জ্বালা করে ও রোগীর জ্বর হয়। রক্তজ বিদ্রধি শ্যামবর্ণ, জ্বালা ও বেদনাযুক্ত হয়, উহাতে রোগীর জ্বর হয় এবং বিদ্রধির চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ ছোট ছোট স্ফোটক বা ফুস্কুড়ি উদ্গত হইয়া থাকে।

বাতপিত্তাদি-ভেদে বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ এই—বাতিক বিদ্রধিতে টন্‌টনানি ও শূলানি বেদনা হয়, জ্বালা থাকে না, রোগীর জ্বরও হয় না। পৈত্তিক-বিদ্রধি অতি শীঘ্র বাড়ে, অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত হয় ও রোগীর জ্বর হয়। শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে অল্প বেদনা থাকে, দেখিতে বাতিক ও পৈত্তিক বিদ্রধি অপেক্ষা বড়, কিন্তু জ্বালা থাকে না এবং রোগীর জ্বরও হয় না। সান্নিপাতিক বিদ্রধি উক্ত তিন প্রকার অপেক্ষা বড়, দেখিতে অতিশয় লম্বা ও উচ্চ, কিন্তু বাতাদি ত্রিদোষোৎপন্ন বলিয়া উহাতে তিন দোষেরই প্রকোপ বিদ্যমান থাকে। আগন্তুজ বিদ্রধি হইতে রক্তস্রাব হয়, অন্যান্য লক্ষণ পিত্তজ বিদ্রধির ন্যায়। রক্তজ বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ এই—বিদ্রধির উপর কৃষ্ণবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ পৈত্তিক বিদ্রধির ন্যায় অর্থাৎ রোগীর জ্বর ও বিদ্রধি জ্বালাযুক্ত হয়; কিন্তু আগন্তুজ বিদ্রধির ন্যায় এই বিদ্রধি হইতে স্রাব হয়।

ব্রণ-শোথের ন্যায় বিদ্রধি উৎপন্নমাত্রই বসাইয়া দেওয়া উচিত, উপর্য্যুপরি ৫।৭ দিন ঔষধ প্রয়োগেও যদি না বসে, তাহা হইলে অবিলম্বে পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু এক শ্রেণীর বিদ্রধি আছে, তাহারা বাতিক বা শ্লৈষ্মিক লক্ষণযুক্ত, দেখিতে উইয়ের ঢিপির ন্যায় বহু ছিদ্রযুক্ত, উহাকে অন্ত-র্বিদ্রধি কহে। উহা সহজে পাকে না, ঐ বিদ্রধি পাকাইতে পারিলে রোগীর আর ভয় থাকে না। এতদ্ব্যতীত ছিদ্রবিশিষ্ট নহে, অথচ বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক লক্ষণযুক্ত বিদ্রধিও আছে, তাহারাও সহজে পাকে না। সুতরাং বিদ্রধি না বসিলে ভয়ের কারণ বটে।

বিদ্রধি নানাপ্রকার হইলেও সাধারণতঃ দুই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিলেই চিকিৎসা চলে। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে এক প্রকার এবং পৈত্তিক, আগন্তুজ বা ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রধিতে অন্য প্রকার। এই প্রণালী সহজ, এই নিয়মে চিকিৎসা করিতে হইলে বিদ্রধিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। এক শ্রেণীর বিদ্রধি আয়তনে ছোটও হয় বড়ও হয়; কিন্তু শোথ টিপিলে কঠিন বোধ হয় ও অল্পে অল্পে ফুলা বাড়ে, তন্মধ্যে নানা-প্রকার বেদনা অনুভূত হয়, কখনও বেদনা কমে ও বাড়ে, অথচ রোগীর জ্বর হয় না বা বিদ্রধি জ্বালাও করে না, ইহা বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত। অন্য এক শ্রেণীর বিদ্রধি উৎপন্ন হওয়া মাত্রই রোগীর জ্বর হয়, ফুলা অতি সত্বর বাড়ে, বিদ্রধি দেখিতে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং বিদ্রধিতে অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান

থাকে, ইহা পৈত্তিক, ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রধির লক্ষণ। সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে দাহ বা জ্বালা না থাকিলে বাতিক বা শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির ঔষধ এবং রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে পৈত্তিক বিদ্রধির ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে শোভাঞ্জনলেপ ও শোভাঞ্জনস্বেদ, খাওয়ার জন্য প্রাতঃকালে পুনর্ণবাদিক্বাথ, বৈকালে কজ্জলীযোগ, সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে পঞ্চবল্কলপ্রলেপ কিংবা তদভাবে চন্দনাদিলেপ বা অনন্তাদিলেপ এবং খাওয়ার জন্য সকালে পুনর্ণবাদিক্বাথ ও বৈকালে কজ্জলীযোগ প্রয়োগ করিবে। শজিনার ছাল সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধির মহৌষধ। কেবলমাত্র শজিনা ছালের ক্বাথে শজিনার ছালচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলে কিংবা শজিনার ছালের রস পান করিতে দিলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধি প্রশমিত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। পুনর্ণবাদিক্বাথ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ক্যাষ্টর অয়েল অথবা তেউড়ী-চূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে। দুই তিন দিন অন্তর বিরেচনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে বিদ্রধি ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগেও বসে না অথবা মসিনার পুল্‌টিস্ প্রয়োগেও পাকে না, সেই বিদ্রধিকে অবিলম্বে পাকাইবার চেষ্টা করিবে। বলালতা বা বলা-ডুমুরনামক প্রসিদ্ধ লতার মূল, ছাল ও পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধি পাকে। দুই তিন দিন প্রলেপ দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পাকিলে আর ভয়ের কারণ থাকে না, তখন পক্কব্রণ-শোথের ন্যায় বিদারণ ও পূঁয-নিঃসারণ করিয়া ব্রণ-শোধক ও ব্রণ-রোপক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষত আরোগ্য হয়।

বিদ্রধিরোগে ঔষধ

শোভাঞ্জনলেপ—বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অত্যন্ত কঠিন কিংবা অল্প বা অধিক বেদনাযুক্ত হইলে অথচ রোগীর জ্বর বা বিদ্রধিতে দাহ না থাকিলে এই প্রলেপ তিনবেলা প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক-বিদ্রধিতে দাহ না থাকিলে অথচ অধিক ফুলা ও বেদনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

শোভাঞ্জনলেপ। শজিনা গাছের মূলের ছাল হুঁকার কটুজলে বাটিয়া পান বা কলার নরম পাতায় রাখিয়া আগুনে গরম করিয়া লেপ দিবে ও কাপড়ের পটিদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। শোথ অতি বৃহৎ ও বেদনাযুক্ত হইলে ইহার সহিত এক ভাগ আদা, এক ভাগ ধুতুরাপাতা ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিবে।

শোভাঞ্জনস্বেদ—বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহাতে অত্যধিক বেদনা থাকিলে অথচ জ্বালা না থাকিলে এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। এই স্বেদ দিয়া শোভাঞ্জনলেপ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। বিদ্রধিতে জ্বালা থাকিলে কখনও স্বেদ দিবে না।

শোভাঞ্জনস্বেদ। শজিনা গাছের মূলের ছাল ছেঁচিয়া কলার নরম পাতায় রাখিয়া এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া পোটলী করিবে এবং নির্ধূম কয়লার আগুনে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে।

অনন্তাদিলেপ—বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক শীঘ্র বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে ও তাহাতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে এই প্রলেপ লাগাইবে। সান্নি-পাতিক বিদ্রধিতে অত্যন্ত দাহ থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। পঞ্চবল্কল-প্রলেপ বা চন্দনাদি লেপের পরিবর্ত্তে ইহা লাগাইবে। পৈত্তিক, ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রধিতে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

অনন্তাদিলেপ। অনন্তমূল, ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু ও খৈ সমভাগ। দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া তিনবেলা তিনবার প্রলেপ দিবে। গরম করিবে না।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ—বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক অথবা বৃহৎ হউক, বিদ্রধিতে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে দুগ্ধে বাটিয়া এই প্রলেপ শীতল করিয়া লাগাইবে। দাহ-সংযুক্ত বিদ্রধিতে ইহার ন্যায় ঔষধ অতি বিরল।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দনাদিলেপ—বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক তাহাতে অত্যন্ত দাহ বা জ্বালা থাকিলে অর্থাৎ পৈত্তিক, রক্তজ ও ক্ষতজ বিদ্রধিতে পঞ্চবল্কল-প্রলেপের অভাবে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কজ্জলীযোগ—বাহ্য বা অন্তর্বিদ্রধির যে কোন অবস্থায় এই যোগ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। খাওয়ার ঔষধের মধ্যে বিদ্রধি-রোগে

এরূপ মহোপকারী ঔষধ আর নাই। রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রযোজ্য। অনুপান—শজিনা-বৃক্ষের ছালের রস ২ তোলা ও মধু।

কজ্জলীযোগ। বিশুদ্ধ পারদ ১ তোলা ও বিশুদ্ধ গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে। মাত্রা ২ হইতে ৪ রতি।

পুনর্ণবাদিক্কাথ—বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক যে কোন বিদ্রধি উৎপন্ন হইবামাত্র এই ক্কাথ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। যাবৎ রোগ আরোগ্য না হয় তাবৎ প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রযোজ্য।

পুনর্ণবাদিক্কাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, শুঁঠ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী-ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে ইহার সহিত ক্যাষ্টর অয়েল বা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে শজিনাছালের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

অমৃতাদিক্কাথ—বাহ্য ও অন্তর্বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পুনর্ণবাদিক্কাথের পরিবর্ত্তে এই ক্কাথ প্রয়োগ করা যায়। ইহা প্রয়োগে আনু-ষঙ্গিক জ্বরও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অমৃতাদিক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৮১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্রধিরোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ব তরকারী ও ঘৃতপক্ব মসূর, মুগ বা বুটের দাইল, যবের মণ্ড, মাংসযূষ, কাঁচকলা, পটোল, বেগুন, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা, বেতের ডগা, শুষণীশাক, নোটেশাক, বেতোশাক, কাঁঠাল, মোচা, লবণের মধ্যে সৈন্ধব, মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে ইক্ষুচিনি বা মিশ্রী এবং অন্যান্য তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। জ্বর থাকিলে খৈরমণ্ড, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি পথ্য দিবে ও যথোচিত লঙ্ঘন দিবে। মিষ্টদ্রব্য ও দুগ্ধ অল্প পরিমাণে দিবে।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি, গুড়, অম্লদ্রব্য, ভাজাযব, শুষ্কমাংস, পিষ্টক, জলজ-প্রাণীর মাংস, গুরুপাকদ্রব্য, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক বা পিত্ত-বর্দ্ধক দ্রব্য ও দিবানিদ্রা বিদ্রধিরোগে অপথ্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এই রোগে মৈথুন নিষিদ্ধ।

বিসর্প-চিকিৎসা

(ইরিসিপিলাস্)

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ—বাতিক বিসর্পে শোথ এবং বাতিক জ্বরের ন্যায় শরীরের নানাস্থানে বেদনা উপস্থিত হয়, পরন্তু বিসর্পের শোথ স্পন্দিত এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা ভঙ্গবৎ বেদনাযুক্ত ও রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ—পৈত্তিক বিসর্পের শোথ লোহিত-বর্ণ হয়, ঐ শোথ একস্থান হইতে অন্যত্র সঞ্চরণ করে বা সরিয়া যায় এবং রোগীর পৈত্তিক জ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক বিসর্পের শোথ স্নিগ্ধ (চক্‌চকে) ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং রোগীর শ্লৈষ্মিক জ্বরের ন্যায় শরীরে বেদনা হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ—সান্নিপাতিক বিসর্পে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বাতপৈত্তিক বা অগ্নি-বিসর্পের লক্ষণ—অগ্নি-বিসর্পে রোগীর প্রবল জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, সন্ধিস্থানে বিদীর্ণবৎ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও শ্বাস উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গারদ্বারা আবৃতবৎ বোধ হয়। পরন্তু বিসর্প যে যে স্থান দিয়া সঞ্চরণ করে বা চলিয়া যায়, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলবর্ণ বা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অগ্নিদগ্ধ স্ফোটকের ন্যায় স্ফোটকদ্বারা আবৃত হইয়া বিসর্প দ্রুত-গতিতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করে। এই রোগ এত দ্রুতগামী যে, সহজেই মর্ম্মস্থান বা হৃদয়াদি পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, মর্ম্ম-স্থান আক্রমণ করিলে তত্রত্য বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া রোগীর অঙ্গ-বেদনা, জ্ঞান-লোপ, নিদ্রা-নাশ, শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি উৎপাদন করে, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একবার ভূমিতে শয়ন একবার উপবেশন করে, কিছুতেই সুস্থ হইতে পারে না, তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিত ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

গ্রন্থি-বিসর্পের লক্ষণ—কফদ্বারা বায়ুর গতি অবরুদ্ধ হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কিংবা ত্বক্, শিরা, স্নায়ু ও মাংসগত দূষিত রক্তকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গোলাকার, কঠিন, রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত গ্রন্থি-মালা উৎপাদন করে। এই রোগে প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বিবর্ণতা, প্রলাপ, অঙ্গ-ভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাকে বাতশ্লৈষ্মিক বিসর্প বা গ্রন্থি-মালা কহে।

পিত্ত-শ্লৈষ্মিক বা কর্দ্দমক বিসর্পের লক্ষণ—এই বিসর্প প্রায়শঃ আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া শরীরের একদেশ অর্থাৎ বহির্দ্দেশ বা অন্তর্দ্দেশে গমন করে। এই বিসর্পে শোথের চতুর্দ্দিক্ ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত হয় এবং শোথ পীত, লোহিত, পাণ্ডু ও কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, মলিন, গুরুত্ববিশিষ্ট ও গম্ভীরপাকী হয় অর্থাৎ বিলম্বে পাকিয়া উঠে। পাকিলে মাংস-সকল ক্লেদযুক্ত হয় ও খসিয়া পড়ে, এইজন্য শিরা ও স্নায়ু-সকল স্পষ্ট দেখা যায়, পরন্তু উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। এই বিসর্প কর্দ্দমের ন্যায় অত্যন্ত ক্লেদযুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে। এই রোগে রোগীর জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মস্তক-বেদনা, অবসাদ, আক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে বিদীর্ণবৎ বেদনা, পিপাসা ও অপক্ক মল-ত্যাগ হয়। আমাশয় কফ ও পিত্তের স্থান বলিয়া এই বিসর্প প্রায়শঃ আমাশয়েই উৎপন্ন হয়।

ক্ষতজ-বিসর্পের লক্ষণ—অস্ত্র-শস্ত্রাদির আঘাতে কোন স্থান আহত হইলে সেই স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয়, পরন্তু ঐ ক্ষত কোন কারণে দূষিত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করিয়া কুলত্থি কলাইয়ের মত স্ফোটকযুক্ত শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে ক্ষতজ-বিসর্প কহে। ঐ বিসর্পে অত্যন্ত দাহ ও বেদনা জন্মে, রোগীর জ্বর হয় এবং রক্ত শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিসর্পের উপসর্গ—জ্বর, অতিসার, বমন এবং চর্ম্ম ও মাংস বিদীর্ণ হওয়া, ক্লান্তি ও অরুচি ; এই কয়েকটি বিসর্পের উপসর্গ।

বিসর্পের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয়, কিন্তু সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। পৈত্তিক বিসর্পে শরীর অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণ-

বর্ণ হইলে তাহাও অসাধ্য; বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন হইলে তাহা কষ্টসাধ্য।

বিসর্প-চিকিৎসা-বিধি

লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ-বীর্য্য দ্রব্যাদি-সেবন প্রভৃতি নানা কারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ, রক্ত, লসিকা, ত্বক্ ও মাংসকে দূষিত করিয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শরীরের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ গমন করে বলিয়া ইহাকে বিসর্প কহে। যেমন ব্রণপরিণামী শোথকে ব্রণশোথ কহে,—তদ্রূপ ব্রণপরিণামী বিসর্পকে বিসর্প-ব্রণ বলা যায়। যে সকল বিসর্প হইতে পরিণামে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রণ-শোথ-মধ্যে গণনীয়। ডাক্তারেরা বলেন, ইহা সংক্রামক, এক শরীর হইতে অন্য-শরীরে সংক্রমণ করে। বিসর্পরোগ উৎপত্তির পূর্ব্বে পরিপাকযন্ত্রের দুর্ব্বলতা, স্থান-বিশেষের মাংস-পেশীতে বেদনা, শিরঃপীড়া, গল-নলীতে বেদনা ও ক্ষত, শরীরের অবসাদ, অস্থিরতা এবং শীত বা কম্প-পূর্ব্বক জ্বরাগমন; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং প্রবল আক্রমণে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। প্রায়শঃ দ্বিতীয় দিন হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম দিবসের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের যে স্থানে সঞ্চিত হয়, প্রথমতঃ সেই স্থান উষ্ণ ও লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, অনন্তর দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ত্বকের উপরে বা অভ্যন্তরে অথবা ত্বকের বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয় প্রদেশে ঐ শোথ বিচরণ করে। বিসর্পের গতি দুই প্রকার। যথা—যে স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়, সেই স্থান উষ্ণ বোধ হয়, চুলকায়, স্পর্শ করিলে জ্বালা করে, অনন্তর অবিলম্বে দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কতক্ষণের মধ্যে কতদূর বিস্তৃত হইবে, তাহা লক্ষণদ্বারা নিরূপিত করা যায় না এবং কোন চিকিৎসকই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। কোন কোন বিসর্প দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাহার গতি-রোধের চেষ্টা না করিলে অবিলম্বে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও মারাত্মক হইয়া উঠে। ইহা প্রথমপ্রকারের গতিবিশিষ্ট; অপর এককালে সর্ব্বাঙ্গে দোষ সঞ্চিত হইয়া একবারে সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করা।

বিসর্প সাতপ্রকার; বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ এবং সন্নিপাতজ। ক্ষতজ বিসর্পে প্রায়শঃ পিত্তজ বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কখনও বা অন্য দোষের লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং উহা স্বতন্ত্র ব্যাধি নহে, যে দোষের প্রাবল্য লক্ষিত হইবে, সেই দোষজ বিসর্পের ন্যায় উহার চিকিৎসা করিবে। উক্ত সাতপ্রকার বিসর্পের মধ্যে মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন না হইলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিসর্প আরোগ্য হয়; কিন্তু বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। ইহাদের মধ্যে যেগুলি কেবলমাত্র ত্বকের উপরে সঞ্চরণ করে, সেগুলি তাদৃশ মারাত্মক নহে, ইহাকেই বহির্বিসর্প কহে। যেগুলি কেবল মাত্র ত্বক্ ও মাংসের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করে এবং ব্যাধিত স্থানে প্রদাহ, রোগীর জ্বর অথচ অকস্মাৎ অগ্নি ও বলক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু বাহিরে বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় না, সেগুলি কঠিন, তাহাকে অন্তর্ব্বিসর্প কহে, আর যেগুলি ভিতর বাহির উভয় দেশ একবারে আক্রমণ করে, সেগুলি অতি কঠিন বা অসাধ্য, তাহাকে বহিরন্তর্ব্বিসর্প কহে।

এক প্রকার বিসর্প সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা আগুনে পোড়া ফোস্কার মত কালরংয়ের ছোট ছোট হয়, তন্মধ্যে পূঁয থাকে না, ফোস্কা ফাটিয়া গেলে কেবল একটু রস নির্গত হয়, তদুপরি প্রায়ই মামড়ি বা চামাটি পড়ে, চলিত কথায় ইহাকে পোড়ানারাঙ্গী বা পোড়ামলঙ্গী বা ক্ষুদে ওড়া কহে। বাতিক বিসর্পের চিকিৎসাদ্বারা ইহা সহজে আরোগ্য হয়।

বিসর্প পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যাদি সেবনেও হয়, আবার ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে রক্ত দূষিত হইলেও জন্মে। কোন কোন বিসর্পরোগে রোগীর জ্বর নাও হইতে পারে, হয়ত রোগী অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারে না, রাত্রিতে অকস্মাৎ আঙ্গুলটি একটু ফুলিয়া উঠিল, তৎসঙ্গে ফুলাস্থান লালবর্ণ হইল ও ক্রমশঃ তাহার জ্বালাযন্ত্রণায় রোগী অভিভূত হইয়া পড়িল। ঐ অবস্থায় দেখা গিয়াছে, রোগী এক গামলা বরফ-জলে পাঁচ মিনিট হাত ডুবাইয়া রাখিল, একটু শীতল বোধ হইল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে জল গরম হইয়া উঠিল, আবার জ্বালায় পূর্ব্ববৎ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। চলিত কথায় ইহাকে আঙ্গুলহাড়া কহে। এই অবস্থা মারাত্মক না হইলেও অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক, বিশেষতঃ উক্ত বিসর্প ফিরঙ্গ-জনিত হইলে প্রলেপাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না, তখন অস্ত্র-

প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। অস্ত্র-প্রয়োগ করিলে দূষিত রক্ত বহির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্বালার শান্তি হয়, কিন্তু প্রলেপ দ্বারা বিশেষ উপকার হউক কি নাই হউক, প্রলেপ দিতে কালবিলম্ব করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, করিলে বিসর্প অধিকাংশস্থানে বিস্তৃত হইতে পারে, অন্ততঃ বিসর্পের গতি-রোধের জন্যও প্রলেপ প্রয়োগ করা উচিত। এস্থলে বুঝিতে হইবে, দূষিত রক্ত বাহির করিয়া না দিলে উপায় নাই। ব্যাধিতস্থানে কোন অংশ পচিতে আরম্ভ করিলেও অবিলম্বে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া পচা অংশ চাছিয়া ফেলিবে, নচেৎ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে চিরজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে। কুষ্ঠ ও বিসর্পের মধ্যে প্রভেদ এই—কুষ্ঠরোগে দোষ ও দূষ্য দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ক্রিয়া করে, কুষ্ঠে রক্ত ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেও রক্ত ও পিত্তের প্রাবল্য থাকে না, পরন্তু কুষ্ঠরোগ সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু বিসর্প রক্ত ও পিত্ত দূষিত না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না; তদ্ভিন্ন সম্প্রাপ্তিগত পার্থক্যও আছে।

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া প্রলেপ যোজনা করিবে। যতখানি স্থান ব্যাপিয়া রোগোৎপত্তির চিহ্ন দেখা যাইবে, তদপেক্ষা চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি বড় বস্ত্রখণ্ড কাঁচিদ্বারা কাটিয়া তাহাতে প্রলেপ মাখাইয়া ব্যাধিত-স্থানে এরূপভাবে লাগাইবে, যেন ব্যাধিতস্থান সম্যক্ আবৃত হইয়া অন্ততঃ এক অঙ্গুলি-পরিমিত সুস্থ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগাক্রান্ত ত্বক্ ও সুস্থ-ত্বকের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমা-রেখা বিদ্যমান থাকে, বর্ণ-পার্থক্যে তাহার প্রভেদ অক্লেশে স্থির করা যায়, সুতরাং কতটা স্থান আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। এইরূপে প্রলেপ যোজনা করিলে অন্যদিকে রোগ বিস্তৃত হইতে পারে না। প্রলেপ এক অঙ্গুলি পুরু করিয়া লাগাইবে, শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার নূতন প্রলেপ যোজনা করিবে।

প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া খাওয়ার ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। পোড়া-নারাঙ্গীতে খাওয়ার ঔষধের আবশ্যকতা হয় না, একমাত্র কিঙ্কুলুকতৈল প্রয়োগ করিলেই চলে,—নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বিরেচক দুই একটি পাচন প্রয়োগ করিলেই চলে, কিন্তু কঠিন হইলে বমনবিরেচনদ্বারা দেহের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগস্থ দোষ নিঃসারিত করিবে। এই প্রকার অন্তঃপরিমার্জ্জনদ্বারা রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না এবং রোগ মারাত্মক হইতে পারে না,—পরন্তু সত্বরই প্রশমিত হইয়া থাকে। এই রোগে ব্যাধিতস্থানে

জলৌকা-প্রয়োগ অতি উপকারী, পূর্ব্বে ঐরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা রক্ত-মোক্ষণের প্রথা ছিল। এই প্রণালী অতি সুন্দর, ফিরঙ্গ-বিষজনিত বিসর্পে এইরূপ রক্তমোক্ষণদ্বারা মহোপকার দর্শে।

বমন-বিরেচনাদি দ্বারা দোষ নিঃসারিত হইলে খাওয়ার ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর স্বয়ং বিদীর্ণ বা অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করা হইলে ক্ষত প্রকাশ পায়, তখন ব্রণ-রোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিতে হয়। দুষ্টক্ষতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অগ্রে তাহাকে শোধন করিয়া পশ্চাৎ ক্ষত শুষ্ক হইবার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। বমনের জন্য পলতা ও নিমছালের ক্বাথে মদনফল-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে. ইহাতে বমন হইলে অনেক উপকার হয়। বিরেচনের জন্য ত্রিফলার ক্বাথে তেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইয়া দাস্ত করাইবে। আমলকীর স্বরসে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে প্রত্যহ দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং রোগও প্রশমিত হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিসর্পে রাস্নাদিলেপ, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদি-লেপ বা পঞ্চবল্কলপ্রলেপ, শ্লৈষ্মিক বিসর্পে মুস্তকাদিলেপ অথবা ত্রিফলাদিলেপ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক বিসর্পে গোটামসুর বা মুগ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও রোগ প্রশমিত হয়। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পে কিংবা সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্পে দশাঙ্গলেপ অতি উপকারী। ইহা বিষ-দোষ-নাশক, সুতরাং এড়াবিষ লাগিয়া বিসর্প হইলে ইহা প্রয়োগে বিষ নষ্ট ও রোগ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বপ্রকার বিসর্পে সেবনের জন্য পটোলাদিক্বাথ, অমৃতাদিক্বাথ বা কিরাতাদিক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগের প্রথমাবস্থা হইতে কজ্জলী-যোগ, করলা বা উচ্ছে পাতার রস সহ প্রয়োগ করা যায়। জ্বরের বেগ প্রশমিত হইলে শরীরের রক্ত-শোধনের জন্য পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু বা পদ্মকঘৃত ব্যবস্থা করিবে। ফিরঙ্গজনিত বিসর্পে প্রথমতঃ পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন করাইয়া পশ্চাৎ ফিরঙ্গরোগোক্ত মশল্লার জল সেবন করিতে দিলে রোগ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিসর্পরোগ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে পুনরাক্রমণ করে, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

বিসর্পরোগে ঔষধ

বমনযোগ—রোগ প্রবল হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অগ্রে বিসর্পরোগীকে বমন করাইবে।

বমনযোগ। পলতা ২ তোলা ও নিমছাল ২ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। প্রক্ষেপ—মদনফলচূর্ণ।০ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা। প্রথমতঃ চারি আনা চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া জলে গুলিয়া পান করাইবে, তাহাতে যদি ১৫।২০ মিনিট বা আধ ঘণ্টার মধ্যেও বমন না হয়, তবে আরও একবার প্রয়োগ করিবে।

রাস্নাদিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক কিংবা বাতপৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বা পীড়িতস্থানে দাহ বা সন্তাপ থাকিলে এবং প্রদাহিত স্থান লাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এই প্রলেপ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে। ক্ষতজ বা সান্নিপাতিক বিসর্পে ঐ সকল দোষের প্রকোপ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

রাস্নাদিলেপ। রাস্না, নীলশুন্দির মূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

চন্দনাদিলেপ—পৈত্তিক বিসর্পে পীড়িত স্থান রক্তবর্ণ ও অত্যধিক দাহ বা সন্তাপযুক্ত হইলে এই প্রলেপ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে। সন্নিপাতজ বা ক্ষতজ বিসর্পে পিত্তের প্রকোপ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চন্দনাদিলেপ। রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, বেণারমূল ও পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধে মর্দ্দন।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ—পৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদিলেপ প্রয়োগে উপকার না হইলে এই মহোপকারী প্রলেপ লাগাইবে। ক্ষতজ বা সন্নিপাতজ বিসর্পে অত্যধিক প্রদাহ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মুস্তকাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই লেপ লাগাইবে।

মুস্তকাদিলেপ। মুথা, খদিরকাষ্ঠ বা খয়ের, ছাতিমছাল, বাসকছাল, সোন্দালপাতা ও দেবদারু; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

ত্রিফলাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক বিসর্পে মুস্তকাদিলেপ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাতজ ও ক্ষতজ বিসর্পে শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিফলাদিলেপ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারমূল, বরাহ-ক্রান্তা, করবীমূল, নলমূল ও অনন্তমূল; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

দশাঙ্গলেপ—বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পে কিংবা ক্ষতজ ও সন্নিপাতজ বিসর্পে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উপকারী। এড়া-বিষ লাগিয়া বিসর্প হইলে তাহাতেও এই লেপ প্রয়োগ করা যায়। ইহা বিষদোষ-নাশক।

দশাঙ্গলেপ। শিরীষছাল, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, বড়এলাচ, জটা-মাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

পটোলাদিক্কাথ—বিসর্পরোগের যে কোন অবস্থায় এই ক্কাথ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিসর্পনাশক।

পটোলাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১০১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদিক্কাথ—বাতিক বা পৈত্তিকাদি যে কোন বিসর্প হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ও বিসর্পপীড়িত স্থানে দাহ এবং শোথ প্রকাশ পাইলে ও তজ্জন্য রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইলে এই ক্কাথ পান করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ক্কাথের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিবে।

অমৃতাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৮১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কিরাতাদিক্কাথ—যে কোন প্রকার বিসর্পের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে এই ক্কাথ প্রয়োগ করা যায়। রোগ যাবৎ আরোগ্য না হয় তাবৎ প্রযোজ্য। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ সহ ব্যবস্থা করিবে।

কিরাতাদিকাথ। চিরতা, গুলঞ্চ, পলতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খয়ের ও মুথা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

কজ্জলীযোগ—বিসর্পরোগের যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বিরেচন প্রয়োগ করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধ-প্রয়োগে জ্বর বিরাম হইলে ঘৃতসংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মাংস-যুষ

প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবে। অনুপান—উচ্ছে বা করলা পাতার রস।

কজ্জলীযোগ। প্রস্তুতবিধি ১০২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—বিসর্পরোগে রোগীর জ্বরের প্রবল-বেগ হ্রাস পাইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে এই ঘৃত রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে রোগ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। স্মরণ রাখা উচিত, বিসর্প সমূলে বিনষ্ট না হইলে পুনরাক্রমণ করে। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাত-শ্লৈষ্মিক, পৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লৈষ্মিক বিসর্পরোগে এবং সন্নিপাতজ বা ক্ষতজ-বিসর্পরোগে বায়ু বা শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। ফিরঙ্গজনিত বিসর্পেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পদ্মকঘৃত—পৈত্তিক বিসর্পে এবং সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ-বিসর্পে পিত্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে কিংবা বিসর্প কোন প্রকার এড়াবিষ-জনিত হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। নালী-ঘা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ফিরঙ্গজনিত বিসর্পে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

পদ্মকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাইচ, কুড়, লাক্ষা (গালা), তেজপাতা, মোম, তুঁতেভস্ম, বহুবারবৃক্ষের ছাল, শিরীষছাল ও কয়েদবেল; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। পাকশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বিসর্পরোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—বিসর্পে বেশী জ্বর থাকিলে রোগীকে লঙ্ঘন, সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। খৈরমণ্ড, যবমণ্ড, মুগ, মসুর, ছোলা ও অড়হর দাইলের যুষ এবং মাংসের যুষ প্রভৃতি জ্বরসত্ত্বে ব্যবস্থা করা যায়। জ্বর বন্ধ হইলে মুগ, মসুর, ছোলা বা অড়হর দাইল, পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যুষ, ঘৃতদ্বারা সন্তলন করা দাইল ও ব্যঞ্জনাদি, মাখন, কিস্‌মিস্‌, ডালিম, বেদানা, করলা, বেতের অগ্রভাগ, পলতা, পটোল, ডুমুর,

কাঁচাকলা ও বেগুন প্রভৃতি পথ্য দিবে। তিক্তরসবিশিষ্ট যে কোন দ্রব্য এই রোগে উপকারী। দুগ্ধ সহ্যমত দিবে। স্নান সহ্যমত।

অপথ্য—শারীরিক পরিশ্রম, দিবা-নিদ্রা, মৈথুন, পূর্ব্বদিগাগত বায়ু বা প্রবলবায়ুসেবন, শাক, সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য-ভোজন, দধি, অম্লদ্রব্য, ছানা, গুরুপাক অন্ন ও পানীয়, রসোন, কুলথিকলাই, মাষকলাই ও তিল ভক্ষণ, জাঙ্গল প্রাণীর মাংস ব্যতীত অন্য মাংস ভক্ষণ, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, লবণ, অম্ল ও কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্য-ভোজন, মদ্যপান, রাত্রি-জাগরণ ও রৌদ্র-সেবন, বিসর্পে এই সকল পরিত্যাজ্য।

স্নায়ুরোগ-চিকিৎসা

লক্ষণ—নানাকারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ জঙ্ঘা (পদমূল) বা বাহুমূল আশ্রয় করিয়া শোথ উৎপাদন করে ও বিদীর্ণ করিয়া ক্ষত জন্মায় এবং দোষ-দেহস্থ উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষতস্থানের মাংসকে শোষণ করিয়া সূত্রের ন্যায় করে, ইহাকে স্নায়ুরোগ কহে। মাংস শুষ্ক হইয়া স্নায়ু অর্থাৎ সূতার ন্যায় হয় বলিয়া ইহার নাম স্নায়ুরোগ। ইহা অতি কঠিন ব্যাধি। জঙ্ঘা বা বাহুমূলে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ রোগাক্রান্ত স্থান যখন রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, তখন সাধারণ ব্রণ-শোথ বলিয়াই মনে হয়, চিকিৎসকেরও সময় সময় রোগ-নির্ণয়ে মতিভ্রম ঘটে। ক্রমশঃ শোথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শোথের অভ্যন্তরভাগ কিয়দংশ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। রোগ-নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পায় বা রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। শোথের পকাপক্ক লক্ষণদ্বারা পাকিয়াছে কিনা স্থির করা দুরূহ, কারণ, বাহ্য লক্ষণ-দৃষ্টে শোথের বহির্ভাগ কঠিন এবং অপক্ক বলিয়াই বোধ হয়। অস্ত্র-প্রয়োগে বিলম্ব ঘটিলে স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন যবচূর্ণ ঘোলসহযোগে ক্ষত-স্থানে প্রয়োগ করিলে কিংবা অস্ত্রদ্বারা উহা ছেদন করিলে শুষ্ক মাংসখণ্ড সূতার ন্যায় বহির্গত হইতে থাকে এবং শোথও প্রশমিত হয়, কিন্তু রোগের মূলোচ্ছেদ না হইলে পুনর্ব্বার স্থানান্তরে রোগ প্রকাশ পায়। এই রোগে অস্ত্র-প্রয়োগ-

কালে ভ্রমবশতঃ যদি বাহু বা জঙ্ঘাস্থিত স্নায়ু ছিন্ন হয়, তাহা হইলে বাহু সঙ্কুচিত ও রোগী খঞ্জ বা খোঁড়া হইতে পারে।

চিকিৎসা—স্নায়ুরোগ বুঝিতে পারিলেই শজিনার মূলের ছাল, শজিনার পাতা ও সৈন্ধবলবণ, কাঁজির জল (অভাবে ভাতের অম্লজলে) বাটিয়া প্রলেপ দিবে। সৈন্ধব প্রথম ২।১ বার বেশী পরিমাণে দিবে, পরে ক্রমশঃ পরিমাণ কমাইয়া দিবে, কারণ যে স্থানের মাংস শুষ্ক হইয়া সুত্রবৎ হয়, সেই স্থানে বেশী বেদনা থাকে না, ক্রমশঃ ঔষধ প্রয়োগে শুষ্ক মাংসখণ্ড যতবেশী নির্গত হয়, তদনুযায়ী ক্ষত পরিষ্কৃত হয় ও বেদনা বৃদ্ধি পায় ; সুতরাং লবণের পরিমাণ ঐ অবস্থায় কমাইতে হয়। পুনঃ পুনঃ ঐ প্রলেপ লাগাইবে। প্রত্যহ বৈকালে অশ্বগন্ধাচূর্ণ ঘৃতসহযোগে মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে সেবন করাইবে। অশ্বগন্ধা, আতইচ, মুথা, বামনহাটী, শুঁঠ, পিপুল ও বহেড়া চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত রসসিন্দুর করলার মূল বা নিসিন্দাপাতার রসসহ দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে। জ্বর না থাকিলে বা অল্প থাকিলে অশ্বগন্ধাঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত দুগ্ধসহ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ভেকের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

এই রোগে তুষ্টি-পুষ্টি-বর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ রুক্ষদ্রব্য সেবনে বায়ু বর্দ্ধিত হইলে রোগও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রোগীর শরীর স্বভাবতঃ শীর্ণ বা বাতাধিক হইলে মাংস-যূষ পথ্য দিবে। তিক্তদ্রব্য, দুগ্ধ ও ঘৃত এই রোগে অতি উপকারী।

বিস্ফোটক-চিকিৎসা

বাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ—বাতিক বিস্ফোটকে রোগীর জ্বর, মস্তকে বেদনা, পিপাসা ও সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে বেদনা হয় এবং স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ—পৈত্তিক বিস্ফোটকে রোগীর জ্বর ও তৃষ্ণা হয় এবং স্ফোটক পীত বা লোহিতবর্ণ ও অত্যন্ত দাহযুক্ত হয়, পরন্তু উহা শীঘ্র পাকে ও উহা হইতে স্রাব নির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে রোগীর বমি, অরুচি ও শরীরের জড়তা হয় এবং স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, কণ্ডুযুক্ত ও বেদনাবিহীন হয়, পরন্তু উহা বিলম্বে পাকে।

দ্বন্দ্বজ বিস্ফোটকের লক্ষণ—বাতপৈত্তিক বিস্ফোটকে অত্যন্ত বেদনা হয়। বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে অত্যন্ত বেদনা ও কণ্ডু জন্মে এবং স্ফোটক আর্দ্রভাবাপন্ন হয় ও শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে। পিত্তশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে কণ্ডু ও জ্বালা হয় এবং রোগীর জ্বর ও বমি হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ—সান্নিপাতিক বিস্ফোটকের মধ্যস্থান, নিম্ন ও পার্শ্বদেশ উন্নত এবং স্ফোটক কঠিন, ক্ষুদ্রাকার, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ ও রোগীর পিপাসা, বমন, মোহ, মূর্চ্ছা, শরীর-বেদনা, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা হইয়া থাকে। এই বিস্ফোটক অসাধ্য; কেহ কেহ ইহাকেই কার্ব্বঙ্কল কহেন।

রক্তজ বিস্ফোটকের লক্ষণ—রক্তজ বিস্ফোটক দেখিতে গুঞ্জার ন্যায় রক্তবর্ণ, ইহা পৈত্তিক লক্ষণান্বিত। শত-সহস্র ঔষধের প্রয়োগেও ইহা আরোগ্য হয় না।

বিস্ফোটকের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—একদোষজ বিস্ফোটক সাধ্য, দ্বিদোষজ বিস্ফোটক কষ্টসাধ্য এবং সান্নিপাতিক বিস্ফোটক নানাপ্রকার উপদ্রবসংযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

বিস্ফোটক-চিকিৎসা-বিধি

কটুরস ও অম্লরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, রুক্ষগুণ-বিশিষ্ট ও ক্ষারদ্রব্য বা অপক্কদ্রব্যের ভোজন, আহার পরিপাকপ্রাপ্ত না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, রৌদ্র-সেবন ও ঋতুবিপর্য্যয় বা এক ঋতুতে অন্য ঋতুর আবির্ভাব; এইসকল কারণে, বিশেষতঃ ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে রক্ত দূষিত হইলে কিংবা মধুমেহ বা বহুমূত্ররোগ থাকিলে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রক্ত, মাংস ও অস্থিকে দূষিত করিয়া ভয়ঙ্কর স্ফোটক উৎপাদন করে। রক্ত ও পিত্ত অত্যন্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। বিস্ফোটক জ্বরপূর্ব্ব রোগ; বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রায়শঃ অগ্রে জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কচিৎ উৎপন্ন হইবার পরে বা সঙ্গে-সঙ্গে জ্বর হয়।

কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ—রোগাক্রান্ত স্থান প্রথমে শক্ত হয় ও ফুলিয়া উঠে, ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিস্তৃত হইতে থাকে, শোথের আয়তন অল্লাধিক পরিমাণে গোলাকার, মুখ চ্যাপ্টা, কঠিন ও রক্তবর্ণ হয় ; দেখিতে দেখিতে তাহার উপরে আগুনে পোড়া ফুস্কুড়ির ন্যায় ফোস্কা পড়ে, ঐ ফুস্কুড়ি ফাটিয়া গেলে কতকগুলি ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং ঐসকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া পচামাংস দেখা যায়, তাহার পর ক্রমশঃ ছিদ্রগুলি বুজিয়া যায় ও পচা মাংস বহির্গত হইতে থাকে, সমস্তাংশ বাহির হইলে নিম্নে একটি অঙ্কুরবিশিষ্ট ক্ষত দৃষ্ট হয়। এইরূপ দুষিত স্ফোটককে বিস্ফোটক কহে। স্ফোটকের সহিত ইহার প্রভেদ এই—ইহার মুখ চ্যাপ্টা, কিন্তু স্ফোটকের মুখ সরু। ইহা হইতে ক্রমশঃ মারাত্মক উপসর্গসকল প্রকাশ পায় ও রোগী অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগেরই অধিক হয় এবং মধ্যবয়সের পরই প্রায়শঃ ইহার আক্রমণ দেখা যায়। মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে এবং মুখমণ্ডলে, মস্তকে, পৃষ্ঠদেশে বা মর্ম্মস্থানে হইলে সমধিক বিপজ্জনক হইয়া থাকে। ইহা দেহের নানাস্থানে হয়, কচিৎ সর্ব্বদেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিদ্রধি ও বিস্ফোটক এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত কার্ব্বঙ্কল, তাহার নির্দ্দেশ করা দুরূহ। কেহ বলেন, বিদ্রধিই কার্ব্বঙ্কল, আবার কেহ বলেন, বিস্ফোটকই কার্ব্বঙ্কল। ডাক্তারিমতে কার্ব্বঙ্কল যদি মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তবে বিদ্রধিকেই আয়ুর্ব্বেদ-মতে কার্ব্বঙ্কল বলা উচিত, কারণ বিদ্রধি ঐ রোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকে বলেন, ঐ রোগ হইতে বিস্ফোটকও উৎপন্ন হয়—বিদ্রধিও উৎপন্ন হয়। আবার কেহ কেহ বিদ্রধিকে ও কেহ কেহ বিস্ফোটককে কার্ব্বঙ্কল কহেন, নানাজনের নানা মত। কার্ব্বঙ্কলের লক্ষণ ১০৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

বিস্ফোটক প্রকাশ পাইবামাত্র জ্বরের গতি বুঝিয়া নবজ্বরের ন্যায় লঙ্ঘন বা লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে। বমন ও বিরেচন অনেক রোগেই মহোপকারী। বমন ও বিরেচন দ্বারা উর্দ্ধ ও অধোগত সার্ব্বাঙ্গিক দোষের লাঘব হয়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বমনের জন্য পলতা ও নিমছালের ক্বাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। অত্যন্ত দুর্ব্বল

শরীরে বমনের পরিবর্ত্তে বিরেচনের ব্যবস্থা করিবে। বিরেচনের জন্য ত্রিফলার ক্বাথের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিংবা আমলকীর স্বরসের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে ; ইহাতে জ্বরও বিনষ্ট হয় এবং দুই-একবার দাস্তও হইয়া থাকে। অন্যান্য ক্বাথের সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিস্ফোটকে রাস্নাদিলেপ কিংবা শিরীষলেপ ; পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তজ বিস্ফোটকে চন্দনাদিলেপ, পঞ্চবল্কলপ্রলেপ বা উৎপলাদিলেপ ; শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে মুস্তকাদিলেপ বা ত্রিফলাদিলেপ প্রয়োগ করিবে। বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে কিংবা সান্নিপাতিক বিস্ফোটকে দশাঙ্গলেপ অতি উপকারী। এই লেপ বিষনাশক, সুতরাং বিস্ফোটক এড়াবিষ বা অন্য কোন বিষ-জনিত হইলেও এই প্রলেপে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে শিরীষ-ছাল, যজ্ঞডুমুরছাল ও জাম-ছাল সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়।

বমন ও বিরেচনের পর শুদ্ধদেহে সেবনের জন্য সিন্দুরযোগ বৈকালে প্রয়োগ করিবে, সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটক ইহাতে বিনষ্ট হয়। বাতিক বিস্ফোটকে দশমূলাদিক্বাথ, পৈত্তিক বিস্ফোটকে দ্রাক্ষাদিক্বাথ ও শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে কিরাতাদিক্বাথ প্রয়োগ করিবে। বাতপিত্তাদিভেদে দোষ নির্ণীত না হইলে বাসাদিক্বাথ বা পটোলাদিক্বাথ অথবা অমৃতাদিক্বাথ ইহাদের যে-কোন একটি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এইসকল ক্বাথ রোগের মূলীভূত-কারণ-নাশক, রক্তপরিষ্কারক ও জ্বরনাশক এবং দেহশোধক ও বিস্ফোটকনাশক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ঐ-সকল ক্বাথের সহিত কটুকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। দোষের তাদৃশ প্রবলতা না থাকিলে কেবল গুলঞ্চ ও নিমছালের ক্বাথে কিংবা ইন্দ্রযব ও খয়েরের ক্বাথে (খদিরকাষ্ঠ অভাবে) কটুকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

যদি বিস্ফোটক না বসে, তাহা হইলে পাকাইবার চেষ্টা করিবে। পূঁযোৎপত্তি হইলে সহজেই আরোগ্য হয়। বলাডুমুরের গাছের ছাল, পাতা ও মূল বাটিয়া স্ফোটকের উপর লাগাইয়া তদুপরি কলার পাতা বা পান রাখিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কদমপাতা ছেঁচিয়া ফোড়ার উপর বিছাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেও পাকে। পাকিলে পক্ব ব্রণশোথের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

অনন্তর ব্রণ বা ক্ষত প্রকাশ পাইলে ব্রণগজাঙ্কুশরস ও ব্রণারিগুগ্‌গুলু; এই দুইপদ দুইবেলা বা একপদ একবেলা প্রয়োগ করিবে। জ্বর হ্রাস পাইলে পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু বা বিসর্পরোগোক্ত পদ্মকঘৃতের ব্যবস্থা করিবে।

বিস্ফোটকে ঔষধ

ব্রাহ্ম্যাদিলেপ—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বিস্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অচিরে জ্বালা-যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া শোথ বসিয়া যায়।

ব্রাহ্ম্যাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিরীষাদিলেপ—বাতিক বিস্ফোটকে স্ফোটক কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ ও রুক্ষ দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা টন্‌টনানি বা টাটানি, শূলানি, দপ্‌দপ্‌ করা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা অচিরে বাতজ শোথ বসিয়া যায়। স্ফোটক কোনপ্রকার বিষ লাগিয়া হইলেও ইহাতে শোথ বসে।

শিরীষাদিলেপ। শিরীষছাল, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও কেলেকড়া বা কালিয়া-লতা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন ও আগুনে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

চন্দনাদিলেপ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তজ বিস্ফোটকে স্ফোটক রক্ত, শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও অত্যধিক উত্তাপ থাকিলে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে মহোপকার দর্শে। ইহার প্রয়োগে অচিরে ঐসকল শোথ বসিয়া যায়। সান্নিপাতিক বিস্ফোটকে পিত্তের অত্যধিক প্রকোপবশতঃ ঐসকল উপসর্গ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চন্দনাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, রক্তজ ও সন্নিপাতজ বিস্ফোটকে পিত্তের প্রকোপবশতঃ নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ স্ফোটক রক্তবর্ণ ও অত্যধিক প্রদাহযুক্ত হইলে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা অচিরে শোথ বিলীন হয়।

পঞ্চবল্কলপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উৎপলাদিলেপ—পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, রক্তজ ও সন্নিপাতজ বিস্ফোটকে অত্যধিক জ্বালা ও সন্তাপ থাকিলে এবং স্ফোটক রক্তবর্ণ ও উষ্ণ বোধ হইলে এই প্রলেপ লাগাইবে।

উৎপলাদিলেপ। নীলশুন্দির মূল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনন্তমূল, ও শ্যামালতা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, দুগ্ধে পেষণ করিয়া লাগাইবে।

মুস্তকাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন ও অল্পবেদনাযুক্ত হইলে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যায়।

মুস্তকাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদিলেপ—শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটকে স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন ও অল্পবেদনাযুক্ত হইলে এই লেপ লাগাইবে। ইহার প্রয়োগে অচিরে শোথ বসিয়া যায়।

ত্রিফলাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশাঙ্গলেপ—বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক বিস্ফোটকে অত্যন্ত দাহ, শূলানি, টাটানি বা টন্‌টনানি ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা থাকিলে এবং ঐসকল স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ বা রুক্ষ দৃষ্ট হইলে এই প্রলেপ লাগাইবে।

দশাঙ্গলেপ। প্রস্তুতবিধি ১০৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিন্দূরযোগ—যে-কোন প্রকার বিস্ফোটকের যে-কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রস ও মধু। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বিসর্প-রোগোক্ত কজ্জলীযোগ-প্রয়োগেও সমধিক উপকার হইয়া থাকে।

সিন্দূরযোগ। রসসিন্দূরকে গুলঞ্চের রস, নিমছালের রস ও খয়ের শীতল জলে ভিজাইয়া সেই জল ও ইন্দ্রযবের কাথ দ্বারা ক্রমান্বয়ে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া রসসিন্দূরের সমপরিমাণ কর্পূর, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা।

দশমূলাদিক্কাথ—বাতিক বিস্ফোটক রুক্ষ, কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, সন্ধিস্থানে বেদনা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নানা উপসর্গ

থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কটুকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

দশমূলাদিক্বাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারি, গোক্ষুর, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদিক্বাথ—পৈত্তিক বিস্ফোটক রক্তবর্ণ ও স্পর্শে উষ্ণ বোধ হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ, রোগীর প্রবল জ্বর ও গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ক্বাথ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উহাতে কটুকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

দ্রাক্ষাদিক্বাথ। কিস্‌মিস, গাম্ভারীছাল, পিণ্ডিখেজুর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খৈ ও দুরালভা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কিরাতাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিক বিস্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন ও অল্পবেদনাযুক্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, গা-ব্যথা, অরুচি ও গাত্রগুরুতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ক্বাথ তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কটুকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

কিরাতাদিক্বাথ। চিরতা, বচ, বাসকছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চী, নিমছাল ও পল্‌তা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদিক্বাথ—বিস্ফোটকের যে-কোন অবস্থায় যে-কোন উপসর্গ থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বাসাদিক্বাথ। বাসকছাল, মুথা, যষ্টিমধু, নিমছাল, চিরতা, পল্‌তা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ইন্দ্রযব; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদিক্বাথ—যে-কোন প্রকার বিস্ফোটক প্রকাশ পাইলে ও তাহাতে যে-কোন উপসর্গ থাকিলে এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে রোগীর আনুষঙ্গিক জ্বর, দাহ, কম্প ও অন্যান্য

সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ বিনষ্ট হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যে কটকী বা তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ব্রণরোগোক্ত পটোলাদিক্বাথ প্রয়োগ করিলেও চলে।

পটোলাদিক্বাথ। পলতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, মুচীমুখী, কট্‌কী, আকনাদি, হরিদ্রা ও দুরালভা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদিক্বাথ—বিস্ফোটকের যে-কোন অবস্থায় যে-কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

অমৃতাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৮১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রণগজাঙ্কুশরস—বিস্ফোটক পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার স্রাব নির্গত হইলে অথচ জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রস।

ব্রণগজাঙ্কুশরস। প্রস্তুতবিধি ৮৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রণারিগুগ্‌গুলু—বিস্ফোটকে ক্ষত উৎপন্ন হইলে এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার স্রাব নির্গত হইলে অথচ জ্বালা-যন্ত্রণা থাকিলে কিংবা ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে ক্ষত শুষ্ক ও রক্তশুদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

ব্রণারিগুগ্‌গুলু। পিপুল ১ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ তোলা। প্রথমতঃ গুগ্‌গুলু ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তৎসহ ক্রমশঃ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—বিস্ফোটকের ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে ক্ষত ও রক্তশোধনের জন্য বা রোগ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য এই ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—গরম দুধ।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিস্ফোটকে পথ্যাপথ্য

পথ্য—জ্বরসত্ত্বে নবজ্বরের ন্যায় লঙ্ঘন বা লঘুপথ্য অর্থাৎ সাগু, খৈর মণ্ড বা যবমণ্ড প্রভৃতি খাইতে দিবে। জ্বর বন্ধ হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত-সন্তলিত মুগ, মসুর ও ছোলার ডাল, ঘৃতে সন্তলন করা পটোল, পলতা, উচ্ছে, করলা, ঝিঙে, বেগুন, ডুমুর, কাঁচকলা, থোড় ও মোচা প্রভৃতির

তরকারী পথ্য দিবে। মিষ্টদ্রব্য এই রোগে যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।

অপথ্য—অম্ল, কটু ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য, জলজ মাংস, শাক, দধি, ইক্ষুচিনি ব্যতীত অন্য মিষ্টদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য বিস্ফোটকে অহিতকর। এই রোগে মৈথুন, ক্রোধ, পরিশ্রম ও রৌদ্রসেবন আরোগ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য।

স্ফোটক-চিকিৎসা

স্ফোটক আকৃতিভেদে নানাপ্রকার। বিদ্রধি, বিসর্প, বিস্ফোটক ও বৃহৎ স্ফোটক প্রভৃতির চিকিৎসা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে। যেমন বিদ্রধি প্রভৃতি ব্রণ-পরিণামী ব্যাধি, তদ্রূপ অনুশয়ী এবং কক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি স্ফোটক আছে, তাহারা ক্ষুদ্র হইলেও ব্রণপরিণামী, সুতরাং যাবৎ ক্ষত প্রকাশ না পায়, তাবৎ ব্রণশোথ মধ্যে গণ্য; কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে ব্রণ বলা যায়।

অনুশয়ীর লক্ষণ—পায়ের উপরে অল্পশোথযুক্ত, নিকটবর্ত্তী-ত্বকের সমানবর্ণবিশিষ্ট এবং অন্তঃপাক ও গভীরমূলযুক্ত রোগ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অনুশয়ী কহে। এই রোগে ত্বকের নিম্নে স্ফোটক জন্মে ও পাকে, সুতরাং ত্বকে রোগের প্রভাব অল্পই প্রকাশ পায়। ত্বক্ অল্প ফুলিয়া উঠে, কিন্তু স্ফোটকের মূল মাংস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অনুশয়ীর চিকিৎসা—শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র যবচূর্ণ, ময়দা ও কাঁচা গোটামুগ সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। যদি এই প্রলেপে শোথ না বসে, তবে অবিলম্বে পঞ্চবল্কলপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে। সজিনার ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও শোথ বসিয়া যায়। সজিনার ছাল ছেঁচিয়া কলার নরম পাতায় জড়াইয়া পোট্‌লী করিবে এবং আগুনে গরম করিয়া স্বেদ দিবে, ইহাতে বেদনা ও ফুলার আশু শান্তি হয়। সেবনের জন্য

রসসিন্দূর বা কজ্জলীযোগ সজিনার ছালের রসসহ প্রয়োগ করিবে। পাকিলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া বা ঔষধ দ্বারা ফাটাইয়া ক্ষত শুষ্ক হওয়ার ঔষধ দিবে। এতদ্ব্যতীত ডেউয়ো বা ডেহুয়া-গাছের ক্ষীর বা যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর দ্বারা প্রলেপ দিলেও শোথ বসিয়া যায়।

কক্ষানামক স্ফোটকের লক্ষণ—হস্তে, স্কন্ধদেশে (কাঁধে) ও কক্ষে (বগলে) দাহ ও তীব্রবেদনাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে তাহাকে কক্ষা বলা যায়। ঐসকল স্থানে অন্যান্য স্ফোটকও উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেইসকল ফোড়া অপেক্ষা ইহাতে দাহ এবং বেদনা বেশী থাকে, পরন্তু ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ।

কক্ষার চিকিৎসা—শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র বসাইয়া দিবে। যজ্ঞডুমুরের আঠা বা তেউড়ীর আঠা লাগাইলে অচিরে ঐ শোথ বসিয়া যায়। উহাতে না বসিলে ব্রণশোথরোগোক্ত পঞ্চবল্কলপ্রলেপ উহাতে প্রয়োগ করিলে নিঃসন্দেহ শোথ বসিয়া যাইবে। অসময়ে প্রলেপ দিলে হয়ত নাও বসিতে পারে, সুতরাং যদি পাকে, শোথ ফাটাইয়া, ফুটাইয়া বা বিদীর্ণ করিয়া তাহা হইতে পুঁযাদি নিঃসারিত করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পাষাণ-গর্দ্দভ—হনুসন্ধিতে কঠিন, অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও মসৃণ (তেলতেলে) শোথ জন্মিলে তাহাকে পাষাণ-গর্দ্দভ কহে।

চিকিৎসা—ইহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে রোগ মারাত্মক হইতে পারে। জ্বরের জন্য নবজ্বরের জয়াবটী সজিনার ছালের রসসহ প্রয়োগ করিবে অথবা বিস্ফোটকরোগোক্ত অমৃতাদিক্বাথ বা পটোলাদিক্বাথ সেবন করিতে দিবে। সজিনার ছাল, ধুতুরার মূল ও আদা সমভাগে হুঁকার কটুজলে বাটিয়া আগুনে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে না বসিলে ব্রণশোথোক্ত পঞ্চবল্কলপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জালগর্দ্দভ—ইহা শরীরের নানাস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে। যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্থানের শোথ অতি পাতলা চর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে, ঐ শোথ অল্প পাকে এবং শোথে অত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে ও তাহার যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হয়। পরন্তু রোগীর জ্বর হয়। এই রোগ কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ ইহা বিসর্পের ন্যায় এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে; সুতরাং রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতীকার করিবে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে

বিসর্পের ন্যায় প্রসর্পিত হইয়া মহান্ অনর্থ সংঘটিত করে, এমন কি জীবন নষ্টও করিতে পারে। ইহার অপর নাম অগ্নিবাত।

জালগর্দ্দভ-চিকিৎসা—শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রলেপের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পঞ্চবল্কলপ্রলেপ এক টুকুরা কাপড়ে মাখাইয়া অবিলম্বে শোথ আচ্ছাদিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কাপড়ের টুকরা কাঁচি দ্বারা কাটিয়া লইবে, এরূপ পরিমাণে কাটিবে, যেন শোথস্থানের চতুর্দ্দিকে একআঙ্গুল পরিমাণ কাপড় বেশী থাকে এবং শোথস্থান আচ্ছাদিত হইয়া নীরোগ বা সুস্থ স্থানের এক অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শোথস্থান খালি থাকিলে ঐ শোথ অন্যত্র সঞ্চরণ করিতে পারে, সুতরাং প্রলেপটি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যোজনা করিবে। এইরূপে গোটামুগ বা মসুর বাটিয়া প্রলেপ দিলেও শোথ বসিয়া যায়। শোথ বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে ব্রণশোথের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

বল্মীক—গ্রীবায়, স্কন্ধে, বগলে, হস্তে, পদে, সন্ধিস্থানে কিংবা গলায় একপ্রকার স্ফোটক জন্মে। ইহা দেখিতে বল্মীকবৎ অর্থাৎ উইয়ের ঢিপির ন্যায় উন্নতাগ্র ও বহুছিদ্র বা মুখবিশিষ্ট। ইহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা থাকে (ছুঁচ ফুটাইলে যেমন বেদনা হয়) এবং ঐ বহুমুখ বা ছিদ্র দ্বারা পচামাংসখণ্ড সূতার আকারে বহির্গত হয়; পরন্তু বিসর্পের ন্যায় ইহাও সঞ্চরণশীল অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনশীল। ইহা কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, সময়ে চিকিৎসা না করিলে বা সুচিকিৎসার অভাবে মারাত্মক হইতে পারে, বিশেষতঃ মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন হইলে জীবন-নাশের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ শোথ প্রকাশ পায়, পরে অল্প-অল্প পাকে ও উপরের চর্ম্ম উঠিয়া গিয়া ক্ষত প্রকাশ পায়। তখন উইয়ের ঢিপির ন্যায় উচ্চ হয় ও ছিদ্রসকল প্রকাশ পায়। ডাক্তারিমতে যাহাকে কার্ব্বঙ্কল কহে, তাহার সহিত ইহার লক্ষণের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

বল্মীক-চিকিৎসা—শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র পঞ্চবল্কলপ্রলেপ প্রয়োগ করিবে। বিসর্পের ন্যায় ইহাতে প্রলেপ লাগাইবে, যেন অন্যত্র সঞ্চরণ করিতে না পারে। মসুর বা মুগ বাটিয়া চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে সঞ্চরণ করিতে পারে না। যদি না বসে অথচ বহুছিদ্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বলাডুমুরের পাতা ও শিকড় ছেঁচিয়া শোথের উপরে স্থাপন করিয়া তদুপরি কলার পাতা বিছাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে শীঘ্র পাকে, পাকিলে

আর ভয়ের কারণ থাকে না। তখন পুঁযরক্তাদির স্রাব হইতে থাকে। যদি উহাতেও না পাকে, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা উহার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। পাকিলে পক্কব্রণশোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। আনুষঙ্গিক জ্বর থাকিলে নবজ্বরের জয়াবটী ও বিদ্রধিরোগোক্ত কজ্জলীযোগ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রকোপ প্রবল হইলে অবশ্যই লঙ্ঘন বা লঘুপথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

অগ্নিরোহিণী—কক্ষদেশে (বগলে) একপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক ও মৃত্যুপ্রদ স্ফোটক জন্মে, উহা দেখিতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়। উহাতে জ্বর ও অন্তর্দ্দাহ জন্মায় এবং মাংস পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করে। এই রোগ ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে প্রায়শঃ পিত্তাধিক লক্ষণ অর্থাৎ দাহ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়; পরন্তু পিত্তাধিক ব্রণের ন্যায় অগ্নিবর্ণাভা এবং ক্বচিৎ বা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণের আভা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ কোনস্থানে একটি রক্তবর্ণ কণ্ডু প্রকাশ পায় ও তাহা চুলকায়; পরে দেখিতে-দেখিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে ঐরূপে বর্দ্ধিত হইলেও খুব বড় হয় না বা অন্যত্র সঞ্চরণ করে না। প্রায়শঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্দ্ধিত হইবার বেগ হ্রাস পায় এবং জ্বর ও প্রবল গাত্রদাহ ও স্ফোটকে দাহ প্রকাশ পায়। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতী-কারের চেষ্টা না করিলে প্রায়শঃ জীবন নষ্ট করে; সুতরাং উহা কদাপি উপেক্ষণীয় নহে।

অগ্নিরোহিণী-চিকিৎসা—রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র পঞ্চবল্কল-প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, এই মহৌষধে অবিলম্বে শোথ বসিয়া যায়। পলতা ও নিমছালের কাথে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, বিরেচন দ্বারা দাস্ত হইলে জ্বরের সন্তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আইসে ও দাহ প্রশমিত হয়, পরন্তু জীবনের আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং আস্তে-আস্তে চিকিৎসা করিবার অবসর পাওয়া যায়। স্ফোটক যাবৎ না বসে, তাবৎ ঐ লেপ পুনঃপুনঃ লাগাইবে। বিরে-চনের পর অমৃতাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। স্ফোটকে অত্যধিক দাহ থাকিলে পৈত্তিক বিসর্পরোগোক্ত বিধানানুযায়ী চিকিৎসা করিবে এবং না বসিলে পাকাইয়া, ফাটাইয়া, ফুটাইয়া বা বিদীর্ণ করিয়া পুঁযরক্ত নিঃসারিত করিয়া ক্ষতরোপণের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রায়শঃ ৭।১০ বা ১৫ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়।

বিদারিকা—কক্ষদেশে (বগলে) ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে অর্থাৎ কুঁচ্‌কিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ছোট-বড় শোথ জন্মিলে তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহাতেও রোগীর আনুষঙ্গিক জ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। ইহাও ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু শোথ ক্ষুদ্র হইলে বা দোষের প্রবল প্রকোপ না থাকিলে উপসর্গগুলিও অনতিপ্রবলভাবে উপস্থিত হয় এবং শোথ বৃহৎ হইলে বা দোষের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, ত্রিদোষের নানাপ্রকার প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং দাহ, পিপাসা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, জড়তা, অলসতা ও মুখ-লিপ্ততা প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও এই রোগ মারাত্মক নহে, কষ্টদায়ক মাত্র।

বিদারিকা-চিকিৎসা—শোথ প্রকাশ পাইলে সজিনাছাল, ধুতুরামূল, দেবদারু ও আদা সমভাগে হুঁকার কটুজলে বাটিয়া কলার নরম পাতায় রাখিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে, ইহাতে যদি না বসে, পঞ্চবল্কল-প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। অমৃতাদিক্কাথ সেবন করাইলে জ্বরও বিনষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে স্ফোটকও বসিয়া যায়। না বসিলে পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং পাকিলে পক্ক ব্রণশোথের ন্যায় উহার চিকিৎসা করিবে।

পিড়কা-চিকিৎসা

পিড়কাশব্দে সাধারণতঃ ফুস্কুড়ি অপেক্ষা অল্পায়তনবিশিষ্ট স্ফোটক বুঝাইলেও আয়ুর্ব্বেদমতে অন্যতম প্রমেহ-পিড়কা অর্থাৎ সরার ন্যায় আকৃতি-যুক্ত বৃহৎ বিদ্রধি পর্য্যন্তও পিড়কা-শ্রেণীভুক্ত। আবার হাম, জলবসন্ত, বসন্ত এবং ফিরঙ্গজনিত ইরাপ্‌সনও পিড়কা-শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদমতে স্ফোটক ও পিড়কা উভয়েই একার্থবোধক;—স্ফোটক বলিলে যাহা বুঝায়, পিড়কা বলিলেও তাহাই বুঝায়, কিন্তু এই গ্রন্থে প্রচলিত অর্থের অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী স্ফোটক ও পিড়কা স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হইল।

অজগল্লিকা—চাকচিক্যযুক্ত এবং নিকটবর্ত্তী চামড়ার ন্যায় বর্ণ ও মুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অথচ গ্রথিত পিড়কা জন্মিলে তাহাকে অজগল্লিকা কহে। ইহা বেদনারহিত এবং শ্লেষ্মা ও বাত এই দ্বিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন; কিন্তু ইহাতে বায়ু অপেক্ষা শ্লেষ্মার প্রকোপ বেশী থাকে, এইজন্য বেদনা থাকে

না। এই রোগ বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগকেই আক্রমণ করে। শিশুরোগে অজগল্লিকার লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা—পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যবক্ষার, সাচিক্ষার ও ঝিনুক-ভস্ম সমানভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। অজগল্লিকায় বেদনা থাকে না; সুতরাং কাঁটা বা সূচী দ্বারা উপর্য্যুপরি বিদ্ধ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। বিদ্ধ করিলে সহজে পাকে ও আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত মনঃশিলা, দেবদারু ও কুড়-কাষ্ঠ সমানভাগে জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও পাকে।

যবপ্রখ্যা—যবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি কঠিন অথচ গ্রথিত পিড়কা জন্মিলে তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে। এই পিড়কার মূলদেশ মাংস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা অজগল্লিকার ন্যায়। প্রথমতঃ যবক্ষার, সাচিক্ষার ও ঝিনুক-ভস্ম দ্বারা প্রলেপ দিয়া ক্ষয় করিবার চেষ্টা করিবে, পরে অজগল্লিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অন্ত্রালজী—কঠিন, অবক্র, গোলাকার এবং উন্নত পিড়কা জন্মিলে তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। ইহা অল্প পাকে ও অল্প পূঁয-সংযুক্ত হইয়া থাকে। মনঃশিলা, দেবদারু ও কুড় সমানভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর পাকে ও আরোগ্য হয়।

বিবৃতা—পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পক্ক ডুমুরফলের ন্যায় লালবর্ণবিশিষ্ট, গোলাকার ও অত্যধিক দাহযুক্ত পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিবৃতা কহে। এই পিড়কা অতি শীঘ্র পাকে এবং পাকিলে পিড়কার মুখ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মুখ বিস্তৃত হয় বলিয়া ইহাকে বিবৃতা কহে।

চিকিৎসা—বিবৃতা পিড়কা অতি শীঘ্র পাকে, সুতরাং বসাইবার চেষ্টা করা বৃথা। ইহা যন্ত্রণাদায়ক বটে, কিন্তু মারাত্মক নহে, পাকোন্মুখ না হইলে অবশ্যই পঞ্চবল্কলপ্রলেপ বা পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষের ক্ষীরদ্বারা প্রলেপ দিয়া বসাইয়া দিবে। দাহ থাকিলে বিসর্পরোগোক্ত চন্দনাদিলেপ দিবে। পাকিলে পক্ক-ব্রণশোথের ন্যায় উহার চিকিৎসা করিবে।

ইন্দ্রবিদ্ধা—যেরূপ পদ্মকোষের মধ্যে বীজসকল অবস্থান করে, তদ্রূপ বাত ও পিত্তের প্রকোপে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত হইয়া পিড়কা

জন্মিলে তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। ইহার চিকিৎসা বিবৃতা পিড়কার ন্যায় করিবে। ইহাতে পঞ্চক্ষীরের লেপ অতি উপকারী। অশথ, পাকুড়, বেতস, বট ও যজ্ঞডুমুর এই পাঁচটিকে পঞ্চক্ষীরিবৃক্ষ কহে। ইহাদের ছালের লেপ দেওয়া যায় বা ক্ষীরের লেপও দেওয়া যায়। আবার পাঁচটি সংগ্রহ করিতে না পারিলে ২।৩টি বৃক্ষের ছাল বা ক্ষীর দ্বারা লেপ দিলেও চলে। পাকোন্মুখ হইলে পাকিবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গর্দ্দভিকা—বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা আবৃত রক্তবর্ণ, গোলাকার অথচ বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উদ্গত হইলে তাহাকে গর্দ্দভিকা কহে। ইহার চিকিৎসা বিবৃতার ন্যায়। প্রথমে বসাইবার চেষ্টা করিবে, না বসিলে কিংবা পাকোন্মুখ হইলে পাকিবার ঔষধ লাগাইবে।

ইরিবেল্লিকা—বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিদোষের প্রকোপে মস্তকে তীব্র বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। এই রোগে রোগীর প্রবল জ্বর হয়। বিবৃতার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে। পিড়কায় প্রলেপ দিবে এবং অমৃতাদিক্বাথ সেবন করিবার ব্যবস্থা করিবে। যে কোন পীড়কা বা স্ফোটক-সংযুক্ত জ্বরে এই ক্বাথ অতি উপকারী।

গন্ধমালা—কক্ষানামক স্ফোটকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট কয়েকটি পিড়কা চর্ম্মের উপরে মালার ন্যায় একবারে উদ্গত হইলে তাহাকে গন্ধমালা বা গন্ধনাম্নী পিড়কা কহে। ইহা পিত্তের প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হয়। বিবৃতার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপিকা—বায়ু ও কফের প্রকোপবশতঃ কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট অথচ অতি কঠিন পাঁচ-ছয়টি পিড়কা পরস্পর সম্মিলিতভাবে উদ্গত হইলে তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

চিকিৎসা—পিড়কা প্রকাশ পাইবামাত্র ধুতুরাপাতা, আদা ও সজিনাছাল সমভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে; তাহাতে না বসিলে পঞ্চবল্কলপ্রলেপ অথবা দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিবার ঔষধ লাগাইয়া পাকাইবে এবং পাকিলে পক্কব্রণশোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পনসিকা—কর্ণরন্ধ্রে একপ্রকার নিশ্চল ও তীব্রবেদনাযুক্ত পিড়কা জন্মে, তাহাকে পনসিকা কহে। ইহাতে অভ্যন্তরভাগ পাকে।

চিকিৎসা—পনসিকা বসে না, সুতরাং বসাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনঃশিলা, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু সমভাগে জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে; ইহাতে পাকে। পাকিলে পক্কব্রণশোথের ন্যায় উহার চিকিৎসা করিবে।

ত্বগ্‌রোগ-চিকিৎসা

কুনখ ও চিপ্প—বায়ু ও পিত্ত নখরের অগ্রভাগস্থ মাংস দূষিত করিয়া দাহ ও পাকবিশিষ্ট যে রোগ জন্মায়, তাহাকে কুনখ কহে। এই রোগে হস্ত ও পদের অঙ্গুলির নখাগ্রভাগের মাংস প্রথমতঃ একটু ফুলিয়া উঠে, উহাতে বেদনা ও জ্বালা হয় এবং উহা স্পর্শ করিলে কর্কশ বোধ হয়। কাহারও কাহারও ঐরূপ অবস্থাই দীর্ঘকাল যাবৎ বর্ত্তমান থাকে, এই অবস্থাকে কুনখ কহে। আবার ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যখন নখাগ্রভাগ পাকে ও তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে, তখন তাহাকে চিপ্প বলা যায়।

চিকিৎসা—কুনখরোগে নিমপাতা ও খয়ের বাটিয়া প্রলেপ দিবে এবং অঙ্গুলি বাঁধিয়া রাখিবে। যাবৎ রোগ আরোগ্য না হয়, তাবৎ ঐ ঔষধ লাগান ও বাঁধিয়া রাখা উচিত। চিপ্পরোগে সরিষার তৈল ১ তোলা, চূণ ।০ আনা, ধূনা ।০ আনা, ও তুঁতেভস্ম ৩ রতি একত্র লোহার হাতায় বা ঝিনুকে রাখিয়া আগুনের জ্বালে ফুটাইয়া পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখা উচিত।

কদর—কাঁকর বা কণ্টকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে কুলের আঁঠির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কদর কহে। কেহ কেহ উহাকে কুল-আঁঠি কহে। ইহাকে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষত-স্থানে ব্রণরোগোক্ত নিম্বঘৃত লাগাইবে।

পাদদারী—যাহারা অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয়স্থিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া পদদ্বয়কে বিদীর্ণ করে। এই রোগের চলিত নাম পা-ফাটা। পাদদারীরোগে পদ অত্যন্ত রুক্ষ হয়। কুষ্ঠরোগোক্ত বিপাদিকারোগেও পদ-

তল ফাটে ; কিন্তু তাহাতে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া তাহা কুষ্ঠ-রোগের মধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা—এই রোগে ধূনাচূর্ণ, মোম ও তৈল একত্র আগুনে ফুটাইয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে।

অলসক (পাঁকুই)—দুষ্ট-কর্দ্দম-সংস্পর্শে এই রোগ জন্মে। এই রোগে পায়ের অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থল ক্লিন্ন এবং কণ্ডু (চুলকণা), দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়, পরন্তু ঐ কণ্ডু পাকে ও তাহা হইতে রস নির্গত হয়।

চিকিৎসা—জাতিপত্র বা মালতীফুলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে রোগ সারে। সরিষার তৈল, চুণ ও তুঁতেভস্ম একত্র আগুনে ফুটাইয়া লাগাইলে রোগ সারে। ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

যুবান-পিড়কা—মুখে শিমুল-কাঁটার ন্যায় উন্নতাগ্র ফুস্কুড়ি জন্মিলে তাহাকে যুবান-পিড়কা কহে। ইহা যৌবনকালে উদ্গত হয়, চলিত কথায় ইহাকে বয়স্ফোট, বয়সফোড়া বা ব্রণ কহে। ইহা কফ, বায়ু ও রক্ত-দোষে জন্মে। উক্ত উন্নতাগ্রস্থান দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে উহার মধ্য হইতে একটি শাঁস নির্গত হয়। উহা কখনও একটু পাকে এবং কিঞ্চিৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়। তখন দুই অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া শাঁস বাহির করিয়া দিলে বেদনা কমে। শিমূলের কাঁটা দুগ্ধসহযোগে ঘসিয়া লাগাইলে ঐ রোগের শান্তি হয়।

জতুমণি—ত্বকের উপর মসৃণ, কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও কৃষ্ণবর্ণ যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি কহে। ইহা জন্মের সহিত উৎপন্ন হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহা পুরুষের দক্ষিণদিকে ও স্ত্রীলোকের বামদিকে উৎপন্ন হইলে শুভ ফল প্রদান করে। প্রচলিত কথায় কোন-কোন অঞ্চলে ইহাকে জড়ুল এবং কোন-কোন অঞ্চলে জড় বা জটু কহে। ইহা আরোগ্য হয় না, পরন্তু আরোগ্য না হইলেও কোন ক্ষতি নাই।

মাষক—ত্বকের উপর মাষকলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও অচল ক্ষুদ্রমাংসাঙ্কুর উদ্গত হইলে তাহাকে মাষক কহে। প্রচলিত কথায় ইহাকে আঁচিল বলা যায়।

তিলকালক—ত্বকের উপর তিলপরিমিত স্থানে বেদনারহিত, অনুন্নত অথচ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের উৎপত্তি হইলে তাহাকে তিলকালক কহে। প্রচলিত কথায় ইহাকে তিল কহে।

চিকিৎসা—জতুমণি, মাষক ও তিলের চিকিৎসা করিতে হইলে এক টুক্‌রা কাপড় দ্বারা বাতির ন্যায় পাকাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে এবং ঐ জ্বলন্ত বাতি বা পলিতা পুনঃপুনঃ রোগস্থানে লাগাইবে। অনন্তর দগ্ধ হইলে মাখন বা তিলতৈল লাগাইবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ দগ্ধ করিলে রোগ সারে।

ব্যঙ্গ ও নীলিকা—ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত অথচ পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখে শ্যামবর্ণ ও অনুন্নত মণ্ডল উৎপাদন করিলে তাহাকে মুখব্যঙ্গ কহে। চলিত কথায় ইহাকে মেচেতা কহে। উক্ত মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে নীলিকা কহে। ব্যঙ্গ ও নীলিকায় প্রভেদ এই —ব্যঙ্গ দেখিতে শ্যামবর্ণ ও নীলিকা কৃষ্ণবর্ণ।

চিকিৎসা—নিমপাতা-বাটা ও চন্দনঘসা মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে বা মঞ্জিষ্ঠা দুগ্ধসহযোগে বাটিয়া মালিশ করিবে কিংবা মসূরের ডাল দুগ্ধসহ বাটিয়া অথবা দুগ্ধসহ জায়ফল ঘসিয়া মালিশ করিবে।

পরিবর্ত্তিকা—পুমঙ্গ অতিশয় মর্দ্দন বা পীড়ন (টেপাটিপি) করিলে কিংবা তদনুরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্বশরীরগামী ব্যানবায়ু প্রকুপিত হইয়া পুমঙ্গের ত্বক্ আশ্রয় করে, তজ্জন্য ঐ ত্বক্ স্ফীত হইয়া লিঙ্গের অধোভাগে গ্রন্থির ন্যায় লম্বিত হয় অর্থাৎ ঝুলিয়া পড়ে। ইহাকে পরিবর্ত্তিকা কহে। এই রোগ বায়ুজনিত হইলে ঐ লম্বিত চর্ম্মে বেদনা অনুভূত হয়, কিন্তু শ্লেষ্ম-জনিত হইলে ঐ লম্বিত চর্ম্ম কঠিন, কণ্ডুযুক্ত (চুলকণাবিশিষ্ট) হয়। বাতজ পরিবর্ত্তিকা পাকিতেও পারে। বিষাক্ত মেহরোগে এই রোগ প্রকাশ পায়, তাহার চিকিৎসা ঐ রোগে কথিত হইয়াছে। ইহাকে চলিত কথায় মুদো বলা যাইতে পারে।

চিকিৎসা—রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র দশমূলতৈল দ্বারা এক টুক্‌রা কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা পুমঙ্গ বাঁধিয়া রাখিবে। ন্যাকড়ার পোঁটলা আগুনে গরম করিয়া কিংবা গরমজলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা আস্তে-আস্তে রোগ

স্থানে স্বেদ দিবে, কিন্তু বিষাক্ত-মেহে পুমঙ্গে অত্যন্ত প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ অবস্থায় এইরূপ স্বেদ কদাপি প্রয়োগ করিবে না। শীতল জলের অথবা বায়ুপিত্তনাশকতৈল-ভিজান ন্যাকড়ার পটী ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য। এইরূপে ক্রমশঃ বেদনা ও ফুলা কমিয়া যায় এবং চর্ম্ম পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অবপাটিকা—অনার্ত্ত বা বালিকার ক্ষুদ্র যোনিতে রমণের চেষ্টা কিংবা হস্ত দ্বারা পুমঙ্গ মর্দ্দন বা পীড়ন করিলে অথবা পুমঙ্গ তদস্বরূপ আঘাত-প্রাপ্ত হইলে পুমঙ্গের অগ্রভাগের বেষ্টন-চর্ম্ম উল্টাইয়া গিয়া বিদীর্ণ হয় এবং পুনর্ব্বার পুমঙ্গ মুদ্রিত হয় না, এই রোগকে অবপাটিকা কহে।

চিকিৎসা—পরিবর্ত্তিকার ন্যায় এই রোগের চিকিৎসা করিবে। ক্ষত উৎপন্ন হইলে রক্তচন্দন-ঘসা ঘৃতসহযোগে লাগাইবে বা গভীর ক্ষত হইলে নিম্বঘৃত প্রয়োগ করিবে।

নিরুদ্ধপ্রকাশ—অবপাটিকা যেসকল কারণে উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ-প্রকাশও সেইসকল কারণে উৎপন্ন হয়। অবপাটিকারোগে যদি বেষ্টনচর্ম্ম লিঙ্গের অগ্রভাগকে আচ্ছাদিত করে বা ঢাকিয়া ফেলে, তাহাকে নিরুদ্ধপ্রকাশ কহে। পুমঙ্গের এইরূপ মুদ্রিত অবস্থার চলিতনাম মুদো। এই রোগে বেষ্টনচর্ম্ম এরূপ স্ফীত হয় ও এরূপভাবে লিঙ্গাগ্রভাগকে আবৃত করিয়া ফেলে যে, তজ্জন্য রোগীর প্রস্রাব-পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায় ও তজ্জন্য প্রস্রাব নির্গত হইতে পারে না, বা অতিকষ্টে নির্গত হয়, পরন্তু মূত্র-নিঃসরণকালে বেদনা ও যাতনায় রোগী অস্থির হয়। এই অবস্থা অতি শোচনীয়। গনোরিয়া বা বিষাক্ত-মেহে এইরূপ অবস্থা হয়।

চিকিৎসা—গনোরিয়ারোগে গনোরিয়া-জনিত নিরুদ্ধ-প্রকাশের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য কারণে নিরুদ্ধ-প্রকাশ রোগ উৎপন্ন হইলে ও তজ্জন্য প্রস্রাব বন্ধ হইলে প্রস্রাব সরলরূপে নির্গত হওয়ার জন্য ত্রিফলার জল বা দধির মাত ছাঁকিয়া তদ্দ্বারা পিচ্‌কারী দিবে এবং বাতনাশক মধ্যম-নারায়ণ প্রভৃতি তৈলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গনাল বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। পাকিবার আশঙ্কা ও দাহ থাকিলে অবিলম্বে ব্রণশোথোক্ত চন্দনাদিক্বাথ সেচন বা চন্দনাদিলেপ প্রয়োগ করিবে ও পুনর্ণবাষ্টকক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

সন্নিরুদ্ধগুদ—মলের বেগধারণবশতঃ অপানবায়ু প্রকুপিত হইয়া মলদ্বার অবরুদ্ধ বা সঙ্কুচিত হইলে তাহাকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে। ইহা অতি কঠিন ব্যাধি, ঔষধ-প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা মল-নির্গমনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হয়, নচেৎ মলরুদ্ধ হইয়া রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে।

চিকিৎসা—এই রোগে বাতনাশক মধ্যমনারায়ণ প্রভৃতি তৈল মল-দ্বারে সেচন করিবে। ঐ তৈলের পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলেও প্রকুপিত অপানবায়ু প্রশমিত হয় এবং সঙ্কুচিত মলদ্বার পুনর্ব্বার বিস্তৃত হয়।

গুদভ্রংশ—অতিশয় কুন্থন ও অধিক মলভেদবশতঃ রুক্ষ ও দুর্ব্বল-ব্যক্তির গুহ্যনাড়ী স্বস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িলে তাহাকে গুদভ্রংশ কহে। চলিতকথায় ইহাকে হালিশ বা গোগোল বাহির হওয়া কহে।

চিকিৎসা—সহসা হালিশ বহির্গত হইয়া পড়িলে ভীত হইবে না, অনেকে ভীত হইয়া টেপাটিপি করে ও তজ্জন্য উহা ক্ষত-বিক্ষত হয়। হস্তের অঙ্গুলিতে ঘৃত মাখাইয়া উহাকে আস্তে-আস্তে ঠেলিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করিবে। অতিসার বা প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগের প্রবৃদ্ধাবস্থায় একবার হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট করিলেও পুনর্ব্বার বাহির হইতে পারে, কারণ অতিসার ও আমাশয়ে গ্রহণীনাড়ীর সঙ্কোচন-শক্তি হ্রাস পায়, সুতরাং নাড়ী শিথিল হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কাপড়ের কৌপীন দ্বারা মলদ্বার চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে; কিন্তু এরূপভাবে চাপিয়া বাঁধিবে, যেন বেশী চাপ লাগিয়া রক্তের চলাচল বন্ধ না হয়। গরুর চর্ব্বি দ্বারা লিপ্ত করিয়া আস্তে-আস্তে ঠেলিয়া দিলে অতিশীঘ্র হালিশ অন্তর্নিবিষ্ট হয়। প্রয়োজন হইলে ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া মলদ্বারে স্বেদ দেওয়া যায় এবং কচি পদ্মপাতা চিনি-সহ বাটিয়া সেবন করান যায়। শূকরের চর্ব্বির ও গরুর চর্ব্বির সঙ্কোচন-শক্তি অতি প্রবল।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক)—লোমকূপস্থিত পিত্ত বায়ুর সহিত মিলিত ও প্রকুপিত হইলে মস্তকের কেশ উঠিয়া যায়, পরন্তু দুষ্টরক্ত ও কফ রোমকূপ (লোমের ছিদ্র)-সকলকে অবরুদ্ধ করে বলিয়া পুনর্ব্বার কেশ উদ্গত হইতে পারে না। এই রোগের সংস্কৃত নাম ইন্দ্রলুপ্ত বা রুহ্যা—চলিত নাম টাক্। এই রোগ সকলেরই সুপরিচিত।

চিকিৎসা—রোগ প্রকাশ পাইলে ডুমুরপাতা দ্বারা রোগ-স্থান (টাক) ঘসিয়া কুঁচের প্রলেপ দিবে। কুঁচ দুগ্ধে বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিতে হয়। রসাঞ্জন বাটিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা হাতীর দাঁত ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পুনর্ব্বার কেশোদ্গম হয়। গোক্ষুর, তিলপুষ্প, মধু ও ঘৃত বাটিয়া লেপ দিবে। কেশ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে যষ্টিমধু, নীলোৎপল, সূচীমুখী, তিল, গব্যঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভীমরাজ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে কেশ গাঢ়, দৃঢ়মূল আয়ত ও কুঞ্চিত হয়। যষ্টিমধু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অগ্রে দুগ্ধে বাটিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে।

দারুণক—বায়ু ও কফের প্রকোপে কেশভূমি রুক্ষ, কর্কশ ও কণ্ডু-যুক্ত হইলে তাহাকে দারুণক কহে। ইহা সকলেরই পরিচিত রোগ, চলিত-কথায় ইহাকে রুথী, রুসী বা খুস্কী কহে। ইদানীং ধাতুদৌর্ব্বল্য ও রক্তদুষ্টি হইতে প্রায়শঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—নারিকেলতৈল এক পোয়া, ভীমরাজের রস এক পোয়া ও কুঁচফল-চূর্ণ এক ছটাক একত্র জ্বাল দিবে এবং জল শুকাইয়া গেলে নামাইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে রোগ সারে।

পলিত—ক্রোধ, শোক ও শ্রমজনিত শরীরোষ্মা ও পিত্ত কেশভূমিকে আশ্রয় করিয়া অকালে কেশ পাকায়, ইহাকে পলিত বা চুলপাকা কহে। ঐ-সকল কারণ ব্যতীত আরও অনেক কারণে চুল পাকিতে পারে—ধাতুদৌর্ব্বল্য ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নানাকারণে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অকালে চুল পাকে। পরন্তু ঐসকল কারণেই যেন ইদানীং অকালপলিতের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। রক্তদুষ্টি ও ধাতুদৌর্ব্বল্য হইতে কেশ পাকিলে সুবাসিততৈল মর্দ্দনে কোন উপকার হয় না, তবে সুগন্ধিতৈল তিল-তৈল বা নারিকেলতৈলে প্রস্তুত হয় বলিয়া মস্তক একটু ঠাণ্ডা রাখে—এই পর্য্যন্ত। ধাতুদৌর্ব্বল্যজনিত হইলে ধাতুপোষক বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত বা অমৃত-প্রাশঘৃত ও বৃহৎচিন্তামণি বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি সেবন করাইবে ও তৎসঙ্গে ধাতু-পোষক বলাতৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল মস্তকে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। রক্তদোষ থাকিলে রক্তশোধনের জন্য মশল্লার জল প্রয়োগ করিবে। কথা এই—মূলরোগ নষ্ট না হইলে কেবল সুগন্ধিতৈল মর্দ্দনে কোনই

উপকার হয় না, চুল পাকার কারণ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, হয় রক্ত-দোষ আছে, নয় ধাতুদৌর্ব্বল্য আছে।

পদ্মিনী কণ্টক—ত্বকের উপর কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর উদ্গত হইলে তাহাকে পদ্মকাঁটা কহে। ইহা সর্ব্বজন-পরিচিত ব্যাধি। জলপদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া জলসহযোগে প্রলেপ দিবে অথবা কচি নিমপাতা ও সোঁদালপাতা বাটিয়া লেপন করিবে।

ন্যচ্ছ (ছুলি)—গাত্রে অল্প বা বহু-আয়তনবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ বা কচিৎ শ্যামবর্ণমণ্ডল উৎপন্ন হইলে তাহাকে ছুলি বা ছৌদ কহে। ইহাতে বেদনা থাকে ন, কিন্তু কণ্ডূয়ন বর্ত্তমান থাকে—চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে কিছু-কিছু মরামাস উঠে।

চিকিৎসা—শ্বেতচন্দন-ঘসা, হরিতাল, সোহাগার খৈ ও নিমের কচি-পাতা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। যদি ইহাতে আরোগ্য না হয়, তবে বট, অশ্বথ, পাকুড়, অম্লবেতস ও যজ্ঞডুমুর; এই পঞ্চবৃক্ষের ক্ষীর বা আঠা লাগাইবে। পাঁচটি একসঙ্গে না পাইলে ২।৩টি যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের ক্ষীর লাগাইবে।

দদ্রু—কুষ্ঠরোগে দদ্রুর উল্লেখ করা গিয়াছে; কারণ দদ্রু ক্ষুদ্রকুষ্ঠ-মধ্যে পরিগণিত। দদ্রু সামান্য রোগ নহে, অনেক সময়ে নানাপ্রকার ঔষধেও আরোগ্য হয় না; পরন্তু যথাসময়ে চিকিৎসা না করাইলে উহা ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এইপ্রকার দদ্রু সহজসাধ্য নহে। রক্তদোষ হইতে ক্রমশঃ ইহা উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় পঞ্চনিম্ব সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। মালিশের জন্য বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত গর্জ্জনতৈল প্রয়োগ করিলেই চলে। ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দদ্রু প্রকাশ পাইলে এবং উক্ত মালিশের ঔষধে রোগ না সারিলে চাউলমুগরার তৈল ও বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে।

ঘামাচি—ঘামাচি, কণ্ডু বা চুলকণার উৎপাদন শ্লেষ্মার কার্য্য, গাত্রে চন্দনঘসা লেপন ও বিশুদ্ধ গন্ধক সেবন করিলে মহোপকার দর্শে।

পাঁচড়া—বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

মসূরিকা-চিকিৎসা

(বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম অর্থাৎ স্মল-পক্স, চিকেন্-পক্স ও মিজ্‌ল্‌স্)

বাতিক মসূরিকার লক্ষণ—বাতিক বসন্তের পিড়কা বা গুটীসকল শ্যাম বা রক্তবর্ণ, রুক্ষ (চাক্‌চিক্যবিহীন), তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন এবং বিলম্বে পাকে। এই রোগে রোগীর সন্ধি ও অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অস্থিরতা, ক্লান্তি, তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বার শুষ্কতা, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি বায়ুপ্রধান উপসর্গসমূহ প্রকাশ পায়।

পৈত্তিক মসূরিকার লক্ষণ—পৈত্তিক বসন্তের পিড়কা বা গুটীসকল রক্ত বা পীতবর্ণ, অত্যন্ত দাহ ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয় এবং শীঘ্র পাকে। এই রোগে রোগীর পাতলা দাস্ত, গাত্রদাহ, পিপাসা, মুখ-পাক, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং তীব্রজ্বর প্রভৃতি পিত্তপ্রধান উপসর্গসকল প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিক মসূরিকার লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক বসন্তের গুটীসকল শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ, স্নিগ্ধ (চাক্‌চিক্যযুক্ত), অতি বৃহৎ, চতুর্দ্দিকে ঘামাচির ন্যায় ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি দ্বারা পরিবৃত ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়। ইহা অধিক বিলম্বে পাকে। এই রোগে রোগীর মুখ বা নাক হইতে কফস্রাব, শরীরের গুরুতা, আর্দ্রতা (শরীর ভিজা ভিজা বোধ হওয়া), মস্তকে বেদনা, বমনেচ্ছা, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য—এইসকল শ্লৈষ্মিক উপসর্গ প্রকাশ পায়।

রক্তজ মসূরিকার লক্ষণ—রক্তজ বসন্তের গুটীসকলের লক্ষণ ও রোগের উপসর্গ পৈত্তিক বসন্তের ন্যায় এবং জ্বর পৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ-সদৃশ, কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই।

সান্নিপাতিক মসূরিকার লক্ষণ—সান্নিপাতিক বসন্তের গুটীসকল চিড়ার মত চেপ্টা ও বিস্তৃত এবং ঐ গুটীর মধ্যস্থান নিম্ন হইয়া থাকে; পরন্তু ঐ গুটীগুলি নীলবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং অতিবিলম্বে বা দীর্ঘকালে পাকে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূঁয নির্গত হইতে থাকে। এই রোগে সন্নিপাতজ্বরের ন্যায় নানা উপদ্রবযুক্ত জ্বর হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরে যেমন ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সন্নিপাতজ রোগ মাত্রেই বায়ু,

পিত্ত ও কফ ; এই দোষত্রয় প্রকুপিত হয় বলিয়া যখন যে দোষ প্রবল হয়, তখন সেই দোষের প্রকোপলক্ষণ প্রকাশ পায়। বসন্তরোগও সন্নিপাতজ হইলে নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, আবার তৎসঙ্গে বসন্তের গুটীসকলও নানাবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, কখনও বা প্রবালের ন্যায় লাল, কখনও বা জাম-ফলের ন্যায় কালো, কখনও বা লৌহজালের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং কখনও বা তমালফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত বসন্তের অসাধ্য লক্ষণে যতগুলি বর্ণিত হইবে, তাহার প্রায় সমস্ত উপসর্গই সন্নিপাতজ বসন্তে উপস্থিত হয়, সুতরাং সান্নিপাতিক বসন্ত অসাধ্য।

ত্বগ্‌গতা বা চর্ম্মজা মসূরিকার লক্ষণ—চর্ম্মদল-নামক একপ্রকার মসূরিকা আছে, তাহাতে রোগীর কণ্ঠরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ ও অস্থিরতা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এই রোগ অতি কষ্টসাধ্য।

রোমান্তীর লক্ষণ—শরীর রোমাঞ্চিত হইলে লোমকূপসকল যেরূপ উন্নত হয়, সেইপ্রকার উচ্চ ও রক্তবর্ণযুক্ত পিড়কা সর্ব্বাঙ্গে জন্মিলে তাহাকে রোমান্তী অর্থাৎ হাম কহে। কফ ও পিত্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। জ্বর, কাস ও অরুচি এই রোগের প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ। তদ্ব্যতীত কফ ও পিত্তদুষ্টির অন্যান্য লক্ষণ অর্থাৎ দাহ, গা-ব্যথা প্রভৃতিও এই রোগে প্রকাশ পায়।

রসগত মসূরিকার লক্ষণ—রসগত বসন্তকে চলিত কথায় পানিবসন্ত বা জলবসন্ত কহে। এই রোগে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট গুটী উৎপন্ন হয় এবং তাহা বিদীর্ণ হইলে জলস্রাব হয়। গুটিকাগুলি রস বা জলপূর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পানি বা জলবসন্ত কহে। ইহাতে দোষের প্রকোপ অতি অল্পই প্রকাশ পায়।

রক্তগত মসূরিকার লক্ষণ—রক্তগত বসন্তে গুটীসকল রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, সুতরাং গুটীসকল রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় ও শীঘ্র পাকে, গুটীর চর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম বা পাতলা এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহা সুসাধ্য।

মাংসগত মসূরিকার লক্ষণ—মাংসগত বসন্তের গুটী-সকল কঠিন ও স্নিগ্ধ অর্থাৎ চক্‌চকে হয়, বিলম্বে পাকে এবং গুটীর চর্ম্ম স্থূল হয়। এই রোগে রোগীর গাত্রবেদনা, কণ্ডু, জ্বর ও তৃষ্ণা হয়, এই রোগ কষ্টসাধ্য।

মেদগত মসূরিকার লক্ষণ—বসন্ত মেদধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে গুটীসকল গোলাকার, কোমল, অল্প উচ্চ, স্থূল ও বেদনা-বিশিষ্ট হয় এবং রোগীর প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, মোহ ও গাত্র-সন্তাপ উপস্থিত হয়। ইহাও অসাধ্য, কেহ-কেহ এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে।

অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকার লক্ষণ—বসন্ত অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে গুটীসকল ক্ষুদ্র, গাত্রসমবর্ণবিশিষ্ট, রুক্ষ ও দেখিতে কিয়দংশ চিড়ার মত আকৃতিবিশিষ্ট হয়। পরন্তু এই রোগে রোগীর মোহ, অস্থিরতা ও মর্ম্মস্থানসকল ছিন্নবৎ এবং অস্থিসকল ভ্রমর-কর্ত্তৃক বিদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহাতে রোগীর জীবন শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্রগত মসূরিকার লক্ষণ—বসন্ত শুক্রধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে গুটীসকল স্নিগ্ধ (চাক্‌চিক্যশালী), অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও পূঁযপূর্ণ পক্ক-পিড়কার ন্যায় শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগীর শরীর আর্দ্র (ভিজা-ভিজা), মোহ, গাত্রদাহ, অস্থিরতা ও ক্ষিপ্ততা উপস্থিত হয় এবং রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

মসূরিকার সুখসাধ্য লক্ষণ—রসগত (পানিবসন্ত), রক্তগত, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক বসন্ত সুখসাধ্য।

মসূরিকার কষ্টসাধ্য লক্ষণ—বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক বসন্ত কষ্টসাধ্য।

মসূরিকার অসাধ্য লক্ষণ—সান্নিপাতিক বসন্তে গুটীসকলের বর্ণ প্রবাল, তমালফল, জাম ও লৌহের ন্যায় হইলে তাহা অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগীর কাস, হিক্কা, মোহ, প্রবল জ্বর, অত্যধিক প্রলাপ, অস্থিরতা, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, দেহ বা মস্তকঘূর্ণন, চক্ষু, মুখ ও নাক হইতে রক্তস্রাব, কণ্ঠে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ও বেদনার সহিত শ্বাসত্যাগ ; এইসকল উপসর্গ থাকিলে রোগ অসাধ্য। সান্নিপাতিক বসন্তে প্রায়শঃ এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বসন্তরোগের বিস্তৃত বিবরণ

সংস্কৃতে যাহাকে মসূরী বা মসূরিকারোগ কহে, চলিত কথায় তাহাকে বসন্তরোগ বলা যায়। বসন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট বীজ-জনিত দেশব্যাপী

সংক্রামক ব্যাধি। কি প্রকারে ঐ বীজ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া বসন্ত উৎপাদন করে এবং সেই বীজ আবার কি প্রকারেই বা একদেহ হইতে অন্যদেহে প্রবেশ-লাভ করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

বসন্তবীজের সৃষ্টি ও পুষ্টি—নানাকারণে বসন্তবীজের সৃষ্টি হয়। কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য ও বিরুদ্ধ-ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, দূষিত শিম ও শাকভক্ষণ, দূষিতজল-পান ও দূষিত-বায়ু-সেবন—এইসকল কারণে দোষ প্রকুপিত ও দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূরের (মসূরকলাইয়ের) আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহাকে মসূরী বা বসন্ত কহে। বসন্তরোগোৎপত্তির যেসকল পানভোজনাদি কারণ উক্ত হইল, ঐসকল কারণের সহায়তায় প্রথমতঃ পিত্ত প্রকুপিত হয়; অনন্তর ঐ দুষ্ট পিত্ত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তকে দূষিত করে, পরে সেই দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত ত্বকে উপস্থিত হইয়া গুটী উৎপাদন করে। এইসকল গুটীর মধ্যে কোনটির আকার মসূরের ন্যায়, কোনটির আকার মুগের ন্যায় এবং কোনটির আকার মাষকলাইয়ের ন্যায়। এরূপে শরীরাভ্যন্তরে বীজ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইলেও গুটী-উৎপাদন-কার্য্য সময়-সাপেক্ষ, এইজন্য রোগ কয়েকদিন পর্য্যন্ত গুপ্তাবস্থায় থাকে এবং কোন শরীরে বীজাধান করিলেও অর্থাৎ টীকা দিলেও দুই একদিনেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অনন্তর ক্রমশঃ রোগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন মাথা ধরে, মাথা ও শরীর ভারবোধ হয়, চক্ষু ছল্‌ছল্‌ ও মুখ রসে টল্‌টল্‌ করিতে থাকে, ক্ষুধা কমিয়া যায় বা একেবারেই থাকে না; সুতরাং খাইতে ইচ্ছা হয় না, কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না—সর্ব্বদা অশান্তিবোধ হইতে থাকে, সুনিদ্রা হয় না, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হয়, নানাপ্রকার বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখা যায়, শরীরের বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে। চক্ষু, মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ ঈষৎ লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয়, রোগের প্রবল আক্রমণের পূর্ব্বে প্রায়শঃ ত্বক অত্যন্ত লাল ও স্ফীত হয় এবং এই-সকল উপসর্গের সঙ্গে-সঙ্গে জ্বর ও জ্বরাক্রমণে কম্প প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্বর সর্ব্বত্র প্রবল হয় না, দোষ-প্রকোপের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে জ্বরের বেগও অল্পাধিক হয়। এই রোগে শিশু ও বালকদিগের আক্ষেপ প্রকাশ পায়, কাহারও কাহারও গলায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। বসন্তের এইসকল

পূর্ব্বলক্ষণ প্রায়শঃ দুইদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে ও তৃতীয় দিবসে গুটী বহির্গত হয়, কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়; চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম দিবসে গুটী বাহির হইয়া থাকে। বীজে বসন্তের তীব্র প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলে গুটীও সত্বর এবং অধিকসংখ্যক উদ্গত হয়। প্রথমে কপালে ও হস্তে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা দেয়, অনন্তর ক্রমশঃ সেগুলি দলে-দলে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া ফেলে। সচরাচর ঐসকল গুটিকার সংখ্যা ১০০ শত হইতে ৩০০ শত, কিন্তু সময়-সময় সহস্র পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল, মস্তক এবং কণ্ঠদেশে গুটী অধিক সংখ্যায় উদ্গত হয়। এইপ্রকার বসন্তকে দোষজ বলা যাইতে পারে।

গুটিকার সংখ্যা তিনশতেরও অধিক হইলে রোগীর অবস্থা প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠে, ঐ অবস্থায় জ্বরের বেগ প্রায়ই অত্যন্ত প্রবল হয়; সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ, গাত্রবেদনা, প্রলাপ, মূর্চ্ছা ও অস্থিরতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গও সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধি পায়— এমন কি সময়-সময় সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু অল্পসংখ্যক গুটী বহির্গত হইলে জ্বর অথবা অন্যান্য উপসর্গের তাদৃশ প্রবলতা দৃষ্ট হয় না এবং রোগীও অনায়াসে মুক্তিলাভ করে। কোন-কোন রোগীর মুখগহ্বরে বা কণ্ঠনালীতে গুটী উদ্গত হয় ও তজ্জন্য সর্ব্বদা শ্লেষ্মসংযুক্ত থুথু নির্গত হইয়া থাকে, পরন্তু গলাধঃকরণেও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়, আহার-গ্রহণে ও কথা কহিতে পর্য্যন্ত নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়ে। নাক, মুখ ও চক্ষুতে ফুলা প্রকাশ পায়, চক্ষু অত্যন্ত কোমল বলিয়া অক্ষিপল্লব স্ফীত হয় ও ঝুলিয়া পড়ে। শ্বাসবহা নলীতে হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হয় এবং শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গুটী বহির্গত হইবার দুই একদিন পরেই গুটীগুলির প্রায় অধিকাংশ পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্ত ও অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণভাবাপন্ন হইয়া উঠে; তখন উহার উপরে অঙ্গুলি চালনা করিলে সর্ষপের মত ক্ষুদ্র একটি গুটীর ন্যায় অনুভূত হয়; কিন্তু গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে ঐ কঠিন মধ্যভাগ নিম্ন হইয়া পড়ে। তিন-দিবসের পরেই পূঁয সঞ্চার হয় এবং পূঁয-সঞ্চার হইলেই ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রায়শঃ আট-নয়দিনের মধ্যে গুটিকা পরিপক্ক হয়, কদাচিৎ তদপেক্ষা বেশী সময়ও লাগে। পক্ক হইলে গুটিকা কখনও-কখনও স্বয়ং বা আপনা আপনি বিদীর্ণ হয়, আবার কখনও বা গুটিকা কণ্টকাদির সাহায্যে

বিদ্ধ করিয়া পূঁযাদি নিঃসারণ করিতে হয়। পূঁযাদির নিঃসরণের পর ব্রণ-স্থান মামড়ী দ্বারা আবৃত হয় এবং মামড়ী উঠিয়া গেলে ক্ষতস্থান লোহিত-বর্ণ ধারণ করে। গুটিকা বিদীর্ণ না হইয়া সময় সময় আপনা-আপনি শুষ্ক হইয়া যায়।

বসন্তবীজের সংক্রমণ—উক্ত নানাকারণে প্রথমে বসন্ত-বীজের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তাহা এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমণ করে। বসন্তের বীজ বসন্তরোগীর গুটিকা ও শোণিত-মধ্যে অবস্থিতি করে এবং রোগীর গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস-গ্রহণ, তাহার শয্যায় শয়ন, আসনে উপবেশন কিংবা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদির ব্যবহার—এইসকল কারণে বীজ এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবেশলাভ করে। এইরূপে বীজ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। এই বসন্তকে আগন্তুজ-বসন্ত বলা যায়।

রোগ-প্রবণতা—যাহাদের কখনও বসন্তরোগ উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদের শরীর স্বভাবতঃ বসন্ত-রোগপ্রবণ ; কিন্তু একবার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করিলে রোগপ্রবণতা বিনষ্ট হয় ও তাহাকে প্রায়শঃ দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না বা কদাচিৎ দৃষ্ট হইলেও দ্বিতীয় আক্রমণে জীবন নষ্ট হয় না ; একারণে রোগপ্রবণতা বিনষ্ট করিবার জন্য টীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একবার রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্যলাভ করিলে তো কথাই নাই, কিন্তু টীকা দ্বারাও রোগপ্রবণতার আশঙ্কা অনেকাংশে দূরীভূত ও বসন্তের আক্রমণ ব্যর্থ হইতে পারে। টীকা দুই প্রকার—বাঙ্গালা ও ইংরেজী টীকা। বাঙ্গালা টীকা রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যেরূপ সমর্থ, ইংরেজী টীকা তদ্রূপ নহে, তবে দুই-তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া টীকা লইলে এবং উপর্য্যুপরি অন্ততঃ দুই-তিনবার টীকা গ্রহণ করিলে কিয়ৎপরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

রোগের প্রকারভেদ—বসন্তরোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ও রক্তজ। পূর্ব্বরূপের পরই রোগের রূপ বা লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন লক্ষণ দেখিয়া বাতপিত্তাদি কোন্ দোষের প্রকোপে রোগটি উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রকুপিত বাতাদি-দোষ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতুর কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়াছে কি না, তাহা স্থির করিতে হয়। সপ্তধাতুর মধ্যে কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন

হইলে তাহাদিগকে রসজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদগত, অস্থিগত, মজ্জাগত ও শুক্রগত বসন্ত কহে। বসন্তরোগ দোষজই হউক বা ধাতুগতই হউক, রোগোৎপাদকদোষের প্রকোপ-লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পায়, কিন্তু দোষ যদি রসাদি-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে, তাহা হইলে অতিরিক্ত আরও কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্তধাতুকে আশ্রয় করিয়া বসন্ত উৎপাদন করিলে বাতিক বসন্তের লক্ষণও প্রকাশ পায়, অধিকন্তু রক্তজ বসন্তের লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই প্রকার যে-কোন দোষ যে-কোন ধাতুকে আশ্রয় করিলে দোষ ও ধাতু উভয়েরই মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিশিষ্ট লক্ষণ—বাতিক বসন্তে গুটী পৃথক্-পৃথক্ বা একসঙ্গে দুই-তিনটি নানা-আকারে উদ্গত হয়, বায়ুর বৈষম্যহেতু আকার বা বর্ণ কিছুরই স্থিরতা থাকে না, গুটিকা স্পর্শ করিলে ঈষৎ কঠিন ও দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অস্থি ও সন্ধিস্থানে বাতজনিত বেদনা ও বাতিক জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক বসন্তে গুটী স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। একসঙ্গে ২।৩টি জড়াইয়া উঠে না, গুটীর আকৃতি গোলাকার বা অণ্ডাকার, বর্ণ লাল বা ঈষৎ পীতাভ, গুটীতে অত্যন্ত জ্বালা ও তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং গুটী শীঘ্র পাকিয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত গাত্রদাহ, পিপাসা, অস্থিরতা ও মলভেদ প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। শ্লৈষ্মিক বসন্তে গুটীগুলি শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ ও কোমল হয়। রক্তজ বসন্তের লক্ষণ পৈত্তিক বসন্তের সমতুল্য। সান্নিপাতিক বসন্তের গুটীসকল নানাবর্ণের ও নানা-আকারের হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থায় মারাত্মক লক্ষণ ও নানা উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রয়োগ-সম্বন্ধে বক্তব্য—বসন্তরোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য উহার চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদবিশারদগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, চিকিৎসা দ্বারা বসন্তরোগ প্রশমিত হয় না, সুতরাং ঐ রোগের চিকিৎসা নিষ্ফলা। আবার কেহ কেহ বলেন, রোগের চিকিৎসা রীতিমত করা উচিত। এইরূপ ঔষধ-প্রয়োগ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়—কেহ-কেহ বলেন, বসন্তরোগে ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, ঔষধ-প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য, ঔষধের ফল অবশ্যই

ফলে এবং রোগেরও প্রতীকার হয়। এক্ষণে প্রশ্ন এই—কোন্ পক্ষের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা উচিত? আমরা অবশ্য চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রয়োগেরই পক্ষপাতী, কারণ মানব কর্ম্ম করিতেই জগতে প্রেরিত হইয়াছে, কর্ম্মব্যতীত সে কখনও নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থাকিতে পারে না। কোন্-কোন্ কার্য্যে মানবের কতটুকু শক্তি আছে, বিচারবুদ্ধি বা তর্কদ্বারা তাহার সুমীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ একদিকে কার্য্যবিশেষে মানবের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পায়, আবার অপরদিকে কার্য্যবিশেষে তাহার শক্তি অতি তুচ্ছ-নগণ্য বলিয়া মনে হয়,—ইলেক্‌ট্রিক ট্রামওয়ে, কলের গান ও বিনা তারে টেলিগ্রাফের কথা মনে হইলে মনুষ্যের অসাধ্য কোন কর্ম্মই জগতে নাই, এমন মনে হয়; কিন্তু আবার যখন দেখা যায়, অতি তুচ্ছ একটা সাধারণ কার্য্য মানুষ করিতে পারে না;—একগাছা পাকাচুল কালো করিতে সমর্থ হয় না, তখনই মনে হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া যে বিষয়ে যাহাকে যতটুকু শক্তি দান করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আর একটা কথা এই—চিকিৎসক আয়ু প্রদান করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু রোগ-প্রশমন করিতে সমর্থ; অতএব মৃত্যুজ্ঞাপক অরিষ্ট-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অন্ততঃ রোগীর রোগ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্যও ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইসকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে-কোন রোগই হউক এবং রোগীর যতদূর সঙ্কটাপন্ন অবস্থাই হউক, চিকিৎসার ফলাফল ভগবানের প্রতি সমর্পণ করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। এ রোগ সারে না বা এ রোগী বাঁচিবে না, এই সকল কাজের কথা নহে।

বসন্ত-চিকিৎসা-বিধি

বসন্তরোগে গুটী উদ্গত হইবার পূর্ব্বে প্রায়শঃ জ্বর প্রকাশ পায়, কিন্তু কেবলমাত্র জ্বর বা পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তদ্দ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করা যায় না। অন্ততঃ গুটিকার সূচনা না হইলে বসন্তরোগ জন্মিবে, এরূপ কল্পনাও করা যায় না; তবে গ্রাম, নগর বা জনপদে বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকিলে যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে জ্বরিতেরও রোগ জন্মিতে পারে, আনুমানিক এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কেহ

কেহ বলেন—সন্দেহস্থলে কোন ঔষধই প্রয়োগ করা উচিত নহে, বসন্তরোগ জন্মিবে কি অন্যরোগ জন্মিবে,—তাহারই যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন অগ্রেই বসন্তরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা কি? আবার অনেকে বলেন, বসন্ত উঠিবে কি না, তাহা দুই-চারিদিন না দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু রোগ-নির্দ্ধারণ না হইলেও এরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে, যাহাতে বসন্ত উঠিলেও উপকার হইবে এবং না উঠিলেও কোন অপকার হইবে না; অধিকন্তু তদ্দ্বারা রোগীর জ্বর-রোগ্যের সাহায্য হইবে। বসন্তরোগের কোন অবস্থায়ই তীব্র বিষাক্ত অথবা শোষণগুণবিশিষ্ট কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে, মৃগনাভি বা তৎসংযুক্ত ঔষধের অবশ্যই ব্যবস্থা করা যায়। অনেকে মনে করেন, মৃগনাভি বায়ুবর্দ্ধক, এজন্য বসন্তবিকারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত নহে, কিন্তু এ কথা সত্য নহে; মৃগনাভি বায়ুনাশক একটু শোষণগুণবিশিষ্ট বা উষ্ণবীর্য্য হইলেও বায়ু বা পিত্তবর্দ্ধক নহে, বরং তিক্ত বলিয়া পিত্তনাশক এবং উষ্ণবীর্য্য বলিয়া শ্লেষ্মনাশক। ঐজন্যই বাতশ্লেষ্ম জনিত বিকারে বা সন্নিপাত বিকারে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিন দোষেরই প্রকোপ-বৈষম্যকে বিদূরিত করিয়া সমতা উৎপাদন করে। মৃগনাভির গুণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—কস্তুরী কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, ক্ষারযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরুপাক। ইহা কফ, বায়ু, বিষদোষ, বমি, শীত, দুর্গন্ধ, শোষরোগ, আক্ষেপ ও হিক্কা-নিবারক, পরন্তু ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, কামোদ্দীপক, বলকর ও কিঞ্চিৎ মাদকগুণবিশিষ্ট।

বসন্তের পূর্ব্বরূপকে প্রথমাবস্থা, গুটিকা উদ্গত হইলে দ্বিতীয়াবস্থা, গুটিকার পচ্যমান অবস্থাকে তৃতীয়াবস্থা ও পক্কাবস্থাকে চতুর্থাবস্থা বলা যাইতে পারে।

প্রথমাবস্থা—জ্বর বা সর্দ্দির ভাব দেখা দিলেই স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা কফচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে অথবা জ্বর প্রবল এবং প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে কস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইসকল ঔষধ সাধারণ ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, প্রায়শঃ প্রস্তুতও থাকে, সুতরাং সংগ্রহ করিতে কষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত কেবল স্বর্ণসিন্দূর বা উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর প্রয়োগ করিলেও চলে। অবস্থাভেদে এইসকল ঔষধের অনুপান কল্পনা করিয়া

লইবে। তুলসীপাতার রস বা পানের রস সাধারণ অনুপান, তবে অত্যন্ত ব্যথা প্রভৃতি শ্লেষ্মার প্রকোপ-জনিত কোন উপসর্গ থাকিলে আদা, বেলপাতা ও ওকড়ার রসের সহিত প্রয়োগ করা যায়। দিবারাত্রির মধ্যে তিন-চারিবার প্রয়োগ করিতে হয়; শ্লেষ্মার প্রবল প্রকোপ না থাকিলে অর্দ্ধমাত্রায় দিলেও চলে। ঐসকল ঔষধের অন্তর্গত সিদ্ধিবীজ ও ধুতুরাবীজ এরূপভাবে দুগ্ধে সিদ্ধ করা উচিত, যেন টিপিলে গলিয়া যায়। যাবৎ গুটিকার সূচনা না হয়, তাবৎ এই নিয়মে ঔষধ সেবন করাইবে ও অবস্থাভেদে জলসাগু, খৈর মণ্ড, মুগ বা বুটের যুষ ও মিশ্রী প্রভৃতি লঘুপথ্য দিবে। মৎপ্রণীত অনুপান-দর্পণ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়াবস্থা—বসন্তের গুটীর সূচনা হইলে বা কপালে ও হাতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা দিলে অবিলম্বে ঔষধের পরিবর্ত্তন করা উচিত। তখন ঐ সকল ঔষধ বন্ধ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বমন ও তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না, স্ফোটকের সংখ্যা হ্রাস পায়, যে গুটীগুলি উঠে, তাহাতে বেদনা ও পূঁয অল্প হয়, জ্বর-বিকারে পরিণত হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ মারাত্মক হয় না। বমনের জন্য ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত ৩নং বমনযোগের ব্যবস্থা করিবে কিংবা নিমছাল ও পলুতার কাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। বমনের জন্য মদনফল অতি উৎকৃষ্ট, ইহা দ্বারা বমন করাইলে অন্যান্য বমনকর দ্রব্যের ন্যায় রোগীর দুর্ব্বলতা, আমাশয়ের উত্তেজনা বা উগ্রতা প্রকাশ পায় না এবং মুখ বিরস বা বিস্বাদ হয় না। বমন-কার্য্যে মদন-ফলের ন্যায় উপকারী ঔষধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তজ্জন্য এই গ্রন্থে বমনার্থ বমনযোগের মধ্যে মদনফল সংযুক্ত করা হইয়াছে; ইহার চূর্ণও প্রয়োগ করা যায় এবং উহা পেষণ করিয়াও প্রয়োগ করা যায়। বমনের জন্য যে কাথ প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, কিন্তু এক্ষণে তাহা অপ্রচলিত। সাধারণনিয়মে কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ এক্ষণে প্রয়োগ করা হয়। এজন্য বিসর্পরোগে ঐ প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ হিঞ্চাশাকের রস ও মধু কিংবা করলা অথবা উচ্ছে, ইহার কোন একটির পাতার রস ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র করিয়া প্রয়োগ করেন। হিঞ্চার রসে কেবল বমন হয়, কিন্তু করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসে বমন ও বিরেচন উভয়ই হয় এবং উহাতে রোগীর বিশেষ ক্লেশ বা আমাশয়ের তাদৃশ

উত্তেজনা বা দুর্ব্বলতা প্রভৃতি প্রকাশ পায় না। হিঞ্চার রসের মাত্রা ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু ২ তোলা; করলা বা উচ্ছেপাতার রসের মাত্রা ৮ তোলা ও প্রক্ষেপ হরিদ্রাচূর্ণ ।০ আনা। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে বমন করাইবে না; কেবল বিরেচন প্রয়োগ করিবে। যেদিন বমন করান হইবে, সেইদিন আর অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। বমনের পর খৈর মণ্ড পথ্য দিবে। মণ্ডের সহিত বেদানা বা ডালিমের রস মিশ্রিত করা যায়। ২ তোলা কিস্‌মিস্ অর্দ্ধসের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ও চট্‌কাইয়া সেই দুগ্ধ ছাঁকিয়া খৈর মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। গুটিকা উদ্গত হইলেই দুগ্ধ-মিশ্রিত পথ্য দেওয়া উচিত, দুগ্ধবিহীন পথ্য প্রদান করা কদাচ উচিত নহে। অবস্থাভেদে ঘৃতে সন্তলন-করা মুগ বা ছোলার যূষ একবেলা এবং দুগ্ধ ও কিস্‌মিসের কাথসহ খৈর মণ্ড একবেলা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কণ্ঠনালীতে বা মুখ-গহ্বরে গুটিকা উঠিলে পথ্য গলাধঃকরণ করিতে বা গিলিতে কষ্ট হয়, এরূপ অবস্থায় একমাত্র দুগ্ধ ও খৈর মণ্ডই উৎকৃষ্ট পথ্য। ঐ অবস্থায় রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কলার নরম পাতা দ্বারা একটি চোঙ্গ (চুঙ্গা) প্রস্তুত করিয়া তাহা টাকরার উপরে রাখিয়া আস্তে-আস্তে ঐ পথ্য ঢালিয়া দিবে। রোগীর অত্যধিক দাহ থাকিলে মুগ ও আমলকীর যূষ কিংবা মটরের যূষ অতি উপকারী। মুগ ও আমলকীর যূষের বিধান এই—কাঁচা গোটামুগ ১০ তোলা ও আমলকী ৪ তোলা একত্র করিয়া এরূপ পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিবে, যেন মুগ গলিয়া যায়। গলিয়া গেলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। একবেলা খৈর মণ্ড ও দুগ্ধ এবং একবেলা মুগের যূষ বা বুটের যূষ পথ্য দিবে। প্রত্যহ একবার পায়রা বা মুরগীর যূষেরও ব্যবস্থা করা উচিত; মাংসের যূষ এই রোগে প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেদিন বমন করান হইবে, তাহার পরদিবস হইতে যথারীতি ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। এইসময়ে একবেলা সিন্দুরযোগ ও একবেলা কজ্জলীযোগ প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে বাতপিত্তাদি-ভেদে প্রত্যহ একটি পাচনের ব্যবস্থা করিবে। পাচন প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। বসন্ত, হাম, বিস্ফোটক, বিসর্প ও বিদ্রধি প্রভৃতি রোগে কাথসেবন যেরূপ উপকারী—তদ্রূপ আর কিছুই নহে। বাতিক বসন্তে দশমূলাদিকাথ, পৈত্তিকে দ্রাক্ষাদিকাথ ও শ্লৈষ্মিকে কিরাতাদিকাথ প্রয়োগ করা যায়। বাতপিত্তাদিভেদে রোগ-নির্ণয় করিতে না পারিলে কিংবা সর্ব্বপ্রকার বসন্তে নিম্বাদিকাথ প্রয়োগ করা যায়, ; ইহার ন্যায় বসন্তের ফলপ্রদ ঔষধ আর

নাই বলিলেও চলে। ইহাতে জ্বর প্রভৃতিও প্রশমিত হয় এবং গুটিকাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে, অধিকন্তু গুটিকা উঠিয়া আবার বসিয়া গেলে অথবা উঠিতে বিলম্ব হইলে তাহাও অবিলম্বে নিঃশেষে উদ্গত হয়। এতদ্ব্যতীত অমৃতাদিক্বাথ, পটোলাদিক্বাথ বা খদিরাষ্টকক্বাথ সর্ব্বপ্রকার বসন্তে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োজন মনে করিলে দুইবেলা দুইটি ক্বাথ সিন্দুরযোগের অনুপানরূপে প্রয়োগ করা যায়। এইসকল ক্বাথ পান করিলে অপক্ক বসন্ত বিশোষিত ও প্রশমিত হয় এবং পক্ক বসন্ত শীঘ্র শুষ্ক হয়; কিন্তু বসন্তের পচ্যমান অবস্থা লক্ষিত হইবামাত্রই ঐসকল ঔষধ, পথ্য ও পাচনের পরিবর্ত্তন করিবে। বমনের দুই দিবস পরে বিরেচন দিবে। বিরেচন একদিন বা দুইদিন অন্তর অবস্থাভেদে দিবে। উদরে মল সঞ্চিত না থাকে, তজ্জন্য মধ্যে-মধ্যে বিরেচন প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক; বিরেচনের জন্য ত্রিফলার ক্বাথ ও তেউড়ীচূর্ণ যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে, তৎপরিবর্ত্তে ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করান যায়। মাত্রা—২॥ তোলা।

পচ্যমান বা তৃতীয়াবস্থা—গুটী পাকিবার উপক্রমে বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় গুটী শীঘ্র পাকে না, হয়ত বসিয়া বা শুকাইয়াও যাইতে পারে, এইরূপ অবস্থা হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য, সুতরাং ঐরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলেই অবিলম্বে বায়ুনাশক অথচ পুষ্টিকর পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। পচ্যমান অবস্থায় গুড়ূচ্যাদিক্বাথ প্রত্যহ পান করাইবে। এই ক্বাথ পান করিলে গুটী শীঘ্রই পাকে, অথচ রোগীর বায়ু বৰ্দ্ধিত হয় না। এতদ্ব্যতীত কুলত্থ চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত চাটিয়া খাইতে দিলেও বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে। এইসময় বসন্তজনিত জ্বরে বিকার উপস্থিত না হইলে ইন্দুকলাবটী প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ সকালে পটোলাদিক্বাথ ও বৈকালে ইন্দুকলাবটী প্রয়োগ করিলেই চলে। প্রত্যহ মাংসের যূষ, দুগ্ধ, ঘৃতদ্বারা সন্তলন করা ডালের যূষ, খৈর মণ্ড বা অন্নমণ্ড পথ্য দেওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

বসন্তে বিকার—বসন্তে জ্বরবিকার উপস্থিত হইলে রোগীর অবস্থা প্রায়শঃ শোচনীয় হয়। সন্নিপাতজ বসন্তে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবল প্রকোপ থাকিলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের এবং ত্রিদোষের প্রবল প্রকোপ থাকিলে সান্নিপাতিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন রোগী দুগ্ধ পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে পারে

না ; ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত প্রকাশ পায়। রোগী মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়, অস্থি, সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জলনির্গমন, নেত্রদ্বয়ের রক্তিমা ও ঘোলাটে-ভাব, তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও ভ্রম প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ অল্পাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় অবিলম্বে কস্তরীভূষণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করিবে। যাবৎ বিকার প্রশমিত না হয়, তাবৎ উহা প্রয়োগ করা উচিত। বসন্ত-বিকারে এই ঔষধের ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল। ইহা শত-শত স্থলে প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই ঔষধের উপকরণ প্রায় সমস্তই বসন্তজনিত জ্বর ও বিকার-নাশক। ইহার প্রয়োগে বায়ুর প্রকোপ সম্বর্দ্ধিত হয় না, অথচ শীঘ্রই বিকার হ্রাস পায়। কাস, শ্বাস, অরুচি ও বমি হইলে কিংবা গলাব্যথা, ঔষধ ও পথ্য-গ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে অষ্টাঙ্গাবলেহ চাটিয়া খাইতে দিবে। শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে ঘৃত-সম্ভলন-করা ছাগ বা পায়রার যূষ অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। মাংসের যূষে অরুচি হইলে অম্লডালিমের রস মিশ্রিত করিয়া দিবে। কণ্ঠরোধ হইলে জাত্যাদিকাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে, কাথ অনেকক্ষণ মুখে রাখিয়া নাড়া-চাড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। কোন্ শরীরে কত গুটী বাহির হইবে, তাহার স্থিরতা নাই ; দোষ-প্রকোপের তারতম্যে গুটীর সংখ্যারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। যে পরিমাণে দোষ প্রকুপিত হয়, গুটিকার সংখ্যাও তদ্রূপ হইয়া থাকে, সুতরাং সমস্ত গুটী বাহির হইল কি না, তাহা বুঝিবার কোনই উপায় নাই। তবে সাধারণ নিয়ম এই—যদি গুটী উঠিবার পর ২।৩ দিনের মধ্যেও সংখ্যাবৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে নিম্বাদিকাথের ব্যবস্থা করিবে। গুটী যথারীতি বাহির না হইলেও রোগীর জীবন-নাশের সম্ভাবনা, আবার অধিকসংখ্যক বহির্গত হইলেও যন্ত্রণার সীমা থাকে না। উপসর্গ-সকল কঠোরভাবে আক্রমণ করে ; এরূপাবস্থায় সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইলে জয়ন্তী-পাতার চূর্ণ গুটিকার উপরে ছড়াইয়া দিবে, জয়ন্তী-পাতার চূর্ণ পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া এক টুক্‌রা পাতলা কাপড়ে বাঁধিয়া পোঁটুলার মত করিবে এবং ঐ পোঁটলাটি আস্তে-আস্তে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বুলাইবে ; পরে সর্ব্বাঙ্গ পুরু কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। করতল দ্বারা চূর্ণ মার্জ্জনা করিলেও চলে। অষ্টাঙ্গধূপ ঐসময়ে প্রয়োগ করিলেও বেশ সুফল পাওয়া যায়। গুটী উঠিতে বিলম্ব হইলে বা বহির্গত গুটী বসিয়া গেলে নিম্বাদিকাথ পান করিতে দিবে

ও তেলাকুচার পাতার রস এবং মাখন একত্র করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। গুটীগুলি পুষ্ট হইলে ও দুই-চারিটি পাকিতে আরম্ভ করিলে পঞ্চতিক্তঘৃত, নিমতৈল কিংবা তৎপরিবর্ত্তে নিমপাতা ভাজিয়া তুলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। সিন্দুরযোগ সাধারণতঃ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু কজ্জলীযোগ বায়ুর রুক্ষতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে প্রয়োগ করিবে না। গুটী অধিকসংখ্যায় প্রকাশ পাইলে রোগীর শয়ন বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে কষ্ট হয়। সুতরাং তখন যুক্তিপূর্ব্বক শয্যা রচনা করিয়া দিবে। পুরু তোষকের উপর পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইবে, গুটী গলিয়া গেলে কলার নরম পাতায় মাখন মাখাইয়া তোষকের উপর স্থাপন করিয়া তদুপরি শয়ন করাইবে।

পক্বাবস্থা বা চতুর্থ অবস্থা—গুটিকাগুলি সুপক্ক হইলে কখনও স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, কখনও বা সূক্ষ্মাগ্র কণ্টকের সাহায্যে পুঁয নিঃসারণ করিতে হয়। কণ্টকের সাহায্যে পুঁয নিঃসারণ করা অতীব ক্লেশকর ব্যাপার। উহাতে রোগীর বড়ই কষ্ট হয়, ঐরূপ না করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ বসন্তের পুঁয গুটিকার উপরেই সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হয় ও স্বয়ং উঠিয়া যায়। গুটিকা পুঁয-পূর্ণ হইলেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন ঐ বীজ বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জনপদ ধ্বংস করিতে না পারে। নিমতৈল, পঞ্চতিক্তঘৃত বা নিমপাতা-ভাজাঘৃত তুলিতে করিয়া গুটীর উপরে সর্ব্বদা লাগাইবে। গুটিকা উদ্গত হইলেই আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত রোগীকে বায়ু ও আলোক-রহিত স্বতন্ত্র গৃহে স্বতন্ত্রভাবে রাখিবে ও ঘর বন্ধ রাখিবে; বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত খুলিবে না। বিকার তিরোহিত হইলেই গরম-দুগ্ধসহ পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। ঐসময়ে সিন্দূরযোগ বা সর্ব্বতোভদ্ররস, ইন্দুকলাবটী ও পটোলাদিক্বাথ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ তিন রকম ঔষধ ও পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিলেই চলে, এতদতিরিক্ত ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

উপসর্গ—এই রোগে বাতশ্লেষ্মজ বা সন্নিপাতজ বিকারের ন্যায় নানা-বিধ মারাত্মক উপসর্গ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐসকল উপসর্গকে প্রশমিত করাই চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য। উপসর্গ-প্রশমনের জন্য ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত পিপাসা হইলে মৌরী ও যষ্টিমধু এক টুকরা কাপড়ে

বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া ঐ পোঁট্‌লা চুষিতে দিবে এবং ঐ দুই দ্রব্য জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিবে। অরুচি প্রবল হইলে আমরুলশাক ঘৃতে সাঁতলাইয়া অম্ল জল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া একটু-একটু লেহন করিতে দিবে। বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে মধু ও সৈন্ধব কিংবা সৈন্ধব ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া করাঙ্গুলিতে মাখাইয়া রোগীর জিহ্বা পুনঃপুনঃ মার্জ্জনা করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা বহির্গত হইয়া যায়। শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে বাসক, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও মরিচ প্রত্যেকে ৷৷০ অর্দ্ধতোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করাইবে। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল হয়। ঐ অবস্থায় পানে একটু পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া গরম করিয়া পুনঃপুনঃ বুকে স্বেদ দিবে, কিংবা পান ও পেঁয়াজ ছেঁচিয়া তাহার রস কাপড়ে ছাঁকিয়া ও গরম করিয়া বুকে মালিশ করিবে। ঐ দুই দ্রব্যের স্বরস খাওয়াইলেও উপকার হয়। কাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্য উৎকাসি প্রকাশ পাইলে বা গলনালী শুড়্‌শুড়্ করিলে চন্দ্রামৃতরস বা তালীশাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। চক্ষুতে গুটী উদ্গত হইলে মধুকাদিপ্রলেপ ও আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে, নচেৎ চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি অল্প হইলে শামুকের জল বা কর্পূর-ভিজান জল চক্ষুর অভ্যন্তরে ফোঁটা-ফোঁটা দিবে। সন্নিপাতজ্বরের ন্যায় অন্যান্য উপসর্গের চিকিৎসা করিবে। মুষ্টিযোগই প্রযোজ্য, তবে তাহা বিষাক্ত বা তীব্র না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কোন কোন উপসর্গ-প্রশমনের জন্য মকরধ্বজ প্রয়োগ করা যায়। অতিসারে—মুথার রস, উদরাধ্মানে—চাউলধোয়া জল, হিক্কায়—মুড়ি বা খৈ-ভিজান জল, বমনে—খৈ-ভিজান জল, গাত্রদাহতে—পটোলের রস, বেদানার রস বা ডালিমের রস, মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু ও কিস্‌মিসের ক্বাথ—এইসকল অনুপানসহ মকরধ্বজ প্রয়োগ করিবে। বসন্তরোগের অন্তে কর্পর, মণিবন্ধ ও স্কন্ধদেশে শোথের আবির্ভাব হইতে পারে ; ঐ অবস্থায় যবচূর্ণ, গমচূর্ণ ও মুগ বা মাষকলাইচূর্ণ সমভাগে লইয়া জলে গুলিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিবে ; ইহাতেই শোথ প্রায়শঃ বসিয়া যায় ; যদি না বসে, তবে ব্রণশোথ-নাশক অন্যান্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। গুটিকা গলিয়া গেলে তন্মধ্যে যাহাতে পোকার সঞ্চার না হয়, তজ্জন্য সরলকাষ্ঠ, ধূনা দেবদারু, চন্দন, অগুরু অর্থাৎ আগরকাষ্ঠ ও গুগ্‌গুলু সমভাগে লইয়া একটি শরায় রাখিয়া রোগীর মস্তক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ঐ ধূম লাগাইবে।

গুটী উঠিলেই প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ধূপ প্রয়োগ করিবে। গুটী হইতে অত্যধিক পুঁযনিঃসরণবশতঃ ক্ষতস্থান সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত থাকিলে পঞ্চবল্কলের সূক্ষ্মচূর্ণ তদুপরি পুনঃপুনঃ ছড়াইয়া দিবে। বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্ল-বেতসের ছাল এই পাঁচটিকে পঞ্চবল্কল কহে। সমানভাগে ইহার চূর্ণ লইবে। ইহাতে ক্ষত পরিষ্কার ও শুষ্ক হইয়া থাকে। পায়ে অধিক গুটী নির্গত ও তজ্জন্য পায়ে দাহ উপস্থিত হইলে চাউলধোয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। চক্ষুতে প্রবল দাহ ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে পরিষ্কার শিলায় যষ্টিমধু বাটিয়া এক টুক্‌রা কাপড়ে জড়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা রস চক্ষুর অভ্যন্তরে দিবে।

আরোগ্য-স্নান—রোগ আরোগ্য হইলে কাঁচা-হরিদ্রা ও কচি-নিমপাতা বাটিয়া রোগীকে মাখাইয়া স্নান করাইবে।

উঠ্‌তি-ঝোল বস্‌তি ঘোল—এই প্রবাদ-বাক্য দেশময় প্রচলিত। এই প্রবাদ-বাক্যের অনুসরণ করিয়া অনেকে হাম, বসন্ত ও জল-বসন্ত উঠিলেই কল্‌মীর ঝোল রোগীকে খাইতে দেন। কল্‌মীর ঝোল উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন খাইলে হাম, পানিবসন্ত ও বসন্তের গুটী দলে-দলে বহির্গত হয়, মুষ্টিযোগটি উপকারী, কিন্তু প্রয়োগ করিলে অনেকস্থলে জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত করে, পাতলা দাস্ত করায়; তবে রোগীর শরীর বায়ুপিত্তাধিক হইলে ঐসকল উপসর্গ উপস্থিত নাও হইতে পারে, ইহার পরিবর্ত্তে নিম্বাদি-ক্বাথ ও ভাজা মেথীভিজান জল প্রযোজ্য। অনেকে পান্ত বা পশ্‌তি-ভাতের জল জ্বরের প্রবলবেগসত্ত্বেও পথ্য দিয়া থাকেন, এরূপ পথ্য সর্ব্বথা অপকারী; এমন কি পরিণামে উহাতে জীবন নষ্টও হইতে পারে। হাম, বসন্ত ও পানি-বসন্ত বসিবার সময় অত্যন্ত দাহ ও পাতলা দাস্ত হইলে ঘোল-মিশ্রিত অন্নমণ্ড বা যবমণ্ড (বার্লি) দেওয়া যাইতে পারে; তদ্ব্যতীত অল্প ঘোল পান করিতে দিবে, অথবা তৎসহ চিড়ার মণ্ড মিশ্রিত করিয়া পথ্য দিবে।

বসন্তরোগে ঔষধ

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস—বসন্তরোগের পূর্ব্বে জ্বর, গাত্র-বেদনা, মাথাভার, মাথা-কামড়ানি, হাত-পা-কামড়ানি, শরীরের অবসন্নতা, সর্দ্দিতে নাকমুখ বন্ধ, চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করা, মুখ রসে টল্‌টল্‌ করা, চক্ষু ও মুখ ঈষৎ ফুলাফুলা

প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে জ্বরের বেগ অল্পই হউক বা প্রবলই হউক, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু গুটিকার সূচনা হইলে প্রযোজ্য নহে। তিনবেলা তিনবার প্রযোজ্য। অনুপান—তুলসীপাতার রস বা পানের রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কফচিন্তামণি—স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। বিশুদ্ধ হিঙ্গুল, ইন্দ্রযব, সোহাগার খৈ, মরিচ ও দুগ্ধে শোধিত সিদ্ধিবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং রসসিন্দূর ৩ তোলা, আদার রসে মর্দ্দন। বটী—৩ রত্তি।

কস্তুরীভূষণ—স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস যে-যে অবস্থায় প্রযোজ্য, সেই-সেই অবস্থায় জ্বরের বেগ অত্যধিক প্রবল হইলে ও তজ্জন্য তন্দ্রা, প্রলাপ এবং পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তুরীভূষণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কজ্জলীযোগ—বসন্তের গুটী উঠিলে বমন-বিরেচনের পর রোগীকে প্রত্যহ সকালে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে গুটীর সংখ্যাধিক্য ও উপসর্গের প্রভাব হ্রাস পায়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের অল্পতা ঘটে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

কজ্জলীযোগ। প্রস্তুতবিধি ১০২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিন্দূরযোগ—বসন্তের গুটী দেখা দিলে এই ঔষধ প্রত্যহ বৈকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে গুটীর সংখ্যা হ্রাস পায় ও রোগের প্রবল-আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না এবং অন্যান্য উপসর্গের প্রভাব কমিয়া আইসে।

সিন্দূরযোগ। প্রস্তুতবিধি ১০৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশমূলক্বাথ—বাতিক বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুড়ূচ্যাদিক্বাথই সমধিক উপকারী।

দশমূলক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রাক্ষাদিক্বাথ—পৈত্তিক বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করাইবে। গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে এই ক্বাথ সেবন করা বন্ধ করিবে।

দ্রাক্ষাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কিরাতাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিক বসন্তরোগে যাবৎ গুটিকা পাকিতে আরম্ভ না করে, তাবৎ এই ক্বাথ প্রযোজ্য।

কিরাতাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে)—বসন্তরোগে রোগীর জ্বরবিকার উপস্থিত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘসা ও তালের বাগুড়ার রস।

কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ—গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে বায়ুর প্রকোপ-বিনাশের জন্য এই ক্বাথ প্রযোজ্য। ইহার অভাবে দশমূলক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুমূল ও দাড়িমের খোসা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অষ্টাঙ্গাবলেহ—বসন্ত, জলবসন্ত ও হাম প্রভৃতি রোগে জ্বরবিকার উপস্থিত হইলে এবং তৎসঙ্গে শ্বাস বা হিক্কা, ইহার কোন-একটি উপসর্গ অথবা উভয়ই এককালে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ চাটিয়া খাইতে দিবে। ঐসঙ্গে কাস, অরুচি, বমি বা কর্ণরোগ অথবা গলাব্যথা বা পথ্যগ্রহণে অক্ষমতা অথবা ঢোঁক গিলিতে কষ্ট প্রভৃতি থাকিলে তাহাও ইহাতে প্রশমিত হয়। এই ঔষধে উপকার না হইলে শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ইহার পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করা যায়। ইহা গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশু কিংবা বালকের পক্ষেও মহোপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; আদার রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—অষ্টাঙ্গাবলেহ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদিক্কাথ—বাতপিত্তাদিভেদে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বসন্ত ও তজ্জনিত জ্বরনাশক, বিশেষতঃ বহির্গত গুটিকা অন্তর্লীন হইলে ইহার প্রয়োগে তাহাও শীঘ্র উদ্গত হয়। গুটিকা নিঃশেষে বাহির হয় নাই, যদি এরূপ বুঝা যায়, অথবা গুটিকার সংখ্যাল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই ক্বাথ অবশ্য প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠ, বিস্ফোটক এবং বিসর্পরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। সকালে বা সন্ধ্যার সময় প্রযোজ্য। সিন্দূরযোগ বা কজ্জলীযোগের অনুপানরূপেও প্রয়োগ করা যায়।

নিম্বাদিকাথ। নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পল্‌তা, কট্‌কী, বাসক-ছাল, হুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদিক্কাথ—ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। বিস্ফোটক, বিসর্প, ব্রণ, বসন্ত, হাম, কণ্ডু ও শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ এবং তজ্জনিত জ্বরপ্রশমনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা স্বতন্ত্ররূপে বা কজ্জলীযোগ কিংবা সিন্দূরযোগের অনুপানরূপে প্রয়োগ করা যায়। ইহার পরিবর্ত্তে সমগুণবিশিষ্ট পটোলাদিক্কাথ বা খদিরাষ্টকক্কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে।

অমৃতাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৮১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাদিক্কাথ—বসন্ত ও হামের যে-কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়।

বাসাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পটোলাদিক্কাথ—রোগীর দাস্ত-পরিষ্কারের জন্য অমৃতাদিকাথ বা খদিরাষ্টকের পরিবর্ত্তে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা কটুকী-মিশ্রিত, সুতরাং দাস্ত খোলসা রাখে। অধিক কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কটুকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ ৷৷০ আনা মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা বসন্তের সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বিস্ফোটক-রোগোক্ত পটোলাদিক্কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইহা সিন্দূরযোগ বা কজ্জলীযোগের অনুপানরূপেও প্রয়োগ করা যায়।

পটোলাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খদিরাষ্টক—হাম, বসন্ত, পানিবসন্ত, বিসর্প ও বিদ্রধি প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করিলে ঐসকল রোগ ও তদানুষঙ্গিক জ্বর অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়।

ঐসকল রোগে অতিসার হইলে এই ক্বাথ প্রয়োগে তাহাও বন্ধ হয়। সিন্দূর-যোগ বা কজ্জলীযোগের অনুপানরূপেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

খদিরাষ্টক। খয়ের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, পল্‌তা, গুলঞ্চ ও বাসকছাল; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

জাত্যাদিক্বাথ—কণ্ঠরোধ হইলে এই ক্বাথ দ্বারা রোগীকে সবল করিতে দিবে।

জাত্যাদিক্বাথ। জাতি অর্থাৎ মালতীফুলের পাতা, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারিচূর্ণ, শমীবৃক্ষের (শাঁইগাছের) ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ইন্দুকলাবটী—গুটিকা পাকিতে আরম্ভ করিলে ও তজ্জন্য বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে এই মহৌষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বসন্ত-রোগে গুটী পাকিবার সময়ে বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং এই ঔষধ গুটী পাকিবার উপক্রমে প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। গুটী পাকিলে ও তাহা হইতে অধিক স্রাব নির্গত হইলে ঔষধ বন্ধ করিবে। তদ্ব্যতীত আরোগ্য-লাভ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। অনুপান—কোন-একটি ক্বাথ বা রুদ্রাক্ষঘসা।

ইন্দুকলাবটী। শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ-ভস্ম সমভাগে লইয়া তুলসীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

সর্ব্বতোভদ্ররস—গুটী পাকিলে ও তাহা হইতে অত্যধিক পূঁয-স্রাব হইলে যাবৎ স্রাব বন্ধ না হয়, তাবৎ এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—কোন-একটি ক্বাথ বা রুদ্রাক্ষঘসা।

সর্ব্বতোভদ্ররস। রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণভস্ম এবং বিশোধিত মনঃশিলা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৭ তোলা। প্রথমে গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া পরে অন্যান্য চূর্ণ তৎসহ ক্রমশঃ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা।

পঞ্চতিক্তঘৃত—রোগী বিকার-রহিত ও জ্বর হ্রাস পাইলে এই ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে তুলি দ্বারা প্রয়োগ করিবে ও সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ।

পঞ্চতিক্তঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পদ্মকঘৃত—বিকার এবং জ্বরের বেগ হ্রাস পাইলে এই ঘৃত বাত-পিত্তাধিক রোগীকে প্রয়োগ করিবে।

পদ্মকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ১০৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু—গুটিকা পাকিলে ও তাহা হইতে অত্যধিক স্রাব হইলে যাবৎ স্রাব-রহিত ও ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ক্ষতস্থানে পঞ্চবল্কলচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে ও এই ঘৃত সেবন করাইবে।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধুকাদিপ্রলেপ ও আশ্চ্যোতন—চক্ষুতে গুটিকা উঠিলে ইহার লেপ চক্ষুপল্লবে দিবে এবং ইহার কাথ চক্ষুতে সেচন করিবে।

মধুকাদিপ্রলেপ ও আশ্চ্যোতন। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সূচীমুখী, দারুহরিদ্রা, নীলশুন্দি, বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা; এইসকল সমভাগে বাটিয়া অক্ষিপল্লবে প্রলেপ দিবে ও কাথ করিয়া সেই জল ছাঁকিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে সেচন করিবে।

বসন্তরোগোক্ত সমস্ত ঔষধ বসন্তরোগাক্রান্ত শিশু এবং বালকদিগকেও প্রয়োগ করা যায়।

পথ্যাপথ্য

পথ্য—বসন্তের গুটী যে পর্য্যন্ত বাহির না হয়, তাবৎ নবজ্বরের ন্যায় রোগীকে জলসাগু, জলবার্লি, জল-এরারুট, খৈর মণ্ড, মসূর, মুগ বা বুটের ডালের যূষ পথ্য দিবে। ঐসকল দ্রব্যে মিশ্রী ও লেবুর রস মিশাইয়া দিবে। জনপদে গুটিকার প্রাদুর্ভাব হইলে একবারে নিরম্বু উপবাস দিবে না। গুটিকা বাহির হইলে খৈর মণ্ড শ্রেষ্ঠ পথ্য; তদ্ব্যতীত যবের মণ্ড, কাঁচা মুগ, মসূর বা বুটের যূষও দেওয়া যায়। যূষ ঘৃতসম্বরা দিয়া ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া দিবে। গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে পায়রা, ছাগল, চড়ুই, ডাহুক বা মুরগীর যূষ অবশ্য দিবসে একবার দিবে। যূষ ঘৃতসম্বরা দিয়া দিবে। বিকার কাটিয়া গেলে ভাতের মণ্ড, মাংসের ঝোল, ডালের যূষ এবং পল্‌তা, করলা, উচ্ছে, সজিনা, কাঁচকলা, পটোল ও বেগুন প্রভৃতি তরকারী বিবেচনা-মত পথ্য দিবে।

অপথ্য—মৈথুন, স্বেদ-প্রয়োগ, মৎস্য, পরিশ্রম, তৈলমর্দ্দন বা ভক্ষণ, ক্রোধ, রৌদ্রের উত্তাপ, বায়ুসেবন, দূষিতজল-পান, একত্র দুগ্ধমাংসাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য-ভোজন, শিম, আলু, শাক, সৈন্ধবব্যতীত অন্য লবণ, অসময়ে আহার, কটু ও অম্লদ্রব্যভোজন এবং মলমূত্রাদির বেগ ধারণ; এইসকল বসন্তরোগীর পরিত্যাজ্য।

রসস্থামসূরী-চিকিৎসা

(পানিবসন্ত বা জলবসন্ত)

ইংরেজীতে যাহাকে চিকেন্-পক্স বা ওয়াটার-পক্স কহে, সংস্কৃতে তাহাকে রসগত-মসূরিকা ও বাঙ্গলায় পানিবসন্ত বা জলবসন্ত কহে। নানাকারণে দোষ প্রকুপিত হইয়া রস-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। ইহাও সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক;—একজনের হইলে ক্রমশঃ গ্রাম, নগর বা জনপদ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শিশু ও বালকেরাই এই রোগে সমধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, চারিবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহার আক্রমণ দ্রুতবেগে প্রকাশ পায়, চারি বৎসর হইতে দ্বাদশবৎসর বয়সের মধ্যে আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বিরল এবং তাহার পর অত্যন্ত বিরল। বয়স্ক বা বৃদ্ধদিগের ক্বচিৎ এই রোগ প্রকাশ পায়। ১০৫৭ পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখ।

প্রায়শঃ প্রথমে জ্বর হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা বা একদিন-একরাত্রির মধ্যে গুটী উদ্গত হয়। অধিকসংখ্যক গুটী বহির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে জ্বরের বেগ প্রায়শঃ প্রবল হয় ও যাবৎ সমগ্র গুটী নিঃশেষে বাহির না হয়, তাবৎ জ্বরের বেগ ও উত্তাপ হ্রাস পায় না। গুটী উঠিবার পূর্ব্বে প্রায়ই জ্বর, সর্দ্দি-ভাব ও গা-ব্যথা প্রকাশ পায়; কিন্তু ক্বচিৎ গুটীর সঙ্গে-সঙ্গে জ্বরও দেখা দেয়।

প্রথমতঃ লালবর্ণ বিন্দু-বিন্দু চিহ্ন দেখা দেয়, ক্রমশঃ দুই, তিন বা চারি ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি মটরের ন্যায় বড়-বড় হয়, উহা জলে পূর্ণ থাকে এবং

শরীরে জলবিন্দু পতিত হইলে যেরূপ দেখা যায়, কিংবা মটরের আকারবিশিষ্ট জলবুদ্বুদ যেরূপ দেখা যায়, ইহাও দেখিতে তদ্রূপ।

প্রথমতঃ প্রায়শঃ বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, স্কন্ধদ্বয়ে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, মাথায় বা বাহুদ্বয়ে গুটী উদ্গত হয়, তৎপরে হস্তপদাদি ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, মুখমণ্ডলে অল্প প্রকাশ পায়, গুটিকাগুলি গোল বা অণ্ডাকার। ইহারা প্রায়শঃ স্বতন্ত্র বহির্গত হয়, ক্বচিৎ দুই-তিনটি একসঙ্গেও উঠে। গুটিকাগুলির তলদেশ লালবর্ণ হয়। গুটিকার সূচনা হইতে তিন দিবসের মধ্যেই প্রায়শঃ সমস্ত গুটী বহির্গত হয়, পরে কতকগুলি বা অল্পপূঁয-পূর্ণ হয়, কতকগুলি বা রসপূর্ণ হয়, ক্রমশঃ সেগুলি কটাভ হরিদ্রাবর্ণের মামড়ী দ্বারা আবৃত হয় ও চারি-পাঁচ দিবসের মধ্যেই মামড়ী খসিয়া পড়ে। এই রোগে ত্বকের বিকৃতি ঘটে না। এই রোগ সুখ-সাধ্য।

চিকিৎসা—এই রোগের যন্ত্রণা প্রায়শঃ তিন দিবসের অধিক স্থায়ী হয় না। জ্বর প্রকাশ পাইলে বসন্তরোগোক্ত কফচিন্তামণি বা স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগ করিবে এবং উপসর্গ থাকিলে হামরোগোক্ত মুষ্টিযোগ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। গুটিকা প্রকাশ পাইলে বসন্তরোগোক্ত নিম্বাদিকষায় পান করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও গা-ব্যথা থাকিলে ঐ কাথের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। গুটিকা উঠিতে আরম্ভ করিলে এই রোগে বিরেচন প্রয়োগ করিয়া দেহ শুদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু বমন করাইবার প্রয়োজন নাই। দুগ্ধসাগু, দুগ্ধ ও খৈর মণ্ড, কাঁচামুগের যুষ প্রভৃতি পথ্য দিবে। এই রোগে কেহ কেহ কাঁচা মাষকলাইয়ের ডাল ও অন্ন এবং কেহ কেহ বা কলমীর ঝোল ও অন্ন ভোজন করিতে ব্যবস্থা দেন ও তাহার ফলে জ্বরের বেগ এবং ভোগকাল বৰ্দ্ধিত হয়; কিন্তু ঐরূপ পথ্যের পরিবর্ত্তে নিম্বাদিকাথ বা ভাজা-মেথী-ভিজানজল প্রয়োগ করিলেও গুটী নিঃশেষে বহির্গত হয় অথচ জ্বরের বেগ বৰ্দ্ধিত হয় না—ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। গলদেশে গুটী উঠিলে ও তজ্জন্য রোগী পথ্য-গ্রহণে অক্ষম হইলে বসন্তরোগে যে কবল-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই কবল গ্রহণ করিতে দিবে।

রোমান্তী-চিকিৎসা

সংস্কৃতে যাহাকে রোমান্তী কহে, ইংরেজীতে তাহাকে মিজেল্‌স্ ও বাঙ্গালায় চলিত কথায় হাম কহে। বঙ্গদেশের কোন-কোন স্থানে ইহাকে ক্বতী বা লুন্তী কহে। ফালগুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসেই ইহার সমধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু কদাচিৎ ইহা অন্য সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০৫৭ পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখ।

হামও জ্বরসংযুক্ত একপ্রকার সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক স্ফোটক। ইহা জ্বরপূর্ব্বিকা ব্যাধি—অগ্রে জ্বর হয় ও পরে হাম বহির্গত হয়। শরীর রোমাঞ্চিত হইলে লোমকূপসকল যেরূপ উচ্চ হয়, ইহার আকার তদ্রূপ হয় বলিয়া ইহাকে রোমান্তী কহে। প্রায়শঃ জ্বর-প্রকাশের পরবর্ত্তী চতুর্থ দিবসে প্রথমতঃ কপালে ও হস্তপদে পশ্চাৎ সর্ব্বাঙ্গে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্ডু প্রকাশ পায়, ক্বচিৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম দিবসেও নির্গত হইয়া থাকে। জ্বরের সঙ্গে সর্দ্দি ও কাস বর্ত্তমান থাকে। ক্রমশঃ জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অস্থিরতা, আলস্য, বিরক্তি, চক্ষু সজল ও রক্তবর্ণ, চক্ষুর ভিতরে বেদনা, আলোকে কষ্টবোধ, গলা-বেদনা, নাসিকা হইতে তরল শ্লেষ্ম-নির্গমন ও সময়ে-সময়ে হাঁচি এবং প্রবল দাহ; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে প্রথমতঃ মল-রোধ ও উদরাধ্মান হয়, কিন্তু হাম নিঃশেষে উঠিলে উদরাময় উপস্থিত হয়। জ্বরাবস্থায় কখনও-কখনও প্রলাপ, নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব, কপালে বেদনা, বক্ষস্থলে বেদনা ও ভারবোধ এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতিও উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এইরূপে তিনদিবস অতীত হইলে চতুর্থ দিবসে মুখে ও কপালে লাল দাগ প্রকাশ পায়, ক্রমশঃ সেগুলি উচ্চ হয় ও সর্ষপের আকার ধারণ করে এবং বারো ঘণ্টা এইরূপ অবস্থায় রহিয়া পরে ঐগুলি ত্বকের সমান হইয়া যায়। কণ্ডু নিঃশেষে বাহির হইয়া গেলে তৎসঙ্গে উপসর্গ হ্রাস পায়। ষষ্ঠ বা অষ্টম দিবসে কণ্ডুগুলি শুষ্ক হয় ও তাহার উপরিস্থিত চামড়া চূর্ণ হইয়া উত্থিত হইতে থাকে। জ্বর-পরিত্যাগ এবং গুটী শুষ্ক হইলেও কাস, অরুচি ও উদরাময় দুই-চারিদিন বা তদধিক কাল বিদ্যমান থাকে। জ্বর

প্রায়শঃ শীতকম্পপূর্ব্বক হয়, কিন্তু বালকদিগের কদাচিৎ আক্ষেপপূর্ব্বক প্রকাশ পায়। আয়ুর্ব্বেদমতে রোমান্তী একই প্রকার; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-চিকিৎসকেরা বলেন, রোমান্তী দুই প্রকার—একপ্রকার রোমান্তী মৃদু লক্ষণ-যুক্ত ও এক প্রকার তীব্রলক্ষণযুক্ত। আয়ুর্ব্বেদে দুই প্রকারের উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্ত্য-চিকিৎসকেরা মৃদু ও তীব্র লক্ষণ-ভেদে উহাকে দুই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

চিকিৎসা—এই রোগেও বসন্তের ন্যায় প্রথমে জ্বর প্রকাশ পায় এবং তদানুষঙ্গিক দুই-একটি উপসর্গ প্রকাশ পাইলেই হাম উঠিবে কিনা স্থির করা যায় না, তবে জনপদে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলে হাম উঠিবে, এইরূপ আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই রোগেও যথাসম্ভব হামের অবিরোধী বা অনুকূল চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে। হাম সামান্য রোগ, আপনিই সারে, উহাতে ঔষধ দিতে নাই, এইসকল কাজের কথা নহে, অনেকে সময়-সময় ঐসকল বাজে কথায় মুগ্ধ হইয়া শেষে বিপন্ন হইয়া থাকেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার অনেকে যে-সে লোকের কথায় উঠ্তি-ঝোল, বস্তি-ঘোল, এই প্রবাদ-বাক্যের অনুসরণ করিয়া লতাপাতার ঝোল খাইয়া স্বীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলেন। এইসকল ব্যবস্থায় উপেক্ষা-প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

জ্বর প্রকাশ পাইলেই বসন্তরোগের ন্যায় স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা কফচিন্তামণি, ইহাদের মধ্যে কোন-একটি ঔষধ পানের রস ও মধুর সহিত দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে। যাবৎ গুটী উদ্গত না হয়, তাবৎ এইপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম হয় এবং গুটীও সহজে উদ্গত হয়। গুটী উদ্গত হইলেই বমন-বিরেচনের জন্য নিম্নের ক্রম অবলম্বন করিবে। বসন্ত এবং পানিবসন্তেও বমন-বিরেচনের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। হামও ঐ-জাতীয় রোগ, সুতরাং উহাতেও ঐরূপ বমন-বিরেচন উপকারী। গুটী দেখা দিলেই উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রসে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। উচ্ছেপাতা ও করলাপাতা উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট উভয়ের মধ্যে যেটি পাওয়া যায়, সেইটি প্রয়োগ করা চলে। ইহা বমন ও বিরেচন—উভয়-গুণবিশিষ্ট, অথচ তীব্র নহে, অক্লেশে বমন ও বিরেচন হয়। মাত্রা—বয়স্কদিগের পক্ষে রস ৮ তোলা ও চূর্ণ চারি আনা। অল্পবয়স্কদিগের মাত্রা কম। বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে রোগের প্রবল আক্রমণ রহিত ও

রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয়, বিশেষতঃ রোগ কদাপি মারাত্মক হইবার আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপে বমন-বিরেচন দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ হইলে পরদিবস হইতে প্রত্যহ প্রাতে নিম্বাদিকাথ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ঐ কাথে তেউড়ী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। এইরূপ মধ্যে-মধ্যে একবার বিরেচন দিলে পরে উদরাময় হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং রোগও প্রবল হয় না। এই রোগে শৈত্যক্রিয়াও যেমন অপকারী, রুক্ষক্রিয়াও তেমনি অপকারী। নাতিশীতোষ্ণ ক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিলে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা মারাত্মক হয় না।

এই রোগে সময় সময় বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য প্রলাপ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, তখন আবশ্যক হইলে জ্বররোগোক্ত কস্তুরীভূষণ বা কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উপসর্গ উপস্থিত হইলে মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে।

পিপাসা-নিবারণের জন্য গরমজলে যষ্টিমধু বা মৌরী ভিজাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল পান করিতে দিবে। অরুচি-নিবারণের জন্য আমরুল শাক কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণসহ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে, অথবা পুরাতন আমসত্ত্ব কিংবা অতি-পুরাতন অম্লরসবিহীন তেঁতুল অল্প পরিমাণে খাইতে দিবে। এই রোগে ঘাম বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই দাস্ত বন্ধ ও উদরাধ্মান বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। নিম্বাদিকাথ তেউড়ী-চূর্ণসহ পান করাইলেই ক্রমশঃ দাস্ত খোলসা হয় ও উদরাধ্মান হ্রাস পায়, পাতলা ভেদ হইলে বাসাদিকাথ পান করিতে দিবে। এই রোগে অধিক শৈত্যক্রিয়া করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যদি এরূপে শ্লেষ্মা শুষ্ক হয়, অথচ দাস্ত পরিষ্কার না থাকে, তবে যষ্টিমধু, বাসকছাল, কিস্‌মিস্‌ ও মরিচ—এই চারিটি দ্রব্যের কাথ পান করাইবে। আর যদি শ্লেষ্মা শুষ্ক ও অধিক দাস্ত হয়, তবে যষ্টিমধু, পানের বোঁটা, মরিচ ও বাসকছাল—ইহাদের কাথ পান করাইবে। শ্লেষ্মা তরল হওয়ার জন্য বুকে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া পান একটু গরম করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে, অথবা আদা, পান ও পেঁয়াজ এই তিনটি দ্রব্যের রস কাপড়ে ছাঁকিয়া একটু গরম করিয়া খাওয়াইয়া

দিবে। ইহাতে সহজে শ্লেষ্মা তরল হইয়া শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়। কাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে চন্দ্রামৃতরস অথবা তালীশাদিচূর্ণের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রায়ই আবশ্যকতা হয় না, কারণ উক্ত ক্বাথ সেবন করিলেই জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ প্রশমিত হয়। হাম যতই বেশী পরিমাণে বহির্গত হয়, ততই মঙ্গল; রীতিমত বহির্গত না হইলে গরমজল ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিবে। গা মুছাইবার জন্য তৈলাক্ত গামছা ব্যবহার করিবে না। নিম্বাদিক্বাথ প্রয়োগ করিলেই সমস্ত গুটী বহির্গত হয়, সুতরাং হাম বসিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। তদভাবে ভাজা-মেথীর জল তিনবেলা ব্যবস্থা করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

রোমান্তীরোগে ঔষধ

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস—রোমান্তীরোগে গা-ব্যথা ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কফচিন্তামণি—স্বল্পলক্ষ্মীবিলাসের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পান বা তুলসীপাতার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ১০৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কস্তুরীভূষণ—হামসংযুক্ত জ্বরে বিকার উপস্থিত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তুরীভূষণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদিক্বাথ—গুটী উদ্গত হইলেই এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা জ্বরাদি-উপসর্গ-নাশক ও অল্প-বিরেচক।

নিম্বাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাদিক্বাথ—রোগীর উদরাময় প্রকাশ পাইলে নিম্বাদিক্বাথের পরিবর্ত্তে এই ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

বাসাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা

কুষ্ঠের প্রভেদ— কুষ্ঠ দুই প্রকার—ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠ।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের প্রকারভেদ—মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার, সুতরাং কুষ্ঠ সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার।

সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠের লক্ষণ

১। চামড়ার উপর কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, ঈষৎ রক্তবর্ণ বা খাপরার ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, অথচ রুক্ষ, কর্কশ এবং অধিক বেদনাযুক্ত যে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কপালকুষ্ঠ কহে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

২। যে কুষ্ঠ চর্ম্মের উপরিভাগে জন্মে এবং যজ্ঞডুমুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ, বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত অথচ তাহার উপরিস্থ লোম কপিলবর্ণ, তাহাকে ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ কহে।

৩। যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, কঠিন এবং আর্দ্রভাবাপন্ন, স্নিগ্ধ অথচ উচ্চ ও মণ্ডলাকারে উত্থিত হইয়া পরস্পর সংলগ্ন হয়, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ কহে। ইহা কষ্টসাধ্য।

৪। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম তাম্রবর্ণ বা লাউফুলের ন্যায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যাহা হইতে ধূলির ন্যায় নির্গত হয়, তাহাকে সিধ্মকুষ্ঠ কহে। এই রোগ প্রায়শঃ বক্ষঃস্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাও একপ্রকার ছুলী।

৫। কুষ্ঠের মধ্যস্থল গুঞ্জা বা কুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণ কিংবা পার্শ্ব রক্তবর্ণ ও মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ অথচ তীব্রবেদনাযুক্ত এবং পাকে না, তাহাকে কাকণকুষ্ঠ কহে। ইহা ত্রিদোষের প্রকোপহেতু উৎপন্ন হয় বলিয়া অসাধ্য।

৬। যে কুষ্ঠে উদ্গত চিহ্নসকল রক্তপদ্মের পাতার ন্যায় মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ ও পার্শ্বে রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাকে পুণ্ডরীককুষ্ঠ কহে।

৭। যে কুষ্ঠের চিহ্নসকল ভল্লুকের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, বেদনান্বিত, মধ্যস্থল শ্যামবর্ণ ও পার্শ্বদেশ রক্তবর্ণ, তাহাকে ঋক্ষজিহ্ব কুষ্ঠ কহে।

একাদশপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ

১। যে কুষ্ঠে অধিকাংশস্থান হইতে মাছের আঁইশের ন্যায় উদ্গত হয় এবং রোগীর ঘর্ম্ম হয় না, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে।

২। যে কুষ্ঠে গজচর্ম্মের ন্যায় চর্ম্ম স্থূল, রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে গজচর্ম্মকুষ্ঠ কহে।

৩। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ, বেদনা ও কণ্ডুবিশিষ্ট অথচ অত্যধিক স্রাবযুক্ত পিড়কা উদ্গত হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা কহে। বিচর্চ্চিকা হস্তে ও পদে উৎপন্ন হয়।

৪। যে রোগে দাহবিশিষ্ট ও স্রাবযুক্ত বহুসংখ্যক কণ্ডু বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হয়. তাহাকে পামা কহে। উক্ত পামা বৃহৎ আকারে উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে অত্যধিক দাহ থাকিলে তাহাকে কচ্ছু কহে। পামা ও কচ্ছু একই রোগ, পামার আকার বৃহৎ হইলে কচ্ছু নামে অভিহিত হয়। পামা ও কচ্ছু হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বদেশে বেশী-পরিমাণে হয়।

৫। রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পিড়কা মণ্ডলাকারে উৎপন্ন হইলে তাহাকে দক্র কহে।

৬। যে কুষ্ঠে শ্যাম বা রক্তবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় ও ঐ স্ফোটকের চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা হয়, তাহাকে বিস্ফোটক কহে।

৭। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম শ্যামবর্ণ, খরস্পর্শ ও শুষ্ক ব্রণস্থানের ন্যায় কর্কশ ও রুক্ষ হয়, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ কহে।

৮। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডু দ্বারা আবৃত বৃহৎ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে অলস কুষ্ঠ কহে।

৯। যে কুষ্ঠে রক্ত বা শ্যামবর্ণ অথচ দাহবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতারু কহে।

১০। হস্ততল ও পদতল ফাটিয়া সেই স্থানের চর্ম্ম ও মাংস কঠিন এবং বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে বিপাদিকা কহে।

১১। শ্বিত্রকুষ্ঠ।

বিপাদিকাকে অনেকেই কুষ্ঠমধ্যে গণনা করেন না, সুতরাং ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার।

সপ্তধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ

রসগত কুষ্ঠ—রসধাতুগত কুষ্ঠে দেহের বিবর্ণতা, রুক্ষতা, রোমাঞ্চ, অতিশয় ঘর্ম্মোদ্গম ও চর্ম্মের স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়।

রক্তগত কুষ্ঠ—রক্তধাতুগত কুষ্ঠে কণ্ডু ও পূঁয উৎপন্ন হয়।

মাংসগত কুষ্ঠ—মাংসগত কুষ্ঠে কুষ্ঠরোগের প্রাবল্য, মুখশোষ, দেহের কর্কশতা, ক্ষুদ্র পিড়কার উৎপত্তি, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও স্থিরভাবাপন্ন স্ফোটক উৎপন্ন হয়।

মেদগত কুষ্ঠ—মেদগত কুষ্ঠে হস্তক্ষয়, অঙ্গভঙ্গ, গমনাগমনের ব্যাঘাত, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত সর্ব্বশরীরে প্রসারিত হয়, অথচ রক্ত এবং মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অস্থিগত কুষ্ঠ—অস্থিগত কুষ্ঠে নাসা-ভঙ্গ, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং রোগীর স্বরভঙ্গ হয়, পরন্তু ক্ষতস্থানে বেদনা ও পোকা জন্মে।

মজ্জাগত কুষ্ঠ—মজ্জাগত কুষ্ঠের লক্ষণ অস্থিগত কুষ্ঠের ন্যায়।

শুক্রগত কুষ্ঠ—কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শুক্র অতিশয় দূষিত হইলে সেই দূষিত শুক্র হইতে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই রোগে কুষ্ঠ শুক্রকে আশ্রয় করে বলিয়া জাত সন্তানেরও রসরক্তাদি-ধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

কুষ্ঠরোগের বিশেষ লক্ষণ—কুষ্ঠরোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টির প্রবলতাবশতঃ কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা সহজে নির্ণয় করিবার কতকগুলি সঙ্কেত আছে। যথা—কুষ্ঠরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ কুষ্ঠ খরস্পর্শ, শ্যামবর্ণ বা রক্তবর্ণ অথচ রুক্ষ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। পিত্তের প্রবলতাবশতঃ কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, দাহযুক্ত ও স্রাববিশিষ্ট হয়। শ্লেষ্মার প্রবলতাবশতঃ কুষ্ঠ কণ্ডুযুক্ত ও গাঢ় বা ঘন ক্লেদবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। এইরূপ দ্বিদোষজ কুষ্ঠে দুইদোষের মিলিত লক্ষণ এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠে তিনদোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কুষ্ঠরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—রসগত, রক্তগত, মাংসগত এবং বাতশ্লেষ্মাধিক কুষ্ঠ সাধ্য। বাতশ্লেষ্মাধিক কুষ্ঠ অর্থাৎ সিধ্ম, এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, বিপাদিকা, কিটিম ও অলসক, মেদগত কুষ্ঠ ও দ্বন্দ্বকুষ্ঠ যাপ্য, মজ্জা ও

অস্থিগত কুষ্ঠ অসাধ্য, সান্নিপাতিক কুষ্ঠরোগীর দাহ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠে কীট উৎপন্ন হইলে তাহাও অসাধ্য।

কুষ্ঠরোগীর অরিষ্ট বা মৃত্যু-লক্ষণ—কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যদি পূঁযাদি স্রাব হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ হয় অথচ বমন-বিরেচনাদিদ্বারা কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর মৃত্যু হয়।

শ্বিত্রের লক্ষণ—অন্যান্য কুষ্ঠ যেসকল কারণে উৎপন্ন হয়, শ্বিত্র-কুষ্ঠও সেইসকল কারণে উৎপন্ন হয়। পার্থক্য এই—অন্যান্য কুষ্ঠ হইতে স্রাব হয়; কিন্তু এই কুষ্ঠ হইতে স্রাব হয় না। অন্যান্য কুষ্ঠ সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু শ্বিত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটি দোষ হইতে পৃথগ্রূপে উৎপন্ন। বায়ু, পিত্ত ও কফ, পৃথগ্রূপে রক্ত, মাংস ও মেদ এই ধাতুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া শ্বিত্র উৎপাদন করে। কিলাস-নামক কুষ্ঠ শ্বিত্রের প্রকারভেদমাত্র। রক্তবর্ণ শ্বিত্রকে কিলাস কহে।

দোষ-ভেদে শ্বিত্রের লক্ষণ—বায়ুজনিত শ্বিত্র রুক্ষ ও রক্তবর্ণ। পিত্তজনিত শ্বিত্র তাম্রবর্ণ, পদ্মপাতার ন্যায়, দাহযুক্ত এবং লোমক্ষয়কর। কফজনিত শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ, গাঢ়, গুরু ও কণ্ডুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাতজনিত রক্তবর্ণ শ্বিত্র রক্তধাতুগত, পিত্তজনিত তাম্রবর্ণ শ্বিত্র মাংসধাতুগত এবং কফ-জনিত শ্বেতবর্ণ শ্বিত্র মেদধাতুগত।

শ্বিত্র দুই প্রকার, যথা—দোষজ ও ব্রণজ। যাহা কেবলমাত্র বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উৎপাদন করে, তাহা দোষজ এবং অগ্নিদগ্ধাদিব্রণ বা ক্ষত হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রণজ কহে। এই উভয় প্রকার শ্বিত্রই বর্ণভেদে দোষাশ্রিত এবং রক্ত, মাংস ও মেদগত হইয়া থাকে।

শ্বিত্রের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—যে স্থানে শ্বিত্র জন্মে, সেই স্থানে অল্প লোম থাকিলে এবং সেই সকল লোম কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে অথচ ঐ শ্বিত্র অধিক দিনের ও পরস্পর সংলগ্ন না হইলে এবং উহা অগ্নিদগ্ধজনিত ক্ষত হইতে যদি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সাধ্য। এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট শ্বিত্র অসাধ্য।

কিলাসনামক শ্বিত্রের অসাধ্য লক্ষণ—মলদ্বার, শিশ্ন, যোনি, হস্ত ও পদতল এবং ওষ্ঠজাত কিলাস-নামক শ্বিত্র অল্পকালোৎপন্ন হইলেও অসাধ্য।

এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমণ—কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, চক্ষু-উঠা এবং অন্যান্য ঔপসর্গিক (পাপরোগ—যেমন ফিরঙ্গ ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একত্র ভোজন, একশয্যায় শয়ন অথবা এক আসনে উপবেশন করিলে কিংবা তাহাদিগের গাত্র-সংস্পর্শ, নিশ্বাস-গ্রহণ অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য বা অনুলেপন ব্যবহার করিলে সেই-সেই রোগ উৎপন্ন হয়। ঐসকল রোগীর শুশ্রূষা সতর্কতার সহিত করা কর্ত্তব্য।

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি

বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় (ক্ষীর, দধি বা দুগ্ধসহ মৎস্য বা মাংস একত্র ভক্ষণ), তরল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য-সেবন, বমন ও মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, ভোজনের পরেই অত্যন্ত ব্যায়াম (পরিশ্রম), অগ্নির উত্তাপ বা রৌদ্র-সেবন, ঘর্ম্মাক্ত, পরিশ্রান্ত ও ভয়াক্রান্ত হওয়ার পরেই শীতলজল-পান, অপক্ব অন্ন-ভোজন বা অধ্যশন অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পরিপাকপ্রাপ্ত না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, পঞ্চকর্ম্ম (বমন, বিরেচন, নিরুহণ, অনুবাসন ও নস্য)-প্রয়োগের পর অপচার, নূতন-অন্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্লদ্রব্য, মাষকলাই, মূলা, পিষ্টক, তিল, দুগ্ধ ও গুড় অত্যধিক ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণ অবস্থায় মৈথুন, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের অপমান এবং অন্যান্য নানাপ্রকার পাপকার্য্য দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ এককালীন প্রকুপিত হইয়া ত্বক্, রক্ত, মাংস ও জলীয় ধাতুকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে।

কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার, তন্মধ্যে মহাকুষ্ঠ সাতপ্রকার ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার। কপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, সিধ্ম, কাকণ, পুণ্ডরীক ও ঋক্ষজিহ্ব ; এই কয়েকটিকে মহাকুষ্ঠ কহে এবং এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, চর্ম্মদল, বিচর্চ্চিকা, বিপাদিকা, পামা, কচ্ছু, দদ্রু, বিস্ফোটক, কিটিম ও অলসক ; এই কয়েকটিকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ কহে। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগই ত্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু তন্মধ্যে আবার একটি বা দুইটি দোষের প্রাবল্য-অনুসারে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাত-শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক-ভেদে কুষ্ঠরোগ সাতভাগে বিভক্ত। বায়ুর প্রাবল্যে কপাল, পিত্তাধিক্যে ঔড়ুম্বর, শ্লেষ্মাধিক্যে মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা, বাতপিত্তাধিক্যে ঋক্ষজিহ্ব, বাতশ্লেষ্মাধিক্যে চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম,

অলসক ও বিপাদিকা, পিত্তশ্লেষ্মাধিক্যে দক্র, শতারু, পুণ্ডরীক, বিস্ফোটক, পামা ও চর্ম্মদল এবং ত্রিদোষের আধিক্যে কাকণকুষ্ঠ জন্মে।

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে রোগাক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম মসৃণ, রুক্ষ বা খরস্পর্শ, ঘর্ম্মবিহীন, বিবর্ণ ও স্পর্শজ্ঞান-রহিত অর্থাৎ অসাড় হয় এবং ঐ স্থানে দাহ, কণ্ডু, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও কোঠ বা মণ্ডলাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়। ব্রণসকল শীঘ্র উৎপন্ন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, ব্রণের অঙ্কুর-সকল অত্যন্ত রুক্ষ ও অল্পকারণেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রোগীর ক্লান্তি, রোমাঞ্চ ও রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। অধিকাংশ চর্ম্মরোগেও ত্বকে বেদনা এবং কণ্ডু বা ব্রণ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং ঐ লক্ষণ দ্বারা কুষ্ঠরোগ কিনা, তাহা স্থির করা যায় না। যেস্থানে কুষ্ঠ উৎপন্ন হইবে, সেই স্থানের ত্বকের অসাড়তা, বা স্পর্শশক্তি-রাহিত্য ও বিবর্ণতা প্রধান লক্ষণ, প্রায়শঃ এই দুইটি লক্ষণ দ্বারা সহজেই কুষ্ঠরোগ নির্ণয় করা যায়।

লোকের সাধারণ বিশ্বাস যে, কুষ্ঠ অসাধ্য রোগ বা কখনও আরোগ্য হয় না। সত্য বটে, কুষ্ঠরোগ যে কঠিন বা দুরারোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি এরূপও আছে যে, সহজে আরোগ্য হয়, আর কতকগুলি দুরারোগ্য বা অতিকষ্টে আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ-সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন, কুষ্ঠরোগমাত্রই অসাধ্য নহে। এতদ্দেশে কতিপয় কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণী পাঠ করিলেও এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

চিকিৎসা-সঙ্কেত—যে-কোন প্রকার কুষ্ঠই হউক না কেন, তাহা বাতাদি কোন্ দোষোৎপন্ন, তাহা প্রথমতঃ নির্ণয় করা উচিত। বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন কুষ্ঠে আক্রান্তস্থান খরস্পর্শ, রুক্ষ, শ্যামবর্ণ এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়, পিত্তের প্রকোপে উৎপন্ন হইলে আক্রান্তস্থান রক্তবর্ণ, বেদনা ও দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে উৎপন্ন ক্ষত হইতে পূঁযস্রাব হয়, শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হইলে আক্রান্তস্থান দেখিতে চক্‌চকে, কণ্ডুযুক্ত ও ঐ কণ্ডু হইতে গাঢ় শুক্লবর্ণ স্রাব নির্গত হইতে থাকে। এইরূপ বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ-লক্ষণ; বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে বাত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-লক্ষণ; পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ-লক্ষণ এবং সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ত্রিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপিচ, কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানে যেরূপ

বাতাদি-দোষের প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শরীরেও প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য শরীর বাতাধিক, পিত্তাধিক এবং শ্লেষ্মাধিক হয়; বাতাধিক্যে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ, পিত্তাধিক্যে অন্তর্দ্দাহ ও শ্লেষ্মাধিক্যে শরীর ভারবোধ হয়। এই-সকল লক্ষণ দ্বারা রোগ সহজে নির্ণয় করা যায়। কুষ্ঠ রসগতই হউক বা রক্ত কিংবা মাংসগতই হউক, রোগারম্ভক বাতাদি-দোষের প্রকোপ-লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বমন-বিরেচন—কুষ্ঠরোগে বমন-বিরেচন দ্বারা প্রথমতঃ দেহ শুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। বমন-বিরেচনের জন্য বসন্তরোগোক্ত চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে।

বমন-বিরেচন দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে স্থানিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। এইরূপ ঔষধ-প্রয়োগে রোগ বর্দ্ধিত হইতে ত পারেই না, পরন্তু স্থানিক রোগ ও উপসর্গ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে, সঙ্গে-সঙ্গে শরীরও ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে। একবেলা ক্বাথ, একবেলা বটিকা ও একবেলা গুগ্গুলুর ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়, এমন কি অনেকস্থলে রোগ একেবারে আরোগ্য হইয়া থাকে। এই রোগে যে ক্বাথের ব্যবস্থা করা যাইবে, রুগ্নস্থানে ক্ষত থাকিলে ঐ ক্বাথ দ্বিগুণ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধেক প্রত্যহ প্রাতে পান ও অর্দ্ধেক দ্বারা ক্ষত ধৌত করিতে দিবে। ক্ষত ধৌত করা হইলে একটি প্রলেপ যোজনা করিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রাখিবে কিংবা বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব হইলে তৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা ক্ষতস্থানে যোজনা করিবে এবং তৈল শুকাইয়া গেলে পুনর্ব্বার তুলি দ্বারা ঐ তৈল লাগাইবে; ফলতঃ ক্ষতস্থান একেবারে খোলা রাখিবে না এবং তৈল শুষ্ক হইলেই পুনর্ব্বার ভিজাইয়া দিবে। কুষ্ঠরোগের প্রারম্ভে বা যাবৎ ক্ষত না হয়, তাবৎ ক্বাথ দ্বারা ধৌত না করিয়া রুগ্নস্থানে কেবলমাত্র মর্দ্দন করিবে।

বাতিক ও বাতপৈত্তিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে স্রাব নির্গত হইলে দেবদারুলেপ, পটোলাদিক্বাথ এবং অমৃতাদিগুগ্গুলু, কৈশোরগুগ্গুলু বা ত্রিফলাগুগ্গুলু প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে কুষ্ঠাদিলেপ, খদিরাষ্টকক্বাথ, অমৃতাদিগুগ্গুলু বা রসাভ্রগুগ্গুলু এবং নিম্বাদিচূর্ণ ও গলৎকুষ্ঠারিরস প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক

ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে তাললেপ, খদিরাষ্টকক্কাথ, কৈশোরগুগ্‌গুলু ও বিশ্বেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের ক্লেদ ও রস নির্গত হইলে বিড়ঙ্গাদিলেপ, মঞ্জিষ্ঠাদিক্কাথ বা বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদিক্কাথ, কৈশোরগুগ্‌গুলু ও মাণিক্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। বিশ্বেশ্বররস, গলৎকুষ্ঠারিরস, মাণিক্যরস এবং কুষ্ঠকালানলরস সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। কুষ্ঠরোগে বাতাদি-দোষের বিচার না করিয়াও এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এইরূপ তালভস্ম, মহাতালেশ্বররস, পঞ্চনিম্ব, পঞ্চনিম্ব (মতান্তরে), অমৃতাঙ্কুরলৌহ ও পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। এতদ্ব্যতীত গর্জ্জনতৈল, তুবরকতৈল ও নিমের তৈল পান ও মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। লক্ষণাদি দ্বারা বাতাদি-দোষের প্রকোপ-লক্ষণ স্থির করিতে না পারিলে ঐসকল ঔষধ প্রয়োগ করিলেও চলে। ইচ্ছাসত্ত্বে ও নানা কার্য্যানুরোধে যাহাদের ঔষধ-সংগ্রহ করিবার অবসর নাই বা ততটুকু ক্লেশ-স্বীকার করিবার ইচ্ছা নাই, তাহাদের পক্ষে উক্ত তিন প্রকার তৈলের মধ্যে একটি ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে। গর্জ্জনতৈল বেণে-দোকানে পাওয়া যায়, তুবরকতৈল বা চাউলমুগরার তৈল ও নিমের তৈল উভয়ই ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। তুবরকতৈলের মাত্রা প্রভৃতি ৮৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তুবরকতৈল কুষ্ঠরোগে—বিশেষতঃ ফিরঙ্গজনিত কুষ্ঠে মহোপকারী। পুনঃপুনঃ উহার ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। উহার কোন-একটি তৈল পান করিবার সঙ্গে-সঙ্গে বাতাদিদোষ-ভেদে অন্য কোন তৈল শরীরে বা রুগ্নস্থানে মর্দ্দন করিলেও চলে। বাতপ্রধান কুষ্ঠে বাতরক্তোক্ত বিষতিন্দুকতৈল, পিত্ত-প্রধান কুষ্ঠে সোমরাজী বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল এবং শ্লেষ্মপ্রধান কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচাদিতৈল রুগ্নস্থানে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে।

কুষ্ঠরোগে তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ করিলে অসাধারণ উপকার হয়, রোগের মূলোচ্ছেদ করিতে তৈল ও ঘৃতের শক্তি অসাধারণ। কুষ্ঠে, বায়ু বা পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। —বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে সোমরাজীতৈল বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল ও মহাতিক্তকঘৃত; শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচাদিতৈল বা বিষতিন্দুকতৈল ও পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু; বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিককুষ্ঠে মহাপিণ্ডতৈল, রুদ্রতৈল বা মহারুদ্রতৈল ও

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু যথাক্রমে মর্দ্দন ও সেবনের ব্যবস্থা করিবে। পৈত্তিক কুষ্ঠে আবশ্যক হইলে মালিশের জন্য বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিতৈল ও সেবনের জন্য পঞ্চতিক্তঘৃত প্রয়োগ করা যায়। কুষ্ঠরোগে ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে বিষ্যন্দনতৈল তুলি দ্বারা লাগাইবে।

সোমরাজীতৈল ৮৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৃহৎ সোমরাজীতৈল ৮৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৃহৎ মরিচাদিতৈল ৮৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। গর্জ্জনতৈল ও নিমের তৈলের মাত্রা প্রভৃতি তুবরকতৈলের ন্যায়। মহাতিক্তকঘৃত ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পঞ্চতিক্তঘৃত ৪৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বিষতিন্দুকতৈল ৬৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। মহারুদ্রতৈল ৬৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিতৈল ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। রুদ্রতৈল ৬৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বিষ্যন্দনতৈল ৮৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ফিরঙ্গরোগে তুবরকতৈলের প্রয়োগ-প্রণালী দ্রষ্টব্য।

এইরূপ আরও কতকগুলি প্রসিদ্ধ তৈল ও ঘৃত কুষ্ঠরোগে সমধিক উপকারী। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে সোমরাজীঘৃত; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে মহাখদিরাদিঘৃত; বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে বাসারুদ্রতৈল, বাতিককুষ্ঠে কুষ্ঠকালানলতৈল; শ্লৈষ্মিককুষ্ঠে মরিচাদিতৈল, বিষতৈল বা কুষ্ঠরাক্ষসতৈল প্রয়োগ করা যায়।

এককুষ্ঠ—এই রোগ একটু কঠিন, সহজে আরোগ্য হয় না। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অনেক সময় রোগ আরোগ্য হয়। যদি উহাতে ফল না হয়, তাহা হইলে মরিচাদিতৈল বা বিষতৈল মালিশ করিবার ব্যবস্থা করিবে এবং সেবনের জন্য পঞ্চনিম্বের ব্যবস্থা করিবে। রক্তদুষ্টিজনিত কুষ্ঠ হইলে চাউল-মুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে।

গজচর্ম্ম ও কিটিম—দদ্রু, চর্ম্মকুষ্ঠ ও কিটিম প্রায় একই জাতীয় পীড়া এবং একই ঔষধে আরোগ্য হয়। দদ্রুরোগে যেসকল ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল, তদ্দ্বারাই চর্ম্মকুষ্ঠ ও কিটিম আরোগ্য হয়। যদি ঐসকল প্রলেপে না সারে, তাহা হইলে মরিচাদি বা বৃহৎ মরিচাদিতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। দদ্রু এবং চর্ম্মকুষ্ঠ ও কিটিমের পার্থক্য এই—দদ্রু মণ্ডলাকাররূপে সীমাবদ্ধস্থানে

উৎপন্ন হয় ও ঘামাচির ন্যায় কণ্ডুযুক্ত হয়, কিন্তু চর্ম্মকুষ্ঠ যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের চামড়া হস্তীর চামড়ার ন্যায় পুরু, খস্‌খসে ও কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং কিটিম যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সে স্থানের চামড়া শ্যামবর্ণ, খস্‌খসে অথচ পাতলা দৃষ্ট হয়, হস্তি-চর্ম্মের ন্যায় পুরু হয় না। সেবনের জন্য পঞ্চনিম্ব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে। গজচর্ম্মকুষ্ঠের অপর নাম চর্ম্মকুষ্ঠ।

বিপাদিকা—এই রোগে হাত ও পায়ের তলা ফাটিয়া যায় এবং সেই ফাটা-স্থানের চর্ম্ম ও মাংস কঠিন এবং বেদনাবিশিষ্ট হয়। এই রোগে ধূনা, সৈন্ধবলবণ, গুড়, মধু, ঘৃত ও মোম একত্র পাক করিয়া আঠার মত হইলে নামাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে চাউলমুগরার তৈল ও মোম একত্র গলাইয়া প্রয়োগ করিবে।

চর্ম্মদল কুষ্ঠ—ইহাতে মহারুদ্রতৈল বা বিষতৈল লাগাইবে ও শীত-পিত্তরোগোক্ত অমৃতাদিক্কাথ সেবন করিতে দিবে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে।

বিস্ফোটক, অলসক ও শতারু-নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা চর্ম্মদল কুষ্ঠের ন্যায় করিবে।

বিচর্চ্চিকা—এই রোগ জানুদেশে বা হাঁটুর নিম্নে উৎপন্ন হয়। কদাচিৎ হাতে কনুয়ের নিম্নেও হইয়া থাকে। বিচর্চ্চিকার প্রচলিত নাম বিকাচ বা কাউরের ঘা—ইংরেজীতে ইহাকে একজিমা কহে। এই রোগে শ্যামবর্ণ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ছোট-বড় পিড়কা উৎপন্ন হয়। ঐ পিড়কা অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে রস নির্গত হয় ও কণ্ডুগুলি পাকে, পাকিলে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বহু ছিদ্রযুক্ত হয়। বিচর্চ্চিকা বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই জন্মে। বর্ষাকালে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর সমাগমে কমিতে আরম্ভ করে ও শীতকালে প্রশমিত হয়, আবার শীতাপগমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ফিরঙ্গরোগ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে চাউলমুগরার তৈল ও গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ফিরঙ্গজনিত না হইলে চিতল মাছের আঁইশ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে; গর্জ্জন-তৈল বা আলকাতরার সহিত গন্ধক-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কিংবা

আলকাতরা আগুনে গরম করিয়া পাতলা করিয়া লইতে হয়। প্রলেপ যোজনা করিয়া কলার নরম পাতা বা পানপাতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। এই রোগে মরিচাদি ও বৃহৎ মরিচাদিতৈলের ব্যবস্থা করিয়া দেখা গিয়াছে, রোগ নির্ম্মূল হয় না। উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে পিড়কাগুলি পাকিয়া উঠে, বেদনা বেশী হয়, তৎপরে রস নির্গত হয় এবং একটু নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয় মাত্র। সেবনের জন্য পঞ্চনিম্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পামা, কচ্ছু ও পাঁচড়া—বাঙ্গালায় যাহাকে চুলকণা কহে, সংস্কৃতে তাহাই পামা-নামে অভিহিত, উহাই একটু বড় আকারের হইলে আবার কচ্ছু-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কচ্ছুর প্রচলিত নাম খোস। খোস পাকিয়া রস নির্গত হইলে তাহাকে পাঁচড়া কহে। পামা ও কচ্ছু উভয়ই হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বদেশে বাহুল্যরূপে উদ্গত হয়। পামা ও কচ্ছু এই উভয় রোগে শীতপিত্তরোগোক্ত দূর্ব্বাদিলেপ, আমলাদিযোগ, সিদ্ধার্থলেপ এবং অমৃতাদিক্বাথ ও হরিদ্রাখণ্ড উপকারী। কচিনিমপাতা ও কাঁচা হলুদ সমভাগে বাটিয়া লেপন করিলেও রোগ সারে। রোগ বেশীদিনের হইলে উক্ত ক্বাথ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পাঁচড়া হইলে সরিষাতৈল ও মোম একত্র গলাইয়া তাহাতে বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মলমের ন্যায় লাগাইবে। যদি উহাতে না সারে বা পাঁচড়া হইতে বেশী রস নির্গত ও তাহার উপর পচলা সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে চূর্ণ একভাগ, তুঁতেপোড়া একভাগ ও বিশুদ্ধ-গন্ধকচূর্ণ একভাগ একত্র করিয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া লেপন করিবে। রক্তদুষ্টিজনিত হইলে ইহাতে নাও সারিতে পারে, তখন ঐ দুই রকম ঔষধে তৈলের পরিবর্ত্তে চাউলমুগরার তৈল মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

দদ্রু—যাহাকে বাঙ্গালায় দাদ কহে, তাহাই সংস্কৃতে দদ্রু-নামে খ্যাত। ইহাও ক্ষুদ্র কুষ্ঠ-মধ্যে গণ্য। এইরোগ সর্ব্বসাধারণের পরিচিত। ইহা চামড়ার উপরে মণ্ডলাকারে উত্থিত হয় ও মণ্ডলাকার চিহ্নের মধ্যবর্ত্তীস্থান ঘামাচির ন্যায় ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্ডুযুক্ত হয়, কণ্ডুগুলি সময়-সময় চুলকায় এবং তাহা হইতে রস নির্গত হয়। দদ্রু দেখিতে রক্ত বা শ্যামবর্ণ। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ও গর্জ্জন-তৈল একত্র করিয়া লাগাইলে দদ্রু বিনষ্ট হয়। দদ্রুরোগে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। একবার ঔষধ-প্রয়োগেই

দাদ আরোগ্য হয় না, কয়েকদিনের জন্য যাপ্য থাকে মাত্র, কিছুকাল পরে আবার দেখা দেয়; সুতরাং পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইবামাত্রই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপে উপর্য্যুপরি ২।৩ বার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই রোগ একেবারে আরোগ্য হয়। যাঁহাদের বিশ্বাস ঐ রোগ একেবারে সারে না, তাঁহারা ঐ নিয়মে ঔষধ ব্যবহার করিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। গর্জ্জনতৈল, চাকুন্দেবীজ ও কালকাসুন্দেবীজ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ ও বিড়ঙ্গ বাটিয়া লেপন করিলে কিংবা কেবলমাত্র সোন্দালপাতা ও সোমরাজীবীজ কাঁজিতে বাটিয়া লেপ দিলে দাদ আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত কালকাসুন্দে পাতার রস সমভাগে লইয়া তৎসহ সোহাগার খৈ ও গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু সারে। তদ্ব্যতীত তুলসীপাতা ও সৈন্ধব লবণ একত্র রগ্‌ড়াইয়া লাগাইলেও দদ্রু সারে।

ছুলী বা সিধ্মকুষ্ঠ—এই রোগে চন্দনঘসা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দে-পাতা ও কালকাসুন্দেপাতা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে, কিংবা দুই ভাগ চন্দনঘসা ও একভাগ বিশুদ্ধ হরিতালঘসা ছাগলের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা আপাংপাতার রসদ্বারা মূলার বীজ পেষণ করিয়া লাগাইবে।

শ্বিত্রকুষ্ঠ—বাঙ্গালায় যাহাকে ধবল বা শ্বেতী কহে, তাহাই সংস্কৃতে শ্বিত্রকুষ্ঠ-নামে অভিহিত। কুষ্ঠ ও শ্বিত্রের চিকিৎসা একই। কোন অঙ্গ আগুনে দগ্ধ হইলে তাহা হইতেও শ্বিত্র উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ হরিতাল এক ভাগ ও সোমরাজীবীজ চারি ভাগ একত্র করিয়া গোমূত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। কুঁচ ও রক্তচিতার মূল সমভাগে জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল রক্তচিতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও শ্বিত্র বিনষ্ট হয়। চিতামূল ফোস্কাকারক, কিন্তু খুব পাতলা করিয়া প্রলেপ দিলে এবং উপর্য্যুপরি তিনদিন প্রয়োগ করিয়া তিনদিন বন্ধ রাখিলে ফোস্কা হয় না, ফোস্কা হইলে তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। ফোস্কা উঠিয়া ঘা হয় এবং রোগ আরোগ্য হয়। চিতামূল বা আকন্দক্ষীরের প্রলেপ দিলে সেইস্থানে কদাচ জল লাগাইবে না। ঐ স্থান কাপড়ে আবৃত করিয়া স্নান করা উচিত। সৈন্ধবলবণ আকন্দের ক্ষীরে বাটিয়া লেপন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। মুখে হইলে বিশুদ্ধ গন্ধক, চিতামূল,

হীরাকস, হরিতাল এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ছাল সমানভাগে লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। যেসকল কুষ্ঠ হইতে রস-স্রাব হয়, তদ্ব্যতীত অন্যান্য কুষ্ঠে প্রলেপ দিতে হইলে ডুমুরপাতা বা বলাডুমুরপাতা দ্বারা রোগাক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ লাগাইবে। এই রোগে সেবনের জন্য পঞ্চনিম্ব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—ঘৃত ও মধু। এতদ্ব্যতীত গলৎকুষ্ঠারিরস, শ্বেতারি এবং কুষ্ঠকালানলরস নিমছালের কাথসহ প্রয়োগ করা যায়। মালিশের জন্য মরিচাদিতৈল, বৃহৎ মরিচাদিতৈল, কুষ্ঠরাক্ষসতৈল, কুষ্ঠকালানলতৈল সোমরাজীতৈল বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল বাতাদিদোষভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু উক্ত প্রলেপ অগ্রে প্রয়োগ করা উচিত। কারণ প্রলেপ দ্বারা রোগ আরোগ্য হইলে অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না।

কুষ্ঠরোগে ঔষধ

দেবদারুলেপ—বাতিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থান হইতে ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে এবং ব্রণে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে পটোলাদিক্কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে।

দেবদারুলেপ। দেবদারু, খয়ের, নিমপাতা, বিড়ঙ্গ ও করবীবৃক্ষের মূলের ছাল ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠাদিলেপ—পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে পীতবর্ণের ক্লেদ ও রস নির্গত হইলে খদিরাষ্টকক্কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ তাহাতে লাগাইবে।

কুষ্ঠাদিলেপ। কুড়, চাকুন্দের বীজ, কালকাসুন্দের বীজ ও ডহরকরঞ্জ-বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

তাললেপ—শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে পাণ্ডু বা শ্বেতবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইলে এই লেপ ক্ষতস্থানে লাগাইবে। অগ্রে খদিরাষ্টককাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ লাগাইবে।

তাললেপ—হরিতাল, মনঃশিলা ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

বিড়ঙ্গাদিলেপ—সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের ক্লেদ নির্গত হইলে মঞ্জিষ্ঠাদি বা বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদিক্কাথ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে।

বিড়ঙ্গাদিলেপ। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজী-বীজ, শ্বেতসর্ষপ, ডহর-করঞ্জ-বীজ ও হরিদ্রা ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

পটোলাদিক্কাথ—বাতিক বা বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদাদি নির্গত হইলে রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে এই ক্কাথ পান করিতে দিবে।

পটোলাদিকাথ। পলতা, খয়ের, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কালিয়ালতা (কেলেকড়া) ও কটকী ; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

খদিরাষ্টক—পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী ক্লেদাদি নির্গত হইলে রোগীকে এই ক্কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে।

খদিরাষ্টক। প্রস্তুতবিধি ১০৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মঞ্জিষ্ঠাদিক্কাথ—সান্নিপাতিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে রোগীকে এই ক্কাথ প্রত্যহ সকালে পান করাইবে।

মঞ্জিষ্ঠাদিকাথ। মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজীর বীজ, চাকুন্দের বীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসকছাল, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, পলতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদিক্কাথ—সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানা-বর্ণের স্রাব নির্গত হইলে রোগীকে এই ক্কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করাইবে।

বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদিকাথ। মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চীছাল, গুলঞ্চ, মুথা, বচ, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টিকারী, নিমছাল, পলতা, কটকী, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, সুচীমুখী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, ভীমরাজ, পিপুল, বলাডুমুর, আকনাদি, শতমূলী, খয়ের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিরতা, ঘোড়ানিমের ছাল, শালছাল, সোন্দালের আঠা, প্রিয়ঙ্গু, সোমরাজীবীজ, রক্তচন্দন, বরুণছাল, দন্তীমূল, শেওড়াছাল, বাসকছাল, ক্ষেতপাপড়া, অনন্তমূল, আতইচ, দুরালভা, রাখালশশার মূল ও বালা ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে দাহ, পক্কতা, কণ্ডুতা ও স্পর্শশক্তির অভাব

প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম-দুগ্ধ।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কৈশোরগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে দাহ, পক্কতা, কণ্ডুতা থাকিলে ও ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং তাহা হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা শীঘ্র দাহ ও স্রাবাদি উপসর্গ প্রশমিত হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগে ইহার ন্যায় উপকারী ঔষধ অতি বিরল। শ্বিত্রকুষ্ঠে ইহা অতি উপকারী। অনুপান—গরম-দুগ্ধ।

কৈশোরগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু—সান্নিপাতিক কুষ্ঠে বাত ও পিত্তের প্রবল প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠজনিত ক্ষত হইতে ক্লেদাদি-নিঃসরণ বন্ধ হয় অথচ রুগ্নস্থানের দাহ, বেদনা ও পক্কতা প্রভৃতি উপর্গসমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদিচূর্ণ—পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে নানাপ্রকার উপসর্গ, বেদনা ও স্রাব থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কুষ্ঠরোগে এরূপ উপকারী ঔষধ বিরল। শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা অতি উপকারী। অনুপান—গরম-দুগ্ধ।

নিম্বাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৬৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসাভ্রগুগ্‌গুলু—বাতিক, পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে লক্ষণানুযায়ী ক্লেদ বা রস নির্গত হইলে এবং ক্ষতস্থানে নানাপ্রকার উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গরম-দুগ্ধ।

রসাভ্রগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গলৎকুষ্ঠারিরস—পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদ বহির্গত হইলে এবং নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্বিত্রকুষ্ঠে ইহা উপকারী। অনুপান—দুগ্ধ।

গলৎকুষ্ঠারিরস। কজ্জলী ৩ তোলা এবং তাম্র, লৌহ, বিশুদ্ধ গুগ্গুলু, রক্তচিতার মূল, শিলাজতু, বিশুদ্ধ কুচিলা ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকে একতোলা ও অভ্র এবং করঞ্জ-বীজ প্রত্যেকে ৪ তোলা; সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া মধুদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক ঘৃত-সহযোগে বটিকা করিবে। মাত্রা—এক আনা।

বিশ্বেশ্বররস—বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইলে এবং লক্ষণানুযায়ী স্রাব ও উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। প্রায় অধিকাংশস্থলেই লক্ষণাদির বিচার না করিয়া চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন। ফিরঙ্গজনিত কুষ্ঠ, স্নায়ুগতবাত ও বাতরক্তের ইহা অমোঘ ঔষধ। অনুপান—নিমছালের রস বা ক্বাথ।

বিশ্বেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৬৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাণিক্যরস—সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব ও লক্ষণানুযায়ী নানা উপসর্গ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ, অধিকাংশস্থলে রোগের লক্ষণাদি বিচার না করিয়াও প্রয়োগ করা হয়। অনুপান—গুলঞ্চের রস বা নিম-ছালের ক্বাথ অথবা দুগ্ধ।

মাণিক্যরস। বিশুদ্ধ হরিতাল ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা এবং পারদ, সীসা, তাম্র, অভ্র ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া বটের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে। প্রথমতঃ গন্ধক ও পারদ কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত বটের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর নিমের ক্বাথে তিনদিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে উহার সহিত গুলঞ্চ, বালা, সোমরাজী-বীজ, আলকুশী, নীলঝিণ্টী, সজিনাছাল, মুরামাংসী, জীরা, নিশিন্দাছাল ও করবীমূলের ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।৹ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষার মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা—৩ রতি।

কুষ্ঠকালানলরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠের যে-কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। অনুপান—দুগ্ধ বা গুলঞ্চের রস।

কুষ্ঠকালানলরস। কজ্জলী ২ তোলা এবং সোহাগার খৈ, তাম্র, লৌহ ও

পিপুল-চূর্ণ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক নিমের পাতা, ফল, মূল, ফুল ও ছালের কাথে, ত্রিফলার কাথে এবং সোন্দালের শাঁসের কাথে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। বটী—৩ রতি।

তালভস্ম—ইহা গলৎকুষ্ঠের পরীক্ষিত ঔষধ। কুষ্ঠরোগে হস্ত এবং পদ গলিতপ্রায় হইলে অথবা ক্ষতস্থানে কণ্ডু, অতিশয় দাহ, নানাপ্রকার বেদনা ও ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর গাত্রের রুক্ষতা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—নিমের পাতা বা ছালচূর্ণ ও গব্যঘৃত।

তালভস্ম। প্রস্তুতবিধি ৬৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতালেশ্বররস—কুষ্ঠে হাত, পা ও অঙ্গুলি প্রভৃতি গলিত-প্রায় হইলে এবং ক্ষতস্থানে বেদনা, দাহ, রোগীর পিপাসা ও গাত্র-গুরুতা প্রভৃতি নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথচ ক্ষত হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অনুপান—নিমের পাতা বা ছালের চূর্ণ ও ঘৃত।

মহাতালেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৬৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চনিম্ব—ইহা গলৎকুষ্ঠ ও শ্বিত্র প্রভৃতিতে উপকারী। যে-কোন কুষ্ঠের যে-কোন অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু পিত্তপ্রধান কুষ্ঠে প্রয়োগ করিলে গাত্র-দাহ, চর্ম্মের উপর নানাপ্রকার কণ্ডুর উদ্গম ও তাহাতে জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ অতিশীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে। পঞ্চনিম্ব প্রস্তুতের ক্লেশ স্বীকার করিতে যাঁহারা রাজী নহেন, তাঁহারা নিমের তৈল দুগ্ধসহ সেবন করিতে পারেন। ফল একই। সহপান—ঘৃত ও মধু ; অনুপান—দুগ্ধ।

পঞ্চনিম্ব। নিমের পাতা, ফল, ফুল, মূল ও ছাল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। চূর্ণ বেশীদিন অবিকৃত থাকে না, দুই-তিন মাসের পরই বীর্য্যহীন হয়, এজন্য চূর্ণকে নিমছালের বা পাতার রস দ্বারা বাটিয়া বটী করিয়া লইতে পারা যায়। বটিকা প্রায় একবৎসর অবিকৃত থাকে।

পঞ্চনিম্ব (মতান্তরে)—পঞ্চনিম্ব যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা মহোপকারী। সহপান—ঘৃত ও মধু ; অনুপান—দুগ্ধ।

পঞ্চনিম্ব (মতান্তরে)। নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ব্রাহ্মীশাক, গোক্ষুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গশাস, চামার-আলু, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, সোমরাজীবীজ, সোন্দালের শাস, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এইসমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া খয়ের, শাল ও নিমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে ও ভীমরাজের স্বরসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। চূর্ণ বা বটিকার মাত্রা—/০ এক আনা হইতে ।০ চারি আনা।

অমৃতাঙ্কুরলৌহ—যে-কোন প্রকার কুষ্ঠরোগের যে-কোন অবস্থায় বাতাদিদোষের বিচার না করিয়া ইহা প্রয়োগ করা যায়। তবে প্রয়োগকালে কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ইহাতে পর্পটী ও ভেলা আছে, সুতরাং বায়ুপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে বায়ুর প্রকোপ অর্থাৎ মাথা-ঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ আরও বর্দ্ধিত হয় এবং পিত্তপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে পিত্তের প্রকোপও সমধিক বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ হাত, পা বা সর্ব্বাঙ্গে দাহ উপস্থিত হয়। ঐসকল উপসর্গ-নিবারণের জন্য দুগ্ধ কিছু বেশী পরিমাণে পান করিতে দিবে এবং প্রত্যহ বা সহ্যমত নারিকেলের জল পান করিতে দিবে। সহপান—ঘৃত ও মধু, অনুপান—দুগ্ধ বা নারিকেলের জল।

অমৃতাঙ্কুরলৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও বিশুদ্ধ আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া কিঞ্চিৎ জলসহযোগে পিণ্ডাকার করিবে ও একটি পাথরের পাত্রে রাখিবে, পরে একটি তামার পাত্র আগুনে গরম করিয়া ঐ পিণ্ডের উপরে চাপিয়া ধরিবে। এইরূপে ঐ পিণ্ড পর্পটীর ন্যায় হইলে পর্পটীর ষোল ভাগের একভাগ সোহাগা পর্পটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি মূষা-মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। যে পর্য্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইবে, তাবৎ পাক করিবে, গন্ধকের গন্ধ রহিত হইয়া আসিলেই অবিলম্বে মূষা উঠাইবে। অনন্তর উহার সহিত লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা, ভেলা ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্গুলু ৮ তোলা ও ঘৃত ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে পাত্র অবতারণ করিয়া তাহাতে হরীতকীচূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা ও আমলকী ১২॥ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ত্রিফলার ক্বাথ-প্রস্তুতের নিয়ম এই—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া—প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /২ সের, পাকার্থ-জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। মাত্রা—/০ এক আনা হইতে ৶০ দুই আনা।

শ্বেতারি—ইহা শ্বিত্রকুষ্ঠের মহৌষধ। শ্বিত্রের যে-কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

শ্বেতারি। কজ্জলী ২ ভাগ এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভীমরাজ, চাকুন্দেবীজ, ভেলা, কৃষ্ণতিল ও নিমফল ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া ভীমরাজের রসে ক্রমাগত ২১ দিন ভাবনা দিবে। বটী—৫ রতি।

সোমরাজীঘৃত—পৈত্তিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে এবং শ্বিত্রকুষ্ঠে অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গরম-দুগ্ধ।

সোমরাজীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ চারি সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—সোমরাজীবীজ ৩২ তোলা, খয়ের ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা এবং পটোলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলাডুমুর, দুরালভা ও কট্‌কী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথারীতি ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

মহাখদিরাদিঘৃত—ক্ষুদ্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের যে-কোন অবস্থায় ইহা সেবন করান যায়। ইহা পান করিলেও যেমন উপকার হয়, মর্দ্দন করিলেও তদ্রূপ উপকার হইয়া থাকে। গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের স্রাব নির্গত হওয়া, রোগস্থানে চিন্‌চিন্ বেদনা, অসাড়তা-বোধ, অন্তর্দ্দাহ ও গাত্রদাহ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম্মরোধ, গাত্রে গুড়্‌গুড়্ করা বা পিপীলিকা-সঞ্চরণবৎ বোধ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বোল্‌তা-দংশনের ন্যায় শরীরে চাকা চাকা দাগ, ক্লান্তিবোধ, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণাভা প্রভৃতি উপসর্গ এবং শ্বিত্র ও নানাপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ইহা সালসার মত রক্তপরিষ্কারক ও বলকর। অনুপান—গব্যদুগ্ধ।

মহাখদিরাদিঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ছাতিমছাল, আতইচ, সোন্দালের শাঁস, কট্‌কী, আকনাদি, মুথা, বেণার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পল্‌তা, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শ্যামালতা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। কাথদ্রব্য—খয়ের ৬২৷৷ সের, শিশুগাছের ছাল ১২৷৷ সের, শালবৃক্ষের ছাল ১২৷৷ সের, ডহরকরঞ্জার ছাল, নিমছাল, অম্ল-

বেতসের ছাল, ক্ষেতপাপড়া, কুড়চীছাল, বাসকছাল, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ীমূল ও ছাতিমছাল ; ইহাদের প্রত্যেকে /৬। সোয়া ছয়সের। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে দুই তোলা।

বাসারুদ্রতৈল—বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গলৎকুষ্ঠে কিংবা শ্বিত্র প্রভৃতি কুষ্ঠে বাতপিত্তের প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রুগ্নস্থানে ও রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে রোগীর গাত্র-দাহ, গাত্রকম্প, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, রুগ্নস্থানের পক্কতা ও ব্রণের স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। নালী-ঘা বা দুষ্ট-ঘায়ে ইহা লাগাইলে ক্ষত অবিলম্বে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হয়। পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, খোস, পাঁচড়া, শীতপিত্ত এবং নানাবিধ চর্ম্মরোগে ইহা মহোপকারী। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিসর্প, বিদ্রধি ও বিস্ফোট প্রভৃতি রোগে ইহা মর্দ্দন করিলে অসাধারণ উপকার হয়।

বাসারুদ্রতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধানে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, তালমূলী, ব্যাকুড়, কণ্টিকারী, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, নিশিন্দাপাতা, পল্‌তা, কনকধুতুরার মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, ঈষলাঙ্গলা, দাড়িমের খোসা, আপাঙ্, মিঠাবিষ, জয়ন্তীপাতা, নাটাকরঞ্জছাল ও কট্‌ফল ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। গুলঞ্চের রস বা কাথ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের ও বাসকপাতার রস ১৬ সের। যথাবিধানে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কুষ্ঠকালানলতৈল—বাতিক গলৎকুষ্ঠে রুগ্নস্থানের অসাড়তা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও দপ্‌দপানি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে স্রাব-নিবারণের জন্য এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে বাতিক কুষ্ঠের নানাবিধ উপসর্গ শীঘ্রই প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠকালানলতৈল। কজ্জলী ২ তোলা এবং বিশুদ্ধ মনঃশিলা ও হরিতাল ; প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া ৪ তোলা কাঁজি দ্বারা পেষণ করিবে, অনন্তর উক্ত পিষ্টপদার্থ দ্বারা একটুকরা কাপড় লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে বাতির ন্যায় পাকাইয়া ও তিলতৈল লিপ্ত করিয়া উহা প্রজ্বালিত করিবে এবং অল্প-অল্প-পরিমাণে তৈল বাতির উপরে ঢালিবে ও বাতির নীচে একটি পাত্র রাখিবে। এই প্রক্রিয়া-মত যে তৈল পাত্রে পতিত হইবে, তাহা কুষ্ঠে লেপন করিবে।

মরিচাদিতৈল—শ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে বা ফিরঙ্গ-জনিত কুষ্ঠে এই তৈল মহোপকারী। ফিরঙ্গ-জনিত পিড়কা বিনষ্ট করিতে ইহা অসীম শক্তিশালী। নানাবিধ চর্ম্মরোগ বা খোস্, পাঁচড়া ও চুলকনা প্রভৃতি রোগে স্থানিক মালিশ করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু মস্তকে মর্দ্দন নিষিদ্ধ; বিশেষতঃ বালকের মস্তকে কদাপি প্রয়োগ করিবে না। ফিরঙ্গরোগোক্ত বৃহৎ মরিচাদিতৈলও প্রয়োগ করা যায়।

মরিচাদিতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, মুথা, আকন্দের ক্ষীর, করবীগাছের মূল, জটামাংসী, তেউড়ীমূল, গোবরের রস, রাখালশশার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ও রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং মিঠাবিষ ৮ তোলা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে। পরে ১৬ সের চোনা দ্বারা পাক সমাপন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বিষতৈল—শ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে এই তৈল স্থানিক-প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা খোস, পাঁচড়া ও চুলকনা প্রভৃতি রোগে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু শিশুগণের মস্তকে প্রয়োগ করিবে না। এই তৈল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য; শ্বিত্রকুষ্ঠেও পরম উপকারী। মরিচাদিতৈলের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করা যায়।

বিষতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাপরমালী, রক্তচন্দন, জাতী বা মালতীফুলের পাতা, নিসিন্দাপাতা, মঞ্জিষ্ঠা ও ছাতিমছাল, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং বিশুদ্ধ মিঠাবিষ ৮ তোলা কুট্টিত করিয়া তৈলে দিবে ও ১৬ সের জলসহ পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কুষ্ঠরাক্ষসতৈল—শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গলৎকুষ্ঠে এই তৈল স্থানিক ও সার্ব্বাঙ্গিক প্রয়োগ করা যায়। নানাবিধ খোস্, চুলকনা ও পাঁচড়া প্রভৃতি রোগে এই তৈল অতি উপকারী। শ্বিত্ররোগে স্থানিক-মর্দ্দনে অসাধারণ উপকার হয়। এই তৈলে কাপড়ের টুক্‌রা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

কুষ্ঠরাক্ষসতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য কজ্জলী ৪ তোলা এবং কুড়, ছাতিমছাল, চিতামূল, মেটেসিন্দুর, রসোন,

হরিতাল, সোমরাজীবীজ, সোন্দালবীজ, তামা ও মনঃশিলা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ তৈলে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যহ রৌদ্রের উত্তাপে রাখিবে ও প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠরোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—আমনতণ্ডুলের অন্ন, কাঁচা মুগ, অড়হর ও মসূরের ঘৃতপক্ক ডাল, বেতাগ্র, পল্তা, উচ্ছে, করলা, নিমপাতা বা হিঞ্চাশাকের শুক্ত, থোড়, মোচা, ঝিঙ্গে, কুমড়া, ডুমুর, কাঁচকলা, আলু, পটোল ও শিম প্রভৃতির ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন এবং সহ্যমত দুগ্ধ এই রোগে সুপথ্য।

অপথ্য—তৈলপক্ক ডাইল ও তরকারী, অম্লদ্রব্য, মৈথুন, শারীরিক পরিশ্রম, রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ লাগান, মাষকলাইয়ের ডাল, নূতন চাউলের অন্ন, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক দ্রব্য, দধি, মস্ত, গুড়, দিবানিদ্রা, মৎস্য ও মাংসাহার এই রোগে কুপথ্য। নিতান্ত মৎস্যাহারের ইচ্ছা হইলে মাগুর বা রোহিত-মৎস্যের ঝোল মধ্যে-মধ্যে দিবে। মিষ্টদ্রব্য যত কম আহার করা যায়, ততই ভাল।

পিত্তরোগ-চিকিৎসা

পিত্তরোগের লক্ষণ—কেশের অকালপক্কতা, চক্ষুর রক্তিমা ও পীতবর্ণতা, মল ও মূত্রের পীতাভা, নখের রক্তাভতা ও পীতবর্ণাভা, দন্ত ও দেহের পীতবর্ণতা, অন্ধকারবৎ দর্শন, মুখের অম্লতা, নিশ্বাসবায়ুর উষ্ণতা, ধূমোদ্গার, ভ্রম, ক্লান্তি, ক্রোধ, দাহ, মলভেদ, অগ্নি ও সূর্য্যোত্তাপে অনিচ্ছা, শৈত্যসেবনেচ্ছা, সন্তোষভাব, কার্য্যে অনিচ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহ, তীক্ষ্ণাগ্নি, রক্তোদ্গীরণ, রক্তভেদ, মলের তরলতা ও উষ্ণতা, দেহের উষ্ণতা, মূত্রের উষ্ণতা ও কৃচ্ছ্রতা, শুক্রের অল্পতা, তরলতা ও উষ্ণতা, ঘর্ম্ম, শরীরের দুর্গন্ধ, দেহের প্রাবরণতা, শরীরের অবসন্নতা ও পাক; এই চল্লিশপ্রকার পিত্তজ ব্যাধি।

পৈত্তিকরোগ-চিকিৎসা-বিধি

যেমন বাতব্যাধি বা বাতজব্যাধি লক্ষণভেদে আশীপ্রকার, তদ্রূপ পিত্তজ-ব্যাধি বা পৈত্তিকরোগ লক্ষণভেদে চল্লিশপ্রকার। কটু, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, উষ্ণ, বিদাহী ও তীক্ষ্ণদ্রব্য-ভোজন, দধি, মদ্য, মাষকলাই, তিল, তিসি ও কাঁজি প্রভৃতি ভোজন, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা উপস্থিত হইলে পানাহার না করা এবং ক্রোধ, উপবাস ও রৌদ্রসেবন; এইসকল কারণে ও ভোজনের মধ্যভাগে, ভুক্তদ্রব্যের পচ্যমান অবস্থায়, মধ্যাহ্নে, মধ্যরাত্রিতে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিক ব্যাধি উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত পিত্তপ্রধান-শরীরে পিত্তজ ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পৈত্তিক ব্যাধির লক্ষণভেদে নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। গুড়ূচ্যাদিলৌহ, পিত্তান্তকলৌহ, পিত্তান্তকরস এবং গুড়ূচ্যাদিতৈল প্রভৃতি অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে।

পৈত্তিকরোগে ঔষধ

গুড়ূচ্যাদিলৌহ—পিত্তের প্রকোপবশতঃ হাত, পা ও সর্ব্বাঙ্গে দাহ প্রকাশ পাইলে কিংবা রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে কিংবা পিত্তবৃদ্ধির অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হিঞ্চার রস বা পলতার রস; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উচ্ছে বা করলাপাতার রস।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তান্তকলৌহ—গুড়ূচ্যাদিলৌহ যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় সেই-সেই অনুপানে প্রযোজ্য।

পিত্তান্তকলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৩৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তান্তকরস—পিত্তবৃদ্ধির সহিত তরল দাস্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—ধনে-পলতাভিজান জল।

পিত্তান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ৩৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাপিত্তান্তকরস—পিত্তান্তকরস যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় সেই-সেই অনুপানে প্রযোজ্য। পিত্তান্তকরস অপেক্ষা মহাপিত্তান্তকরস সমধিক গুণবিশিষ্ট।

মহাপিত্তান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ুচ্যাদিতৈল—পিত্তবৃদ্ধি-বশতঃ হাত, পা বা সর্ব্বাঙ্গে অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে, কিন্তু জ্বরসত্ত্বে মর্দ্দন বিধেয় নহে। নিদ্রা না হইলে মস্তকে মালিশ করা যায়।

গুড়ুচ্যাদিতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিতৈল—গুড়ুচ্যাদিতৈল অপেক্ষা ইহা সমধিক উপকারী।

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদিতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তরোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—পিত্তরোগে তিক্ত, মধুর ও কষায়-রস-বিশিষ্ট দ্রব্য, শীতলবায়ু, ছায়া, নিশাবায়ু, ব্যজন, চন্দ্রকিরণ, মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ, ফোয়ারার জল, পদ্ম, স্ত্রীর গাত্রস্পর্শ, ঘৃত, দুগ্ধ, বিরেচন, পরিষেচন, রক্তমোক্ষণ ও শীতল প্রলেপ প্রভৃতি হিতকর।

অপথ্য—কটুরস, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, তীক্ষ্ণ ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, স্ত্রীসংসর্গ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগধারণ, ব্যায়াম, মদ্য, মাষকলাই, তিল, কুলথকলাই, মৎস্য, মেষমাংস, গব্যদধি ও গব্যতক্র; এই-সকল পিত্তরোগে অহিতকর; অর্থাৎ এইসমুদয় দ্রব্যে পিত্ত বর্দ্ধিত হয়।

কফরোগ-চিকিৎসা

কফরোগের লক্ষণ—মুখের মধুরতা, লিপ্ততা ও মুখ হইতে লালাস্রাব, নিদ্রাধিক্য, কণ্ঠদেশে ঘড়্ঘড়্ শব্দ, কটু ও উষ্ণদ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধির জড়তা, চৈতন্যশক্তির হ্রাস, অলসতা, তৃপ্তিবোধ, অগ্নিমান্দ্য, মলের

আধিক্য ও শীতলতা, মূত্রাধিক্য, মূত্রের শুক্লতা, শুক্রের আধিক্য, শরীরের আর্দ্রতা, জড়তা ও শীতলতা ; এইসকল কফজ-ব্যাধির লক্ষণ।

কফরোগ-চিকিৎসা-বিধি

গুরুদ্রব্য, মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, তরলদ্রব্য, দধি ও শীতল দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য ও পরিশ্রম না করা প্রভৃতি নানাকারণে এবং দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে ভোজনান্তে, হেমন্ত ও বসন্তকালে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া শ্লৈষ্মিক ব্যাধি উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরেও এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকরোগ উৎপন্ন হইলে লক্ষণভেদে শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, শ্লেষ্মকালানলরস, মহাশ্লেষ্মকালানলরস, কফচিন্তামণি, কফকেতু ও বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি যথানুপানে প্রয়োগ করা যায়।

কফরোগে ঔষধ

কফকেতুরস—কফের আধিক্যবশতঃ নাসাস্রাব, শ্বাস, কাস, গলরোগ, গলাব্যথা, মুখরোগ, শিরোরোগ, দন্তরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ উপস্থিত হইলে প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু এইসকল রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে ইহা দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কফকেতুরস। সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও শোধিত বিষ ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—১ রতি।

কফকেতু (মতান্তরে)—উক্ত কফকেতু অপেক্ষা ইহা সমধিক বীর্য্যবান্। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কফকেতু (মতান্তরে)। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিজলবীজ, শঙ্খভস্ম, বিশুদ্ধ বিষ ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ। জলে মর্দ্দন। বটী—মরিচ-পরিমাণ।

কফচিন্তামণি—কফকেতু যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায়ই বিশেষ উপকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ১০৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু—কফরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী কিংবা রোগীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ শ্লেষ্ম-প্রধান হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মসুন্দররস—বৃহৎ কফকেতু যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—পানের রস ও মধু।

শ্লেষ্মসুন্দররস। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)—ইহার প্রয়োগ-প্রণালী ও অনুপান বৃহৎ কফকেতুর ন্যায়।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মকালানলরস—ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট। শ্লেষ্মাধিক ঊর্দ্ধজত্রুগত যে-কোনও রোগে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ধাতুক্ষয়-জনিত বা দীর্ঘকালস্থায়ী শিরোরোগে বেশী ফলপ্রদ নহে। ইহা সাধারণতঃ মাথাধরা, গাব্যথা, শরীরের জড়তা ও অলসতা প্রভৃতি বিনাশ করে। অনুপান—পানের রস, তুলসীপাতার রস কিংবা আদার রস ও মধু।

শ্লেষ্মকালানলরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বিষ ৪ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, কট্ফল, চই, লবঙ্গ, তেউড়ীমূল, দন্তীবীজ ও পঞ্চলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। তুলসীপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া সাতবার ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে অথবা বায়ুপ্রধান, শ্লেষ্ম-প্রধান কিংবা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ মহোপকারী। ঐসকল শিরোরোগের সহিত রোগীর আমবাত, বাত, মুখে, জিহ্বায় বা গলনলীতে ঘা অথবা কানপাকা, নাসাস্রাব ও দন্তরোগ প্রভৃতি থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত ঊর্দ্ধজত্রুগত সর্ব্বপ্রকার রোগে অর্থাৎ চক্ষু হইতে জলস্রাব, পিঁচুটিপড়া ও দৃষ্টিহানি, মাথায় ভার, দন্ত-মাঢ়ীর স্ফীতি প্রভৃতি থাকিলে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। কোষ্ঠ-পরিষ্কার থাকিলে জয়পাল-বীজ দিবে না, কিংবা ইহার পরিবর্ত্তে মহাশ্লেষ্মকালানল প্রয়োগ করিবে। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস বা পানের রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশ্লেষ্মকালানলরস—শ্লেষ্মকালানলরস যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় সেই সেই অনুপানে প্রয়োগ করা যায়।

মহাশ্লেষ্মকালানলরস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, তাম্র, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, বংশপত্রহরিতাল, ধুতুরাবীজ, সৈন্ধবলবণ, কুড়, হিং, পিপুল, কট্‌ফল, দন্তীবীজ, সোমরাজীবীজ, সোন্দালের আঠা ও তেউড়ী; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। সীজের ক্ষীরে মর্দ্দন। বটী—মাষকলাইয়ের ন্যায়।

ধুস্তূরতৈল—এই তৈল মর্দ্দন করিলে কফরোগ বিনষ্ট হয়।

ধুস্তূরতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—ডাল, পাতা ও মূলসহ ধুতুরা-গাছ ১২॥ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ধুতুরাপাতা /১ এক সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ক্রিমিরোগোক্ত ধুস্তূরতৈল প্রয়োগ করিলেও চলে।

কফরোগে পথ্যাপথ্য

রুক্ষ, ক্ষার, কষায়, তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট-দ্রব্য-ভোজন, শারীরিক পরিশ্রম, নিষ্ঠীবনত্যাগ, ধূমসেবন, উষ্ণবীর্য্য-দ্রব্যভোজন, স্বেদ, উপবাস ও রৌদ্রসেবন; এইসকল কফরোগে হিতকর। কফজনক ও গুরুদ্রব্য-ভোজন, লবণ, মধুর, অম্ল ও স্নিগ্ধদ্রব্য-ভক্ষণ, মাষকলাই, তিল, তরলদ্রব্য, দধি, দিবা-নিদ্রা, শৈত্যক্রিয়া ও ঘৃতভক্ষণ; এইসকল কফরোগে হিতকর নহে।

শিরোরোগ-চিকিৎসা

বাতিক শিরোরোগের লক্ষণ—এই রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অকস্মাৎ মস্তকে তীব্র বেদনা হয় এবং ঐ বেদনা রাত্রিতে বাড়ে। বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তকবন্ধন বা মস্তকে স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণ—এই রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু ও নাসিকাতে এত প্রদাহ উপস্থিত হয় যে, বোধহয় যেন জলন্ত অঙ্গার দ্বারা মস্তক আবৃত হইয়াছে এবং চক্ষু ও নাসাভ্যন্তর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। শীতল-ক্রিয়া দ্বারা এবং রাত্রিকালে এই রোগ স্বভাবতঃ প্রশমিত হয়।

শ্লৈষ্মিক শিরোরোগের লক্ষণ—এই রোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ মস্তক শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত, ভারগ্রস্ত, স্তব্ধ ও শীতল বোধ হয় এবং মুখে ও অক্ষিপল্লবে (চক্ষুর পাতায়) শোথ উৎপন্ন হয়।

সান্নিপাতিক শিরোরোগের লক্ষণ—এই রোগে ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগের লক্ষণ একবারে প্রকাশ পায়।

রক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ—এই রোগে রক্তদুষ্টিবশতঃ পৈত্তিক শিরোরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু মস্তকে স্পর্শাসহত্ব থাকে অর্থাৎ মস্তক স্পর্শ করিলেও রোগী অত্যন্ত কষ্টবোধ করে বা চমকাইয়া উঠে।

ক্ষয়জ শিরোরোগের লক্ষণ—মস্তকের রক্ত, বসা ও শ্লেষ্মার অত্যধিক ক্ষয়বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মস্তকে অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বেদপ্রয়োগ, বমন, ধূম ও নস্য-গ্রহণ কিংবা রক্তমোক্ষণ করিলে এই রোগ বাড়ে। ইহা কষ্টসাধ্য।

ক্রিমিজ শিরোরোগের লক্ষণ—এইরোগে মস্তকের অভ্যন্তরে সূচীবিদ্ধবৎ অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয় এবং ক্রিমি সঞ্চরণ করে বা চলিয়া বেড়ায় বা দংশন করে (কামড়ায়), পরন্তু নাসারন্ধ্র হইতে জলমিশ্রিত পূঁয এবং কখনও-কখনও বা ক্রিমি বহির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ অতি যন্ত্রণা-দায়ক।

সূর্য্যাবর্ত্তরোগের লক্ষণ—এই রোগে সূর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ে অল্প-অল্প বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্যের উত্তাপবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ঐ বেদনা বাড়ে, আবার সূর্য্যাস্ত হইলে বেদনা কমে, পরন্তু শীতল বা উষ্ণক্রিয়া কিছুতেই বেদনা কমে না। সূর্য্যাবর্ত্তরোগ ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহা অতিশয় কষ্টসাধ্য।

অনন্তবাতের লক্ষণ—বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া গ্রীবার পশ্চাদ্দিকের মন্যানামক শিরাদ্বয়কে পীড়ন করিয়া গ্রীবার পশ্চাদ্দিকে তীব্র বেদনা, দাহ ও গুরুতা জন্মায়, অনন্তর ঐ বেদনা ক্রমশঃ চক্ষুর্দ্বয়ে, ভ্রূদ্বয়ে ও শঙ্খদেশে উপস্থিত হয় এবং গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ ও চক্ষুর নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে। ইহার নাম অনন্তবাত।

অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগের লক্ষণ—রুক্ষদ্রব্য-ভোজন, আহার পরিপক্ক না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, হিম-লাগান, পূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, পথপর্য্যটন ও পরিশ্রম; এইসকল কারণে বায়ু প্রকুপিত ও প্রবল হইয়া স্বয়ং কিংবা শ্লেষ্মার সহযোগে মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করিয়া সেই অর্দ্ধাংশের মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষু ও ললাটে অস্ত্রাঘাত বা বজ্রপাতের ন্যায় তীব্র বেদনা জন্মায়। এই রোগে সমস্ত মস্তকের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ এক চক্ষু, মন্যার শিরাদ্বয়ের একটি, একটি ভ্রূ এবং শঙ্খ ও ললাটের অর্দ্ধাংশ ও একটি কর্ণ পীড়িত হয়, এইজন্য ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক বা আধকপালে মাথাধরা কহে। এই রোগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে চক্ষু বা কর্ণ নষ্ট হইতে পারে।

শঙ্খক-শিরোরোগের লক্ষণ—রক্ত, পিত্ত ও বায়ু প্রকুপিত, বর্দ্ধিত এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া শ্লেষ্মার সহযোগে শঙ্খদেশে তীব্র বেদনা ও দাহযুক্ত অথচ রক্তবর্ণ দারুণ শোথ উৎপাদন করে। ঐ শোথ বিষের ন্যায় বেগবান্ হইয়া ত্বরায় মস্তক ও কণ্ঠদেশকে অবরুদ্ধ করিয়া তিনদিনের মধ্যে রোগীর জীবন হরণ করে; কিন্তু রোগী যদি তিনদিনের অধিক জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

শিরোরোগ-চিকিৎসা-বিধি

শিরোরোগ অর্থাৎ শিরঃশূল বা মস্তকের শূল এগার প্রকার। ইহার চলিত নাম মাথাধরা বা মাথাব্যথা। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ, ক্রিমিজ, সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত এবং অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক। শিরঃপীড়া সচরাচর পুরুষদিগকে দশ হইতে পঁচিশ এবং পঁয়ত্রিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীদিগকে আটবৎসরের পর পঁচিশ

বৎসর বয়সে আক্রমণ করে। নানাকারণে এই রোগ জন্মে। চিকিৎসাকালে রোগোৎপত্তির কারণ সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক। নানাপ্রকার অহিত আহার-বিহারাদি অর্থাৎ পানভোজন এবং অধিক মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত বা কফ প্রকুপিত হইয়া শিরঃপীড়া জন্মায়। তদ্ব্যতীত জ্বর, ফিরঙ্গ, বা বিষাক্তমেহবশতঃ রক্তদুষ্টি, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা ধাতুদৌর্ব্বল্য, অধিক শুক্রক্ষয়, মধুমেহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, স্ত্রীদিগের ঋতুর গোলযোগ বা আর্ত্তবদুষ্টি প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উপসর্গস্বরূপ শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রিমি হইতে একপ্রকার শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্রিমিজনিত শিরঃপীড়া কহে। ধাতুক্ষয়বশতঃ যে শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরঃপীড়া কহে, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং সীসা প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইলে শিরঃপীড়া জন্মে। ফলতঃ রোগ যে-কারণেই হউক, তত্তৎ কারণ দূরীভূত এবং রক্তদুষ্টি ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে তত্তৎ রোগ বিনষ্ট অর্থাৎ রক্তসংশোধন বা বিশুদ্ধ এবং বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় না। এইরূপ স্ত্রীলোকের ঋতু বা আবর্ত্তদুষ্টিবশতঃ পীড়া হইলে আর্ত্তব শোধিত না হইলেও রোগ প্রশমিত হয় না; সুতরাং শিরঃপীড়া যে রোগের সহবর্ত্তী বা উপসর্গ-স্বরূপ প্রকাশ পাইবে, সেই রোগের প্রতীকারে অবশ্যই মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে নবজ্বরের সংস্রব না থাকিলে, সাধারণতঃ লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণাদি-ধাতুঘটিত বলপুষ্টিকর ঔষধসকল প্রয়োগ করিবে। ধাতুক্ষয়, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, আর্ত্তবদুষ্টি এবং বিষাক্ত ও মধুমেহ প্রভৃতি রোগে প্রায়শঃ নবজ্বরের সংস্রব থাকে না, সুতরাং ঐ সকল রোগেও লৌহাদিঘটিত ঔষধ মহোপকারী।

জ্বরাদিরোগের উপসর্গস্বরূপ শিরঃপীড়া প্রকাশ পাইলে ঐ সকল রোগে বর্ণিত শিরোরোগের চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে।

বাতিক শিরঃপীড়ায় মস্তকে মুচুকুন্দফুল কিংবা দারুচিনি জলদ্বারা বাটিয়া অথবা ঘোলদ্বারা কুড়, এরণ্ডমূল ও শুঁঠ বাটিয়া প্রলেপ দিবে এবং দুধ জ্বাল দেওয়া মাটীর হাঁড়ী বা কড়াই আগুনে গরম করিয়া তাহার উত্তাপ মস্তকে লাগাইবে। দশমূলতৈল নস্যরূপে নাসারন্ধ্রে গ্রহণ ও মস্তকে বা কপাটীর রগে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। শ্বাসরোগোক্ত শ্বাসকুঠাররসের নস্য প্রয়োগে

মহোপকার সাধিত হয়। স্বল্পপঞ্চমূলক্কাথ পানেরও ব্যবস্থা করা যায়। ৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৈত্তিক ও রক্তজ শিরোরোগে রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেণার মূল বাটিয়া অথবা রক্তচন্দন ঘসিয়া প্রলেপ দিবে এবং অত্যধিক দাহ থাকিলে শতধৌত-ঘৃত মালিশ করিবে। স্বল্পপঞ্চমূলকাথ (৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বা পঞ্চমূল্যাদি-ক্ষীর (১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পানের রস সহ ও ষড়বিন্দুতৈল নস্তরূপে গ্রহণ এবং মস্তকে মর্দ্দন করিতে দিবে।

শ্লৈষ্মিক শিরঃপীড়ায় কাপড়ের পুঁটলী গরম করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ এবং আদার রস গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে। দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী ও শুঁঠ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। গুঞ্জাতৈল অথবা দশমূলতৈল নস্তরূপে গ্রহণ ও মস্তকে মালিশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। আবশ্যক হইলে বৃহৎ পঞ্চমূল বা বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছালের ক্কাথ পান করান যায়।

সান্নিপাতিক শিরঃপীড়ায় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিন দোষের মধ্যে যাহার প্রকোপ দৃষ্ট হইবে, তদ্দোষনাশক চিকিৎসা করিবে।

ক্রিমিজনিত শিরোরোগের চিকিৎসা ৪৫৪ ও ৪৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাতুক্ষয়জনিত শিরোরোগে ধাতুপোষক তৈল মর্দ্দন ও ঘৃত-পানের ব্যবস্থা করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগে অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজি বা জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিংবা হুড়হুড়ের বীজ (কোন কোন দেশে ইহাকে শুইলুটা কহে) হুড়হুড়ের রসে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধদ্বারা তিল বাটিয়া প্রলেপ বা উহা গরম করিয়া স্বেদ দিলেও ঐ উভয় রোগ সারে। চিনি-মিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল জল বা ঘৃত দ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলেও আধকপালে ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণতিল ও বেণার মূল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে ঐ উভয় রোগ দূরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ষড়বিন্দুতৈলের নস্ত ও মর্দ্দন উপকারী। এই সকল ঔষধ শঙ্খক এবং অনন্তবাতরোগেও উপকারী। অনন্তবাত অত্যধিক প্রবল হইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিমছাল; ইহাদের ক্কাথ করিয়া নাসিকাদ্বারা পান বা নস্ত গ্রহণ করিতে দিবে। এই প্রক্রিয়াদ্বারা

মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর যন্ত্রণা অর্থাৎ ভ্রূ, শঙ্খ, ললাট, কর্ণ, চক্ষু ও শিরোঽর্দ্ধশূল দূরীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত শিরোরোগে নানাপ্রকার বটিকা প্রয়োগ করা যায়। লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস, কফরোগোক্ত শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, শ্লেষ্মকালানলরস, মহাশ্লেষ্মকালানলরস, কফকেতু, কফচিন্তামণি ও জ্বররোগোক্ত কস্তুরীভূষণ প্রভৃতি নানাপ্রকার বটিকা অবস্থাভেদে যথানুপানে প্রয়োগ করা যায়।

শিরোরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বা কোষ্ঠবদ্ধতাবশতঃ শিরঃপীড়া হইলে বিরেচন দিবে। তেউড়ী-চূর্ণ বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই উপযোগী। মাত্রা—/৹ দুই আনা হইতে ।৹ চারি আনা ও ||৹ অর্দ্ধতোলা পর্যন্ত।

ঋতুর গোলমাল, আর্ত্তববৃদ্ধি কিংবা স্ত্রীলোকদিগের রজোলোপ বা অন্যান্য কারণে শিরঃপীড়া হইলে বক্ষ্যমাণ স্ত্রীরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং তৎসঙ্গে শিরোরোগের লক্ষণানুযায়ী দোষের প্রকোপ স্থির করিয়া যে দোষ প্রবল দৃষ্ট হইবে, তদ্দোষ-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কতকগুলি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ আছে, তাহা প্রায় সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়ায় প্রয়োগ করা যায়। যষ্টিমধুচূর্ণ চারি ভাগ ও শোধিত বিষচূর্ণ এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইবে। ঝিনুকভস্ম ও নিশাদল-চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইবে। কৃষ্ণজীরা কাপড়ের পোঁট্‌লায় করিয়া বান্ধিয়া রগ্‌ড়াইবে ও ঘ্রাণ লইবে। এতদ্ব্যতীত টাট্‌কা চুণ ও মধু একত্র করিয়া পানের টুক্‌রায় মাখাইয়া রগের উপর লাগান যায়। কর্পূরের সূক্ষ্মচূর্ণের নস্য গ্রহণ করা যায়। গোলমরিচ জলের সহিত ঘষিয়া রগে লাগান যায়। এতদ্ব্যতীত অর্দ্ধনাড়ী-নাটকেশ্বরের নস্য-প্রয়োগেও সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ দূর হয়।

শিরোরোগে ঔষধ

লক্ষ্মীবিলাস—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে কিংবা বাতাধিক বা শ্লেষ্মাধিক সান্নিপাতিক শিরোরোগে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শিরঃ-পীড়ার সহিত নাসাস্রাব, গলায় ঘা, জিহ্বায় ঘা, গলাব্যথা, মুখে ঘা ও ব্যথা এবং কর্ণরোগ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা উপকারী। অনুপান—পানের রস ও

মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু। পানের সহিত বটিকা চর্ব্বণ করিয়াও ভক্ষণ করা যায়।

লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক কিংবা বায়ু বা শ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক শিরোরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। শিরোরোগের সহিত গলরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, জিহ্বারোগ, কর্ণরোগ এবং নাসারোগ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্যে আদার রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)—মহালক্ষ্মীবিলাস যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—পানের রস বা আদার রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস—যে-কোন প্রকার শিরোরোগে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। শিরোরোগের সহিত অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা, অম্লোদ্গার, অন্ত্রবৃদ্ধি, রক্তদোষ, ধাতুক্ষয় বা ধাতুদোষজন্য কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্লীপদ (গোদ), নালীঘা, ক্ষতকাস, নাসাস্রাব, যক্ষ্মা, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, গলরোগ, জিহ্বা-রোগ, ওষ্ঠরোগ ও স্ত্রীদিগের স্ত্রীরোগ বর্ত্তমান থাকিলে বিশেষতঃ প্রসবান্তে প্রসূতির পক্ষে ইহা মহোপকারী। ইহা বল, পুষ্টি এবং কামবর্দ্ধক। অনুপান—পানের রস বা আদার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস—মহালক্ষ্মীবিলাস যে-যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বিশেষতঃ জ্বর, মাথা-ব্যথা, মাথাভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, গলায় ব্যথা এবং ভারবোধ অথবা মুখ, নাসিকা ও জিহ্বা প্রভৃতিতে ক্ষত থাকিলে এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী। প্রসবান্তে প্রসূতির জ্বরাদি যে-কোন উপসর্গ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। অনুপান—পান বা আদার রস ও মধু।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৫১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস—ইহা অপেক্ষা শিরোরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। অন্যান্য ঔষধে যে শিরোরোগ আরোগ্য না হয়, ইহাতে তাহাও অরোগ্য হয়; ফলতঃ শিরঃপীড়ার যে-কোন অবস্থায় ইহা নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। এই মহৌষধ প্রয়োগ করিলে আর অন্য কোন ঔষধের আবশ্যকতা হয় না। ধাতুক্ষয় বা স্ত্রীলোকের আর্ত্তবদুষ্টি হইতে যে শিরোরোগ জন্মে, ইহাতে তাহাও অচিরে বিনষ্ট হয়। ইহা ধাতুপোষক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, আর্ত্তবশোধক এবং অনন্তবাত ও শঙ্খকনামক শিরোরোগ-নাশক।

নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৫১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস। মতান্তরে।—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শিরোরোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। শিরো-রোগের সহিত অক্ষুধা, পাতলা দাস্ত অম্লপিত্ত, দুর্ব্বলতা, গলাব্যথা, মুখে ঘা, জিহ্বায় ঘা, শরীরের জড়তা, আলস্য, নাসাস্রাব, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। প্রসবান্তে প্রয়োগ করিলে সূতিকারোগে আক্রমণ করিতে পারে না এবং শীঘ্র শরীর সুস্থ ও সবল হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে)। লৌহ, অভ্র, বিষ, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধুস্তুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ ও পিপুলমূলচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা এবং গোক্ষুরচূর্ণ দুই তোলা, ধুস্তুরপত্রের রসে ৭ বার ভাবনা। বটী—২ রতি।

শিরোবজ্ররস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শিরো-রোগে কিংবা অন্যান্য শিরোরোগের প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহার প্রয়োগে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। শিরোরোগের সহিত নাসাস্রাব, চক্ষুর দৃষ্টিহানি, মুখস্রাব এবং গলাব্যথা প্রভৃতি উপসর্গও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

শিরোবজ্ররস। কজ্জলী ১৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, তাম্র, ৮ তোলা, শোধিত গুগগুলু ৩২ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা এবং কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপর্ণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুরচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া

দশমূলের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃতসহযোগে বটিকা করিবে। বটী—৵০ দুই আনা।

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বর—শিরোরোগে এই নস্য অতি উপকারী। জল বা স্তনদুগ্ধসহ ঘসিয়া নস্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়।

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বর। কড়িভস্ম ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকে ২॥ তোলা, মরিচচূর্ণ ৯ তোলা ও বিষচূর্ণ ৩ তোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে।

নস্য—শিরোরোগে বায়ুদ্বারা মস্তকের শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে এবং রোগীর সর্দ্দি বা নাসাস্রাব বহুকাল যাবৎ বন্ধ থাকিলে নাসারন্ধ্রে এই চূর্ণ সর্ষপপ্রমাণ নস্যের ন্যায় প্রয়োগ করিবে। বেশী প্রয়োগ করিলে হাঁচিতে হাঁচিতে নাসাবিবরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিন্ন হইয়া রক্তস্রাব হইতে পারে। যদি ঐরূপ হয়, তাহা হইলে দূর্ব্বার রস করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

নস্য। বিছুটীপাতা অর্থাৎ বড় চোতরাপাতা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে।

দশমূলতৈল—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে কিংবা সান্নিপাতিক শিরোরোগে বায়ু বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এই তৈলের নস্য অতি উপকারী। মস্তকের কপাটিতে বা সমস্ত মস্তকে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। শিরোরোগের সহিত পুরাতন জ্বর থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে।

দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—দশমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—দশমূল সমভাগে মিলিত এক সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মধ্যমদশমূলতৈল—দশমূলতৈল যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। দশমূলতৈল অপেক্ষা ইহা বেশী শক্তিশালী। পুরাতনজ্বরের সহিত শিরোরোগ থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

মধ্যমদশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—দশমূল এবং করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপাতা, জয়ন্তীপাতা ও ধুতুরাপাতা; এই চৌদ্দটি দ্রব্যের প্রত্যেকে ৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—

ঐ চৌদ্দটি দ্রব্যের প্রত্যেকে ৬ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ দশমূলতৈল—ইহা মধ্যদশমূলতৈল অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক এবং অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগে অতি প্রশস্ত। নস্যে, মর্দ্দনে ও পানে ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—দশমূল প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। আদার রস /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, জীরা কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ীমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ দশমূলতৈল (মতান্তরে)—ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা সমধিক গুণবিশিষ্ট। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, মুখ, চক্ষুর পাতা, নাসিকা ও কর্ণ প্রভৃতি শোথসহ বেদনা থাকিলে ইহা প্রয়োগে সত্বর ফল পাওয়া যায়। নস্য, পান ও মস্তকে বা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ দশমূলতৈল (মতান্তরে)। কটুতৈল ১৬ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—দশমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধুতুরাপাতা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিশিন্দাপাতা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পুনর্নবা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বাসকছাল, বচ, দেবদারু, শটী, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, সজিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

মহাদশমূলতৈল—ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শিরোরোগ-নাশক। নস্য, পান ও মর্দ্দনে প্রয়োগ করা যায়।

মহাদশমূলতৈল। কটুতৈল ১৬ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—দশমূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরাপাতার রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, শুলফ, দারুহরিদ্রা, শুলফা, পুনর্নবা, সজিনাছাল, পিপুল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ,

কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, গজপিপুল, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কট্‌ফল, নিশিন্দাপাতা, চই, গেরিমাটী, পিপুলমূল, শুকমূল, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিস্তারকবীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথারীতি তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ষড়্‌বিন্দুতৈল—ইহা পৈত্তিক ও রক্তজ শিরোরোগে এবং অনন্তবাত, শঙ্খক ও সূর্য্যাবর্ত্তরোগে মহোপকারী। নস্যে ও মর্দ্দনে প্রয়োগ করা যায়।

ষড়্‌বিন্দুতৈল। কৃষ্ণতিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুল্‌ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ; সমভাগে মিলিত ইহাদের প্রত্যেকে একসের। যথানিয়মে তৈল-পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শিরোরোগে পথ্য

শালি ও ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুলের অন্ন, আটার রুটী, মুগের ডাল, মসুরের ডাল, দুগ্ধ, পটোল, শজিনা, বেতোশাক, করলা ও উচ্ছে প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী, মাগুর, কই, রোহিত ও খলিশা মাছের ঝোল প্রভৃতি শিরোরোগে সুপথ্য।

নেত্ররোগ-চিকিৎসা

নেত্রদৃষ্টিগত রোগ

প্রথমপটলাশ্রিত নেত্ররোগের লক্ষণ—দৃষ্টিমণ্ডলের সর্ব্বনিম্ন কালকাস্থিস্থিত প্রথম পটল (প্রথম আবরণ) দূষিত হইলে রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে অর্থাৎ রোগী কখন কখন অস্পষ্ট এবং কখন কখন বা স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়।

দ্বিতীয়পটলাশ্রিত নেত্ররোগের লক্ষণ—দৃষ্টিমণ্ডলের মেদাশ্রিত দ্বিতীয় পটল (দ্বিতীয় আবরণ) দূষিত হইলে অধিক দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে,

সুতরাং রোগী তজ্জন্য মশা, মাছি, কেশ, জাল, মণ্ডল, পতাকা, রশ্মি (কিরণ), কুণ্ডলাকার জলপ্লাবিতবৎ বৃষ্টি ও অন্ধকার প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রতিবিম্ব দর্শন করে এবং দৃষ্টিবিভ্রমহেতু নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ ও দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ দেখে, পরন্তু অতিকষ্টেও সূচিকার (সুচের) ছিদ্র দেখিতে পায় না।

তৃতীয়পটলাশ্রিত নেত্ররোগের লক্ষণ—দৃষ্টিমণ্ডলের মাংসাশ্রিত তৃতীয় পটল দূষিত হইলে রোগী সর্ব্বদা উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করে, অধোদিকের বস্তু দেখিতে পায় না, উর্দ্ধদিকের স্থূলাকার দ্রব্যসকল বস্ত্র দ্বারা আবৃতবৎ বোধ হয় এবং জীবজন্তুর কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষু বিকটাকার দৃষ্ট হয়। এই রোগে যে দোষ প্রকুপিত হয়, দৃশ্য বস্তুসকলও সেই-সেই দোষজনিত বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপে রক্তবর্ণ, পিত্তের প্রকোপে পীত বা নীলবর্ণ এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয়।

দোষের অবস্থান-ভেদে রোগের লক্ষণ—পটলের বা আবরকপর্দ্দার নিম্নভাগ দূষিত হইলে নিকটের দ্রব্য, উর্দ্ধভাগ দূষিত হইলে দূরের দ্রব্য এবং পার্শ্বদেশ দূষিত হইলে পার্শ্বের দ্রব্য দেখা যায় না। একেবারে সমস্ত পটল দূষিত হইলে নানাবিধরূপে মিলিতভাবে একসময়ে দৃষ্ট হয়, পটলের মধ্যস্থল দূষিত হইলে বড় দ্রব্য ছোট দেখায়। পটল তির্য্যক্‌ভাবে (বক্রভাবে) দূষিত হইলে একটি দ্রব্য দুইটির ন্যায় দেখায়। দুই পার্শ্ব দূষিত হইলে একটি দ্রব্য দ্বিধা দৃষ্ট হয় এবং দোষ পটলের নানাস্থানে অবস্থান করিলে একটি বস্তুকে বহুসংখ্যক বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থপটলাশ্রিত নেত্ররোগের লক্ষণ—দৃষ্টিমণ্ডলের রসরক্তাশ্রিত চতুর্থ বা বাহ্য পটল দূষিত হইলে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টিরোধ হয়, কিন্তু দোষের অল্পতা থাকিলে রোগী চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অলঙ্কারাদির জ্যোতি বা দীপ্যমান বস্তু দেখিতে পায়। ইহাকে তিমিররোগ কহে। লিঙ্গ-নাশ, নীলিকা ও কাচ, এই তিনটি তিমিররোগের নামান্তর।

কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্টিমণ্ডল-রোগের নাম ও সংখ্যা—দৃষ্টিমণ্ডলে দ্বাদশপ্রকার রোগ জন্মে, তন্মধ্যে লিঙ্গনাশ ছয় প্রকার; যথা—বাতিক. পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও পরিম্লায়ী। অপর ছয়প্রকার এই—পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টি, ধূমদর্শন, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধ্য ও গম্ভীরক।

বাতিক তিমিরের লক্ষণ—এই রোগে রোগী দৃশ্যবস্তু চঞ্চল, আবিল (ঘোলাটে) বা কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং কুটিলরূপ দর্শন করে।

পৈত্তিক তিমিরের লক্ষণ—এই রোগে রোগী সূর্য্য জোনাকী-পোকা, রামধনু ও বিদ্যুতের ন্যায় রূপ দর্শন করে এবং দৃশ্যবস্তু ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় দেখিতে পায়।

শ্লৈষ্মিক তিমিরের লক্ষণ—এই রোগে রোগী সমুদয় দৃশ্যবস্তু বড়, স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত), শুক্লবর্ণ ও জলসিক্তদ্রব্যের ন্যায় আর্দ্র দেখিতে পায়।

রক্তজনিত লিঙ্গনাশের লক্ষণ—এই রোগে রোগী দৃশ্যবস্তু-সকল রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পায়।

সান্নিপাতিক তিমিরের লক্ষণ-এই রোগে রোগী দৃশ্যবস্তু-সকল নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত, অঙ্গহীন কিংবা বহু অঙ্গবিশিষ্ট দেখিতে পায় ও নানাপ্রকার জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকে।

পরিম্লায়ীর লক্ষণ-দূষিত রক্ত পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী চতুর্দ্দিক পীতবর্ণ এবং উদিত সূর্য্যের ন্যায় অথচ বৃক্ষসমূহ জোনাকীপোকা বা অগ্নি দ্বারা আবৃতবৎ দেখে।

বাতাদিজনিত দৃষ্টিনাশে দৃশ্যবস্তু যেরূপ বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, তাহা কথিত হইল। এক্ষণে বাতাদির প্রকোপে নেত্রমণ্ডল কি প্রকার বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাই কথিত হইতেছে।

দৃষ্টিমণ্ডলের বর্ণের সামান্য লক্ষণ—বাতিক লিঙ্গনাশে (তিমিরে) দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পরিম্লায়ী ও পৈত্তিক লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ ও পীতবর্ণ, শ্লৈষ্মিক দৃষ্টিনাশে শুক্লবর্ণ, রক্তজ দৃষ্টিনাশে রক্তবর্ণ এবং সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে নেত্রমণ্ডল নানাবর্ণবিশিষ্ট হয়।

দৃষ্টিমণ্ডলের বিশেষ লক্ষণ—বাতিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল লোহিতবর্ণ, চঞ্চল ও রুক্ষ হয়। পৈত্তিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল নীলবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা কাঁসার পাত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ হয়। শ্লৈষ্মিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল স্নিগ্ধ এবং শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ অথবা পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে উক্ত বাতাদি ত্রিদোষের বর্ণ ও লক্ষণ মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়। রক্তজনিত দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমণ্ডল

প্রবাল এবং রক্তপদ্মপত্রের ন্যায় কিংবা স্থূল অথচ লোহিতবর্ণ কাচের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হয়। পরিম্লায়িরোগে দৃষ্টিমণ্ডল ম্লানভাবাপন্ন ও নীলবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগে সময় সময় দোষের লাঘব হয় ও তজ্জন্য স্বয়ং দর্শনশক্তি উপস্থিত হয় অর্থাৎ রোগী কখন-কখন দেখিতে পায়। পরন্তু বাতাদি-দোষভেদে নেত্রে দাহ, গুরুতা ও বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ—প্রকুপিত পিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রোগী দৃশ্য সমস্ত পদার্থ পীতবর্ণ দর্শন করে। প্রকুপিত পিত্ত তৃতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে রোগী দিনে দেখিতে পায় না, কিন্তু রাত্রিতে শৈত্যবশতঃ পিত্ত প্রশমিত হয় বলিয়া সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়।

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ—দূষিত শ্লেষ্মা প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে রোগী সমস্ত দ্রব্য শুক্লবর্ণ দর্শন করে। তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে রাত্র্যন্ধতা উপস্থিত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্য উদিত ও শ্লেষ্মার লাঘব হয় বলিয়া দেখিতে পায়।

ধূমদর্শনের লক্ষণ—শোক, জ্বর ও পরিশ্রমহেতু এবং মস্তকে রৌদ্রাদির উত্তাপ লাগা; এইসকল কারণে দৃষ্টি আহত হইলে রোগী দৃশ্যমান সকল বস্তুকে ধূম দ্বারা আবৃতবৎ দর্শন করে। এই রোগকে ধূমদর্শন কহে।

হ্রস্বজড়তার লক্ষণ—এই রোগে দিবাভাগে বড় বস্তু অতিকষ্টে ক্ষুদ্রবৎ দৃষ্ট হয় এবং রাত্রিকালে পরিমাণমত দৃষ্ট হয়। এই কারণে ইহাকে হ্রস্ব-জাড্য বা হ্রস্বজড়তা কহে।

নকুলান্ধ্যরোগের লক্ষণ—এই রোগে রোগী দিবাভাগে যাবতীয় বস্তু চিত্রবিচিত্র দর্শন করে এবং রাত্রিকালে চক্ষুর দীপ্তি নকুলের ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

গম্ভীরকের লক্ষণ—এই রোগে সমগ্র দৃষ্টিমণ্ডলে বায়ু প্রকুপিত হইলে দৃষ্টি বিকৃতিভাবাপন্ন হয় এবং পার্শ্ববেষ্টন-হেতু সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও গাঢ় বেদনান্বিত হয়।

উক্ত দৃষ্টিনাশ ব্যতীত নিমিত্তজ ও অনিমিত্তজ-ভেদে আরও দুইপ্রকার আগন্তুজ দৃষ্টিনাশরোগ আছে, তাহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

নিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ—বিষাক্ত পুষ্পাদি দ্বারা দূষিত

বায়ুর শ্বাস গ্রহণ করিলে মস্তক সন্তপ্ত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই-রোগের লক্ষণ রক্তজ অভিষ্যন্দরোগের ন্যায়।

অনিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ—দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দর্শন করিলে দৃষ্টি আহত হইয়া এই রোগ জন্মে। এই রোগে অক্ষি-গোলক অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, জ্যোতির্বিশিষ্ট ও নির্ম্মল হয়, কিন্তু দর্শনশক্তি লোপ পাইয়া থাকে।

নেত্রকৃষ্ণগত-রোগ

কৃষ্ণগতরোগের নাম ও সংখ্যা—সব্রণশুক্র, অব্রণশুক্র, অক্ষি-পাকাত্যয় এবং অজকাজাত; এই চারি প্রকার রোগ চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলে জন্মে।

সব্রণশুক্রের লক্ষণ—এই রোগে চক্ষুর মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ মণির উপর নিমগ্নরূপ গোলাকার, শুক্লবর্ণ অথচ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত চিহ্ন জন্মে ও চক্ষু হইতে অনবরত উষ্ণজলস্রাব হয়।

সব্রণশুক্রের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—সব্রণশুক্র-দৃষ্টির নিকটবর্ত্তী বা গাঢ়মূল অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ত্বক্ আশ্রিত না হইলে এবং অল্পস্রাব ও ঈষৎ বেদনাবিশিষ্ট অথচ একটিমাত্র শুক্রচিহ্ন উৎপন্ন হইলে কদাচিৎ আরোগ্য হয়, কিন্তু উহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ শুক্লবর্ণ দুইটি চিহ্ন উৎপন্ন হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা এবং স্রাব থাকিলেও তাহা অসাধ্য।

অব্রণশুক্রের লক্ষণ—অভিষ্যন্দহেতু অব্রণশুক্র কৃষ্ণমণ্ডলে শঙ্খ, চন্দ্র বা কুন্দপুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত অথবা আকাশের বা অভ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট এবং দাহযুক্ত চিহ্ন উৎপন্ন হইলে তাহাকে অব্রণশুক্র কহে। ইহা সাধ্য।

কৃচ্ছ্রসাধ্য অব্রণশুক্রের লক্ষণ—অব্রণশুক্র গম্ভীর-মূল-বিশিষ্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ত্বগাশ্রিত, পুষ্ট এবং বহুকালোৎপন্ন হইলে অতিকষ্টে আরোগ্য হয়।

অব্রণশুক্রের অসাধ্য লক্ষণ—যদি মাংসবিশীর্ণতাবশতঃ অব্রণশুক্রের মধ্যস্থান নিম্ন (ডোবর), মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত, সচল, লোহিত-বর্ণ এবং দুইটি বা তিনটি পটল ব্যাপিয়া অথচ শিরাতে উৎপন্ন হয় ও তাহা দীর্ঘকালজাত হয় এবং দর্শনশক্তি নষ্ট করে, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য।

অন্যপ্রকার অসাধ্য লক্ষণ—কেহ-কেহ বলেন, কৃষ্ণমণিতে যদি মুগের ন্যায় পিড়কা উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে উষ্ণ-অশ্রুপাত হয়, তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য। পরন্ত তিত্তিরপাখীর পাখার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শুক্র-চিহ্ন উৎপন্ন হইলে তাহাও অসাধ্য।

অক্ষিপাকাত্যয়ের লক্ষণ—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল (মণি) শুক্রবর্ণ হইলে তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। এই রোগ অসাধ্য।

অজকাজাতের লক্ষণ—চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলে কিঞ্চিৎ লোহিত ও বেদনাযুক্ত অথচ ছাগলের শুষ্ক বিষ্ঠার ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা হইতে রক্তমিশ্রিত অথচ পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হইলে তাহাকে অজকাজাত কহে।

নেত্রসন্ধিগত-রোগ

নেত্রসন্ধিগত-রোগ ছয় প্রকার; যথা—পক্ষসন্ধি, বর্ত্মসন্ধি, বর্ত্মশুক্লগত-সন্ধি, শুক্ল ও কৃষ্ণগতসন্ধি, কৃষ্ণ ও দৃষ্টিগতসন্ধি, এবং কনীনিকাসন্ধি।

সন্ধিগতরোগের নাম ও সংখ্যা—সন্ধিগতরোগ নয় প্রকার; যথা—পূয়ালস, উপনাহ, চারিপ্রকার স্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী এবং ক্রিমিগ্রন্থি।

পূয়ালসের লক্ষণ—কনীনিকাসন্ধিতে (নেত্রান্তে নাসাসমীপে) সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া তাহা পাকিলে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূঁয নির্গত হইলে তাহাকে পূয়ালস কহে।

উপনাহের লক্ষণ—কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিস্থানে অল্প-বেদনা ও পাকবিশিষ্ট অথচ কণ্ডুযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে উপনাহ কহে।

চতুর্ব্বিধ স্রাবের সম্প্রাপ্তি—কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ নেত্র-গত সমস্ত সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া স্বীয়-স্বীয় লক্ষণবিশিষ্ট চারিপ্রকার স্রাব উৎপাদন করে। কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনাড়ী (নালী)-নামে অভিহিত করেন। ইহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে—

পৈত্তিক স্রাবের লক্ষণ—পৈত্তিক স্রাবে সন্ধিগত নাড়ী হইতে হরিদ্রার বর্ণবিশিষ্ট বা পীতবর্ণ উষ্ণজলের ন্যায় তরল ও স্বচ্ছ পূঁয নির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিক স্রাবের লক্ষণ—ইহাতে সন্ধিগত নাড়ী হইতে শুক্লবর্ণ, ঘন ও পিচ্ছিল পূঁয-স্রাব হয়।

সান্নিপাতিক স্রাবের লক্ষণ—ইহাতে চক্ষুর সন্ধিস্থান পাকে ও তাহাতে পূঁযস্রাব হয়।

রক্তজ স্রাবের লক্ষণ—ইহাতে সন্ধিগত নাড়ী হইতে নিরন্তর উষ্ণ ও পাতলা রক্ত-স্রাব হয়।

পর্ব্বণিকার লক্ষণ—কৃষ্ণমণ্ডল ও শুক্লমণ্ডল উভয়ের সন্ধিস্থানে দাহ ও পাকবিশিষ্ট অথচ তাম্রবর্ণ ও গোলাকার শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে পর্ব্বণিকা কহে।

অলজীর লক্ষণ—কৃষ্ণ ও শুক্লমণ্ডলের সন্ধিস্থানে অলজী-নামক প্রমেহপিড়কার লক্ষণযুক্ত পিড়কা (স্ফোটক) উৎপন্ন হইলে তাহাকে অলজী কহে।

ক্রিমিগ্রন্থির লক্ষণ—যে রোগে বর্ত্ম ও পক্ষ্মের সন্ধিস্থানে ক্রিমি জন্মিয়া কণ্ডু উৎপাদন করে এবং ক্রমে-ক্রমে ঐ ক্রিমিগণ বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধি-স্থানে প্রবেশ করিয়া দর্শনশক্তি বিনষ্ট করে, তাহাকে ক্রিমিগ্রন্থি কহে।

নেত্রশুক্লগত-রোগ

শুক্লগতরোগের নাম ও সংখ্যা—চক্ষুর শুক্লভাগে সর্ব্বসমেত এগার প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। যথা—প্রস্তার্য্যর্ম্ম, শুক্লার্ম্ম, রক্তার্ম্ম, অধিমাংসার্ম্ম ও স্নায্বর্ম্ম—এই পাঁচ প্রকার এবং শুক্তি, অর্জ্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাজপিড়কা ও বলাসগ্রন্থি—এই ছয় প্রকার।

প্রস্তার্য্যর্ম্মরোগের লক্ষণ—এই রোগে শুক্লমণ্ডলে শ্যাম বা রক্তবর্ণ অথচ পাতলা ও বিস্তৃত মাংস উদ্গত হয়।

শুক্লার্ম্মের লক্ষণ—এই রোগে শুক্লমণ্ডলে কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ অথচ কোমল মাংস উদ্গত হইয়া বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়।

রক্তার্ম্মের লক্ষণ—এই রোগে শুক্লমণ্ডলে রক্তবর্ণ অথচ কোমল মাংস উদ্গত হয়।

অধিমাংসার্ম্মের লক্ষণ—এই রোগে শুক্লমণ্ডলে বিস্তৃত, পুষ্ট অথচ কোমল এবং যকৃতের ন্যায় কিঞ্চিৎ কৃষ্ণমিশ্রিত লোহিতবর্ণ মাংস সঞ্চিত হইয়া থাকে।

স্নায়্বর্ম্মের লক্ষণ—প্রস্তার্য্যর্ম্মরোগ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। এই রোগে কঠিন ও স্রাবরহিত বহুমাংস কৃষ্ণমণ্ডলে সঞ্চিত হয়।

শুক্তির লক্ষণ—চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে শ্যামবর্ণ অথবা মাংসের কিংবা ঝিনুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিন্দু-বিন্দু মাংসসকল সঞ্চিত হয়।

অর্জ্জুনের লক্ষণ—এই রোগে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে শশকের রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ একটিমাত্র বিন্দু উৎপন্ন হয়।

পিষ্টকের লক্ষণ—এই রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে পেষিত তণ্ডুলের ন্যায় কোমল অথচ মলিন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ মাংস উদ্গত হয়।

শিরাজালের লক্ষণ—এই রোগে চক্ষুর শুক্লমণ্ডলে জালের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট, কঠিন, কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং শিরাজাল দ্বারা আবৃত বিন্দুমাত্র মাংস উদ্গত হয়।

শিরাজপিড়কার লক্ষণ—এই রোগে শুক্লমণ্ডলের উপর শিরাসমূহ দ্বারা আবৃত শ্বেতবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী শিরা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শিরাজপিড়কা-নামে অভিহিত হয়।

বলাসগ্রন্থির লক্ষণ—এই রোগে শুক্লমণ্ডলের উপরে কাঁসার ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কঠিন ও জলবিন্দুর ন্যায় কিঞ্চিৎ উন্নত মাংস উদ্গত হয়।

নেত্রবর্ত্মগত-রোগ

বর্ত্মগত রোগের নাম ও সংখ্যা—উৎসঙ্গিনী, কুম্ভিকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, বর্ত্মার্শ, শুষ্কার্শ, অঞ্জনদূষিকা, বহুলবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্ট-বর্ত্ম, বর্ত্মকর্দ্দম, শ্যামবর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, বর্ত্মার্ব্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শ, লগণ, বিষবর্ত্ম এবং কুঞ্চন—এই একবিংশতি প্রকার বর্ত্মরোগ।

উৎসঙ্গিনী-পিড়কার লক্ষণ—ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বর্ত্ম-মধ্যে (চক্ষুগোলকের আবরক পটলদ্বয়ে) স্থূল, কণ্ডুযুক্ত, উন্নত ও তাম্রবর্ণ অথচ অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে উৎসঙ্গিনী পিড়কা কহে।

কুম্ভিকার লক্ষণ—এই রোগে চক্ষুর বর্ত্মমধ্যে কুম্ভীবীজসদৃশ (দাড়িমফলের ন্যায় ফলবিশেষ) পিড়কা উৎপন্ন হয় ও তাহা বিদীর্ণ হইয়া স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং পুনর্ব্বার স্ফীত হয়।

পোথকীর লক্ষণ—বর্ত্মমধ্যে কণ্ডু ও স্রাববিশিষ্ট অথচ গুরু ও বেদনান্বিত রক্তসর্ষপাকার পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে পোথকী কহে।

বর্ত্মশর্করার লক্ষণ—বর্ত্মমধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বারা বেষ্টিত, স্থূলাকার ও খরস্পর্শ পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বর্ত্মশর্করা কহে।

বর্ত্মার্শের লক্ষণ—বর্ত্মমধ্যে কাকুড়বীজসদৃশ অথচ তীক্ষ্ণাগ্র ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বর্ত্মার্শ কহে।

শুষ্কার্শের লক্ষণ—বর্ত্মমধ্যে দীর্ঘাঙ্কুরবিশিষ্ট অথচ খরস্পর্শ, অত্যন্ত কঠিন ও শুষ্ক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কার্শ কহে।

অঞ্জনদূষিকার লক্ষণ—বর্ত্মমধ্যে দাহ ও সূচীবিদ্ধবৎ কিংবা অল্পবেদনাযুক্ত, কোমল অথচ তাম্রবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে অঞ্জন-দূষিকা কহে।

বহুলবর্ত্মের লক্ষণ—সমস্ত বর্ত্মের উপরে চর্ম্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কঠিন ও অচল বহুসংখ্যক পিড়কার উৎপত্তি হইলে তাহাকে বহুলবর্ত্ম কহে।

বর্ত্মবন্ধকের লক্ষণ—এই রোগে বর্ত্মদ্বয়ে কণ্ডু ও অল্পবেদনা-বিশিষ্ট বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হয় বলিয়া রোগী সম্যগ্‌রূপে চক্ষুগোলক আচ্ছাদন করিতে পারে না।

ক্লিষ্টবর্ত্মের লক্ষণ—বর্ত্মদ্বয় প্রথমে কোমল, তাম্রবর্ণ এবং অল্প-বেদনাবিশিষ্ট হইয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম কহে।

বর্ত্মকর্দ্দমের লক্ষণ—ক্লিষ্টবর্ত্মরোগে পিত্ত অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে রক্ত দূষিত হইয়া কর্দ্দমবৎ আর্দ্র ক্লেদ-স্রাব হয়, এই রোগের নাম বর্ত্মকর্দ্দম।

শ্যামবর্ত্মের লক্ষণ—বর্ত্মের বহির্দ্দেশে ও অভ্যন্তরে কণ্ডূ ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট অথচ শ্যামবর্ণ ও আর্দ্রভাবাপন্ন শোথ জন্মিলে তাহাকে শ্যামবর্ত্ম কহে।

প্রক্লিন্নবর্ত্মের লক্ষণ—বর্ত্মের বহির্দ্দেশে অল্পবেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম কহে।

অক্লিন্নবর্ত্মের লক্ষণ—যে রোগে বর্ত্মদ্বয় পাকে না অথচ ধৌত না করিলে পরস্পর সংলগ্ন হয়, কিন্তু পুনঃপুনঃ ধৌত করিলে আবার পৃথক্ হয়, তাহার নাম অক্লিন্নবর্ত্ম।

বাতহতবর্ত্মের লক্ষণ—এই রোগে বর্ত্ম (নেত্রাবরণ)-সন্ধি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, সুতরাং রোগী নিমেষোন্মেষরহিত (মিলনোন্মীলন-রহিত) হয়, পরন্তু সঙ্কোচনে অক্ষমতাপ্রযুক্ত চক্ষু মুদ্রিত থাকে, মেলিতে পারে না।

বর্ত্মার্ব্বুদের লক্ষণ—এই রোগে বর্ত্মের অভ্যন্তর বিষম (অসমান), কিঞ্চিৎ বেদনাবিশিষ্ট, ঈষৎ রক্তবর্ণ অথচ পাকরহিত অর্ব্বুদ জন্মে ও শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়।

নিমেষের লক্ষণ—এই রোগে বায়ু প্রকুপিত হইয়া বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থিত মিলনোন্মীলনকারী সূক্ষ্ম শিরাসমূহে প্রবেশ করিয়া বর্ত্মদ্বয়কে (নেত্রাবরণদ্বয়কে) অতিশয় সঞ্চালিত করে।

শোণিতার্শের লক্ষণ—এই রোগে প্রদুষ্টরক্তবর্ত্মে (নেত্রাবরণ-চর্ম্মে) কোমল এবং রক্তবর্ণ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, ইহা ছেদভেদ করিলেও পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয়।

লগণের লক্ষণ—শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বর্ত্মের উপরে কঠিন, স্থূল, কণ্ডুযুক্ত, পিচ্ছিল অথচ পাকরহিত বদরের ন্যায় যে গ্রন্থি উৎপাদন হয়, তাহাকে লগণ কহে।

বিষবর্ত্মের লক্ষণ—ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বর্ত্মের বহির্দ্দেশে শোথ উৎপন্ন হইলে এবং ঐ শোথ বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট ও সেইসকল ছিদ্র হইতে জলের ন্যায় অথচ বিষাক্ত স্রাব নির্গত হইলে তাহাকে বিষবর্ত্ম কহে।

কুঞ্চনের লক্ষণ—এই রোগে বাতাদি-ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বর্ত্মদ্বয় সঙ্কুচিত হইলে তজ্জন্য রোগী দেখিতে পায় না।

পক্ষ্ম অর্থাৎ বর্ত্মলোমগত-রোগ

পক্ষ্মগতরোগের নাম ও সংখ্যা—পক্ষ্মগতরোগ দুই প্রকার; যথা—পক্ষ্মকোপ ও পক্ষ্মশাত।

পক্ষ্মকোপরোগের লক্ষণ—এই রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পক্ষ্ম (বর্ত্ম-লোম) সঞ্চালিত এবং নেত্রাবরণ হইতে স্খলিত হইয়া চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও তজ্জন্য পুনঃপুনঃ চক্ষুঘর্ষণে কৃষ্ণমণ্ডল ও শুক্লমণ্ডলে শোথ জন্মে।

পক্ষ্মশাতের লক্ষণ—পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বর্ত্মে দাহযুক্ত কণ্ডু উৎপাদন করিয়া পক্ষ্মলোম স্খলিত করিলে তাহাকে পক্ষ্মশাত কহে।

নেত্রসর্ব্বগতরোগ

নেত্রাভিষ্যন্দ

অভিষ্যন্দ রোগের নাম ও সংখ্যা—অভিষ্যন্দরোগ চারি প্রকার; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ।

সর্ব্বপ্রকার অভিষ্যন্দরোগের সাধারণ লক্ষণ—সর্ব্বপ্রকার অভিষ্যন্দরোগের বেদনার সহিত জলস্রাব হয় এবং সর্ব্বনেত্রগত অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ—এই রোগে চক্ষুতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, চক্ষুর জড়তা চক্ষুর মধ্যে কর্‌কর্‌ করা, চক্ষুর রুক্ষতা, মস্তকবেদনা ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় এবং চক্ষু হইতে শীতল অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু দৃষ্টির কোনপ্রকার ব্যাঘাত জন্মে না।

পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ—এই রোগে চক্ষু অত্যন্ত জ্বালা করে, পীতবর্ণ হয় ও পাকে এবং চক্ষু হইতে ধূমনির্গতবৎ বোধ ও উষ্ণজলস্রাব হইয়া থাকে। পরন্তু চক্ষুতে শীতলক্রিয়া করিলে সুখবোধ হয়।

শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ—এই রোগে চক্ষু ভার, শীতল ও স্নিগ্ধ বোধ হয় এবং চক্ষুতে শোথ ও কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে ও চক্ষু

হইতে পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হয়; পরন্তু চক্ষুতে উষ্ণক্রিয়া করিলে সুখবোধ হয়।

রক্তজ অভিষ্যন্দের লক্ষণ—এই রোগে পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্তু, চক্ষু তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বস্থ শিরাসমূহ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

অধিমন্থরোগের কারণ ও সংখ্যা—চতুর্ব্বিধ অভিষ্যন্দ চিকিৎসা না করিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তীব্রবেদনাবিশিষ্ট অধিমন্থরোগ উৎপাদন করে। অধিমন্থ চারি প্রকার।

চতুর্ব্বিধ অধিমন্থরোগের সাধারণ লক্ষণ—সর্ব্বপ্রকার অধিমন্থরোগেই চক্ষু উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ন্যায় বোধ হয় এবং মস্তকের অর্দ্ধাংশে অর্দ্ধাবভেদক শিরঃশূল জন্মে।

চতুর্ব্বিধ অধিমন্থের বিশেষ লক্ষণ—বাতিক অধিমন্থে বাতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ, পৈত্তিক অধিমন্থে পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ, শ্লৈষ্মিক অধিমন্থে শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ এবং রক্তজ অধিমন্থে রক্তজ অভিষ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত অধিমন্থের সামান্য লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অধিমন্থরোগের অরিষ্ট লক্ষণ—অধিমন্থরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অহিতাচরণ করিলে বাতিক অধিমন্থরোগে ছয় রাত্রির মধ্যে, পৈত্তিক অধিমন্থে তিনরাত্রির মধ্যে, শ্লৈষ্মিক অধিমন্থে সাত রাত্রির মধ্যে ও রক্তাধিমন্থে পাঁচ রাত্রির মধ্যে দৃষ্টিনাশ হয়।

শোথবিশিষ্ট অক্ষিপাকের লক্ষণ—সশোথ অক্ষিপাকে চক্ষু পাকা-যজ্ঞডুমুরের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং প্রলিপ্ত (লিপ্তবৎ) অথচ কণ্ডু, শোথ ও স্রাববিশিষ্ট হয় এবং পাকে।

শোথশূন্য অক্ষিপাকের লক্ষণ—শোথ না হইয়া অক্ষি পাকিলে উক্ত সশোথ অক্ষিপাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অক্ষির সামতা বা অপক্ক লক্ষণ—সামাবস্থায় অথবা অপক্কাবস্থায় চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও শূলবেদনা হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে।

অক্ষির নিরাম বা পক্ব লক্ষণ—নিরাম বা পক্কাবস্থায় চক্ষুর বেদনা এবং শোথ ও জলস্রাবের অল্পতা, চক্ষুতে কণ্ডুর উৎপত্তি এবং চক্ষু পরিষ্কার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হতাধিমন্থের লক্ষণ—বাতিক অধিমন্থ যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে সহসা চক্ষুকে শোষণ ও তীব্রবেদনায় ব্যথিত করে। ইহাকে হতাধিমন্থ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

বাতপর্য্যায়ের লক্ষণ—প্রকুপিত বায়ু, চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়কে পর্য্যায়ক্রমে পুনঃপুনঃ সঙ্কুচিত ও তাহাতে বেদনা উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতপর্য্যায় কহে।

শুষ্কাক্ষিপাকের লক্ষণ—যে রোগে চক্ষু মুদিত ও দাহবিশিষ্ট হয়, অক্ষিপুট কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং রোগী চক্ষু মেলিতে কষ্টবোধ ও দৃশ্যবস্তু আবিলবর্ণ দর্শন করে তাহার নাম শুষ্কাক্ষিপাক।

অন্যতোবাতের লক্ষণ—মস্তক, ঘাড়, মন্যা (গ্রীবার পশ্চাদ্দিকের শিরাদ্বয়), কর্ণ ও হনু কিংবা অন্য অঙ্গস্থিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া ভ্রূ ও চক্ষুতে বেদনা উৎপাদন করিলে তাহাকে অন্যতোবাত কহে।

অম্লাধ্যুষিতের লক্ষণ—অতিরিক্ত অম্লদ্রব্য-ভক্ষণে চক্ষুর মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ ও চতুষ্পার্শ্ব রক্তবর্ণ হইলে এবং চক্ষুতে দাহ, শোথ, পক্বতা ও স্রাব থাকিলে তাহাকে অম্লাধ্যুষিত কহে।

শিরোৎপাতের লক্ষণ—চক্ষুতে শিরাজাল কখনও তাম্রবর্ণ, কোন সময় রক্তহীন বা বিকৃতবর্ণ, কখনও বেদনাযুক্ত এবং কখনও বা বেদনাবিহীন হইলে ও চক্ষু হইতে অধিক স্রাব নির্গত হইলে তাহাকে শিরোৎপাত কহে। এই রোগে রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে।

শিরাপ্রহর্ষরোগের লক্ষণ—যে রোগে চক্ষু তাম্রবর্ণ ও গাঢ়স্রাববিশিষ্ট হয় এবং রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, তাহাকে শিরাপ্রহর্ষ কহে।

নেত্ররোগ-চিকিৎসা-বিধি

সর্ব্বসমেত নেত্রমণ্ডলের পরিমাণ স্বীয়-স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলির দুই অঙ্গুলি মাত্র। পক্ষ্ম (চক্ষুর পাতার লোম), বর্ত্ম (চক্ষুর আবরণ বা পাতা), মণ্ডলাকার

শুক্লাংশ এবং দৃষ্টি; এই কয়েকটি চক্ষুর অঙ্গ বা অবয়ব, অর্থাৎ চক্ষু ঐ কয়েকটি অঙ্গ দ্বারা পূর্ণাবয়ব। চক্ষুতে সর্ব্বসমেত আটাত্তর প্রকার রোগ জন্মে; যথা—দৃষ্টিমণ্ডলে চৌদ্দ প্রকার, কৃষ্ণমণ্ডলে চারি প্রকার, শুক্লমণ্ডলে এগার প্রকার, চক্ষুর বর্ত্মে একুশ প্রকার, পক্ষ্মে দুই প্রকার, সন্ধিতে নয়প্রকার এবং সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া সতের প্রকার।

রৌদ্রাদির উত্তাপে তাপিত ব্যক্তির শীতল জলে অবগাহন (সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া স্নান করা), দূরের বস্তুদর্শন, নিদ্রাবিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া ও রাত্রিকালে জাগরণ, চক্ষুতে অগ্নি প্রভৃতির সন্তাপ লাগা ও ধূলি বা ধূমপ্রবেশ, বমনের বেগধারণ, অতিরিক্ত বমন, শুক্ত, আরনাল, জল, কুলথি-কলাই ও মাষকলাই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ, মলমূত্রের বেগধারণ, অতিশয় ক্রন্দন, শোকজন্য সন্তাপ, মস্তকে আঘাত, দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ, ঋতুবিপর্য্যয়, কামক্রোধাদিবশতঃ দৈহিক পীড়া, অধিক মৈথুন, অশ্রুর বেগধারণ এবং অতিশয় সূক্ষ্মবস্তু-দর্শন; এইসকল কারণে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নেত্রাশ্রিত ঊর্দ্ধগামী শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুর সর্ব্ব অবয়বে ঐ আটাত্তর প্রকার রোগ উৎপাদন করে।

চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যস্থলে দৃষ্টি অবস্থিত; দৃষ্টির পরিমাণ অর্দ্ধ বা দ্বিখণ্ডিত মসুর ডালের ন্যায়। উহা নিমেষে জোনাকী পোকার ন্যায় এবং নিমেষ-রহিত অবস্থায় অগ্নিকণার ন্যায় দৃষ্ট হয়। উহা ছিদ্রবিশিষ্ট ও বাহ্যপটল (পর্দ্দা) দ্বারা আচ্ছাদিত, পরন্তু শীতলক্রিয়া দ্বারা দৃষ্টি প্রসন্ন থাকে। দৃষ্টিতেজোময় পদার্থ, সুতরাং পঞ্চভূতাত্মক ও অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী।

পটল অর্থাৎ পর্দ্দা চারি প্রকার ও চারিস্তরে সাজান। দৃষ্টিশক্তি বাহ্য-পটল দ্বারা আচ্ছাদিত। বাহ্য অর্থাৎ প্রথম বা বহির্ভাগের পটল রসরক্ত, দ্বিতীয় পটল মাংস, তৃতীয় পটল মেদ এবং চতুর্থ পটল কালকাস্থিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। এই চারিটি পটলের মিলিত স্থূলতা দৃষ্টিমণ্ডলের পাঁচ-ভাগের এক ভাগ।

পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুইটি স্থূল রক্তবাহিনী শিরা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে এবং ঐ শিরাদ্বয় হইতে আবার বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরা বহির্গত হইয়া নেত্রা-ভিমুখে গমন করিয়াছে। দোষ ঐ শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া নেত্ররোগ উৎপাদন করে, এইজন্য চক্ষুতে ধূলি বা ধূম প্রবেশ করিলে অথবা সন্তাপাদি

লাগিলেও যেমন নেত্ররোগ উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্রূপ আবার পদ দ্বারা ধূলি প্রভৃতি ময়লা সংঘটন ও পীড়ন বা ঘাঁটাঘাঁটি ও মর্দ্দন করিলে, কিংবা পদদ্বয়ে অগ্নি প্রভৃতির উত্তাপ লাগাইলেও নেত্ররোগ হইতে পারে। একারণে চক্ষুর্দ্বয়কে নীরোগ রাখিতে হইলে পদদ্বয় ধৌত করা ও পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, পরন্তু পদদ্বয়ে উত্তাপ প্রভৃতি যাহাতে লাগিতে না পারে, তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করা আবশ্যক। পদ প্রক্ষালন করিলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, স্নানের পূর্ব্বে ও রাত্রিতে শয়নকালে পায়ে তৈল মর্দ্দন এবং সর্ব্বদা পাদুকা অর্থাৎ জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে সহসা চক্ষুরোগ উপস্থিত হয় না।

চক্ষুরোগের চিকিৎসা নানাপ্রকার; যেমন পদদ্বয়ে ঔষধসিদ্ধ-ক্বাথজল-সেচন, ঔষধ-দ্রব্য-মর্দ্দন বা প্রলেপ-প্রয়োগ এবং স্থানিক ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি।

পদদ্বয় হইতে মস্তক ও নেত্রপর্য্যন্ত স্থূল শিরাদ্বয় ও সূক্ষ্ম শিরাসমূহ ব্যাপ্ত থাকাতে পদদ্বয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে মস্তকে, চক্ষুর্দ্বয়ে এমন কি সর্ব্বাঙ্গে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, একারণে পদদ্বয়ে ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক রোগ আরোগ্য হয়। অত্যন্ত সর্দ্দি বা নাসা-স্রাব ও তৎসঙ্গে মাথাব্যথা উপস্থিত হইলে গরমজলে পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে সমধিক উপকার হয়। চক্ষুর্দ্বয়ে অত্যধিক দাহ থাকিলে গুলঞ্চ, পলতা ও যষ্টিমধুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতলাবস্থায় তন্মধ্যে পদদ্বয় নিমগ্ন করিয়া রাখিলে তৎক্ষণাৎ দাহ প্রশমিত হয়। মাথা গরম হইলে পদদ্বয়ে তৈল অথবা তৈল ও জল মিশ্রিত করিয়া যে-ফেনা উদ্গত হয়, তাহা কিংবা তৎসদৃশ কোন বায়ুপিত্তনাশক শৈত্যদ্রব্য মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ মাথা ঠাণ্ডা হয়। পিত্তবৃদ্ধিবশতঃ সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু জন্মিলে ও তৎসহ প্রবল দাহ থাকিলে গুড়ুচ্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিয়াও যেস্থলে কোন উপকার হয় নাই, সেই স্থলে কাঁচা পটোলপত্র ছেঁচিয়া পদদ্বয় দ্বারা রগড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া রোগের প্রতীকার হইতে দেখা গিয়াছে। বসন্তরোগীর চক্ষুর্দ্বয়ে অধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার হয়।

জ্বর এবং অতিসার, গ্রহণী, বিলম্বিকা, প্রবাহিকা, ব্রণ ও প্রতিশ্যায় বা নাসাস্রাব প্রভৃতি কতকগুলি রোগের যেরূপ সাম ও নিরাম দুইটি অবস্থা আছে এবং সামাবস্থায় কোন-কোন ঔষধ-প্রয়োগ নিষিদ্ধ, চক্ষুরোগেও তদ্রূপ-সাম ও নিরাম দুইটি অবস্থা এবং সামাবস্থায় কোন-কোন ঔষধ প্রযোজ্য

নহে। যাবৎ চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও তাহা হইতে অশ্রু নির্গত হয় এবং তৎসঙ্গে নেত্রাভ্যন্তরে কর্‌কর্‌ করা, ছুঁচফুটানমত বেদনা এবং শূলবিদ্ধবৎ প্রভৃতি নানাপ্রকার বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ নেত্ররোগের সামাবস্থা। এই অবস্থায় রোগীকে অঞ্জন, ঘৃত ও ক্বাথ-প্রয়োগ এবং গুরুভোজন ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে না। সেঁক, আশ্চ্যোতন, প্রলেপ এবং বাষ্প ও স্বেদ প্রভৃতি, লঙ্ঘন বা অবস্থাভেদে লঘুভোজনের ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় মধুর ও তিক্তরস-বিশিষ্ট দ্রব্যের পথ্য অতি উপকারী।

অপক্ক অভিষ্যন্দরোগের চিকিৎসা

প্রায়ই অগ্রে অভিষ্যন্দ প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ জন্মে, সুতরাং অভিষ্যন্দ প্রকাশ পাইবামাত্র নানাবিধ যোগ প্রয়োগ করিবে। অভিষ্যন্দ বা চক্ষুরোগের আমাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নানাপ্রকার প্রলেপ, স্বেদ বা সেচন, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ ও পুটপাক প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা নেত্ররোগীর চিকিৎসা করিবে। এইসকল চিকিৎসার পর কিংবা নেত্ররোগ আমাবস্থা অতিক্রম করিয়া পক্কাবস্থা বা নিরামাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অঞ্জনাদি-প্রয়োগ এবং ঘৃত বা ক্বাথ-পানের ব্যবস্থা করিবে। পাঁচ-ছয়দিন বা এক সপ্তাহ অতীত হইলে পক্কাবস্থা উপস্থিত হয়।

সেচন, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ ও পুটপাক-প্রয়োগ

অভিষ্যন্দের চলিত নাম চক্ষু-উঠা, অভিষ্যন্দ নেত্রসর্ব্বগত রোগ। নেত্রের সর্ব্ব অবয়ব ব্যাপিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। অভিষ্যন্দরোগের পূর্ব্বরূপ বা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কাঁচা-হলুদের রসে পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রা সিক্ত করিয়া হস্তে রাখিয়া এবং চক্ষু হইতে অশ্রু মুছাইতে বা চক্ষু চুল্‌কাইতে ইচ্ছা হইলে তদ্দ্বারা অশ্রু মুছিয়া ফেলিবে, পুনঃপুনঃ অঙ্গুলি বা হস্ত দ্বারা চক্ষুর পাতা ঘর্ষণ করা অপেক্ষা এই নিয়মটি ভাল। এই অবস্থায় দেবদারুচূর্ণ, আতুষচূর্ণ ও লোধচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তৎসহ অল্প সৈন্ধবচূর্ণ মিশাইয়া

একটি কাপড়ের পোঁট্‌লায় করিয়া বহির্ভাগে পুনঃপুনঃ ধীরে-ধীরে ঘর্ষণ করিবে অর্থাৎ বুলাইবে, এরূপভাবে বুলাইবে যেন চূর্ণের কিয়দংশ চক্ষুর পাতায় পতিত হয়। গরমভাতে গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের পোঁট্‌লায় বাঁধিয়া তাহার উষ্ণস্বেদ পুনঃপুনঃ চক্ষুতে লাগাইবে। কাঁচা আমলকীর রস পিচ্‌কারীতে পূর্ণ করিয়া রোগীকে চিত করিয়া শোয়াইয়া ২।৩ বিন্দু চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পোস্তদানা ও দারুচিনি সমভাবে আফিমগোলা জলে বাটিয়া পুঁটুলী বাঁধিয়া চক্ষুর উপরে বুলাইবে, শুকাইয়া গেলে পুনর্ব্বার আফিমের জলে ভিজাইয়া লইবে। আমলকী সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে যে রস বাহির হয়, সেই রস চক্ষুতে দেওয়া যায়। করবীফুলের কচিপাতা ভাঙ্গিলে যে রস বহির্গত হয়, তাহা চক্ষুর অভ্যন্তরে দেওয়া যায়। সজিনার ছালের রস চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার হয়। হাতীশুঁড়ার রস অতি উপকারী, ইহার রস ২।৩ দিনের বেশী প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না। এইরূপ আপাঙের মূল তামার পাত্রে দধির মাত দ্বারা ঘসিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে একটু জ্বালা করে, কিন্তু সেই জ্বালাটুকু সহিয়া থাকিলে কিছুক্ষণ পরে বিলক্ষণ আরামবোধ হয়। কোন-কোন ঔষধ অভ্যন্তরে দিলে জ্বালা করে, কিন্তু উহাতে সঞ্চিত অশ্রু বহির্গত হইয়া যায় বলিয়া যথেষ্ট উপকার হয়। দারুহরিদ্রার ছাল, গেরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন ; এই চারিটি দ্রব্য কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও জলসহযোগে বাটিয়া চক্ষুর পরিমাণমত এক টুক্‌রা কাপড়ে মাখাইবে, অনন্তর উহার অপর পৃষ্ঠ নিমীলিত বা মুদ্রিত চক্ষুর উপরে লেপের ন্যায় লাগাইয়া অন্য কাপড়ের টুক্‌রা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। লোধকাষ্ঠ অল্পঘৃতে আগুনের জ্বালে মৃত্তিকা-পাত্রে ভাজিয়া জলসহ বাটিয়া লইবে, এই প্রলেপ চক্ষুর বহির্দ্দেশে পাতার চতুর্দ্দিকে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়িমাটী ও বচ সমভাগে জলসহ বাটিয়া কিংবা ভুঁই-আমলা কাঁজি দ্বারা তামার পাত্রে ঘষিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশাইয়া চক্ষুর বহির্ভাগে পাতার উপর লেপ দেওয়া যায়। অত্যধিক দাহ থাকিলে রক্তচন্দন ঘষিয়া এবং বেদনা থাকিলে আফিম গুলিয়া তদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ পাতার উপর প্রলেপ দিবে। রাতকানা-রোগে পানের রস চক্ষুর মধ্যে দিলে রোগ বিনষ্ট হয়।

অভিষ্যন্দের প্রথমাবস্থায় ঐসকল ঔষধের প্রয়োগে বিশেষ উপকার না হইলে কিংবা প্রথমাবস্থায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যবশতঃ ঔষধ প্রয়োগ না করিলে প্রথমাবস্থার আক্রমণ হ্রাস পাইয়া দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত হয়। প্রথমাবস্থাতে প্রবল প্রকোপ লক্ষিত হইলে দ্বিতীয়াবস্থার এইসকল ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। কাহারও-কাহারও ৫।৭ দিবসেই রোগ আরোগ্য হয়, আবার কাহারও-কাহারও বা ২।৩ মাসেও সারে না। দ্বিতীয়াবস্থায় নানা-প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। গোলাপজলে ফিট্‌কারী মিশাইয়া সেই জল চক্ষুর অভ্যন্তরে ফোঁটা-ফোঁটা দেওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মধু অথবা মধুর সহিত কর্পূর মিশাইয়া পক্ষীর পালকে করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে দেওয়া যায়। পদ্মমধু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য; তদভাবে অন্য মধু প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়, কিন্তু যে-কোন মধুই হউক না কেন, তাহা, অকৃত্রিম হওয়া দরকার। বেণে-দোকানে যে কর্পূর পাওয়া যায়, তাহা শোধন করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

কর্পূর-শোধন-প্রণালী—কর্পূর সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া একখানি কাঁসার পাতলা অথচ ছোট রেকাব বা থালার উপর রাখিবে এবং তদুপরি একটি কাঁসার ছোট অথচ পাতলা বাটি উপুড় করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর ময়দা ছানিয়া তদ্দ্বারা বাটি ও থালা উভয়ের সন্ধিস্থান বন্ধ করিবে। পরে নির্ব্বাপিত কাঠের কয়লার অগ্নিতে ঐ থালা বসাইবে এবং বাটির উপর পুনঃ পুনঃ শীতল জল দিবে। এইরূপে অগ্নির উত্তাপে উপরিস্থিত বাটীর তলদেশে নির্ম্মল কর্পূর সঞ্চিত হইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে কর্পূর পাওয়া যাইবে, তাহা অতি নির্ম্মল, চক্ষুতে তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সেঁক বা সেচন—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ; এই চারি প্রকার অভিষ্যন্দে সেঁক প্রয়োগ করা যায়। অগ্রে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি ঘটের তলদেশে ১০।১২টি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিবে, পরে রোগীকে চিত করিয়া শয়ন করাইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সমস্ত চক্ষুর পরিমাণমত কাপড়ের টুক্‌রা কাঁচি দ্বারা কাটিয়া চক্ষুর উপর স্থাপন করিবে এবং ঐ ছিদ্রবিশিষ্ট ঘটের তলা অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া যে দ্রবদ্রব্য সেচন করিতে হইবে, তাহা পূর্ণ করিবে, পরে রোগীর চক্ষুর দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে উক্ত ঘট ধরিয়া ছিদ্র হইতে অঙ্গুলি সরাইয়া লইলেই সূক্ষ্ম ধারায় কাপড়ের উপর জল পতিত হইবে। এই নিয়মে

তরল ঔষধ অর্থাৎ দুগ্ধসিদ্ধকাথ, দুগ্ধ বা ঔষধসিদ্ধকাথ সেচন করাকে সেঁক দেওয়া কহে। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এই, কিন্তু ইদানীং চক্ষুর উপরে কাপড়ের টুক্‌রা বিছাইয়া এবং রোগীর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেচন করা হয় না, পরন্তু কেহ-কেহ ঘটের পরিবর্ত্তে পিচ্‌কারী দ্বারা সেচন করেন। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চক্ষু মুদিত বা নিমীলিত করিয়া সেচন করিলেও চলে বা কাপড়ের টুক্‌রা না বিছাইয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু পিচ্‌কারী দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ একসময়ে চক্ষুর সর্ব্ব অবয়বে ঔষধ পতিত হয় না। ঘটে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া লইলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

বাতিক অভিষ্যন্দে দশমূলের দ্বারা বা ভেরেণ্ডার পাতা ও মূলের ছালের দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া ছাঁকিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে সেবন করিবে; পৈত্তিক ও রক্তজ অভিষ্যন্দে রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ দ্বারা প্রস্তুত কাথ শীতল করিয়া সেচন করিবে এবং শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দে বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী ইহাদের কাথ সেচন করিবে; কিন্তু বাতপিত্তাদির প্রাবল্য স্থির করিতে না পারিলে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া দ্বারা কাথ করিয়া সেচন করিবে। ইহা সেচন করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। বসন্তরোগে চক্ষুর অভ্যন্তরে গুটী উদ্গত হইলে ত্রিফলার কাথ অথবা যষ্টিমধু, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দনের কাথ সেচন করিলে অসীম উপকার হয়, অচিরে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। দিবাভাগেই সেঁক দেওয়া উচিত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে রাত্রিকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

আশ্চ্যোতন—রোগীকে চিত করিয়া শোয়াইয়া উন্মীলিত নেত্রের অভ্যন্তরে কাথজল বা দুগ্ধ প্রভৃতি তরল দ্রব্যের বিন্দুপাতনকে আশ্চ্যোতন কহে। রোগীর নেত্র উন্মীলিত না রহিলে কোন উপায়ে উন্মীলিত করিয়া লইবে। এই বিন্দুপাতনকার্য্য ক্ষুদ্র পিচকারী দ্বারা চলিতে পারে। দিবাভাগেই আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করিবে; রাত্রিকালে কদাচ প্রয়োগ করিবে না। আট হইতে বারো বিন্দু পাতন করিবে; ইহা অপেক্ষা বেশী প্রযোজ্য নহে। সেচনের জন্য যেসকল কাথ কথিত হইয়াছে, তাহা আশ্চ্যোতনেও প্রয়োগ করা যায়। ফলতঃ বাতিক চক্ষুরোগে স্নিগ্ধ তিক্তদ্রব্যের, পৈত্তিকে শীতল অথচ মধুর দ্রব্যের এবং শ্লৈষ্মিকে রুক্ষ, তীক্ষ্ণ অথচ উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের সেঁক ও আশ্চ্যোতন প্রযোজ্য। ত্রিফলার জল বা কাথের সেঁক ও আশ্চ্যোতন

সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য, যেহেতু ত্রিফলা ত্রিদোষ-নাশক। জীবিত বড়-বড় শামুক অথবা গুগ্‌লী সংগ্রহ করিয়া পাথরে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে যে জল বাহির হয় তাহা আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিলে সত্বর প্রবল দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিণ্ডী—একটি কিংবা দুই-চারিটি বা তদধিক দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া কাপড়ের পোঁটলায় বাঁধিয়া নেত্রের উপরে বুলাইলে তাহাকে পিণ্ডী কহে। পিণ্ডীর প্রয়োগ-প্রণালী ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

বিড়ালক—নেত্রের বহির্দ্দেশে পক্ষ্মলোমব্যতীত অর্থাৎ কেবল পাতার উপর যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে। প্রলেপ ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তর্পণ ও পুটপাক-চিকিৎসা এক্ষণে প্রচলিত নাই, তজ্জন্য উক্ত হইল না।

পক্ক অভিষ্যন্দরোগের চিকিৎসা

ঐসকল ক্রিয়া দ্বারা চক্ষুর আমাবস্থা দূরীভূত হইয়া পক্কাবস্থা অর্থাৎ বেদনার অল্পতা, কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণার উদ্গম, শোথ ও অশ্রুস্রাবের অল্পতা এবং চক্ষু পরিষ্কার হওয়া ; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে অঞ্জন, ক্বাথ ও ঘৃত প্রয়োগ করিবে। আমাবস্থায় অঞ্জনাদি প্রযোজ্য নহে।

অঞ্জন—শলাকা বা তদভাবে পানের বোঁটা অথবা অঙ্গুলি দ্বারা কৃষ্ণমণ্ডলের অধোভাগে ঔষধের বটিকা, রস বা চূর্ণ প্রয়োগ করাকে অঞ্জন দেওয়া কহে। এই নিয়মে শিশুদিগকে কাজল দেওয়া হয়। পাখীর পালক দ্বারাও দেওয়া যায়। অঞ্জন-প্রয়োগের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ বা প্রস্তরনির্ম্মিত শলাকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অঞ্জন-প্রয়োগ প্রশস্ত। শ্রান্ত, রোদনকারী, ভীত, মদ্যপানকারী, নবজ্বরাক্রান্ত, অজীর্ণগ্রস্ত এবং যাহার মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইয়াছে, এইসকল ব্যক্তিকে কখনও অঞ্জন দিবে না।

আমলকী-বীজের শাঁস একভাগ, বহেড়ার শাঁস দুইভাগ ও হরীতকীর শাঁস তিনভাগ একত্র জল দ্বারা পেষণ করিয়া মটর-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা জলসহ ঘষিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অশ্রুস্রাব ও বেদনা প্রশমিত হয়।

মনসাসীজের পাতায় ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপের উপরে ধরিলে যে কালী পড়ে, তাহার কাজল অশ্রুস্রাব ও বেদনা প্রশমন করিতে অসাধারণ শক্তিশালী।

রাত্র্যন্ধতা—রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীফুল ও কচি-নিম-পাতা সমভাগে লইয়া গোময়রসে বাটিয়া মটর-প্রমাণ বটিকা করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধরোগ বিনষ্ট হয়।

ছানি—চক্ষুতে ছানি পড়িলে লৌহপাত্রে লেবুর রস দ্বারা কালো ঝামা ঘষিয়া প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়। জারিত লৌহচূর্ণ পোঁট্‌লায় বাঁধিয়া লেবুর রসে ভিজাইয়া চ'ক্ষে দুই-এক বিন্দু দিবে। চক্ষুরোগ নানাপ্রকার এবং তাহার ঔষধও অনন্ত, তন্মধ্যে যেসকল ঔষধ সমধিক উপকারী, তাহারই প্রয়োগ-প্রণালী কথিত হইবে। প্রথমাবস্থায় যেসকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে অথবা পক্বাবস্থায় পরিণত হইলে বর্ত্তি প্রভৃতি দ্বারা অঞ্জন-প্রয়োগ, ঘৃত-পান ও তৈলের নস্যের ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। চন্দ্রোদয়া ও সুখাবতী প্রভৃতি বর্ত্তি, কজ্জল, ভৃঙ্গরাজাদ্যতৈলের নস্য এবং ত্রিফলাদ্য বা মহাত্রিফলাদ্যঘৃত, বাসাদিকাথ বা বৃহৎ বাসাদিকাথ, সপ্তামৃতলৌহ, নয়নামৃতলৌহ বা নেত্রাশনিরস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে।

নেত্ররোগে ঔষধ

চন্দনলেপ—চক্ষু উঠিলে বা উঠিবার উপক্রমে চক্ষুতে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে ও তজ্জন্য অনবরত জলস্রাব হইলে এই প্রলেপ চক্ষুর আবরক-পাতার উপর লাগাইবে।

চন্দনলেপ। রক্তচন্দন-ঘষা ও শোধিত কর্পূর একত্র মিশাইয়া লেপ দিবে।

নিম্বপত্রযোগ—চক্ষু উঠিলে যখন লালবর্ণ হয় ও কর্‌কর্‌ করিতে থাকে এবং চক্ষু হইতে অনবরত জলস্রাব হয়, তখন এই ঔষধ পরিষ্কার কাপড়ের পোঁট্‌লায় বাঁধিয়া ও পোঁট্‌লা টিপিয়া তাহার রস তিন বেলা এক-এক ফোঁটা চক্ষুর অভ্যন্তরে দিবে।

নিম্বপত্রযোগ। কচি-নিমপাতা-বাটা চারি আনা, রক্তচন্দন-ঘষা অর্দ্ধতোলা ও মধু পাঁচফোটা একত্র করিয়া কাপড়ের পোঁট্‌লায় বাঁধিয়া তাহার রস চক্ষুর মধ্যে দিবে।

কর্পূরযোগ—চক্ষুতে ছানি পতিত হইলে এই ঔষধ পক্ষীর পালক দ্বারা চক্ষুর মধ্যে অঞ্জনের ন্যায় লাগাইবে।

কর্পূরযোগ। শোধিত কর্পূর ও উৎকৃষ্ট মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

নীলযোগ—চক্ষুর মণি বহির্গত হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে এই ঔষধ চক্ষুর পাতার উপর লাগাইবে, কিন্তু ভিতরে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

নীলযোগ। নীল ॥০ তোলা, পচা আমের আঁটির শাঁস ১ তোলা ও জীয়লীর আঠা ২ তোলা একত্র জলসহ বাটিয়া লাগাইবে।

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি—অধিমাংস বা মাংস-বৃদ্ধি, তিমির, কাচ, পটল, অর্ব্বুদ, রাত্র্যন্ধ ও পুষ্পরোগে এই বর্ত্তি মধু বা জলসহ ঘষিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন-প্রয়োগ করিবে।

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি। শঙ্খনাভিভস্ম, বহেড়ার শাঁস, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ; এই সমস্ত সমভাগে লইয়া ছাগ-দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি—পিচ্ছ, তিমির ও কণ্ডু প্রভৃতি চক্ষুরোগে এই বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে ঐসকল রোগ বিনষ্ট এবং চক্ষু প্রসন্ন বা নির্ম্মল হয়।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি। রসাঞ্জন, শিলাজতু, কুঙ্কুম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভিভস্ম, সজিনাবীজ ও চিনি; এই সব সমভাগে জলসহ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

কুমারিকাবর্ত্তি—দৃষ্টিমণ্ডলে বা চক্ষুর মণিতে ছানি পতিত হইবার উপক্রমে বা পতিত হইলে এই বর্ত্তি জলসহ ঘষিয়া তদ্দ্বারা রোগীর চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডলের নিম্নে অঞ্জন দিবে।

কুমারিকাবর্ত্তি। তিলফুল ৮০টা, পিপুলের দানা ৬০টা, জাতি বা মালতী-ফুল ৫০টা ও মরিচ ১৬টা একত্র মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে।

দৃষ্টিপ্রদাবর্ত্তি—চক্ষুর মণি বহির্গত হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে এই বর্ত্তি দুগ্ধ বা জল দ্বারা ঘষিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

দৃষ্টিপ্রদাবর্ত্তি। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুরগীর ডিমের খোসা, হীরাকস, মারিত লৌহ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া তামার পাত্রে ছাগদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিবে ও সাতবার ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

চন্দনাদ্যাবর্ত্তি—তিমিররোগ অতি প্রবল হইলে এই বর্ত্তির অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদ্যাবর্ত্তি। রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সুপারিবৃক্ষের আঠা ও পলাশগাছের আঠা ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে।

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি—চক্ষুরোগে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। যেস্থলে অস্ত্র-প্রয়োগ অনিবার্য্য, সেই স্থলে ইহার প্রয়োগে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় নাই, অথবা রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। অর্ব্বুদ, কাচ, পটল, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি নানাপ্রকার চক্ষুরোগে ইহার অঞ্জন অতি উপকারী।

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি। রসাঞ্জন, সজিনা-বীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার শাঁস, শঙ্খনাভি-ভস্ম ও মনঃশিলা ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চশতিকাবর্ত্তি—তিমির, কাচ, অশ্রুস্রাব ও পটল প্রভৃতি রোগে এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে এই ঔষধ মহোপকারী। ইহা উৎকৃষ্ট মধু বা জল কিংবা দুগ্ধসহ ঘষিয়া অঞ্জন দিবে।

পঞ্চশতিকাবর্ত্তি। নীলোৎপলের পাতা একশত, কাঁচা-সোণামুগ ১০০টা, খোসা-ছাড়ান যব ১০০টা, জাতি বা মালতীফুল ১০০টা ও পিপুলের দানা ১০০টা ; এই সমস্ত একত্র বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

কজ্জল—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে বিশেষতঃ দৃষ্টিহানি ঘটিলে এই কজ্জল চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে।

কজ্জল। কেঁচুয়া (কেঁচো) আল্তার জলে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে উহার সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ মিশাইয়া আল্তার পাতার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সূতা দ্বারা বাঁধিয়া বর্ত্তির ন্যায় প্রস্তুত করিবে ; অনন্তর উহাতে ঘৃত মাখাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার উপরে রাখিয়া তদুপরি একটি কাচের পাত্র ধরিলে, ঐ কাচের পাত্রে যে কজ্জল পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিয়া চক্ষুতে কজ্জল দিবে।

ভৃঙ্গরাজতৈল—চক্ষুরোগে জ্বালা-যন্ত্রণা ও জলস্রাব প্রভৃতি যে-কোন উপসর্গ থাকিলে এই তৈলের নস্য প্রত্যহ প্রাতে গ্রহণ করিতে দিবে।

ভৃঙ্গরাজতৈল। কৃষ্ণতিলের তৈল /॥ অর্দ্ধসের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ভৃঙ্গরাজের স্বরস /৪ সের ও কুট্টিত যষ্টিমধু ৮ তোলা একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

ষড়্বিন্দুতৈল—চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রয়োগ করা যায়।

ষড়বিন্দুতৈল। প্রস্তুতবিধি ১১১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভিজিতৈল—চক্ষুরোগের যে-কোন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রয়োগ করা যায়।

অভিজিতৈল। কৃষ্ণতিল তৈল /॥ অর্দ্ধসের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিয়া আমলকীর রস বা কাথ /৪ চারি সের, দুগ্ধ চারি সের ও কুট্টিত যষ্টিমধু ৮ তোলা একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বাসাদিক্কাথ—চক্ষুরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে এবং চক্ষু হইতে জল ও রক্তস্রাব হইলে এই ক্কাথ পান করিতে দিবে। ইহা চক্ষুতে সেচন করা যায়। পানের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইলে শোধিত গুগ্‌গুলু-চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা বা ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিবে।

বাসাদিকাথ। বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুথা, বহেড়া ও পল্‌তা; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ বাসাদিক্কাথ—চক্ষুরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে এই ক্কাথ পান করিতে দিবে। ইহা পান করিলে তিমির, কাচ, পটল ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ বাসাদিকাথ। বাসকছাল, মুথা, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়্‌চী, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও খোসা-ছাড়ান যব; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

নেত্রাশনিরস—চক্ষুরোগের যে-কোন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া যায়। চক্ষু হইতে রক্তস্রাব এবং রক্তজ ও বাতজ, পিত্তজ বা শ্লেষ্মজ অভিষ্যন্দ, রাত্র্যন্ধতা (রাতকানা), তিমির, কাচ, নীলিকা, পটল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে ইহা নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

নেত্রাশনিরস। মারিত অভ্র, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন ও শোধিত আমলাসাগন্ধক ; ইহারা প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা লইয়া ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা পৃথক্-পৃথক্ সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে, অনন্তর শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত পিপুল-মূল, যষ্টিমধু, এলাচি, পুনর্নবা, দেবদারু, আকান্দীলতা, ভীমরাজ, শটী, বচ, নীলোৎপল ও রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মধু ও ঘৃতসহ মর্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

নয়নামৃতলৌহ—ইহা নেত্রাশনি রসের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার চক্ষু-রোগের সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু।

নয়নামৃতলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঁঠ, কিস্‌মিস্, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কেশুর্ত্তে, কণ্টিকারী, বৃহতী (ব্যাকুড়), লৌহ ও অভ্র ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা। ভীমরাজ ও ত্রিফলার কাথ দ্বারা পৃথক্-পৃথক্ সাতবার ভাবনা দিবে। মাত্রা—কুলবীজের ন্যায়।

তিমিরহরলৌহ—তিমিররোগের যে-কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। পরন্তু অন্যান্য চক্ষুরোগেও সমধিক উপকারী। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

তিমিরহরলোহ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ ও যষ্টিমধু ; ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা এবং লৌহ পাঁচ তোলা, জলে মর্দন। বটী—৩ রতি।

ক্ষতশুক্রহরগুগ্‌গুলু—নেত্রশুক্রগতরোগে অর্থাৎ ক্ষতশুক্র এবং ব্রণশুক্র ও অব্রণশুক্র রোগে কিংবা কাচরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ঘৃত, মধু ও গরম দুগ্ধ।

ক্ষতশুক্রহরগুগ্‌গুলু। লৌহ, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল ; ইহারা প্রত্যেকে এক তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৬ তোলা। গুগ্‌গুলুর সহিত সমস্ত চূর্ণ ক্রমশঃ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

সপ্তামৃতলৌহ—সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে এবং ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—মধু ও ঘৃত।

সপ্তামৃতলৌহ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু ও লৌহভস্ম ; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, জল বা ত্রিফলার কাথসহ মর্দন। বটী—৩ রতি।

ত্রিফলাদ্যঘৃত—তিমির-নামক চক্ষুরোগে ইহা পরমোপকারী। সন্ধ্যাকালে সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ত্রিফলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধ-তোলা হইতে এক তোলা।

দ্বিতীয় ত্রিফলাদ্যঘৃত—ত্রিদোষজ তিমির এবং পৈত্তিক অভিষ্যন্দ ও পিত্তপ্রধান ব্যক্তির চক্ষুরোগে এই ঘৃত মহোপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

দ্বিতীয় ত্রিফলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—ত্রিফলার কাথ ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কুট্টিত যষ্টিমধু /১ একসের। যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধ-তোলা হইতে এক তোলা।

বৃহৎ ত্রিফলাদ্যঘৃত—সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগের আমাবস্থা গত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। তিমির, চক্ষু হইতে রক্ত, পূঁয বা জলস্রাব, কাচ ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে এবং বিসর্প, প্রদর, কণ্ডু, বাতপিত্তাধিক শোথ, কেশের খালিত্য ও পক্কতা, বিষমজ্বর এবং নেত্রবর্ত্মগত-রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ ত্রিফলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। গব্যদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, ছোট-এলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা।

মহাত্রিফলাদ্যঘৃত—নেত্ররোগে যেসকল ঘৃত আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। বাতজাদি চারি প্রকার অভিষ্যন্দ, চক্ষু হইতে অনবরত

বা অধিক পরিমাণে অশ্রু বা রক্তস্রাব, রক্তদুষ্টি ও তজ্জনিত চক্ষুরোগ, রাত্র্যন্ধতা, তিমির, কাচ, পটলাশ্রিত চক্ষুরোগ, নীলিকা, চক্ষুর্মধ্যস্থ অর্ব্বুদ, অধিমন্থ, পক্ষকোপ, দৃষ্টিহানি বা ছানিপড়া অথবা অল্পদৃষ্টি, কণ্ডু ও দুরদৃষ্টি ; এই-সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ দূরীভূত হইয়া শীঘ্রই চক্ষু প্রসন্ন এবং শারীরিক বল ও পুষ্টিবৃদ্ধি হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মহাত্রিফলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। ভৃঙ্গরাজের স্বরস /৪ সের। বাসকপাতার রস /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। গুলঞ্চের রস /৪ সের। আমলকীর রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, চিনি, কিস্‌মিস্‌, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টিকারী ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /১ একসের। মাত্রা—৷৷০ অর্দ্ধতোলা হইতে এক তোলা।

নেত্ররোগে পথ্যাপথ্য

শালি বা রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগের ডাল, থোড়, মোচা, বেগুন, উচ্ছে, করলা, পলতা, বেতাগ্র, কাঁচকলা, পটোল, আলু, ঝিঙ্গে ও মূলা প্রভৃতির ঘৃতসন্তলিত তরকারী, পুনর্ণবাশাক, শালিঞ্চাশাক ও কাকমাচীশাক, ময়ূর, বন্যকুক্কুট, ফিঙ্গে ও লাবপক্ষীর মাংস, গুগ্‌লী বা শামুকের মাংস, মধু ও দুগ্ধ এবং ঘৃত প্রভৃতি সুপথ্য। জ্বর থাকিলে জ্বরোক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগে ক্রোধ, শোক ও মৈথুন নিষেধ। অশ্রু, বায়ু, মল, মূত্র, নিদ্রা ও বমির বেগধারণ, ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্মবস্তু-দর্শন, দন্তমার্জ্জন, স্নান, রাত্রিকালে ভোজন, রৌদ্রের উত্তাপ-সেবন, তরলদ্রব্য-পান, ধূলা ও ধূমসেবন, বিরুদ্ধ-ভোজন, অধিক কথা বলা, বমন, অধিক জলপান, মোয়া, দধি, পত্রশাক, তরমুজ, তিলবাটা, মৎস্য, মদ্য, জাঙ্গলমাংস ব্যতীত অন্য মাংস, তাম্বুল, অম্লরস ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্তবৃদ্ধিকর দ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটুদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য এবং গুরুপাক অন্ন ও পানীয় পরিত্যাজ্য।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা

কর্ণশূলের লক্ষণ—কর্ণরন্ধ্রগত বায়ু নানাকারণে কুপিত এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোমভাবে কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা জন্মে, ইহাকে কর্ণশূল কহে।

কর্ণশূলের অসাধ্য লক্ষণ—কর্ণশূলে মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, কাস, শ্বাস ও বমি—এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কর্ণনাদের লক্ষণ—কর্ণবিবরে বায়ুর প্রকোপবশতঃ রোগী ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খের শব্দের ন্যায় নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিলে তাহাকে কর্ণনাদ কহে।

বাধির্য্যের লক্ষণ—কর্ণবিবরগত শব্দবহবায়ু স্বয়ং কিংবা শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া কর্ণবিবরকে অবরুদ্ধ করিলে শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়। এই রোগের নাম বাধির্য্য।

বাধির্য্যের অসাধ্য লক্ষণ—বালকের, বৃদ্ধের এবং দীর্ঘকালের বধিরতা অসাধ্য।

কর্ণক্ষ্বেড় রোগের লক্ষণ—পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত বায়ু মিলিত হইয়া কর্ণছিদ্রকে অবরুদ্ধ করিলে কর্ণের মধ্যে বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়, এই রোগের নাম কর্ণক্ষ্বেড়।

কর্ণস্রাবের লক্ষণ—মস্তকে আঘাত-লাগা, জলে নিমগ্ন হওয়া, কিংবা কর্ণবিদ্রধি পাকিলে কর্ণরন্ধ্রগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া তথা হইতে পূঁয, রস ও জলস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে কর্ণস্রাব কহে।

কর্ণকণ্ডুর লক্ষণ—কর্ণরন্ধ্রগত কুপিত বায়ু শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া কর্ণে কণ্ডু উৎপাদন করিলে তাহাকে কর্ণকণ্ডু কহে।

কর্ণগূথরোগের লক্ষণ—কর্ণরন্ধ্রগত পিত্তের উষ্মা দ্বারা কফ শুষ্ক হইলে কর্ণমধ্যে যে ময়লা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ণগূথ কহে।

কর্ণপ্রতিনাহরোগের লক্ষণ—কর্ণরন্ধ্রগত ময়লা তরল হইয়া মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইলে তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ বলে। ইহাতে অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ জন্মে।

ক্রিমিকর্ণের লক্ষণ—কর্ণে ক্রিমি উৎপন্ন হইলে কিংবা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে তাহাকে ক্রিমিকর্ণরোগ কহে।

কর্ণরন্ধ্র মধ্যে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিলে তাহার লক্ষণ—কর্ণবিবরে পতঙ্গ কিংবা শতপদী প্রবেশ করিলে কর্ণে অত্যন্ত বেদনা হয় ও তজ্জন্য রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল এবং অস্থির হয়; অধিকন্তু, প্রবিষ্ট কীট কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং ঐ কীট স্থির থাকিলে বেদনা প্রশমিত থাকে।

দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রধির লক্ষণ—কর্ণে ক্ষত কিংবা আঘাতাদিবশতঃ অথবা দোষের প্রকোপ হইতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে তাহাতে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, দাহ এবং তাপ বিদ্যমান থাকে; অধিকন্তু, রক্তমিশ্রিত পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ স্রাব হইয়া থাকে; ইহাকে কর্ণবিদ্রধি কহে। কর্ণবিদ্রধি দুই প্রকার। ক্ষত কিংবা আঘাতবশতঃ উৎপন্ন হইলে তাহাকে আগন্তুজ কহে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ হইলে তাহাকে দোষজ কহে।

কর্ণপাকের লক্ষণ—পিত্তের প্রকোপবশতঃ কর্ণবিবর দুর্গন্ধ ও ক্লেদবিশিষ্ট হইলে তাহাকে কর্ণপাক বলা যায়।

পূতিকর্ণের লক্ষণ—কর্ণবিদ্রধি পাকিলে কিংবা কর্ণে জল প্রবেশ করিলে কর্ণরন্ধ্র হইতে যে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয ও রস নির্গত হয়, তাহাকে পূতিকর্ণ কহে।

কর্ণশোথের লক্ষণ—কর্ণে চারি প্রকার শোথ উৎপন্ন হয়—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ। ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ শোথের ন্যায়।

কর্ণার্ব্বুদের লক্ষণ—কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, মেদজ ও শিরাজ—এই সাত প্রকার অর্ব্বুদ জন্মে। ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, মেদজ ও শিরাজ অর্ব্বুদের ন্যায়।

কর্ণার্শের লক্ষণ—কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ—এই চারিপ্রকার অর্শরোগ জন্মে। ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তজ অর্শের ন্যায়।

সুশ্রুতোক্ত আটাশ প্রকার কর্ণরোগ কথিত হইল। এক্ষণে চরকোক্ত

চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কর্ণরোগ বর্ণিত হইতেছে।

বাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ—বাতিক কর্ণরোগে কর্ণবিবরে নানাপ্রকার শব্দ ও অত্যন্ত বেদনা হয় এবং কর্ণমূল শুষ্ক ও শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়, পরন্তু কর্ণরন্ধ্র হইতে তরল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক কর্ণরোগের লক্ষণ—এই রোগে কর্ণ রক্তবর্ণ এবং তাহাতে শোথ, দাহ ও বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়। পরন্তু, কর্ণ হইতে দুর্গন্ধ অথচ পীতবর্ণ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক কর্ণরোগের লক্ষণ—এই রোগে কর্ণে কণ্ডু, শোথ ও অল্প বেদনা জন্মে এবং কর্ণরন্ধ্র হইতে শুক্লবর্ণ ও স্নিগ্ধ স্রাব হয় এবং রোগী বাক্যাদির শব্দ অন্যপ্রকার শ্রবণ করে।

সান্নিপাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ—এই রোগে বাতাদি ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং যে দোষের প্রবলতা থাকে, সেই দোষ-জনিত বর্ণের স্রাব হয়।

পরিপোটকের লক্ষণ—কর্ণপালি ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া শীঘ্র বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কর্ণের কোমলতাবশতঃ কর্ণে শোথ, বেদনা, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণতা এবং স্তব্ধতা উপস্থিত হয় ও কর্ণের চর্ম্ম অল্প বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগের নাম পরিপোটক।

কর্ণোৎপাতের লক্ষণ—গুরু (ভারী) আবরণ-ধারণ কিংবা অত্যন্ত তাড়ন বা ঘর্ষণাদি দ্বারা কর্ণপালিতে দাহ, বেদনা ও পাকবিশিষ্ট অথচ শ্যাম বা রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণোৎপাত কহে।

উন্মন্থকের লক্ষণ—বলপূর্ব্বক কর্ণপালি বৃদ্ধি করিলে কফের সহিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া কর্ণে কণ্ডু ও অল্পবেদনাযুক্ত স্তব্ধ শোথ উৎপাদন করে, এই রোগকে উন্মন্থক কহে।

দুঃখবর্দ্ধনের লক্ষণ—কর্ণপালি যথানিয়মে বিদ্ধ না হইলে কর্ণে কণ্ডু, দাহ ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ ত্রিদোষ-সমুদ্ভূত, ইহাকে দুঃখবর্দ্ধন কহে।

পরিলেহীর লক্ষণ—এই রোগে কফ, রক্ত ও ক্রিমি প্রবৃদ্ধ হইয়া কর্ণপালিতে সর্ষপাকৃতি, বিসর্পবান্ অথচ কণ্ডু ও দাহযুক্ত শোথ

উৎপাদন করে। এই রোগ প্রসর্পিত হইয়া সমস্ত কর্ণকে আচ্ছাদন করতঃ ক্রমে শষ্কুলী ও পালিকে মাংসহীন করিয়া থাকে।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা-বিধি

সুশ্রুতে কর্ণরোগ ২৮ আটাশ প্রকার কথিত হইয়াছে। কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, কর্ণক্ষেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, প্রতিনাহ, ক্রিমিকর্ণ, দ্বিবিধ-কর্ণ-বিদ্রধি, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, ৪ চারি প্রকার কর্ণার্শ, ৭ সাত প্রকার কর্ণার্ব্বুদ এবং চারি প্রকার কর্ণশোথ। এতদ্ব্যতীত চরকে ৪ চারিপ্রকার কর্ণরোগ কথিত হইয়াছে। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

আয়ুর্ব্বেদমতে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপই যাবতীয় রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ এবং চিকিৎসাকালে রোগটি বাতজ, পিত্তজ কিংবা শ্লেষ্মজ; বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটি-দুইটি বা দোষত্রয় এককালীন প্রকুপিত হইয়াছে কিনা, কোন্ দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়াছে, ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক তত্তদ্‌রোগ-প্রশমক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়।

যাবতীয় রোগের ঔষধ নির্ব্বাচন-প্রণালী একই প্রকার। কর্ণরন্ধ্রগত বায়ু নানাপ্রকারে প্রকুপিত এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্ত দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোম-ভাবে কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে কর্ণশূল জন্মে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রক্ত এই চারিটির প্রকোপবশতঃ কর্ণশূল উৎপন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে একটির প্রকোপ অধিক কিংবা দুইটির প্রকোপ অধিক, বায়ুর প্রবলতা অধিক কিংবা শ্লেষ্মার প্রবলতা অধিক। ফলতঃ কোন্ দোষের প্রকোপ অধিক, তাহা স্থির করিতে না পারিলে ঔষধ নির্ব্বাচন বা রোগোপশম অসম্ভব।

কর্ণশূল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মারাত্মক নহে, তবে দীর্ঘকালজাত এবং উপসর্গবিশিষ্ট হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় এই রোগ কঠিন নহে, অথচ এই রোগেও যথাযোগ্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে শীঘ্র ফললাভের আশা দুরাশামাত্র। কর্ণশূলে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে বায়ুনাশক মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রে পূরণ ও নস্য-রূপে গ্রহণ করিলে সত্বর ঐ শূল প্রশমিত হয়। এইরূপ শ্লেষ্মা কিংবা বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়েরই প্রকোপ সমধিক থাকিলে শিরোরোগোক্ত দশমূল বা

মহাদশমূলতৈলের নস্যও কর্ণবিবরে প্রয়োগ করা হিতকর। বায়ু ও পিত্ত উভয়ের প্রবল প্রকোপ থাকিলে মাষবলাদিতৈলের বা ষড়বিন্দুতৈলের নস্য ও কর্ণরন্ধ্রে প্রয়োগ উভয়ই উপকারী। প্রথমাবস্থায় প্রায়শঃ বায়ু ও শ্লেষ্মার সমধিক প্রকোপ থাকে; সুতরাং শিরোরোগোক্ত বাতশ্লেষ্মনাশক লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি কিংবা কফরোগোক্ত কফকেতু, কফচিন্তামণি, মহাশ্লেষ্মকালানল ও বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে অথবা বৃদ্ধব্যক্তির হইলে বায়ুনাশক চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। বাতাদিভেদে এইসকল তৈল ও ঔষধ কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্বেড় ও বধিরতায় প্রযোজ্য।

মুষ্টিযোগ

প্রথমাবস্থায় মুষ্টিযোগ-প্রয়োগেই প্রায়শঃ রোগ বিনষ্ট হয়। আদার রস চারি আনা, মধু দুই আনা, সৈন্ধবলবণ সিকি রতি ও তিলতৈল দুই আনা একত্র করিয়া একটি ঝিনুকে রাখিয়া গরম করিবে ও ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণরন্ধ্রে দিবে। এইরূপ কলার বাগুড়া, আদা অথবা সজিনার ছাল এই তিনটির মধ্যে কোন একটির রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণবিবরে দেওয়া যায়। আকন্দের পাকা পাতায় কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত মাখাইয়া আগুনে উত্তপ্ত করিয়া মোচড় দিলে যে রস বাহির হইবে, তাহা কর্ণবিবরে দিলে শীঘ্র বেদনার লাঘব হয়। বাতশ্লেষ্মাধিক শূলে এইসকল ঔষধ প্রশস্ত। কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ অনুভূত হইলে এবং তৎসঙ্গে শূলবেদনা ও ক্লেদস্রাব থাকিলে ছাগ-মূত্র গরম করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধবসহযোগে কর্ণরন্ধ্রে দিবে। ত্রিদোষজ কর্ণশূলে ইহা মহৌষধ। এতদ্ব্যতীত আকন্দের মূলের ছালদ্বারা অথবা শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব-সহযোগে সর্ষপতৈল সিদ্ধ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে ত্রিদোষজ কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। কর্ণনাদ, বাধির্য্য (বধিরতা) এবং কর্ণক্ষ্বেড় রোগেও এইসকল ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্মাধিক্য কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ঔষধ-সকল বাতশ্লেষ্মাধিক কর্ণনাদ, বধিরতা ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে এবং ত্রিদোষজ কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ঔষধ ত্রিদোষ-প্রবল কর্ণনাদ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে। কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড়রোগে কটুতৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলেও বেদনা কমে। বধিরতা ও কর্ণনাদে শুঁঠের কাথে কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিয়া নস্য লইবে। কর্ণে ক্ষত ও পূঁয বা রসস্রাব হইলে জাতি বা মালতীপাতার

ক্বাথ অথবা বটছাল, অশ্বত্থছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, পাকুড়-ছাল ও অম্লবেতসের ছাল, এই পঞ্চদ্রব্যের ক্বাথে পিচ্‌কারী পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা দুইবার কর্ণ ধৌত করিবে। ইহা পূতিকর্ণ অর্থাৎ কানপচারোগেও মহোপকারী। পূতিকর্ণ ও কর্ণ-স্রাব প্রভৃতি রোগে ঈষৎ উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা কর্ণরন্ধ্র ধৌত করিলেও উপকার হয়। কর্ণে গূথ অর্থাৎ ময়লা সঞ্চিত হইলে কটুতৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিয়া কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধ্র তুলা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, পরে শলা বা শোয়া দ্বারা আস্তে-আস্তে ময়লা টানিয়া আনিবে। কর্ণে ক্রিমি বা কীট উৎপন্ন হইলে সরিষার তৈল কর্ণরন্ধ্রে পূরণ করিলে তৈলের ঝাঁজে কীটসকল বহির্গত হয়, যদি এই প্রক্রিয়ায় কীট বাহির না হয়, তাহা হইলে ধুতুরাপাতার রস ও কর্পূর মিশাইয়া তাহা অথবা ক্রিমিরোগোক্ত ধুস্তূরতৈল কিংবা বিড়ঙ্গতৈল কর্ণে প্রয়োগ করিবে। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথ-জল ছাঁকিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রয়োগ করিলেও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। যে-কোন ক্বাথ বা তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিয়া কর্ণরন্ধ্র ধৌত করা এবং তুলি দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। শলাকায় কার্পাসের তুলা জড়াইয়া তুলি প্রস্তুত করিয়া লইবে। মালতীপাতার রস দ্বারা পক্ক সরিষার তৈল কিংবা স্তনদুগ্ধ দ্বারা ঘষা রসাঞ্জন কানপচা ও কর্ণস্রাবের মহৌষধ। কর্ণ পাকিলে ক্ষতজ বিসর্পের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। কর্ণে বিদ্রধি হইলে বিদ্রধিরোগোক্ত অন্তর্বিদ্রধি রোগের চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে অর্থাৎ সজিনাছালের রসসহ মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রভৃতি বটিকা-সেবন ও সজিনাছালের স্বেদের ব্যবস্থা করিবে। কোন রস বা তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিয়া কার্পাসের পেঁজা তুলা দ্বারা কর্ণছিদ্র আবৃত করিয়া রাখিবে, যেন তৈল বা রস প্রয়োগ করিবামাত্র বহির্গত হইয়া না যায়, কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধ্রে থাকে।

কর্ণে কণ্ডু উৎপন্ন হইলে দশমূল বা মহাদশমূলতৈল প্রয়োগ করিবে। কর্ণপ্রতিনাহরোগে অর্দ্ধাবভেদক অর্থাৎ আধকপালে মাথাব্যথা প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ অবস্থায় মহাদশমূলতৈল নস্য ও মর্দ্দনরূপে প্রয়োগ করিবে। কর্ণে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিলে তাহা বাহির করিবে। কর্ণে অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইলে অর্ব্বুদ-রোগোক্ত ঔষধ এবং অর্শ জন্মিলে অর্শরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। সন্নিপাতজ্বরে কর্ণমূলে মারাত্মক শোথ উৎপন্ন হইতে পারে, ঐ অবস্থায় ব্রণশোথের নিয়মে চিকিৎসা করিবে।

কর্ণরোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতির ন্যায় ভৈরবরস প্রয়োগ করা যায় এবং লক্ষ্মীবিলাসে উপকার না হইলে যেরূপ মহালক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ ইন্দুবটী ও সারিবাদিবটী প্রয়োগ করা যায়। বাতশ্লৈষ্মিক কর্ণনাদ, বধিরতা, কর্ণক্ষ্বেড় ও কর্ণশূলে যেরূপ দশমূল বা মহাদশমূলতৈল প্রয়োগ করা যায়, তদ্রূপ বিল্বতৈলও প্রয়োগ করা যায়। কর্ণে নালী-ঘা হইলে মরিচাদি, বৃহৎ মরিচাদি, সোমরাজী বা বৃহৎ সোমরাজীতৈল কর্ণে দিবে। কর্ণনালীতে শম্বুকাদিতৈল মহোপকারী। অনেকস্থলে ইহার মহোপকারিতা উপলব্ধ হইয়াছে। দার্ব্ব্যাদিতৈল নানা-প্রকার কর্ণরোগে প্রয়োগ করা যায়। কর্ণরোগে এরূপ উৎকৃষ্ট তৈল আর নাই বলিলেও চলে। কর্ণস্রাব, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য, পূতিকর্ণ, কর্ণ-ক্ষেড়, ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাক, কর্ণকণ্ডু, কর্ণপ্রতিনাহ ও সর্ব্বপ্রকার কর্ণশোথ এই তৈলের প্রয়োগে আরোগ্য হয়, কিন্তু ঔষধ যত বড়ই হউক না কেন, রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ অগ্রে নির্ণয় করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখা উচিত। যেহেতু অনেকস্থলে ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে রক্তদুষ্টিবশতঃ কিংবা জ্বরাদি নানাপ্রকার ব্যাধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় রক্ত নিস্তেজ ও দূষিত হইলে কর্ণরোগ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে মূলরোগের ঔষধ প্রয়োগ না করিলে কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় না; সুতরাং ঐ অবস্থায় লৌহস্বর্ণাদিঘটিত রক্তশোধক ও বলকর ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী মস্তকাস্থি আক্রান্ত হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র হইতে অনবরত পূঁযস্রাব হইতে দেখা গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সাধারণতঃ মিশ্র ও যোগবাহী, বিশেষতঃ এক-একটি ঔষধ অনেক গুণযুক্ত বহু-সংখ্যক ঔষধের সমন্বয়ে প্রস্তুত; অথচ রক্তশোধক ও বলকর স্বর্ণলৌহাদিসংযুক্ত, সুতরাং সাধারণতঃ সারিবাদিবটী প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেই চলে। তবে অত্যধিক রক্তদুষ্টি থাকিলে ফিরঙ্গরোগোক্ত পৃথক্ ঔষধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্তঘৃত-গুগ্‌গুলু বা মশলার জল প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কর্ণরোগে আনুষঙ্গিক জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে সেইসকল উপসর্গ বিনষ্ট অথচ কর্ণরোগ প্রশমিত হয় এরূপ যোগবাহী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। কর্ণরোগে তরুণ-জ্বর থাকিলে বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে জ্বররোগোক্ত কস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করিবে।

কর্ণরোগে ঔষধ

ভৈরবরস—কর্ণরোগে কর্ণবিবরে ক্ষত ও তাহা হইতে স্রাব হইলে এবং বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তৎসঙ্গে জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এই ঔষধে তাহারও বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও আদার রস এবং মধু।

ভৈরবরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম ও মরিচ ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, আদার রসে ভাবনা সাতবার। বটী—৩ রতি।

ইন্দুবটী—কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, বধিরতা, কর্ণবিদ্রধি, কর্ণপ্রতিনাহ, কর্ণার্শ ও কর্ণশোথ প্রভৃতি রোগে কিংবা ঐসকল কর্ণরোগ রক্তদুষ্টি, প্রমেহ অথবা বিষাক্ত মেহ হইতে উৎপন্ন হইলে কিংবা কর্ণরোগে বাতিক বা পৈত্তিক শিরঃপীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সাধারণ অনুপান—আমলকীর রস বা কাথ, কর্ণবিদ্রধিতে সজিনার ছালের রস ও কর্ণশোথে পুনর্নবার রস।

ইন্দুবটী। শোধিত শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ।০ আনা একত্র করিয়া কাকমাচীর রস, শতমূলীর রস, আমলকীর রস বা কাথ এবং পদ্মপুষ্পের রস দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। বটী—২ রতি।

সারিবাদিবটী—কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণস্রাব, বধিরতা, কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণবিদ্রধি, কর্ণশোথ, কর্ণপাক ও কর্ণার্শ প্রভৃতি রোগে ইন্দুবটী ও মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগে উপকার না হইলে অথবা ঐসকল রোগ রক্তদুষ্টি, প্রমেহ, শিরঃপীড়া ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে বিশেষতঃ ফিরঙ্গবিষ ও বিষাক্ত মেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিবে। সাধারণ অনুপান—চন্দনের কাথ। ইন্দুবটীর ন্যায় অন্যান্য রোগের অনুপান কল্পনা করিবে।

সারিবাদিবটী। অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপলমূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণের সমান অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ ; এই সমস্ত একত্র করিয়া কেশুর্তের রস, অর্জ্জুনছালের কাথ, যবের কাথ এবং কাকমাচীর রস ও কুঁচমূলের কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা—৬ রতি।

বিল্বতৈল—বধিরতা, কর্ণস্রাব, পূতিকর্ণ, কর্ণশূল ও কর্ণনাদরোগে এই তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিবে।

বিল্বতৈল। তিলতৈল /১ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—কুট্টিত বেলশুঁঠ ৮ তোলা। ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও গোমূত্র /৪ সের। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

শম্বুকাদিতৈল—ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। কর্ণনালী-ঘায়ে প্রশস্ত, নালীবশতঃ কর্ণরন্ধ্র হইতে স্রাব হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে।

শম্বুকাদিতৈল। কটুতৈল /১ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। মূর্চ্ছাপাক করিয়া শামুকের টাট্‌কা মাংস এক পোয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং চট্‌পট্ শব্দের বিরাম হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইদানীং শম্বুকাদিতৈল বা কিংশুক প্রভৃতি তৈলের মূর্চ্ছাপাক প্রচলিত নাই; কিন্তু মূর্চ্ছাপাক করা কর্ত্তব্য, মূর্চ্ছাপাকে তৈলের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়।

দার্ব্ব্যাদিতৈল—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বধিরতা, পূতিকর্ণ, কর্ণক্ষ্বেড়, ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাক, কর্ণকণ্ডু, কর্ণপ্রতিনাহ, কর্ণশোথ ও কর্ণস্রাব প্রভৃতি রোগে এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে।

দার্ব্ব্যাদিতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ-দ্রব্য—দারুহরিদ্রা ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল সমভাগে মিলিত ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যষ্টিমধু ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কদলীমূলের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কুড়, বচ, সজিনার বীজ, শুল্‌ফা, রসাঞ্জন, দেবদারু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বিটলবণ ও সৈন্ধব; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

কর্ণরোগে পথ্যাপথ্য

কর্ণরোগে ময়দা ও যবের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য এবং পুরাতন শালি-তণ্ডুলের অন্ন, বেতাগ্র, পলতা, কচি-নিমপাতা, উচ্ছে, করলা, শিউলীফুলের পাতা ও হিঞ্চা প্রভৃতি তিক্তদ্রব্যের শুক্ত, পটোল, কচি বেগুন, সজিনার খাড়া, থোড়, মোচা, কুমড়া, আলু, মান, কাঁচকলা ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারী, মাগুর, কই ও খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল এবং তিতির ও লাবপক্ষী, মুরগী, ময়ূর, হরিণ ও ছাগলের মাংস পথ্য দিবে। এই রোগে বিরুদ্ধ অন্ন-পানীয়, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অধিক কথা বলা, দন্ত-

মার্জ্জন, শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য, তরল দ্রব্য, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি একালে পরিত্যাজ্য।

নাসারোগ-চিকিৎসা

পীনসরোগের লক্ষণ—এই রোগে নাসিকা গাঢ় শ্লেষ্মা দ্বারা আর্দ্রভাবাপন্ন বা শুষ্ক শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ ও সন্তাপবিশিষ্ট হয়, পরন্তু আঘ্রাণশক্তি ও মধুরাদিরসজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ইহাকে পীনস বা অপীনসরোগ কহে। এই রোগে বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পীনসের অপক্ক লক্ষণ—পীনসরোগের অপক্কাবস্থায় রোগীর মস্তকের গুরুতা, অরুচি, নাসিকা হইতে তরল স্রাব, স্বরভঙ্গ ও পুনঃপুনঃ নিষ্ঠীবন (থুথু) নির্গত হইয়া থাকে।

পীনসের পক্ক লক্ষণ—পীনসের পক্কাবস্থায় অপক্কাবস্থার লক্ষণ অর্থাৎ মস্তকের গুরুতা, অরুচি ও নাসিকা হইতে তরলস্রাব প্রভৃতি লোপ পায় এবং নাসাস্থিত কফ গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংলগ্ন হয় এবং রোগীর স্বর পরিষ্কার ও শ্লেষ্মার বর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূতিনস্যের লক্ষণ—প্রদুষ্টরক্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা গল ও তালুমূলস্থ বায়ু পূতিভাবাপন্ন হইলে মুখ ও নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়, ইহার নাম পূতিনস্য।

নাসাপাকের লক্ষণ—যে রোগে নাসাস্থিত পিত্ত বলবান্ হইয়া নাসিকাতে বহুসংখ্যক ব্রণ উৎপাদন করে এবং ঐসকল ব্রণ পাকিয়া দুর্গন্ধ ও ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে।

পূঁযরক্তের লক্ষণ—রক্ত ও পিত্তের আধিক্য কিংবা ললাটে আঘাতাদিবশতঃ নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূঁয নির্গত হইলে তাহাকে পূঁযরক্ত কহে।

ক্ষবথুর লক্ষণ—নাসিকাস্থিত শৃঙ্গাটক-নামক মর্ম্ম দূষিত হইলে বায়ু কফের সহিত প্রবল শব্দসহ নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষবথু কহে। বাঙ্গালায় ইহাকে হাঁচি বলে।

আগন্তুজ ক্ষবথুর লক্ষণ—সর্ষপাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য অধিক ভক্ষণ বা তাহার ঘ্রাণ লইলে কিংবা সূর্য্য-নিরীক্ষণ অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসিকাস্থিত তরুণাস্থি-নামক মর্ম্ম সঞ্চালিত করিলে অকস্মাৎ ক্ষবথু অর্থাৎ হাঁচি হয়।

ভ্রংশথুর লক্ষণ—যে রোগে মস্তকের পূর্ব্বসঞ্চিত গাঢ় ও লবণ-রসাত্মক কফ পিত্ত দ্বারা বিদগ্ধ ও সন্তপ্ত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হয়, তাহাকে ভ্রংশথু কহে।

দীপ্তিরোগের লক্ষণ—যে রোগে নাসিকাতে অত্যন্ত জ্বালা হয় বা নাসারন্ধ্র জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা জ্বলিয়া যাইতেছে, এইরূপ বোধ হয় এবং নাসিকা হইতে ধূমবৎ বায়ু নির্গত হয়, তাহাকে দীপ্তিরোগ কহে।

প্রতিনাহের লক্ষণ—বায়ুর সহিত কফ মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্রকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতিনাহ কহে।

নাসাস্রাবের লক্ষণ—নাসারন্ধ্র হইতে পীত ও শ্বেতবর্ণ গাঢ় অথবা তরল কফ নির্গত হইলে তাহাকে নাসাস্রাব কহে।

নাসাশোষের লক্ষণ—নাসারন্ধ্রগত কফ বায়ু ও পিত্ত দ্বারা শোষিত হইয়া গাঢ় হইলে রোগী অতিকষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, এই রোগের নাম নাসাশোষ।

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—এই রোগে নাসারন্ধ্র বন্ধ, নাসিকা হইতে জলস্রাব, গলা, তালু ও ওষ্ঠশোষ, ললাটের দুইপার্শ্বে বেদনা, পুনঃপুনঃ হাঁচি এবং মুখের বিরসতা ও স্বরভঙ্গ হয়।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে উষ্ণ ও পীতবর্ণ কফ নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ ও সন্তপ্ত হয়, পরন্তু নাসারন্ধ্র হইতে ধূমবৎ নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে শ্বেতবর্ণ অথচ শীতল কফের বহুপরিমাণে স্রাব হয় এবং রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ, অক্ষিপল্লবে শোথ, মস্তকে গুরুতা এবং গলা, তালু, ওষ্ঠ ও মস্তকে কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—এই রোগ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায় ও হঠাৎ আবার প্রশমিত হয় এবং কখন পক্ব, কখন বা অপক্ব কফস্রাব হইয়া থাকে।

রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—এই রোগে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রোগীর চক্ষু তাম্রবর্ণ এবং নিশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, পরন্তু রোগী গন্ধগ্রহণে অসমর্থ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, জ্বর এবং কাস প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়া থাকে।

প্রতিশ্যায়ের কৃচ্ছ্রসাধ্য লক্ষণ—যে প্রতিশ্যায়রোগে নাসারন্ধ্র কখনও আর্দ্র, কখনও শুষ্ক, কখনও নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ ও কখনও পরিষ্কৃত হয় এবং রোগীর ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট ও নিশ্বাসের সহিত দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা কষ্টসাধ্য।

প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ—যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়রোগই অসাধ্য হইয়া থাকে।

বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের ক্রিমির লক্ষণ—প্রতিশ্যায়রোগ বর্দ্ধিত বা পুরাতন হইলে কফ হইতে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ক্রিমি উৎপন্ন হইলে ক্রিমিজনিত শিরোরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বর্দ্ধিত প্রতিশ্যায়ের অপর লক্ষণ—প্রতিশ্যায় বর্দ্ধিত বা পুরাতন হইলে বধিরতা, অন্ধতা, ঘ্রাণশক্তির অল্পতা, প্রবল চক্ষুরোগ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য এবং কাস প্রভৃতি রোগও তৎসঙ্গে উপস্থিত হইতে পারে।

নাসারোগ-চিকিৎসা-বিধি

নাসারন্ধ্রে যে রোগ জন্মে, তাহাকে নাসারোগ কহে। নাসারোগ সর্ব্বসমেত ৩৪ চৌত্রিশ প্রকার। পীনস, পূতিনাসা, নাসাপাক, পূঁয়রক্ত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতিনাহ, পরিস্রাব, নাসাশোষ, পাঁচপ্রকার প্রতিশ্যায়, সাত প্রকার অর্ব্বুদ, চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোথ এবং চারি প্রকার রক্তপিত্ত।

নাসারোগ নানাকারণে উৎপন্ন হয়। পীনস ও প্রতিশ্যায় প্রায় এক প্রকার লক্ষণান্বিত ব্যাধি, যেহেতু পীনসরোগেও প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার প্রতিশ্যায় যে সকল কারণে জন্মে, পীনস হইতে প্রতিশ্যায়-পর্য্যন্ত রোগগুলিও সেইসকল কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্ত অধিকাংশস্থলে অগ্রে পীনস বা প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পশ্চাৎ নানাকারণে পরিস্রাব প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

অর্ব্বুদ, অর্শ, শোথ ও উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত যে সকল কারণে জন্মে, নাসার্ব্বুদ, নাসার্শ, নাসাশোথ ও নাসাগত রক্তপিত্ত সেইসকল কারণে জন্মে।

প্রতিশ্যায়রোগ সদ্যোজনক ও চয়াদিক্রমজনক—এই দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। রোগোৎপত্তির কারণের প্রবলতাবশতঃ অবিলম্বে দোষ প্রকুপিত ও সঞ্চিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে, অথবা ধীরে-ধীরে সঞ্চয়াদিক্রম-অনুসারে রোগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রোগের কারণ হইতে দোষের সঞ্চয়, সঞ্চয় হইতে দোষের প্রকোপ, প্রকোপ হইতে প্রসার বা বিস্তার, প্রসার হইতে স্থানাশ্রয়, স্থানাশ্রয় হইতে ব্যক্ততা (প্রকাশমানতা) এবং ব্যক্ততা হইতে ভেদ হইয়া থাকে।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি প্রবেশ, অধিক বাক্যালাপ, ক্রোধ, ঋতু-চর্য্যার বিপরীত আচরণ, মস্তকে রৌদ্রাদির সন্তাপ-লাগান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শীতলজলসহ ও হিমনিষেবণ, মৈথুন, ক্রন্দন এবং মস্তকে কফ-সঞ্চয় ; এইসকল কারণে সদ্য প্রতিশ্যায় জন্মে।

দোষপ্রকোপজনক নানাপ্রকার আহার বিহার দ্বারা বাতাদিদোষ ও শোণিত পৃথক্ বা মিলিতভাবে সঞ্চিত ও প্রকুপিত হইয়া মস্তক-আশ্রয়পূর্ব্বক চয়াদিক্রমজনক প্রতিশ্যায় উৎপাদন করে।

প্রতিশ্যায় উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হাঁচি, মস্তকভার, শরীরের স্তব্ধতা, গাত্র-বেদনা, রোমাঞ্চ, নাসারন্ধ্র হইতে ধূমনির্গমবৎ বোধ, তালু-প্রদাহ, নাসাস্রাব ও মুখস্রাব প্রভৃতি উপসর্গসকল উপস্থিত হয়।

প্রতিশ্যায় বা পীনসরোগের চলিত নাম সর্দ্দি। এই রোগ সকলেরই পরিচিত। সকলেরই জানা আছে যে, সর্দ্দি সাধারণতঃ সহজসাধ্য ব্যাধি, কিন্তু তাহাও অনেক সময়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্যবশতঃ বা মিথ্যা আহার বিহারাদি-দ্বারা নানাবিধ কঠিন বা অসাধ্যরোগে পরিণত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্য-পালন-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ। শরীর সুস্থ না থাকিলে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ; এই চতুর্ব্বিধ সম্পত্তি লাভ করা অসম্ভব, তাহা অনেকেরই বুঝিবার শক্তি নাই, আর কেহ-কেহ বা বুঝিয়াও তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অগ্রাহ্য করে, অথবা লোভবশতঃ কুপথ্যাদি গ্রহণ করে, ফলে কুকর্ম্মের ফলও সঙ্গে-সঙ্গে ফলিয়া থাকে। যে স্বাস্থ্যের সহিত শরীরের নিত্যসম্বন্ধ, যে শরীর একটু বিকল বা অসুস্থ হইলে চতুর্ব্বর্গ-সম্পত্তিও নগণ্য বোধ হয়, সেই শরীর

বা স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, সে-বিষয়ে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞানটুকু না থাকা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান না থাকিলেও উপদেষ্টার উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে কেহই সঙ্কুচিত হয় না, তাই দেখা যায় যে, সর্দ্দি হইলে কেহ বলে—গরম-গরম কয়েকখানি জিলাপী খাও, কেহ বলে—গরমে সর্দ্দি হইয়াছে, একগ্লাস মিশ্রীর সরবৎ খাও, আবার কেহ বলে—বেশ করিয়া তেল মাখিয়া অবগাহন স্নান কর, গরম কাটিবে ও সর্দ্দি সারিয়া যাইবে। এইরূপ নানাজনে নানাপ্রকার পরামর্শ দেয়, কিন্তু যে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, সে বিষয়ে এইরূপ মতামত পরিব্যক্ত করা যে কতদূর দোষের বা করিলে তাহা হইতে যে পরিণামে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা কেহ ভ্রমেও একবার চিন্তা করেন না। শৈত্যক্রিয়া দ্বারা বহির্গমনোন্মুখ শ্লেষ্মা বহির্গত হইতে না পারিয়া বসিয়া যায় ও নানাপ্রকার শ্লৈষ্মিক বিকার অর্থাৎ মারাত্মক বাতশ্লেষ্মজ্বর, নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌-বিকৃতি কিংবা কাস ও কাস হইতে যক্ষ্মা বা শোথ পর্য্যন্ত উৎপাদন করে। সর্দ্দির পরিণামফল যে এতাদৃশ শোচনীয়, তাহা জানা থাকিলে বোধ হয়, কেহই শৈত্যক্রিয়া করিতে পরামর্শ দিতেন না।

প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বরূপ বা রূপ প্রকাশ পাইলে কিঞ্চিৎ উষ্ণক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। স্নান ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার এবং দাস্ত বন্ধ হইলে বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে একটি মৃদু-বিরেচন লওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় গায়ে ঠাণ্ডা-লাগান উচিত নহে, একটি জামা সর্ব্বদা যেন গায়ে থাকে, কারণ কুপথ্য দ্বারাও যেমন অনিষ্ট হয়, ঠাণ্ডা লাগিলেও তদ্রূপ অনিষ্ট হইতে পারে। সর্দ্দির অবস্থায় অধিকাংশস্থলে গায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রবল নিউমোনিয়ারোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

প্রতিশ্যায়ের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থান এবং মোটা কাপড় দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। পীনস এবং প্রতিশ্যায়রোগে লক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও কফকেতু প্রভৃতি প্রয়োগ, নস্যগ্রহণ এবং আহার-বিহারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই সর্দ্দি সারিয়া যায়। প্রথম-অবস্থায় ঐসকল ঔষধের কোন-একটি প্রয়োগ করিবে; অনন্তর শ্লেষ্মার পক্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে শিরোরোগোক্ত বিধানমত কৃষ্ণজীরার নস্য, কর্পূরচূর্ণের নস্য, শোভাঞ্জননস্য, বড়-চোতরাপাতার নস্য কিংবা মহাদশমূল বা বড়বিন্দুতৈলের নস্য

প্রয়োগ করিবে। প্রাতঃকালে আদার কুচি সৈন্ধবলবণসহ ভক্ষণ করিলে সর্দ্দি সারে। কৃষ্ণজীরা-বাটা গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া গরম ভাতের সহিত মাখিয়া খাইলে উপকার হয়। একটি গামলায় অথবা বাল্‌তীতে গরম জল রাখিয়া তাহাতে ১০।১৫ মিনিট পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। জল হইতে পদদ্বয় উঠাইয়া কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে, যেন ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে। কিঞ্চিৎ আদার রস মধুসহ পান করিলে উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত কাসরোগোক্ত তালীশাদিচূর্ণ প্রয়োগ করা যায়। কটূফলাদিচূর্ণ ও ব্যোষাদি-চূর্ণ অথবা বাসাক্বাথ পীনসাদিরোগে অথবা পীনস বা প্রতিশ্যায় হইতে কাস, বুকে ব্যথা, জ্বরভাব ও স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত উপকারী। ক্রিমি-রোগোক্ত ত্রিকটুকাদ্যনস্য প্রয়োগ করা যায়। ঘৃত, গুগ্‌গুলু ও মোম সমভাগে লইয়া তদ্দ্বারা ধূমপ্রয়োগ করিলে উপকার হয়। মস্তকে দশমূল বা মহাদশমূলতৈল মর্দ্দন করিয়া কাপড়ের পোঁটলা গরম করিয়া স্বেদ দেওয়া যায়। এইসকল ঔষধ ও পথ্যাদির প্রয়োগে পীনস, সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায়, পূতিনাসা, নাসাস্রাব, ভ্রংশথু, ক্ষবথু (হাঁচি) ও দীপ্তি-নামক নাসারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। গৃহধূমাদ্যতৈলের প্রয়োগে নাসার্শ বিনষ্ট হয়। নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব হইলে রক্তপিত্তরোগোক্ত ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তের চিকিৎসা করিবে। ফিরঙ্গ-বিষ শরীরে অবস্থান করিলে অথবা অর্শরোগীর রক্তস্রাব অকস্মাৎ বন্ধ করিলে নাসা হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে, এই অবস্থায় ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তরোগোক্ত স্বর্ণলৌহাদিঘটিত ঔষধ প্রশস্ত। ফিরঙ্গ-বিষের লক্ষণ সমধিক প্রকাশ পাইলে ফিরঙ্গরোগোক্ত মশল্লার জল প্রয়োগ করিবে। নাসিকায় আঘাত লাগিয়া রক্তস্রাব হইলে কচি দূর্ব্বার রসের নস্য প্রয়োগ করিবে। শুষ্ক আমলকী বাটিয়া ঘৃতসহযোগে নাসিকার বহির্দ্দেশে বা উপরে প্রলেপ দিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ক্রিমিনাসারোগে ক্রিমিরোগোক্ত ত্রিকটুকাদ্য-নস্য বা অপামার্গতৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে। নাসারোগকে চলিত কথায় নাসা কহে। নাসা ভাঙ্গিয়া দিলে রক্তস্রাব হইয়া প্রশমিত হয়, কিন্তু আবার হয়, এইরূপ পুনঃপুনঃ ভাঙ্গিয়া দিলে কিছুদিনের জন্য প্রশমিত হয়, কিন্তু আবার দেখা দেয়।

শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে প্রতিশ্যায়রোগ এরূপভাবে আক্রমণ করে যে, রোগীর তৈল-মর্দ্দন বা শীতলজলে স্নান পর্য্যন্ত সহ্য হয় না, ঐ অবস্থায় শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস

সেবন করিতে ও মহাদশমূলতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে, যদি উক্ত তৈলমর্দ্দন সহ্য না হয়, তবে তৈলমাখা একেবারে বন্ধ করিবে।

নাসাপাকে বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অম্লবেতসের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। পূয়রক্তরোগে উর্দ্ধগত রক্তপিত্তনাশক ঔষধ ও দূর্ব্বাদ্যনস্য প্রযোজ্য। দীপ্তিরোগে আমলকীর ক্বাথ-জলের নস্যগ্রহণ এবং আমলকীবাটা বা চন্দনঘষার প্রলেপ নাসিকার বহির্ভাগে প্রয়োগ করিবে।

পীনস ও প্রতিশ্যায়রোগে শ্লেষ্মার পক্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নস্য এবং তৈল প্রয়োগ করিবে। প্রথম অর্থাৎ অপক্বাবস্থায় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। তেঁতুলপাতার ক্বাথ করিয়া হিং ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। পঞ্চামৃতরস, কফরোগোক্ত কফকেতু, কফচিন্তামণি ও লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি এই রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন বা কঠিন হইলে শিরোরোগোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস বা শ্লেষ্মকালানলরস প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। চিত্রকহরীতকী সর্ব্বপ্রকার নাসারোগে প্রয়োগ করা যায়।

নাসারোগে ঔষধ

বাসাক্বাথ—পীনস, প্রতিশ্যায়, পূঁযরক্ত, নাসাপাক, নাসাপ্রতিনাহ, নাসাস্রাব ও ক্ষবথু প্রভৃতি নাসারোগে এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শৈত্যসংযোগে বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে ইহার প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল ও কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হয় এবং উদরাধ্মান হ্রাস পায়। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, নিউমোনিয়া বা ফুস্‌ফুস্-বিকৃতি অথবা কাসরোগে বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে ইহার ব্যবস্থা করা যায়।

বাসাক্বাথ। বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ।০ অর্দ্ধতোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কট্‌ফলাদিচূর্ণ—পীনস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে এবং ঐসকল রোগের সহিত স্বরভঙ্গ, তমকশ্বাস, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক কাস, জ্বরভাব ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কট্‌ফলাদিচূর্ণ। কট্‌ফল, মুথ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে।

ব্যোষাদিচূর্ণ—পীনস ও প্রতিশ্যায়রোগে এই ঔষধ লেহন করিতে দিবে। ঐসকল রোগের সহিত শ্বাস, কাস বা অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহাও ইহার সেবনে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যোষাদিচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্ল-বেতস (থৈকল), চই ও কৃষ্ণজীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এলাচি-চূর্ণ বার আনা, দারুচিনিচূর্ণ বার আনা ও তেজপাতাচূর্ণ বার আনা। সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন ইক্ষুগুড় রৌদ্রে চারিপ্রহর শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা—/০ দুই আনা।

শোভাঞ্জননস্য—পীনস ও প্রতিশ্যায়রোগে শ্লেষ্মার পক্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই নস্য প্রয়োগ করিবে।

শোভাঞ্জননস্য। সজিনাবীজ, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চামৃতরস—পীনস ও প্রতিশ্যায়রোগ হইলে কিংবা ঐসকল রোগে জ্বর, গাত্রগুরুতা, আলস্য, মাথাধরা, কান-কামড়ানি, চক্ষু রসে ছল্‌ছল্ করা এবং মুখ রসে টল্‌টল্ করা প্রভৃতি শ্লেষ্মপ্রধান উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতরস। পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৩ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ ও মরিচ ৫ ভাগ ; এই সকল একত্র করিবে। আদার রসে মর্দ্দন। বটী—৩ রত্তি।

নাসারোগে পথ্যাপথ্য

পীনস ও প্রতিশ্যায়রোগের প্রথমে অবস্থাভেদে লঙ্ঘন দিতে হয়। উষ্ণ-জল পান, উষ্ণজলে স্নান, যবের ছাতু, আটার রুটী, শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ বা মসুর ডাল, পাঁঠা, ভেড়া ও মুরগীর মাংস, পল্‌তা, বেতাগ্র, উচ্ছে, করলা, কচি-নিমপাতা ও শিউলীপাতার শুক্ত, বেগুন, কাঁচকলা, ডুমুর, থোড়, মোচা ও মূলার ঘণ্ট বা ঝোল এবং স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য প্রভৃতি ভোজন করিতে

দিবে। বিরুদ্ধ-ভোজন, দিবানিদ্রা, শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক-দ্রব্য ভোজন ও তরল দ্রব্য-পান এবং ভূমিতে শয়ন পরিত্যাজ্য।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা

বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—বাতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ পাকে, ওষ্ঠে জ্বালা হয় এবং পীতবর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হয় ও পৈত্তিক বেদনা হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরে শরীরের বর্ণবিশিষ্ট ও কণ্ডুযুক্ত অথচ বেদনাবিহীন পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং পীড়িত ওষ্ঠ পিচ্ছিল, শীতল ও গুরু বোধ হয়।

সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—ত্রিদোষের প্রকোপে ওষ্ঠের উপর কখনও কৃষ্ণবর্ণ, কখনও পীতবর্ণ এবং কখনও বা শ্লেষ্মাবিশিষ্ট বহু পিড়কা উৎপন্ন হয়।

রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—রক্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, ওষ্ঠের উপরে খেজুরের বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—মাংসজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় মাংসপিণ্ডের ন্যায় গুরু, স্থূল ও উন্নত হয় এবং তাহাতে ক্রিমি জন্মে।

মেদজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—মেদজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ে ঘৃতের ন্যায় আভাবিশিষ্ট অথচ গুরু কণ্ডু উৎপন্ন হয় এবং ঐ কণ্ডু হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ স্রাব বহুপরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—কোনপ্রকার আঘাত লাগিয়া ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইলে ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং কণ্ডুযুক্ত হয়, এই রোগকে অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগ কহে।

ওষ্ঠরোগের অসাধ্য লক্ষণ—মাংসজ, রক্তজ ও সন্নিপাতজ ওষ্ঠরোগ অসাধ্য।

ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি

মুখ-গহ্বরে যে রোগ জন্মে, তাহাকে মুখরোগ বলা যায়। ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, দন্ত-মূল, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠদেশ—এই সপ্ত অঙ্গ মুখ-গহ্বরের অন্তর্গত, সুতরাং উহার যে-কোন অঙ্গে রোগ উৎপন্ন হইলে তাহাই মুখরোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মুখরোগ সর্ব্বসমেত সাতষট্টি প্রকার। ওষ্ঠে আট প্রকার, দন্তে আট প্রকার, দন্ত-মূলে ষোল প্রকার, জিহ্বাতে পাঁচ প্রকার, তালুতে নয় প্রকার, কণ্ঠে আঠার প্রকার এবং মুখের সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ ওষ্ঠাদি কণ্ঠপর্য্যন্ত সর্ব্বমুখ ব্যাপিয়া তিন প্রকার। ঐ সপ্তাঙ্গের মধ্যে ওষ্ঠদ্বয়ে রোগ জন্মিলে তাহাকে ওষ্ঠরোগ, দন্তে হইলে দন্তরোগ, দন্ত-মূলে হইলে দন্ত-বেষ্টরোগ, জিহ্বাতে হইলে জিহ্বারোগ, তালুতে হইলে তালুরোগ, কণ্ঠে বা গলদেশে হইলে কণ্ঠ বা গলরোগ এবং ওষ্ঠাদি কণ্ঠ-পর্য্যন্ত সপ্তাঙ্গ একসময়ে রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে সর্ব্বসররোগ বলা যায়।

সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দুগ্ধ, দধি এবং মাষকলাই ও অম্ল প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মা প্রকুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বায়ু ও পিত্তের সহায়তায় মুখ-গহ্বরে উক্ত ৬৭ প্রকার রোগ উৎপাদন করে। এস্থলে কেবলমাত্র আট প্রকার ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে। দন্তরোগ ও দন্ত-বেষ্টরোগ প্রভৃতির লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বর্ণিত হইবে।

মুখ-গহ্বরের রোগমাত্রেই শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকে, সুতরাং মুখরোগ নানা-প্রকার এবং স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হইলেও শ্লেষ্মনাশক ঔষধ-মাত্রেই উপকারী। ওষ্ঠরোগ বাতপিত্তাদি-দোষভেদে আট প্রকার।

বাতিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ রুক্ষ ও কর্কশ বোধ হয় এবং ফাটিয়া যায়, পরন্তু সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়। শ্বেতধুনা-চূর্ণ ও মোম সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া আগুনে ফুটাইয়া পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিলে বাতিক ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরে পীতবর্ণ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং সেগুলি পাকে ও তাহাতে বেদনা থাকে। জাতি বা মালতীফুলের পাতা বাটিয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইলে পৈত্তিক ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। জাতিফুল বাটিয়া লাগাইলেও রোগ আরোগ্য হয়। জাতি-ফুলকে মালতীফুল বা চামেলীফুল কহে।

শ্লৈষ্মিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ পিচ্ছিল ও ভারবোধ হয় এবং ওষ্ঠের উপর কণ্ডুবেষ্টিত পিড়কা উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাহাতে বেদনা থাকে না। এই রোগে শুঁঠ, পিপুল ও মস্নেচূর্ণ সমভাগে মিলিত ও মধুসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। আদার রস উষ্ণ করিয়া কুলি করিলে বিশেষ উপকার হয়।

মেদজনিত ওষ্ঠরোগে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মিলিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

ওষ্ঠে ক্ষত হইলে শ্বেতধূনা, গেরিমাটী, সৈন্ধবলবণ ও মোম ঘৃতসহ ফুটাইয়া পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয়। ঘায়ের উপরে পচলা সঞ্চিত হইলে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া সোহাগার খৈ চূর্ণ করিয়া মধুসহযোগে লাগাইবে। ইহাতে ক্ষত পরিষ্কার হয়। গাধার দুধ কিংবা ভেড়ার দুধ লাগাইলে ঘা অতিশীঘ্র শুষ্ক হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দোষ-নাশক চিকিৎসা করিবে।

পিত্তজ, রক্তজ ও অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগে রক্তচন্দন ঘষিয়া ঘৃতসহযোগে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। রক্তজ বা অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগে রক্তস্রাব হইলে কচি-দুর্ব্বাঘাস-বাটা, রক্তচন্দন-ঘষা ও যষ্টিমধু-বাটা একত্র করিয়া ঘৃতসহযোগে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

দন্তরোগ-চিকিৎসা

দালনের লক্ষণ—বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তে বিদীর্ণবৎ বেদনা হইলে তাহাকে দালন কহে।

ক্রিমিদন্তের লক্ষণ—বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র, দন্তমূলে শোথ ও তাহা হইতে স্রাব হইলে এবং আঘাতাদি কারণ-ব্যতীত

তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইলে পরন্ত ঐ দন্ত চালিত হইলে (নড়িলে) তাহাকে ক্রিমিদন্ত কহে।

ভঞ্জনকের লক্ষণ—কফ ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ দন্তভগ্ন ও মুখ-বক্র হইলে তাহাকে ভঞ্জনক কহে।

দন্ত-হর্ষ—বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ দন্তে শীতল (বরফ, শিল বা ঠাণ্ডা জল), রুক্ষ, অম্লদ্রব্য ও বায়ু লাগিলে রোগী চমকাইয়া উঠে; তাহাকে দন্ত-হর্ষ কহে।

দন্ত-শর্করা—দন্তে ময়লা সংলগ্ন এবং কফ ও বায়ুদ্বারা সেই দন্তাশ্রিত মল শুষ্ক হইয়া শর্করার ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্ত-শর্করা কহে।

কপালিকা—দন্তে ময়লা সংলগ্ন ও তাহা হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ কঠিন ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত খাপরার ন্যায় আকার হইলে তাহাকে কপালিকা কহে।

শ্যাবদন্ত—রক্ত ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ দন্ত অগ্নিদগ্ধবৎ এবং শ্যাম বা নীলবর্ণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে শ্যাবদন্ত কহে।

করাল-দন্ত—দন্তাশ্রিত বায়ু দ্বারা দন্তসমূহ ক্রমশঃ বিকটাকার দৃষ্ট হইলে তাহাকে করাল-দন্ত কহে।

ফিরঙ্গদন্ত—আজন্ম ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দন্ত স্বাভাবিক দন্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সরু, দন্তের অগ্রভাগ গর্ত্তবিশিষ্ট বা খাঁজকাটা, দন্তগুলি মাঢ়ীর সহিত ঘনসন্নিবিষ্ট নহে, ফাঁক-ফাঁক করিয়া গ্রথিত।

অসাধ্য লক্ষণ—শ্যাবদন্ত, দালন ও ভঞ্জনকরোগ অসাধ্য।

দন্তরোগ-চিকিৎসা-বিধি

কারণ—দন্তরোগ মুখ-গহ্বরের রোগ; সুতরাং মুখরোগ-মধ্যে পরিগণিত। দন্তরোগ আট প্রকার। দালন, ক্রিমিদন্ত, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্ত-শর্করা, কপালিকা, শ্যাবদন্ত ও করালদন্ত। দধি, দুগ্ধ, মাষকলাই ও অম্লাদি শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবনে শ্লেষ্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পিত্ত ও বায়ুকে দূষিত করিয়া দন্তরোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত জলাভূমিতে বাস, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে অধিক শৈত্যক্রিয়া বা দন্তে বরফ প্রভৃতি অধিক শৈত্যদ্রব্যের সংযোগ, কঠিন-

দ্রব্য চর্ব্বণ ও পারদ-ভক্ষণ প্রভৃতি কারণেও দন্তরোগ জন্মে। যেস্থলে শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও নীরোগ অথচ অকালে দন্ত শিথিল বা পতিত হয়, সেস্থলে শ্লেষ্মপ্রধান শরীর ঐ দন্ত-শিথিল ও পতিত হওয়ার কারণ বুঝিতে হইবে। পারদ যেরূপ যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া করে, দাঁতের মাঢ়ীর উপরেও তদ্রূপ সমধিক ক্রিয়া করে, এইজন্য পারদ সেবন করিলে দাঁতের গোড়া শিথিল ও স্ফীত হয়। ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে শ্লেষ্মা দূষিত হয় এবং সুচিকিৎসার অভাবে ক্রমশঃ তাহা সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঐ রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে পারদ সেবন করাইলে লালা নির্গত হয়, উক্ত লালার মধ্যে ফিরঙ্গ-বিষ অবস্থান করে; সুতরাং লালা যত বেশী নিঃসৃত হয়, তত অধিক উপকার হয়। যে কারণেই হউক, লালা সম্যগ্রূপে নিঃসৃত না হইলে শরীর ভার ও আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতবৎবোধ কিংবা আমবাত প্রভৃতি শ্লেষ্মাধিক রোগসকল উপস্থিত হয়, যকৃৎ ক্রিয়াবিহীন হয়, পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়, ঠাণ্ডা বা শৈত্য মোটেই সহ্য হয় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন রোগীর শরীর স্বতঃই শ্লেষ্মপ্রধান, এই অবস্থায় দন্ত শিথিল ও দন্তমূল স্ফীত হয়। এতদ্ব্যতীত যকৃতের দোষ বা পাক-স্থলীর পরিপাক করিবার শক্তি হ্রাস পাইলে কিংবা উদরাময় বা অম্লরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দন্ত শিথিল হয়; গর্ভাবস্থায় দালন (দন্তশূল) ও ক্রিমিদন্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ দন্তশূল আবার প্রায়শঃ ৪।৫ মাসের পর স্বয়ং প্রশমিত হইয়া থাকে।

দন্তোদ্গম-কাল—জন্মের পর প্রথম দন্তোদ্গমকে দাঁত-উঠা বা দুধে-দাঁত কহে। প্রথম দন্তোদ্গমের সময় ছয়মাস হইতে আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত দেশ, জলবায়ু, বংশানুক্রমিক দেহ এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে দন্তোদ্গম-সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। অতি-কোমল-অস্থিবিশিষ্ট শিশুর বিলম্বে দন্ত উদ্গত হয়। এই দুধে-দাঁত আবার সাত বৎসর বয়সে পতিত হইতে আরম্ভ হয়।

প্রথম দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসা বালরোগে বর্ণিত হইবে।

চিকিৎসা—দন্তমূলে ক্ষত বা স্ফীতি না থাকিলেও দন্তে বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, ইহাকে দালন বা দন্তশূল বলা যায়। এই রোগে কর্পূরচূর্ণ জলে

মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলে মহোপকার হয়। ত্রিফলার উষ্ণ ক্বাথ বা দশমূলের ক্বাথ দ্বারা কুলি করিলেও উপকার হয়।

ক্রিমিদন্তরোগে হিং আগুনে গরম করিয়া দাঁতের ছিদ্র-মধ্যে টিপিয়া-টিপিয়া লাগাইয়া রাখিবে। কর্পূর, ছাতিম-গাছের আঠা বা বটের আঠা লাগাইলে ক্রিমি পতিত ও বেদনার লাঘব হয়। মধু ও তৈল সমভাগে মিশ্রিত ও গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলেও যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই রোগে কখনও-কখনও দাঁতে এমন বেদনা উপস্থিত হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়। এই অবস্থায় অনেকস্থলে দন্ত উৎপাটন করিলে সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে।

ভঞ্জনকরোগে দন্ত ভগ্ন ও মুখ বক্র হইলে আদার রসের এবং পূর্ব্বোক্ত শিরোরোগের মহাদশমূলতৈলের কুলি করা অতি উপকারী। এতদ্ব্যতীত আদা ও সজিনার ছাল ছেঁচা কলার পাতায় রাখিয়া আগুনে গরম করিয়া পুনঃপুনঃ মুখের বক্র স্থানের উপরে স্বেদ দিবে। মাষকলাই সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলেও পরম উপকার হয়।

দন্তহর্ষরোগে আদার রস এবং তৈল সমভাগে মিশ্রিত ও গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। দন্তশর্করারোগে দন্তমূলে আঘাত না লাগে এরূপভাবে আস্তে-আস্তে শর্করা তুলিয়া লাক্ষা বা গালার চূর্ণে মধু মিশাইয়া তদ্দ্বারা দন্ত আস্তে-আস্তে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে পুনর্ব্বার শর্করা জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। কপালিকারোগে দন্তশর্করার ন্যায় শর্করা তুলিয়া মধু-সংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও প্রত্যহ প্রাতে আদার রস মিশ্রিত তৈল গরম করিয়া কুলি করিতে দিবে। শ্যাবদন্তরোগে শুষ্ক আমলকীর ক্বাথ দ্বারা এবং করালদন্তরোগে ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা প্রত্যহ কুলি করিতে দিবে। দন্ত নড়িলে বকুলবৃক্ষের ছাল বা অপক্ক ফল ছেঁচিয়া মুখে রাখিলে চলদন্ত অর্থাৎ নড়া-দাঁত শক্ত হয়। বকুলাদ্যতৈল এই রোগে অতি প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগে স্থায়িফল-লাভের জন্য দন্তরোগাশনিচূর্ণ বা দশনসংস্কারচূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত।

পারদ-সেবনে দন্ত শিথিল হইলে ফিরঙ্গরোগোক্ত আট-কষায়ের জল দ্বারা কুলির ব্যবস্থা করিবে।

দন্তরোগে ঔষধ

দন্তরোগাশনিচূর্ণ—ক্রিমিদন্ত ও দন্তমূলরোগে এই চূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে মুখে ধারণ করিতে দিবে। অন্যান্য দন্তরোগেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ইহা দন্তরোগে স্থায়িফললাভের উৎকৃষ্ট ও ব্যবহার্য্য ঔষধ।

দন্তরোগাশনিচূর্ণ। জাতি বা মালতীপত্র, পুনর্ণবা, তিল, পিপুল, ঝিণ্টীপত্র, মুথা, বচ, শুণ্ঠী, যমানী ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিবে।

দশনসংস্কারচূর্ণ—এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁত-নড়া, ক্রিমিদন্ত ও দন্তশূল বিনষ্ট হয়, পরন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যহ ব্যবহার করিলে দন্তরোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

দশনসংস্কারচূর্ণ। শুঁঠ, হরীতকী, মুথা, খয়ের, কর্পূর, চিকিসুপারীভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বচূর্ণের সমান খড়ীচূর্ণ একত্র করিবে।

বকুলাদ্যতৈল—এই তৈল চলদন্ত দৃঢ় করিতে অত্যন্ত শক্তিশালী। এই তৈল মুখে ধারণ করিয়া কুলি করিতে হয়।

বকুলাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথারীতি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—বকুলের কাঁচাফল, লোধ, হাড়জোড়া, নীলঝিণ্টী, সোন্দালপাতা, বাবুইতুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, গুয়ে বাবলার ছাল ও পীতশাল; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ একসের। কাথদ্রব্য—বকুলফলাদি নয়টি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১২॥ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথারীতি তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

দন্তবেষ্টরোগ-চিকিৎসা

শীতাদ রোগের লক্ষণ—যে রোগে আঘাতাদি কারণ ব্যতীত দাঁতের মাঢ়ী হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় এবং দাঁতের গোড়ার মাংস কৃষ্ণবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে, তাহাকে শীতাদ কহে। কফ ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

দন্তপুপ্পুট রোগের লক্ষণ—একসময়ে দুইটি দাঁতের গোড়ায়

বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুট কহে। কফ ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

দন্তবেষ্টরোগের লক্ষণ—আঘাত ব্যতীত অকস্মাৎ দন্ত চালিত হইলে (নড়িলে) এবং দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত ও পূঁযস্রাব হইলে তাহাকে দন্তবেষ্ট কহে রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ জন্মে।

শৈশিররোগের লক্ষণ—দন্তমূলে বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন এবং তাহা হইতে লালা নিঃসৃত হইলে তাহাকে শৈশির কহে।

মহাশৈশিররোগের লক্ষণ—যে রোগে রোগীর দন্তসমূহ চালিত এবং তালু ও দন্তমূলে বিদীর্ণবৎ বেদনা হয়, পরন্তু দাঁতের মাঢ়ী ও মুখ পচে, তাহাকে মহাশৈশির কহে। এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরিদর রোগের লক্ষণ—যে রোগে রোগীর দাঁতের মাঢ়ী গলিত ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে পরিদর কহে। কফ, পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ জন্মে।

উপকুশরোগের লক্ষণ—যে রোগে দন্তমূল পাকে, দাঁত নড়ে, দন্তমূলে দাহ জন্মে এবং অঙ্গুলি বা দাঁতনকাঠি দ্বারা দন্তমূল ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব হয় বা রক্তস্রাব না হইলে দন্তমূলে অল্পবেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন ও মুখে দুর্গন্ধ হয়, তাহাকে উপকুশ কহে। পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

বৈদর্ভরোগের লক্ষণ—যে রোগে দাঁতনাদির ঘর্ষণ লাগিয়া দন্তমূলে শোথ জন্মে এবং দন্তসমূহ চালিত হয়, তাহাকে বৈদর্ভরোগ কহে। দন্তমূলে আঘাত লাগিয়া এই রোগ জন্মে, এই কারণে ইহাকে অভিঘাতজ বলা যায়।

খলিবর্দ্ধনরোগের লক্ষণ—যে রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ অত্যধিক বেদনার সহিত অতিরিক্ত দন্ত উৎপন্ন হয় এবং দন্ত সম্যক্ উত্থিত হইলে বেদনা প্রশমিত হয়, তাহাকে খলিবর্দ্ধন কহে।

অধিমাংসের লক্ষণ—কফের প্রকোপবশতঃ হনুর পশ্চাদ্‌ভাগস্থ দন্তমূলে অত্যন্ত শোথ ও বেদনা হইলে এবং দন্তমূল হইতে লালা নির্গত হইলে তাহাকে অধিমাংস কহে।

দন্তনালী—নাড়ীব্রণে যে প্রকার বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ, এই পাঁচ প্রকার নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা) বর্ণিত হইয়াছে, দন্তমূলেও তদ্রূপ লক্ষণবিশিষ্ট পাঁচ প্রকার নালী হয়।

দন্তবিদ্রধি—দন্ত-মাংসগত দোষ ও দূষিত রক্ত দ্বারা দন্তমূলের বহির্ভাগে দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ও পূঁয নির্গত হইলে তাহাকে দন্ত-বিদ্রধি কহে।

অসাধ্য লক্ষণ—সান্নিপাতিক নালী ও শৈষিররোগ অসাধ্য।

দন্তবেষ্টরোগ-চিকিৎসা-বিধি

দন্তমূলে বা দাঁতের মাঢ়ীতে যে রোগ জন্মে, তাহাকে দন্তবেষ্টরোগ কহে। দন্তবেষ্টরোগও মুখগহ্বরে উৎপন্ন হয়, এইকারণে ইহা মুখরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দন্তবেষ্টরোগ ১৬ প্রকার। শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, দন্তবেষ্ট, শৈষির, মহাশৈষির, পরিদর, উপকুশ, বৈদর্ভ, খলিবর্দ্ধন, অধিমাংস, পাঁচ প্রকার দন্তনালী ও দন্তবিদ্রধি। দন্তরোগও যে-যে কারণে উৎপন্ন হয়, দন্তবেষ্টরোগও সেই-সেই কারণে জন্মে। দধিদুগ্ধাদি নানাপ্রকার শ্লেষ্মবর্দ্ধকদ্রব্য সেবন করিলে কফ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তকে দূষিত করিয়া দন্তবেষ্টরোগ উৎপাদন করে। পারদ ভক্ষণ করিলে দাঁতের গোড়া বা মাঢ়ী স্ফীত ও সময়-সময় তাহা হইতে রক্ত নির্গত হয়। সুচিকিৎসার অভাবে ফিরঙ্গরোগেও অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। মালতী বা চামেলীপাতা বাটিয়া লাগাইলে মাঢ়ীর ঘা অতিসত্বর নষ্ট হয়। পারদ-ভক্ষণে মুখরোগ উপস্থিত হইলে ফিরঙ্গরোগোক্ত আট-কষায়ের জল দ্বারা কুলি করিতে দিবে এবং পারদের দোষনাশের জন্য লৌহ ও স্বর্ণঘটিত ঔষধ সেবন করাইবে। প্রথম দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের মাঢ়ী স্ফীত হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে, পরন্তু দন্তোদ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত ঐসকল উপসর্গ প্রশমিত হয় না। এই কারণে অনেক বিজ্ঞ-চিকিৎসক বলেন, মাঢ়ী ঈষৎ চিরিয়া দিলে সহজে দন্তোদ্গম হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল উপদ্রব হ্রাস পায়, কিন্তু আবার কোন-কোন বিজ্ঞ-চিকিৎসকও মাঢ়ী কর্ত্তনের বিরোধী, অথচ মাঢ়ীকর্ত্তন দ্বারা যে অসাধারণ উপকার হয়, তাহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করা যায়। যদি দন্তোদ্গমকালে মাঢ়ী

সটান ও উচ্চ দৃষ্ট হয় এবং তন্নিম্নে দন্ত রহিয়াছে, অথচ মাঢ়ীর কঠিনতাবশতঃ মাঢ়ী ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে পারিতেছে না, এরূপ অনুভব করা যায়, পরন্তু তৎসঙ্গে শিশুর প্রবল জ্বর ও দ্রুত আক্ষেপ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে মাঢ়ীকর্ত্তন দ্বারা ঐসকল উপসর্গ অবিলম্বে প্রশমিত হয়; সুতরাং মাঢ়ীকর্ত্তন-সম্বন্ধে সকল চিকিৎসক একমতাবলম্বী না হইলেও ঐ অবস্থায় মাঢ়ীকর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। বক্ষ্যমাণ শিশুরোগে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইবে। কোন-কোন রোগের পরিণামে দন্তমূলে শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন এবং দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হয়। পরন্তু এই অবস্থা হইতে দন্তমূলে নালী হইয়া হনুদেশের অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। প্লীহা, যকৃৎ ও শোথসংযুক্ত জ্বরের পরিণামে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে।

স্কার্ব্বিরোগের লক্ষণ—আয়ুর্ব্বেদে যাহাকে শীতাদরোগ কহে, তাহার সহিত ইংরেজী স্কার্ব্বিরোগের অনেক সামঞ্জস্য আছে। স্কার্ব্বিরোগে শরীরের বর্ণমালিন্য, সার্ব্বাঙ্গিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, শ্বাসকষ্ট, চর্ম্মের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির নিম্নে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, রক্ত-সঞ্চিত স্থানের নীলিমা, মাঢ়ীর স্ফীতি ও তাহা হইতে রক্তস্রাব এবং সন্ধিস্থানের বিশেষতঃ উরুদেশের স্ফীতি ও দৃঢ়তা হয়। অধিকাংশস্থলে মাঢ়ী স্ফীত ও কোমল হয় এবং মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। মাঢ়ী ঘোর রক্তবর্ণ ও যেন দন্ত হইতে ঠেলিয়া বাহির হয়, এরূপ দৃষ্ট হয়। কখন-কখন মাঢ়ী এত স্ফীত হয় যে, দন্তপঙ্ক্তি এককালে আবৃত হয়, এমন কি সময়-সময় ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। মুখে ও নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কোন-কোন স্থলে দাঁত খসিয়া পড়ে। মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব ব্যতীত কখন-কখন নাসারন্ধ্র ও অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। স্কার্ব্বিরোগে রোগীকে লৌহঘটিত ঔষধ এবং নানাবিধ সুপক্ক ফল, বিশেষতঃ লেবু ও উদ্ভিজ্জদ্রব্য আহারের ব্যবস্থা করা উচিত।

স্কার্ব্বিরোগ যুবক নাবিকদিগের হয়, ইহাই ডাক্তারি মত, কিন্তু এতদ্দেশে বালকবালিকাদেরও হইতে দেখা গিয়াছে।

শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, দন্তবেষ্ট, শৈষির ও পরিদররোগে রক্তমোক্ষণ করিলে প্রভূত উপকার দর্শে। দন্তমূলে শোথ ও ক্ষত থাকিলে এবং তাহা হইতে রক্তপূঁযাদি নিঃসৃত হইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলতা ও নিমছালের

প্রস্তুত ক্বাথ দ্বারা কুলি করিতে দিবে। দন্তবিদ্রধি ও দন্তনালীরোগে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতসের ছালের ক্বাথ করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে। শিশু ও বালকের পক্ষে ঐ অবস্থায় জাতী বা মালতীফুলের পাতা বাটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দন্তমূলে লাগাইবে, কিংবা মালতী-পাতার ক্বাথ করিয়া তদ্দ্বারা মাঢ়ী ধৌত করিবে। এতদ্ভিন্ন কালকচূর্ণ বা স্বল্পখদিরবটিকা মুখে ধারণ করিলে মহোপকার সাধিত হয়; মাঢ়ীর ফুলা, বেদনা ও মাঢ়ী হইতে রক্ত বা পূঁযাদি নির্গত হওয়া বন্ধ হয়, পরন্তু দন্তমূলে ক্ষত থাকিলে তাহাও ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। দন্তরোগোক্ত স্বল্পখদিরবটিকা মুখে রাখিলেও অনুরূপ উপকার হয়। দন্তমূল পাকিবার উপক্রম হইলে বা পাকিলে অথবা তাহা হইতে রক্তপূঁযাদি নির্গত হইলে সপ্তচ্ছদাদিক্বাথ বা পটোলাদিক্বাথ একবেলা পান করিতে দিবে এবং রসেন্দ্রবটী একবেলা সেবন করিতে দিবে। এইসকল ঔষধ শিশু ও বালকের পক্ষেও মহোপকারী। মুখে ধারণ করিবার ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। রসেন্দ্রবটী ত্রিফলার ক্বাথ ও মধুর সহিত একবেলা সেবন করিতে দিবে ও অন্যবেলা পটোলাদিক্বাথ পান করিতে দিবে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মাঢ়ীতে শোথ এবং বেদনা হইলে আদার রস গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে। ২।৩ বার কুলি করিলেই বেদনা ও ফুলা কমে। সরিষার তৈল উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিলেও অনুরূপ উপকার হয়। কাঁচা বকুলফল চর্ব্বণ করিলে মাঢ়ী শক্ত হয়। সাধারণতঃ মাঢ়ীর ফুলা ও বেদনায় লক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রয়োগ করিলেও চলে; কিন্তু শীতাদ প্রভৃতি রোগে রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দন্তবেষ্টরোগে ঔষধ

কালকচূর্ণ—দন্তনালী, জিহ্বারোগ, গলরোগ এবং সর্ব্বপ্রকার মুখ-রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

কালকচূর্ণ। গৃহধূম (ঝুল), যবক্ষার, আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, চই, হরীতকী, বহেড়া, লৌহ ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ মুখে ধারণ করিতে দিবে।

স্বল্পখদিরবটিকা—ইহা সর্ব্বপ্রকার মুখরোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। মুখে ধারণ করিলে দাঁতের মাঢ়ী হইতে রক্তস্রাব, দন্তমূলের নালী এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠ ও তালুরোগ বিনষ্ট হয়।

স্বল্পখদিরবটিকা। খয়ের ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথজল ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, কাকলা ও জায়ফল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া বটিকা করিবে।

সপ্তচ্ছদাদিক্বাথ—দন্তমূল হইতে রক্তপূঁযাদিস্রাব নির্গত হইলে এবং দন্তমূলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কিংবা দন্তবিদ্রধি ও দন্তনালীরোগে এই কাথ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে।

সপ্তচ্ছদাদিকাথ। ছাতিমছাল, বেণার মূল, পল্‌তা, মুথা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোন্দালছাল, ও রক্তচন্দন; ইহাদের সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদিক্বাথ—দন্তমূলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কিংবা দন্তমূল হইতে পূঁয-রক্ত-স্রাব হইলে অথবা দন্তবিদ্রধি ও দন্তনালীরোগে সপ্তচ্ছদাদিকাথের পরিবর্ত্তে ইহা পান করিতে দেওয়া যায়।

পটোলাদিকাথ। পল্‌তা, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাখালশশার মূল, বলাডুমুরের ছাল, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ; এই সমস্ত সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

রসেন্দ্রবটী—শীতাদ, পরিদর, মহাশৈষির, দন্তনালী ও দন্তবিদ্রধি-রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। ইহার প্রয়োগে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রবল প্রকোপ শীঘ্র হ্রাস পায় এবং রক্তস্রাব, ক্ষত, নালী-ঘা ও বিদ্রধি প্রশমিত হইয়া থাকে। অনুপান—দন্তবিদ্রধিতে সজিনার ছালের রস। শীতাদরোগে ত্রিফলার কাথ ও অন্যান্য অবস্থায় আদার রস।

রসেন্দ্রবটী। কজ্জলী ২ তোলা এবং শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও স্বর্ণভস্ম।০ আনা একত্র করিয়া নিমছাল, আসনবৃক্ষের ছাল ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা

বাতিক জিহ্বারোগের লক্ষণ—বাতিক জিহ্বারোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ জিহ্বা অল্প বিদীর্ণ, রসজ্ঞানশূন্য ও কণ্টকাকীর্ণ হয়।

পৈত্তিক জিহ্বারোগের লক্ষণ—পৈত্তিক জিহ্বারোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ জিহ্বা দাহবিশিষ্ট, দীর্ঘ ও রক্তবর্ণ হয় এবং জিহ্বাতে কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর সঞ্চিত হয়।

শ্লৈষ্মিক জিহ্বারোগের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক জিহ্বারোগে শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ জিহ্বা গুরু ও স্থূল হয় এবং জিহ্বার উপরে শিমুল বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় মাংসাঙ্কুর উদ্গত হয়।

অলাসরোগের লক্ষণ—শ্লেষ্মা প্রকুপিত ও রক্ত দূষিত হইলে অলাস-নামক জিহ্বারোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে জিহ্বার তলদেশে অত্যন্ত শোথ জন্মে এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হয় ও পাকে। জিহ্বার স্তম্ভিত ভাব বায়ুর কার্য্য এবং পাক পিত্তের কার্য্য, পরন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ এই রোগ জন্মে, সুতরাং অলাস ত্রিদোষজ ব্যাধি, এ-কারণ অসাধ্য।

উপজিহ্বিকা—উপজিহ্বিকারোগে শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রদুষ্ট হইয়া জিহ্বামূলে জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় অথচ স্রাব, কণ্ডু ও দাহবিশিষ্ট যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বিকা কহে।

অসাধ্য লক্ষণ—অলাসরোগ অসাধ্য।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা-বিধি

জিহ্বারোগ মুখ-গহ্বরের রোগ, সুতরাং মুখরোগনামে অভিহিত হইয়া থাকে। জিহ্বারোগ পাঁচ প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, অলাস ও উপজিহ্বিকা। দধি, দুগ্ধ, অম্লদ্রব্য ও মাষকলাই প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক-দ্রব্যভক্ষণে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া বায়ু ও পিত্তকে দূষিত করিয়া জিহ্বারোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত জিহ্বা পরিষ্কার না করিলেও কণ্ডু ও ক্ষত উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যহ জিব্‌ছোলা দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও অলাস-নামক জিহ্বারোগে শুলঞ্চ, পিপুল, নিমছাল ও কট্‌কীর ক্বাথ

প্রস্তুত করিয়া সেই জল দ্বারা কুলি করিতে দিবে। দিবসে ৩।৪ বার কুলি করা কর্ত্তব্য। বলাডুমুরপাতা বা ডুমুরপাতা দ্বারা আস্তে-আস্তে জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিকতর উপকার হয়। শিশু ও বালকগণের এই রোগ হইলে কেবলমাত্র জাতি বা চামেলীফুলের পাতা বা চামেলীফুল বাটিয়া মধুসহ পুনঃপুনঃ লাগাইবে। শিশু ও বালকগণের পক্ষে কুলি করা সম্ভবপর নহে, তবে ক্বাথজলে মধু মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের পলিতা তাহাতে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ জিহ্বায় লাগাইবে। তিক্ততাবশতঃ শিশু ও বালকগণ ঔষধ-গ্রহণে অনিচ্ছা-প্রকাশ বা ক্রন্দন করিলে বেশী মধু মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে। শিশু ও বালকগণের পীড়ায় সর্ব্বত্র এই নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উক্ত ক্বাথজল দ্বারা কুলি করিয়া দন্তবেষ্টরোগোক্ত স্বল্পখদিরবটিকা মুখে রাখিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে বা এই ঔষধের প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে দন্তবেষ্টরোগোক্ত রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু তদভাবে মহালক্ষ্মীবিলাসও নিসিন্দাপাতা এবং আদার রসসহ প্রয়োগ করা যায়। উপজিহ্বিকারোগে আদার রস গরম করিয়া তদ্দ্বারা কুলি করিতে দিবে এবং কুলি করার পর যবক্ষারচূর্ণ কাপড়ের পুঁটুলীতে মাখাইয়া তদ্দ্বারা রোগস্থান ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা ও দন্তবেষ্টনে হঠাৎ ফুলা ও বেদনা প্রকাশ পাইলে উষ্ণ আদার রসের কুলি ও শুঁঠচূর্ণ রুগ্নস্থানে ঘর্ষণ করিলে মহোপকার সাধিত হয়। জিহ্বাতে ঘা এবং তজ্জন্য পচলা সঞ্চিত হইলে সোহাগার খৈ মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া পুনঃপুনঃ লাগাইবে, অনন্তর মালতী বা চামেলীপাতার রস দ্বারা কুলি করিতে দিবে। চুণে জিহ্বা দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মাখন বা তিলতৈল কিংবা তদভাবে সরিষার তৈল দগ্ধস্থানে লাগাইবে।

ডাক্তারিমতে নানাপ্রকার অ্যাসিড্ আছে, তন্মধ্যে কোন কোন অ্যাসিড্, কোন অঙ্গে লাগিলে তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ দগ্ধ হয়, উহা অসাবধানে রাখিলে সময়-সময় শিশু ও বালকগণ অঙ্গুলি সিক্ত করিয়া সেই অঙ্গুলি নাকে, মুখে এবং জিহ্বায় প্রদান করে ও তজ্জন্য অঙ্গুলি, নাক, মুখ এবং জিহ্বা প্রভৃতি দগ্ধ হয়, এরূপ দেখা গিয়াছে; এই অবস্থায় মাখন অত্যন্ত উপকারী। তৎক্ষণাৎ মাখন লাগাইবে; মাখনের অভাবে তিলতৈল, সরিষার তৈল বা নারিকেল তৈল লাগাইবে। জিহ্বার সাধারণ ঘায়ে ভেড়ার দুগ্ধ অতি উপকারী; ২।৪

দিনের বেশী লাগাইতে হয় না। ভেড়ার দুধ অপেক্ষা গাধার দুধ আরও অধিক উপকারী, গাধার দুধ উপর্য্যুপরি ২।৩ বার প্রয়োগ করিলেই ঘা সারিয়া যায়। জিহ্বায় কণ্ডু উৎপন্ন হইলে বা তাহা পাকিলে মালতী বা চামেলী-পাতা কিংবা ফুল বাটিয়া লাগাইবে, অথবা ঐ পাতা সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিতে দিবে।

তালুরোগ-চিকিৎসা

গলশুণ্ডীর লক্ষণ—শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ তালুমূলে দীর্ঘাকৃতি অথচ বায়ুপূর্ণ চামড়ার পুঁটুলীর ন্যায় বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস প্রকাশ পায়।

তুণ্ডিকেরীর লক্ষণ—শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ বন-কার্পাসের ফলের ন্যায় যে স্থূল শোথ জন্মে, তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। এই রোগে শোথে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয় ও শোথ পাকে।

অধ্রুষরোগের লক্ষণ—রক্তদোষবশতঃ তালুমূলে অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ অথচ স্তব্ধ শোথ জন্মিলে তাহাকে অধ্রুষ কহে। এই রোগে রোগীর জ্বর হয়।

কচ্ছপরোগের লক্ষণ—শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ তালুমূলে বেদনাবিহীন, কচ্ছপের আকৃতিবিশিষ্ট অথচ মধ্যে উচ্চ ও প্রান্তে নত শোথ দীর্ঘকালে (আস্তে-আস্তে) উৎপন্ন হইলে তাহাকে কচ্ছপরোগ কহে।

তাম্রর্ব্বুদরোগের লক্ষণ—তালুমূলে পদ্মের কেশরের ন্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদের লক্ষণ-বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে তাম্রর্ব্বুদ কহে।

মাংসসঙ্ঘাতের লক্ষণ—শ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ তালুমূলে বেদনাবিহীন মাংস সঞ্চিত হইলে তাহাকে মাংসসঙ্ঘাত কহে।

তালুপুপ্পুটরোগের লক্ষণ—শ্লেষ্মা এবং মেদ বর্দ্ধিত হইয়া তালুমূলে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, বেদনাহীন অথচ স্থায়ী যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে।

তালুশোষের লক্ষণ—বায়ুর প্রকোপবশতঃ তালুমূলে শোষ (শুষ্কতা) ও বিদীর্ণবৎ বেদনা এবং রোগীর শ্বাস উপস্থিত হইলে তাহাকে তালুশোষ কহে।

তালু-পাক—পিত্তের প্রকোপবশতঃ তালু পাকিলে তাহাকে তালু-পাক কহে।

অসাধ্য লক্ষণ—তাল্বর্ব্বুদরোগ অসাধ্য।

তালুরোগ-চিকিৎসা-বিধি

সর্ব্বপ্রকার তালুরোগে বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কট্কী ও নিম-ছালের দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই জল দ্বারা কুলি করিতে দিবে। কুলি করার পর দন্তবেষ্টরোগোক্ত স্বল্পখদিরবটিকা মুখে রাখিতে দিবে এবং দন্তবেষ্ট-রোগোক্ত পটোলাদিক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। ঐসকল তালু-রোগে ক্বাথজলের কুলি ও স্বল্পখদিরবটিকা প্রয়োগ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে দন্তবেষ্ট-রোগোক্ত সপ্তচ্ছদাদিক্বাথ পান এবং ৫৯৭ পৃষ্ঠোক্ত চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ সেবন করিতে দিবে। তালুশোষরোগে দশমূলক্বাথ (৭৫ পৃষ্ঠোক্ত) এবং চতুর্ম্মুখরস (৬০ পৃষ্ঠোক্ত) সেবন করাইবে এবং ত্রিফলার জল দ্বারা রোগীকে কবল করিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে কিংবা ঔষধ-প্রয়োগে রোগের উপশম না হইলে দন্তবেষ্টরোগোক্ত রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। পিতা-মাতার ফিরঙ্গ-বিষ সন্তানে সংক্রামিত হইলে গলশুণ্ডীর লক্ষণ প্রকাশ পায়, সন্তানের তালু অত্যন্ত কোমল হয়; তালু টিপিলে তুল্‌তুল্‌ করে, এই অবস্থায় রসেন্দ্রবটী মহোপকারী। অবস্থাভেদে ফিরঙ্গরোগোক্ত স্বর্ণলৌহাদি-ঘটিত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

গলরোগ-চিকিৎসা

বাতিক রোহিণীর লক্ষণ—অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ কণ্ঠনালী-রোধকারী মাংসাঙ্কুর জিহ্বার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর বায়ুজনিত উপসর্গ (স্তব্ধতা প্রভৃতি) উপস্থিত হইলে তাহাকে বাতিক রোহিণী কহে।

পৈত্তিক রোহিণীর লক্ষণ—পৈত্তিক রোহিণীরোগে জিহ্বামূলে শীঘ্র মাংসাঙ্কুর উদ্গত হয় ও পাকে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও রোগীর তীব্র জ্বর হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক রোহিণীর লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক রোহিণীরোগে জিহ্বামূলে-গুরু ও স্থির মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং অল্প পাকে ও তদ্দ্বারা কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক রোহিণীর লক্ষণ—সান্নিপাতিক রোহিণী-রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক—এই ত্রিবিধ রোহিণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মাংসাঙ্কুরের মূলভাগ পাকে। ইহা অসাধ্য।

রক্তজরোহিণীর লক্ষণ—এই রোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা আবৃত হয় এবং পৈত্তিক রোহিণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা সাধ্য।

রোহিণীরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—রক্তজরোহিণী সাধ্য। শ্লৈষ্মিক রোহিণীরোগে তিনদিনের মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণীতে পাঁচ-দিনের মধ্যে, বাতিক রোহিণীতে সাতদিনের মধ্যে এবং সান্নিপাতিক রোহিণী-রোগে সদ্য রোগীর জীবন বিনষ্ট হয়।

কণ্ঠশালুকের লক্ষণ—কফের প্রকোপবশতঃ গলনালীমধ্যে কুলের আঠির ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং কাঁচা ও শূয়ার ন্যায় খরস্পর্শ অথচ বেদনা-জনক অচল গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে, এই রোগ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না।

অধিজিহ্বকরোগের লক্ষণ—কফের প্রকোপ ও রক্তদোষ-বশতঃ জিহ্বার উপরে জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় আকারবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। ইহা পাকিলে আরোগ্য হয় না।

বলয়রোগের লক্ষণ—বলয়রোগে কফের প্রকোপবশতঃ কণ্ঠ-নালীতে বিস্তৃত ও উচ্চ শোথ উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা অন্নবহা-নালী অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য।

বলাসরোগের লক্ষণ—বায়ু ও কফের প্রকোপবশতঃ গল-নালীতে বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে এবং রোগীর হৃদয়ে ছেদনবৎ বেদনা ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহাকে বলাস কহে। এই রোগ অসাধ্য।

একবৃন্দরোগের লক্ষণ—কফের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গলনালীর অভ্যন্তরে উন্নত অথচ গোলাকার এবং দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট, অপাকী, গুরু এবং কঠিন শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে একবৃন্দ কহে।

বৃন্দরোগের লক্ষণ—বৃন্দরোগে পিত্তের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ উন্নত, গোলাকার এবং অত্যন্ত দাহবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় ও তজ্জন্য রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শতঘ্নীরোগের লক্ষণ—বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ গলনালীমধ্যে বর্ত্তির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কঠিন অথচ কণ্ঠরোধকারী শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতজাদি নানাবিধ বেদনা থাকিলে ও ঐ শোথ মাংসাঙ্কুর দ্বারা আবৃত হইলে তাহাকে শতঘ্নীরোগ কহে। এই শোথ কণ্টকাবৃত শতঘ্নীনাম্নী শিলার ন্যায় হয় বলিয়া উহা শতঘ্নী-নামে অভিহিত হয়। এই রোগ প্রাণনাশক।

শিলায়ুরোগের লক্ষণ—এই রোগে কফের প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গলনালীমধ্যে আমলকীর আঠির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অচল ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং ভক্ষিতদ্রব্য যেন কণ্ঠনালীতে সংলগ্ন রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। এই রোগ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না।

গলবিদ্রধির লক্ষণ—বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ সমস্ত গলদেশ ব্যাপিয়া শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতজাদি নানাবিধ বেদনা থাকিলে তাহাকে গলবিদ্রধি কহে।

গলৌঘরোগের লক্ষণ—শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গলদেশে কণ্ঠরোধকারী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধাদায়ক বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে তাহাকে গলৌঘ কহে।

স্বরঘ্নরোগের লক্ষণ—বায়ুর প্রকোপবশতঃ রোগীর অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ, সর্ব্বদা শ্বাস-ত্যাগ, কণ্ঠ শুষ্ক ও স্বরভঙ্গ হয় এবং আহার্য্য দ্রব্য গিলিবার ক্ষমতা থাকে না, পরন্তু বায়ুবহা স্রোতঃসমূহ শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, ইহাকে স্বরঘ্ন কহে।

মাংসতানরোগের লক্ষণ—বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ গলদেশে বিস্তৃত, লম্বমান ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া

কণ্ঠরোধ করিলে তাহাকে মাংসতানরোগ কহে। এই রোগে রোগীর জীবন নষ্ট হয়।

বিদারীরোগের লক্ষণ—পিত্তের প্রকোপবশতঃ গলায় ও মুখে তাম্রবর্ণ এবং দাহ ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে ও তাহা হইতে দুর্গন্ধ পচা-মাংস খসিয়া পড়িলে তাহাকে বিদারী কহে। রোগী সর্ব্বদা যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই পার্শ্বে এই রোগ জন্মে।

অসাধ্য লক্ষণ—স্বরঘ্ন, বলয়, বৃন্দ, বলাস, বিদারী, গলৌঘ, মাংস-তান, শতঘ্নী ও সান্নিপাতিক রোহিণী অসাধ্য।

গলরোগ-চিকিৎসা-বিধি

গলনালী বা কণ্ঠনালীর রোগ মুখ-গহ্বরে উৎপন্ন হয়, এই কারণে ঐ রোগ মুখরোগমধ্যে পরিগণিত। গলরোগ সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার; যথা—পাঁচপ্রকার রোহিণী, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, শিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান ও বিদারী। এই অষ্টাদশ প্রকার কণ্ঠরোগের মধ্যে রোহিণীনামক পাঁচপ্রকার কণ্ঠরোগ প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া উৎপাদন করে। ওষ্ঠাদি মুখ-রোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, অষ্টাদশ প্রকার গলরোগও সেই কারণে উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ পাঁচপ্রকার রোহিণী ও ত্রয়োদশ প্রকার অন্যান্য গলরোগের উৎপত্তির নিদান একই, কিন্তু রোহিণী ও অন্যান্য কণ্ঠরোগের সম্প্রাপ্তি পৃথক্। সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দধি, দুগ্ধ ও মাষকলাই প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক-দ্রব্য-সেবনে শ্লেষ্মা অতিশয় প্রকুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ু ও পিত্তের সহযোগে ত্রয়োদশ প্রকার কণ্ঠরোগ উৎপাদন করে। ত্রয়োদশ প্রকার কণ্ঠরোগে দোষ-ত্রয় গলদেশস্থ রক্ত বা মাংসকে আশ্রয় ও দূষিত করিয়া রোগোৎপাদন করে না, কিন্তু পাঁচপ্রকার রোহিণীরোগে দোষত্রয় গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় ও দূষিত করিয়া রোগোৎপাদন করে, এই কারণে পাঁচপ্রকার রোহিণীরোগ অসাধ্য। রোহিণীরোগে দোষত্রয় রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে মাংসখণ্ড উৎপাদন করে, তদ্দ্বারা কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। এতদ্ব্যতীত ত্রয়োদশ প্রকার কণ্ঠরোগের মধ্যে কয়েকপ্রকার অসাধ্য। অধি-

জিহ্বরোগ পাকিলে অসাধ্য হয়, বলয়রোগে অন্নবহা-নালী অবরুদ্ধ হয়, এইজন্য উহা অসাধ্য। এইরূপ বলাস, শতঘ্নী ও মাংসতানরোগ অসাধ্য। অপর কয়েকটি রোগ শস্ত্রক্রিয়া-সাধ্য, অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না। যেমন—কণ্ঠশালূক, শিলায়ু ও গলবিদ্রধি। বিদ্রধি অনেক প্রকার; তাহার লক্ষণ ও চিকিৎসা বিদ্রধিরোগে উক্ত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত দন্তবিদ্রধি দন্তরোগে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট রোগ গলায় উৎপন্ন হইলে তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। কণ্ঠরোগে গলনালী অবরুদ্ধ হইলে রোগী আহার্য্য-দ্রব্য গিলিতে পারে না ও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোহিণীরোগ অসাধ্য হইলেও প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিলে কোন-কোনটি আরোগ্যও হয়, সুতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। সর্ব্বপ্রকার রোহিণীরোগেই রক্তমোক্ষণ ও কবলগ্রহণ উপকারী। রক্তমোক্ষণের পর বাতিক রোহিণীরোগে সৈন্ধবচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও ঈষৎ উষ্ণ তিলতৈলের দ্বারা কুলি করিতে দিবে। পৈত্তিক রোহিণীতে রক্তমোক্ষণের পর রোগস্থানে রক্তচন্দনচূর্ণ, চিনি ও মধুসহযোগে ঘর্ষণ করিবে এবং কিস্‌মিস্‌ ও পরূষফল দ্বারা ক্বাথ করিয়া কুলি করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক রোহিণীতে রক্তমোক্ষণের পর গৃহধূম (ঝুল) এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং শ্বেত-অপরাজিতার শোধিত মূল, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথজলে কুলি করিতে দিবে। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে কটুকাদ্যক্বাথ, কটুকাদ্যচূর্ণ ও রসেন্দ্রবটী সেবন করিতে দিবে। রোহিণীরোগে দশমূলক্বাথ ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগ করিলেও বেশ উপকার হয়।

কণ্ঠশালূকরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটুকী ও নিমছালের ক্বাথ দ্বারা কবল এবং দশমূলক্বাথ, কটুকাদ্যক্বাথ, কটুকাদ্য-চূর্ণ ও রসেন্দ্রবটী—এইসকল ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য গলরোগেরও এইপ্রকার চিকিৎসা করিবে। গলবিদ্রধি প্রভৃতি পাকিলে পক্ক-ব্রণের ন্যায় ছেদভেদাদি করিবে ও এইসকল ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। অবস্থাবিশেষে বসন্তরোগোক্ত অমৃতাদি, খদিরাদি বা নিম্বাদিক্বাথও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কণ্ঠনালীর সাধারণ প্রদাহ উপস্থিত হইলে উষ্ণ আদার রসে কুলি করা প্রশস্ত। ক্ষত হইলে বসন্তরোগোক্ত নিম্বাদিকাথ বা খদিরাষ্টককাথ দ্বারা কুলি করার ও ঐ কাথ পান করিবার ব্যবস্থা করিবে। জাতি বা মালতীপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা কুলি করিলেও উপকার হয়। যবক্ষার, চই, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল—এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া জল বা গোমূত্রসহযোগে বটিকা করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলেও উপকার দর্শে।

ফিরঙ্গরোগে কণ্ঠনালীতে বা টাকরায় ঘা হইতে পারে। এই অবস্থায় উক্ত কবল ও কাথ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া সাময়িক উপকার হইলেও ফিরঙ্গ-বিষ এককালে বিনষ্ট হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় ফিরঙ্গরোগোক্ত মশলার জল প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

গলরোগে ঔষধ

কটুকাদ্যকাথ—গলরোগের বা কণ্ঠরোগের যে কোন অবস্থায় এই কাথ পান করিতে দিবে। একবেলা এই কাথ ও অপর বেলা অমৃতাদি বা খদিরাষ্টককাথ পান করাইবে।

কটুকাদ্যকাথ। কট্‌কী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব; এই সমস্ত সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

কটুকাদিচূর্ণ—গলরোগের বা কণ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ মধ্যাহ্নে প্রয়োগ করিবে। অনুপান—নিমছালের রস বা কাথ।

কটুকাদিচূর্ণ। কট্‌কী, কিস্‌মিস্‌, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, আকনাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও চই; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে।

রসেন্দ্রবটী—গলরোগের যে-কোন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

রসেন্দ্রবটী। প্রস্তুতবিধি ১১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বসররোগ-চিকিৎসা

বাতিক সর্ব্বসররোগের লক্ষণ—এই রোগে রোগীর মুখের সপ্ত অবয়ব ব্যাপিয়া সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়।

পৈত্তিক সর্ব্বসররোগের লক্ষণ—এই রোগে মুখের সপ্তাবয়ব ব্যাপিয়া রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহবিশিষ্ট অল্প স্ফোটক জন্মে।

শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসররোগের লক্ষণ—এই রোগে রোগীর মুখের সপ্তাঙ্গ ব্যাপিয়া শরীরের সমান বর্ণ ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট অথচ কণ্ডুযুক্ত স্ফোটক জন্মে।

সর্ব্বসররোগ-চিকিৎসা-বিধি

অন্যান্য মুখরোগ যে-যে কারণে জন্মে, সর্ব্বসররোগও সেই-সেই কারণে জন্মে। দধি, দুগ্ধ ও অম্লদ্রব্যাদির সেবনে সর্ব্বসররোগ উৎপন্ন হয়।

ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, দন্তমূল, জিহ্বা, তালু ও গলনালী—এই সপ্তাঙ্গের রোগকে মুখরোগ বলা যায়। ওষ্ঠাদি সপ্ত অবয়বের লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্-পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ওষ্ঠাদি সপ্তাঙ্গ একসময়ে রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে সর্ব্বসররোগ কহে। সর্ব্বসররোগ তিন প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক।

সর্ব্বসররোগে দাস্ত পরিষ্কার রাখা অতীব প্রয়োজন। এইজন্য নিমছালের কাথসহ তেউড়ীচূর্ণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জিহ্বা ও গলদেশ ব্যাপিয়া স্ফোটক উৎপন্ন হইলে কচি পলতা ও নিম, জাম, আম এবং মালতীর (চামেলীর) কচি পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা মুখ ধৌত করিতে দিবে। ইহাতে স্ফোটক পাকিবার আশঙ্কা থাকে না, পরন্তু পাকিলেও তাহা সংশোধিত হইয়া শুষ্ক হয়। মুখাভ্যন্তরে নালী বা ক্ষত হইলে দারুহরিদ্রার কাথ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং দন্তবেষ্টরোগোক্ত সপ্তচ্ছদাদিকাথ-পান ও রসেন্দ্রবটী সেবন করিতে দিবে। খদিরাষ্টককাথ-প্রয়োগেও অসাধারণ উপকার দর্শে। জাতি বা মালতীপাতা বাটিয়া লাগাইলে বা চর্ব্বণ করিলেও মুখের পাক বা ঘা নষ্ট হয়।

মুখরোগে পথ্যাপথ্য

পথ্য—বার্লি, যবের ছাতু, মুগের ও কুলথিকলাইয়ের ডাল, জঙ্গলজাত প্রাণীর মাংসের যুষ, পাঁঠার ও মুরগীর মাংস, সরপুঁটিমাছ, মাগুরমাছ, করলা, উচ্ছে, বেতাগ্র, কচি-নিমপাতা বা হিঞ্চার শুক্ত, পটোল, আলু, থোড়, মোচা, কাঁচকলা, ঝিঙ্গে, বরবটী, শিম, মূলা এবং অন্যান্য কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের ব্যঞ্জন এবং পুরাতন আমনধান্যের তণ্ডুলের অন্ন এই রোগে সুপথ্য; ব্যঞ্জন ঘৃতে সাঁতলান হইলেই ভাল হয়। মুখরোগে দুগ্ধ সুপথ্য নহে, কিন্তু সময় সময় মুখরোগ অর্থাৎ কণ্ঠনালীর ক্ষত এবং জিহ্বার ক্ষত প্রভৃতি এত প্রবল হয় যে, তজ্জন্য রোগীর অন্নাহার করিবার বা আহার্য্য-দ্রব্য চর্ব্বণ করিবার ও গিলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না, সুতরাং তখন নিরুপায় হইয়া একমাত্র দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্নাহারের শক্তি হইলে দুধ বা দুধ-বার্লি পান করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে নবজ্বরের ন্যায় পথ্য দিবে। দাঁত নড়িলে কিংবা দন্তরোগ বা দন্তবেষ্টরোগে গরমজল পান করিতে দিবে, অন্যান্য মুখরোগে ঠাণ্ডা-জলে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তাহা পানের ব্যবস্থা করিবে।

অপথ্য—অম্লদ্রব্য, মাগুর ব্যতীত অন্য মৎস্য, সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষ, কঠিন এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক-দ্রব্যভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে মুখরোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগোৎপাদক এই সকল কারণ পরিবর্জ্জন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, নচেৎ রোগোপশমের আশা করা বৃথা। মুখরোগে স্নান এবং দন্ত ও দন্তবেষ্টরোগে দাঁতনকাঠি দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করা এবং মাংসের যূষ ব্যতীত মাংসাহার ও কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা

(স্ত্রীজননেন্দ্রিয়)

কামাদ্রি, ভগ, ভগদ্বার, ভগাঙ্কুর, ভগৌষ্ঠ, যোনি, যোনিমুখ, মূত্রনালী, জরায়ু ও ডিম্বাশয়, এই কয়েকটির সমষ্টিতে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অবয়ব গঠিত। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অবস্থান—আকৃতি ও ক্রিয়া প্রভৃতি বুঝাইবার নিমিত্ত উহাকে

দুই অংশে বিভক্ত ও দুই নামে অভিহিত করা যায়—বহির্ভাগ বাহ্যজননেন্দ্রিয় ও অন্তর্ভাগ অন্তর্জ্জননেন্দ্রিয়।

বাহ্যজননেন্দ্রিয়—কামাদ্রি, ভগ, ভগাঙ্কুর, বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়, মূত্রনালী, সতীচ্ছদ ও যোনি—ইহারা বাহ্যজননেন্দ্রিয় নামে অভিহিত।

অন্তর্জ্জননেন্দ্রিয়—ডিম্বাশয়, জরায়ু এবং জরায়ুর উর্দ্ধাংশে অবস্থিত নালীদ্বয় অন্তর্জ্জননেন্দ্রিয়-নামে অভিহিত।

কামাদ্রি—ভগদ্বারের উর্দ্ধাংশ কামাদ্রি-নামে অভিহিত। ইহা পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত, এইস্থানে যৌবনকালে লোম উদ্গত হয়।

যোনি—বাহ্য স্ত্রী-চিহ্ন বা ভগ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত ক্রমপ্রসরণশীল ছিদ্র যোনি-নামে অভিহিত। এই ছিদ্রের বহির্দ্বারকে ভগদ্বার বা যোনিদ্বার কহে।

বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়—ইহা ভগদ্বারের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। ভগের দুইধার দিয়া যে দুইটি চর্ম্মের ভাঁজ গিয়াছে, তাহাই বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়-নামে অভিহিত। ইহার উপরে অল্প লোম উঠে। সুস্থকায়া যুবতীদিগের বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়, কিন্তু বৃদ্ধা ও ক্ষীণা স্ত্রীদিগের শিথিল।

ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয়—ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ভাঁজ দ্বারা নির্ম্মিত ও বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। দুই দিকের ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় যোনিলিঙ্গ অর্থাৎ ভগাঙ্কুরের সম্মুখে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বাল্যকালে ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ভগাঙ্কুর—সম্মুখে বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় যেস্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহার সন্নিকটে ভগাঙ্কুর বা যোনিলিঙ্গ অবস্থিত। ইহা দেখিতে কিয়দংশে পুংজননেন্দ্রিয়ের ন্যায়।

মূত্রনালী—যোনিমুখে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে একটি রজ্জুর ন্যায় মূত্রনালী অবস্থিত। মূত্রনালীর নিম্নে যোনিদ্বার বা যোনিমুখ।

যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ—বাল্যকালে যোনিমুখ একটি পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাকে যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ কহে সচরাচর পুরুষ-সংসর্গ দ্বারা ইহা ছিন্ন হয় এবং প্রসবের পর ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু কাহারও-কাহারও উহা কাটিয়া দিতে হয়, নচেৎ পুরুষ-সহবাস করিতে পারে না।

জরায়ু—ইহাই গর্ভাশয়। ইহা পেয়ারা বা পেঁপের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট এবং বস্তিদেশে মূত্রাশয় অর্থাৎ ব্লাডার ও সরলান্ত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব-সংযোগে এই যন্ত্রের মধ্যে ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়।

ডিম্বাশয় বা অণ্ডাশয়—জরায়ুর দুই পার্শ্বে দুইটি অণ্ডাশয় আছে, ইহারা দেখিতে ডিম্বের ন্যায়। ঋতুকালে ইহার আকার বর্দ্ধিত হয়, পরন্তু গর্ভাবস্থায় ইহা প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে।

যোনি ও ভগ—যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ যেস্থানে অবস্থিত, তাহাই যোনিমুখ, উহার উর্দ্ধাংশ যোনিদ্বার বা ভগদ্বার-নামে অভিহিত। যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ ছিন্ন হইলে যোনিমুখ ও ভগদ্বার বা যোনিদ্বার মিলিত হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ

উদাবর্ত্তার লক্ষণ—যোনি হইতে ফেনাবিশিষ্ট রক্ত অতিশয় কষ্টের সহিত নির্গত হইলে তাহাকে উদাবর্ত্তা কহে।

বন্ধ্যার লক্ষণ—আর্ত্তব নষ্ট হইলে সন্তান উৎপন্ন হয় না, ইহার নাম বন্ধ্যা।

বিপ্লুতার লক্ষণ—যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকিলে তাহাকে বিপ্লুতা কহে।

পরিপ্লুতার লক্ষণ—মৈথুনকালে যোনিতে বেদনা হইলে তাহাকে পরিপ্লুতা কহে।

বাতলার লক্ষণ—এই রোগে যোনি কর্কশ, স্তব্ধ এবং যোনিতে শূল ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয়। উক্ত চারিপ্রকার যোনিরোগেও যোনিতে বেদনা হয়, কিন্তু এই রোগে বেদনা বেশী হইয়া থাকে।

লোহিতক্ষয়ার লক্ষণ—এই রোগে যোনি হইতে জ্বালার সহিত রক্ত নির্গত হয়।

প্রস্রংসিনীর লক্ষণ—এই রোগে যোনি স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া পতিত ও সঞ্চালিত হয় বলিয়া রোগিণী অতিকষ্টে সন্তান প্রসব করে।

বামিনীর লক্ষণ—এই রোগে যোনি হইতে বায়ুর সহিত রক্ত-মিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়।

পুত্রঘ্নীর লক্ষণ—এই রোগে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু রক্তস্রাব হইয়া তাহা পাত হয়।

পিত্তলার লক্ষণ—এই রোগে যোনিতে অত্যন্ত দাহ হয় ও যোনি পাকে এবং রোগিণীর অত্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে। উক্ত লোহিতক্ষয়াদি চারিপ্রকার যোনিরোগও পৈত্তিক-লক্ষণ-যুক্ত।

অত্যানন্দার লক্ষণ—এই রোগে আক্রান্তা রমণী মৈথুনে সন্তোষ-লাভ করে না।

কর্ণিনীর লক্ষণ—শ্লেষ্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ যোনিতে মাংস-গ্রন্থি জন্মিলে তাহাকে কর্ণিনী কহে।

অচরণার লক্ষণ—মৈথুনের সময়ে পুরুষের শুক্রপতনের পূর্ব্বে স্ত্রীর রজোনির্গম হইলে তাহাকে অচরণাযোনি কহে। এই যোনি-বীজ বা শুক্র-গ্রহণে অসমর্থা।

অতিচরণার লক্ষণ—এই রোগে যোনিতে শ্লেষ্মজনিত কণ্ডু উৎপন্ন হয় বলিয়া স্ত্রী অতিশয় মৈথুনপ্রিয়া হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মলার লক্ষণ—এই রোগে যোনি পিচ্ছিল কণ্ডুযুক্ত ও শীতল হয়। অত্যানন্দা হইতে অতিচরণা পর্য্যন্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও শ্লেষ্মার প্রকোপ বর্ত্তমান থাকে।

ষণ্ডীর লক্ষণ—এই রোগে আক্রান্তা স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অল্প উদ্গত হয় এবং মৈথুনকালে যোনি কর্কশ বোধ হয়।

অণ্ডিনীর লক্ষণ—বালিকার সূক্ষ্মছিদ্র যোনির মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থূলশিশ্ন প্রবিষ্ট করাইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগে যোনি অণ্ডের ন্যায় লম্বমানা হয় বলিয়া ইহাকে অণ্ডিনী কহে।

বিবৃতার লক্ষণ—বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে বিবৃতা কহে।

সূচীবক্ত্রার লক্ষণ—সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে সূচীবক্ত্রা কহে।

সান্নিপাতিক যোনিরোগের লক্ষণ—এই যোনিরোগ ত্রিদোষের প্রকোপ হইতে উদ্ভূত ও ত্রিদোষের লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়।

ষণ্ডী হইতে সূচীবক্ত্রা পর্য্যন্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও ত্রিদোষের প্রকোপলক্ষণ প্রকাশ পায়।

যোনিরোগের অসাধ্য লক্ষণ—ষণ্ডী হইতে সান্নিপাতিক পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকার যোনিরোগ অসাধ্য।

যোনিকন্দ

বাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ—বাতিক যোনিকন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ এবং ফাটা দৃষ্ট হয়।

পৈত্তিক যোনিকন্দের লক্ষণ—পৈত্তিক যোনিকন্দ রক্তবর্ণ ও দাহবিশিষ্ট হয় এবং রোগিণীর জ্বর হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক যোনিকন্দের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক যোনিকন্দ তিল বা অতসীপুষ্পের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ—ত্রিদোষোৎপন্ন যোনিকন্দে ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

প্রদর

প্রদরের সামান্য লক্ষণ—সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগেই শরীরে ব্যথা হয় এবং বেদনার সহিত যোনিদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

বাতিক প্রদরের লক্ষণ—বাতিক প্রদরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনার সহিত রুক্ষ, লোহিতবর্ণ এবং মাংসধৌত জলের ন্যায় অথচ অল্পফেনাযুক্ত রক্তস্রাব হয়।

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ—পৈত্তিক প্রদরে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট উষ্ণরক্তের দাহ প্রভৃতি উপসর্গ ও পৈত্তিক বেদনার সহিত পুনঃপুনঃ স্রাব হয়।

শ্লৈষ্মিক প্রদরের লক্ষণ—শ্লৈষ্মিক প্রদরে পিচ্ছিল, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও ধান্য-ধৌত জলের ন্যায় অথচ অপক্করসযুক্ত রক্ত-স্রাব হয়।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ—সান্নিপাতিক প্রদরে মধু, ঘৃত, হরিতাল অথবা মজ্জার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ নানাবর্ণের অথচ শবগন্ধি ও স্নেহযুক্ত রক্তস্রাব হয়। এই রোগ অসাধ্য।

প্রদরের অসাধ্য লক্ষণ—প্রদররোগাক্রান্তা স্ত্রীর সর্ব্বদা রক্তস্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বরদুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহার রোগ অসাধ্য।

শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া

শ্বেতপ্রদর স্বতন্ত্র রোগ নহে, রক্তপ্রদর দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের যন্ত্রসকলের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী বা আবরণের কোন অংশ হইতে শ্লেষ্মা, রস বা পুঁযসংযুক্ত ক্লেদ যোনিদ্বার হইতে বহির্গত হয়, শ্বেত বা শুক্লবর্ণ স্রাব নির্গত হয় বলিয়া ইহাকে শ্বেতপ্রদর কহে। ইহা যোনিরোগমধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ ভগ, যোনি, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের পীড়ার লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়, ঐসকল যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা আবরক পর্দ্দায় ক্ষত হইলে তাহা হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। নানাকারণে শ্বেতপ্রদর উৎপন্ন হইতে পারে; রজঃ দূষিত হইলে যেমন রক্তপ্রদর জন্মে, ইহাও তদ্রূপ রক্তদুষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, আবার রজোদুষ্টির কারণ হইতেও এই রোগ প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত গর্ভপাত, জননেন্দ্রিয় ধৌত বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করা, ঋতুকালে সঙ্গম, সাধ্যাতীত সঙ্গম, রক্তদোষ, গনোরিয়া, বিরুদ্ধ আহার-বিহার বা স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি নানাকারণে এই রোগ জন্মে। কাহারও বা প্রথমতঃ রক্তপ্রদর হইয়া ঐসকল যন্ত্রে ক্ষত হয় এবং তাহা হইতে পুঁযের ন্যায় স্রাব হয়। আবার কাহারও বা স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু রোগ নানাকারণে উৎপন্ন হইলেও দুইটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিলেই চিকিৎসা চলিতে পারে; স্থানিক অর্থাৎ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা ও রজোদুষ্টির চিকিৎসা। রজঃ দূষিত হইয়া ক্ষত হইলে আর্ত্তব-শুদ্ধিকর ঔষধ ও যোনিরন্ধ্রে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলেই রোগ প্রশমিত হয়। স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু বা পিতামাতার গনোরিয়া সন্তানে সংক্রামিত হইলে বালিকাদেরও কখন-কখন এই রোগ

জন্মিয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক প্রদরও শ্বেতপ্রদর নামে অভিহিত হয়, কারণ শ্বেতবর্ণ স্রাব শ্লৈষ্মিক প্রদরেও হইয়া থাকে।

বাধক

রক্তমাদ্রী বাধকের লক্ষণ—এই রোগাক্রান্তা স্ত্রীর কোমরে, নাভির নিম্নে ও স্তনদ্বয়ে বেদনা হয় এবং একমাস বা দুইমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ রমণীর গর্ভ-সঞ্চার হয় না।

ষষ্ঠী-বাধকের লক্ষণ—এই রোগে আক্রান্তা রমণীর চক্ষু ও হাত-পা বিশেষতঃ যোনিতে জ্বালা উপস্থিত হয় এবং মাসে দুইবার করিয়া ঋতু হয়, পরন্তু ঐ স্রাব লালামিশ্রিত অথচ মলিন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অঙ্কুরবাধকের লক্ষণ—এই রোগে আক্রান্তা রমণীর দেহের গুরুতা অর্থাৎ ভারবোধ, অধিক রক্তস্রাব ও তজ্জন্য গ্লানিবোধ, নাভির নিম্নে বেদনা এবং হাতে-পায়ে জ্বালা ও শরীর কৃশ হয়, পরন্তু তিন-চারি মাস পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকে।

জলকুমার বাধকের লক্ষণ—এই রোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভ সঞ্চার হয়, কিন্তু গর্ভাবস্থায় উদরে বেদনা, দেহ শীর্ণ ও রক্তহীন হয় এবং গর্ভপাত হয়, পরন্তু রোগিণীর শরীর কৃশ ও স্তনদ্বয় স্থূল, ভারবিশিষ্ট এবং বহুকাল পরে ঋতু হয় ও ঋতুকালে অল্প স্রাব হইয়া থাকে।

বাধকের কারণ ও সামান্য লক্ষণ—গর্ভপাত এবং ধাতুক্ষয়াদি নানাকারণে বাধক জন্মে, বাধকরোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভসঞ্চার হয় না অথবা কচিৎ হইলেও গর্ভপাত হইয়া থাকে, বাধকের ইহাই প্রধান লক্ষণ।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা-বিধি

স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতির আকারগত অনেক সৌসাদৃশ্যসত্ত্বেও কোন-কোন বিষয়ে প্রভেদ বিদ্যমান, তজ্জন্য এমন কতকগুলি রোগ আছে, যাহা কেবল-মাত্র পুরুষেরই হয়, স্ত্রীলোকের হয় না এবং যাহা কেবল স্ত্রীলোকেরই হয়, পুরুষের হয় না। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ স্ত্রীদিগেরই হয়, পুরুষের হয় না;

আবার পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ পুরুষেরই হয়, স্ত্রীদিগের হয় না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই স্তন আছে, কিন্তু পুরুষের স্তনরোগ হয় না। স্ত্রীদিগের প্রত্যেক মাসে ঋতুস্রাব হয় বলিয়া মেহ হয় না, তৎসহধর্ম্মী শ্বেতপ্রদর হয়, কিন্তু বিষাক্তমেহ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের এই প্রকার প্রভেদবশতঃ স্ত্রীরোগ ও তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র।

আর্ত্তব—শুক্র পুরুষের বীজ এবং আর্ত্তব স্ত্রীলোকের বীজ, এই উভয় বীজ মিলিত হইলে সন্তান জন্মে। পুরুষের শুক্রে যেমন জীবাণু থাকে, স্ত্রীলোকের আর্ত্তবেও তদ্রূপ জীবাণু থাকে। শুক্র এবং আর্ত্তব দূষিত না হইলে তন্মধ্যস্থ জীবাণু স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা বলবান্ ও সুস্থ সন্তান জন্মে, কিন্তু কোন-একটি অসুস্থ, পীড়িত বা নিস্তেজ হইলে তদ্দ্বারা জাত সন্তানও পীড়িত ও নিস্তেজ হয়, এইজন্যই কুষ্ঠ, ফিরঙ্গ ও বিষাক্তমেহ প্রভৃতি কতকগুলি রোগ পিতামাতার বীজদোষ হইতে সন্তানে সংক্রামিত হইয়া থাকে। বীজের জন্য যেমন ধান্যাদি শস্যসমূহ উৎকৃষ্ট ও সতেজ হওয়া আবশ্যক, অন্যথা ভাল ফসল পাওয়া যায় না, গর্ভাধানের জন্যও তদ্রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজের আবশ্যক। বীজ উৎকৃষ্ট ও সতেজ না হইলে বলিষ্ঠ ও সুস্থ সন্তান জন্মে না, পরন্তু শুক্র ও আর্ত্তব একেবারে জীবনীশক্তিহীন হইলে তদ্দ্বারা গর্ভসঞ্চার পর্য্যন্তও হয় না। এইজন্য শুক্র ও রজঃ দূষিত হইলে তাহা সংশোধিত এবং তন্মধ্যস্থ জীবাণুগুলি অসুস্থ বা মৃত হইলে তাহা সুস্থ বা পুনর্জীবিত করা প্রয়োজন। বন্ধ্যা প্রভৃতি বিংশতিপ্রকার যোনিরোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, রজোঽল্পতা কষ্টরজঃ ও রজোঽধিকরোগ এবং বাধক প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের সমস্ত রোগ এই আর্ত্তবদুষ্টিবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ঐসকল রোগ যে-যে কারণে জন্মে, সেই-সেই কারণেই আর্ত্তব দূষিত হয়। প্রথমতঃ আর্ত্তব দূষিত হইয়া পশ্চাৎ ঐসকল রোগ জন্মে, সুতরাং কেবলমাত্র আবর্ত্তদুষ্টির চিকিৎসা দ্বারা ঐ সমস্ত রোগই আরোগ্য হইতে পারে। পক্ষান্তরে আর্ত্তব দূষিত হইলেই যোনিরোগ, প্রদর অথবা বাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐসকল রোগের চিকিৎসা করিলে আর্ত্তবদুষ্টির চিকিৎসা না করিলেও চলিতে পারে। আহার-বিহারাদির অনিয়মে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও দোষ প্রকুপিত হইয়া আর্ত্তব দূষিত করে এবং পিতামাতার বীজদোষ অর্থাৎ বিষাক্তমেহ ও ফিরঙ্গাদি নানাপ্রকার রক্তদোষ-

জনিত রোগ হইতেও আর্ত্তব দূষিত হয়। প্রথম প্রকারের আবর্ত্তদোষ আহার-বিহারাদির সুব্যবস্থা দ্বারা অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু রক্তদোষ প্রভৃতি কারণে সঞ্জাত আর্ত্তবদুষ্টি সহজে আরোগ্য হয় না। আর্ত্তব, পুষ্প, রজঃ ও ঋতু প্রভৃতি শব্দ একার্থবোধক।

যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া অন্যান্য রোগ উৎপাদন করে, তদ্রূপ উহারা প্রকুপিত হইয়া আর্ত্তব দূষিত করে।

রজোদুষ্টির লক্ষণ—বায়ুর প্রকোপে আর্ত্তব দূষিত হইলে তাহা পাকা জামের ন্যায় নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং স্রাবকালে যোনি ও কোমরে বেদনা হইয়া থাকে। পিত্তের প্রকোপবশতঃ পুষ্প দূষিত হইলে তাহা জবাফুল বা কুসুমফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং আর্ত্তব-নির্গমনকালে জননেন্দ্রিয়ে দাহ ও পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগ—এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লেষ্মার প্রকোপে আর্ত্তব দূষিত হইলে গাঢ় অথচ পিচ্ছিল স্রাব অধিক পরিমাণে নির্গত হয় এবং রোগিণীর দেহের জড়তা, মূত্ররোধ, আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শুদ্ধ রজঃ বা আর্ত্তবের লক্ষণ—মাসান্তে একবার ঋতু বা রক্তস্রাব হইয়া ক্রমাগত পাঁচদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিলে, রক্তস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা না থাকিলে অত্যধিক বা অত্যল্প রক্তস্রাব না হইয়া যথাসম্ভব স্রাব হইলে এবং ঐ রক্ত পিচ্ছিল ও বিবর্ণ না হইয়া অপিচ্ছিল ও শশকের রক্ত বা লাক্ষার বর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইলে তাহাকে বিশুদ্ধার্ত্তব বলা যায়। পঞ্চরাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব হওয়া সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কাহারও-কাহারও ষোলদিন যাবৎ অল্প-অল্প স্রাব হয়। যে আর্ত্তব ঐরূপ লক্ষণযুক্ত হয় এবং কাপড়ে লাগিলেও সেই কাপড় জলে ধৌত করিলে সহজে দাগ উঠে ও জল নির্ম্মল রক্তবর্ণ হয়, তাহাই বিশুদ্ধ আর্ত্তব। আর্ত্তবদুষ্টির চিকিৎসা করিতে হইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা—ইহাদের মধ্যে কোন্ দোষ প্রকুপিত হইয়া আর্ত্তব দূষিত করিয়াছে, অগ্রে তাহাই নিরূপণ করিবে। আর্ত্তব-পরীক্ষার বিধান শাস্ত্রে থাকিলেও পরীক্ষা করিবার নিয়ম আজকাল প্রচলিত নাই, সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই অন্য উপায়ে বাতাদিদোষ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। বেদনা বায়ুর প্রকোপে হয় এবং পিত্তের প্রকোপেও হয়, কিন্তু উভয়ের লক্ষণ স্বতন্ত্র। বায়ুর প্রকোপে শূলানি, দপ্‌দপানি, কন্‌কনানি, অঙ্গমোচড়ানি বা ভাঙ্গিয়া

যাওয়ার মত ব্যথা হয়। আর্ত্তবদুষ্টির প্রথমাবস্থায় ঐরূপ বেদনা যোনি ও কটিতে উপস্থিত হয়, কিন্তু রোগ যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইতে থাকে; পরন্তু অতি পুরাতন হইলে ঐ অবস্থাতে বাতজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি অর্থাৎ বাতব্যাধি উপস্থিত হয়। এইজন্যই প্রদররোগ সাধারণতঃ বাতাধিক ও বাতব্যাধি-পরিণামী। ফলতঃ বায়ুজনিত আর্ত্তবদুষ্টিতে ঐরূপ বেদনা ও স্রাবের অল্পতা ও কৃষ্ণবর্ণতা বা নীলবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রায়শঃ বর্ত্তমান থাকে। আর্ত্তব পিত্তদুষ্ট হইলে শোথ ও প্রদাহ এই দুইটি লক্ষণ থাকিবেই; ইহাতে বাতদুষ্ট আর্ত্তব অপেক্ষা স্রাব কিঞ্চিৎ বেশী হয়, কিন্তু তাহা জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। প্রথমাবস্থায় প্রদাহ প্রায়ই যোনিতে থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ উহা সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়। আবার শ্লেষ্মদুষ্ট আর্ত্তবে স্রাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং ঐ স্রাব গাঢ় ও পিচ্ছিল হয়, পরন্তু রোগিণীর তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশ পায়। এই নিয়মে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়ের কোন্‌টির প্রকোপে আর্ত্তব দূষিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া যোনিরোগ, প্রদর ও বাধকের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

আর্ত্তবদুষ্টি-রোগে স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও চলে, কারণ আর্ত্তব দূষিত হইলে যোনি ও প্রদরাদি-রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আর্ত্তব দূষিত হইলে যোনি ও প্রদররোগোক্ত ঔষধই অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক আবর্ত্তদুষ্টিরোগে নষ্টপুষ্পান্তকরস এবং বৃহৎ শতাবরীঘৃত বা ফলকল্যাণঘৃত প্রয়োগ করিবে উদরাময় না থাকিলে ফলকল্যাণঘৃত, অশোকঘৃত বা কুমারকল্পদ্রুমঘৃত বাত, পিত্ত ও কফ যে-কোন দোষজনিত আর্ত্তবদুষ্টিতে প্রয়োগ করা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রদর ও যোনিরোগোক্ত নানাবিধ যোগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রদররোগে যেসকল যোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা আর্ত্তবদুষ্টিতে প্রয়োগ করা যায়। রক্তস্রাব বেশী হইলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য রক্তাতিসার, রক্তপ্রবাহিকা, রক্তার্শ ও অধোগত রক্তপিত্তোক্ত যে-কোন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ঐসকল ঔষধ কেবল রক্তস্রাবরোধক নহে, পরন্তু রক্তশোধক।

যোনিরোগ—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের রোগ বিংশতি প্রকার। উদাবর্ত্তা, বন্ধ্যা, বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা, বাতলা, লোহিতক্ষয়া, প্রস্রংসিনী বামিনী, পুত্রঘ্নী,

পিত্তলা, অত্যানন্দা, কর্ণিনী, অচরণা, অতিচরণা, শ্লেষ্মলা, ষণ্ডী, অণ্ডিনী, মহতী, সূচীবক্ত্রা ও ত্রিদোষিণী।

ইহাদের মধ্যে উদাবর্ত্তা হইতে বাতলা পর্য্যন্ত পাঁচটি বাতজা, লোহিতক্ষয়া হইতে পিত্তলা পর্য্যন্ত পাঁচটি পিত্তজা, অত্যানন্দা হইতে শ্লেষ্মলা পর্য্যন্ত পাঁচটি কফজা এবং ষণ্ডী হইতে ত্রিদোষিণী পর্য্যন্ত পাঁচটি ত্রিদোষজা। বাতাদিদোষ-ভেদে ইহাদের চিকিৎসা করিবে।

আহার-বিহারাদির অনিয়মে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আর্ত্তবকে দূষিত করিলে অথবা পিতামাতার বীজদোষ বা রক্তদোষ হইতে আর্ত্তব দূষিত হইলে যোনিরোগ জন্মে। ফলতঃ যে কারণেই হউক, আর্ত্তব দূষিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়, তবে আহারাদির অনিয়মে রোগ জন্মিলে তাদৃশ কঠিন হয় না; পরন্তু নিয়মিত আহার-বিহারাদির কল্পনা বা সুব্যবস্থা করিলে অনায়াসে ঐ রোগ সারে। আহারাদির অনিয়মে রোগ জন্মিলে কোন-কোন-স্থলে আর্ত্তবদুষ্টির লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ না পাইতেও পারে; কিন্তু পিতামাতার বীজদোষ বা রক্তদোষবশতঃ অথবা বিষাক্তমেহ ও ফিরঙ্গাদিরোগ হইতে যে যোনিরোগ জন্মে, তাহা অত্যন্ত কঠিন। যাবৎ রক্তদুষ্টি নিবারিত এবং আর্ত্তব সংশোধিত না হয়, তাবৎ রোগ সারে না; পরন্তু পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে। যোনিরোগে সাধারণতঃ সুপথ্যের ও রক্তসংশোধক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। আহারের অনিয়মে রোগ উৎপন্ন হইলে পুষ্টি ও বলকর আহারের ব্যবস্থা করিবে। বিষাক্তমেহ বা ফিরঙ্গরোগবশতঃ ঐ রোগ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাদের লক্ষণ সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ পাইলে সেই সেই রোগনাশক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু উহাদের বিশেষ লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ না পাইলে অথচ পরীক্ষার দ্বারা আর্ত্তবদোষ প্রমাণিত হইলে যোনিরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যোনিরোগ সাধারণতঃ বাতাধিক, সুতরাং বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। বায়ুশান্তিকারক ঔষধ অর্থাৎ ঘৃত, কাথ ও বটিকা-সেবন, যোনিতে প্রলেপ, কাথসেচন ও তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বা তুলা-ধারণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু আজকাল যোনিতে প্রলেপ, কাথ-সেচন ও তৈলসিক্ত তুলা প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় না, কেবল-মাত্র সেবনের জন্য কাথ, বটিকা ও ঘৃতের ব্যবস্থা এবং কচিৎ বস্তি-প্রয়োগ করা হয়। মেহরোগোক্ত বস্তিরোগের প্রণালীমত ত্রিফলার কাথ দ্বারা বস্তি-

প্রয়োগ করিবে। বাতব্যাধিরোগোক্ত ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত এবং বাতনাশক নানাবিধ বটিকা এই রোগে উপকারী। এতদ্ব্যতীত নষ্টপুষ্পান্তকরস, ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত বা কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে যোনিশূল-নিবারণের জন্য বাতশ্লেষ্মনাশক দশমূলকাথ ও যোনিপ্রদাহ-বিনাশের জন্য দাহরোগোক্ত কোন কাথ দ্বারা যোনিপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা এবং সেবনের জন্য প্রদররোগের সিতকল্যাণঘৃত বা বৃহৎ শতাবরীঘৃত ও বটিকা প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। যোনি স্থানচ্যুত বা বহির্গত হইলে করলার মূল বাটিয়া যোনিতে প্রলেপ দিবে অথবা ঘৃত, চর্ব্বি কিংবা ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিয়া স্বস্থানে আস্তে-আস্তে প্রবেশ করাইবে।

বন্ধ্যা—গর্ভগ্রহণে অক্ষমতাকে বন্ধ্যা কহে।

নানাকারণে স্ত্রীলোকেরা বন্ধ্যা হইয়া থাকে। পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর আর্ত্তব মিলিত হইলে গর্ভসঞ্চার হয়। যে-কোন কারণে তাহার ব্যাঘাত ঘটিলে গর্ভসঞ্চার হয় না, পুরুষের শুক্রে জীবন্ত কীটাণু বিদ্যমান থাকিলে এবং পুংজননেন্দ্রিয় যোনিমধ্যে সম্যক্ প্রবিষ্ট না হইলে অথবা স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার পীড়াবশতঃ আর্ত্তব দূষিত হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না। ইদানীং বিলাস-বাসনাতৃপ্তির জন্য কেহ-কেহ যোনিরন্ধ্রে তুলা বা বস্ত্রখণ্ড স্থাপন করিয়া মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং তাহাও গর্ভসঞ্চার না হওয়ার একটি কারণ।

চিকিৎসা—আর্ত্তব দূষিত হইয়া বন্ধ্যা হইলে আর্ত্তবশোধক নষ্টপুষ্পান্তকরস, ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত বা কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রয়োগ করিবে। শ্বেতবেড়েলা, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও নাগেশ্বর, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতসহ খাইলে গর্ভসঞ্চার হয়। ধাতুক্ষীণা ও দুর্ব্বলা স্ত্রীদিগের পক্ষে এই যোগটি প্রশস্ত। আর্ত্তবের জীবাণু দূষিত বা বিনষ্ট হইলে ইহাদ্বারা পুনর্ব্বার তাহারা সুস্থ ও বলবান্ হয়।

রজোঽল্পতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ ও রজোঽধিকরোগ

মাসে-মাসে স্ত্রীলোকদিগের যে রজঃ প্রবর্ত্তিত হয়, যথোপযুক্ত পরিমাণে তাহার স্রাব না হইয়া অল্পপরিমাণে স্রাব হইলে তাহাকে অল্পরজঃ কহে এবং ঐ

রজঃস্রাব বন্ধ হইলে তাহাকে রজোলোপ কহে। ঋতুকালে, ঋতুর পূর্ব্বে বা পরে অত্যন্ত বেদনা বা কষ্টের সহিত রজঃ নির্গত হইলে তাহাকে কষ্টরজঃ কহে। ঋতুকালে বা দুইটি ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে তাহাকে রজোঽধিকরোগ কহে। রজোঽল্পতা বা রজোলোপ নানা-কারণে হয়, যোনিমার্গের ও জরায়ুর অবরোধ, জরায়ুর নানাবিধ পীড়া এবং নানারোগে স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীনতাবশতঃ অল্পরজঃ নির্গত বা রজোলোপ হয়, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যে রজঃ বিলুপ্ত হয়, তাহা রোগ নহে। অত্যধিক পরিশ্রম, তলপেটে আঘাত, মলত্যাগকালে সজোরে কুন্থন, শরীরে বা পদদ্বয়ে ঠাণ্ডা লাগান বা অধিক শৈত্যক্রিয়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষত এবং রক্তাধিক্য প্রভৃতি নানাকারণে অধিক রক্তস্রাব হয়। রক্তাধিক্যবশতঃ রজঃস্রাব হইবার পূর্ব্বে মস্তকে ও কোমরে বেদনা, উত্তাপ-বোধ, তলপেটে ভার, দপ্ দপানি, দাহ, শোথ এবং মুখমণ্ডলের আরক্তিমভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুর্ব্বলতাবশতঃ অধিক রক্তস্রাব হইলে নাড়ী ক্ষীণ, মুখমণ্ডল রক্তহীন, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষণস্থায়ী অথচ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয় এবং পৃষ্ঠ ও কোমরে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগের রজঃকৃচ্ছ্রতা হয়, অর্থাৎ বায়ু প্রতিলোম বা উন্মার্গগামী হইয়া আর্ত্তবকে আকর্ষণ করিয়া রাখিলে যথোচিত স্রাব হয় না। তদ্ব্যতীত সহসা মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা, জরায়ুমধ্যে রক্তসঞ্চয়, ঋতুর প্রাক্‌কালে পুরুষ-সহবাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, গাত্রে অধিক ঠাণ্ডালাগান ও অধিক শৈত্যক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ কারণে রজঃকৃচ্ছ্রতা বা কষ্টরজঃ প্রকাশ পায়। রজঃ যথোচিত পরিমাণে নির্গত না হইলে কটি ও বস্তিতে বেদনা এবং গা-ব্যথা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়; কিন্তু রজঃ নির্গত হইতে আরম্ভ করিলে ঐসকল উপসর্গ কমিতে থাকে।

রজোঽল্পতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ ও রজোঽধিক-রোগ-চিকিৎসা

এইসকল পৃথক্ রোগ নহে। প্রদর, বাধক বা যোনিরোগেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রজোঽল্পতা, রজোলোপ ও কষ্টরজঃ এই তিন অবস্থায় একই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে। সাধারণতঃ যোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তক-

রস কিংবা বাতব্যাধিরোগোক্ত চিন্তামণি-চতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাতচিন্তামণি ও মহাবাতচিন্তামণি প্রভৃতি বায়ুনাশক ঔষধ জবাফুলের কলি রগড়াইয়া তৎসহ কিংবা কাঁজিসহ লতাফটকীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া দূর্ব্বাঘাস ও আতপতণ্ডুল সমভাগে বাটিয়া খাইলে রজঃস্রাব হয়। রজঃপ্রবর্ত্তিনীবটীর প্রয়োগেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। রজোঽধিকরোগে প্রদররোগোক্ত পুষ্যানুগচূর্ণ, চন্দনাদিচূর্ণ, প্রদরারিলৌহ, প্রদরান্তকলৌহ ও অশোকঘৃত প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে।

যোনিকন্দ—দিবানিদ্রা, অত্যন্ত ক্রোধ, অতিশয় পরিশ্রম ও অধিক মৈথুন করিলে এবং নখ বা দন্তের আঘাতাদি লাগিয়া যোনিতে ক্ষত হইলে বাতাদি-দোষ প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। ইহা দেখিতে ডহুয়া, বা মাদারফলের আকৃতি-বিশিষ্ট ও মিশ্রিত পূঁযরক্তের বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। এই রোগে গেরিমাটী, আমের আঁটির শাঁস, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল—এইসকলের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে; অনন্তর ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথজলের সহিত ঐ চূর্ণ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনি প্রক্ষালন করিবে। রক্ত বা আর্ত্তব-শোধক যোনিরোগোক্ত একটি ঘৃতের ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়।

প্রদর—মিথ্যা আহার-বিহার যেমন অন্যান্য রোগের কারণ, প্রদররোগের কারণও তাহাই। বিরুদ্ধ আহার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধাদি একত্র ভোজন, আহার-বিহারাদির অনিয়ম, মদ্যপান, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার ভোজন, অজীর্ণ, গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব, অতিরিক্ত পুরুষসংসর্গ, সাধ্যাতীত মৈথুন, অশ্বাদি যানবাহনে বা পদব্রজে অধিক ভ্রমণ, শোক, উপবাস প্রভৃতি কারণে ধাতুক্ষয় এবং ভারবহন, আঘাতপ্রাপ্তি ও দিবানিদ্রা—এইসকল কারণে প্রদররোগ উৎপন্ন হয়। প্রদররোগ চারি প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগেই অঙ্গ-বেদনার সহিত স্রাব হইয়া থাকে।

যেমন প্রমেহাদি কতকগুলি রোগ পুরুষের শরীরে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ প্রদরাদি কতকগুলি রোগ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের শরীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রদর স্ত্রীলোকদিগের একটি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি। প্রথমাবস্থায় অবশ্যই ঐ রোগ দুশ্চিকিৎস্য বা মারাত্মক নহে, কিন্তু অধিকাংশস্থলে রমণীগণ প্রথম

অবস্থায় লজ্জাবশতঃ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া রোগের বিষয় গোপন করে, সুতরাং রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ বদ্ধমূল ও মারাত্মক হইয়া পড়ে।

প্রদররোগে অতিশয় রক্তস্রাব হইলে রোগিণীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা (ইন্দ্রিয়মোহ), মোহ (মনোমোহ), তন্দ্রা, প্রলাপ, পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে দাহ, রক্তহীনতা ও শরীরের পাণ্ডুতা এবং বাতব্যাধির লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।

যোনিরোগ, রজোঽল্পতা ও কষ্টরজঃ প্রভৃতি রোগ যেমন আর্ত্তব দূষিত হইলে উৎপন্ন হয়, প্রদররোগও তদ্রূপ আর্ত্তবদোষ হইতে জন্মে, সুতরাং যাবৎ প্রদররোগের লক্ষণ ও উপদ্রবসমূহ বিনষ্ট না হয় এবং শুদ্ধার্ত্তবের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাবৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কারণ রোগ একবার শরীরে বদ্ধমূল হইতে পারিলে অসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রদররোগের সমস্ত ঔষধই আর্ত্তব-শোধক, সুতরাং আর্ত্তবশুদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও চলে, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বক্ষ্যমাণ আর্ত্তবদুষ্টিরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। লাল-গাঁদাফুল ও অশোকফুল একত্র বাটিয়া সেবন করাইলে কিংবা অশোক-ছালের রস পান করাইলে রক্তস্রাব বিনষ্ট হয়। অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে নিম্নের যোগগুলি অতি ফলপ্রদ। আমলকী, শোধিত রসাঞ্জন ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং আতপ চাউলের জলসহ প্রয়োগ করিবে, তদ্ভিন্ন রসাঞ্জনচূর্ণ—লালনটের মূলের রস বা আতপ চাউলের জলসহ; যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনচূর্ণ আতপ চাউলের জলসহ; যজ্ঞডুমুরের রস মধুসহ; বাসকছালের রস মধুসহ এবং কুশমূল আতপ চাউলের জলসহ বা কেবলমাত্র কুড়চীর ছালের রস—ইহাদের যে-কোন একটি বা দুইটি দুই বেলা সেবন করিতে দিবে। বেদনা ও রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য কাঁটালগাছের শিকড় ভাতের জল বা কাঁজি দ্বারা বাটিয়া খাইতে দিবে। এতদ্ব্যতীত প্রদরের রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য রক্তাতিসার, রক্তার্শ, রক্তামাশয় ও অধোগত রক্তপিত্তরোগের সমস্ত ঔষধই প্রয়োগ করা যায়। কুটজাষ্টক ও কুটজাবলেহ রক্তপ্রদরে প্রয়োগ করিলে অতিশীঘ্র রক্তস্রাব বন্ধ হয়। এই রোগে পুষ্যানুগচূর্ণ ও চন্দনাদিচূর্ণ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, যোনি বা স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ক্ষত এবং ক্লেদযুক্ত ও বেদনাযুক্ত স্রাব-নিবারণে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং রক্তপিত্ত, রক্তামাশয়, রক্তাতিসার ও রক্তার্শে বিশেষ উপকারী। রক্তপ্রদরে বা ক্লেদযুক্ত

স্রাবে কিংবা যোনিতে জ্বালা ও স্রাবকালীন অধিক বেদনা থাকিলে অথবা ঋতুকালে অধিক বেদনার সহিত বেশী রক্তস্রাব হইলে দার্ব্ব্যাদিক্কাথ, প্রদরান্তকচূর্ণ অশোকক্কাথ, প্রদরাদিলৌহ এবং জ্বর না থাকিলে অশোকঘৃতের ব্যবস্থা করিবে। বেশী রক্তস্রাব না থাকিলে প্রদরান্তকলৌহ, প্রদরান্তকরস, পুষ্করলেহ, সিতকল্যাণঘৃত বা বৃহৎ শতাবরীঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। যোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তকরস, ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত ও কুমারকল্যাণঘৃত ঐ অবস্থায় মহোপকারী।

প্রদরের বর্দ্ধিতাবস্থায় বাতব্যাধির লক্ষণ বা বাতরোগ অর্থাৎ মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে, এই অবস্থায় বাতরোগোক্ত মূর্চ্ছা ও আক্ষেপের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য নস্য, মর্দ্দনের জন্য তৈল এবং সেবনের জন্য বৃহৎ বাতচিন্তামণি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক প্রদরে সাধারণতঃ অত্যধিক রক্তস্রাব হয়। বেশী রক্তস্রাব হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ রক্তহীনতা, পাণ্ডু এবং শোথ প্রকাশ পায়, তখন সাধারণ ঔষধে ক্রিয়া করে না, কাজেই লবণজল বন্ধ করিয়া অবস্থাভেদে পর্পটী বা স্বর্ণপর্পটী ব্যবস্থা করিবে। শোথ ব্যতীত কেবল পাণ্ডু বা কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পাণ্ডু ও কামলারোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। দাহ প্রকাশ পাইলে দাহরোগোক্ত এবং নানাবিধ রোগ ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে মূর্চ্ছারোগোক্ত তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

গিলাবাটা চারি আনা ও গব্যঘৃত চারি আনা একত্র খাইলে বাধকবেদনা ও রক্তস্রাব কমে।

শ্বেতপ্রদর—এই রোগে আর্ত্তবশুদ্ধিকর ঔষধ এবং জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত থাকিলে অথবা পুঁযমিশ্রিত স্রাব হইলে মেহরোগোক্ত বস্তিযোগ প্রয়োগ করিবে। ক্ষত থাকিলে উক্ত বস্তিযোগ প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু ক্ষত না থাকিলে অথচ যোনিতে প্রদাহ থাকিলে তন্নিবারণার্থ ত্রিফলার ক্কাথের পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে প্রদাহ অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়। নিম্নের কয়েকটি যোগ শ্বেতপ্রদরে অত্যন্ত উপকারী। রয়নাবৃক্ষের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া বা জলে বাটিয়া মধুসহ; আমলকীবীজের শাঁসবাটা ও মধু, ধাইফুলবাটা ও মধু; আমলকীবাটা ও মধু এবং কার্পাসবৃক্ষের মূলবাটা ও মধু; ইহাদের একটি বা দুইটি দুইবেলা সেবন করিতে দিলে শ্বেতপ্রদর বিনষ্ট হয়। এত-

ব্যতীত রক্তপ্রদরোক্ত দার্ব্ব্যাদিকাথ, চন্দনাদিচূর্ণ, পুষ্করলেহ মধুকাস্তবলেহ, প্রদরারিলৌহ, প্রদরান্তকলৌহ, রত্নপ্রভাবটিকা, অশোকঘৃত এবং যোনি-রোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তকরস, ফলকল্যাণঘৃত ও কুমারকল্পক্রমঘৃত প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে প্রয়োগ করা যায়।

বাধক—বাধকরোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভসঞ্চার বা সন্তানোৎপত্তি হয় না। যোনিরোগ, প্রদর ও বাধক প্রভৃতি রোগের কারণ আর্ত্তবদুষ্টি। আর্ত্তব সংশোধিত হইলেই রোগও সারে, শরীরও সুস্থ হয়। বাধক চারি প্রকার, রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, অঙ্কুর ও জলকুমারক। যেসকল কারণে আর্ত্তব দূষিত হয় এবং প্রদরাদি-আর্ত্তবদুষ্টিজনিত রোগ জন্মে, সেইসকল কারণেই আর্ত্তব দূষিত হইয়া বাধক জন্মে, সন্তানোৎপাদনে বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাকে বাধক বলা যায়। আর্ত্তবদুষ্টির লক্ষণানুযায়ী চারি প্রকার বাধকের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ দোষোদ্ভূত, তাহা স্থির করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। রক্তমাত্রী-বাধক বাতিক-লক্ষণান্বিত, ষষ্ঠীবাধক পৈত্তিক-লক্ষণযুক্ত, অঙ্কুরবাধক শ্লৈষ্মিক-লক্ষণ-বিশিষ্ট এবং জলকুমারক-বাধক বাতশ্লৈষ্মিক-লক্ষণান্বিত। এইরূপ বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বাধকে যোনিরোগোক্ত নষ্টপুষ্পান্তকরস, পৈত্তিক বাধকে ও শ্লৈষ্মিক বাধকে প্রদররোগোক্ত প্রদরারিলৌহ এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ত্রিবিধ দোষের প্রকোপ থাকিলে প্রদররোগোক্ত রত্নপ্রভাবটিকা প্রয়োগ করিবে। অশোকঘৃত ও কুমারকল্পক্রমঘৃত সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য। কল্যাণঘৃত ও বৃহৎ শতাবরীঘৃত পৈত্তিক বাধকে অতি উপকারী।

স্তনরোগ

দূষিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা দুগ্ধহীন বা দুগ্ধবিশিষ্ট স্তনের মাংস ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে স্তনরোগ কহে। স্তনরোগ কেবলমাত্র গর্ভিণী ও প্রসূতা-নারীরই হয়, বালিকাদিগের হয় না, কারণ গর্ভিণী ও প্রসূতা-নারীর স্তনাশ্রিত ধমনীসমূহের মুখ স্বভাবতঃই বিস্তৃত থাকে বলিয়া দোষ সঞ্চরণ করিয়া রোগ উৎপাদন করে; কিন্তু বালিকাগণের স্তনা-শ্রিত ধমনীর মুখ সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া দোষ সঞ্চরণ করিয়াও রোগ উৎপাদন

করিতে পারে না, সুতরাং দুগ্ধহীন স্তনশব্দে গর্ভিণীর স্তন এবং দুগ্ধবিশিষ্ট স্তনশব্দে প্রসূতির স্তন বুঝায়।

স্তনরোগ পাঁচপ্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ। এই স্তনরোগকে স্তন-বিদ্রধি কহে। ইহাদের লক্ষণ বিদ্রধি-রোগোক্ত বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুজ বিদ্রধির ন্যায়।

স্তনরোগ-চিকিৎসা

স্তনে স্তন-বিদ্রধি ও নানাবিধ অর্ব্বুদ জন্মে, অর্ব্বুদ জন্মিলে অর্ব্বুদ-রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্তন-বিদ্রধি নামক স্তনরোগ সচরাচর শিশুর স্তন্যপানহেতু প্রসূতির জন্মিয়া থাকে, ইহার সংস্কৃত নাম স্তন-বিদ্রধি এবং চলিত নাম ঠুনকো। এই রোগে স্তন স্ফীত, আরক্তিম, বেদনাবিশিষ্ট, উত্তপ্ত ও কঠিন হয়। ইহাও ব্রণশোথমধ্যে পরিগণিত। ইংরেজীতে ইহাকে মিল্কঅ্যাবসেস্ বলা হয়। শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র যবচূর্ণ, কাঁচামুগের চূর্ণ ও ময়দা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শোথের উপরে প্রলেপ দিবে। দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলেই ৩।৪ দিবসের মধ্যে শোথ বসিয়া যায়। পাকিবার উপক্রম হইলে পাকাইবে এবং পাকিলে ফাটিবার ঔষধ লাগাইবে, অনন্তর ক্ষত প্রকাশ পাইলে ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বিদ্রধি-রোগোক্ত কজ্জলীযোগ, সজিনার ছালের রস মধুসহ এবং পুনর্ণবাদিক্কাথ প্রয়োগ করা যায়। স্তনে বেদনা হইলে ধুতুরাপাতা ও আদা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে, কিংবা রাখালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। স্তনরোগ হইলে সময়ে-সময়ে দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিবে; নচেৎ রোগিণীর অত্যন্ত কষ্ট হয়।

স্তনরোগে পথ্যাপথ্য

স্তন-বিদ্রধিতে বিদ্রধিরোগের বা ব্রণশোথের ন্যায় এবং স্তনার্ব্বুদে অর্ব্বুদ-রোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

স্তন্য-দুষ্টি

স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে তাহাকে স্তন্য-দুষ্টিরোগ কহে। গুরুপাকদ্রব্য-ভক্ষণে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধ দূষিত করে। ঐ দূষিত স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুদিগের নানাপ্রকার রোগ জন্মে।

বায়ু দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে ঐ দুগ্ধ কষায়রসবিশিষ্ট হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে লঘুত্বপ্রযুক্ত ভাসমান থাকে। পিত্ত দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে উহা কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত দৃষ্ট হয়, পরন্তু জলে নিক্ষেপ করিলেও পীতবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা দ্বারা দূষিত স্তনদুগ্ধ গাঢ় ও পিচ্ছিল দৃষ্ট হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়।

দ্বিদোষ দ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে মিলিত দুইটি দোষের প্রকোপ-লক্ষণ এবং ত্রিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে মিলিত তিনটি দোষের প্রকোপ-লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

স্তন্য-পরীক্ষা—স্তনদুগ্ধ বিশুদ্ধ কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কিঞ্চিৎ দুধ স্তন হইতে গালিয়া পরিষ্কার জলে ফেলিয়া দিবে, যদি ঐ দুগ্ধ অবিলম্বে জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তন্তুর মত না হইয়া শুক্লবর্ণ অথচ তরল দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা বিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারিবে। এইরূপ বিশুদ্ধ স্তন্যপানে শিশুদিগের কোন রোগ জন্মে না; সুতরাং শিশুসন্তানের কোন রোগ হইলে এবং তাহা ঔষধাদি-সেবনে আরোগ্য হইতে বিলম্ব ঘটিলে স্তন-দুগ্ধ পরীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্তন্যদুষ্টি-চিকিৎসা

স্তনদুগ্ধ শিশুর জীবন-স্বরূপ, সুতরাং তাহা দূষিত হইলে পান করিয়া শিশু অবিলম্বে পীড়িত হয়, তজ্জন্য স্তনদুগ্ধ শোধন করা প্রয়োজন। স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়াছে কিনা, মধ্যে-মধ্যে তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এইসকল অবশ্য করণীয় কার্য্যের প্রতি আজকাল কাহারও দৃষ্টি নাই, মানব সতত আত্ম-

সুখে রত, তাই শিশুর মৃত্যুসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-অনুসারে স্তনদুগ্ধ জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিবে। বায়ুর প্রকোপে দূষিত হইলে জ্বররোগোক্ত দশমূলকাথ, পিত্তের প্রকোপে দূষিত হইলে গুড়ূচ্যাদিকাথ এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে দূষিত হইলে ভার্গ্যাদিকাথ শিশুর মাতাকে বা স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় স্তন্য-দায়িনীর পথ্যের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে, কারণ স্তন্যদায়িনী কুপথ্য সেবন করিলে শিশুর রোগ কখনই আরোগ্য হয় না। দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ হ্রাস পাইলে শিশুও দিনদিন দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে থাকে, ঐ অবস্থায় অবিলম্বে স্তন-বর্দ্ধক নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে।

স্তন্যদুষ্টিরোগে ঔষধ

দশমূলক্কাথ—বায়ু দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথ প্রসূতিকে সেবন করাইবে। উহার কিঞ্চিৎ কাথ মধুসহ শিশুকেও পান করান যায়। ঝিনুকে করিয়া অথবা পরিষ্কার ন্যাকড়ার পলিতা কাথে ভিজাইয়া শিশুকে পান করাইবে। বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা কোন্ দোষের প্রকোপে স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই, কারণ দশমূল ত্রিদোষ-নাশক। পক্ষান্তরে স্বল্পপঞ্চমূল বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বৃহৎ পঞ্চমূল বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক; সুতরাং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে দূষিত হইলে স্বল্পপঞ্চমূলকাথ এবং বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে দূষিত হইলে বৃহৎ পঞ্চমূল-কাথ প্রয়োগ করা যায়। বিল্বাদি আদ্য পাঁচটি বৃহৎ ও শালপাণী হইতে পাঁচটি স্বল্পপঞ্চমূল।

দশমূলকাথ। ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ—পিত্ত দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই কাথ প্রসূতি ও শিশুকে পান করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদিকাথ। গুলঞ্চ, শতমূল, পলতা, নিমছাল ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভার্গ্যাদিক্বাথ—শ্লেষ্মা দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে এই ক্বাথ শিশু ও তাহার স্তন্যদায়িনীকে পান করিতে দিবে।

ভার্গ্যাদিক্বাথ। বামনহাটি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চিরতা, কটুকী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

স্তন্যবর্দ্ধকযোগ—কার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল সমভাগে লইয়া কাঁজির দ্বারা বাটিয়া ভক্ষণ করিলে অথবা ভূঁইকুমড়ার চূর্ণ দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনিসহ খাইলে স্তন্যদায়িনীর স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। সহ্য হইলে কেবলমাত্র দুগ্ধ বেশী পরিমাণে পান করিলেও চলে। সাধারণতঃ ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ও দুগ্ধ এই যোগটি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ও অতি উপকারী। ইহা প্রয়োগ করিলে অন্য যোগ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না।

আর্ত্তবদুষ্টি, যোনিরোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর ও বাধকরোগে ঔষধ

রজোরোধকযোগ—ইহা আর্ত্তবদুষ্টি, বাধক ও প্রদরে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রক্তবন্ধ হইলে ইহা আর প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু ইহা বেশীদিন প্রয়োগ করিলে রজোলোপ হয়, সুতরাং গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না। অনুপান—আতপ চাউলের জল।

রজোরোধকযোগ। হরীতকী, আমলকী ও রসাঞ্জন; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা হইতে ৵০ দুই আনা।

রজঃপ্রবর্ত্তিনীবটী—স্বল্পরজঃ, রজোলোপ, কষ্টরজঃ এবং বাতিক আর্ত্তবদুষ্টি ও বাতিক রক্তপ্রদরে অল্প রক্তস্রাব হইলে এবং তজ্জন্য যোনিদেশে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে এই বটিকা সেবন করিতে দিবে; কিন্তু গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিবে না। গর্ভাবস্থায়ও ঋতুবন্ধ হয়, সুতরাং রোগ কিংবা গর্ভসঞ্চারহেতু রজঃস্রাব বন্ধ হইয়াছে, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিবে। ইহা জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, সুতরাং গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। প্রসববেদনা হইলে অথচ প্রসবে বিলম্ব হইলে ইহার প্রয়োগে

শীঘ্র সন্তান প্রসূত হয়। অনুপান—লাল জবাফুলের কলিবাটা ও মধু। জলসহ গিলিয়াও খাওয়া যায়।

রজঃপ্রবর্ত্তিনীবটী। বিশুদ্ধ হিং, যুষক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ। বটী—১ রতি।

বস্তিযোগ—শ্বেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত ও জ্বালাযন্ত্রণা থাকিলে এবং ঐ ক্ষত হইতে পূঁযমিশ্রিত স্রাব কিংবা কেবলমাত্র পূঁয নির্গত হইলে এই বস্তিযোগ দ্বারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ্‌কারী দিবে। ইহাতে ক্ষত ও জ্বালাযন্ত্রণা সদ্য প্রশমিত হয়। ক্ষত ও পূঁযস্রাব না থাকিলে যোনি ও প্রদররোগে প্রদাহ নিবারণার্থ ও যোনি-শোধনার্থ কেবলমাত্র ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা পিচ্‌কারী দিবে।

বস্তিযোগ। প্রস্তুতবিধি ৯১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিক আর্ত্তবদুষ্টি ও প্রদররোগে এবং অঙ্কুরবাধকে অধিক রক্তস্রাব হইলে এই ক্বাথ রোগিণীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা অধিক রক্তরোধক, পরন্তু আর্ত্তবশোধক ও শ্বেতপ্রদরের ক্ষত-বিনাশক। অন্যান্য বাধক, আর্ত্তবদুষ্টি এবং প্রদররোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধটি বহুপরীক্ষিত ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। অধিক রক্তস্রাব হইলে প্রথমতঃ অশোকক্বাথ প্রয়োগ করিবে এবং তাহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথ। দারুহরিদ্রা, বিশুদ্ধ রসাঞ্জন, বাসক, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও রক্তচন্দন ; ইহাদের সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। অগ্রে অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা ক্বাথ করিয়া পশ্চাৎ রসাঞ্জনচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

অশোকক্বাথ—শ্লৈষ্মিক আর্ত্তবদুষ্টি ও রক্তপ্রদররোগে এবং অঙ্কুর-বাধকে অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা রক্তরোধক ; সুতরাং ঐসকল রোগে অধিক রক্তস্রাব হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহা প্রযোজ্য। ইহার প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে দার্ব্ব্যাদিক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

অশোকক্বাথ। অশোকছাল ২ তোলা, জল ৬৪ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, একত্র জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অত্যধিক রক্তস্রাবে কেহ-কেহ ছাগদুগ্ধ দ্বারা জ্বাল দিয়া রসাঞ্জনচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। আবার কেহ-কেহ কেবল দুগ্ধ ৮ তোলা ও জল ২৪ তোলা দিয়া জ্বাল দেওয়ার ব্যবস্থাও দিয়া থাকেন। এই নিয়মে ক্বাথ করিতে হইলে ৮ তোলা থাকিতে নামাইতে হয়।

অনন্তাদিক্কাথ—বাতিক ও পৈত্তিক আর্ত্তবদুষ্টি এবং প্রদররোগে ও রক্তমাত্রী এবং ষষ্ঠীবাধকে অল্প স্রাব হইলে আর্ত্তবশুদ্ধির জন্য বিশেষতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যোনিরোগে ও রজঃশুদ্ধির নিমিত্ত ইহা প্রয়োগ করিবে। বেশী রক্তস্রাব না হইলে অথচ যোনিরোগ ও আর্ত্তবদুষ্টি থাকিলে বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদরে ইহা অত্যন্ত উপকারী। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতেন। আর্ত্তবশুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কাথসেবন বন্ধ করিবে।

অনন্তাদিকাথ। অনন্তমূল, শ্যামালতা, যষ্টিমধু ও বামনহাটী; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

চন্দনাদিচূর্ণ—বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক প্রদরে বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক-প্রদরে, রজোঽধিকরোগে ও জলকুমারক-বাধকে অত্যধিক-স্রাব-নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা যেমন স্রাবরোধক, তেমনি গাত্রদাহ এবং যোনিপ্রদাহ-নিবারক ও আর্ত্তবশোধক। ইহা শ্বেতপ্রদরে; যোনিক্ষতে এবং ক্লেদ ও পুঁযরক্তস্রাবে প্রয়োগ করা যায়। রক্তাতিসারে, রক্তপিত্তে ও রক্তার্শে অত্যধিক রক্তস্রাবনিবারণে ইহার শক্তি অসাধারণ। অশোককাথ ও দার্ব্ব্যাদিকাথে রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে ইহা প্রযোজ্য। অবস্থাভেদে অনুপান কল্পনা করিবে। রক্তস্রাব-নিবারণের জন্য ডালিমপাতার রস, কুকশিম বা কুকুরশোঁকার রস, কুড়্চীছালের রস বা রক্তনটের মূলের রসসহ প্রযোজ্য। সাধারণ অনুপান—আতপতণ্ডুলের জল বা শীতল জল।

চন্দনাদিচূর্ণ। রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুথা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্চীর ছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আমের আঁঠির শাঁস, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, ছোট-এলাচি ও দাড়িমের খোসা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা।

পুষ্যানুগচূর্ণ—ইহাও চন্দনাদিচূর্ণের ন্যায় প্রবল রক্তরোধক। চন্দনাদি-চূর্ণ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তস্রাবহেতু হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা সমধিক উপকারী। শ্বেতপ্রদরে যোনিতে ক্ষত হইলে এবং সেই ক্ষত

হইতে পূয বা ক্লেদযুক্ত স্রাব হইলে প্রয়োগ করিবে। ইহা আর্ত্তবশোধক। অনুপান—চন্দনাদিচূর্ণের ন্যায়।

পুষ্যানুগচূর্ণ। আকনাদি, জামের আঁটির শাঁস, আমের আঁটির শাঁস, পাথরকুচি, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠা (ইহার অভাবে আকনাদি বা অশোকছাল প্রয়োগ করা যায়), মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, লোধ, গেরিমাটী, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, শোণাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা।

পুষ্করলেহ—রক্তপ্রদর, বাধক ও আর্ত্তবদুষ্টিরোগে অশোকক্বাথ, দার্ব্ব্যাদিকাথ, চন্দনাদিচূর্ণ বা পুষ্যানুগচূর্ণ প্রয়োগ করায় প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ হইলে এবং ঐ অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বিশেষতঃ ধাতুক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অন্যান্য অবস্থায়ও আর্ত্তব-শুদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দুগ্ধ ও মধু।

পুষ্করলেহ। রসাঞ্জন, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, যষ্টিমধু, ধনে, তালীশ-পত্র, খয়ের, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দন্তীমূল ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, উৎকৃষ্ট মধু ৩২ তোলা এবং জয়িত্রী, লবঙ্গ, কাকলা, কিস্‌মিস্, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, পিণ্ডখেজুর, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত-ভাণ্ডে রাখিবে। মধু উৎকৃষ্ট না হইলে কিছুদিন পরে পচিয়া যায়।

প্রদরান্তকলৌহ—ইহা রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, নীলবর্ণ স্রাব, পীত-বর্ণস্রাব, ক্লেদ বা পূঁযরক্তস্রাব, যোনিপ্রদাহ, ঋতুকালীন বেদনা ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি থাকিলে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক সর্ব্বাবস্থায়ই উপকারী। পরন্তু ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও বলকর। অনুপান—চন্দনাদিচূর্ণের ন্যায়।

প্রদরান্তকলৌহ। লৌহ, তাম্রভস্ম, বিশুদ্ধ হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, বিট, সৈন্ধব, করকচ, সাম্ভার, সচললবণ, চই, পিপুল, শঙ্খভস্ম, বচ, ধনে, কুড়, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাচি ও বিতারক বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী—৬ রতি।

প্রদরারিলৌহ—ইহার প্রয়োগ-প্রণালী চন্দনাদিচূর্ণের ন্যায়। লৌহ ও অভ্র আছে বলিয়া কাথ ও চূর্ণ অপেক্ষা ইহা সমধিক উপকারী। প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়। অনুপান—চন্দনাদিচূর্ণের ন্যায়।

প্রদরারিলৌহ। কুড়চার ছাল ১২॥ সের ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। এই কাথ ছাঁকিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে পাত্র নামাইয়া উহাতে বরাহক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুথা, ধাইফুল, আতইচ এবং অভ্র ও লৌহ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

নষ্টপুষ্পান্তকরস—বাতিক ও শ্লৈষ্মিক আর্ত্তবদুষ্টি, বাধক ও প্রদর-রোগে ইহা মহোপকারী। পৈত্তিক রজোদুষ্টি, বাধক এবং প্রদরে বিশেষতঃ সান্নিপাতিক প্রদরে উপকারী। যে-কোন কারণে আর্ত্তব দূষিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। সর্ব্বপ্রকার যোনিরোগে বিশেষতঃ যোনিশূল, ঋতুকালে শূল এবং যোনি হইতে নানাবিধ ক্লেদ নির্গত হইলে ইহার প্রয়োগে শীঘ্র রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—আতপ চাউলের জল।

নষ্টপুষ্পান্তকরস। পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর লৌহ, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, রৌপ্য, অভ্র ও তাম্রভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চ, ত্রিফলা, দন্তীমূল, শেফালিকাপাতা, কণ্টিকারী, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, কুড়, বৃহতী, কাকমাচী, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, বেতাগ্র, গোক্ষুর, বাসকছাল ও বেড়েলা; ইহাদের রস বা কাথ দ্বারা পৃথক্-পৃথক্ তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপর জীবন্তী, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, লবঙ্গ, বংশলোচন, রাস্না ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা করিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার জয়ন্তীপাতার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইবে। বটী—৩ রত্তি।

প্রদরান্তকরস—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রদরে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রদরের সহিত ঘুস্‌ঘুসে জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে ইহাতে বেশ উপকার হয়। অনুপান—যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু।

প্রদরান্তকরস। পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর ও কড়িভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং লৌহ তিন তোলা একত্র লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রত্তি।

চন্দ্রাংশুরস—যে-কোন প্রকার জরায়ুদোষ, বাধক, যোনিরোগ, যোনিশূল, যোনিকণ্ডু, যোনিবিক্ষেপ, শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদরে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা লাল জবাফুল অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে কষ্টরজঃ ও স্বল্পরজঃ প্রভৃতি রোগে রক্তস্রাব হইয়া উপকার হয়। সাধারণ অনুপান—জীরার কাথ। সূতিকারোগেও ইহার প্রয়োগে বেশ উপকার হয়।

চন্দ্রাংশুরস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

অশোকঘৃত—ইহা রক্তপ্রদরে সমধিক উপকারী। অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে ইহার প্রয়োগে প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তবে স্রাবের প্রথম-অবস্থায় অশোকক্কাথ, পুষ্যানুগচূর্ণ বা প্রদরারিলৌহ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া রোগ একটু পুরাতন হইলে প্রয়োগ করা উচিত। ঘৃত প্রথমাবস্থার ঔষধ নহে এবং জ্বর বা উদরাময়সত্ত্বেও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই ঘৃত-প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম; তবে অশোকঘৃত মন্দাগ্নিতেও অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করা চলে। রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া রোগিণীর দেহ সুস্থ করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের স্রাব হইলে তাহাতেও ইহা উপকারী। স্রাবকালীন বেদনা, কুক্ষিবেদনা, যোনিশূল, কৃশতা, পাণ্ডুতা, রক্তহীনতা, মন্দাগ্নি, অরুচি ও কামলা প্রভৃতি প্রদরের বিবিধ উপসর্গ ইহার প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। ফলতঃ অতিশয় স্রাব, দূষিত স্রাব ও বেদনাযুক্ত নানা-প্রকার স্রাবে ইহা উপকারী। কেহ-কেহ ঋতুবন্ধ হইলে ঋতুস্রাবের জন্য ইহার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রজোনিঃসারণ করিবার শক্তি অশোকঘৃতের নাই। ইহা পুষ্টি, বল ও রক্তবৰ্দ্ধকর।

অশোকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—অশোকমূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। জীরা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। তণ্ডুলজল /৪ সের (একসের আতপ চাউল কুটিয়া চারি সের জলে ভিজাইয়া রাখিলে তণ্ডুলজল প্রস্তুত হয়)। ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কেশুর্ত্তের রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগাণী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালবীজ, পরূষকফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূলের ছাল, কিসমিস, শতমূলী ও লাল-নটের শিকড়; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ইক্ষুচিনি একসের

মিশাইবে। চিনি মিশ্রিত না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ভক্ষণ করিবার সময় চিনি মিশ্রিত করিলেই চলে।

ফলকল্যাণঘৃত—বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা, সর্ব্বপ্রকার জরায়ুবিকৃতি, আর্ত্তবদুষ্টি, বাধক, প্রদর, গর্ভস্রাব, গর্ভপাত ও যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। যোনি হইতে অতিশয় স্রাব বা ক্লেদযুক্ত স্রাব, যোনিশূল, কটিশূল ও রক্তহীনতা প্রভৃতি অবস্থায় ইহা মহোপকারী। যেসকল নারীর গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হয় কিংবা মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণ-ত্যাগ করে অথবা বেশীদিন বাঁচে না কিংবা রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান জন্মে, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত অমৃতবৎ উপকারী। ইহা যথারীতি সেবন করিলে কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্রসন্তান জন্মে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ফলকল্যাণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। জীবিতবৎসা অথচ একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত লওয়ার বিধান। শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিনি, বেড়েলার মূল, মেদ, ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কটুকী, নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, চন্দন ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত—বাতিক ও পৈত্তিক আর্ত্তবদুষ্টি, প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—গরমদুধ।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাষাণী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, শূকশিম্বী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শালপাণী, চাকুলে, ভুঁইকুমড়া, অনন্তমূল, শ্যামালতা, চিনি ও গাম্ভারীফল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা।

সিতকল্যাণঘৃত—বৃহৎ শতাবরীঘৃত যে-যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। ইহার প্রয়োগে বন্ধ্যা স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং যোনিরোগ, প্রদর ও বাধক প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

সিতকল্যাণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, গম, শালিতণ্ডুল (দাদখানি বা আমন তণ্ডুল) মুগাণী, মাষাণী, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলার মূল, গোরক্ষ-চাকুলের মূল, নীলোৎপল বা নীলশুঁদি, তালের মাথী, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, শালপাণী, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকুড়বীজ ও কাঁচকলা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ একতোলা।

কুমারকল্পদ্রুমঘৃত—ইহা সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ। স্ত্রী-রোগোক্ত ঘৃতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর্ত্তবদুষ্টিজনিত বন্ধ্যা, জন্মবন্ধ্যা, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আর্ত্তবদুষ্টি, যোনিরোগ, প্রদর, ও বাধক একটু পুরাতন হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। যেসকল স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে বা অল্পপরিমাণে স্রাব হয়, কিংবা বেদনা বা কষ্টের সহিত স্রাব হয়, তাহাদের পক্ষে মহোপকারী। বেশী স্রাব হইলে যেমন অশোক-ঘৃত প্রযোজ্য, তদ্রূপ অল্পস্রাবে ইহা প্রযোজ্য। যাহাদের গর্ভপাত বা স্রাব হয় অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা যায় কিংবা দীর্ঘজীবী হয় না অথবা অন্যান্য-ঔষধ-প্রয়োগেও যাহাদের ঐসকল অবস্থার প্রতীকার হয় না, তাহা-দিগের পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। ইহা গর্ভাবস্থায়ও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ।

কুমারকল্পদ্রুমঘৃত। গব্যঘৃত /৮ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথদ্রব্য—ছাগমাংস /৬। সের ও দশমূল সমভাগে মিলিত /৬। সের, জল একশত সের, শেষ পঁচিশ সের। গোদুগ্ধ /৮ সের, শতমূলীর রস /৮ সের। কল্কদ্রব্য—কুড়, শটী, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, তেজপাতা, এলাইচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুথা, নীলশুঁদি, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলা, শরপুঙ্খা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে, শালপাণী, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুকা, লতাকস্তুরী, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষের মূল, বচ, অগুরু, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা; পাকান্তে ছাঁকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে কজ্জলী ৪ তোলা ও অভ্র ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে একতোলা।

প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে পথ্যাপথ্য

প্রদরে বেশী রক্তস্রাব হইলে পদব্রজে বা যানবাহনে ভ্রমণ করা একেবারে পরিত্যাজ্য। রোগিণীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দিবে। পুরাতন শালি-তণ্ডুলের অন্ন, মসুর, মুগ, ছোলা ও অড়হর ডাল; মাগুর, ছোট রুই, চেঙ্‌ ও বেলেমাছের ঝোল; ঘৃতে সাঁতলান পটোল, মান, কাঁচকলা, বেগুন, থোড়, মোচা, চালকুমড়া ও মূলা প্রভৃতির ব্যঞ্জন; মেষ, ছাগল ও কুঁকড়া প্রভৃতির মাংস; উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র, হিঞ্চে ও পলতা প্রভৃতির শুক্ত উপকারী। দুগ্ধ সহ্যমত দিবে। জ্বর থাকিলে খৈর মণ্ড ও দুগ্ধ বা দুধবার্লি পথ্য দিবে। স্নান সহ্যমত। ভ্রমণ, মৈথুন, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ এবং মাষকলাই, তিল, দধি, সর্ষপ, রশোন, অম্লদ্রব্য ও বেশী লবণ-ভক্ষণ; এইসকল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা

স্ত্রী-পুরুষের মিলনেই সৃষ্টি,—স্ত্রী-পুরুষ লইয়াই জীবজগৎ। স্ত্রী-পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য চলিতে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। জীবজন্তুর তো কথাই নাই, উদ্ভিদের উৎপত্তিও স্ত্রী-পুরুষ-মিলন-সাপেক্ষ। সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষ জনক ও স্ত্রী জননী।

যৌবন—যৌবনে মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাধারণতঃ হৃষ্টপুষ্ট, বর্দ্ধিত এবং মানসিক বৃত্তিসমূহ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ও তৎসঙ্গে কামেচ্ছা স্বভাবতঃই বলবতী হইয়া থাকে। পুরুষের নানাস্থানে লোম উদ্গত হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্তনোদ্গম, যোনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং যোনি ও বস্তিদেশে লোম উদ্গত হয়, পরন্তু স্তন ক্রমশঃ পীনোন্নত হইতে থাকে। বালিকা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বালিকা-সুলভ স্বভাব এবং পুরুষের সংস্রব ত্যাগ করে ও লজ্জাশীলা হয়।

ঋতু বা স্ত্রী-ধর্ম্ম—প্রথম রজঃস্রাবকে ঋতুদর্শন বা পুষ্পদর্শন কহে। রজঃ, আর্ত্তব, পুষ্প ও ঋতু একার্থবোধক। এই রজঃ জরায়ুকোষ হইতে নির্গত হয়।

প্রথম ঋতুদর্শনের কাল—দেশ, কাল ও শরীরাবয়বের তারতম্যবশতঃ ঋতুদর্শনের সময়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্ত্রীদিগের অল্পবয়সে প্রথম ঋতুদর্শন হয়। এতদ্দেশের বালিকাগণের প্রায় ১১ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে ঋতু প্রকাশ পায়। ভোগবিলাসিনী বালিকাদিগের কিংবা বলিষ্ঠা ও স্থূলকায়াগণের ইহা অপেক্ষাও অল্পবয়সে ঋতু প্রকাশ পায়। এতদপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আরও অল্পবয়সে এবং শীতপ্রধান দেশে অধিক বিলম্বে ঋতু প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথম রজঃ প্রবর্ত্তিত হইবার পর প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার করিয়া স্রাব হয় ও তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। মাসিক ঋতুর প্রারম্ভে বস্তিদেশে ভারবোধ ও রতিসম্ভোগেচ্ছা বলবতী হয়; কিন্তু কাহারও বা ঋতুর সময়ে কোনপ্রকার অসুখই বোধ হয় না এবং কাহারও বা বেশী যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২০৷২১ দিন হইতে ২৭৷২৮ দিন অন্তর ঋতুস্রাব হয়। এই আর্ত্তব ও শুক্র দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভাবস্থায় স্রাব হয় না, কারণ আর্ত্তববাহিনী নাড়ী গর্ভ দ্বারা আবৃত থাকে। ঋতুদর্শনের দিন হইতে ক্রমাগত ষোলদিন পর্য্যন্ত জরায়ু বা গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তৃত থাকে এবং ঐ সময়ের মধ্যেই গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু ষোলদিন পরে জরায়ুর মুখ সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া তৎকালে মৈথুন করিলেও গর্ভসঞ্চার হয় না।

গর্ভসঞ্চার ও তজ্জনিত উপসর্গ—যেমন দিবাভাগে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় এবং দিবাবসানে অথবা সন্ধ্যা হইলে আবার মুদিত হয়, তদ্রূপ ঋতুদর্শনের প্রথম দিবস হইতে ষোলদিবস পর্য্যন্ত জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তৃত থাকে ও তৎপরে আবার সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং ঐ ষোলদিবস পর্য্যন্ত গর্ভাধানের সময়। পুরুষেরও শুক্র স্খলিত হইয়া গর্ভাশয়ের মুখে পতিত হইলে আর্ত্তবের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চার হইলে ঋতুস্রাব বন্ধ, বিনাশ্রমে শ্রান্তিবোধ, উরুদেশের অবসন্নতা, পিপাসা এবং শরীরের গ্লানি ও যোনি স্ফুরিত হওয়া—এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনন্তর ক্রমশঃ স্তনাগ্রভাগের কৃষ্ণবর্ণতা, অক্ষিপল্লবদ্বয়ের নিমীলন, সুখাস্ত-ভক্ষণেও বমনভাব বা বমন, সুগন্ধ-গ্রহণে উদ্বেগ, মুখ হইতে জল উঠা ও শরীরের অবসন্নতা—এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের আকৃতি শঙ্খনাভির আকৃতির ন্যায় তিনটি আবর্ত্ত

(প্যাচ)-বিশিষ্ট, ইহার শেষ অর্থাৎ তৃতীয় আবর্ত্তে জরায়ু বা গর্ভাশয় অবস্থিত। গর্ভাশয়ের আকৃতি রোহিতমৎস্যের মুখের ন্যায়। রোহিতমৎস্য যেরূপ জলে অবস্থান করে, তদ্রূপ পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে জরায়ু অর্থাৎ গর্ভকোষ অবস্থিতি করে এবং রোহিতমৎস্যের মুখের বহির্ভাগ যেমন অল্পছিদ্রবিশিষ্ট অথচ মুখের অভ্যন্তর অধিক বিস্তৃত, তদ্রূপ গর্ভাশয়ের মুখ ক্ষুদ্র, কিন্তু মধ্যের বিস্তৃতি অধিক।

শুক্র ও আর্ত্তব গর্ভাশয়ে যেরূপ তরলভাবে পতিত হয়, প্রথম মাসে সেই-রূপই থাকে, কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না।

দ্বিতীয় মাসে সেই শুক্র ও শোণিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা পচ্যমান হইয়া গাঢ় অর্থাৎ ঘন হয়।

তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটি অবয়বের পাঁচটি স্থূলপিণ্ড জন্মে এবং তাহাতে অঙ্গের অবয়বসকল সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে।

চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট হয় এবং হৃদয় জন্মে ও চেতনার সঞ্চার হয়।

পঞ্চম মাসে মন ও ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে ভ্রূণদেহে ওজোধাতু জন্মে। অষ্টম মাসের পর হইতে প্রসবের কাল।

গর্ভিণীর রসবাহিনী নাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভি-নাড়ীর সহিত সংলগ্ন থাকে ; এই কারণে গর্ভিনী মাতার আহারাদি অর্থাৎ ভোজন, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, ভ্রমণ ও নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় ও তাহাতেই সন্তান জীবন ধারণ করে এবং হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গর্ভের নিশ্চিত লক্ষণসমূহ

(১) **ঋতুবন্ধ**—মাসিক ঋতু বন্ধ হওয়া গর্ভসঞ্চারের প্রথম লক্ষণ। গর্ভসঞ্চার হইলে মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়। সেইজন্যই যে কয়মাস ঋতু বন্ধ থাকে, সেই কয়মাসের গর্ভ বলিয়া ধরা হয় ; কিন্তু যাহাদের নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব হয় না, তাহাদের ক্ষেত্রে এই লক্ষণ দ্বারা প্রকৃতই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কিনা, বোঝা যায় না। আবার কতকগুলি রোগে—যেমন—পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগে এবং দীর্ঘদিন রোগভোগের পরেও মাসিক ঋতুস্রাব অনেক

সময় বন্ধ থাকে। কতকগুলি ক্ষেত্রে আবার গর্ভসঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে না।

(২) **স্তনের পরিবর্ত্তন**—গর্ভসঞ্চারের একমাসের মধ্যে সাধারণতঃ স্তনের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হয়।

১। স্তন ভারী বোধ হওয়া।

২। স্তন ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে এবং স্তনে ভেলা পড়ে

৩। তিনমাসের পর স্তনের বোঁটা টিপিলে জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়।

কোন-কোন স্ত্রীলোকের আবার গর্ভসঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আবার উপরিউক্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলেই যে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এরূপ নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না।

(৩) **প্রাতঃকালীন দুর্ব্বলতা**—গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাস হইতে প্রায় চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণীর প্রত্যূষেই নিদ্রাভঙ্গের পরে শরীর অবসন্ন বোধ হয়, গা বমি-বমি করে এবং বমিও হয়। চতুর্থ মাসে বমি সাধারণতঃ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। প্রাতঃকালীন দুর্ব্বলতা ও বমনই গর্ভসঞ্চারের নিশ্চিত লক্ষণ নহে।

(৪) **জরায়ুর বৃদ্ধি**—গর্ভসঞ্চারের পর মাসে-মাসে জরায়ুর আকার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রসূতির পেটও বড় হইতে থাকে। তলপেট ভারী বোধ হয়। ইহাও গর্ভসঞ্চারের নিশ্চিত লক্ষণ নহে। কারণ জরায়ুর মধ্যে গুল্ম হইলেও অনেক সময় ঐসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখাযায়।

(৫) **পেটে ছেলে নড়া**—গর্ভসঞ্চারের পঞ্চম মাসের শেষে গর্ভিনী ছেলে-নড়া বুঝিতে পারেন। গর্ভিণীর তলপেটে কিছুক্ষণ হাত রাখিলে ছেলে-নড়া বুঝিতে পারা যায়।

(৬) **ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন**—ইহা গর্ভের নিশ্চিত লক্ষণ। আকর্ষণযন্ত্র (Stethoscope) দ্বারা পরীক্ষা করিলে ভ্রূণ-হৃদয়ের স্পন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ মাসের পরেই এই স্পন্দন-ধ্বনি শোনা যায়।

(৭) **X' Ray বা রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা**—গর্ভসঞ্চারের চতুর্থ মাসের পরে রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করিলে ভ্রূণের অস্থিসকল দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না, নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়।

গর্ভসঞ্চারের উপরিউক্ত যতগুলি লক্ষণ বর্ণনা করা হইল, তন্মধ্যে একমাত্র জ্রূণের হৃৎস্পন্দন ও রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা জ্রূণ পরীক্ষা—এই দুইটিই গর্ভসঞ্চার-নির্ণয়ে নিশ্চিত উপায়।

সতর্কতা

গর্ভাবস্থায় সতর্কভাবে পরিশ্রম বা ভ্রমণাদি নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু অসতর্ক-ভাবে ভ্রমণ এবং ভারবহন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। ভ্রমণ, শয়ন বা উপবেশনকালে যাহাতে পদস্খলন প্রভৃতি না হয় এবং তজ্জন্য গর্ভাশয়ে আঘাতাদি না লাগে, সে-বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া উচিত; স্মরণ রাখা উচিত যে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ অঙ্গ-চালনা বা পরিশ্রম না করিলে শারীরিক যন্ত্রাদি ক্রমশঃ শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে জীর্ণ হয় না ও তজ্জন্য নানাবিধ ব্যাধি উপস্থিত হয়।

শরীর, মন ও পরিশ্রম—গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর শরীর সুস্থ এবং মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, তৎপ্রতি এবং আহার-বিহারাদির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত। মিষ্ট অথচ স্নিগ্ধ ও প্রীতিপ্রদ, তরল, লঘুপাক ও অগ্নিবর্দ্ধক পানভোজন গর্ভিণীর পক্ষে উপকারী। অধিক শ্রমজনক কর্ম্ম করা কিংবা এককালে বসিয়া থাকা—উভয়ই দোষের। একেবারে পরিশ্রম না করিলে মন প্রফুল্ল থাকে না, পরন্তু নানাপ্রকার কুচিন্তা উপস্থিত হয়, তবে যাহাতে পদস্খলন না হয় এবং গর্ভে আঘাত না লাগে, তদ্রূপভাবে গর্ভিণীর কাজকর্ম্ম ও ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা গর্ভিণীকে একেবারে বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মিত্ররূপী শত্রু। অলসভাবে বসিয়া থাকিলে প্রসব-বেদনায় গর্ভিণীকে অভিভূতা হইতে হয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না, যেসকল গর্ভিণী যত অধিক বিলাসিতায় কালহরণ করেন, তাঁহারাই প্রসবে তত অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন, পক্ষান্তরে শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা আসন্নপ্রসবাবস্থায়ও যথারীতি দৈনিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। এমনও অনেক দেখা যায়, হয়ত দুই-চারিক্রোশ ব্যবধানে কর্ম্মস্থল, কর্ম্মস্থলে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রসবের কোনও লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই,

গর্ভিণী যথারীতি কর্ম্মস্থলে গিয়া স্বীয় কার্য্য পূর্ব্ববৎ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে-দেখিতে প্রসব-বেদনা উপস্থিত ও সঙ্গে-সঙ্গে প্রসব করিয়াছে। এইসকল ঘটনা দেখিয়া গর্ভাবস্থায় বসিয়া থাকা উচিত কিনা, বেশ বুঝা যায়।

অকরণীয়—গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বা অসতর্কভাবে পরিশ্রম, উপবাস, পুরুষ-সহবাস, রাত্রি-জাগরণ, শোক, হস্তী ও অশ্বাদি-যানে আরোহণ, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, বিপরীতভাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বা চীৎকার করা, অধিক তৈলমর্দ্দন, কঠিন শয্যায় কিংবা উচ্চস্থানে শয়ন প্রভৃতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পীড়া—গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। সময়-সময় ঐ-সকল রোগ এতই প্রবল হয় যে, গর্ভিণীর জীবন-নাশের আশঙ্কা উপস্থিত বা মৃত্যু হইয়া থাকে। বমন, গর্ভশূল, দন্তশূল, দন্তক্ষত, লালা-নিঃসরণ, জ্বর, উদরাময়, শ্বাসকষ্ট, শিরঃপীড়া, গ্রহণী, অতিসার, রক্তাতিসার, অগ্নিমান্দ্য, আলস্য, দুর্ব্বলতা, আমাশয় ও রক্তামাশয়, শোথ, আক্ষেপ, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কোষ্ঠকাঠিন্য, যোনিশূল, যোনিপ্রদাহ, যোনিকণ্ডু, পিপাসা, গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত প্রভৃতি কতকগুলি রোগ আহার-বিহারাদির অনিয়মে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃ বমনাদি যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা গর্ভসঞ্চার-বশতঃ শরীর ও মনের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের ফল অর্থাৎ ঐসকল উপসর্গ গর্ভসঞ্চারের লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের মাসে-মাসে ঋতুস্রাব হয়, কিন্তু, গর্ভসঞ্চার হইলে স্রাব বন্ধ হয় এবং স্রাব বন্ধ হইলে বিনা পরিশ্রমে শ্রমবোধ, উরু ও শরীরের অবসন্নতা, পিপাসা, শরীরের গ্লানি, যোনিস্ফুরণ, মুখ হইতে জল বা লালা-নিঃসরণ, সুখাদ্য বা সুগন্ধ-গ্রহণেও বমনভাব বা বমন এবং অত্যধিক অলসতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহা হইলেও এইসকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইলে যথারীতি চিকিৎসা করিতে হয়, না করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। বমনের আধিক্যবশতঃ গর্ভস্রাব হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত মৈথুন ও অধিক পরিশ্রম, অসতর্কভাবে বা দ্রুতবেগে ভ্রমণ এবং আহারাদির অনিয়মেও নানাপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত বা গর্ভস্রাব হইতে পারে।

গর্ভপাতের কারণ—গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মৈথুন, ভ্রমণ, দ্রুত-গামী যানে বিচরণ, পরিশ্রম, পীড়ন (টেপাটিপি), জ্বর, উপবাস, উচ্চস্থান

হইতে পতন, আঘাত, অজীর্ণ, দ্রুতবেগে গমন, বমন, বিরেচন, কুন্থন (কোঁথ দেওয়া), যাহাতে গর্ভস্রাব হইতে পারে, এরূপ দ্রব্যের ভক্ষণ বা যোনিরন্ধ্রে প্রবেশ করান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, উৎকট বা বিষমভাবে উপবেশন অথবা শয়ন এবং তীক্ষ্ণ ও রুক্ষগুণবিশিষ্ট বা উষ্ণবীর্য্য এবং কটু ও তিক্তরসযুক্ত দ্রব্য অধিক ভোজন; এইসকল কারণে গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব হয়। এতদ্ব্যতীত ফিরঙ্গ বা বিষাক্তমেহ থাকিলেও গর্ভস্রাব হয়; পরন্তু আজকাল যেন অধিকাংশস্থলে ঐ দুই কারণেই গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ—গর্ভপাত হইবার পূর্ব্বে যোনিদ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্ত নির্গত হয়।

গর্ভস্রাবের কাল—গর্ভসঞ্চারের সময় হইতে চারি মাস অবধি (পর্য্যন্ত) রক্ত তরল অবস্থায় থাকে, সুতরাং চারি মাসের মধ্যে স্রাব হইলে রক্তেরই স্রাব হয়, এইজন্য উহাকে গর্ভস্রাব কহে; কিন্তু চতুর্থ মাসের পর গর্ভ স্থিরভাবাপন্ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট হয় বলিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ বা তদধিক মাসে পতিত হইলে তাহাকে গর্ভপাত বলে।

গর্ভপাতের উদাহরণ—যেমন পাকা ফল আঘাতাদি প্রাপ্ত হইলে বৃন্তচ্যুত হইয়া বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তলপেটে কোনপ্রকার আঘাত, বিষমভাবে উপবেশন অথবা পীড়নাদি দ্বারা গর্ভপাত হইয়া থাকে।

গর্ভপাতের উপদ্রব—গর্ভপাত হইলে রোগিণীর দাহ, পার্শ্ব-শূল, পৃষ্ঠবেদনা, প্রদর, আনাহ এবং মূত্ররোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। গর্ভ কোন কারণে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরিত হইলে আমাশয় ও পক্কাশয়ের ক্ষুব্ধতা এবং উক্ত পার্শ্বশূলাদি উপসর্গসমূহ প্রকাশ পায়।

অকাল-প্রসবের লক্ষণ—সপ্তম মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণ চেতনাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তৎকালে গর্ভিণী কোনপ্রকার আঘাত বা ভয়প্রাপ্ত হইয়া সন্তান প্রসব করিলে তাহাকে অকাল-প্রসব কহে।

নাগোদর গর্ভের লক্ষণ—বায়ুর অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গর্ভাশয়স্থ ভ্রূণ ক্রমশঃ শুকাইয়া কঠিন হইলে তাহাকে নাগোদর গর্ভ কহে। এই রোগে গর্ভিণীর আধ্মান প্রকাশ পায়।

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা-বিধি

গর্ভিণীর বমনেচ্ছা বা বমন প্রকাশ পাইলে প্রথমতঃ নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রথমাবস্থায় প্রাণবল্লভরস অতি উপকারী। ইহা কেবল বমনের ঔষধ নহে, বাতপিত্তাধিক সমস্ত রোগে অনুপানভেদে প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে উপকার না হইলে জ্বররোগোক্ত চন্দ্রকান্তিরস প্রয়োগ করিবে। এইসকল ঔষধ গর্ভিণীর জ্বরসত্ত্বে বমন হইলেও প্রয়োগ করা যায়। তৃষ্ণায় ধনে ও মৌরী-ভিজান জলসহ দিবে। বমনের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর, কাস, শ্বাস ও হিক্কা থাকিলে বাসাক্বাথ একবেলা দিবে। এই দুই প্রকার ঔষধে বমনেচ্ছা ও বমন প্রশমিত না হইলে বমনরোগোক্ত পিপ্পলাদ্যলৌহের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, দাহ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতিও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভিণীকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ঔষধটি যেন উৎকট তিক্ত বা বিস্বাদ না হয়, কারণ ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। গর্ভিণীর যে-কোন রোগে শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও অষ্টাঙ্গাবলেহ প্রয়োগ করিবে।

উৎকৃষ্ট স্বর্ণসিন্দূর একরতি বা দুইরতি মাত্রায় অনুপানভেদে প্রসূতির যে-কোন রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বমিতে পটোলের রস, বেদানার রস কিংবা ডালিমের রস ও মধু বা শশার বীচির শাঁস-বাটা ও স্তনদুগ্ধসহ; বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে ডাবের জলে খৈ ভিজাইয়া সেই জলসহ; তৃষ্ণায় বেদানার রস বা ধনে ও মৌরীর জলসহ; মাথা ঘুরিলে আমলকী-ভিজান জলসহ বা শতমূলীর রসসহ; গাত্রদাহ ও যোনিপ্রদাহে শুলঞ্চের রস বা নালিতা অথবা পাটশাক-ভিজান জলসহ কিংবা পলতার রসসহ দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্যে তীব্র বিরেচন কদাপি প্রযোজ্য নহে। প্রথমে গোলাপফুল ও কিস্‌মিস্‌-বাটা প্রয়োগ করা উচিত, তদভাবে বা তাহাতে উপকার না হইলে ক্যাষ্টরঅয়েল প্রয়োগ করা যায়। জ্বররোগোক্ত বিরেচনযোগ প্রয়োগ করিলেও চলে। মন্দাগ্নি বা বাতাজীর্ণে বৃহৎ অগ্নিকুমার বা ভুবনেশ্বর উষ্ণজলসহ দিবে। অতিসার বা প্রবাহিকায় অতিসারোক্ত লবঙ্গাদি বা বৃহৎ লবঙ্গাদি জাতিফলরস-সহ অথবা জ্বরচিকিৎসোক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক মুথার রস ও মধুসহ অথবা

লবঙ্গাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বরাতিসারে জ্বরাতিসারোক্ত অমৃতার্ণব মুথার রস ও পিপুলচূর্ণসহ দিবে। রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকায় অতিসারোক্ত কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ছাগদুগ্ধসহ দিবে। অতিসার বা আমাশয়ে অল্প রক্ত নির্গত হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক লাল-ন'টের মূল বা কুড়্চীর ছালের রসসহ প্রয়োগ করিলেও চলে। প্রবল অতিসার বা গ্রহণীতে জীরকাদিমোদক, বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা মুস্তকাদিমোদক ব্যবহার করা যায়। এতদ্ব্যতীত অবস্থাভেদে ঐসকল রোগোক্ত নানাবিধ কাথও প্রয়োগ করা যায়। প্রবল অরুচি হইলেও অন্যান্য অম্ল খাইতে দিবে না। অতি পুরাতন তেঁতুল ও আমরুলশাকের টক দিবে। জ্বররোগোক্ত আমলাদ্যযোগের ব্যবস্থা করা যায়। অম্লপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অম্লারি বা শ্বেতচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বর বা তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে জ্বররোগোক্ত দশমূলকাথ দিবে। জ্বরে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ অথবা বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে মধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া তাহা অঙ্গুলিতে মাথাইয়া সেই অঙ্গুলি দ্বারা রোগিণীর জিহ্বা আস্তে-আস্তে ঘর্ষণ করিবে, ইহাতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে এবং দশবৎসরের পুরাতন ঘৃত পানে মাথাইয়া সেই পান গরম করিয়া বক্ষঃস্থলে পুনঃপুনঃ স্বেদ দিবে ও তিসি বা মসিনার পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু কথনও বমন করাইবে না। গর্ভাবস্থায় বমনের ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। শিরঃপীড়া, মুখ হইতে লালা-নিঃসরণ বা সর্ব্বদা থুথু ফেলা, দন্তশূল, দাঁতের মাঢ়ীর স্ফীতি ও দন্তক্ষত প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি, জ্বর-চিকিৎসোক্ত স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা বাতব্যাধিরোগোক্ত নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস বা লক্ষ্মীবিলাসের ব্যবস্থা করিবে। শিরোরোগের সহিত জ্বর এবং অন্যান্য বাতশ্লৈষ্মিক উপসর্গ কিংবা জ্বরের সহিত শিরঃপীড়া থাকিলে তাহাও ঐসকল ঔষধে দূরীভূত হয়। দন্তশূল ও দন্তস্ফীতিতে আদার রসের কুল্লি প্রশস্ত।

গর্ভাবস্থায় শোথ একটি প্রধান উপসর্গ, শোথের জন্য শোথরোগোক্ত পুনর্নবাষ্টককাথ ও পুনর্নবাদিচূর্ণের ব্যবস্থা করিবে। শোথের সহিত জ্বর, পাণ্ডু এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তাহাও উহাতে বিনষ্ট হয়। শোথের সহিত পাণ্ডু ও কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিবে।

এই অবস্থায় নবায়সচূর্ণ অতি উপকারী, কিন্তু উহা রক্তচিতা-সংযুক্ত বলিয়া সকলে ব্যবস্থা করেন না। রক্তচিতা জরায়ুর উপর ক্রিয়া করে, সুতরাং উহা প্রয়োগ করিলে যদিই বা গর্ভস্রাব হয়, ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা। আবার কেহ-কেহ প্রয়োগও করেন। তাঁহারা বলেন—কেবলমাত্র রক্তচিতার প্রয়োগই অনিষ্টকর, কিন্তু এতগুলি ঔষধসংযুক্ত রক্তচিতা কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না, বাস্তবিক প্রয়োগ করিয়া কুত্রাপি অনিষ্ট সংঘটিত হইতেও দেখা যায় নাই। শোথ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও উদরাময় থাকিলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে পর্পটী প্রয়োগ করিবে। পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও উদরাময়ে পাণ্ডু ও কামলা-রোগোক্ত লৌহপর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী কিংবা ঐসকল লক্ষণের সহিত উদরী থাকিলে উদররোগোক্ত স্বর্ণপর্পটী প্রযোজ্য। জ্বরবিকারে জ্বররোগোক্ত কস্তুরীভূষণ, কস্তুরীভৈরব বা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে।

যকৃৎ থাকিলে যকৃদরিলৌহ এবং প্লীহা থাকিলে গুড়পিপ্পলীর ব্যবস্থা করিবে। রক্তপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রক্তপিত্তরোগোক্ত এলাদিগুড়িকা ও অন্যান্য যোগ প্রয়োগ করিবে।

গর্ভাবস্থায় অস্বাভাবিক লক্ষণ

(১) **গর্ভস্রাব**—গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হওয়া অস্বাভাবিক। কারণ স্বভাবতঃই গর্ভসঞ্চার হইলে মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে এইরূপ রক্তস্রাব হইলে গর্ভস্রাবের খুব সম্ভাবনা থাকে। গর্ভাবস্থায় সপ্তম বা অষ্টম মাসে জরায়ু হইতে যে রক্তস্রাব হয়, তাহার কারণ—গর্ভাবস্থায় অমরা (ফুল) সাধারণতঃ জরায়ুর উর্দ্ধভাগে সংলগ্ন থাকে, কিন্তু যদি ঐ অমরা (ফুল) জরায়ুর নিম্নভাগে সংলগ্ন হইয়া আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে জরায়ুর মুখের নিকট (cervix) অবস্থিতি করে, তাহা হইলে গর্ভস্থ সন্তান বড় হইবার সঙ্গে-সঙ্গে জরায়ুর আকার বৃদ্ধি পাইবার জন্য প্রসবের পূর্ব্বেই ঐ অমরার (ফুলের) কিয়দংশ খুলিয়া যায় এবং ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই রোগ অধিক সন্তানের জননীদের হইয়া থাকে।

প্রথম-প্রথম এই স্রাব অল্পমাত্রায় হয়, বেদনা থাকে না। ক্রমশঃ বারে-বারে এবং অল্পদিন-ব্যবধানে এই স্রাব দেখা যায়। ইহাতে রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন এবং অত্যধিক রক্তস্রাবহেতু গর্ভিণীর এবং গর্ভস্থ শিশুর উভয়েরই প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। বস্তুতঃপক্ষে এইরকম অবস্থায় যতক্ষণ সন্তান-প্রসব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গর্ভিণীর জীবন নিরাপদ নহে।

এইরূপ অবস্থায় গর্ভিণীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন এবং যে মাসে এইরূপ রক্তস্রাব আরম্ভ হইবে, শাস্ত্রে মাসানুক্রমিক রক্তস্রাবের জন্য যে পাচনের ব্যবস্থা আছে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যথা—

গর্ভিণীর প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু।

" দ্বিতীয় মাসে রক্তস্রাব হইলে পাথরকুচি, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী।

" তৃতীয় মাসে—পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল।

" চতুর্থ মাসে—অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটী ও যষ্টিমধু।

" পঞ্চম মাসে—বৃহতী, কণ্টিকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গা এবং ঘৃত।

" ষষ্ঠ মাসে—চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু।

" সপ্তম মাসে—পানিফল, মৃণাল, কিসমিস, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি।

" অষ্টম মাসে—কয়েতবেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টিকারী ইহাদের মূল ও পটোলপত্র।

" নবম মাসে—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা।

" দশম মাসে—শুণ্ঠীসিদ্ধ দুগ্ধসহ সেবন করাইবে।

পূর্ব্বোক্ত সকল যোগই দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

(২) **অত্যধিক বমন**—গর্ভসঞ্চারের প্রথম হইতে তিনমাস পর্য্যন্ত গর্ভিণীর গা বমি-বমি করে, কখনও বা বমন হয়, ইহা স্বাভাবিক লক্ষণ; কিন্তু যদি বমি বেশী হয় কিংবা তৃতীয়মাসের পরেই বমন হইতে থাকে, তাহা হইলে বমনের চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা—গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা-বিধিতে দ্রষ্টব্য।

(৩) হাত, পা বা মুখে শোথ।

(৪) প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া।

(৫) সর্ব্বদা মাথার যন্ত্রণা।

(৬) দৃষ্টিশক্তির অল্পতা অর্থাৎ চোখে ঝাপ্‌সা দেখা।

(৭) অতিনিদ্রা বা অনিদ্রা।

(৮) সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎকম্পন উপস্থিত হওয়া।

প্রসূতির শরীরে বিষসঞ্চয়ের জন্য যেসকল যন্ত্র দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে, তাহাদের বিকৃতি হয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার জন্য বিকৃত হওয়ায় যন্ত্রগুলি তাহাদের যথাযথ কার্য্য করিতে পারে না। এইরূপে যন্ত্রগুলি বিকৃত হইলেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় শোথ একটি প্রধান উপসর্গ। ইহা হইতে পরে কোন একদিন প্রসূতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। রোগীর মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তন,চক্ষুর্দ্বয় অস্বাভাবিক, সর্ব্বশরীরে আক্ষেপ, চোয়াল দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যায়, মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হইতে থাকে এবং প্রসূতি ঐ সময়ে মুখ দিয়া অদ্ভুত শব্দ করিতে থাকে। উপরিউক্ত লক্ষণসমূহ অতিশীঘ্রই প্রকাশ পায় এবং তাহার পরই রোগিণী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতা দূর হইলে কিছু সময় পরে আবার উপরিউক্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় এবং রোগিণী পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়ে; এইরূপ বার-বার চলিতে থাকে। এই সময়ে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, রোগিণীর রক্তের চাপ (Blood pressure) অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ ৭ম মাসের পর ১০ম মাসের মধ্যেই এই রোগ হইতে দেখা যায়। কখন বা প্রসব-বেদনা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই, কখন বা প্রসবকালে এবং কখনও বা প্রসবের পরই প্রথম ফিট আরম্ভ হয়। দেখা গিয়াছে যে, শ্রাবণ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অন্য সময়েও ইহতে পারে।

চিকিৎসা—একবার রোগিণী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে এই রোগের চিকিৎসা করা কঠিন হইয়া পড়ে। গর্ভাবস্থায় যদি এই রোগ দেখা যায়, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রসব হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিণীর জীবন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়। ইহার চিকিৎসাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিতে হইবে। অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বাবস্থায় শোথের চিকিৎসা করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে রক্তের চাপ কমাইবার জন্য আবশ্যক হইলে শিরাবেধ অথবা

ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গর্ভাবস্থায় পা ফুলিলে নিম্নলিখিত ঔষধসকল ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়—পুনর্নবামণ্ডূর, চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, পুনর্নবাষ্টককাথ, তৃণপঞ্চমূলের কাথ, নাগার্জ্জুনাভ্র, লক্ষ্মীবিলাস। সঙ্গে জ্বর থাকিলে সন্নিপাতভৈরবরস-ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় রক্তের চাপ (Blood-pressure) কমাইবার জন্য নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ ব্যবহার করিবে। রসরাজরস, সুধানিধিরস, বৃহৎ বাতচিন্তামণি প্রভৃতি অবস্থানুসারে ব্যবহার করিবে। মদরোগোক্ত মদভঞ্জনযোগও অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে এবং নিয়মিত কোষ্ঠপরিষ্কারের জন্য ত্রিফলার কাথ, ত্রিফলাচূর্ণ, এরণ্ডতৈল ইত্যাদি প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহে রক্তের চাপ (Blood-pressure) না কমিলে শিরাবেধ করা কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে প্রথমত: চতুর্ম্মুখরস, বাতকুলান্তক, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ তালের ডাঁটার রস ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় বারে-বারে লাগাইয়া দিবে। পরে বৃহৎ চতুর্মুখ, বাতচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ জটামাংসী-ভিজান জল ও মধুসহ সেবন করাইবে। মাথায় দিবার জন্য পুরাতনঘৃত, বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল, লক্ষ্মীবিলাস-তৈল, মহালক্ষ্মীবিলাসতৈল ব্যবহার করিবে। ইহাতে বায়ু প্রশমিত হইয়া নিদ্রার সহায়তা করে। স্বাভাবিকরূপে নিদ্রা হইলে এই রোগের আক্রমণ অনেকাংশে কমিয়া যায়।

মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে রোগীকে নির্জ্জন ও আলোকবিহীন কক্ষে লইয়া যাইবে। যতক্ষণ রোগিণী নিদ্রিত অবস্থায় থাকিবে, ততক্ষণ যাহাতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এইরূপ কোন কার্য্য করিবে না।

পথ্য—দুধভাত, দুধবার্লি, ফলের রস, ডাবের জল, গোক্ষুরের কাথ, তৃণপঞ্চমূলের পেয়া, দুধ-খৈ ইত্যাদি।

গর্ভশূল ও রক্তস্রাব—গর্ভশূল গর্ভাবস্থায় একটি প্রধান উপসর্গ। গর্ভাবস্থায় গর্ভশূল প্রকাশ পায়, তাহা সকলেরই জানা আছে কিন্তু প্রতিমাসে ঐরূপ বেদনা কেন হয়, তাহা অনেকেরই জানা না থাকিতেও পারে। স্ত্রীলোক-দিগের মাসে মাসে একবার করিয়া ঋতুস্রাব হয়, ইহা স্বাভাবিক। ঋতুস্রাবের সময় হইলে জরায়ুর দ্বার প্রসারিত হয়, আবার ষোলদিন পরে সঙ্কুচিত হইয়া

যায়। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাব বন্ধ এবং জরায়ুর দ্বার সঙ্কুচিত থাকিলেও যাহার যতদিন পরে ঋতুস্রাব হওয়ার নিয়ম. সেই সময় উপস্থিত হইলেই জরায়ু বা গর্ভাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়, পরন্তু গর্ভসঞ্চারের পর ঐ ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃতিগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ভাব এককালে দূরীভূত হয় না, সুতরাং কাহারও-কাহারও অল্পঋতুস্রাব হইতে দেখা যায়, তবে উহা অবশ্যই শুভ লক্ষণ নহে এবং তজ্জন্যই মাসে-মাসে স্রাবের আশঙ্কা নিবারণের জন্য মাসে-মাসে ঔষধ প্রয়োগের বিধি আছে। কারণ অল্প-অল্প স্রাব কিছুদিন হইতে থাকিলে অকস্মাৎ বেশী স্রাব হইয়া গর্ভ নষ্ট হইতেও পারে ; যেহেতু যোনিদ্বার হইতে রক্তস্রাব গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ।

গর্ভশূল উপস্থিত হইলে তন্নিবারণের জন্য কুশমূল, কেশেমূল, ভেরেণ্ডার মূল ও গোক্ষুর—ইহাদের ক্বাথ অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর ক্বাথ পান করিতে দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্ররোধ, দাহ, পিপাসা ও রক্তস্রাব হইলে কিংবা গর্ভ স্থানচ্যুত হইলে তৃণপঞ্চমূলক্ষীর পান করিতে দিবে। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব পূর্ব্বোক্ত কারণেও হয়, আবার সন্তান অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বর্দ্ধিত হইলে কিংবা ২।৩টি সন্তান একেবারে জন্মিলে জরায়ুতে অধিক চাপ লাগিয়া তাহার গাত্রাবরণ বিদীর্ণ হইলেও হয়। রক্তস্রাব হইলে উৎপলাদিক্বাথ সেবন করাইবে। গর্ভ স্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্য দাহ, রক্তস্রাব ও বেদনা প্রকাশ পাইলে হ্রীবেরাদিকাথ বা বৃহৎ হ্রীবেরাদিক্বাথের ব্যবস্থা করিবে।

গর্ভিণীর জ্বর হইলে এরণ্ডাদিকাথ অথবা জ্বররোগোক্ত স্বল্পপঞ্চমূলকাথ বা দশমূলকাথ প্রভৃতি বাতাদি-দোষভেদে প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রথম-অবস্থায় কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য, সুতরাং নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে উপকার না হইলে গর্ভ-বিনোদরস বা গর্ভচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। ঐ ঔষধে বিশেষ উপকার না হইলে অথচ জ্বর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে স্বল্পগর্ভচিন্তামণি, বৃহৎ গর্ভ-চিন্তামণি বা গর্ভপীযূষবল্লী প্রভৃতি অথবা জ্বররোগোক্ত জ্বরমঙ্গলরস প্রভৃতি জ্বরনাশক ঔষধসকলের অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিবে।

গর্ভসঞ্চার হইলে অন্ততঃ একটি ঔষধ রীতিমত প্রত্যহ সেবন করান কর্ত্তব্য, তাহা হইলে প্রায়শঃ কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না, তবে যাহারা নীরোগ ও সুস্থ, তাহারা সেবন না করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাদের গর্ভ-

সঞ্চার হইলেই নানা উপসর্গ উপস্থিত বা গর্ভপাত হয়, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ একটি ঔষধ ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় বাতপ্রধান শরীরে বায়ু, পিত্তপ্রধান শরীরে পিত্ত, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপ সমধিক প্রকাশ পায়, ইহাই স্বাভাবিক ; সুতরাং তাহা নিবারণ করিবার জন্যও ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাতপ্রধান শরীরে আক্ষেপ, পিত্তপ্রধান শরীরে দাহ, পাণ্ডুতা, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে গাত্রগুরুতা ও শোথ— এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই ; সুতরাং ঔষধ-প্রয়োগ ব্যতীত গর্ভিণীর সুস্থশরীরে থাকা অসম্ভব। বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার প্রকোপে সাধারণতঃ দশমূলকাথ প্রয়োগ করিলেই চলে। বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে গাত্রবেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে বাতব্যাধিরোগের বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, পিত্তাশ্রিত বাতে অর্থাৎ বায়ুর রুক্ষাবস্থায় চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, পিত্তাধিক শরীরে অম্লপিত্তরোগোক্ত গুড়ূচ্যাদিলৌহ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে শিরঃপীড়া হইলে কিংবা শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ মুখ-প্রসেক ও গাত্রগুরুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে বাতব্যাধিরোগোক্ত নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস বা কফচিন্তামণি প্রযোজ্য।

বায়ুপ্রধান শরীরে অথবা বায়ুবর্দ্ধক আহার দ্বারা গর্ভ শুষ্ক না হয়, তৎ-প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কোন-কোন গর্ভিণীর গর্ভ এইরূপে অসাব-ধানতাবশতঃ শুকাইয়া কঠিন হয় এবং তাহাতে জীব-সঞ্চার হয় না, পরন্তু বায়ুর অত্যধিক প্রকোপবশতঃ কখনও-কখনও প্রবল আধ্মান উপস্থিত হয়, আবার কখনও-কখনও বায়ুর প্রকোপ হ্রাস পাইলে আধ্মান স্বতঃই হ্রাস পায়। ইহাকে নাগোদর গর্ভ কহে। এই অবস্থায় কোন-কোন স্থলে জনরব প্রচারিত হয় যে, ভূতে সন্তান অপহরণ করিয়াছে। ইহাতে বাতব্যাধিরোগোক্ত বায়ুনাশক মাষবলাদিকাথ ও চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ এবং তৎসঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। মুখ হইতে অধিক লালা নির্গত হইলে শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথের কুলি করিতে দিবে। এই অবস্থায় বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি অসাধারণ উপকারী। নাগোদর গর্ভের চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্রে পরীক্ষা করা আবশ্যক। চতুর্থ মাসেই ভ্রূণের চেতনা জন্মে, সুতরাং ভ্রূণ সচেতন, কি অচেতন, তাহা স্বাভাবিক অঙ্গ-চালনা দ্বারা পঞ্চম মাস হইতেই বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। যদি নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া নিঃসন্দেহে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়। নবম বা দশম মাস সাধারণতঃ

প্রসবের কাল, সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে প্রসব না করিলে পরীক্ষা করিবে শুষ্কগর্ভ-নিষ্কাশনের জন্য যোনিরোগোক্ত রজঃপ্রবর্ত্তিনীবটী স্থানিক প্রয়োগ করিবে। এইসকল ঔষধপ্রয়োগে শুষ্কগর্ভ কোমল হইলে গর্ভপাতকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

এই অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি ঔষধ সাধারণতঃ অত্যধিক উগ্র, সুতরাং তাহা প্রয়োগ করিলে রোগিণীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না, পরন্তু অধিকাংশস্থলে মারাত্মক বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, রাংচিতা, করবীর বীজ প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর। উহা প্রয়োগ করা নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য। আর কতকগুলি ঔষধ তাদৃশ উগ্র নহে, সুতরাং তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হিং জলে গুলিয়া লইবে, পরে একটি কাপড়ের দ্বারা বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগে উপর্য্যুপরি কয়েকবার উহা মাখাইবে ও রৌদ্রে শুকাইবে। এই বাতি যোনিরন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইবে ও যাহাতে জরায়ুর দ্বার পর্য্যন্ত পৌছায়, তদ্রূপভাবে স্থাপন করিবে। এইরূপে একদিন বা একদিন-একরাত্রি স্থাপন করিয়া রাখিলে গর্ভ নিষ্কাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। অগ্রে প্রলেপের ব্যবস্থা করাই ভাল। আকনাদি, আপাং, ঈশলাঙ্গলিয়ার মূল কিংবা বাসক-মূলের ছাল—ইহাদের যে-কোন একটি জলসহ বাটিয়া নাগোদর গর্ভিণীর নাভি ও বস্তিতে প্রলেপ দিবে। প্রলেপের ক্রিয়া মৃদু, সুতরাং প্রলেপ এবং হিঙ্গের প্রয়োগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোনপ্রকার মূল যোনিতে প্রবেশ করান কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে যোনির অভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে। ফলতঃ অশিক্ষিত লোকের পরামর্শমত কখনই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গর্ভিণীরোগে ঔষধ

অষ্টাঙ্গাবলেহ—গর্ভিণীর যে-কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। কাস, অরুচি, বমি ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি থাকিলে তাহাও এই ঔষধে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ১০৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হ্রীবেরাদিক্বাথ—গর্ভাশয় স্বস্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্য আমাশয় ও পক্বাশয়ের ক্ষুব্ধতা, দাহ, পার্শ্ববেদনা, পৃষ্ঠবেদনা ও প্রদর বা রক্তস্রাব—এই-সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদরাধ্মান বা মলরোধ থাকিলে এই ক্বাথে সোন্দালের শাঁস ।৷৹ অর্দ্ধতোলা প্রক্ষেপ দিবে। গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হইলেও এই ক্বাথ ব্যবস্থা করা যায়।

হ্রীবেরাদিক্বাথ। বালা, আতইচ, মুথা, মোচরস ও ইন্দ্রযব; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ হ্রীবেরাদিক্বাথ—হ্রীবেরাদিক্বাথ যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। হ্রীবেরাদিক্বাথ প্রয়োগ করিয়া কোন উপকার না হইলে বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে ও অত্যন্ত প্রদাহ থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ হ্রীবেরাদিক্বাথ। বালা, সোন্দালের ছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুথা, বেণার মূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতইচ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

উৎপলাদিক্বাথ—গর্ভাবস্থায় মাসিক ঋতুর সময় উপস্থিত হইলে, ঋতুস্রাব হইলে এবং সন্তান অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিতায়তন বা একেবারে ২।৩টি সন্তান হইলে জরায়ুতে চাপ পড়ে বলিয়া জরায়ু বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব হয়। জরায়ু হইতে যে-কোন কারণে পুনঃপুনঃ রক্তস্রাব হইলে এবং ঐ কারণে বেদনা এবং অত্যধিক দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি পৈত্তিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

উৎপলাদিক্বাথ। নীলোৎপল (নীলসুঁদি), কহ্লার (শ্বেতসুঁদি), কুমুদ (রক্তপদ্ম), শ্বেতপদ্ম এবং যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

এরণ্ডাদিক্বাথ—গর্ভিণীর বাতপিত্তাদি যে-কোন প্রকার জ্বরের প্রথম অবস্থায় জ্বরনাশের জন্য এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সাধারণ জ্বরেই প্রযোজ্য, জ্বরবিকারে প্রযোজ্য নহে।

এরণ্ডাদিক্বাথ। ভেরেণ্ডার মূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—গর্ভিণীর যে-কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাদিক্বাথ—ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শৈত্যক্রিয়াবশতঃ গর্ভিণীর বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে ও তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট, হিক্কা বা উদরাধ্মান প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ পান করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা অতিশীঘ্র তরল হয় এবং শ্বাসকষ্ট ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়। সূতিকারোগে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ইহা মহোপকারী।

বাসাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১০৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অগ্নিকুমার—গর্ভাবস্থায় মন্দাগ্নি, কোষ্ঠকাঠিন্য বা অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহার প্রয়োগে উপকার হয়। সূতিকা এবং অন্যান্য রোগে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ অগ্নিকুমার। হরীতকী ৪ তোলা, যমানী ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ।০ অর্দ্ধতোলা; জলে মর্দ্দন।

ভুবনেশ্বর—বৃহৎ অগ্নিকুমার যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গরম জল।

ভুবনেশ্বর। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, সৈন্ধব ও গৃহধূম (ঝুল বা আদু); ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী—৩ রতি।

শ্বেতচূর্ণ—গর্ভাবস্থায় মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদর-বেদনা, শোথ ও অম্লপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা মহোপকারী। নানাপ্রকার অবস্থায় বিবিধ অনুপানে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

শ্বেতচূর্ণ। সোরা ৪ তোলা, ফিট্‌কারী ২ তোলা ও সৈন্ধব ১ তোলা; ইহাদের চূর্ণ করিয়া লইবে। সৈন্ধবের পরিবর্ত্তে বিটলবণ প্রয়োগ করিলে শূল ও অম্ল-পিত্তের বেদনা এবং আমাশয়ের বেদনা অচিরে দূরীভূত হয়।

অম্লারি (সাদাচটী)—ইহা সাধারণতঃ অজীর্ণে ও অম্লরোগে প্রযোজ্য। বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে), বিদগ্ধাজীর্ণে ও অম্লপিত্তের প্রথম অবস্থায় বেশ উপকারী, কিন্তু আমাজীর্ণে উপকারী নহে। প্রধানতঃ বায়ু ও পিত্তজনিত অনেক রোগে অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায় ও উপকার হয়। শ্বেতচূর্ণ যে-যে রোগে যেযে অবস্থায় যে অনুপানে প্রয়োগ করা যায়,

ইহাও সেই-সেই রোগে সেই-সেই অবস্থায় সেই অনুপানে প্রয়োগ করা যায়। জ্বরে ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইহা বহুপরীক্ষিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ, শ্যামকিশোর, কালীপ্রসন্ন, কৈলাসচন্দ্র, দ্বারকানাথ ও পঞ্চানন প্রভৃতি কবিরাজ মহোদয়গণ ইহা প্রয়োগ করিতেন এবং এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহরোগের প্রথমাবস্থায় বমিরোগে, কামলারোগে, অকস্মাৎ কোন কারণে মূত্রবন্ধ বা অল্প হইলে ইহার প্রয়োগে উপকার হয়। অনুপান—গণোরিয়ার প্রথমাবস্থায় জ্বালা ও পুঁয-পড়া থাকিলে মসিনা বা তিসি-ভিজান জল অথবা গঁদ-ভিজান জলসহ, বমি হইলে খৈ-ভিজান জলসহ; কামলারোগে কাঁচা-হরিদ্রার রস ও মধুসহ; পিপাসায় মৌরীভিজান জলসহ; শূলরোগে ডাবের জলসহ; ভেদে কপূরের জলসহ; প্লীহা ও যকৃতে মনসা-পাতা আগুনে গরম করিয়া মোচড়াইয়া তাহার রসসহ এবং বালক ও শিশুর অজীর্ণ, অম্ল ও প্লীহা যকৃতে পেঁপের আঁঠাসহ প্রয়োগ করিবে।

অম্লারি (সাদাচটী)। সোরা ৪ তোলা, ফিট্‌কারী ১ তোলা ও নিশাদল ৷০ অর্দ্ধতোলা উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। পরে লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিবে, যখন গলিয়া ফেনার ন্যায় হইবে, তখন ক্ষিপ্রহস্তে উহার উপরের মাত ফেলিয়া দিয়া কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া কাঁসার বাটী বা থালা দ্বারা চাপিয়া ধরিবে। নিয়মিত পাক হইলে চটীগুলি খুব শক্ত হয়। কেহ-কেহ ফিট্‌কারী না দিয়া কেবল নিশাদল ও সোরা দ্বারা চটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

লবঙ্গাদিচূর্ণ—গর্ভিণীর প্রবল উদরাময় বা তরল ভেদ, রক্ত-দাস্ত, আমাশয়, পেটে বেদনা, গ্রহণী, দাহ, প্রদর ও শোথ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। সূতিকারোগে ঐসকল লক্ষণ থাকিলেও ইহা অতি উপকারী। অনুপান—ছাগ-দুগ্ধ।

লবঙ্গাদিচূর্ণ। লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জাতিফল, শ্বেতধুনা, শুল্‌ফা, ডালিমের খোসা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলসুন্দির মূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খয়ের ও বালা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা।

প্রাণবল্লভরস—গর্ভিণীর বমনেচ্ছা বা বমন প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা অনুপানভেদে বাতপিত্তজনিত সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ডালিমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও মধু।

প্রাণবল্লভরস। উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর ঘৃতকুমারীর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। বটী—২ দুই রতি।

গর্ভবিনোদরস—গর্ভিণীর জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। যথাসময়ে প্রয়োগ করিলে এই ঔষধেই জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরের সহিত হাত-পা ও গা-ব্যথা এবং পাতলা দাস্ত বা উদরাময় থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হয়। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

গর্ভবিনোদরস। শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, বিশুদ্ধ হিঙ্গুল ৮ তোলা, জয়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেকে ১৬ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক-ভস্ম ৪ তোলা; জলে মর্দ্দন। বটী—বুটপ্রমাণ।

গর্ভচিন্তামণি—গর্ভবিনোদরস যে-যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

গর্ভচিন্তামণি। জায়ফল, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিশুদ্ধ হিঙ্গুল; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ। জামীর বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন। বটী—২ রতি।

স্বল্পগর্ভচিন্তামণি—গর্ভবিনোদ বা গর্ভচিন্তামণির প্রয়োগে জ্বর হ্রাস না পাইলে অথচ গর্ভিণীর জ্বর পুরাতন হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

স্বল্পগর্ভচিন্তামণি। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত স্বর্ণভস্ম ১ তোলা মিশাইবে। অনন্তর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথ দ্বারা তিনবার ভাবনা দিয়া লইবে। বটী—৩ রতি।

বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি—গর্ভিণীর জ্বর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ পিপাসা, রক্তস্রাব, বমনেচ্ছা, বমি, অরুচি, গর্ভশূল, জরায়ুর বিকৃতি, দুর্ব্বলতা, উদরাধ্মান, মলমূত্র-রোধ এবং বাতপিত্তাধিক অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিংবা বায়ুর আধিক্যে গর্ভ শুষ্ক হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বর ব্যতীত ঐসকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পটোলের রস ও মধু।

বৃহৎ গর্ভচিন্তামণি। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গভস্ম ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ। ব্রাহ্মীশাকের রস, বাসকের কাথ, ক্ষেতপাপড়া এবং দশমূলের কাথ দ্বারা স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—১ রতি।

মূঢ়গর্ভ বা অস্বাভাবিক প্রসব

মূঢ়গর্ভের কারণ ও লক্ষণ—বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভিণীর প্রস্রাব বন্ধ এবং তৎসঙ্গে যোনিতে ও উদরে শূলবেদনা উৎপাদন করিয়া সন্তান-প্রসবে বাধাপ্রদান করিলে সন্তান যোনিমুখে আসিয়া যথারীতি বহির্গত হইতে পারে না, পরন্তু নানাপ্রকার বিকৃত-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহির্গমনে বাধা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আটকাইয়া যায়, ইহাকে মূঢ়গর্ভ কহে।

মূঢ়গর্ভের সংখ্যা—মূঢ়গর্ভ নানাপ্রকার।

১। শিশুর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়সহ মস্তক উর্দ্ধদিকে রাখিয়া যোনিমুখে আসিয়া কীলক অর্থাৎ গোঁজের ন্যায় যোনিমুখ অবরুদ্ধ করে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না।

২। শিশুর একটি হস্ত ও একটি পদ বহির্গত হয়, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ যোনিমুখে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

৩। গর্ভস্থ শিশু হস্তদ্বয়ের মধ্যে মস্তক রাখিয়া যোনিমুখে উপনীত হয়, কিন্তু বহির্গত হইতে না পারিয়া অবরুদ্ধ থাকে।

৪। গর্ভস্থ শিশু যোনিদ্বারের যোনিমুখ অর্গলবৎ আবৃত করিয়া থাকে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না।

৫। কখনও-কখনও গর্ভস্থ সন্তান বৃহৎ মস্তক-বিশিষ্ট হইলে এবং মস্তক সর্ব্বাগ্রে যোনিমুখে উপস্থিত হইলে তদ্দারা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয়।

৬। কখনও-কখনও ভ্রূণ সরলভাবে না আসিয়া বিপরীতভাবে অর্থাৎ পাশাপাশিভাবে আসিলে যোনিদ্বার অবরুদ্ধ হয়

৭। কখনও-কখনও ভ্রূণের শরীর পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহার কুব্জাকৃতি পৃষ্ঠ দ্বারা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয়।

৮। কখনও-কখনও শিশু বক্রভাবে যোনিদ্বারে আসে এবং তাহার এক হস্ত বহির্গত হয় ও অন্যান্য অঙ্গ যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

৯। কখনও-কখনও শিশুর দুই হস্ত বহির্গত হয়, কিন্তু অন্যান্য অবয়ব যোনিতে বক্রভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

১০। কখনও-কখনও শিশু অন্যপ্রকারে বক্রভাবে আসিয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয়।

১১। কখনও-কখনও শিশুর গ্রীবা-ভঙ্গহেতু মুখ অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয়।

১২। কখনও-কখনও পার্শ্বভঙ্গহেতু ভ্রূণ বক্রভাবে আসিয়া যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

১৩। কখনও-কখনও ভ্রূণ সক্‌থিসহ অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন ও রুদ্ধ হয়।

১৪। কখনও-কখনও ভ্রূণের এক সক্‌থি অন্য সক্‌থির সহিত বক্রভাবে আসিয়া যোনিতে সংলগ্ন ও রুদ্ধ হয়।

১৫। কখনও-কখনও ভ্রূণ সক্‌থি কুঞ্চিত করিয়া বক্রভাবে যোনিতে সংলগ্ন হয়।

১৬। কখনও কখনও ভ্রূণের উদর, পার্শ্ব বা পৃষ্ঠ—ইহার কোন-একটি অগ্রসর হইয়া যোনিদ্বার রুদ্ধ করে।

১৭। কখনও-কখনও ভ্রূণ একদিকে মস্তক নত করিয়া যোনিমুখে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

১৮। কখনও-কখনও মস্তক-ভগ্নের সহিত দুই হস্ত অগ্রসর হয় ও যোনিদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

১৯। কখনও-কখনও ভ্রূণের শরীরের মধ্যভাগ বক্রভাবাপন্ন হয় বলিয়া হস্ত, পদ ও মস্তক যোনিদ্বারে অবরুদ্ধ হয়।

২০। কখনও-কখনও ভ্রূণের মলদ্বার অগ্রগামী হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্ন হয়।

মৃতগর্ভের অসাধ্য লক্ষণ—গর্ভিণীর কুক্ষিদেশে নীলবর্ণের শিরা উদ্গত, মস্তক ভগ্নবৎ অবনত, শরীর শীতল এবং লজ্জাহীনতা দৃষ্ট হইলে তাহার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভিণীর অপর অসাধ্য লক্ষণ—গর্ভিণীর যোনিসংবরণ-নামক রোগ বা কুক্ষিদেশে (কোঁকে) গর্ভ সংলগ্ন হইলে কিংবা সূতিকারোগোক্ত মক্কল্ল-নামক রোগ উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে কাস, শ্বাস ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। মক্কল্লরোগ কেবল প্রসূতা স্ত্রীলোকদিগেরই হয়, এমন নহে, আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকদিগেরও হইয়া থাকে।

গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হইবার কারণ—গর্ভিণীর মানসিক দুঃখ, উদরে আঘাত অথবা রোগের আক্রমণবশতঃ গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হয়।

মৃতগর্ভের লক্ষণ—গর্ভাশয়ে শিশুর মৃত্যু হইলে গর্ভের স্পন্দন ও প্রসববেদনা থাকে না এবং গর্ভিণীর শরীর শোথযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধানুভব ও মৃত-সন্তানের স্ফীতিহেতু বেদনা হয়, কিন্তু মূত্রত্যাগ ও শ্লেষ্মস্রাব প্রভৃতি প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

যোনিসংবরণ রোগের লক্ষণ—গর্ভিণী রমণী অত্যন্ত বায়ু-বর্দ্ধক অন্ন ও পানীয় সেবন, অধিক পুরুষ-সহবাস এবং অত্যন্ত রাত্রিজাগরণ করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া যোনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক যোনির দ্বারকে আবৃত করে এবং উর্দ্ধগামী হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভাশয়ের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গর্ভকে পীড়ন করে। এই অবস্থায় গর্ভিণীর বাক্‌শক্তি ও শ্বাসরোধ হয়, সুতরাং শ্বাসরোধবশতঃ রোগিণী ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ইহার নাম যোনিসংবরণ।

মূঢ়গর্ভ-চিকিৎসা

সাধারণতঃ নবম বা দশম মাস প্রসবের সময়। ঐ সময়ের পরে বা একাদশ-দ্বাদশ মাসেও কেহ-কেহ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। গর্ভসঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ গর্ভিণী সন্তান প্রসব না করে, তাবৎ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কোন্ সময়ে গর্ভিণীর কি অসুখ হয়, কোন্ সময়ে কোন্ রোগ উপস্থিত হয়, গর্ভরক্ষা হইবে কি না, এইরূপ বিবিধ দুশ্চিন্তায় কাল-যাপন করিতে হয়। আবার যদিও গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের আতঙ্ক দূরীভূত হয়, তথাপি প্রসবকাল উপস্থিত হইলে প্রসবের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কারণ প্রসবকালেও বাধা-বিঘ্ন কম নহে। এই বাধা-বিঘ্নের নাম মূঢ়গর্ভ। মূঢ়গর্ভে জরায়ু হইতে

সন্তান যথারীতি বহির্গত হইতে পারে না, নানাপ্রকার বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জরায়ু ও যোনির মধ্যপ্রদেশে আবদ্ধ থাকে। ইহাকে অস্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। সর্ব্বাগ্রে মস্তক, পরে হস্তদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গ এবং সর্ব্বশেষে পদদ্বয় বহির্গত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মূঢ়গর্ভে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কখনও একটি বা দুইটি হস্ত অগ্রে বহির্গত হয়, কখনও বা একটি বা দুইটি পদ, কখনও বা জানু অগ্রে নির্গত হয়, এইরূপে মূঢ়গর্ভ অর্থাৎ অস্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ বহুবিধ। নানাপ্রকারে শিশুর হস্তপদ উলটাইয়া যাইতে পারে এবং নানাপ্রকারে তাহার গতি বক্র হইতে পারে। প্রসববেদনার পরেই মূঢ়গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে অবশ্য করণীয় যে-সকল কার্য্য, তাহা অগ্রে সম্পন্ন করিবে। ঐসকল কার্য্য সম্পন্ন হইলেও যদি প্রসবে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবে। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, সন্তান অস্বাভাবিকরূপে বহির্গত হইতেছে, তখন সম্ভব হইলে গর্ভিণীকে হস্ত ধরিয়া তুলিবে ও দাঁড় করাইয়া একটু টলাইবে। এই প্রণালী উৎকৃষ্ট, ইহাতেই অধিকাংশস্থলে স্বাভাবিকরূপে সন্তান নির্গত হয়, কিন্তু যদি অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশতঃ গর্ভিণী উঠিতে বা দাঁড়াইতে না পারে অথবা মূর্চ্ছিতা হয় বা তাহার সংজ্ঞালোপের সম্ভাবনা বুঝা যায়, তাহা হইলে উঠাইবার চেষ্টা করিবে না, মাটীতে দুইহস্ত ভর দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসাইবে, এই নিয়মেও বক্র হস্তাদি সোজা হয়, কিন্তু তাহাতে সোজা না হইলে অবশ্যই হস্ত প্রবেশ করাইয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিবে। এই কার্য্যে অভিজ্ঞ লোকেরই প্রয়োজন। অজ্ঞলোক নিযুক্ত করিলে মাতা ও শিশু উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এই অবস্থায় নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু হস্ত বা ঔষধ দ্বারা সন্তান বহির্গত না হইলে সন্তানের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গর্ভিণীর জীবন-রক্ষার জন্য অস্ত্র-প্রয়োগ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ঐ অবস্থায় প্রসবে যতই বিলম্ব ঘটে, গর্ভিণীর ততই সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। সন্তান মৃত হইলে মৃতগর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং তখন হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিবে এবং মৃত হইলে হস্ত দ্বারাই হউক বা হস্ত দ্বারা বাহির করা অসম্ভব হইলে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড-খণ্ড করিয়া বাহির করিবে। সন্তানকে ঐরূপ কুটিল বা বক্রভাবাপন্ন করা প্রকুপিত বায়ুর কার্য্য, সুতরাং ক্রমশঃ বাতজন্য লক্ষণ অর্থাৎ যোনিশূল, উদরাধ্মান, উদরশূল ও মলমূত্ররোধ প্রভৃতি

উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় নাগোদর বা শুষ্কগর্ভের চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে। যোনিসংবরণ, নাগোদর ও মূঢ়গর্ভের চিকিৎসা একই প্রকার; বিভিন্নতা এই—নাগোদরের চিকিৎসা ধীরে-ধীরে করিলেও চলে, কিন্তু মূঢ়গর্ভের চিকিৎসা ক্ষিপ্রহস্তে করিতে হয়। যোনিসংবরণের চিকিৎসা করিবার অবসরই অধিকাংশস্থলে পাওয়া যায় না, কারণ ঐ অবস্থায় গর্ভিণীর শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক প্রসব

সূতিকাগৃহ—সূতিকাগৃহ অর্থাৎ যে ঘরে সন্তান প্রসূত হয়, সেই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা ঠাণ্ডা লাগিয়া মাতা ও শিশু উভয়ই পীড়িত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন প্রসবান্তে সূতিকাগৃহে ধূমহীন জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিবে, ইহা দ্বারা সেঁক-তাপের কার্য্য চলিবে, অথচ ঘর গরম থাকিবে, পরন্তু জ্বলন্ত অঙ্গার হইতে ধূম উত্থিত অথবা তাহা হইতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। ধূম উত্থিত হইলে প্রসূতি এবং শিশু উভয়ের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইতে বা মৃত্যু হইতে পারে।

ভূমিষ্ঠ-সন্তান-পরীক্ষা—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়,—কাঁদিয়া উঠা শুভলক্ষণ; কিন্তু যদি নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কেন কাঁদিতেছে না, মৃত-অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, কিংবা জীবিত-অবস্থায় অবসন্নভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার পরীক্ষা করিবে। অনেকস্থলে শিশুর মুখ ও নাসাভ্যন্তরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে ও তজ্জন্য শিশু রোদন করিতে পারে না, আবার অনেকস্থলে গর্ভিণীর কোন রোগ থাকিলে শিশু নিস্তেজ ও অবসন্ন-অবস্থায় অথবা মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়। শীতকালে শীতের প্রাবল্যবশতঃ কখনও-কখনও ঐরূপভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানের না কাঁদা—স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাঁদিয়া উঠে; কিন্তু যদি প্রসবের পরে শিশু না কাঁদে তবে প্রথমেই শিশুর হৃৎস্পন্দন আছে কিনা, পরীক্ষা করিবে। যদি হৃৎস্পন্দন থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বামহস্ত দ্বারা শিশুর পদদ্বয় ধরিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একখণ্ড পরিষ্কার

বস্ত্র জড়াইয়া শিশুর মুখের ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া শিশুর গলনালীর চতুর্দ্দিকস্থ শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে একটি রবার-নির্ম্মিত নলের একপ্রান্ত শিশুর মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া অন্যপ্রান্তে নিজের মুখ লাগাইয়া শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলিবে। পরে একবার ঠাণ্ডাজলে ও একবার গরমজলে মস্তক ব্যতীত শিশুর সমস্ত শরীর ডুবাইবে। মাঝে-মাঝে মুখে ঠাণ্ডাজলের ঝাপ্‌টা দিবে। কখনও বা পূর্ব্ববৎ নিয়মে শিশুকে হস্ত দ্বারা ধরিয়া পশ্চাদ্দেশে, নিতম্বে অপর হস্ত দ্বারা আঘাত করিবে। কখনও-কখনও শিশুর গুহ্যদেশে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া নাড়াইলেও সুফল পাওয়া যায় বা শিশুর মুখে মুখ লাগাইয়া সজোরে ফুঁ দিবে। ইহাতেও কোন ফল না হইলে শিশুদেহ উষ্ণজলের ভিতরে রাখিয়া একহস্তে মস্তক ও অপর হস্তে পদদ্বয় ধরিয়া শিশুদেহ ঊর্দ্ধদিকে একবার আকুঞ্চিত ও অধোদিকে একবার প্রসারিত করিবে। অথবা আড়াআড়িভাবে পেটে হস্ত স্থাপন করিয়া পেটে চাপ দিবে এবং ছাড়িবে। এইসকল কার্য্য দ্বারা শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সহায়তা হয় এবং শিশু কাঁদিয়া উঠে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শিশু স্বাভাবিকভাবে কাঁদিয়া উঠে, ততক্ষণ কাঁদাইবে। ইহাতেও সুফল না হইলে সূচিকাভরণ বা চতুর্ভুজ-রস মধুসহ মিশ্রিত করিয়া পুনঃপুনঃ জিহ্বায় দিবে।

প্রসবকাল—নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল, কিন্তু নবম বা দশম মাসেই অধিকাংশ গর্ভিণী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, সুতরাং নবম মাসের পূর্ব্বেই প্রসবগৃহের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীর লক্ষণ—গর্ভবতীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও ভার, হৃদয়ের বন্ধন বিমুক্ত, জঘনে অর্থাৎ নিতম্বের সম্মুখে বেদনা এবং কোমরে ও পৃষ্ঠে পুনঃপুনঃ বেদনার সহিত মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে বুঝিবে যে, প্রসবের আর বিলম্ব নাই। তখন গরম দুগ্ধসহ ঘৃত মিশাইয়া খাওয়াইবে এবং অবিলম্বে সূতিকাগৃহে কোমল শয্যা রচনা করিয়া বালিশ পাতিয়া গর্ভিণীকে তদুপরি শয়ন করাইবে। অনন্তর ঐ সকল লক্ষণের সহিত যেমন কুন্থনের বেগ বেশী হইবে, তেমনি সজোরে কুন্থন করিতে বলিবে। কিন্তু কুন্থনের বেগ না থাকিলে কুন্থন করা নিতান্তই দোষাবহ। কারণ প্রসববেদনা অবর্ত্তমানে কুন্থন করিলে শিশু বোবা, বধির, কুব্জ এবং কাস, শ্বাস বা ক্ষয়-রোগগ্রস্ত হইতে পারে। কুন্থনের বেগ অতিশয় প্রবল হইলে কিংবা যখন

বুঝিবে, প্রসবের আর বিলম্ব নাই, জরায়ুর মুখ বিস্তৃত হইয়া সন্তান প্রসব-পথে বহির্গত হইতেছে, তখন মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া গর্ভিণীকে চিৎ করিয়া তাহার উরুদ্বয় প্রসারিত করিবে এবং যোনিরন্ধ্রে তৈল মাখাইবে, তদনন্তর শিশুর মস্তক বহির্গত হইলে এবং হস্তদ্বারা প্রসব করান সম্ভবপর বিবেচিত হইলে হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া সন্তান বহির্গত করিবে। ইহা বিস্তৃতভাবে নিম্নে বর্ণিত হইল।

প্রসব-বেদনা—স্বাভাবিক অবস্থায় ১০ মাস ১০ দিন গর্ভধারণের পরে একদিন গর্ভিণীর প্রসব-বেদনা আরম্ভ হয়। প্রকৃত প্রসব-বেদনা প্রসূতির কোমর হইতে আরম্ভ করিয়া তলপেট পর্য্যন্ত কখনও বা উরু পর্য্যন্ত যায়। কখনও কখনও মলবদ্ধ হইয়া বা পেটে বায়ু জমিয়া অথবা অন্যান্য কারণেও পেটে বেদনা হইতে পারে। সেই সময় বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত প্রসব-বেদনা কিনা, নিশ্চিত হইতে হয়। প্রকৃত প্রসব-বেদনা হইলে ব্যথার সঙ্গে-সঙ্গে পেট শক্ত হয়। দুই-এক মিনিটের মধ্যেই ঐ ব্যথা কমিয়া যায়। আবার কিছু সময় পরে ঐ বেদনা পুনরায় আরম্ভ হয়, আবার কিছুক্ষণ থাকিয়া নিবৃত্ত হয়। এইরূপে বারংবার হইতে থাকে। ক্রমশঃ যতই সময় যায়, ততই বেদনার জোর বাড়িতে থাকে। বেদনা ঘন-ঘন আসে ও বেশীক্ষণ থাকে। ইহা যদি স্বাভাবিক বেদনা না হয়, তাহা হইলে জোলাপ দিয়া দাস্ত করাইলেই এই বেদনা কমিয়া যায়।

স্বাভাবিক প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইবামাত্র আধ ছটাক এরণ্ডতৈল প্রসূতিকে খাওয়াইবে। কয়েকবার দাস্ত হইয়া যাইবার পর সাবান-জল দ্বারা একবার বস্তি দিবে। ইহাতে সঞ্চিত মল বাহির হইয়া যাইবে এবং সেইজন্য গর্ভস্থ সন্তান গর্ভে বেশী পরিমাণ স্থান পাইবার দরুণ সহজেই প্রসব-পথের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। গর্ভিণীকে উপরিউক্ত একই কারণে প্রস্রাব করাইয়া লইবে। বেদনা আরম্ভ হইবার পর প্রসূতিকে হাঁটাইবে। ইহাতে গর্ভস্থ শিশুর নীচের দিকে আগমনের সুবিধা হয়। যখন বেদনা বৃদ্ধি পাইবে, তখন কোমল শয্যা রচনা করিয়া বালিশ পাতিয়া গর্ভিণীকে শয়ন করাইবে। প্রসব করাইবার সময় যাহাতে সহজে ও শীঘ্র প্রসব হয়, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। অতিশীঘ্র বা অতিবিলম্ব করিবে না। যতদূর সম্ভব প্রসূতিকে অন্যমনস্ক রাখিতে চেষ্টা করিবে। প্রসূতিকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিবে। "জল না

ভাঙ্গা" পর্য্যন্ত বারংবার হস্ত দ্বারা প্রসব-পথ পরীক্ষা করিবে না। প্রয়োজন হইলে অবশ্য কখনও-কখনও জলের আবরণী-পর্দ্দা (membrane) ছিঁড়িয়া দিতে হয়। ইহাতে জল নিষ্কাশিত হইয়া যাওয়ার জন্য সন্তানের মস্তক অতি-শীঘ্র জরায়ুর মুখে আসিয়া পড়ে ও চাপ দিতে থাকে। ক্রমে জরায়ুর মুখ বড় হইয়া যায় ও সন্তানের মস্তক সেই পথে ধীরে-ধীরে বাহিরের দিকে আসিতে থাকে।

যখন প্রসব-বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণভাবে খুলিবে, সেই সময় প্রসূতিকে ব্যথার সঙ্গে-সঙ্গে মলমূত্র-ত্যাগের সময় যেরূপভাবে কোঁথ দিতে হয়, সেইরূপ ভাবে কোঁথ দিতে বলিবে। ব্যথা না থাকিলেও যদি প্রসূতি কোঁথ দেয়, তাহা হইলে প্রসবদ্বার চিরিয়া যাইতে পারে।

প্রসবের সময় প্রসবদ্বারের ভিতর তৈল বা ঘৃত গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে পরে মালিশ করিবে। ইহাতে প্রসব-পথ তৈলাক্ত হওয়ার দরুণ শিশুর মস্তক বাহিরে আসিবার সময় প্রসবদ্বার চিরিয়া যায় না। সন্তানের মস্তক জরায়ুর মুখ হইতে বাহির হইয়া প্রসবদ্বারের নিকট আসিলে ব্যথার সঙ্গে-সঙ্গে প্রসবদ্বার স্ফীত হইতে থাকে। সন্তানের মস্তক প্রসবদ্বারে আসিলে ধীরে-ধীরে তৈল বা ঘৃত দ্বারা প্রসবপথের অভ্যন্তরভাগ একটি বা দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিবে। মস্তক সম্পূর্ণরূপে বাহির হইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে প্রসবপথের নিম্নদেশ হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে এবং গর্ভিণীকে কোঁথ দিতে বারণ করিবে। ধীরে-ধীরে শিশুর মস্তক বাহির হইয়া আসিলে অগ্রে শিশুর গলদেশ অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, গলদেশে নাভিরজ্জু জড়িত আছে কিনা। যদি নাভিরজ্জু জড়িত থাকে এবং তাহা সহজেই শিশুর মস্তকের উপর দিয়া বাহির করা যায়, তাহা হইলে বাহির করিয়া দিবে; নচেৎ ঐ নাভিরজ্জুর দুইপার্শ্বে সন্দংশযন্ত্র দ্বারা আটকাইয়া মধ্যদেশ হইতে কাটিয়া দিবে। পরে ধীরে-ধীরে হস্ত দ্বারা শিশুর মস্তক ও চোয়াল ধরিয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধমুখে টানিয়া স্কন্ধদেশ বাহির হইলে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া শিশুকে বাহির করিয়া লইবে।

ইহাই হইল স্বাভাবিক প্রসব, কিন্তু স্বাভাবিক প্রসবে কাহারও-কাহারও কম কষ্ট হয়; কাহারও-কাহারও বা বেশী কষ্ট হয়; কেহ দুই-এক ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়াই প্রসব করে, কেহ বা ক্রমাগত বার, ষোল,

কুড়ি বা চব্বিশ ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়া প্রসব করে; সুতরাং ইহা স্বাভাবিক প্রসব মনে করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না; প্রসূতির যন্ত্রণা-লাঘব ও সত্বর প্রসবের জন্য নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধ-প্রয়োগকালে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। পরীক্ষিত ঔষধ ব্যতীত অপরীক্ষিত বা তীব্র ঔষধ অথবা উৎকট তিক্ত কিংবা বিস্বাদ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, অনেকস্থলে ঔষধ-প্রয়োগ ব্যতীত কৌশলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

ঘৃতমিশ্রিত গরমদুগ্ধ যেমন পান করাইবে, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে বচ ও পিপুল জলসহ বাটিয়া রেড়ীর তৈলের সহিত মিশাইয়া নাভিতে মালিশ করিবে; ইহাতে বেদনা বাড়ে এবং প্রসবকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। এই কার্য্যের পরেই যোনিরন্ধ্রে তিলতৈল, রেড়ীতৈল অথবা ঘৃত মাখান কর্ত্তব্য, সরিষার তৈল প্রয়োগ করিবে না। কেবল তৈল বা ঘৃত মাখাইলেও চলে; কিন্তু পুঁইলতার মূল বাটিয়া তৎসহ তৈল বা ঘৃত মিশাইয়া মাখাইলে অধিক ফল হয়। ফলতঃ বায়ু প্রতিলোম বা উর্দ্ধগামী হইয়া গর্ভকে আকর্ষণ করে বলিয়া প্রসবে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু ঐসমস্ত বায়ুনাশক ক্রিয়া দ্বারা বায়ু অনুলোম হয়; সুতরাং সন্তান সহজেই নির্গত হইয়া থাকে। তবে ঐরূপ প্রক্রিয়াতেও উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হইলে যোনিরোগোক্ত রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী কিংবা হিং ২।৩ রতি ও সৈন্ধব ২।৩ রতি অথবা ঐ পরিমাণে ফল না হইলে বেশী পরিমাণে সেবন করাইবে। এতদ্ব্যতীত আকনাদি লতা, বাসকের ছাল, ঈশ্‌লাঙ্গলিয়া এবং আপাঙ্‌ এই চারিটির মধ্যে কোন একটি বাটিয়া গর্ভিণীর নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। ইহাতেও যদি প্রসবে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে বিলম্বের কারণ-অনুসন্ধানের জন্য যোনির মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইবে এবং শিশুর হস্তপদাদি স্বাভাবিকভাবে বহির্গত হইতেছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবে, যদি কোন অঙ্গ বক্র বা কুটিল-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, তাহা অতি সতর্কভাবে সোজা করিয়া দিবে, কিন্তু সোজা করিতে গেলে জননেন্দ্রিয়ে অত্যধিক আঘাত লাগিবে ও তজ্জন্য গর্ভিণীর বা শিশুর অনিষ্ট ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা হইলে ঐরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া হস্ত বাহির করিয়া লইবে। ফলতঃ শিশুর অঙ্গ বক্রভাবাপন্ন হইলে তাহা যতক্ষণে স্বাভাবিক বা সোজা না হইবে, ততক্ষণে হস্ত দ্বারা প্রসব করাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ

করাই কর্ত্তব্য। স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রসব করান জোরের কার্য্য নহে।

সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রসব করান হয়। যথা—গর্ভিণীকে শয়ন করাইয়া এবং বসাইয়া। তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া প্রসব করান নিকৃষ্ট এবং বসাইয়া প্রসব করান উৎকৃষ্ট। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া রহিলে প্রসবে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু দুই হাতে মাটী ভর করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলে স্বভাবতঃ সন্তানের বহির্গমন সহজ হইয়া আসে। এই প্রক্রিয়াতেও প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে বা শিশুর হস্তপদাদি বক্রভাবাপন্ন হইলে গর্ভিণীকে হাত ধরিয়া দাঁড় করাইলে ও হাঁটাইলে প্রসব সহজ হইয়া আসে। শয়ন করিয়া সন্তান প্রসব করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদিগকেও উক্ত প্রণালীতে বসাইয়া সহজে প্রসব করাইতে দেখা গিয়াছে।

ধাত্রীর কর্ত্তব্য—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অঙ্গুলি দ্বারা শিশুর জিহ্বা ও মুখ-গহ্বরস্থ আঠাবৎ পদার্থ চাঁছিয়া বাহির করিবে, অনন্তর গোলমরিচের চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া অঙ্গুলিতে মাখাইয়া শিশুর জিহ্বায় লাগাইবে ও অঙ্গুলি দ্বারা সমগ্র শ্লেষ্মা টানিয়া আনিবে।

নাভিরজ্জু-ছেদন—এক কথায় বলিতে গেলে নাভি-রজ্জু দ্বারাই শিশুর জীবন-রক্ষা হয়। নাভিরজ্জুর মধ্য দিয়া অনবরত রক্ত প্রবাহিত ও শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালিত হয় বলিয়াই ভ্রূণ জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয় এবং মাতার আহার বিহারাদিতে ভ্রূণের আহার-বিহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নাভিরজ্জু হস্তের নাড়ীর ন্যায় স্পন্দিত হয় অর্থাৎ দপ্ দপ্ করে, এই স্পন্দন থামিলে নাভিরজ্জু কর্ত্তন করিবে। অগ্রে নাভিকুণ্ড হইতে দেড় বা দুই ইঞ্চি দূরে একগাছি সূতা দ্বারা বাঁধিয়া গ্রন্থি দিবে এবং ঐ সূতার দুই মুখ কাটিয়া ফেলিবে। অনন্তর উক্ত বন্ধনীর এক ইঞ্চি দূরে আবার সূতা দ্বারা বাঁধিয়া ঐরূপ গ্রন্থি দিবে। পরে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরি বা কাঁচি দ্বারা উভয় বন্ধনীর মধ্যভাগ ছেদন করিবে এবং ছেদন করা হইলে শিশুকে পৃথক্ করিয়া প্রসূতির নাড়ী হাত দিয়া ধরিয়া রাখিবে।

অমরা বা ফুল—প্রসূতির ফুল উক্ত নাভিরজ্জুর সহিত সংলগ্ন থাকে, কাহারও প্রসবান্তেই পতিত হয়, কাহারও বা কিছু বিলম্বে এবং কাহারও বা অনেক বিলম্বে পতিত হয়। যাবৎ ফুল না পড়ে, তাবৎ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না এবং নাভিরজ্জু হাত দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, উদ্দেশ্য—রজ্জু উদরে প্রবিষ্ট

হইতে না পারে। আবার এরূপ কোমলভাবে ও সতর্কতার সহিত ধরা উচিত, যেন ছিঁড়িয়া না যায়, কারণ ছিঁড়িয়া গেলে রজ্জুসমেত ফুল স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধগামী হয় এবং প্রসূতির জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। ফুল পতিত হইতে বিলম্ব হইলে প্রসূতির চুল স্বীয় হস্তে বেষ্টন করিয়া তাহার কটিদেশে ঘর্ষণ করিবে, কিংবা মুখে প্রবিষ্ট করাইবে, ইহাতে বমির উদ্রেক হয় বলিয়া কুন্থনের বেগ বাড়ে ও শীঘ্র ফুল পড়িয়া যায়। প্রসূতিকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাহার নাভির ঠিক নিম্নে হস্ত দ্বারা মালিশ করিবে। এইরূপ মালিশ করিলে একটি চাকার ন্যায় জিনিষ অনুভূত হয়। এই চাকার উপর সজোরে চাপ দিলে অনেকক্ষেত্রেই ফুল বাহির হইয়া যায়। ফুল পতিত না হইলে শূল ও উদরাধ্মান উপস্থিত হয়, সুতরাং বেশী বিলম্ব হইলে হস্তে ঘৃত মাখাইয়া ঐ হস্ত যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া ফুল বাহির করিবে। অমরা-পতনের পর হস্তে ঘৃত মাখাইয়া জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অমরার কোন অংশ জরায়ুর ভিতরে থাকিলে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর প্রসূতির ধোয়ান-মুছান শেষ হইলে শক্ত কাপড়ের দ্বারা ছোট একটি বালিশের ন্যায় তৈয়ারী করিবে এবং ঐ বালিশ নাভির নিম্নে জরায়ুর উপরিভাগে প্রথমে রাখিয়া তদুপরি শক্ত কাপড় দ্বারা তাহার পেট বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে পরে অজীর্ণ-রোগ ও জরায়ুর সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না বা পেটও বড় হয় না।

গাত্র-ধৌত—নাভিরজ্জু-ছেদনের পরে গরমজলে কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করা কর্ত্তব্য। ক্ষিপ্রহস্তে গাত্র-ধৌত করা কর্ত্তব্য, কারণ বিলম্বে গায়ে জল বসিয়া শিশুর পীড়া জন্মিতে পারে। ঠাণ্ডা জলে কিংবা সাবান বা তৈল মাখাইয়া স্নান করান কর্ত্তব্য নহে। সাবান মাখাইলে শিশুর চ'ক্ষে উহা লাগিয়া চক্ষু অন্ধ হইতে পারে। কোন-কোন দেশে গরমতৈল মাখাইয়া স্নান করাইবার রীতি আছে, এ অতি সুন্দর নিয়ম, কারণ তৈল-মর্দ্দনে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা থাকে না।

সেঁক-তাপ—অতঃপর শিশু ও প্রসূতি উভয়ের সেঁক-তাপ এবং সূতিকা-গৃহ গরম রাখার প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এদেশে সেঁক-তাপ বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালের প্রভাবে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সেঁক-তাপের পরিবর্ত্তে তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার রীতি

প্রচলিত হইয়াছে; ফলে সেঁক-তাপের অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশু হঠাৎ পীড়িত হয় এবং প্রসূতির দূষিত রক্ত যথোচিত নির্গত হইতে না পারিয়া শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া যায় ও সূতিকাগৃহেই অনেক শিশুসন্তান এবং প্রসূতি মানব-লীলা সংবরণ করে। শিশু মাতৃগর্ভে যেরূপ সন্তাপে রক্ষিত হয়, বহির্বায়ু তদপেক্ষা শীতল, এই কারণে শিশুর তাপ-রক্ষার্থ সেঁক-তাপের বিশেষ প্রয়োজন। আর প্রসূতির শরীর প্রসবান্তে শ্লেষ্মাধিক হয় বলিয়া তাঁহার তাপ-রক্ষার্থ বিশেষতঃ দুষ্টরক্ত বহির্গত হইবার জন্য উদরে, তলপেটে এবং সর্ব্বাঙ্গে সেঁক-তাপ দেওয়া অত্যাবশ্যক। শিশুর নাভিতে সেঁক দিতে কখনও বিস্মৃত হইবে না। কারণ সেঁক-তাপের অভাবে নাভি পাকিতে পারে। নাভি-পাকের চিকিৎসা শিশুরোগে দ্রষ্টব্য।

রক্তস্রাব—শিশুর নাভিমুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে নাভিকুণ্ডের নিকটে আর একটি বাঁধন দিবে।

শিশু ও প্রসূতির পানাহার—প্রসবান্তে তিন-চারিদিন গত না হইলে প্রায়ই প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় না অথবা হইলেও এত অল্প সঞ্চার হয় যে, তদ্দ্বারা শিশুর উদর পূর্ণ হয় না, সুতরাং অন্য দুগ্ধের প্রয়োজন, বিশেষতঃ অসময়ে প্রসূত হইলে গাভীর দুগ্ধও পাওয়া যায় না, এই অবস্থায় অন্য নারীর স্তন পান করাইবে, আর যদি গোদুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষ্কার কাপড়ের পলিতা দুগ্ধে ভিজাইয়া শিশুর জিহ্বার উপরে ধরিলে শিশু দুগ্ধ চুষিয়া পান করিবে। প্রসবান্তে প্রসূতির জলসাগু কিংবা জলবার্লি পথ্য করা কর্ত্তব্য। দুইবেলা দুইবার কৃষ্ণজীরাবাটা সৈন্ধব ও ঘৃতসহযোগে খাইতে দিবে, ইহা প্রসূতির পক্ষে মহৌষধ। ইহাতে গায়ের ব্যথা, গ্লানি ও গায়ের ভার প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এই অবস্থায় পানের রস ও মধুসহ বাতগজাঙ্কুশ মহোপকারী। গ্লানি, গাত্রগুরুতা ও গাত্রবেদনা যাবৎ দূরীভূত না হইবে, তাবৎ অন্ন বা দুগ্ধ পথ্য দিবে না। অনেকে এই অবস্থায় অবসাদ-লাঘবের জন্য ব্রাণ্ডির ব্যবস্থা করেন, এইরূপ ব্যবস্থা সুব্যবস্থা নহে, বরং উহা দ্বারা অপকার হয়। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বরং বাতগজাঙ্কুশ, কফচিন্তামণি বা লক্ষ্মীবিলাস অথবা জীরকাদিমোদক কিংবা দশমূলারিষ্ট প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্তন্যপান-বিধি—স্তনাগ্রভাগ ধৌত করিয়া অগ্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে, পশ্চাৎ শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া ধীরে-ধীরে স্তন্যপান

করাইবে। স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে যদি কিঞ্চিৎ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে বালকের মুখের মধ্যে একেবারে অধিক দুগ্ধ পতিত হয় ও তজ্জন্য শিশুর গলনালী প্লাবিত হইয়া বমি, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইতে পারে।

স্তন্যাভাবে অন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা—স্তন-দুগ্ধের অভাবে শিশুদিগকে ছাগদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ পান করান যাইতে পারে। স্তন্যদুষ্টি হইলে স্তন্য শোধন করিয়া লইবে।

মক্কল্লশূল-নামক রোগ কেবল প্রসূতা নারীর হয়, এমন নহে, আসন্ন-প্রসবা নারীরও হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, প্রসবের পর যথারীতি রক্তস্রাব না হইলে নানাপ্রকার বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য-সেবন বা ক্রিয়া দ্বারা বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া ঐ রক্তকে শুষ্ক করিয়া গ্রন্থির ন্যায় উৎপাদন করে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যখন রজঃস্রাব বন্ধ হয়, তখন গ্রন্থি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বত্র রজঃস্রাব বন্ধ হয় না, কোন-কোন গর্ভিণীর প্রতিমাসে অল্প-অল্প রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, সুতরাং গর্ভাবস্থায় রজঃস্রাব এবং বায়ু কুপিত হইলেও কোন-কোনস্থলে মক্কল্লরোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রসবের পর প্রসূতির গাত্রে সেঁক-তাপ দেওয়া, যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করা, শৈত্যদ্রব্য ভোজন করিতে না দেওয়া, এইসকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে মক্কল্লশূল এবং সূতিকারোগ উপস্থিত হইতে পারে না। প্রসবান্তে কালাজীরাবাটা গব্যঘৃত ও সৈন্ধবসহ অবশ্যই ভক্ষণ করিতে দিবে। প্রসবান্তে সেঁক-তাপ ও যেরূপ আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে, তাহাই করিবে।

প্রসবান্তে, ঋতুস্রাবান্তে, গর্ভস্রাবের পর এবং প্রদররোগে যতদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, ততদিন ভ্রমণ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। রক্তস্রাব বন্ধ হইলেও শরীর সুস্থ এবং সবল না হওয়া পর্য্যন্ত কদাপি বেশী ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। অশিক্ষিত লোকের কথা ধর্ত্তব্য নহে, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ-কেহ রক্তস্রাব বর্ত্তমান থাকিতেও ভ্রমণ করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

গর্ভিণীরোগে পথ্য

গর্ভিণীর পথ্য বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিতে হয়। সর্ব্বদা একদ্রব্য-ভক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তবর্দ্ধক, বা শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য ক্রমাগত ভক্ষণ গর্ভের পক্ষে অনিষ্টকর, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় অরুচি একটি প্রধান উপসর্গ, সুতরাং একদ্রব্য-ভক্ষণে অরুচি আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। এইসকল কারণে প্রত্যহ বা দুই-চারিদিন অন্তর পথ্য পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, অধিকন্তু যেসকল পথ্যের ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা গর্ভিণীর অভিলষিত কি না। তাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তবে সকল সময়ই যে তাঁহার মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে এমন নহে; কারণ গর্ভিণী যদি অতিরিক্ত অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ অসঙ্গত অভিলাষ পূরণ করা অসম্ভব। তবে তৎস্থলে যথাসম্ভব অল্পপরিমাণে পুরাতন তেঁতুল, লেবু, আমরুলশাকের টক বা শুষ্ক কুল, আমসী কিংবা আমসত্ত্ব দেওয়া যাইতে পারে। ঐ অবস্থায় প্রায়ই মৎস্য ও মাংসে অরুচি হয়, তৎপরিবর্ত্তে ডাল, ডাল্‌না, শুক্ত, ভাজা, ঝাল, চচ্চড়ি প্রভৃতি পথ্যের ববস্থা করিবে। রুই, মাগুর, কাত্‌লা, শিঙ্গী, বেলে, পাব্‌দা, ছিলিন্দা, বাইন, কই ও খলিশামাছ, মুর্গী, পাঁঠা ও ভেড়ার মাংস, মান, ওল, পটোল, আলু, ডুমুর, কুমড়', কাঁচকলা, বেগুন, ধুন্দুল, ঝিঙ্গে, শশা, লাউ, সজিনার খাড়া ও ফুল, ডাঁটা, থোড়, মোচা, উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র ও হিঞ্চে প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য; মসুর, মুগ, অড়হর ও ছোলার ডাল, দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখন, চিনি ও মিশ্রী প্রভৃতি অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিবে। গর্ভিণীর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে দুগ্ধ ও কিস্‌মিস্ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে দাস্ত পরিষ্কার হয়। কোনও অসুখ না থাকিলে আমসত্ত্ব, পুরাতন তেঁতুল, আম্‌সী, লেবু ও আমড়া—ইহার যে-কোনও একটি দ্বারা পুদিনাসংযোগে চাট্‌নী করিয়া খাইতে দিবে। জ্বর প্রভৃতি রোগসত্ত্বেও অত্যন্ত অরুচি হইলে আমরুলশাক ও পুদিনা বাটিয়া খাইতে দেওয়া যায়। উপর্য্যুপরি বমন হইলে অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া খৈ-দুধের ব্যবস্থা করিবে।

কিস্‌মিস্ ও মিশ্রীসহ সুজির পায়স দেওয়া যায়। ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম, সুপক্ক আম, কাঁটাল, নারিকেল, পিণ্ডখেজুর, আতা, পেঁপে এবং অন্যান্য ফলও খাইতে দেওয়া যায়।

অপথ্য—বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য কিংবা তিক্ত, অম্ল, লবণ ও কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য অধিক পরিমাণে বা প্রত্যহ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য অধিক সেবন করিলে সন্তান ইন্দ্রলুপ্ত বা টাকরোগগ্রস্ত ও কপিল-বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান শ্বিত্র ও পাণ্ডু-রোগগ্রস্ত হইতে পারে।

মৈথুন—গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ মৈথুন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদে যদিও সপ্তম মাস পর্য্যন্ত মৈথুনের ব্যবস্থা আছে, তথাপি উহা সকলের পক্ষে বা সর্ব্বাবস্থায় উপযোগী নহে। গর্ভিণীর গর্ভস্থ ভ্রূণ শীঘ্র বর্দ্ধিত হইলে এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয় বৃহৎ হইলে তদবস্থায় মৈথুন পরিত্যাগ করিবে, অন্যথা গর্ভাশয়ে আঘাত লাগিয়া গর্ভস্রাব বা গর্ভিণীর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। এরূপভাবে গর্ভপাত আজকালকার দৈনন্দিন ঘটনা। এতদ্ব্যতীত সন্তান অন্ধ, বোবা, বধির অথবা কুব্জ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা।

সূতিকারোগ-চিকিৎসা

সূতিকারোগের লক্ষণ—সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ও ভার, জ্বর, কাস, পিপাসা, শোথ, বেদনা ও অতিসার; এইসকল সূতিকারোগের লক্ষণ। সূতিকারোগে প্রায়শঃ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

সূতিকারোগের অসাধ্য লক্ষণ—প্রসবের পর জ্বর, অতিসার, শোথ, আনাহ, বলক্ষয়, তন্দ্রা, অরুচি ও কফস্রাব প্রভৃতি রোগ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। ঐসকল রোগ মাংস ও বলক্ষীণা নারীর হইলে অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। উক্ত রোগসমূহের মধ্যে আশ্রয়, আশ্রিত এবং প্রধান ও অপ্রধানরূপে কোন-কোনটি মূলরোগ এবং কোন-কোনটি বা উপসর্গরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে।

মক্কল্লশূলের নিদান ও লক্ষণ—প্রসবের পর রুক্ষক্রিয়া বা রুক্ষদ্রব্যাদি-সেবনে প্রসূতা নারীর বায়ু প্রকুপিত ও বর্দ্ধিত তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য্য-দ্রব্য-সেবনে রক্ত শোষিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলে নাভির অধোদেশে,

দুই-পার্শ্বে, মূত্রাশয়ে কিংবা বস্তির উপরে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, পরন্তু তজ্জন্য নাভিতে, বস্তিতে ও উদরে বেদনা জন্মে এবং পক্বাশয় স্ফীত ও মূত্ররোধ হইয়া থাকে; এই ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক রোগের নাম মক্কলশূল। গ্রন্থি সর্ব্বত্র উৎপন্ন নাও হইতে পারে, কিন্তু শূলবেদনা প্রায় সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সূতিকারোগ-চিকিৎসা-বিধি

প্রসবের পর প্রসূতির যে রোগ হয়, তাহাকে সূতিকারোগ কহে। প্রসূতা-নারীর জ্বর হইলে সূতিকাজ্বর, অতিসার হইলে সূতিকাতিসার, এবং শোথ হইলে সূতিকা-শোথ বলা যায়। কতদিবস অবধি সূতিকা বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই, তবে সাধারণতঃ পুনর্ব্বার রজো-নিঃসরণ বা ঋতুস্রাব হইলেই সূতিকারোগ আরোগ্য হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এরূপ বলিবার কারণ এই—প্রসূতির শরীর নীরোগ না হইলে সবল হয় না এবং সবল না হইলেও রজোদর্শন অসম্ভব। প্রসূতি যথোচিত আহার-বিহারের নিয়ম পালন করিলে সূতিকারোগে আক্রমণ করিবার আশঙ্কা থাকে না।

নানাকারণে সূতিকারোগ জন্মে। হিতকর সুপথ্যের ও সেবাশুশ্রূষার অভাব বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ঠাণ্ডা-লাগান, সেঁক-তাপ না দেওয়া, শ্রমজনক কর্ম্ম, মৈথুন, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে এবং ঠাণ্ডা বা শীতল অন্ন ও পানীয় সেবন করিলে সূতিকারোগ জন্মে।

প্রসবান্তে অবিলম্বে প্রসূতা-নারীকে সেঁক-তাপ দিবে। প্রত্যহ দুইবেলা কাপড়ের পুঁটলী গরম করিয়া তদ্দ্বারা বহুক্ষণ সেঁক-তাপ দিবে। ইহাতে গাত্র-বেদনা দূরীভূত হয় ও দুষ্টরক্তের স্রাব হইয়া যায়। যাবৎ গাত্রবেদনা দূরীভূত ও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া প্রসূতির শরীর সুস্থ না হয়, তাবৎ সেঁক-তাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ ১৫ দিবস সেঁক-তাপ দিবে। গাত্রবেদনা ও গ্লানি নষ্ট হইলে প্রসূতি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া গরমজলে কাপড় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা গা মুছিয়া অবিলম্বে শুষ্ক কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিবে। এইরূপ মধ্যে-মধ্যে করিয়া অসুখবোধ না হইলে ক্রমশঃ গরমজলে ও গরমজল সহ্য হইলে ঠাণ্ডাজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

সূতিকার প্রথমাবস্থায় বাতরোগোক্ত বাতগজাঙ্কুশ পানের রস ও মধুসহ এবং দশমূলক্কাথ প্রয়োগ করিলেই চলে। ইহাতেই সাধারণতঃ গাত্র-বেদনা, মস্তক-বেদনা, গ্লানি, গাত্র-গুরুতা ও জ্বরভাব প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়, পরন্তু অধিকাংশস্থলেই অন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। এই ঔষধে উপকার না হইলে অথচ বাতশ্লেষ্মার অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে জ্বররোগোক্ত রসোনাদিক্কাথ মহোপকারী। শিরঃশূল উপস্থিত হইলে জ্বররোগোক্ত লক্ষ্মীবিলাস বা স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস এবং অধিক শোথ থাকিলে শোথরোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টকক্কাথ ও পুনর্ণবাদি-চূর্ণ প্রযোজ্য। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য হইলে গর্ভিণীরোগোক্ত বৃহৎ অগ্নিকুমার বা ভুবনেশ্বর এবং তরল দাস্ত হইলে জ্বররোগোক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক সেবন করাইবে। তাহাতে উপকার না হইলে অতিসারোক্ত অমৃতার্ণব বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর এবং বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা মুস্তকাদিমোদক কিংবা গর্ভিণী-রোগোক্ত লবঙ্গাদিচূর্ণের ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক অরুচি হইলে আমরুল-শাকের টক বা অরুচিরোগোক্ত আমলাদ্যযোগ প্রয়োগ করিবে। কাস প্রবল হইলে কাসরোগোক্ত চন্দ্রামৃতরস বা তালীশাদিচূর্ণের ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে প্রদররোগোক্ত দার্ব্ব্যাদিক্কাথ, চন্দনাদিচূর্ণ, পুষ্যানুগ-চূর্ণ বা পুষ্করলেহের ব্যবস্থা করিবে।

প্রসূতির বাতশ্লেষ্মজ্বর প্রকাশ পাইলে জ্বররোগোক্ত পিপ্পল্যাদিক্কাথ বা বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্কাথ পান করাইবে। পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বরে বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট হইলে জ্বররোগোক্ত অষ্টাদশাঙ্গক্কাথের ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নি-পাতজ্বরে জ্বররোগোক্ত কটুফলাদিক্কাথ প্রয়োগ করিবে। বিকার হইলে কস্তুরী-ভূষণ ও কস্তুরীভৈরব বা বৃহৎ কস্তুরীভৈরবের ব্যবস্থা করিবে। জীর্ণ বা বিষম-জ্বরে জীর্ণ বা বিষমজ্বরের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ধাতুগতজ্বরে বিষম-জ্বরান্তকচূর্ণ, জ্বরের পর্য্যায়-ভঙ্গের জন্য জ্বরসংহারচূর্ণ, প্রবলতাপসংযুক্ত ধাতু-গত জ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং ঐ জ্বর পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইলে কিরাতাদিচূর্ণ এবং ধাতুগত জ্বরে অধিক সন্তাপ, দাহ, প্লীহা ও যকৃৎ, বিশেষতঃ ক্রিমিদোষ থাকিলে গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অম্লপিত্তরোগোক্ত সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক প্রয়োগ করিবে। হস্তপদে অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে গুড়ূচ্যাদিলৌহের ব্যবস্থা করিবে। সৌভাগ্য-

শুণ্ঠীমোদক ও বৃহজ্জীরকাদিমোদক সূতিকারোগে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। যকৃতের দোষ প্রবল হইলে যকৃদরিলৌহ, প্লীহাবৃদ্ধি হইলে বৃহৎ লোকনাথ-রস অথবা বৃহৎ গুড়পিপ্পলী প্রয়োগ করিবে। পাণ্ডুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নবায়সচূর্ণের ব্যবস্থা করিবে। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ভাস্করলবণের ব্যবস্থা করিবে। জ্বরে বা স্বভাবতঃ অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ-বশতঃ উদরাধ্মান হইলে হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। স্তন-রোগ বা স্তন্যদুষ্টি হইলে তত্তৎরোগানুযায়ী চিকিৎসা করিবে। সূতিকারোগে বা তৎসহ জ্বর থাকিলে রোগের একটু পুরাতন অবস্থায় দশমূলতৈল বা বৃহৎ দশমূলতৈল সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। অত্যধিক শোথ, গ্রহণী বা আমাশয় ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে পর্পটী প্রযোজ্য। সূতিকারোগে এইরূপ কোন রোগের লক্ষণ প্রবল হইলে সেই রোগোক্ত ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায় এবং তদ্দ্বারা রোগের শান্তি হয়, তথাপি অবস্থাভেদে সূতিকারোগের ঔষধই সমধিক উপযোগী।

সূতিকার প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ প্রায়শঃ প্রকাশ পায় ও তজ্জন্য দশমূলকাথ সমধিক উপযোগী; তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অমৃতাদিক্বাথের ব্যবস্থা করিলেও চলে। বাতপিত্তের প্রকোপ-বশতঃ জ্বর ও হস্তপদাদিতে দাহ অথচ তরল দাস্ত হইলে সূতিকাদশমূলক্বাথের ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক জ্বালাযন্ত্রণার সহিত রক্তস্রাব ও অতিসার থাকিলে অমৃতাদিক্বাথের ব্যবস্থা করিবে। ঐ অবস্থায় গর্ভিণীরোগোক্ত বৃহৎ হ্রীবেরাদি-ক্বাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। সূতিকারোগে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের প্রবল প্রকোপবশতঃ শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতিসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে দেবদার্ব্ব্যাদিক্বাথ সেবন করিতে দিবে। যে-কোন অবস্থায় শ্বাস বা হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, অরুচি, বমি বা কণ্ঠরোগ থাকিলে শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ বা অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিতে দেওয়া যায়।

এই প্রকার অবস্থাভেদে অনুপান-বিশেষে সূতিকারিরস, দ্বিতীয় সূতিকারি-রস, সূতিকাম্নরস, সূতিকান্তকরস, সূতিকাবিনোদ, বৃহৎ সূতিকাবিনোদ,

মহাভ্রবটী, দ্বিতীয় মহাভ্রবটী, রসশার্দ্দূল, বৃহৎ রসশার্দ্দূল প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালীদৃষ্টে ব্যবস্থা করিবে।

মক্কল্লরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জ্বররোগোক্ত দশমূলক্কাথে সৈন্ধব-লবণ ২।০ রতি ও ঘৃতভাজা হিং ২।০ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে অথচ জ্বরের বেগ ও তদানুষঙ্গিক উপসর্গাদি প্রবল হইলে জ্বরোক্ত পিপ্পল্যাদি বা বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্কাথে হিং ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। এই রোগে অন্যান্য বটিকাও প্রয়োগ করা যায়।

সূতিকারোগে ঔষধ

দশমূলক্কাথ—প্রসবের পর প্রসূতির গা-ব্যথা, শরীরের গুরুতা, গ্লানি, অবসাদ ও জ্বরভাব প্রকাশ পাইলে কিংবা সূতিকারোগে প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রসবান্তে অবিলম্বে এই ক্কাথ এবং বাতগজাঙ্কুশ প্রয়োগ করিবে।

দশমূলক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাদিক্কাথ—প্রসবান্তে দশমূলক্কাথের পরিবর্ত্তে এই ক্কাথে স্বল্পপঞ্চমূলের পরিবর্ত্তে বৃহৎ পঞ্চমূল দিয়া প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগে আক্রমণ করিতে পারে না, বিশেষতঃ তরল ভেদ থাকিলে তাহাও বন্ধ হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অমৃতাদিক্কাথ। গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিন্টিমূল, গান্ধাইল, ইকড়ের মূল, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। বাতপিত্তাধিক অথবা পিত্তশ্লেষ্মাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূলের পরিবর্ত্তে স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এবং অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা ক্কাথ প্রস্তুত করিবে।

সূতিকাদশমূলক্কাথ—বাতপিত্তের প্রকোপবশতঃ প্রসূতির জ্বর, হস্তপদাদিতে দাহ ও তৎসঙ্গে মূত্ররোধ অথচ তরল দাস্ত প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে পান করিতে দিবে।

সূতিকাদশমূলকাথ। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, বিল্বি, গাম্ভারী, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মি ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দেবদার্ব্ব্যাদিক্কাথ—সূতিকারোগে বাত, পিত্ত ও কফ—এই তিন দোষের প্রকোপবশতঃ জ্বর, শূল, কাস, শ্বাস, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতিসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই কাথ পান করিতে দিবে।

দেবদার্ব্ব্যাদিকাথ। দেবদারু, বচ, কূড়, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা, কট্‌ফল, মুথা, কট্‌কী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—ঘৃতে ভর্জ্জিত হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ২ রতি।

পিপ্পল্যাদি ও বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্কাথ—বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ প্রসূতির মক্কল্ল-নামক শূলের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা এই রোগে গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে এই কাথ সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে মলমূত্ররোধ, উদরাধ্মান, বস্তি, নাভি ও উদরের বেদনা এবং জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। পিপ্পল্যাদিকাথে উপকার না হইলে বৃহৎ পিপ্পল্যাদিকাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিপ্পল্যাদি ও বৃহৎ পিপ্পল্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূতিকারিরস—সূতিকারোগের প্রথমাবস্থায় রোগিণীর শ্লৈষ্মিক-জ্বর, অরুচি, অন্নশোথ ও সর্দ্দিজনিত নাসাস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু পুরাতন সূতিকারোগে ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না। অনুপান—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ এবং দুগ্ধ।

সূতিকারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা (কজ্জলী ২ তোলা), অভ্র এক তোলা এবং অমৃতীকরণ-নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম ।০ অর্দ্ধতোলা; এইসমস্ত একত্র করিয়া থানকুনীপাতার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে।

সূতিকাবিনোদরস—সূতিকার প্রথমাবস্থায় বাতিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে বিষ্টব্ধাজীর্ণ, উদরে বেদনা, মাথা ও মুখমণ্ডলে ভার থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

সূতিকাবিনোদরস। কজ্জলী ২ তোলা ও শোধিত তুঁতিয়া একতোলা জম্বীর বা গোড়ালেবুরস্বরসে তিনদিন মর্দ্দনপূর্ব্বক শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের কাথে তিনবার ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদরস—সূতিকার প্রথমাবস্থায় পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং তৎসঙ্গে আমাজীর্ণ বা বিদগ্ধাজীর্ণ, সময়-সময় হাত-পা জ্বালা বা গাত্রবেদনা কিংবা মাথাভার ও সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রসূতিকে সেবন করাইবে। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদরস। শুঁঠ ১ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, অভ্র ।৹ অর্দ্ধতোলা, জয়িত্রী ২ তোলা এবং শোধিত তুঁতিয়া ২ তোলা; এইসকল চূর্ণ একত্র করিয়া নিসিন্দিপাতার রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

অষ্টাঙ্গাবলেহ—প্রসূতির যে-কোন রোগে শ্বাস বা হিক্কা কিংবা উভয়ই প্রকাশ পাইলে তন্নিবারণার্থ এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবে।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ১০৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—অষ্টাঙ্গাবলেহ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূতিকান্তকরস—সূতিকার প্রথমাবস্থায় রোগিণীর বাতিক, শ্লৈষ্মিক কিংবা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, তৎসঙ্গে শোথ, অবসাদ, সর্দ্দি, কাস, গা-ব্যথা, বাতিক বা শ্লৈষ্মিক গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্য ও তরল দাস্ত প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে। অনুপান—জ্বর প্রবল হইলে তুলসীপাতার রস ও মধু, তরল ভেদে ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও পিপ্পলীচূর্ণ।

সূতিকান্তকরস। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম ১ তোলা ও বিশুদ্ধ বিষ ১ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

দ্বিতীয় সূতিকারিরস—সূতিকার মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, শোথ, গ্রহণী, অতিসার, জ্বরাতিসার ও কাস থাকিলে বিশেষতঃ রক্তপ্রবাহিকা, রক্তামাশয় বা রক্তাতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জ্বরে তুলসীপাতার রস, ভেদে মুথার রস, আমাশয়ে গান্ধাইলের রস ও শোথে পুনর্ণবার রস।"

দ্বিতীয় সূতিকারিরস। সোহাগার খৈ ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা এবং সোনা, রূপা, জাতিফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, ধাইফুল, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, আকান্দীলতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইচ ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; সমস্ত একত্র করিয়া গান্ধাইলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—৩ রতি।

সূতিকাম্ররস—দ্বিতীয় সূতিকারিরস যে-যে অবস্থায় যে-যে অনুপানে প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় সেই-সেই অনুপানে প্রযোজ্য। তবে উহা যত ধারক, ইহা তদ্রূপ ধারক নহে। ঐসকল অবস্থায় অতিসার উপস্থিত হইলে এবং অত্যধিক ধারক-গুণবিশিষ্ট ঔষধের আবশ্যকতা হইলে উহা প্রযোজ্য। বেশী ধারকের আবশ্যকতা না হইলে ইহাই প্রয়োগ করিবে।

সূতিকাম্ররস। কজ্জলী ২ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, জয়িত্রী ও সোনা-ভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকে একতোলা; সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

সূতিকাহররস—সূতিকারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগিণীর বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর এবং অতিসার, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু ও শূলবেদনা প্রকাশ পাইলে এই মহৌষধ রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে। দুর্ব্বলতা ও অবসাদ প্রভৃতিও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে। অনুপান—গান্ধাইলের রস ও মধু।

সূতিকাহররস। কজ্জলী ২ তোলা, লবঙ্গ, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও সীসক; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং জাতিফল, কেশুর্ত্তো, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জীরাজ, ছোট এলাইচ, মুথা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকান্দী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও বেলশুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।০ অর্দ্ধতোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গন্ধভাদালিয়ার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—কুলের ন্যায়।

মহাভ্রবটী—সূতিকার মধ্যাবস্থায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও শূলবেদনা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ রোগিণীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গন্ধভাদালিয়ার রস ও মধু।

মহাভ্রবটী। কজ্জলী ২ তোলা এবং অভ্র, লৌহ, তাম্র, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা ও বিশুদ্ধ বিষ দুই আনা। সমস্ত একত্র করিয়া গিমাশাক, বাসকছাল ও পান; ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে মরিচচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী - ৩ রতি।

দ্বিতীয় মহাভ্রবটী—মহাভ্রবটী যে-যে অবস্থায় যে-যে অনুপানে প্রযোজ্য, ইহাও সেই-সেই অবস্থায় সেই-সেই অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয় মহাভ্রবটী। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, তাম্র, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত পাঁচ তোলা; এইসকল একত্র মিশ্রিত করিয়া গিমা, বাসকছাল ও পানের রস দ্বারা যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

রসশার্দ্দূল—সূতিকার কিঞ্চিৎ পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় রোগিণীর বাতিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, অঙ্গব্যথা, মাথাভার ও অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহার প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গে সমধিক প্রচলিত। অনুপান—পানের রস ও মধু।

রসশার্দ্দূল। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র, তাম্র, লৌহ, রাজপট্ট (অভাবে পীতবর্ণ কড়িভস্ম), সোহাগার খৈ, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শোধিত বিষ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রস দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

মহারসশার্দ্দূল—সূতিকার পুরাতন অবস্থায় যখন অন্যান্য ঔষধে উপকার না হয়, তখন ইহা প্রয়োগ করা যায়। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক জীর্ণজ্বর, জ্বরাতিসার, কাস, গা ব্যথা, অতিসার, রক্তাতিসার, গ্রহণী, আমাশয়, রক্তামাশয়, সময়-সময় গাত্রদাহ বা হস্তপদে জ্বালা, মাথা-ঘোরা, মাথাধরা, অনিদ্রা, আলস্য, বৈকালে ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, দুর্ব্বলতা, ক্ষীণতা, বিশেষতঃ প্রদর বা

অধিক রক্তস্রাব, ভ্রমি, বমি ও অরুচি; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই মহৌষধের ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহারসশার্দ্দূল। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র, তাম্র, স্বর্ণভস্ম, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, বিষ এক আনা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, জয়িত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, স্বর্ণ-মাক্ষিক ও রসাঞ্জন; ইহাদের প্রত্যেকে চারি আনা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে মরিচচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী—৩ রতি।

বৃহৎ রসশার্দ্দূল—সূতিকার পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্তাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিংবা বাতপিত্তাধিক শরীরে ইহা সমধিক উপকারী। শ্লেষ্মাধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বা শ্লেষ্মাধিক শরীরে ইহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয় না। ইহা শোষক-গুণবিশিষ্ট নহে, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট। ঘুষ্ ঘুষে জ্বর, গাত্র ও হস্তপদে দাহ, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও কৃশতা, বাতিক, পৈত্তিক অথবা ধাতুপৈত্তিক কাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরে জ্বালা, শিরঃপীড়া, তালুপ্রদাহ, মাথাঘোরা, নাসারন্ধ্র হইতে উত্তাপ নির্গত হওয়া, বিশেষতঃ প্রসবান্তে অধিক রক্তস্রাববশতঃ শরীর রক্তশূন্য, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল ও কৃশ হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, বমি বা বমির ভাব ও ভ্রমি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ রসশার্দ্দূল। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিবে। পরে তাহার সহিত সোনা, রূপা, কাঁসা, পিতল, তামা, সীসা, বঙ্গ ও লৌহভস্ম প্রত্যেকে ১ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মীশাক, জয়ন্তীপাতা, মিসিন্দাপাতা, যষ্টিমধু, পুনর্ণবা, নালুকা, অপরাজিতার মূল, আকন্দমূল, ধুতুরাপাতা, দুরালভা, বাসকছাল ও কাকমাচী; ইহাদের প্রত্যেকের রস বা যাহার রস নির্গত হয় না, তাহার ক্বাথ দ্বারা যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের প্রয়োগ-প্রণালী

ইহা সাধারণতঃ পরিবর্ত্তক ও স্নায়বিক-দুর্ব্বলতা-নাশক; কিন্তু যে অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুপান-দ্রব্যের গুণানুযায়িনী ক্রিয়া করে।

তজ্জন্য অনুপানভেদে ইহা সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায় ও সর্ব্বরোগ বিনষ্ট করে। স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর সর্ব্বরোগে অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়। ইহা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মত, শাস্ত্রকারগণও এই মতেরই পোষকতা করেন এবং আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিকাল হইতে অনন্তকাল যাবৎ চিকিৎসকেরাও সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন ; তবে উহা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর ধাতু, অগ্নি, বল ও বয়স বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত অর্থাৎ রোগীর ধাতু রুক্ষ কি স্নিগ্ধ, গরম কি নরম বা তাহার পাচকাগ্নি সবল কি দুর্ব্বল ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী মাত্রা ও অনুপান কল্পনা করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ স্তন্যপায়ী শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর-বৃদ্ধব্যক্তিকেও ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমিও শিশু, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ অনেক রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছি, কুত্রাপি কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে গিয়া কয়েকস্থলে দেখিয়াছি—স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর কিংবা তৎসংযুক্ত ঔষধ আমাশয় বা জ্বরাতিসারগ্রস্ত শিশুর পরিপাক না হইয়া আমসংযুক্ত মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়াছে। এ কারণে আমার বিশ্বাস, যেসকল স্তন্যপায়ী শিশু আমাশয় বা অতিসারে নিতান্ত পীড়িত, তাহাদের পক্ষে উহা দুষ্পাচ্য, সুতরাং অতি অল্পমাত্রায় ব্যবস্থেয়। কারণ, রসসিন্দূর বা স্বর্ণসিন্দূর বা তৎসংযুক্ত ঔষধ ঐ অবস্থায়ও বন্ধ না করিয়া অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিতে-করিতে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং আমার বিশ্বাস, অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদিও মলের সহিত কিয়দংশ বহির্গত হয় ; তথাপি কিয়দংশ শরীরে অবস্থান করিয়া রোগ-আরোগ্যের সহায়তা করে। ফলতঃ ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। তবে মাত্রা-হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করাতে মলের সহিত নির্গত হওয়া সত্ত্বেও রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস, উহা গরম, কিন্তু তাহা নহে, গরম-অনুপানসহ ভক্ষণ করিলে গরম ক্রিয়া করে এবং ঠাণ্ডা-অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে ঠাণ্ডা ক্রিয়া করে। এইজন্য সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারেও ব্যবহৃত হয়, আবার উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যায় এবং ঐ উভয় অবস্থায়ই সমান ফল প্রদান করে। জনসমাজে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজের এতাদৃশী খ্যাতি কেন, তাহা এইসকল কারণে সহজেই বুঝা যায়। রোগ-নির্ণয়ে

বিলম্ব ঘটিলে অথচ তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ অনিবার্য্য হইলে অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দুর বা তদভাবে উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর মধুসহ প্রয়োগ করা যায়।

রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের অনুপান

সামজ্বরে—আদা, বেলপাতা, ওকড়া, পান, নিসিন্দাপাতা, পলতা কিংবা উচ্ছে বা করলাপাতা—ইহাদের যে-কোনও একটি দ্রব্যের রস এবং পিপুল বা শুঁঠচূর্ণ ও মধু-প্রক্ষেপসহ প্রয়োগ করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষে অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ও মধু। সামজ্বরের লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরবিকারে—আদার রস, রুদ্রাক্ষ-ঘষা বা তাল-শাখার রসসহ প্রযোজ্য। বিকারের যে অবস্থায় মৃগনাভি প্রয়োগ করা যায়, সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইলে কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া উহার কোন-একটি অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষেও ঐ সকল অনুপান প্রশস্ত।

নিরামজ্বরে ও পুরাতনজ্বরে—শুলঞ্চের রস, পলতার রস, শেফালিকা-পাতার রস, চিরতার জল, ক্ষেতপাপড়ার রস কিংবা কালমেঘের রস ও মধু। ২।৩টি দ্রব্যের ঘুষুড়াসহ বা কোন-একটি পাচনসহ প্রয়োগ করিলে সমধিক ফলপ্রদ হয়। বালক ও শিশুর পক্ষে কালমেঘের রস অতি উপকারী।

প্লীহাজ্বরে—অল্পপোড়া রসুন, তালের জটাভস্ম, পুরাতন গুড়, রক্ত-চিতাচূর্ণ, রয়না-ছাল-চূর্ণ, হিং, পিপুলের কাথ, আদার রস বা মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া তাহার রস।

যকৃৎ-সংযুক্ত-জ্বরে—কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ বা কটকীচূর্ণ, কোষ্ঠপরিষ্কার থাকিলে কালমেঘের রস, আমলকীচূর্ণ বা চিরতার জল।

শোথযুক্তজ্বরে—শ্বেত বা রক্তপুনর্নবার রস, আদার রস, বেল-পাতার রস, ইহার কোন-একটির রসসহ পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কাসে বা কাসসংযুক্ত-জ্বরে—বাসকছালের রস, পিপুল-চূর্ণ ও মধুসহ কিংবা বাসকছাল, কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু ও পিপুল; এই চারি দ্রব্যের কাথসহ অথবা কেবল পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ।

শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্তজ্বরে—বহেড়া-ঘষা ও স্তন-দুগ্ধ, বহেড়ার শাঁসবাটা ও স্তন-দুগ্ধ, তুলসীপাতার রস ও পিপুলচূর্ণ, ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম কিংবা বামনহাটীর ছালের রস ও মধুসহ।

হিক্কারোগে বা হিক্কাসংযুক্তজ্বরে—কুলের আঁটির শাঁসবাটা, বহেড়ার শাঁসবাটা, বড়-এলাচিচূর্ণ, শসার বীজের মধ্যস্থ শাঁসবাটা, স্তনদুগ্ধ কিংবা দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে কটুকীচূর্ণ।

মন্দাগ্নিতে—যমানী-বাটা ও সৈন্ধবলবণ কিংবা লবণচূর্ণ।

আমাজীর্ণে—উষ্ণজল, আদার রস, কিংবা পানের রস ও মধুসহ।

বিদগ্ধাজীর্ণে—লেবুর রস, চুণের জল, ধনে-ভিজান জল কিংবা নালিতা বা পাটপাতা-ভিজান জলসহ।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে—হিং ও সৈন্ধবলবণ কিংবা চাউলের জল বা মৌরী-ভিজান জল।

জ্বরাতিসারে—মুথার রস ও মধু বা আতইচচূর্ণ ও মধুসহ।

অতিসারে—মুথার রস ও মধু বা বেলশুঁঠচূর্ণ ও মধুসহ। বালক ও শিশুর পক্ষে জায়ফলঘষা ও স্তনদুগ্ধ উৎকৃষ্ট অনুপান।

গ্রহণীরোগে—কাঁচা-বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়, মুথার রস ও মধু বা জীরাভাজা-চূর্ণ ও মধুসহ।

প্রবাহিকারোগে (আমাশয়ে)—থানকুনী বা থুলকুড়ী-পাতার রস, গান্ধাইলের বা গন্ধভাদালের রস কিংবা শ্বেতকাঁটানটের মূলের রস ও মধু।

রক্তাতিসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা রক্তামাশয়-রোগে—রক্তকাঁটানটের মূলের রস ও মধু, কুড়চীছালের রস ও মধু, কুক্‌শিম বা কুকুরশোঁকার রস, ডালিমের পাতার রস কিংবা বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস ও মধুসহ।

বিসূচিকারোগে—আপাঙের মূলের রস ও মধু।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে

তেউড়ীচূর্ণ, কটুকীচূর্ণ বা উচ্ছেপাতার রস। কোষ্ঠ খোলসা থাকিলে গুলঞ্চের রস ও ত্রিফলাচূর্ণ বা হরিদ্রাচূর্ণসহ অথবা হিঞ্চাশাকের রস, কুলেখাড়ার রস বা চিরতার জলসহ।

রক্তপিত্তে বা রক্তপিত্তসংযুক্তজ্বরে—রক্তপিত্ত দুই প্রকার—উর্দ্ধগত ও অধোগত। নাসারন্ধ্র, কর্ণরন্ধ্র ও মুখগহ্বর প্রভৃতি হইতে যে রক্ত পড়ে, তাহাকে উর্দ্ধগত এবং মলদ্বার, লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে তাহাকে অধোগত রক্তপিত্ত কহে। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়াপানের রস, কুক্‌শিম বা কুকুরশোঁকার রস, বাসকছালের রস, কুড়চীছালের রস, কচিদুর্ব্বার রস বা আল্‌তাভিজান জলসহ।

রক্তপিত্তে—কৃষ্ণতিলের শাঁস-বাটা ও ইক্ষুচিনি। কুড়চীছালের রস ও বাবলার আঠা প্রবল রক্ত-রোধক।

যক্ষ্মারোগে—কচিদুর্ব্বার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, আল্‌তা-ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস রক্ত-রোধক। এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে যেসকল রক্ত-রোধক অনুপান বর্ণিত হইয়াছে, যক্ষ্মারোগে রক্তরোধের জন্য তাহাও প্রয়োগ করা যায়। কাস থাকিলে বাসকছালের রস পিপুলচূর্ণ কিংবা বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও পিপুল; এই চারি দ্রব্যের কাথসহ প্রযোজ্য।

অর্শরোগে—নাগেশ্বর-ফুলের রেণুবাটা।০ চারি আনা, মাখন ।।০ অর্দ্ধতোলা ও মিশ্রীচূর্ণ ১ তোলাসহ। রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাঁসবাটা ও ইক্ষুচিনি প্রশস্ত অনুপান। এতদ্ব্যতীত কুড়চী ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুরশোঁকার রস প্রয়োগ করা যায়। আম ও রক্ত নির্গত হইলে কুড়চীছালের রস অতি উপকারী। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে জঙ্গীহরীতকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণসহ প্রযোজ্য।

স্বরভঙ্গে—ব্রাহ্মীশাকের রস বা কণ্টিকারীর রস, পিপুলচূর্ণ বা বচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

অরুচিরোগে—আমরুল শাকের রস, অতি পুরাতন তেঁতুল, ছোলঙ্গলেবুর রস, অম্লবেতস বা থৈকলচূর্ণ, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

ক্রিমিরোগে—আশ্‌শেওড়ার পাতার রস, দাঁতনগাছ বা আইঠলীগাছের পাতার রস, আনারসের কচিপাতার রস, ডালিমের শিকড়ের কাথ,

আতইচচূর্ণ, সুপারি-বৃক্ষের কচিশিকড়ের রস, শটীররস, চাঁপাগাছের ছালের রস, খেজুরপাতার রস, চারা-খেজুরবৃক্ষের মাথীর রস, বিড়ঙ্গচূর্ণ বা পলাশ-বীজচূর্ণ। শিশুর পক্ষে চুণের জল বা বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রশস্ত।

বমনরোগে—ডাবের জলে খৈ বা মুড়ি ভিজাইয়া সেই জল, পটোলের রস, দাড়িমের রস, শশার বীজবাটা ও স্তন-দুগ্ধ, বেদানার রস, চাউলের জল বা অশ্বত্থগাছের শুষ্কছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জলসহ।

তৃষ্ণারোগে—ডালিমের রস, বেদানার রস, ধনে-ভিজান জল অথবা মৌরীভিজান জল।

দাহরোগে—কদলী-মূলের রস, কেশুরের রস, পল্‌তার রস, ডালিমের রস, বেদানার রস, গুলঞ্চের রস, ক্ষেতপাপড়ার রস বা শতমূলীর রস।

মূর্চ্ছারোগে—চাউলের জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা শত-মূলীর রস।

উন্মাদরোগে—চাউলের জল শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি, বেদানার রস, পটোলের রস, ডালিমের রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস বা ত্রিফলা-ভিজান জল।

অপস্মার বা হিষ্টিরিয়ারোগে—শতমূলীর রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চাউলের জল, ত্রিফলাভিজান জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও ইক্ষুচিনি।

বাতব্যাধিরোগে—স্নায়ুগত বাতে অশ্বগন্ধার চূর্ণ বা কাথ। বাত-ব্যাধিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে ভেরেণ্ডার মূলের রস, আদার রস ও সৈন্ধবলবণসহ। গ্রন্থিগত বাতে অর্থাৎ গ্রন্থিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে সজিনার ছালের রস ও মধুসহ, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এরণ্ডবীজবাটা বা রশোন-বাটা সহ।

উরুস্তম্ভরোগে—আদার রস ও পিপুলচূর্ণ বা সজিনার ছালের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

আমবাতে—ভেরেণ্ডার মূলের রস ও সৈন্ধবলবণ কিংবা আদার রস বা রশোনবাটাসহ।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে—দাস্ত খোলসা থাকিলে

কাঁচা-হলুদের রস, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস ও হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে।

অম্লপিত্তে—অম্লপিত্ত সাধারণতঃ দুইপ্রকার—অধোগত ও ঊর্দ্ধগত। অধোগত অম্লপিত্তে অম্লগন্ধবিশিষ্ট পাতলা দাস্ত ও ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তে কোষ্ঠবদ্ধতা, গলা ও বুকজ্বালা, অম্লরস ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট বমন হয়। হাত-পা-জ্বালা অথচ দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে পলতার রস, হিঞ্চার রস, পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস। দাস্ত বেশী অথচ পাতলা হইলে যবের ক্বাথ, চূণের জল বা মুথার রস। শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য থাকিলে লবঙ্গচূর্ণ; কোষ্ঠকাঠিন্যে উচ্ছে-পাতা বা করলাপাতার রস, তেউড়ীচূর্ণ বা ধনে, মৌরী ও জঙ্গীহরীতকী-ভিজান জল; অত্যন্ত পিত্তপ্রধান শরীরে ত্রিফলার জল, আমলকীর জল, শতমূলীর রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চিরতার জল, ধনে, পলতা-ভিজান-জল, গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-প্রধান শরীরে ডাবের জল বা নাল্তিা অথবা পাটপাতা-ভিজান জল।

শূলরোগে—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ কিংবা জঙ্গীহরীতকী, ধনে ও মৌরী-ভিজান-জল। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে ধনে-পলতার জল, শতমূলীর রস। অত্যন্ত গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু-পিত্তপ্রধান শরীরে ত্রিফলার জল বা ডাবের জল।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে—উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, এইজন্য ঐ উভয়রোগে বায়ুনাশক অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। ঐ উভয়রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ ব্যবস্থেয়। দাস্ত-পরিষ্কার থাকিলে ত্রিফলার জল, ধনে-পলতার জল বা শতমূলীর রস।

গুল্মরোগে—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে গোমূত্র বা তেউড়ীচূর্ণ। দাস্ত-পরিষ্কার থাকিলে পিপুল-চূর্ণ ও আদার রস।

হৃদ্রোগে—অর্জ্জুন-ছালের রস, ক্বাথ বা চূর্ণ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে প্রভেদ এই যে, মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা অত্যধিক, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় এবং মূত্রাঘাতে মূত্রনিঃসরণকালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় না, অল্পে-অল্পে কমপরিমাণে নির্গত হয়। এই উভয় রোগে

গোক্ষুরের ক্বাথ, হিমসাগর বা পাথরকুচি-পাতার রস, যবক্ষার, কদলীমূলের রস অথবা শতমূলীর রস।

অশ্মরীরোগে—বরুণছালের রসে বা ক্বাথে বরুণ-ছাল-চূর্ণ প্রক্ষেপ-সহ, পাথরকুচি-পাতার রস, কদলীমূলের রস, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ (কুশ, কাশ শর, উলুখড় ও ইকড় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা) বা কাকুড়-বীজ-চূর্ণ।

মেহরোগে—স্রাবযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায় কচি শিমুল-বৃক্ষের মূলের রস, বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল বা কাঁচা-আমলকীর রস। জ্বালাযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায় অড়হর-পাতার রস, কাঁচা-হরিদ্রার রস তিসি বা মসিনা-ভিজান জল। মেহ বা গণোরিয়ায় রক্তস্রাব হইলে বিশল্য-করণী বা আয়াপানের রস, কচিদূর্ব্বার রস অথবা গাঁদাফুলের পাতার রস। মেহ আরোগ্য হইলে বল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা-চূর্ণ বা বেড়েলার ছালের চূর্ণ অনুপান হিসাবে ব্যবস্থা করিবে।

সোমরোগে অর্থাৎ বহুমূত্রে—কদলীপুষ্প বা মোচার রস, যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ, জামের বীজচূর্ণ বা যজ্ঞডুমুরচূর্ণ।

কৃশতারোগে—অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ও দুগ্ধ।

উদররোগে—তেউড়ীচূর্ণ।

বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ডরোগে—শোধিত-গুগ্গুলুচূর্ণ ও ত্রিফলার ক্বাথ।

শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে—শোধিত-গুগ্গুলুচূর্ণ ও ত্রিফলার ক্বাথ।

বিদ্রধিরোগে—সজিনার ছালের রস। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে শজিনার ছালের রসে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

ব্রণশোথ ও ব্রণরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস, শোধিত-গুগ্গুলুচূর্ণ বা কটকীচূর্ণ। এইসমস্ত অনুপানই বিরেচক।

ভগন্দররোগে—খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ।

ফিরঙ্গ বা গর্ম্মিরোগে—অনন্তমূলের ক্বাথ বা গুলঞ্চের রস ও তোপচিনিচূর্ণ।

কুষ্ঠরোগে—চাউলমুগরার বীজবাটা দুই আনাসহ অথবা নিমের ফুল, ফল, পাতা, ছাল ও মূল চূর্ণ করিয়া তৎসহ।

বসন্তরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসসহ।

নাসারোগে—তুলসীপাতার রস বা পানের রস।

নেত্র বা চক্ষুরোগে—ত্রিফলার ক্বাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস।

শিরোরোগে—পানের রস, আদার রস, বা নিসিন্দাপাতার রসসহ।

প্রদররোগে—শ্বেতপ্রদরে আমলকীবীজের শাঁসবাটা ও ইক্ষুচিনি, চাউলের জল ও কুশমূলবাটা কিংবা গাঁদাফুলের পাতার রস। রক্তপ্রদরে অশোকের ছালের রস বা ক্বাথ।

বাধকে—ওলট্‌কম্বলের মূলের শিকড় চারি আনা ও গোলমরিচ ৩।৪টি একত্র বাটিয়া তৎসহ।

গর্ভিণীরোগে—গর্ভিণীর জ্বরাদি যে-কোন রোগ প্রবল হইলে সেই রোগনাশক অনুপানের ব্যবস্থা করিবে।

সূতিকারোগে—সূতিকারোগে অনুপানের স্থিরতা নাই। প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের নানাপ্রকার রোগ হয়। সূতিকাক্ষেত্রে যেসকল রোগ হয়, তাহাদিগকে সূতিকা-জ্বর, সূতিকা-গ্রহণী প্রভৃতি কহে; সুতরাং জ্বর হইলে জ্বরোক্ত অনুপান বা গ্রহণীরোগ হইলে গ্রহণীরোগোক্ত অনুপান দিবে।

বালরোগে—বালকের যে-কোন রোগ হইলে অনুপান কল্পনা করা একটু কঠিন। এস্থলে কয়েকটি অনুপানমাত্র লিখিত হইল; বালরোগাধিকারে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। অন্নভোজী বা দুগ্ধান্ন-ভোজী বালকের নবজ্বরে বা সামজ্বরে তুলসীপাতার রস ও মধু। পুরাতন বা নিরামজ্বরে অন্নভোজী শিশু ও বালকের পক্ষে কালমেঘের রস ও মধু, গুলঞ্চের রস ও মধু বা শেফালিকা-পাতার রস ও মধু। প্লীহাজ্বরে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। জ্বরাতিসারে ও অতিসারে—মুথার রস ও মধু, বেলশুঁঠচূর্ণ বা বেলশুঁঠের ক্বাথ ও মধু, আতইচচূর্ণ ও মধু বা ধাইফুলচূর্ণ ও মধু। রক্তাতিসারে কুড়চীর ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুরশোঁকার রস ও মধু। আমাশয়ে সাদা-ন'টের শিকড়বাটা ও মধু। রক্তামাশয়ে রক্তকাঁটা-নটের মূলবাটা ও মধু, কিংবা রক্তাতিসারোক্ত অনুপান দিবে। কাসে কিংবা জ্বর ও কাসে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বচচূর্ণ ও মধু, কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ ও মধু বা

তুলসীপাতার রস ও মধু। কাস তরল করিবার আবশ্যক হইলে পানের বোঁটা ও পিপুলমূলের পাচনসহ দিবে। বমনে শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ। গ্রহণী-রোগে মুথার রস ও মধু বা জীরাভাজাচূর্ণ ও মধু। বলপুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধাচূর্ণ ও মধু প্রযোজ্য।

বিষাধিকারে—শোধিত অপরাজিতা-মূলের চূর্ণ ও মধু।

রসায়নে—দুগ্ধের সর ও মধু, মাখন ও মিশ্রী, অশ্বগন্ধাচূর্ণ ও মধু, বেড়েলাচূর্ণ ও মধু, শতমূলীর রস বা চূর্ণ ও মধু, ভৃঙ্গরাজের রস বা চূর্ণ ও মধু, ভুঁই আমলার রস ও মধু, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা চূর্ণ ও মধু।

বাজীকরণে—দুগ্ধে শোধিত-সিদ্ধিবীজচূর্ণ, ঘৃতভর্জিত-মাষকলাই-চূর্ণ, পুরাতন শিমুলগাছের ছালচূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ, শতমূলীচূর্ণ, কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ, কুঙ্কুম বা কস্তুরী

স্বর্ণসিন্দূর ও রসসিন্দূর—প্রস্তুতবিধি পরিভাষা প্রকরণের ৩-৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মকরধ্বজ-প্রস্তুতবিধি পুস্তকের শেষে দ্রষ্টব্য।

সূতিকারোগে পথ্যাপথ্য

সূতিকারোগে উৎকট তিক্ত কিংবা বিস্বাদ কোন পথ্যের ব্যবস্থা করিবে না। নবজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নবজ্বরের ন্যায় জলসাগু, জলবার্লি বা খৈর মণ্ড মিশ্রী মিশাইয়া খাইতে দিবে। কিস্‌মিস্, ডালিম ও বেদানা, পানিফল ও কেশুর অল্পপরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। খৈ ও মিশ্রীর ব্যবস্থা করা যায়। নবজ্বর বা জ্বরবিকারে এবং প্রবল অতিসার বা তরলভেদ ব্যতীত প্রসূতির অন্য কোন অবস্থাতেই অন্নপথ্য বন্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রসবের পরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে জলসাগুর ব্যবস্থা করিবে। তরল দাস্ত হইলে জলবার্লি দিবে এবং গাত্রবেদনা বা শরীরের ভার লাঘব ও আমরস পরিপাকের জন্য কৃষ্ণজীরা বা কালজীরা-বাটা সৈন্ধবলবণসহ অবশ্য দিবে। অনন্তর ক্রমশঃ যেমন গাত্রবেদনার লাঘব ও শরীর অপেক্ষাকৃত লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা বোধ হইবে, তদ্রূপ পথ্য পরিবর্ত্তন করিবে। উদরাময় না থাকিলে অথচ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে আটার রুটি বা ময়দার রুটির ব্যবস্থা করিবে। প্রথম

দুই-একদিন শুক্না রুটি দিবে, ঘৃতে মাখাইয়া বা দুগ্ধ মিশাইয়া দিবে না, পরে শরীর অধিকতর সুস্থ অথচ গ্লানিরহিত হইলে ভাতের ব্যবস্থা করিবে। অন্ততঃ কিছুদিন পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। মসূর বা মুগ দাইল, মোচার ঘণ্ট, মূলার ঘণ্ট, পটোল, কুমড়া, বেগুন, মান, কাঁচকলা, ওল, সজিনা, পেঁপে ও কফি—এইসকল দ্রব্যের তরকারী বা ব্যঞ্জন, ঘৃত-সাঁতলান গান্ধাইলের ঝোল, উচ্ছে, করলা ও নালিতাপাতার শুক্ত এবং পাঁঠা ও মুর্গী প্রভৃতির মাংস-যূষ, কই, মাগুর, ছোট রুই, খলিসা, বেলে, চেং, শিঙ্গী, পাব্‌দা ও মৌরলামাছের ঝোল, সহ্যমত বন্ধ্যাদুগ্ধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। অরুচি প্রবল হইলে পুরাতন আমসত্ত্ব, আমসী বা তেঁতুলসহযোগে কিস্‌মিস্ বাটিয়া চাট্‌নী করিয়া দিবে, কিন্তু তাহাও অল্প দিবে এবং জ্বরসত্ত্বে দিবে না। জ্বরসত্ত্বে অরুচি হইলে আমরুলশাক, পুদিনা ও কিস্‌মিস্ দ্বারা চাট্‌নী করিয়া খাইতে দিবে। প্রবল বমন অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে দুগ্ধসহ কিস্‌মিস্ সিদ্ধ করিয়া খৈর মণ্ডের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে। প্রসবান্তে শরীর সুস্থ হইলেও অন্ততঃ ৫।৭ দিন রাত্রিকালে অন্ন দিবে না, দুগ্ধসাগু বা দুগ্ধবার্লির ব্যবস্থা করিবে।

শিশুরোগ-চিকিৎসা

(শিশু ও বালকের চিকিৎসা)

১। **বাতদুষ্টস্তন্যপায়ি-শিশুরোগের লক্ষণ**—বায়ু-দূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে শিশুর মলমূত্র ও অধোবায়ু-নিঃসরণ রুদ্ধ হয় এবং শরীরের কৃশতা, কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতা এবং আরও নানাবিধ বাতরোগ জন্মে।

পিত্তদুষ্টস্তন্যপায়ি-শিশুরোগের লক্ষণ—পিত্তদূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে শিশুর শরীরের উষ্ণতা, অধিক ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, কামলা এবং অন্যান্য পিত্তরোগ জন্মে।

শ্লেষ্মদুষ্টস্তন্যপায়ি-শিশুরোগের লক্ষণ—শ্লেষ্মদূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে শিশুর মুখ হইতে লালা-নিঃসরণ, অধিক নিদ্রা, শরীরের জড়তা, শোথ, বমি ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং শ্লেষ্মজনিত আরও বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে।

দ্বিদোষদুষ্টস্তন্যপায়ি-শিশুরোগের লক্ষণ—বাতপিত্ত দূষিত-স্তন্যপানে উক্ত বাত ও পিত্তের, বাতশ্লেষ্মদূষিত-স্তন্যপানে বাত ও শ্লেষ্মার এবং পিত্তশ্লেষ্মদূষিত-স্তন্যপানে পিত্ত ও শ্লেষ্মার মিলিত প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষদুষ্টস্তন্যপায়ি-শিশুরোগের লক্ষণ—ত্রিদোষ-দূষিত স্তন্যপানে শিশুর বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার মিলিত প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

২। **কুকূনকরোগের লক্ষণ**—দূষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে শিশুদিগের অক্ষিপল্লবে অর্থাৎ চক্ষুর পাতায় কণ্ডু জন্মে এবং পাকে ও তাহা হইতে স্রাব নির্গত হয়, পরন্তু তজ্জন্য শিশু পুনঃপুনঃ ললাট, নাসিকা ও চক্ষু ঘর্ষণ করে এবং সূর্য্যের আলোক দর্শন করিতে বা চক্ষু মেলিতে পারে না।

৩। **পারিগর্ভিকরোগের লক্ষণ**—গর্ভসঞ্চারহেতু আদৌ স্তন-দুগ্ধ না পাইলে কিংবা গর্ভবতী মাতার স্তন-দুগ্ধ পান করিলে শিশুর এই রোগ জন্মে। ইহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও পেটের পীড়া হয়, পরন্তু পেটটি বড় হয় ও পশ্চাদ্দিক্ শুকাইয়া যায়। শিশু খায় দায়, কিন্তু গায়ে লাগে না। ইহাকে বাঙ্গালায় এঁড়ে-লাগা কহে।

৪। **তালুকণ্টক**—প্রকুপিত শ্লেষ্মা বালকের তালুমাংসকে আশ্রয় করিয়া তালুকণ্টকরোগ-জন্মায়। এই রোগে তালু মস্তক অপেক্ষা নিম্ন হয় অর্থাৎ বসিয়া যায় ও তজ্জন্য শিশু স্তন্যপান করিতে চাহে না বা কখন-কখন অনিচ্ছার সহিত পান করে, পরন্তু ঐ অবস্থায় শিশুর মলভেদ, পিপাসা, বমি এবং তালু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয়, গ্রীবার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ গ্রীবা শিথিল হইয়া পড়ে।

৫। **মহাপদ্মরোগের লক্ষণ**—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ বালকের মস্তকে বা বস্তিতে লোহিতবর্ণ বিসর্প জন্মে। ইহা মস্তকে হইলে শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং বস্তিতে হইলে বস্তি

হইতে মলদ্বার, মলদ্বার হইতে হৃদয় ও হৃদয় হইতে মস্তকে প্রসর্পিত হয় অর্থাৎ গমন করে। শিশুর এই রোগ প্রাণনাশক।

৬। **তুণ্ডি বা নাভিশোথের লক্ষণ**—প্রকুপিত বায়ুর প্রভাবে শিশুর নাভি বেদনার সহিত স্ফীত হইলে তাহাকে তুণ্ডিরোগ কহে।

৭। **নাভিপাক**—শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ নাভিতে সুন্দররূপে সেঁকতাপ দেওয়া এবং নাভি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেখা উচিত। সময়-সময় সেঁকতাপ বা দর্শনের অভাবে বিষম অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কোন-কোন শিশুর ঐ অবস্থায় নাভি পাকিয়া উঠে এবং চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হইয়া থাকে।

৮। **গুহ্যপাকের লক্ষণ**—প্রকুপিত পিত্তের প্রভাবে মলদ্বার পাকিলে তাহাকে গুহ্যপাক কহে।

৯। **অহিপূতনরোগের লক্ষণ**—বালককে স্নান না করাইলে কিংবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখিলে মলদ্বারে মলমূত্র ও ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া প্রকুপিত শ্লেষ্মা ও রক্তদোষের প্রভাবে কণ্ডু উৎপন্ন হয় এবং চুলকাইতে-চুলকাইতে তাহা হইতে অনবরত স্রাব নির্গত হয়, পরন্তু ক্রমশঃ ঐ স্ফোটকগুলি একত্র মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বা বীভৎসদর্শন বৃহৎ ক্ষতে পরিণত হইয়া থাকে।

১০। **অজগল্লী**—প্রকুপিত শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ শিশুদিগের শরীরে মুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চক্‌চকে, শরীরের সমানবর্ণ ও গ্রন্থিযুক্ত অথচ বেদনাহীন পিড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে অজগল্লী কহে।

১১। **আক্ষেপ অর্থাৎ পেঁচোয় বা ভূতে-পাওয়া**—নাভিসংলগ্ন নাড়ী কাটিবার দোষ, মস্তকে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, শরীরে অধিক ঠাণ্ডা-বায়ু-লাগা অথবা কোন রোগ বা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাবশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া শিশুদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ উৎপাদন করে। ইহাকে চলিত কথায় পেঁচোয়-পাওয়া বা ভূতে-পাওয়া কহে। ইহা পৃথক্ রোগ নহে, বায়ু দ্বারা দূষিত স্তন্যদুষ্টির লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পায়, সুতরাং বায়ু দ্বারা দূষিত স্তন্য পান করিলে এই রোগ উপস্থিত হয়। ইহাতে শিশু হাত-পা ছুঁড়িয়া, চক্ষু উল্‌টাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া গোঙানীস্বরে কাঁদিতে-কাঁদিতে এরূপভাবে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে যে, তাহা দেখিয়া ভূতাবিষ্ট মনে না

করিয়া পারা যায় না, পরন্তু শিশুর ঐ সময়ে বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে, শরীর কখনও নীলবর্ণ কখনও বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী নরনারীর ভূতাবেশে অবিশ্বাস, কিন্তু তাঁহাদিগকেও এইরূপ ভূতাবিষ্ট-দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও নির্ব্বাক্ হইতে দেখা গিয়াছে। নাস্তিকের নাস্তিকতা কতক্ষণ, যতক্ষণ বিশ্ববিধাতার মহামহীয়সীশক্তির অদ্ভুত ক্রীড়া তাহার জ্ঞাননেত্রে প্রতিফলিত না হয়; কিন্তু অবিশ্বাসীর জ্ঞাননেত্র সহজে উদ্ভাসিত হইবার নহে, সে যতক্ষণ না এরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়, যাহা হইতে সেই পরম-কারুণিকের দয়া ব্যতীত উদ্ধারের কোন উপায় নাই, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান-নেত্র উদ্ভাসিত বা দিব্য-জ্ঞান-লাভ হয় না এবং জ্ঞাননেত্রের গোচরীভূত কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্যও জন্মে না। কোনও নাস্তিক সমুদ্র গমন করিলে যে পর্য্যন্ত বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে অর্ণবপোত তরঙ্গায়িত না হয়, তাবৎ একমুহূর্ত্তের জন্যও সে ব্যাকুলিত বা কম্পিত হয় না, কিন্তু যখনি বাত্যাতাড়িত তরঙ্গের প্রবল আঘাতে অর্ণবপোত চূর্ণ-বিচূর্ণ বা মগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তখনি সে "বিশ্ববিধাতা রক্ষা কর" বলিয়া যুক্তকরে ক্ষাণকণ্ঠে কম্পিতস্বরে প্রার্থনা করিতে থাকে।

ভূতাবেশের কথা শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তথাপি স্মরণ রাখা উচিত যে, দোষ বা প্রকৃতির বিকৃতি ব্যতীত কোন রোগই উৎপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং ঔষধ-প্রয়োগ অবশ্যই কর্ত্তব্য।

১২। **দন্তোদ্গমজনিত রোগ**—শিশুর দন্তোদ্গমকালে সর্ব্ব-প্রকার রোগই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জ্বর, নানাবর্ণযুক্ত মলভেদ, কাস, বমি, শিরঃপীড়া, অভিষ্যন্দ ও পোথকী-নামক নেত্ররোগ এবং বিসর্প—এইসকল রোগের লক্ষণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়। শিশুদিগের সচরাচর ষষ্ঠমাসে দাঁত উঠে। সকলের এই সময়ে দন্তোদ্গম হয় না। জলবায়ু ও প্রকৃতির বিভিন্নতা-বশতঃ সময়ের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে সম্মুখের নীচের পাটীর দুইটি দাঁত উদ্গত হয়, পরে সম্মুখের দুইটি উঠে।

শিশুরোগ-চিকিৎসা-বিধি

শিশু কিংবা বালকের যে রোগ হয়, তাহাকে শিশুরোগ কিংবা বালরোগ কহে। স্তন্য বা স্তনদুগ্ধই শিশুর জীবন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাহার

মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াই সে ঐ স্তনদুগ্ধ পান করে, এইজন্য যাহাতে স্তনদুগ্ধ দূষিত না হয় বা সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া শিশু পীড়িত হইতে না পারে, সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বয়ঃস্থ বা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যে-যে রোগ জন্মে, শিশুরও সেই-সেই রোগ জন্মে, কিন্তু শিশুর যেসকল রোগ জন্মে, বয়ঃস্থ ব্যক্তিগণের তাহা জন্মে না, তজ্জন্য বালরোগ ও তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র কথিত হইয়াছে। শিশু পীড়িত হইলে স্বভাবতঃ রোদন করে। যে পর্য্যন্ত শিশু কথা কহিতে বা পীড়ার বিবরণ ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, তাবৎ তাহাদের আভ্যন্তরিক পীড়া হইলে রোদন শুনিয়া রোগোৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায় এবং রোদনের তারতম্যানুসারে পীড়ার ন্যূনাধিক্য স্থির করা যায়। শিশুর কোন অঙ্গে বেদনা হইলে, সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলে যে-স্থানে বেদনা, সেই স্থানে পুনঃপুনঃ হাত লাগিলেই বালক কাঁদিয়া উঠে। মস্তকে রোগ হইলে বালক চক্ষু বুজিয়া থাকে, চক্ষু মেলিতে পারে না এবং মস্তক হেলিয়া পড়ে। বস্তি বা মূত্রাশয়ে রোগ হইলে বালকের প্রস্রাব বন্ধ এবং ক্ষুধামান্দ্য ও তৃষ্ণা হয়। কোষ্ঠে বা আশয়ে রোগ হইলে মলমূত্ররোধ, ব্যাকুলতা, বমি, উদরাধ্মান এবং উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ হয়। এই-সকল লক্ষণ দ্বারা অক্লেশে বালকের রোগ নির্ণয় করা যায়। রোদন দ্বারা সাধারণতঃ সর্ব্বাঙ্গের রোগই অবগত হওয়া যায়।

পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষ বালক-নামে অভিহিত হয়। আহারভেদে বালক ত্রিবিধ—স্তন্যপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। চলিত কথায় স্তন্যপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজীদিগকে শিশু বলা হয়। কোন শিশুকেই নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্তন্যপান করান হয় না, কোন-কোন শিশুকে একবৎসর এবং কোন শিশুকে দেড় বা দুই বৎসর পর্য্যন্তও স্তনদুগ্ধ পান করান হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা সাধারণতঃ শুধু স্তন্যপানের কাল একবৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ঐরূপ স্তন্য ও অন্নভোজনকাল দুই বৎসর এবং দুই বৎসরের পর কেবল অন্ন-ভোজনদ্বারাই জীবন-রক্ষা হইতে পারে বলিয়া ঐ সময় অন্নভোজনের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ হিসাবে একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যপায়ী, একবৎসরের পর দুইবৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী এবং দুই বৎসরের পর অন্নভোজী বলা যায়। যদিও এই উপদেশ-অনুযায়ী কেহ কার্য্য করে না, তথাপি শাস্ত্রকারগণের ঐ উপদেশের মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তদ্বিষয়ে

সন্দেহ নাই। বেশীদিন গর্ভবতী মাতার স্তন্য পান করাইলে পারিগর্ভিক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ সকলেরই পরিচিত। ইহাকে চলিত কথায় এঁড়ে-লাগা বা এঁড়ে-পাওয়া কহে। শিশুর বয়স একবৎসর পূর্ণ হইলেই স্তনদুগ্ধ-প্রদান বন্ধ করা উচিত। একেবারে বন্ধ করিলে শিশুর অত্যন্ত কষ্ট হয়, সুতরাং ক্রমশঃ কমাইয়া আনিবে। বিশেষতঃ গর্ভবতী মাতার স্তনদুগ্ধ অত্যন্ত অনিষ্টকর, সুতরাং শিশুকে কখনই তাহা পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। ঐ দুগ্ধ বিষতুল্য। দুই-একটি কৌশল অবলম্বন করিলেই শিশু দুগ্ধপানে বিরত হয়। নিমের কচিপাতা বাটিয়া স্তনের অগ্রভাগে মাখাইলে কিংবা দুই-একরতি কুইনাইন জলে গুলিয়া স্তনাগ্রে লেপন করিলে তিক্তাস্বাদ-বশতঃ বিরক্তিসহকারে শিশু স্তনদুগ্ধপানে স্বয়ংই বিরত হয়।

প্রসূতির পক্ষে কোন্-কোন্ দ্রব্য সুপথ্য অর্থাৎ ভক্ষণ করা উচিত, তাহা সূতিকারোগে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ নির্দ্দেশমত আহার-বিহার করিলে স্তনদুগ্ধ দূষিত হইবার আদৌ সম্ভাবনা থাকে না। যথেচ্ছ আহার-বিহার করিলে সন্তান পীড়িত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, একথা প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, এই সাধারণ কথাটা মনে রাখিয়া কার্য্য করিবার শক্তি অনেকেরই নাই; যাঁহাদের নাই, তাঁহারা নিশ্চিতই সন্তানের শত্রু, আর আজকাল এরূপ শত্রুর সংখ্যা অল্প নহে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে; সুতরাং কথাটা অপ্রিয় হইলেও অতি সত্য। গবর্ণমেণ্টের জন্মমৃত্যুর রিপোর্টে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা দিন-দিন যে বাড়িয়া যাইতেছে, প্রসূতির এইরূপ আহার-বিহারের অনিয়মই তাহার অন্যতম কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না। আহার-বিহারের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে খুব কম প্রসূতিকেই দেখা যায়। কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃই শাকাম্লপ্রিয়, শাক বা অম্লদ্রব্য পাইলে সন্দেশ-রসগোল্লা-ভক্ষণেও তাঁহাদের রুচি থাকে না। পীড়িতাবস্থায় নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়াও গোপনে শাকাম্ল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অবশ্য এস্থলে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের কথাই বলা হইতেছে, অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা যে কতদূর নিয়মবহির্ভূত আহার-বিহার করেন, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রসূতি বা স্তন্যদায়িনীর জানা উচিত যে, তাঁহাদের ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ হইতেই স্তনদুগ্ধ উৎপন্ন হয়, সুতরাং যে স্তন্য শিশুর জীবন বা জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন, তাহা যদি

কুপথ্য ভক্ষণে দূষিত হয়, তাহা হইলে সেই দুগ্ধ পান করিয়া শিশু নিশ্চিতই পীড়িত হইবে।

কেবল আহার দ্বারাই যে স্তন্য দূষিত হয়, এমন নহে ; বাহ্য কারণেও স্তন্য দূষিত হয়। প্রসূতি বা ধাত্রীর শরীরে রৌদ্রের অধিক উত্তাপ, বৃষ্টির জল, শীতল বায়ু, পূর্ব্বদিক্ হইতে আগত বায়ু এবং অগ্নির অধিক উত্তাপ প্রভৃতি লাগিলে কিংবা মেঘ ও কুয়াসা ইত্যাদি কারণে অথবা গ্রীষ্ম ও বর্ষাদি ঋতুর পরিবর্ত্তনে স্তন্যদায়িনী পীড়িত হইলে স্তন্য দূষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঋতু-বিপর্য্যয় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে অধিক বর্ষা ও বর্ষাকালে অধিক গ্রীষ্ম প্রভৃতি কারণেও স্তন্যদায়িনী পীড়িতা হইতে পারে। ফলতঃ শিশু পীড়িত হওয়ার মুখ্য বা প্রধান কারণ দুইটি। স্তন্যদায়িনীর স্তন্য দূষিত হইলে সেই দুষ্ট স্তন্য পান করিয়া শিশু পীড়িত এবং রৌদ্র, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা, ঋতুবিপর্য্যয় বা ঋতু-পরিবর্ত্তনবশতঃ শিশু পীড়িত হইয়া থাকে। বাহ্যিক যেসকল কারণে স্তন্য-দায়িনী পীড়িত হইতে পারে সেই সকল কারণেই শিশুও পীড়িত হইতে পারে। বরং স্তন্যদায়িনী অপেক্ষা বাহ্যকারণে শিশু অতিশীঘ্র অধিকতর পীড়িত হয়, কারণ শিশুর শরীর অতিশয় কোমল, সুতরাং সে শীতবাত সহ্য করিতে অসমর্থ। গর্ভাশয়ে ভ্রূণের উৎপত্তি ও অবস্থান প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে শিশুরা কেন শীতবাত সহ্য করিতে অসমর্থ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রথম মাসে গর্ভ তরলভাবে থাকে, অনন্তর ক্রমশঃ উহা কঠিন রক্তপিণ্ডাকারে পরিণত হয় এবং তৎপরে তাহা হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ শিশু গর্ভকোষে যে তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার তাপ বাহ্যতাপ অপেক্ষা অধিক অথবা বাহ্যতাপ তদপেক্ষা মৃদু। এক্ষণে বক্তব্য এই—যে রক্তপিণ্ড কয়েকমাস যাবৎ একটি জীবে পরিণত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে কি কখনও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় শীতবাত সহ্য করিতে পারে? কখনই পারে না ; বরং রৌদ্র বা অগ্নির তাপ সহ্য করিতে পারে। এইজন্যই শিশুর কোমল শরীরকে শীতবাতাদি সহনক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বাঙ্গে তৈল-মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে রাখার প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। এ প্রথাটি ভাল। টাট্‌কা নির্ভেজাল বা অকৃত্রিম সরিষার তৈল শ্লেষ্মনাশক, উহা মর্দ্দন করিলে শ্লেষ্মা বিনষ্ট ও শরীর দৃঢ় অথচ স্নিগ্ধ হয়।

শীত, বাত ও ঠাণ্ডা প্রভৃতি বাহ্যকারণে শিশু পীড়িত হইতে না পারে,

তৎপ্রতিকারার্থ তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। সাবধানতার অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া আজকাল অধিকাংশ শিশু পীড়িত হয়, পরন্তু কোন-কোন স্থলে বা নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌-বিকৃতিজনিত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ শিশুর অধিকাংশ রোগই ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয়। চিকিৎসা-কালে বাহ্যকারণে কি প্রসূতির স্তন্য-পানে শিশু পীড়িত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু রোগোৎপত্তির কারণ-বর্জ্জন চিকিৎসার আদ্যক্রম, সুতরাং বাহ্যকারণে রোগ জন্মিলে এবং রোগ তাদৃশ প্রবল না হইলে কেবল নিদান-পরিবর্জ্জনের ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বত্র পীড়ার কারণ ঐরূপ নিরূপণ করা সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। এইরূপ স্থলে স্তন্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিলে স্তন্য দূষিত হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে স্তন্য-পরীক্ষার দ্বারাই যে সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহাও নহে; যেহেতু প্রবল কারণ ব্যতীত স্তন্যদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ নাও পাইতে পারে। এইসকল কারণে রোগ যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়া স্তন্যদায়িনী ও শিশু উভয়কে ঔষধ সেবন করান প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বাহ্যকারণে শিশু পীড়িত হইলে তাহাকে যে ঔষধ সেবন করান যায় তাহাতেই সে আরোগ্যলাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি স্তন্য দূষিত হওয়াতেই শিশুর পীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্তন্য-দায়িনীর ঔষধ-সেবন দ্বারা স্তন্য বিশুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু ইদানীং অধিকাংশ স্থলেই সর্ব্বাগ্রে শিশুর চিকিৎসা করা হয়; যদি তাহাতে বিশেষ উপকার না হয়, তবে স্তন্যদায়িনীকে চিকিৎসা করা হয়। ইহা চিকিৎসকের দোষ নহে, অনেকস্থলে শিশুর মাতা ঔষধ-সেবনেই অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন, আবার কেহ-কেহ ঔষধ সেবন করা ও সুনিয়মে থাকা মহাপাপের ভোগ বলিয়াই মনে করেন; এইসকল বিভ্রাটে আজকাল প্রসূতির চিকিৎসা হয়ই না। এইরূপ স্থলে স্তন্যদাত্রীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাহার অমনোযোগিতার ফলেই সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। বুঝাইয়া বলিলে কোন-কোন স্থলে সুফল ফলে, দেখা গিয়াছে। গর্ভসঞ্চারের পর হইতে যাবৎ শিশু স্তন্যপান ত্যাগ না করে, তাবৎ নিজের ইচ্ছামত প্রসূতির আহার-বিহারাদি করা উচিত নহে, করিলে তদ্দ্বারা সন্তানের কিরূপ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তাহা গর্ভবতীকে বুঝাইয়া বলা উচিত। পরন্তু সন্তান পীড়িত হইলে

যেন নিজের রোগ হইয়াছে এবং তদ্রূপ ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করিতে হইবে, এ কথাটাও বলা উচিত। সন্তানকে যতই ঔষধ সেবন করান হউক, যদি স্তন্য-দুষ্টিবশতঃ রোগ জন্মে, তবে স্তন্যদায়িনীর ঔষধ ও সুপথ্য-সেবন-ব্যতীত কিছুতেই রোগের উপশম হইতে পারে না।

বয়স্ক ব্যক্তির জ্বরাদি যেসকল রোগ জন্মে, বালকেরও সেইসকল রোগ জন্মে, কিন্তু এরূপ কতকগুলি রোগ আছে যে, তাহা কেবল বালকেরই জন্মে, বয়স্ক ব্যক্তির জন্মে না; কিন্তু বালকের যে-কোন রোগই হউক, তাহাকে বালরোগ বলা যায়। জ্বরাদিরোগ ব্যতীত স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ, কুস্থনক, তালুকণ্টক, নাভিপাক, তুণ্ডী বা নাভিশোথ, পারিগর্ভিক বা এঁড়েলাগা, গুহ্যপাক, মহাপদ্ম, অহিপূতন ও অজগল্লী; এইসকল রোগ কেবলমাত্র শিশু ও বালকেরই জন্মে।

বয়ঃস্থদিগের জ্বরাদিরোগে যেসকল ঔষধ প্রযোজ্য, বিবেচনাপূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে তীব্র বিষাক্ত ঔষধগুলি বাদ দিয়া ও মাত্রা কমাইয়া অন্যান্য সমস্ত ঔষধই বালকদিগকে প্রয়োগ করা যায় এবং অনেক চিকিৎসকই তদ্রূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, আর তদ্দ্বারা রোগও আরোগ্য হয়। তবে জ্বরবিকার প্রভৃতি কঠিন-কঠিন ব্যাধি ব্যতীত ঐরূপ ঔষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না। সাধারণ রোগে বালরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, পরন্তু ঐসকল ঔষধই শিশুর পক্ষে সমধিক উপযোগী, অথচ প্রয়োগ করাও সহজ, লক্ষণদৃষ্টে প্রয়োগ করিলেই চলে।

শিশুর উপযোগী ঔষধ—শিশুকে যে-কোনও ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে স্মরণ রাখা উচিত যে, ঔষধটি যেন উৎকট তিক্ত, বেশী অম্ল, বেশী কটু বা ঝাল এবং অধিক লবণরস অথবা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট বা তীব্র না হয়। কারণ বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা শিশুর মুখে তিক্ত ও কটু প্রভৃতি দ্রব্যের তিক্ততা ও ঝাল বেশী লাগে, বিশেষতঃ তাহারা বেশী ঝাল সহ্য করিতেও অসমর্থ। আদার রস খাওয়াইলে অনেক শিশু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিকট মুখভঙ্গী ও চীৎকার করে, তজ্জন্য অতিশিশুকে আদার রস, জল বা-মধুসহযোগে খাওয়াইতে হয়। এইসকল কারণে শিশুদিগের পক্ষে মৃদুগুণবিশিষ্ট অথচ অধিক তিক্ত বা ঝাল নহে, এইরূপ ঔষধই সমধিক উপযোগী।

ঔষধ খাওয়াইবার প্রণালী—অম্ল-তিক্ত বা ঝাল ঔষধ

প্রয়োগ করিতে হইলে ঔষধ অপেক্ষা বেশী মধু ও স্তন-দুগ্ধ মিশাইয়া মিষ্ট ও তরল করিয়া লইতে হয়, পরে স্তনাগ্রভাগে মাখাইয়া কিংবা শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে হয়। বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ ঐ নিয়মে খাওয়াইতে হয়। পাচন মধুসহযোগে ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইবে। যে-কোন ঔষধ তরল না করিয়া খাওয়াইতে নাই। কারণ গলায় বাধিয়া বিষম লাগিতে পারে।

মাত্রার নিয়ম—মাত্রার কুত্রাপি বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, কারণ দোষ, অগ্নি, বল, বয়স, রোগ, ঔষধ-দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হয়, কিন্তু শিশুর পক্ষে মাত্রা স্থির করিতে বয়স কত, অগ্নি এবং বল কিরূপ, ঔষধ মৃদু কি তীক্ষ্ণ—এই কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলেই চলে। বয়স—যেমন একবৎসর বয়স্ক শিশুর মাত্রা অপেক্ষা দুই বৎসরের শিশুর মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া। অগ্নি—যথোচিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলেও যদি তাহা সুজীর্ণ না হয়, তবে মাত্রা কমাইয়া দেওয়া এবং সুজীর্ণ হইলে কিছু বাড়াইয়া দেওয়া। ঔষধ—শিশুর ব্যবস্থিত ঔষধ মৃদু হইলে যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ করা বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া দেওয়া অথবা তীক্ষ্ণ হইলে মাত্রা কিছু কমাইয়া দেওয়া। আদার রস বা পিপুল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের মাত্রা কিছু কম করা উচিত। এই প্রকার পাচন স্বভাবতঃ সহজে জীর্ণ হয় বলিয়া কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় কিন্তু পাচন অপেক্ষা চূর্ণ বা অবলেহ জীর্ণ হইতে বেশী সময় লাগে বলিয়া চূর্ণ বা অবলেহ কম মাত্রায় দিতে হয়। আবার সাধারণ চূর্ণ অপেক্ষা ধাতু-মিশ্রিত চূর্ণ বা ধাতুঘটিত বটিকা জীর্ণ হইতে আরও বেশী সময় লাগে বলিয়া তাহা আরও কম প্রয়োগ করা উচিত। রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর বা সাধারণ মকরধ্বজ এবং ষড়্‌গুণবলি-জারিত ও সিদ্ধমকরধ্বজ প্রভৃতি ধাতুঘটিত বটিকা অপেক্ষা কিছু কম মাত্রায় দিবে। কোন্ ঔষধ কি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহার একটি সাধারণ নিয়মাবলী নিম্নে দেওয়া গেল।

সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা—পাচন, চূর্ণ ও অবলেহ প্রভৃতি ঔষধের সাধারণ মাত্রা প্রদর্শিত হইল। এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কারণ অবস্থা-ভেদে ঐসকল মাত্রা পরিবর্ত্তিত করা যায়। কেহ-কেহ শিশুদিগকে ঐ মাত্রা অপেক্ষা বেশীমাত্রায় পাচন ২।৩ বারে প্রয়োগ করেন। আর কেহ-কেহ চূর্ণ ও অবলেহ উহা অপেক্ষা বেশীমাত্রায়

বয়স-অনুসারে মাত্রার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

ঔষধ	জন্ম হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ দশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	১০ বৎসরের ঊর্দ্ধ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পরিমাণ	পূর্ণমাত্রার পরিমাণ
পাচন বা ক্বাথ	অর্দ্ধতোলা	১ তোলা	২ তোলা	৪ তোলা	৮ তোলা
চূর্ণ ও অবলেহ	১ রতি	২ রতি	অর্দ্ধ আনা বা ৩ রতি	এক আনা বা ৬ রতি	২ আনা বা ১২ রতি
বটিকা	সিকি রতি	অর্দ্ধ রতি	১ রতি	২ রতি	৩ রতি
রসসিন্দূর ও স্বর্ণসিন্দূর	সিকি রতি	অর্দ্ধ রতি	১ রতি	১½ রতি	২ রতি
তেউড়ীচূর্ণ কটুকীচূর্ণ	৩ রতি	৬ রতি	৯ রতি	১২ রতি	২ হইতে ৪ আনা
বিষাক্ত বটিকা	০	পূর্ণমাত্রা ১ রতি হইলে ⅛ রতি (বটী)	¼ রতি (বটী)	½ অর্দ্ধবটী	১ রতি
ক্যাষ্টর-অয়েল	১৫ হইতে ৩০ ফোঁটা	৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা	এক হইতে দুই ড্রাম	দুই হইতে ৪ ড্রাম	২ তোলা
রস (অনুপানের)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মধু	৫ ফোঁটা	১০ ফোঁটা	১৫ ফোঁটা	২০ ফোঁটা	৩০ ফোঁটা

প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাচন, চূর্ণ ও অবলেহ কিছু বেশীমাত্রায় দিলেও ক্ষতি নাই ; কিন্তু অন্যান্য ঔষধ বেশী দিতে নাই। রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজ বেশীমাত্রায় দেওয়া উচিত নয়। ১ বা ২।৩ বৎসরের ঊর্দ্ধ ৫।৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে তীব্র বিষাক্ত ঔষধ কদাপি দিবে না। তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালক-

দিগকে কেহ-কেহ সূচিকাভরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, আবার কেহ-কেহ প্রয়োগ করেন না ; কিন্তু ২।৩ বৎসরের বেশী বয়স্কদিগকে সাধারণ বিষাক্ত ঔষধ সচরাচর সকলেই প্রয়োগ করেন, তবে অবশ্যই অল্পমাত্রায়।

কোন-কোন স্থলে রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ শিশুদিগকে সেবন করাইয়া দেখা গিয়াছে, উহা জীর্ণ না হইয়া মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায়ই বহির্গত হইয়া থাকে। বোধ হয়, রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ যাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত আছেন। ঐ অবস্থায় ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ না করিয়া মাত্রা কমাইয়া দিবে।

বিরেচনের জন্য ক্যাষ্টর-অয়েল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহাই প্রয়োগ করা উচিত। তৎপরে তেউড়ীচূর্ণ, ইহা দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক-দিগকে প্রয়োগ করা যায়। কটুকী তেউড়ী অপেক্ষা কিছু হীন। যাহা হউক, অনেকেই ঐ দুইটি প্রয়োগ করেন। বিরেচনের মাত্রা লিখিত হইল ; তাহাতে দাস্ত না হইলে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। অনুপানের জন্য যেসকল রসের প্রয়োজন হইবে, তাহা যদি বিরেচনের জন্য প্রয়োগ করা যায়, তবে উক্ত মাত্রা অপেক্ষা কিছু বেশী লওয়া যাইতে পারে। যেমন—তুলসীপাতার রস বা মধু অবস্থাভেদে কিছু বেশী-কম লইলেও দোষ নাই।

শিশুর ক্বাথ-প্রস্তুতের নিয়ম—শিশুর জন্য কাথ প্রস্তুত করিতে হইলেও পূর্ণমাত্রায়ই করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ক্বাথদ্রব্য আটটি হইলে প্রত্যেকটি চারি আনা, মোট সমস্ত মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে যতটুকু প্রয়োজন, তাহা রাখিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিবে ; কিন্তু কেহ-কেহ অর্দ্ধ বা সিকি-মাত্রায় ঔষধ ও তদনুরূপ ষোল তোলা বা আট তোলা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চারি-ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে প্রয়োগ করেন। ইহাতে ঔষধ নিশ্চয়ই হীনবীর্য্য হয় ; বরং অর্দ্ধমাত্রায় ঔষধ লইয়া ষোল তোলা জলে সিদ্ধ করার ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু অর্দ্ধতোলা ঔষধ ৮ তোলা জলে সিদ্ধ করা কদাপি সঙ্গত নহে।

অনুপানসহ ঔষধ ভক্ষণ করিলে ঔষধের গুণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, এমন কি সময়-সময় সামান্য-সামান্য ঔষধেই আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়। সামজ্বরে—তুলসীপাতার রস ও মধু। জ্বরবিকারে—আদার রস, রুদ্রাক্ষঘষা বা তালশাখার

রস ও মধুসহ। নিরামজ্বরে এবং জীর্ণ বা পুরাতনজ্বরে—শেফালিকাপাতার রস, ক্ষেতপাপড়ার রস বা কালমেঘের রস। প্লীহাজ্বরে ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বরে—অম্ল-পোড়া-রসুন-বাটা, কালমেঘের পাতার রস, তালের জটাভস্ম, হিং, পিপুলচূর্ণ, মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া নিঙ্ড়াইয়া তাহার রস। শোথে—শ্বেত বা লালপুনর্নবার রস ও পিপুলচূর্ণ। কাসে বা তৎসংযুক্ত জ্বরে—বাসকছালের রস ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও মধু কিংবা বাসকছাল, কিস্মিস্, যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারিটির কাথ। শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম ও স্তনদুগ্ধ কিংবা বহেড়াঘষা ও স্তনদুগ্ধ। হিক্কায়—কুলের আঁঠির শাঁসবাটা কিংবা শশার বীচির শাঁসবাটা ও স্তন-দুগ্ধ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কটুকীচূর্ণ। মন্দাগ্নিতে—গরম জল বা যমানী ও মেথী, ইহার কোন-একটি ভিজান জল। আমাজীর্ণে—উষ্ণজল। বিদগ্ধাজীর্ণে—চূণের স্বচ্ছজল। বিষ্টব্ধাজীর্ণে—হিং ও সৈন্ধবলবণ। তরল দাস্ত, অতিসার এবং জ্বরাতিসারে—মুথার রস ও মধু, কিংবা আতইচচূর্ণ ও মধু কিংবা বেলশুঁঠচূর্ণ ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে জায়ফলঘষা, মুথাঘষা বা বেলশুঁঠঘষা ও স্তনদুগ্ধ প্রশস্ত। দুগ্ধান্নভোজী শিশুর গ্রহণীতে কাঁচাবেল-পোড়া ও মধু বা জীরাভাজাচূর্ণ ও মধু। শ্বেত-প্রবাহিকা অর্থাৎ শ্বেত-আমাশয়ে থানকুনীপাতা, গান্ধাইলের পাতা বা শ্বেত-কাঁটা-নটের মূলের রস। রক্তাতিসার ও রক্তামাশয়রোগে রক্ত-কাঁটা নটের মূলের রস, কুড়্চীছালের রস, কুকশিম বা কুকুরশোঁকার রস, ডালিমের পাতার রস, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস ও মধু। চিহ্চিকারোগে আপাঙের মূলের রস ও সৈন্ধব কিংবা কর্পূর-ভিজান জল। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ, কটুকীচূর্ণ, উচ্ছে অথবা করলা-পাতার রস। কোষ্ঠ-পরিষ্কার থাকিলে হরিদ্রাচূর্ণ, ফিফলাচূর্ণ বা হিঞ্চাশাকের রস। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে অর্থাৎ নাসা, কর্ণ বা মুখ-গহ্বর হইতে রক্তস্রাব হইলে বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কুক্শিম বা কুকুর-শোঁকার রস, বাসকছালের বা পাতার রস, কচিদূর্ব্বার রস বা আলতা-ভিজান জল। অধোগত রক্তপিত্তে অর্থাৎ মলদ্বার বা মূত্রদ্বার হইতে রক্তস্রাব হইলে কুড়্চীছালের রস বা কুক্সিম অর্থাৎ কুকুরশোঁকার রস বা লাল-ন'টের মূলের রস।

যক্ষ্মারোগে বেশী রক্তস্রাব হইলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য কচিদূর্ব্বার রস,

যজ্ঞডুমুরের রস, আলতা-ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস। যক্ষ্মার সহিত কাস থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা বাসকছাল, কিস্মিস্, যষ্টিমধু ও পিপুলের ক্বাথ। অর্শরোগে নাগেশ্বরফুলের রেণুবাটা, মাখন ও মিশ্রীচূর্ণসহ। রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাঁসবাটা ও ইক্ষুচিনি। এতদ্ব্যতীত কুড়চীছালের রস বা অধোগত রক্তপিত্তের অনুপান প্রয়োগ করা যায়। স্বরভঙ্গে ব্রাহ্মীশাকের রস বা পিপুলচূর্ণ ও মধু। অরুচিরোগে আমরুলশাকের বা আদার রস। ক্রিমিরোগে আশশেওড়ার পাতার রস, আনারসের কচিপাতার রস দাঁতন-গাছের পাতার রস, ডালিমগাছের শিকড়ের রস, শটীর রস, ভাঁটগাছের পাতার রস, চাঁপাফুলগাছের পাতা বা ছালের রস, সুপারিগাছের শিকড়ের রস, কচিখেজুরগাছের মাথীর রস, স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বিড়ঙ্গচূর্ণ, পলাশবীজ-চূর্ণ বা চূণের স্বচ্ছজল প্রশস্ত। বমনে শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ, ডালিম বা বেদানার রস বা অশ্বত্থগাছের শুকছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল। তৃষ্ণারোগে মৌরীভিজান জল প্রশস্ত। দাহরোগে ডালিম বা বেদানার রস কিংবা গুলঞ্চের রস। মূর্চ্ছারোগে চাউলের জল, বেদানার বা ডালিমের রস। উন্মাদ ও অপস্মাররোগে চাউলের জল, ত্রিফলার জল, শতমূলীর রস, বা আমলা-ভিজান জল। বাতব্যাধিতে কোন অঙ্গ শুকাইয়া গেলে অশ্বগন্ধার চূর্ণ, কিন্তু ফুলা ও বেদনা থাকিলে কিংবা আমবাতে ভেরেণ্ডার মূলের রস ও আদার রস। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উচ্ছে বা করলাপাতার রস, দাস্ত-পরিষ্কার থাকিলে হরিদ্রা ও নিমপাতার চূর্ণ। অম্লপিত্তে গলা-বুক জ্বালা থাকিলে এবং দমকা দাস্ত হইলে চূণের স্বচ্ছজল দিবে। হৃদ্রোগে অর্জ্জুনছালের রস। মূত্রকৃচ্ছ্রে ও মূত্রাঘাতে অথবা অন্যান্য রোগে প্রস্রাব বন্ধ হইলে পাথরকুচিপাতার রস বা তদভাবে গোক্ষুর-ভিজান জল বা যবক্ষার অর্থাৎ সোরার জল দিবে। মেহরোগ বালক-দিগের স্বভাবতঃ হয় না, তবে পিতামাতার থাকিলে সংক্রামিত হয়; তাহাতে বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল, কচি-শিমুলমূলের বা আমলকীর রস। বহুমূত্রে কলার ফুলের রস, যজ্ঞডুমুরচূর্ণ বা জামের বীচিচূর্ণ। কৃশতায় অশ্বগন্ধা-চূর্ণ। উদরীরোগে কটুকী বা তেউড়ীচূর্ণ। ব্রণশোথ ও ব্রণরোগে করলা বা উচ্ছেপাতার রস। বিদ্রধিতে সজিনাছালের রস। ভগন্দরে খয়ের-ভিজান জল। ফিরঙ্গ বা গর্ম্মিতে অনন্তমূলের ক্বাথ। বাতরক্তে বা কুষ্ঠে গুলঞ্চের রস

বা সোমরাজীচূর্ণ। বসন্ত, হাম ও জলবসন্তে করলা বা উচ্ছেপাতার রস। নাসারোগে তুলসী-পাতার রস। নেত্ররোগে ভীমরাজের রস বা চূর্ণ। শিরঃপীড়ায় আদার বা নিসিন্দাপাতার রস। শ্বেতপ্রদরে আমলকীবীজের শাঁস-বাটা বা গাঁদাফুলের পাতার রস এবং শরীর সবল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধার চূর্ণ অনুপান দিবে।

বালকবালিকাদিগের যেসকল রোগ জন্মে, এস্থলে তাহার অনুপান লিপিবদ্ধ হইল। কোন্-কোন্ রোগ কি-কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যেক রোগে দ্রষ্টব্য। রক্তপ্রদর ও বাধক ঋতুর পরে হয়, সুতরাং বয়স্থা বালিকা-দিগেরই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গণোরিয়া ও শ্বেতপ্রদর বালক বালিকাদিগেরও হয়; কারণ পিতামাতা-কর্ত্তৃকই উহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

স্তন্যপান-বিধি—১২৪৪ পৃষ্ঠায় স্তন্যপান করাইবার যে-প্রণালী বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী শিশুকে স্তন্যপান করাইবে, কিন্তু শিশু যদি কোন কারণে স্তন্যপান না করে, তবে হরীতকী ও আমলকীচূর্ণ সমভাগে লইয়া একটু মধু মিশাইয়া শিশুর জিহ্বায় পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ করিবে।

শিশুর লঙ্ঘন—স্তন-দুগ্ধই স্তন্যপায়ী শিশুর জীবন, সুতরাং স্তন্যপায়ী শিশুর স্তন্যপান কুত্রাপি বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর যে-কোন রোগের চিকিৎসাকালে প্রত্যেক চিকিৎসকের "সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যন্তু ন নিবার্য্যতে"—এই বাক্যটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। স্তন্য অত্যধিক দূষিত হইলে অন্য প্রসূতির স্তন্য পান করাইবে, তথাপি শিশুকে লঙ্ঘন দিবে না। জ্বরাদি নানারোগে লঙ্ঘন আবশ্যক, কিন্তু শিশু লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস সহ্য করিতে অসমর্থ, এইজন্য লঙ্ঘনের প্রয়োজন হইলে স্তন্যদায়িনীকে লঙ্ঘন দিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এস্থলে লঙ্ঘন শব্দে স্তন্যদায়িনীর লঘু ভোজন বুঝিতে হইবে।

১। **স্তন্যদুষ্টিজনিত-রোগ-চিকিৎসা**—স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ সাত প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। সর্ব্বাগ্রে স্তন্য পরীক্ষা করা উচিত, পরীক্ষায় স্তন্য দূষিত বলিয়া প্রমাণিত হইলে স্তন্যদুষ্টির চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। বায়ু দ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে দশমূলকাথ, পিত্তদ্বারা স্তন্য দূষিত

হইলে গুড়ূচ্যাদিক্বাথ, শ্লেষ্মা দ্বারা স্তন্য দূষিত হইলে ভার্গ্যাদিক্বাথ এবং সর্ব্বপ্রকার স্তন্যদোষে দশমূলক্বাথ প্রয়োগ করিবে। স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগের প্রবল আক্রমণ ব্যতীত কদাপি শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করিবে না। প্রবল স্তন্যদুষ্টিতে স্বজাতীয়া অথচ সুস্থকায়া অন্য প্রসূতির স্তন্য পান করাইবে। তদভাবে ছাগলের বা গোরুর দুধ দিবে। গোরুর দুধ বেশী গাঢ় হইলে জল মিশাইয়া দেওয়া উচিত, ছাগলের দুধ স্বভাবতঃ অত্যন্ত গাঢ়, সুতরাং উহা জল মিশ্রিত করিয়াই প্রয়োগ করিবে। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুরসহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইলে আরও অধিক উপকার হয়।

২। **কুকূনকরোগ**—এই রোগ ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থলে কজ্জল-প্রয়োগেই ইহা সারে। মনঃশিলাঞ্জন অতি উপকারী, তদভাবে মনসাসীজের পাতায় ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপের শিখায় ধরিলে তাহাতে যে কালী পড়ে, তদ্দ্বারা কাজল প্রয়োগ করিবে। কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি-প্রয়োগে এই রোগ প্রশমিত হয়। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে ত্রিফলাদিক্বাথও প্রয়োগ করা যায়।

৩। **পারিগর্ভিকরোগ**—এই রোগে অগ্নিবর্দ্ধক হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রথমে প্রয়োগ করিবে কিংবা তাহাতে উপকার না হইলে স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহাতেই বালকের অগ্নি-বৃদ্ধি, শরীর সবল এবং পুষ্ট হয়, কিন্তু যদি উপকার না হয় বা রোগ কঠিন হয়, তবে কুমারকল্যাণরস প্রয়োগ করিবে।

৪। **তালুকণ্টক**—ইহাও কফের প্রকোপে উৎপন্ন হয়। এই রোগে হরীতক্যাদিচূর্ণ ও কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। রোগ কঠিন হইলে বালকরস প্রয়োগ করা যায়।

৫। **মহাপদ্ম**—এই রোগে বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পটোলাদিক্বাথ এবং কুমারকল্যাণরস উভয়ই অথবা উহার কোন-একটির ব্যবস্থা করিবে। বিসর্পের সহিত প্রায়শঃ জ্বর থাকে, পটোলাদিক্বাথে এই জ্বরও বিনষ্ট হয়। এই রোগ মারাত্মক, সুতরাং মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উভয় ঔষধই প্রযোজ্য।

৬। **তুণ্ডী বা নাভিশোথ**—নাভিসংলগ্ন-নাড়ী-কাটার দোষে

অথবা নাভিতে রীতিমত সেঁক-তাপ না দিলে কখনও-কখনও শিশুর নাভি ফুলিয়া উঠে। নাভিশোথ কদাচ উপেক্ষা করিবে না, করিলে পাকিয়া ক্ষতে পরিণত ও তাহা হইতে নালী হইতে পারে এবং নালী হইতে শিশুর জীবন নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা। শোথ প্রকাশ পাইলে মাটির একটি ঢেলা আগুনে পোড়াইবে এবং লালবর্ণ হইলে দুগ্ধে ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া তাহাতে এক পরদা কাপড় জড়াইয়া নাভিতে উহার উত্তাপ লাগাইবে। তাহাতে শোথ না কমিলে জয়ন্তীপাতা ছেঁচিয়া আগুনে উষ্ণ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে, পরন্তু জয়ন্তীপাতা বাটিয়া তদ্দ্বারা রুটির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া নাভিশোথে লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেও ফুলা কমে। শুঁঠচূর্ণ পোঁটুলায় বাঁধিয়া গরম করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলেও উপকার হয়।

৭। **নাভিপাক**—শিশুর নাভিতে শোথ হইলে তাহার প্রতিকার করা উচিত, নচেৎ তাহা পাকিতে পারে, পাকিলে ক্ষত এবং ক্ষত হইতে নালী হইলে শিশুর জীবন-সংশয় বা মৃত্যু হইতেও পারে। নাভি পাকিয়া উঠিলে রক্তচন্দন ঘষিয়া পুনঃপুনঃ লেপ দিবে এবং যষ্টিমধু, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও হলুদ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ন্যাকড়ায় করিয়া পোঁটুলা বাঁধিবে ও তাহা আগুনে গরম করিয়া পুনঃপুনঃ স্বেদ দিবে। পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে পটোলাদিক্কাথ পান করাইবে এবং উক্ত যষ্টিমধু, লোহ, প্রিয়ঙ্গু ও হলুদ দ্বারা ক্কাথ করিয়া সেই ক্কাথজল দ্বারা ক্ষত প্রত্যহ ধৌত করিবে। বেশী পচ্‌লা সঞ্চিত হইলে কচিনিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে। ধৌত করা হইলে পেঁজা-তুলা দ্বারা আস্তে-আস্তে জল মুছিয়া ঘায়ে ৭৮৪ পৃষ্ঠায় যে নিম্বঘৃত-প্রস্তুতের বিধি লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। নিমপাতার রস দ্বারা খয়ের ঘষিয়া লাগাইলেও ক্ষত শুষ্ক হয়। কচি নিমপাতা অথবা জাতি অর্থাৎ মালতীফুলের পাতা তিলতৈল বা ঘৃতে ভাজিয়া সেই তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিলেও চলে। ক্ষতস্থানে উক্ত তৈল বা ঘৃতে পরিষ্কার মিহি কাপড়ের টুকরা ভিজাইয়া লাগাইবে ও তদুপরি পান বা কলার নরম পাতা রাখিয়া কাপড়ের পটী স্থাপন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

৮। **গুহ্যপাক**—শিশুর মলদ্বার পাকিলে দুগ্ধ দ্বারা রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু পৃথক্ ঘষিয়া সমভাগে একত্র করিয়া লাগাইবে এবং প্রয়োজন হইলে উহা শিশুকে মধুসহ অল্প-অল্প খাওয়াইবে। ইহাতেই পাক নিবারিত হয়, কিন্তু

পাকিয়া ক্ষত হইলে ব্রণরোগোক্ত অহিপূতনরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। গুহ্যপাক ও অহিপূতনের চিকিৎসা একই।

৯। **অহিপূতন**—অহিপূতনরোগের চিকিৎসা ব্রণরোগে দ্রষ্টব্য। অহিপূতনরোগে গুহ্যপাকের চিকিৎসা করিলেও রোগ সারে। রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু-ঘষার প্রলেপ দিবে এবং উহা মধুসহ শিশুকে খাওয়াইবে।

১০। **অজগল্লী**—বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে শিশুর এই রোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক নহে। পটোলাদিক্কাথ পান করাইলেও সারে। কচিনিমপাতা ও কাঁচা-হরিদ্রা বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। ১০৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১১। **আক্ষেপ**—বায়ুর প্রবল প্রকোপে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং বায়ুনাশক-চিকিৎসা এই রোগে প্রশস্ত। মস্তকে তালপাখার বাতাস করিবে এবং মাসতৈল বা মহামাসতৈল ১০।১৫ ফোঁটা ঘষিয়া দিবে। পরিষ্কার মিহি কাপড়ের টুক্‌রা ঠাণ্ডাজলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ শিশুর চক্ষু ও মুখ মুছাইবে। আক্ষেপ বর্দ্ধিত হইলে দশমূলক্কাথ পান করাইবে। এই অবস্থায় প্রবল উদারাধ্মান থাকে, তন্নিবারণার্থ স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ বা বাতব্যাধি-রোগের বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে) দিবে। প্রয়োজন হইলে কুমারকল্যাণরস প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ এইরূপ দুই-তিনটি ঔষধ প্রয়োগ করিলে ভূত ছাড়াইবার জন্য বাজে খরচ করিতে হয় না। দূষিত স্তন্য পান করিলে যে আক্ষেপ হয়, তাহাতে শিশুর শরীরে পুনঃপুনঃ বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটে, কখনও শরীর নীলবর্ণ, কখনও কৃষ্ণবর্ণ এবং কখনও বা নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা বীভৎসদর্শন। উহা দর্শন করিয়া ভীত না হইয়া রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। এই রোগে আধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায়ই থাকে। আধ্মান-নিবারণের জন্য বেড়ীর তৈল পানের বোঁটায় মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে অথবা মধু ও ক্যাষ্টর-অয়েল একত্র করিয়া খাওয়াইবে। শিশুর বয়স-অনুযায়ী মাত্রা স্থির করিয়া লইবে।

১২। **দন্তোদ্গমজনিত রোগ**—দন্ত উঠিবার প্রারম্ভে শিশুদিগের নানাপ্রকার কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়। ঐসকল রোগে মারাত্মক উপসর্গের অবশ্যই চিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু তথাপি যাহা শিশুর অসহ্য, এরূপ তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। স্তন্যপ্রদান অবশ্যই কর্ত্তব্য। জল-

সহযোগে সিদ্ধ বার্লি বা শটীর পালো মিশ্রীর সহিত দেওয়া যায়। জ্বর প্রশমিত ও উদরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে বার্লি বা শটীর পালোর সহিত গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া দিবে। দাঁত উঠিতে অত্যধিক বিলম্ব হইলে শিশু অত্যধিক কষ্ট পায়, এমতাবস্থায় দাঁতের মাঢ়ী একটু চিরিয়া দিবে। এই কার্য্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করিবে। দন্তোদ্ভেদরোগান্তক প্রয়োগ করিলেই সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হয়।

শিশু পীড়িত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাহার দাঁত উঠিয়াছে কি না কিংবা উঠিবার সময় বা উপক্রম হইয়াছে কি না, শিশুর মাঢ়ী টিপিয়া তাহা পরীক্ষা করিবে। এইরূপ পরীক্ষার পর যদি দাঁত উঠিবার উপক্রম বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দাঁত উঠিতেছে বলিয়াই শিশু পীড়িত হইয়াছে। দন্তোদ্গমের সময় না হইতে পারে, এমন রোগই নাই, কিন্তু তন্মধ্যে সচরাচর জ্বর ও মলভেদ প্রভৃতি হইয়া থাকে ; মল প্রায়শঃ সবুজবর্ণ অথচ ভাঙ্গা বা ছাঁকড়া-ছাঁকড়া মত দেখায়। অনবরত এইরূপ তরল ভেদ হয়, তৎসঙ্গে বমি প্রবল থাকে এবং বমিও ঐরূপ ভাঙ্গা বা নষ্ট দুগ্ধের মত দৃষ্ট হয়। ঐ অবস্থায় কখনও-কখনও মূর্চ্ছা বা আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং তাহা এরূপ সাঙ্ঘাতিক হয় যে, শিশুর জীবনের আশা থাকে না। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও বলেন, শিশুর দন্তোদ্গমকালে ঔষধ-প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, দাঁত উঠিলে রোগ আপনিই প্রশমিত হইবে। কথাটা খুব ঠিক, দাঁত উঠিলেই রোগ সারে ; কিন্তু যেরূপ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয়, তদ্দৃষ্টে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছেন, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই ; সুতরাং উহা কেবল উপদেশ মাত্র, ঐ উপদেশমত কার্য্য করা অসম্ভব। দন্তোদ্গমকালে যে উপসর্গ প্রবল হইবে, তাহার প্রশমনের জন্য অবশ্যই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দন্তোদ্গমে অতিশয় বিলম্ব হইলে ও তজ্জন্য শিশুর অত্যধিক যন্ত্রণা হইলে দাঁতের মাঢ়ী একটু চিরিয়া দিবে।

রোদন—কখনও-কখনও শিশু অত্যধিক রোদন করে, পরন্তু রোদনের কারণ নির্ণয় করা যায় না। তখন রোদন-নিবারণের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পিপুল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র করিবে। মধুর সহিত উহার ২।৩ রতি জিহ্বায় দিলে রোদন প্রশমিত হয়।

মুখপাক ও মুখজিহ্বাদির ক্ষত—শিশুর মুখ পাকিলে কিংবা ওষ্ঠ ও জিহ্বায় ঘা হইলে জাতিপাতা অর্থাৎ মালতী পাতা বা তাহার ফুল বাটিয়া মধু মিশাইয়া লাগাইবে। ওষ্ঠ বা জিহ্বার ঘায়ে ভেড়ার দুধ অতি উপকারী। উহা দিবসে ২।৩ বার লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়। গাধার দুধ আরও উপকারী, ইহা ২।৩ বারের বেশী লাগাইতে হয় না। কফরোগের কফচিন্তামণি প্রয়োগ করা যায়।

স্রাব—শিশুর মুখ হইতে অবিরল লালা-নিঃসরণ হইলে কফচিন্তামণি তুলসীপাতার রসসহ দিবে। বচ-চূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত একটু-একটু দিবে। অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু; ইহাদের দ্বারা ক্বাথ করিয়া সেই জলে শিশুর মুখ প্রক্ষালন করাইবে।

দুধতোলা—শিশুর বাতাজীর্ণবশতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে দুগ্ধ হজম না হইয়া নষ্ট বা ছেঁড়া দুগ্ধের ন্যায় ঢলকে-ঢলকে মুখ দিয়া উঠিতে থাকে; পরন্তু উহা হইতে অম্লগন্ধ নির্গত হয়। গোদুগ্ধে চুণের স্বচ্ছজল মিশাইয়া খাওয়াইবে। টাট্‌কা চুণ কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া তাহার উপরের স্বচ্ছজল পরিষ্কার কাপড়ের দ্বারা আস্তে-আস্তে ছাঁকিয়া লইবে। ৭।৮ ঝিনুক দুগ্ধে এক ঝিনুক জল দিবে।

প্রস্রাববন্ধ—বালক ও শিশুদিগের যে-কোন কারণে প্রস্রাব বন্ধ হইলে লেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া নাভিতে মালিশ করিবে, কিংবা পাথর-কুচির বা পাথরচুনার পাতার রসসহ মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দূর প্রয়োগ করিলেও অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে। নাভিতে নীললেপ প্রয়োগ করিলে কিংবা অম্লারি বা সাদা চটী খাওয়াইলে প্রস্রাব নির্গত হয়। পাথরকুচির পাতা বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়।

উদরাধ্মান—যে-কোন কারণে উদরাধ্মান উপস্থিত হইলে বকুলবর্ত্তি বালকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে উদরাধ্মান অতিশীঘ্র প্রশমিত ও কোষ্ঠ খোলসা হয়। বকুলফলের বীচির মধ্যস্থ শাঁস গ্রহণ করিবে ও তাহা বাটিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহা শিশুদিগকে প্রয়োগ করিবে না।

বমনযোগ—শিশু বা বালকদিগকে বমন করাইবার আবশ্যকতা হইলে মধু ও সৈন্ধবলবণ অথবা মুক্তাবর্ষীর পাতার রস খাওয়াইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—বিলম্বে বা অসম্পূর্ণ মলত্যাগকে চলিত কথায় কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা কহে। কি শিশু, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কোষ্ঠবদ্ধতা সকলের পক্ষেই নানাবিধ রোগের কারণ। নানাপ্রকার রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য উপসর্গরূপে প্রকাশ পায়। মল একেবারে বন্ধ থাকিলে তাহাকে কোষ্ঠবদ্ধতা, কঠিন হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং যথোচিত বহির্গত না হইয়া উদরে কতক রহিয়া গেলে তাহাকে কোষ্ঠস্বল্পতা বলা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতার ইংরেজী নাম কন্‌ষ্টিপেশন্ এবং কোষ্ঠাল্পতার ইংরেজী নাম কষ্টিভনেস্। সুস্থব্যক্তির মল কোমল অথচ অপিচ্ছিল অর্থাৎ আমবিহীন এবং নলের আকারে বহির্গত হইয়া থাকে। কেহ-কেহ সুস্থাবস্থায় দিবসে একবার বা দুইবার মলত্যাগ করে, কেহ-কেহ বা আরও বিলম্বে মলত্যাগ করিয়া থাকে এবং তাহাতে কোন অসুখবোধ করে না, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশু স্বভাবতঃই পুনঃপুনঃ মলত্যাগ করে, পরন্তু শৈশবে পুনঃপুনঃ মলত্যাগ শিশুর পক্ষে বর্ত্তমান ও পরিণাম নিতান্ত শুভকর, কারণ অধিক দাস্ত হওয়াতে উদরে মল সঞ্চিত থাকিয়া অন্যান্য রোগ উৎপন্ন হইবার অবসর পায় না, তজ্জন্য বর্ত্তমানেও শিশুর শরীর সুস্থ থাকে এবং বয়ঃস্থ হইলেও সহসা রোগাক্রান্ত হয় না। এই তত্ত্ব এতদ্দেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা অনেকে অবগত আছেন, কিন্তু তথাপি অতিশয় মলভেদ বা তরল দাস্ত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

মল—নবপ্রসূতার স্তনদুগ্ধ স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ বিরেচনগুণবিশিষ্ট ও শীতবীর্য্য বলিয়া ঐ স্তন্যপানে শিশুর দাস্ত বেশী হয়। বাল্যে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত থাকে, বিশেষতঃ শিশু শীতলগুণযুক্ত স্তন্যপান করে, এজন্য শিশুর মল কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল ও পিত্তসংযুক্ত এবং পীতবর্ণ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য-চিকিৎসা—স্তন্যপায়ী শিশুর দাস্ত বন্ধ হইলে পানের বোঁটায় ক্যাষ্টর-অয়েল মাখাইয়া উহা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। মুক্তাঝুরি বা মুক্তাবর্ষীর পাতা দ্বারা নল পাকাইয়া বা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে দাস্ত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বিরেচনের জন্য ইহা অপেক্ষা সহজ ঔষধ আর নাই। ইহা বালকদিগকেও প্রয়োগ করা যায়। বালকদিগের হঠাৎ উদরাধ্মান বা তজ্জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে কালকাসুন্দেপাতার রস ও সরিষার তৈল একত্র ফেনাইয়া তলপেটে মালিশ করিবে, কিন্তু জ্বর থাকিলে প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত পানের বোঁটায় ক্যাষ্টর-অয়েল মাখাইয়া

মলদ্বারে প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠ খোলসা হয়। এই প্রক্রিয়া জ্বরে-বিজ্বরে সর্ব্বাবস্থায় করা যায়। ক্যাষ্টর-অয়েল ও মধু সমভাগে মিশাইয়া বালক ও শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে মিষ্টতাপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দসহকারে খায়, এইরূপে বিনাক্লেশে শিশু ও বালকের বিরেচন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া-অনুযায়ী জ্বরে-বিজ্বরে— সর্ব্বাবস্থায় ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা যায়, তবে জ্বরসত্ত্বে প্রয়োগ করিতে হইলে জ্বরের প্রশমনাবস্থায় অর্থাৎ জ্বর কমিয়া আসিলে উহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরাদিরোগ-চিকিৎসা

স্তন্যপায়ী শিশু কঠিন রোগের আক্রমণ সহ্য করিতেই পারে না, এইজন্য বয়স্ক বালক অপেক্ষা স্তন্যপায়ী শিশুর চিকিৎসা অতি কঠিন। এস্থলে স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে যেসকল ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইবে, তাহা বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

জ্বর—জ্বর নানাপ্রকার, তাহার চিকিৎসাও বহুবিধ। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় বালক এবং শিশুরাও ঐ সকল জ্বরে পীড়িত হইতে পারে। ডাক্তারীমতে জ্বরকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সবিরাম এবং অবিরাম। যে জ্বর কয়েক ঘণ্টা শরীরে অবস্থান করিয়া পরে তাহার সম্পূর্ণ বিরাম অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়, তাহাকে সবিরাম-জ্বর কহে। যে জ্বরের এককালে বিরাম বা বিচ্ছেদ হয় না, শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক, অবস্থান করে, তাহাকে অবিরাম-জ্বর বলা যায়। অবিরাম-জ্বরকে চলিত কথায় স্বল্পবিরাম, অবিচ্ছেদী বা একজ্বর বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদমতে কোন রোগই বাতাদিদোষের আশ্রয় ব্যতীত উৎপন্ন হয় না, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদমতে বাতাদি-দোষভেদে যেসকল জ্বরের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত ডাক্তারী-মতের সমন্বয় করিতে গেলে সবিরাম বা অবিরাম-জ্বরে বাতের, পিত্তের বা শ্লেষ্মার প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যথাক্রমে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক-জ্বর বলা যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বরকে ইংরেজিতে রেমিটেণ্ট ফিভার কহে। এই জ্বরের এককালে বিচ্ছেদ হয় না, অল্প বিচ্ছেদ হইয়া পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হয় এবং ৭।১৪ বা ২৫ দিনের পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়। একজ্বর বা অবিচ্ছেদী জ্বর—

এই জ্বর বাড়েও না, কমেও না, প্রায়ই একভাবে শরীরে অবস্থান করে। স্বল্প-বিরাম-জ্বরের স্থায় অবিচ্ছেত্ত বা একজ্বরের ভোগকাল অনিশ্চিত। স্বল্পবিরাম বা অবিরাম-জ্বরকে আয়ুর্ব্বেদমতে সন্ততজ্বর বলা যায়। সন্ততজ্বরের সাধারণ অবস্থানকাল ৭। ১০। ১২ দিন, কিন্তু দোষের প্রবলতাবশতঃ ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়, কথনও-কথনও বা ১৪। ২০। বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত ঐ জ্বর সমভাবে শরীরে অবস্থান করে।

সততক বা দ্বৈকালীন-জ্বর—যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার প্রকাশ পায় অথবা দিনে দুইবার হয়, রাত্রিতে হয় না, কিংবা রাত্রিতেই দুইবার হয়, তাহাকে সততক বা দ্বৈকালীন-জ্বর কহে। সন্ততজ্বরকে বিষমজ্বরের অন্তর্ভুক্ত না করিলেই ভাল হয়, কারণ প্রারম্ভ হইতেই ঐ জ্বর অবিচ্ছেদে বা অল্পবিচ্ছেদে নিয়ত শরীরে অবস্থান করে। সততকজ্বরও কথন-কথন প্রারম্ভ হইতেই স্বীয় লক্ষণ প্রকাশ করে।

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণেরও যেসকল রোগ জন্মে, বালকগণেরও সেইসকল রোগ জন্মে। বালক ও শিশুদিগের সমস্ত রোগের বিবরণ লিখিতে গেলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হয়, সুতরাং সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধগুলিরই কেবল প্রয়োগ-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইবে।

নবজ্বর-চিকিৎসা—জ্বরের প্রথমাবস্থায় তুলসীপাতার রস ও মধুসহ বালকরস দিবে। ঐ অনুপানে কফচিন্তামণি প্রয়োগ করিলেও চলে। তাহাতে উপকার না হইলে দ্বিতীয় বালকরস ঐ অনুপানে দিবে। মুস্তকাদিক্কাথ যে-কোন প্রকার জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে এইসকল ঔষধ প্রশস্ত; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকদিগকে অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করা যায়। জ্বরবিকারে কস্তুরীভূষণ ও কস্তুরীভৈরব অবস্থা-ভেদে প্রযোজ্য। জীর্ণ বা বিষমজ্বরে পুনঃপুনঃ নবজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিবে। এতদ্ব্যতীত অবস্থাভেদে বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ, জ্বরসংহারচূর্ণ, কিরাতাদি-চূর্ণ, গুড়ুচ্যাদিচূর্ণ, স্বল্পসুদর্শনচূর্ণ, সুদর্শনচূর্ণ ও জ্বরভৈরবচূর্ণ, প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। বিষমজ্বরে কুমারকল্যাণরস, ভার্গ্যাদিক্কাথ, বৃহৎ ভার্গ্যাদিক্কাথ ও দাস্ত্যাদিক্কাথ এবং বিষমজ্বরান্তকলৌহ অথবা পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরস, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও জয়মঙ্গলরস প্রভৃতি ঔষধের অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা যায়।

প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাস—প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাস বৃদ্ধি পাইলে প্লীহারোগোক্ত লশুনাদ্যযোগ, যকৃদরিলৌহ, বৃহৎ যকৃদরিলৌহ, যকৃদ্-মর্দ্দনচূর্ণ, লোকনাথরস, বৃহৎ লোকনাথরস, বৃহৎ গুড়পিপ্পলী, অভয়ালবণ ও চিত্রকপিপ্পলীঘৃত প্রভৃতি অবস্থাভেদে বালকদিগকে প্রয়োগ করিবে। স্তন্যপায়ী শিশুর যকৃতে যকৃদ্মর্দ্দনচূর্ণ, যকৃদরিলৌহ, বৃহৎ যকৃদরিলৌহ এবং প্লীহাবৃদ্ধিতে বৃহৎ গুড়পিপ্পলী ব্যবস্থেয়। এইসকল ঔষধে অগ্রমাসেরও উপকার হয়। যকৃদরিলৌহ তাম্রঘটিত, অমৃতীকরণ নিয়মে তামা ভস্ম করিয়া প্রয়োগ করিলে অরুচি হইবার আশঙ্কা থাকে না। শিশুর প্লীহা, যকৃৎ ও কোষ্ঠকাঠিন্যে স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ অতি উপকারী। ১৬ পৃষ্ঠায় প্রস্তুতবিধি দ্রষ্টব্য। যকৃৎ ও প্লীহা-বৃদ্ধির সহিত শোথ থাকিলে পুনর্নবাষ্টকক্বাথ এবং পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নবায়সচূর্ণের ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ব্যতীত প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাসে নানাবিধ স্বেদ ও প্রলেপ ব্যবস্থা করা হয়।

শোথ—শোথে পুনর্নবাষ্টকক্বাথ প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে কোষ্ঠও পরিষ্কার থাকে।

পাণ্ডু—পাণ্ডুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নবায়সচূর্ণ প্রযোজ্য।

জ্বরাতিসার—শিশুর জ্বরের সহিত মলভেদ (তরলদাস্ত) হইলে শিশুচাতুর্ভদ্রিকা, বিল্বপঞ্চকক্বাথ, লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম অথবা মহাগন্ধক প্রয়োগ করিবে।

জ্বর, অতিসার ও বমন—জ্বর, অতিসার ও বমন এক-সঙ্গে প্রকাশ পাইলে ধাতক্যাদি ও মহাগন্ধক প্রয়োগ করা যায়।

প্রবল অতিসার—প্রবল অতিসার হইলে নাগরাদিক্বাথ, লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম, মহাগন্ধক ও অতিসারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে।

আমাতিসার ও আমাশয়—এই উভয় রোগে বিড়ঙ্গাদি-চূর্ণ, মহাগন্ধক, বিল্বপঞ্চক, লবঙ্গচতুঃসম ও অতিসারোক্ত লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে।

রক্তাতিসার ও রক্তামাশয়—ইহাতে শিশুকুটজাবলেহ, দাড়িম্বচতুঃসম, মহাগন্ধক ও বিল্বপঞ্চক প্রয়োগ করিবে।

গ্রহণী—এই রোগে বিল্বপঞ্চক, মহাগন্ধক, দাড়িম্বচতুঃসম বা অতি-

সারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ করিবে। এইসকল ঔষধে উপকার না হইলে গ্রহণীরোগোক্ত মুস্তকাদিমোদক বা বৃহজ্জীরকাদিমোদক প্রযোজ্য।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ—অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণে ভুবনেশ্বর, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ, লবঙ্গাদি বা বৃহৎ লবঙ্গাদি বা ১৬ পৃষ্ঠোক্ত স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

কাস—কাসরোগে তালীশাদিচূর্ণ অথবা চন্দ্রামৃতরস প্রযোজ্য। বচচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত দিবে, অথবা বচাদিচূর্ণ কিংবা কণ্টকার্য্যাদিচূর্ণ দিবে। কাস একটু পুরাতন হইলে এবং শিশুর পেটের পীড়া না থাকিলে চ্যবনপ্রাশ-প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। শিশুর রক্তপিত্ত এবং যক্ষ্মারোগে বা কৃশতায় ইহা মহোপকারী।

কাস ও শ্বাস—কাস ও শ্বাস একত্র প্রকাশ পাইলে ধান্যাদিপানক ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

হিক্কা ও শ্বাস—শিশু ও বালকের যে-কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে অষ্টাঙ্গাবলেহ অথবা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রযোজ্য।

কাস ও তমকশ্বাস—কাস ও তমকশ্বাস একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে দ্রাক্ষাদিচূর্ণ অথবা শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

হিক্কা ও বমি—হিক্কা ও বমি প্রকাশ পাইলে প্রাণবল্লভরস কটূকীচূর্ণ সহ বা হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ দিবে।

বমি—বমিতে প্রাণবল্লভরস বা আম্রাস্থিযোগ দিবে। কোন রোগে বমন হইলে ছর্দ্দিহরযোগ দিবে। ছর্দ্দিহরযোগ ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দুগ্ধবমন—স্তনদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ হজম না হইয়া বমন হইলে পঞ্চকোল-চূর্ণ দিবে। গোদুগ্ধে চুণের স্বচ্ছজল মিশাইয়া দিবে।

ক্রিমি—ক্রিমি শিশুদিগের মারাত্মক ব্যাধি। ক্রিমিরোগে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। ক্রিমিরোগের লক্ষণ-দৃষ্টে চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিরোগে বিবাক্ত ঔষধ নাই বলিলেই হয়, সুতরাং অবস্থাভেদে ঔষধ-নির্ব্বাচন কঠিন নহে। ক্রিমিঘ্নরস সহজ অথচ সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার্য্য উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রিমিনাশক নানাবিধ যোগও অতি উপকারী।

রক্তবমন—জ্বর, কাস বা যক্ষ্মারোগে শিশুর মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে চন্দ্রামৃতরস ও এলাদিগুড়িকা প্রয়োগ করিবে। এলাদিগুড়িকা ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত—শিশুর মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রাণবল্লভরস বা স্বর্ণসিন্দূর পাথর-কুচির পাতার রস বা গোক্ষুর-ভিজান জলসহ প্রয়োগ করিবে।

তৃষ্ণা—জ্বরাদি নানারোগে শিশুর তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণা বলবতী হইলে শিশুর জিহ্বা প্রায়শঃ ভিতরের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং শিশু প্রায়শঃ জিহ্বা সজোরে আকর্ষণ করিয়া স্বস্থানে রাখিতে চেষ্টা করে ও জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় লেহন করিতে থাকে। মৌরি ছেঁচিয়া পোঁটুলায় করিয়া ভিজাইয়া শিশুর জিহ্বায় পুনঃপুনঃ লাগাইবে, অথবা মৌরিভিজান জলসহ স্বর্ণসিন্দূর বা তদভাবে উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর বা প্রাণবল্লভরস দিবে।

আমাশয়—আমাশয় অতি কঠিন রোগ। একবার আক্রমণ করিলে সহজে প্রশমিত হইতে চায় না, বিশেষতঃ বালক ও শিশুদিগকে অত্যধিক যন্ত্রণা প্রদান করে। আমাশয় দুই প্রকার—শ্বেত ও রক্তামাশয়। আমাশয়ের প্রধান উপসর্গগুলি মরণাধিক যন্ত্রণা-দায়ক। পেটের ব্যথা, ঘর্ম্ম, অরুচি ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গগুলি এই শ্রেণীর। প্রথমাবস্থায় আমপাচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু আফিম-সংযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া সঞ্চিত ও বহির্গমনোন্মুখ আমের বহির্গমন রোধ করিলে জ্বর ও শোথাদি নানাবিধ কঠিন ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। অধিকাংশস্থলে রোগীর আত্মীয়স্বজন অল্পসময়ে আরোগ্য-লাভের অনুচিত আকাঙ্ক্ষায় এবং কোনস্থলে চিকিৎসক স্বীয় যশোবিস্তারের অভিলাষে ঐ প্রকার বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকেন, সুতরাং তখন রোগও জটিল হইয়া পড়ে। আমের পক্কাপক্ক-লক্ষণ অতিসাররোগে দ্রষ্টব্য। আম উদরে সঞ্চিত থাকিলে আম বা আমসংযুক্ত মল পুনঃপুনঃ অল্প-অল্প নির্গত হয়; উদরে অত্যধিক বেদনা থাকে, এই অবস্থায় প্রথমতঃ একটি মৃদুবিরেচন প্রয়োগ করা উচিত। ক্যাষ্টর-অয়েল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। তদভাবে হরীতকী ও পিপুল একত্র বাটিয়া গরমজলসহ খাওয়ান যাইতে পারে, কিন্তু ইহা রক্তামাশয়ে প্রযোজ্য নহে। যাঁহারা আমাশয়ের উপর বিরেচন-প্রয়োগের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সঞ্চিত আম

নির্গত না হইলে কোনরূপেই রোগ প্রশমিত হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত মহাগন্ধক আমাশয়ের অনুপানে প্রয়োগ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। থানকুনীপাতা বা গান্ধাইলপাতার রস, সাদা-কাঁটান'টের শিকড়ের রস প্রভৃতি অনুপান দিবে। রক্তামাশয় হইলে লাল-কাঁটান'টের শিকড়ের রস বা অন্যান্য অনুপান দিবে। এই রোগে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাভিস্থলে স্বেদপ্রয়োগ মহোপকারী। থানকুনী বা থুলকুড়ীপাতা অথবা গান্ধাইলপাতা ছেঁচিয়া আগুনে গরম করিয়া তাহা উদরে নাভির নীচে স্থাপন করিবে এবং শীতল হইলে লোহার হাতা আগুনে গরম করিয়া পুনঃপুনঃ তদুপরি চাপিয়া ধরিবে, যতটুকু উত্তাপ সহ্য করা যায়, তদপেক্ষা বেশী উত্তাপ লাগান উচিত নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ঐ পাতা ছেঁচিয়া পোঁটলার মধ্যে ভরিয়া গরম করিয়া নাভির নীচে পুনঃপুনঃ লাগাইবে। পোঁটলা বেশী গরম হইলে শিশু তাহার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং স্বেদ-প্রয়োগের পূর্ব্বে উত্তপ্ত পোঁটলা বেশী গরম কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য নিজের কোমল অঙ্গে দুই-একবার লাগান উচিত।

সর্দ্দি—শিশুদিগের শরীর শ্লেষ্মপ্রধান, সুতরাং তাহাদের সর্দ্দি কাসি নিরন্তর লাগিয়াই থাকে। দূষিত-স্তন্য-পান এবং ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি ইহার কারণ। সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রায়শঃ তৎসঙ্গে জ্বর বর্ত্তমান থাকে। শিশুদিগের সর্দ্দি বা কাস প্রকাশ পাইলেই কফচিন্তামণি ও বাসাক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সর্দ্দি তরল রাখে, সুতরাং ভয়ের কারণ থাকে না।

নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি

শিশুদিগের সর্দ্দি বা কাস কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, উপেক্ষা করিলে মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটন করে। অধিকাংশস্থলে এইরূপ উপেক্ষা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ফলে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি ও ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি ফুস্‌ফুস্-বিকৃতিজনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা হইতে শিশুর জীবন সঙ্কটাপন্ন বা মৃত্যুও হইতে পারে। বাঙ্গালায় নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি—এই তিনটিকে ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ বলা যাইতে পারে, এই তিনটির মধ্যে লক্ষণের প্রভেদ এই—নিউমোনিয়ায় সমগ্র ফুস্‌ফুস্ বিশেষতঃ ফুস্‌ফুস্‌কোষে, ব্রঙ্কাইটিসে

ফুস্‌ফুসের বায়ুনালীতে এবং প্লুরিসিতে ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের আবরক-ঝিল্লীতে প্রদাহ হয়।

এককালে বক্ষোগহ্বরের দক্ষিণ ও বাম দুইদিকের দুইটি ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হইলে কিংবা তৎসঙ্গে প্রবলজ্বর যদি অবিচ্ছেদে ক্রমাগত ১২, ১৮ বা ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, তবে বড়ই ভয়ের কথা। ব্রঙ্কাইটিস্‌ ও নিউমোনিয়া আয়ুর্ব্বেদমতে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর বা বাতশ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাতজ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রথমে বাতশ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লেষ্মোল্বন-সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়; অনন্তর ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত হয়; ফুস্‌ফুস্‌ সমধিক আক্রান্ত হইলে যাম্যসন্নিপাতের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে। যদিও উক্ত দ্বিবিধ জ্বরের সহিত নিউমোনিয়ার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি আয়ুর্ব্বেদমতে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য নিতান্ত কঠিন নহে। পরন্তু কোনও রোগের লক্ষণের সহিত ডাক্তারি ও কবিরাজীর সমন্বয় করিতে গেলে যদি কোন-কোন স্থলে কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিয়া যায় বা সর্ব্বাংশে মিল নাও হয়, তথাপি তাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কেবল কোন্‌ দোষের প্রকোপে রোগটি সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্‌ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, এই গূঢ় তত্ত্বটুকু নির্ণয় করা আবশ্যক। এই তত্ত্বটুকু নির্ণয় করিতে পারিলেই চিকিৎসা সুন্দররূপে চলিতে পারে। আর একটি কথা এই—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যোগবাহী বা মিশ্র, ডাক্তারি ঔষধের ন্যায় অবিমিশ্ররূপে অর্থাৎ এক-একটি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় না, সুতরাং বাতশ্লেষ্মজ্বরের বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেই-সেই জ্বরনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে। ঐ দ্বিবিধ রোগের চিকিৎসাকালে যাহাতে বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা শুষ্ক হইতে না পারে এবং যাহাতে বায়ুর শমতা রক্ষা ও শ্লেষ্মা তরল করা যাইতে পারে, তথাবিধ চিকিৎসাক্রম ডাক্তারেরাও যেমন অবলম্বন করেন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাও তদ্রূপ অবলম্বন করেন; সুতরাং চিকিৎসাবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। বাতশ্লৈষ্মিকজ্বরে শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রাধিক্য, মস্তক বেদনা, সর্দ্দি, কাস, ঘর্ম্মাধিক্য, শরীরে অত্যধিক উত্তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে শীতপ্রধানজ্বর, মূর্চ্ছা, হাঁচি, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, ঘর্ম্মাভাব, শূল, তন্দ্রা ও শ্বাস—এইসকল লক্ষণ প্রকাশ

পায়, কিন্তু ঐ দ্বিবিধ জ্বরে বায়ুর কিঞ্চিৎ আধিক্য থাকিলে গাত্র-চর্ম্ম রুক্ষভাবাপন্ন ও কাস শুষ্ক হইতে পারে এবং শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে গাত্র-চর্ম্ম আর্দ্র ও কাস তরল হইতে পারে। প্রথমাবস্থা নিউমোনিয়াতে হয় এবং দ্বিতীয়াবস্থা ব্রঙ্কাইটিসে হয়। আবার নিউমোনিয়াতে গাত্রের উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে গাত্রোত্তাপ সচরাচর ১০২ ডিগ্রী, কচিৎ বা উহার উর্দ্ধে উঠে। এইরূপে নিউমোনিয়াতে কষ্টের সহিত দ্রুতবেগে শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ঘড়্‌-ঘড়্‌ বা শাঁ শাঁ শব্দ হয় না; কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত আস্তে-আস্তে সুসম্পন্ন হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ঘড়্‌ঘড়্‌ বা শাঁ শাঁ শব্দ হয়। লক্ষণের এইরূপ পার্থক্য দ্বারা রোগটি নিউমোনিয়া কি ব্রঙ্কাইটিস্, তাহা নিরূপণ করা যায়। নিউমোনিয়ায় লাল-আভাযুক্ত অথবা লৌহচূর্ণের আভাবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং তাহা আঠার ন্যায় চট্‌চটে কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসে স্বাভাবিক বা সাদা শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ঐ উভয় রোগে এইসকল লক্ষণ দ্বারা বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে কিনা, তাহা যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইলে বড়ই ভয়ের কথা, বিশেষতঃ দুইদিক্ আক্রান্ত হইলে রোগীর জীবনের আশা আর থাকে না।

নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র অবিলম্বে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ শ্লেষ্মা তরলভাবাপন্ন ও বমন দ্বারা সহজে নির্গত হইবে জানিতে পারিলে বমন-কারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অত্যধিক দুর্ব্বলতা-বিদ্যমানে বমন করান উচিত নয়, কিন্তু বমন দ্বারা যেরূপ সদ্য উপকার হয়, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ উপকার হয় না, সুতরাং রোগী অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশতঃ বমনের বেগ সহ্য করিতে না পারিলে চিকিৎসককে নিরুদ্যম হইতে হয়।

শিশুদিগের পক্ষে বমনের জন্য মধুমিশ্রিত সৈন্ধব অতি উপকারী, উহা নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যায়। মধু ও সৈন্ধব একত্র করিয়া অঙ্গুলিতে মাখাইয়া শিশুর জিহ্বা পুনঃপুনঃ মার্জ্জনা করিলেই শ্লেষ্মা বাহির হয়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক ও যুবকদিগের পক্ষে ১১৭ পৃষ্ঠার বমনযোগ প্রশস্ত।

বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে একখণ্ড ফ্ল্যানেল দ্বারা সমগ্র বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে এবং অবিলম্বে সমস্ত বক্ষঃস্থল

জুড়িয়া তিসি বা ভুসির পুল্‌টিস্‌ দিবে। বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশে বেদনা থাকিলে সেই-সেই স্থান জুড়িয়া পুল্‌টিস্‌ দিবে। যাবৎ শ্লেষ্মা পরিপাকপ্রাপ্ত না হয়, অথবা শ্লেষ্মা হরিদ্রাবর্ণ না হয়, তাবৎ পুল্‌টিস্‌ দেওয়া উচিত। উপর্য্যুপরি কয়েকবার পুল্‌টিস্‌ দিলে প্রায়শঃ শ্বাসকষ্ট কমে, শ্বাসকষ্ট কমিলেই রোগীর জীবনের আশা করা যায়। ইদানীং কেহ-কেহ পুল্‌টিসের পরিবর্ত্তে পেঁজা কার্পাস-তুলার গদী প্রস্তুত করিয়া বুক, পিঠ ও পার্শ্বদেশে বিছাইয়া বাঁধিয়া রাখেন; এই প্রক্রিয়া মন্দ নহে, এই পুল্‌টিস্‌ জুড়াইয়া গেলে তাহার শৈত্য লাগিয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু উহাতে সে আশঙ্কা থাকে না। বায়ুর অত্যধিক প্রকোপবশতঃ উদরাধ্মান এবং মলমূত্ররোধ হইলে যবপ্রলেপ, দারুষট্‌কপ্রলেপ, বটপত্রীপ্রলেপ, বিম্বিকাস্তপ্রলেপ এবং হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি ও ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। দারুষট্‌কপ্রলেপ ও যবপ্রলেপ ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বিম্বিকাস্তপ্রলেপ ও বটপত্রীপ্রলেপ ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি ও ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে শ্লেষ্মা তরল করিবার জন্য পর্ণবৃন্তযোগ এবং বালকের পক্ষে বাসাকাথ পরম উপকারী। প্রথমাবস্থায় স্তন্যপায়ীদিগকে কফচিন্তামণি প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইলে অবিলম্বে জ্বরোক্ত কস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করিবে। বালক ও বয়ঃস্থদিগকে কস্তুরীভূষণ (মতান্তরে), জ্বরকস্তুরী বা কস্তুরীভৈরব প্রয়োগ করিবে। বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ ও তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে বমন করাইবে, কিন্তু বমন করান সঙ্গত বিবেচিত না হইলে অথবা বমনে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে বা শ্লেষ্মা গাঢ় আঠার ন্যায় হইলে আদা, পান ও পেঁয়াজ একত্রে ছেঁচিয়া তাহার রস গরম করিয়া বক্ষঃস্থলে মালিশ করান ও খাওয়ান যায়। বালক ও বয়ঃস্থগণের বক্ষঃস্থলে পুরাতনঘৃত বা মাখন গরম করিয়া পান দ্বারা স্বেদ দিবে। যাবৎ শ্বাসকষ্ট নিবারিত ও শ্লেষ্মা তরল না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ স্বেদ দেওয়া উচিত।

প্লুরিসি—ফুস্‌ফুস্‌ আবরক-ঝিল্লীর প্রদাহকে প্লুরিসি কহে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসে এইরূপ তীব্র বেদনা হয় না, বেদনার তীব্রতা

প্লুরিসির প্রধান লক্ষণ এবং ঐ লক্ষণ দ্বারাই সহজে রোগনির্ণয় করা যায়। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ ও প্লুরিসি একই জাতীয় রোগ। নিউমোনিয়ায় যে কফ নির্গত হয়, তাহা লৌহমলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথচ আঠার ন্যায় চটচটে এবং ব্রঙ্কাইটিসে স্বাভাবিক সাদা কফ নির্গত হয়। প্লুরিসিতেও কাস এবং শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা অল্প নির্গত হয় ও কম্পপূর্ব্বক জ্বর হয়। রোগের প্রারম্ভে ফুস্ফুসের আবরক-ঝিল্লীতে একপ্রকার রস সঞ্চিত হয় এবং বেদনা, জ্বর ও কাসের সঙ্গে-সঙ্গেই ফুস্ফুসে ক্ষত হইতে আরম্ভ হয়, অনন্তর ক্রমশঃ তাহাতে পূঁযোৎপত্তি হয় ও তাহা সঞ্চিত হইয়া ক্ষত বর্দ্ধিতায়তন হয় এবং বক্ষঃপ্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠে। এই রোগের চিকিৎসাও নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিসের ন্যায়, কিন্তু পূঁয উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা তাহা বহির্গত করিয়া দেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহাকে যাম্যসন্নিপাত বলা যাইতে পারে।

সন্নিপাতজ্বর—ইহাকে ইংরেজীতে টাইফয়েড্ ফিভার কহে। শিশু ও বালকদিগের সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ চিকিৎসা বাতশ্লেষ্মজ্বরের ন্যায়।

বাতিক কাস ও হুপিংকফ—বাতিক কাসকে ইংরেজীতে হুপিংকফ কহে। ইহা শ্বাসনালীর প্রদাহবিশিষ্ট রোগ, পরন্তু সংক্রামক ও জনপদব্যাপক। একজনের হইলে ক্রমশঃ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। এই রোগ বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগেরই প্রায়শঃ হয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে কদাচিৎ আক্রান্ত হইয়া থাকে। পঞ্চম বৎসর বয়সের পূর্ব্বাবস্থাই ইহার প্রবল আক্রমণের সময়; পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে এই রোগে শিশুরা আক্রান্ত নাও হইতে পারে।

লক্ষণ—প্রথমে সর্দ্দি হয়, নাক ও চক্ষু দিয়া জলের ন্যায় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে এবং শিশু অনবরত হাঁচিতে থাকে, চক্ষুর্দ্বয় সতত ছল্‌ছল্ এবং মুখ রসে টল্‌টল্ করিতে থাকে। এই অবস্থার পরই গলা শুড়্ শুড়্ করা, উৎকাসি এবং জ্বর দেখা দেয়। ক্রমশঃ জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ অন্তর্হিত হয়, কিন্তু কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আবার প্রায়ই কাসের সহিত আক্ষেপ দেখা দেয়, তখন শিশু কাসিতে-কাসিতে হাঁপাইয়া পড়ে, দম্ বা নিশ্বাস ছাড়িতে পারে না, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, আঠার ন্যায় শ্লেষ্মার বমন হয়, রাত্রিতে কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, নিদ্রা হয় না, যদিও সময়-সময় শিশু নিদ্রিত হয়,

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই গলা গুড়্‌-গুড়্‌ করে, কাসের বেগ প্রবল হয় ও শিশু জাগরিত হয়। প্রথমাবস্থায় কাসের বেগ ২।৩ বার প্রকাশ পায়, কিন্তু শেষ-অবস্থায় দিবারাত্রের মধ্যে ৬০।৭০ বা তদধিক বারও প্রকাশ পাইয়া থাকে; কাসের সময় কুক্কুটধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়। কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে কাসিতে-কাসিতে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হয়, মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও মস্তকে প্রদাহ হইয়া থাকে।

এই রোগ নিতান্ত সহজ নহে, সময়-সময় ইহার সহিত নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস্ পর্যান্ত দেখা দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে আরও অধিক উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং রোগ প্রায়শঃ মারাত্মক হইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহাকে বাতশ্লৈষ্মিক কাস বলা যাইতে পারে।

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র ক্যাষ্টর-অয়েল সেবন করাইবে, ইহাতে দাস্ত হইলে প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অনন্তর লক্ষণভেদে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুষ্ক শ্লেষ্মাকে তরল করা নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষুদে চোৎরা-গাছের মূল এবং মরিচ ও মিশ্রী দ্বারা ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে পর্ণবৃন্তক্কাথোক্ত পানের বোঁটা ও পিপুলমূলের সহিত কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু মিশ্রিত করিয়া ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ২ রতি পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে। বালকদিগের পক্ষে বাসাক্কাথ অতি উপকারী।

কাস, শ্বাস ও বমন নিবারণ করিবার জন্য অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ এই রোগে মহৌষধ। তালীশাদিচূর্ণ ও চন্দ্রামৃতরস প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তাদৃশ ফললাভ হয় না। খৈচূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে বমন ও কাস উভয়ই প্রশমিত হয়। অন্নভোজী বালকদিগের এই রোগ প্রবল হইলে অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া দুগ্ধমিশ্রিত খৈর মণ্ড পথ্য দিবে। দিবাভাগে বরং অন্নপথ্য দেওয়া যায়, কিন্তু রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত রাত্রিকালে অন্নপথ্য দেওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডাজলে স্নান না করাইয়া গরম-জলে স্নান করান উচিত।

ঘুংড়ি বা ক্রুপ—ঘুংড়ি, হুপিংকফ বা ক্রুপ প্রায় একই জাতীয় ব্যাধি, আয়ুর্ব্বেদমতে ইহাদিগকে বাতিক কাস বলা যাইতে পারে। এই তিনটি রোগেই প্রথমে সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে বায়ু রুক্ষভাবাপন্ন

হইয়া শ্লেষ্মাকে শোষণ বা শুষ্ক করিতে থাকে, সুতরাং শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, অথচ অবিরাম কাসের উদ্বেগ, বমন এবং কাসিতে চক্ষু ও মুখ রক্তবর্ণ এবং শ্বাসকষ্ট হয়।

এই রোগত্রয়ের মধ্যে পার্থক্য এই—হুপিংকফে ও ঘুংড়িতে কণ্ঠনালীতে প্রদাহ হয় না, কিন্তু ক্রুপকাসে কণ্ঠনালীর প্রদাহ এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় যে, দাহসংযুক্ত শোথে কণ্ঠনালীর ছিদ্র অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তজ্জন্য রোগী ঢোঁক গিলিতে, কথা কহিতে বা পথ্য গলাধঃকরণ করিতে পারে না, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় এবং অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক, কিন্তু ঘুংড়ি ও হুপিংকফ যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মারাত্মক নহে।

হুপিংকফ এতদ্দেশে প্রায়শঃ মারাত্মক হইতে দেখা যায় না, কিন্তু শীত-প্রধান দেশে এই রোগ সাঙ্ঘাতিকরূপে শিশু ও বালকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

ঘুংড়ি কাসে কণ্ঠনালীর প্রদাহ হয় না, কিন্তু ক্রুপকাসে কণ্ঠনালীর প্রদাহ হইয়া থাকে। চলিত কথায় ক্রুপকেই অনেকে ঘুংড়ি কহে। ক্রুপকাসে বমন করান দরকার, বমন না হইলে মধু ও সৈন্ধব অথবা মুক্তাবর্ষীর রস খাওয়াইয়া বমন করাইবে। বিরেচনের জন্য ক্যাষ্টর-অয়েল মাখান পানের বোঁটা বা মুক্তাবর্ষীর পাতা দ্বারা নল পাকাইয়া বা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। ক্রুপকাসে কণ্ঠনালীর প্রদাহিত স্থানে পেঁপের আঠা লাগাইবে এবং ক্ষুদ্র চোৎরাগাছের শিকড় ও মরিচ দ্বারা ক্বাথ করিয়া মিশ্রী মিশাইয়া খাওয়াইবে। ক্রুপকাসের এরূপ মহৌষধ আর নাই বলিলেই হয়। বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরিত্যক্ত বহুসংখ্যক রোগী এই ঔষধের গুণে আরোগ্য-লাভ করিয়াছে। ঘুংড়ি, হুপিংকফ ও ক্রুপকাসে রুক্ষকাস, শ্বাস ও হিক্কা নিবারণ করিবার জন্য সচরাচর শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও অষ্টাঙ্গাবলেহ প্রয়োগ করা যায়।

মাসীপিসী—শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একমাসের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই। শিশুর হামে যেরূপ গাত্র-দাহ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, ইহাতেও ঐসকল উপসর্গ প্রকাশ পায়; কিন্তু হামের ন্যায় উপসর্গগুলি প্রবল হয় না এবং হামের ন্যায় কণ্ডুগুলি বৃহৎ নহে পরন্তু হামের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে দলে-দলে উদ্গত হয়। মুষ্টিযোগ-প্রয়োগেই এই রোগ আরোগ্য হয়। মেথী ভাজিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল অল্প-অল্প-পরিমাণে

পান করাইবে এবং নোয়াইলের পাতা শিশুর গায়ে বুলাইবে, এই দুইটি প্রক্রিয়া দ্বারা কণ্ডুগুলি নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। নিমপাতা গায়ে বুলাইলে জ্বালার নিবৃত্তি হয়। রোগ প্রশমিত হইলে কচিনিমপাতা ও হলুদ বাটিয়া গায়ে মাখাইয়া গরমজলে স্নান করাইবে।

হাম—ইহা স্পর্শাক্রামক ব্যাধি। বাল্যকালেই এই রোগের আক্রমণ অধিক, কিন্তু একবার আক্রমণ করিলে প্রায়শঃ দ্বিতীয়বার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। বয়ঃস্থ ব্যক্তিরা এই রোগে কদাচিৎ আক্রান্ত হয়।

হামের লক্ষণ ও চিকিৎসা মসূরিকারোগে দ্রষ্টব্য। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদিগকে সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু হাম শৈত্যক্রিয়া প্রভৃতির সহায়তা প্রাপ্ত হইলেই নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি উৎপাদন করে। এই রোগে হাম নিঃশেষে বহির্গত হওয়ার জন্য মেথী ভাজিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিবে। জ্বরবিকার হইলে এবং হিক্কা ও শ্বাস প্রকাশ পাইলে অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

পানিবসন্ত—ইহাও হামের ন্যায় স্পর্শাক্রামক। চারিবৎসর বয়-সের মধ্যেই ইহার আক্রমণ অধিক, তারপর দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আক্রমণ কম এবং তাহার পর অতি বিরল। লক্ষণ ও চিকিৎসা মসূরিকারোগে দ্রষ্টব্য।

বসন্ত—বসন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট বীজপ্রভব দেশব্যাপী ও জনপদধ্বংস-কারী সংক্রামক রোগ। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা মসূরিকারোগে দ্রষ্টব্য।

নেত্রাভিষ্যন্দ—শিশু ও বালকেরা প্রায় প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা মারাত্মক না হইলেও অতীব যন্ত্রণাদায়ক। রক্তচন্দনের প্রলেপ, ঘৃত, মাখন ও গরম-ভাতের পুল্‌টিস্ ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে অত্যধিক সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং শীতল জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে না। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসা নেত্ররোগে দ্রষ্টব্য।

ব্রণশোথ—শিশু ও বালকদিগের প্রায়ই ছোট-ছোট ব্রণশোথ প্রকাশ পায়। ব্রণশোথ বসাইবার জন্য তোক্‌মারীর পুল্‌টিস্ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পাকিবার উপক্রমে পদ্মবিরজা ন্যাকড়ায় মাখাইয়া লাগাইলে পাকাইয়া ফাটাইয়া দেয়।

ব্রণ—ব্রণ ফাটিলে চাপিয়া টিপিয়া পূঁযরক্তাদি নিঃসারণ করিবে। মুখ যাহাতে বন্ধ না হইতে পারে, তজ্জন্য ব্রণমুখে ঘি লাগান পলিতা আস্তে-আস্তে গুঁজিয়া দিবে। অনন্তর নিম্বঘৃত ন্যাকড়ায় মাখাইয়া তদুপরি বিছাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ব্রণের চতুর্দ্দিকে তুলসীপাতা ও সৈন্ধবলবণ বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে। ব্রণের মধ্যস্থ ক্লেদ যথোচিত নিঃসৃত হইতেছে না, এরূপ বোধ হইলে তিসির পুল্‌টিস্ পুনঃপুনঃ দিবে এবং কচিনিমপাতা বাটিয়া ঘৃতসহযোগে ঘা-মুখে লাগাইবে। কচিনিমপাতা ঘৃত বা তিলতৈলে ভাজিয়া সেই ঘি ঘা শুষ্ক হইবার জন্য লাগাইবে।

পোড়া-নারাঙ্গী- ইহা বিসর্পরোগেরই প্রকারভেদ। শিশু ও বালকের এই রোগ জন্মে। ইহার চিকিৎসা বিসর্পরোগে দ্রষ্টব্য।

ঘামাচি ও চুলকনা—ঘামাচি ও চুলকনা হইলে কচিনিমপাতা ও হরিদ্রা সমভাবে বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া লাগাইবে ও কিছুক্ষণ পরে স্নান করাইবে।

কৃশতা—শিশু ও বালকদিগের কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর পুষ্ট ও সবল করিবার জন্য অশ্বগন্ধাঘৃত প্রয়োগ করিবে। অশ্বগন্ধার চূর্ণ দুগ্ধসহ প্রয়োগ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

পক্ষাঘাত—কোন-কোন শিশু ও বালক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগের কারণ অনেক, কিন্তু পিতামাতার ফিরঙ্গ বা বিষাক্তমেহ-জনিত রক্তদুষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ, ইদানীং অধিকাংশস্থলেই উহার কোন-একটি কারণ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। রক্তদোষ থাকিলে অবশ্যই রক্ত-পরিষ্কারের ঔষধ দিবে। এতদ্ব্যতীত গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর মাতার বায়ু-বর্দ্ধক পানাহার দ্বারাও শিশুর এই রোগ হইতে পারে। রক্তদোষ থাকিলে রক্তপরিষ্কারক গুড়ূচ্যাদিলৌহ ও পঞ্চতিক্তঘৃত প্রভৃতি অবশ্যই প্রয়োগ করিবে। রক্তদোষ না থাকিলে ও অগ্নি সবল থাকিলে বাতব্যাধিরোগোক্ত অশ্বগন্ধাঘৃত ও রসরাজ সেবন করিলে এবং হংসাদিঘৃত মর্দ্দন করিলে অসীম উপকার হয়, রক্তদোষ না থাকিলে এইসকল ঔষধের প্রয়োগে প্রায়ই বাত বিনষ্ট হয়।

বালরোগে ঔষধ

দশমূলক্কাথ—বাতিক স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। কোন্ দোষে স্তন্য দূষিত হইয়াছে, বালকের স্তন্যদোষজনিতরোগের লক্ষণ দেখিয়া তাহা স্থির করিতে না পারিলে ইহাই প্রয়োগ করিবে। কারণ দশমূল ত্রিদোষনাশক, সুতরাং যে-কোন প্রকার স্তন্যদুষ্টিজনিতরোগের যে-কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। পারিগর্ভিক বা অন্য কোন রোগে বালকের আক্ষেপ উপস্থিত হইলেও ইহার প্রয়োগে আক্ষেপ বিনষ্ট হয়। ১২০৩ পৃষ্ঠায় স্তন্যদুষ্টিরোগ দ্রষ্টব্য। পূর্ণমাত্রায় ক্বাথ করিয়া শিশুকে কিঞ্চিৎ ও তাহার মাতাকে সমস্ত দিবে।

দশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ—পৈত্তিক স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ শিশুকে ও তাহার স্তন্যদায়িনীকে প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচ্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১২০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গ্যাদিক্বাথ—শ্লৈষ্মিক স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ক্বাথ শিশুকে ও তাহার মাতাকে প্রয়োগ দিবে।

ভার্গ্যাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ১২০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদিক্বাথ—কুষ্ণনকরোগে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। প্রক্ষেপ—মধু।

ত্রিফলাদিকাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ, পুনর্ণবা, শুঁঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পটোলাদিক্বাথ—শিশুর অজগল্লী বা তালুকণ্টকরোগে অথবা যে-কোন প্রকার ব্রণশোথ, শীতপিত্ত, বিসর্প, বিস্ফোট বা তজ্জনিত ক্ষত ও তদানুষঙ্গিক জ্বর উপস্থিত হইলে এই ক্বাথ তাহাকে পান করিতে দিবে। ইহাতে উপকার না হইলে অমৃতাদি, নিম্বাদি বা খদিরাদিকাথ প্রযোজ্য।

পটোলাদিকাথ। পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল ও হরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, সমস্ত মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মুস্তকাদিক্বাথ—শিশুর যে-কোন প্রকার জ্বরে এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

মুস্তকাদিক্বাথ। মুথা, হরীতকী, নিমছাল, পল্‌তা এবং যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্বসমেত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কস্তুরীভূষণ—শ্লৈষ্মিকজ্বর, বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর এবং ঐসকল জ্বরে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ-ঘষা ও স্তনদুগ্ধ।

কস্তুরীভূষণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ—শিশুদিগের স্বভাবতঃ কিংবা অন্য কোন রোগের সহিত অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে অথচ তৎসঙ্গে উদরাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পাইলে এই মহৌষধ সেবন করাইবে। জ্বরসত্ত্বে বা স্বভাবতঃ প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বৃদ্ধি পাইলে শিশুদিগের পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—জ্বরে বা স্বভাবতঃ শিশুদিগের অগ্নিমান্দ্য অথবা উদরাধ্মান হইলে এবং তজ্জন্য ক্ষুধা হ্রাস পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন—শিশুর কুক্থনকরোগে এবং অন্যান্য যে-কোন প্রকার নেত্ররোগে ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন। বিশুদ্ধ মনঃশিলা, শঙ্খনাভিভস্ম, পিপুল ও বিশুদ্ধ রসাঞ্জন; প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুসহ ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। নেত্ররোগে অঞ্জন-প্রয়োগের প্রণালী দ্রষ্টব্য।

হরীতক্যাদিচূর্ণ—শিশুর তালুকণ্টকরোগে এই চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—স্তনদুগ্ধ ও মধু।

হরীতক্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, বচ ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রার নিয়মাবলী দেখ।

বালকরস—বালকদিগের বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যে-কোন-প্রকার নবজ্বর ও পুরাতনজ্বর এবং জ্বরের সহিত কাস বা বেদনা থাকিলে

প্রথমে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে উপকার না হইলে দ্বিতীয় বালকরস প্রযোজ্য, তাহাতেও উপকার না হইলে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

বালকরস। বিশুদ্ধ পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর তাহার সহিত উৎকৃষ্ট স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে বা প্রস্তরখলে কেশুত্তে, ভৃঙ্গরাজ ও নিসিন্দাপাতার রস দ্বারা যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী—সর্ষপের ন্যায়।

দ্বিতীয় বালকরস—বালকরসে উপকার না হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কেহ-কেহ এইটিই প্রয়োগ করেন। অনুপান—তুলসী-পাতার রস ও মধু।

দ্বিতীয় বালকরস। বিশুদ্ধ পারদ একতোলা ও গন্ধক একতোলা লইয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম অর্দ্ধতোলা তৎসঙ্গে মিশাইয়া কেশুত্তে, ভীমরাজ, নিসিন্দাপাতা, পান, কাকমাচী, গিমা, হুড়্‌হুড়ে (হুল্‌টে), পুনর্ণবা, থানকুনী (থুলকুড়ী) এবং শ্বেত-অপরাজিতার মূলের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে অর্দ্ধতোলা মরিচচূর্ণ উহার সহিত মিশাইয়া সর্ষপপ্রমাণ বটী করিবে।

কফচিন্তামণি—শিশুর আক্ষেপ এবং বাতজনিত ও শ্লেষ্মজনিত জ্বরাদি যে-কোন রোগে ইহা সর্ব্বদা প্রয়োগ করা যায়। আক্ষেপে অনুপান—জটামাংসীভিজান জল বা বেড়েলার মূলের রস। কফজনিত রোগে অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু।

কফচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ১০৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুমারকল্যাণরস—শিশুর আক্ষেপ এবং পারিগর্ভিকরোগে অথবা বায়ু বা পিত্তপ্রধান অথবা বাতপিত্ত-প্রধান শ্বাস, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি যে-কোন রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে। স্তন্যদুষ্টির জন্য বাতিক ও পৈত্তিক রোগ এবং তালুকণ্টকরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

কুমারকল্যাণরস। স্বর্ণসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন। বটী—সর্ষপপ্রমাণ।

হিঙ্গুলেপ—প্লীহা অত্যন্ত কঠিন, বেদনাযুক্ত ও বৃহদাকার হইলে এই প্রলেপ দিবাভাগে লাগাইবে। এইটি স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ

সেন ও কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় প্রয়োগ করিতেন। এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করেন। ইহা শিশুর পক্ষে ব্যবহার্য্য নহে।

হিঙ্গুলেপ। হিং ৵০, পুরাতন দালানের চুণ ।৵০, নীল ৵০, মেটেসিন্দূর ৵০, পানের বোঁটা ।০, কলমীলতার গ্রন্থি (গাঁইট) ।০ ও মরিচ ।০ আধতোলা একত্র করিয়া আদার রস বা গোড়ালেবুর (জম্বীরের) রসে মর্দ্দন করিয়া দিবাভাগে প্রলেপ লাগাইবে।

লবঙ্গযোগ—বালকের প্লীহাবৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই যোগ জলসহ প্রাতে প্রয়োগ করিবে। প্লীহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অনুপান—দুগ্ধ।

লবঙ্গযোগ। সীজের ক্ষীর শোধন করিয়া তদ্দ্বারা লবঙ্গচূর্ণ তিনবার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—১ রতি হইতে ৬ রতি অর্থাৎ এক আনা পর্য্যন্ত।

রশোনযোগ—বালকগণের প্লীহারোগে এই যোগটি অতি ফলপ্রদ। ইহা প্রয়োগ করিলে দাস্তপরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অনুপান—জল।

রশোনযোগ। খোসাছাড়ান রশোন, কাঁটালের ভোতাতন্ত (কোন-কোন দেশে ইহাকে ভুসলা কহে) ও গৃহধূম অর্থাৎ ঝুল (কোন-কোন স্থলে ইহাকে আন্দু কহে); প্রত্যেকের সমভাগ, জলে মর্দ্দন। মাত্রা—এক আনা বা দুই আনা।

মুসব্বরযোগ—প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন অথবা বেদনাবিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে অতি ফলপ্রদ। অনেকস্থলে প্লীহারোগের প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র ইহা প্রয়োগ করিলে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য্য; সুতরাং জলসহ গিলিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। বালক, যুবা ও বৃদ্ধের পক্ষেই উপযোগী, কিন্তু শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ তাহারা গিলিয়া খাইতে পারে না, গুলিয়া খাইতে দিলে অত্যন্ত ঝাল লাগে ও তজ্জন্য শিশুর ক্লেশ হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, অল্পরেচক, বলবর্দ্ধক ও রসায়নগুণবিশিষ্ট। বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক ইহা প্রয়োগ করেন। অনুপান—দুগ্ধ।

মুসব্বরযোগ। মুসব্বর, শোধিত হিং, খোসাছাড়ান রশুন ও পিপুলচূর্ণ,

ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ; জলে মর্দ্দন। বটী—৩ রতি। বয়স্থ বালকের পক্ষে অর্দ্ধ-আনা।

গোময়স্বেদ—প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে প্লীহা বৃহৎ আকার ও কঠিন বা বেদনাযুক্ত হইলে এই স্বেদ উপর্য্যুপরি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে মহোপকার সাধিত হয়, প্লীহা অত্যন্ত কোমল হয় ও বেদনা হ্রাস পাইয়া থাকে; আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার প্রযোজ্য। ইহা বহুপরীক্ষিত। কেহ কেহ যকৃদ্-বৃদ্ধিতে ইহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু গোমূত্র বা গোময় পিত্তবর্দ্ধক; অথচ যকৃৎ পিত্তের আধার, এইজন্য যকৃতে কেহ-কেহ ইহা প্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী নহেন।

গোময়স্বেদ। গাইগরুর টাট্‌কা চোনা ও গোবর একত্র সিদ্ধ করিবে, ইতোমধ্যে রোগীর প্লীহা বা যকৃৎস্থানে কিছুক্ষণ তার্পিণতৈল মালিশ করিয়া ঐস্থানে একখানি ফ্লানেল বা কাপড় রাখিয়া তদুপরি উত্তপ্ত গোবরের পুল্‌টিস্ দ্বারা স্বেদ দিবে। উত্তপ্ত গোবর নরম কলাপাতার বা ভেরেণ্ডার পাতায় রাখিয়া তদুপরি কাপড় বিছাইয়া পুল্‌টিস্ দ্বারা পুনঃপুনঃ স্বেদ দিবে। পুল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে অপর একটি লইবে।

যকৃদ্‌মর্দ্দনচূর্ণ—শিশু ও বালকগণের যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেদনাযুক্ত বা কঠিন হইলে কিংবা যকৃদ্‌বৃদ্ধির সহিত প্লীহাবৃদ্ধি, জ্বর, কাস, অগ্নি-মান্দ্য ও পাণ্ডুতা থাকিলে এই ঔষধ মহোপকারী। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বরিশাল জেলায় ইহার প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। রোগের প্রথম আক্রমণে ও কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা সমধিক উপকারী। ইহা সেবন করিলে প্লীহাও শীঘ্র প্রশমিত হয়। অনুপান—তালের জটাভস্মভিজান জল বা শীতল জল, শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ বা মধু।

যকৃদ্‌মর্দ্দনচূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, পিপুলমূল, যমানী, বিশুদ্ধ হিং, যবক্ষার, রক্তচিতার মূলের ছাল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, সাম্ভারলবণ ও সৌবর্চ্চললবণ; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বয়স্কের পক্ষে চারি আনা, বালকের পক্ষে দুই আনা ও শিশুর পক্ষে এক আনা বা অর্দ্ধ আনা (৩ রতি)।

শঙ্খদ্রাবস্বেদ—অগ্রমাস বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রুগ্নস্থানে কাপড় বিছাইয়া অতি প্রত্যূষে এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খস্বেদ। থলিয়া বিছাইয়া তদুপরি শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া উষ্ণ হইলে সেই উষ্ণ শঙ্খ পুনঃপুনঃ লাগাইবে। থলিয়া—চট বা ছালা।

শিশুচাতুর্ভদ্রিকা—শিশুর জ্বরাতিসারে ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

শিশুচাতুর্ভদ্রিকা। মুথা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক হইতে ৩ রতি।

বিল্বপঞ্চক—জ্বরাতিসার, অতিসার, গ্রহণী, রক্তাতিসার, রক্তামাশয় ও আমাশয়ে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহার কাথ বা চূর্ণ প্রযোজ্য।

বিল্বপঞ্চক। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা অথবা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—এক হইতে ৩ রতি।

ধাতক্যাদি—বালকের জ্বরাতিসারে বমন থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে।

ধাতক্যাদি। ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নাগরাদি—সর্ব্বপ্রকার অতিসারের প্রথমাবস্থায় আমপরিপাকের নিমিত্ত ইহা প্রয়োগ করিবে।

নাগরাদি। শুঁঠ, আতইচ, মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ—আমাতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজনিত দম্‌কাদাস্তে ইহা উপকারী। অনুপান—মধু ও স্তনদুগ্ধ।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। বিড়ঙ্গের শাঁস, যমানী ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ হইতে ৩ রতি।

লবঙ্গচতুঃসম—আমাশয়, আমাতিসার ও আমগ্রহণীর প্রথমাবস্থায় উদরের বেদনা নিবারণ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। অনুপান—মধু ও স্তনদুগ্ধ।

লবঙ্গচতুঃসম। লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার খৈ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—১ হইতে ৩ রতি।

দাড়িম্বচতুঃসম—অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকারোগে রক্ত নির্গত হইলে এই ঔষধের প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয়। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

দাড়িম্বচতুঃসম। লবঙ্গচতুঃসমের চারিটি দ্রব্য সমানভাগে লইয়া ডালিমের খোসার মধ্যে ভরিবে, পরে সুতাদ্বারা বাঁধিয়া তদুপরি মাটির লেপ দিয়া শুকাইয়া পুটপাক করিবে। পুট লালবর্ণ হইবামাত্র ঔষধ তুলিবে। অধিকক্ষণ রাখিলে পুড়িয়া যায়। ঔষধ বাহির করিয়া ছাগদুগ্ধে বাটিয়া একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে।

ক্রিমিঘ্নরস—আমাশয় বা পক্বাশয়গত ক্রিমি বর্দ্ধিত হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, পেটে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা, পেট মোচ্ড়ান, গা বমি বমি, মলদ্বার চুলকান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে স্বভাবকোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠ খোলসা আছে, অথবা পাতলা দাস্ত বা দম্কাভেদ হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতী স্ত্রী—সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন মহোদয় প্রয়োগ করিতেন। পাতলা দাস্তে মুথার রস ; স্বভাবকোষ্ঠে শটীর রস বা চাঁপাবৃক্ষের ছালের রস, দম্কাভেদে চুণের জল ; শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ ও মধু। প্রাতঃকালে শূন্য উদরে ঔষধ সেব্য।

ক্রিমিঘ্নরস। বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিমপাতা ও রসসিন্দূর ; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী—৪ রতি। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ও শিশুর পক্ষে সিকিমাত্রা।

মহাগন্ধক—শিশুদিগের পক্ষে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই বলিলেই হয়। আমাশয়, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাধ্মান না থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা কিঞ্চিৎ ধারক বলিয়া উদরাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রযোজ্য নহে। ঐসকল রোগে মলের সহিত রক্ত নির্গত হইলেও ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়। ইহা আমপাচক ও শিশুদিগের বাতাজীর্ণ ও বাতিক গ্রহণী ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়ায় প্রশস্ত। বালকদিগের যে-যে অবস্থায় প্রযোজ্য, স্ত্রীলোকদিগেরও সেই-সেই অবস্থায় প্রযোজ্য। বালকদিগের পক্ষে যেমন উপকারী, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও তদ্রূপ উপকারী। অনুপান—স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বেলশুঁঠঘষা ও মধু, বয়স্ক বালকের পক্ষে ভাজা-জীরাচূর্ণ, বেলশুঁঠের কাথ বা মুথার রস। রক্ত নির্গত হইলে ডালিমপাতার রস,

কুক্‌শিমার রস, কুড়্‌চীর ছালের রস বা লাল-কাঁটান'টের মূলের রস। অন্যান্য অবস্থায় অনুপান পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিশুকুটজাবলেহ—রক্তামাশয়, রক্তগ্রহণী ও রক্তাতিসারের প্রথমাবস্থায় অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে অথচ রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

শিশুকুটজাবলেহ। কুড়্‌চীর কাঁচাছাল ৮ তোলা ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইবে এবং উহা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, পাক করিতে-করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে আতইচ, আকনাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের আঁঠির শাঁস, শুল্‌কা, ধাইফুল, মুথা ও জায়ফল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আনা উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৩ রতি হইতে ২ আনা।

বৃহৎ অগ্নিকুমার—শিশু ও বালকের বাতাজীর্ণে ইহা মহোপকারী, কিন্তু গ্রহণী বা অতিসারে বিশেষ উপকার করে না। গর্ভাবস্থায় ও সুতিকার প্রথমাবস্থায় উপকার করে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ অগ্নিকুমার। প্রস্তুতবিধি ১২৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বর—বাতাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ এবং সাধারণ অগ্নিমান্দ্য বা বদ্‌হজম, চোঁয়া বা অম্লঢেঁকুর ও দম্‌কাভেদ হইলে ইহা উপকারী। ইহা গর্ভাবস্থায় ও সুতিকার প্রথমাবস্থায় বেশ উপকার করে। অনুপান—উষ্ণজল।

ভুবনেশ্বর। প্রস্তুতবিধি ১২৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদিচূর্ণ—শিশু ও বালকের যে-কোন প্রকার কাসে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—মধু।

বচাদিচূর্ণ। বচ, আতইচ, বাসকছাল, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—১ হইতে ৩ রতি।

তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভুসির পুল্‌টিস্—নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ), বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শ্লেষ্মা দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃতবৎ বোধ এবং তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে কিংবা ঐ অবস্থায় অল্প কাস থাকিলে বা মুখ দ্বারা অল্প শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এই পুল্‌টিস্ রোগীর বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া লাগাইবে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ বুকের দক্ষিণ ও বাম—

যেদিকে বেদনা থাকিবে, সেই দিকে অথবা উভয়দিকে কিংবা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া পুল্‌টিস্ লাগান উচিত। এই পুল্‌টিস্ বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশের যে-কোনও প্রকার বেদনায় অতি উপকারী। বাতশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক জ্বরে বুকে বেদনা হইলে এই পুল্‌টিসের ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বরে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার ২৪ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বক্ষঃস্থলব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে বালুকা-স্বেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উভয় প্রকার জ্বরে বুকে বালুকাস্বেদের পরিবর্ত্তে এই পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও বুক, পিঠ বা পার্শ্ববেদনার লাঘব এবং শ্লেষ্মার পরিপাক না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। অতিসারে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বুকে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে কিংবা অতিসারে ও বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে) বাতশ্লেষ্মার প্রকোপহেতু উদরাধ্মান, উদরবেদনা ও মলরোধ হইলে এই পুল্‌টিসের প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয় এবং উদরের অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হয়। অতিসারে যবপ্রলেপের পরিবর্ত্তে ইহা প্রযোজ্য। যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে এই পুল্‌টিসের প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ফিরঙ্গরোগে যকৃৎ ও প্লীহার নিম্নদেশ হইতে একপ্রকার গুটিকা উদ্গত হয়, তাহাকে সিফিলিটিক গমা কহে। ইহার আকার কাঁটালের ভোতার ন্যায়, সহসা দেখিলে যকৃৎ বা প্লীহাবৃদ্ধি বলিয়া ভ্রম জন্মে। উহাতে বেদনা হয় এবং ঔষধ প্রয়োগ না করিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই অবস্থায় এই পুল্‌টিস্ অতি উপকারী। নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ), বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বরে ইদানীং ইউরোপীয় চিকিৎসক-দিগের মধ্যে কেহ-কেহ বক্ষঃস্থলে পুল্‌টিসের পরিবর্ত্তে কার্পাস-তুলার গদী দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা বলেন, পুনঃ পুনঃ পুল্‌টিস্-পরিবর্ত্তনে অথবা পুল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং তুলার গদীর দ্বারা একবার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে ঐরূপ ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এতদ্দেশেও অনেক চিকিৎসক ইদানীং এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা বেশ সুফলও পাওয়া যায়, সুতরাং পুল্‌টিসের পরিবর্ত্তে তুলার গদীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বুকে, পিঠে বা পার্শ্বদেশে পুল্‌টিস্ দিতে হইলে অগ্রে ঐ সকল স্থানে কাপড় বিছাইয়া তদুপরি পুল্‌টিস্ দিবে এবং পুল্‌টিস্ যাহাতে ঠাণ্ডা

হইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেই নূতন পুল্‌টিসের ব্যবস্থা করিবে।

তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভূসির পুল্‌টিস্। তিসি খোলায় করিয়া অল্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া বা ঢেঁকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর তাহার সহিত উষ্ণজল মিশ্রিত করিয়া একটি কাঁসার বা পিতলের বাটিতে রাখিবে। পরে একটি জলপূর্ণ কড়াই চুল্লীর উপরে বসাইয়া জ্বাল দিবে এবং জল ফুটিয়া উঠিলে তদুপরি ঐ বাটি রাখিবে। এমন ভাবে রাখিবে, যেন বাটিটি জলের উপর ভাসমান থাকে। এইরূপে ঐ ফুটন্ত জলের উত্তাপে মসিনা গরম হইলে যে স্থানে পুল্‌টিস্ দিতে হইবে, সেই স্থানের দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড লইবে এবং তাহার অর্দ্ধাংশে মসিনা রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা মসিনার অপর দিক্ ঢাকিয়া রুগ্নস্থানে লাগাইবে। অনেকে তিসিচূর্ণ জলে গুলিয়া লোহার হাতায় গরম করিয়া প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই প্রক্রিয়া দ্বারা পুল্‌টিস্ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয়। অতিসার বা অজীর্ণে উদরের এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাতজ্বরে বুকের বেদনায় উদর বা বুক জুড়িয়া পুল্‌টিস্ লাগান উচিত।

কণ্টিকার্য্যাদিচূর্ণ—শিশু ও বালকের সাধারণ কাসে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—মধু।

কণ্টিকার্য্যাদিচূর্ণ। কণ্টিকারী, জাতি বা মালতীফুল, নাগেশ্বর, তালীশপত্র ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ একত্র করিবে। মাত্রা—১ হইতে ৩ রতি।

ধান্যাদিপানক—শিশু ও বালকের কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ধান্যাদিপানক। ধনিয়ার চাউলবাটা ও ইক্ষুচিনি একত্র করিয়া আতপ চাউলের জলসহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

দ্রাক্ষাদিচূর্ণ—কাসের সহিত তমকশ্বাস থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—মধু ও স্তনদুগ্ধ।

দ্রাক্ষাদিচূর্ণ। কিসমিস, বালকছাল, হরীতকী ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি হইতে ৬ রতি।

প্রাণবল্লভরস—বাতপিত্তাধিক যে-কোন রোগে ইহা অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়। বমি, তৃষ্ণা, শ্বাস, আক্ষেপ এবং অন্যান্য বায়ুবিকার, মূর্চ্ছা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগে ইহা পরম উপকারী, কিন্তু শ্লেষ্মসংযুক্ত বাতে,

শুষ্কবাতে অথবা শ্লেষ্মপ্রধান কোন রোগেই ইহা প্রযোজ্য নহে। অনুপান—তালিকাদৃষ্টে নানারোগে ব্যবস্থা করিবে। হিক্কারোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কটুকীচূর্ণ ও মধুসহ দিবে।

প্রাণবল্লভরস। প্রস্তুতবিধি ১২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আম্রাস্থিযোগ—শিশু ও বালকের বমি হইলে এই যোগ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—স্তনদুগ্ধ ও মধু।

আম্রাস্থিযোগ। আমের আঁটির শাঁস, খৈচূর্ণ ও সৈন্ধব সমভাগে বাটিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি হইতে ২ আনা।

পঞ্চকোলচূর্ণ—শিশু ও বালকেরা স্তনদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ পুনঃপুনঃ বমন করিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—ডালিমের বা বেদানার রস।

পঞ্চকোলচূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ হইতে ৩ রতি।

বাসাক্কাথ—জ্বর বা বিজ্বর—যে-কোন অবস্থায়ই হউক, বালকের বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া আবদ্ধ রহিলে ও তজ্জন্য গলার মধ্যে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হইলে অথচ শ্লেষ্মা বাহির না হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বহির্গত হয়।

বাসাক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ১১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পর্ণবৃন্তক্কাথ—যে-কোন অবস্থায় হউক শিশুর বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া আবদ্ধ রহিলে এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ইহা অতীব উপকারী। পূর্ণমাত্রায় ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া যথোচিত মাত্রায় পান করাইবে।

পর্ণবৃন্তক্কাথ। পানের বোঁটা ১ তোলা ও পিপুলমূল ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—পিপুলচূর্ণ ১ হইতে ৩ রতি।

অম্লারি (সাদাচটী)—ইহা শিশু ও বালকের নানারোগে অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান-তালিকাদৃষ্টে ব্যবস্থা করিবে। পেটগরম, পেটফাঁপা, বমি বা বমির ভাব, বাতাজীর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হিক্কা, অম্লপিত্ত,

শূল, আমাশয়, প্লীহা, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, উদরী, বাতিক কাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করা যায়।

অম্লারি (সাদাচটী)। **প্রস্তুতবিধি ১২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।**

নীললেপ—প্রস্রাব বন্ধ হইলে এই লেপ নাভির নিম্নে প্রয়োগ করিবে।

নীললেপ। নীল, পচা আমপাতা ও জলের কলসীর নীচের মাটি প্রত্যেকে সমভাগ, একত্র বাটিয়া লইবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ—বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও বাতশ্লৈষ্মিক কাস প্রভৃতি রোগে শ্বাস বা হিক্কা প্রকাশ পাইলে ও বায়ুর অত্যধিক প্রকোপবশতঃ কাস শুষ্ক হইলে এবং ঐ শুষ্ক শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকাতে রোগীর বক্ষঃস্থলে শন্‌শন্ শব্দ ও বেদনা, উদরাধ্মান, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বালক, যুবা, বৃদ্ধ—সকলের পক্ষেই মহোপকারী। ইহা বায়ুর অনুলোমকারক অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী বায়ুকে অধোগামী এবং শ্লেষ্মাকে তরল করে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাঙ্গাবলেহ—শিশু ও বালকের জ্বর, কাস, হাম ও বসন্ত প্রভৃতি যে-কোন রোগে শ্বাস ও হিক্কা প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা কাসসত্ত্বেও প্রয়োগ করা যায়। শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ এবং এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শ্বাস ও হিক্কার জন্য প্রায়শঃ অন্য ঔষধের আবশ্যকতা হয় না।

অষ্টাঙ্গাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ১০৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দন্তোদ্ভেদরোগান্তক—দন্তোদ্গমজনিত রোগে এই মহৌষধ প্রয়োগ করিলে অন্য কোনও ঔষধের প্রয়োগ না করিলেও চলে। দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, আক্ষেপ, অতিসার ও বমনাদিরোগে ইহা অতি প্রশস্ত। ইহা শিশুর মাঢ়ীতে ঘর্ষণ করিলে শীঘ্র দাঁত উঠে। অনুপান—স্তনদুগ্ধ ও মধু।

দন্তোদ্ভেদরোগান্তক। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিটলবণ, অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী—৩ রত্তি।

অশ্বগন্ধাঘৃত—শিশু ও বালকের উদরাময় না থাকিলে পুষ্টি ও বলবৃদ্ধির জন্য এই মহৌষধ প্রয়োগ করিবে। দুর্ব্বল শরীর সবল ও পুষ্ট করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অশ্বগন্ধাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শয্যামূত্র-চিকিৎসা

শয্যায় প্রস্রাব বা মূত্রত্যাগ করা একটি রোগ। স্তন্যপায়ী বা দুগ্ধান্নভোজী শিশুদিগের শয্যায় মূত্রত্যাগ স্বাভাবিক, তজ্জন্য চিকিৎসা বা ঔষধ-প্রয়োগও নিষ্প্রয়োজন। সচরাচর বাল্যাবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত। স্তন্যপায়ী, দুগ্ধান্ন-ভোজী ও অন্নভোজী। একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যপানের, দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধ ও অন্নভোজনের এবং দুই বৎসর হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বালকগণের অন্নভোজনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্তন্যপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজী শিশুর শয্যায় মূত্রত্যাগ রোগের মধ্যে গণ্য নহে, তদুর্দ্ধবয়স্ক বালকগণের শয্যায় প্রস্রাব করা অস্বাভাবিক, সুতরাং উহা রোগের মধ্যে গণ্য। এই রোগ বালকের জন্মে, আবার বালিকারও জন্মে।

কারণ—রোগ উৎপন্ন হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে। মধুমেহ বা বহুমূত্র বর্ত্তমান থাকিলে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, কিংবা পিতামাতার ঐ রোগ থাকিলে সন্তানেও সংক্রামিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত কখনও-কখনও বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রাবল্যে কিংবা অধিক শৈত্যসংযোগে অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ জন্মিতে পারে। ঋতুদোষ হইলে অন্য ঋতুর আগমনে আবার রোগ প্রশমিত হয় এবং শৈত্যসংযোগে হইলে রোগীকে একটু গরমে রাখিলে কিংবা স্নানাহারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিলে রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু পিতামাতার রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে রীতিমত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

লক্ষণ—এই রোগে কোনপ্রকার উপসর্গ বা জ্বালাযন্ত্রণা উপস্থিত হয় না। রাত্রিকালে বা দিবাভাগে নিদ্রা গেলে স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গে-সঙ্গে মূত্র-ত্যাগ হয় এবং মূত্রত্যাগে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—প্রথমতঃ কয়েকদিন স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ তেলাকুচা-পাতার রস ও মধু—এই অনুপানে প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত, তাহাতে উপকার না হইলে বৃহৎপূর্ণচন্দ্ররসের ব্যবস্থা করিবে। যদি তাহাতেও উপকার না হয়, তখন আফিম মিশ্রিত ঔষধ অর্থাৎ কালপূর্ণচন্দ্ররস প্রয়োগ করিবে।

বিষরোগ-চিকিৎসা

বিষের প্রকারভেদ—বিষ সাধারণতঃ দুই প্রকার—স্থাবরবিষ ও জঙ্গমবিষ। মূলবিষ, পত্রবিষ, ধাতুবিষ ও ফলবিষ প্রভৃতিকে স্থাবরবিষ এবং সর্প ও বিছা প্রভৃতির বিষকে জঙ্গমবিষ কহে।

স্থাবর ও জঙ্গমবিষের সংখ্যা ও প্রকার-ভেদ—স্থাবরবিষ দশ প্রকার এবং জঙ্গমবিষ ষোল প্রকার।

মূলে, পত্রে, ফলে পুষ্পে, ছালে, ক্ষীরে, সারে, নির্য্যাসে, ধাতুদ্রব্যে এবং কন্দে যে বিষ থাকে, তাহাকে স্থাবর এবং সাপ, কৃকলাস ও বিছা প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, আল (হুল), সন্দংশ, বাতকর্ম্ম, গুহ্য, অস্থি, পিত্ত এবং শূকে (শুঁয়ায়) যে বিষ থাকে, তাহাকে জঙ্গমবিষ কহে।

স্থাবরবিষের সাধারণ ক্রিয়া—স্থাবরবিষ উদরস্থ হইলে জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলায় ব্যথা, ফেন-বমন, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জঙ্গমবিষের সাধারণ ক্রিয়া—জঙ্গমবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, অতিসার এবং দষ্টস্থানে বা বিষলিপ্তস্থানে দাহ, পাক, রোমাঞ্চ ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্থাবরবিষের ক্রিয়া

মূলবিষের ক্রিয়া—বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত মূল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর দণ্ডাদির দ্বারা মর্দ্দনবৎ ব্যথা, মোহ এবং প্রলাপ; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পত্রবিষের ক্রিয়া—বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত পত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর হাই উঠে এবং কম্প ও শ্বাস হয়।

ফলবিষের ক্রিয়া—বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত ফল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর অণ্ডকোষে শোথ, দাহ এবং ভোজনে অনিচ্ছা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পুষ্পবিষের ক্রিয়া—বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত পুষ্প শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর বমন, উদরাধ্মান এবং মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়।

ত্বক্‌বিষ, সারবিষ ও নির্য্যাসবিষের ক্রিয়া—বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত ছাল, সার ও আঠা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর মুখে দুর্গন্ধ, শরীরের কর্কশতা বা রুক্ষতা, শিরঃপীড়া ও কফস্রাব; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্ষীরবিষের ক্রিয়া—বৃক্ষলতাদির বিষাক্ত ক্ষীর শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর মলভেদ, জিহ্বার গুরুতা ও মুখ হইতে ফেনা নির্গত হয়।

ধাতুবিষের ক্রিয়া—বিষাক্ত ধাতু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর হৃদয়ে বেদনা ও তালুতে দাহ জন্মে।

কন্দবিষের ক্রিয়া—কন্দবিষ অতিশয় উগ্র, সুতরাং শীঘ্র প্রাণনাশক।

মূলাদি নয়টি বিষের লক্ষণ—স্থাবরবিষের মধ্যে ধাতুবিষ ব্যতীত মূল হইতে কন্দ পর্য্যন্ত নয়টি বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইলে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে পরিণামে প্রাণ নষ্ট করে।

জঙ্গমবিষের ক্রিয়া

লূতাবিষের ক্রিয়া—লূতা মাকড়সা-জাতীয় প্রাণী। লূতা নানাবিধ। উহারা দংশন করিলে দষ্টস্থান দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, পরন্তু রোগীর জ্বর, দাহ, অতিসার, ত্রিদোষজনিত নানাবিধ পীড়া, নানা-আকারের পিড়কা বহির্গত হয়, বিস্তৃত ও মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি হয় এবং রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অথচ কোমল ও প্রসরণশীল বৃহৎ শোথ জন্মে।

মুষিকবিষের ক্রিয়া—মুষিকের শুক্রেই কেবল বিষ অবস্থান করে, এমন নহে ; মুষিকের দংশনেও বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণ মুষিকে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয় এবং রোগীর জ্বর, অরুচি, রোমাঞ্চ, দাহ ও গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ গোলাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, কিন্তু একজাতীয় মুষিক আছে, তাহারা দংশন করিলে দষ্টব্যক্তির মূর্চ্ছা, শরীরে মুষিকের আকৃতি-বিশিষ্ট শোথ, শরীরের বিবর্ণতা, রোগীর বধিরতা, জ্বর, মস্তকের গুরুতা এবং মুখ হইতে লালা নির্গত ও রক্তবমন হইয়া থাকে, এমন কি ইহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কৃকলাসবিষের ক্রিয়া—কৃকলাস দংশন করিলে দষ্টস্থান কৃষ্ণ বা অন্যবর্ণবিশিষ্ট, শোথযুক্ত এবং রোগীর মোহ ও মলভেদ হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকবিষের ক্রিয়া—বিছা দংশন করিলে অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালা ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয় এবং দংশন করিবামাত্র বিষ উর্দ্ধগামী হইয়া পশ্চাৎ দষ্টস্থানে অবস্থিতি করে।

মণ্ডূকবিষের ক্রিয়া—সবিষ মণ্ডূক দংশন করিলে দষ্টস্থানে বেদনাযুক্ত অথচ পীতবর্ণ শোথ জন্মে এবং রোগীর তৃষ্ণা, নিদ্রাধিক্য ও বমি হইয়া থাকে।

মৎস্যবিষের ক্রিয়া—সবিষ মৎস্য দংশন করিলে দষ্টস্থানে জ্বালা, শোথ ও বেদনা হয়।

জলৌকাবিষের ক্রিয়া—সবিষ জলৌকা দংশন করিলে দষ্ট-স্থানে কণ্ডু এবং শোথ জন্মে, পরন্তু রোগীর জ্বর ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

গৃহ-গোধিকাবিষের ক্রিয়া—গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিকটিকির বিষে জ্বালা, শোথ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও ঘর্ম্ম নির্গত হয়।

শতপদীবিষের ক্রিয়া—শতপদী-নামক কীট দংশন করিলে ঘর্ম্ম, বেদনা ও জ্বালা হয়।

মশকবিষের ক্রিয়া—মশক দংশন করিলে দষ্টস্থানে কণ্ডু, অল্প শোথ ও অল্প বেদনা হয়।

মক্ষিকাবিষের ক্রিয়া—মক্ষিকা দংশন করিলে দষ্টস্থানে শ্যামল পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং ঐ পিড়কা হইতে সত্তই স্রাব নির্গত হয়।

ব্যাঘ্রাদিবিষের ক্রিয়া—ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পদ জন্তু এবং বনমানুষ প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণী নখ বা দন্ত দ্বারা আঘাত করিলে আহতস্থান পাকে এবং পচে, পরন্তু ঐ স্থান হইতে পূঁয নির্গত হয় এবং রোগীর জ্বর হইয়া থাকে।

সর্পদিষ্ট ব্যক্তির অসাধ্য লক্ষণ—যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেও শোণিত নির্গত হয় না এবং লতা বা বেত্র দ্বারা আঘাত করিলেও রেখা পতিত হয় না, কিংবা শীতলজল সেচন করিলেও রোমাঞ্চ হয় না, তাহার জীবনের আশা থাকে না। পরন্তু সর্পদষ্ট ব্যক্তির মুখ যদি বক্র হয়, চুল ধরিয়া টানিলে যদি চুল উঠিয়া যায় কিংবা গ্রীবা বা নাসা ভগ্ন হয়, তাহারও মৃত্যু হয়। এতদ্ব্যতীত রোগীর মুখ হইতে বর্ত্তির ন্যায় লালা নির্গত হইলে বা তাহার মুখ ও মলদ্বার হইতে রক্ত নির্গত হইলে তাহারও জীবনের আশা থাকে না।

বিষমুক্ত মানবের লক্ষণ—বিষরোগী আরোগ্য হইলে দোষের প্রসন্নতা, ধাতুর স্বাভাবিকতা, অন্নভক্ষণে ইচ্ছা, যথোচিতরূপে মলমূত্রের নির্গম, বর্ণের প্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও মনের প্রসন্নতা; এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিষরোগ-চিকিৎসা-বিধি

বিষ দুই প্রকার—স্থাবর ও জঙ্গম—স্থাবর-শব্দে স্থিতিশীল এবং জঙ্গম-শব্দে গমনশীল পদার্থ বুঝায়। পদার্থ তিন প্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্। একস্থান হইতে অন্যত্র গমনশীল প্রাণীদিগকে চেতন, প্রাণহীন পদার্থকে অচেতন এবং জীবনসত্ত্বেও যাহারা একস্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ নহে, তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলা যায়। চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্—এই ত্রিবিধ পদার্থে বিষ অবস্থান করে। উদ্ভিদ্ ও অচেতন পদার্থে যেসকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে স্থাবর এবং চেতন পদার্থে যেসকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে জঙ্গম বিষ বলা যায়।

স্থাবর বিষ দশ প্রকার; যথা—বৃক্ষলতাদির মূল, পাতা, ফল, ফুল, ছাল, ক্ষীর, সার, নির্য্যাস (আঠা) এবং কন্দ ও ধাতুবিষ। মূলবিষ আট প্রকার; যেমন—অমৃত (মিঠা), ধুতুরামূল ও গুঞ্জামূল অর্থাৎ কুঁচমূল প্রভৃতি। পত্রবিষ পাঁচ প্রকার; যথা—বিষপত্র অর্থাৎ জয়পালবীজের মধ্যস্থ পত্র

প্রভৃতি। ফলবিষ দ্বাদশ প্রকার; যেমন—ধুস্তূরফল, করবীফল প্রভৃতি। পুষ্পবিষ পাঁচ প্রকার; যেমন—কদম্বপুষ্প প্রভৃতি। এইরূপ করম্ভাদি সাত প্রকার বিষ আছে, তাহাদের ছাল, সার ও নির্য্যাস (আঠাতে) বিষ আছে। ক্ষীর (শ্বেতরস)-বিষ তিন প্রকার; যথা—মনসাসীজের ক্ষীর প্রভৃতি। ধাতু-বিষ দুই প্রকার; যথা—দারমুজ অর্থাৎ সেঁকো, হরিতাল। কালকূট, বৎসনাভ এবং হলাহল ও শৃঙ্গীবিষ প্রভৃতি ১৩ প্রকার কন্দবিষ। সর্ব্বসমেত স্থাবর-বিষ ৫৫ প্রকার।

জঙ্গমপ্রাণীর দৃষ্টি, নিশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, স্পর্শ, আর্ত্তব, মুখসন্দংশ, বাতকর্ম্ম, গুহ্য, অস্থি, পিত্ত ও শূকে বা শুঁয়ায় বিষ আছে।

কোন-কোন সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ; কোন-কোন সর্পের দন্তে বিষ; বিড়াল, কুকুর, বানর, মকর, ব্যাঙ, গিরগিটী এবং অন্যান্য চতুষ্পদ কীটের দন্ত ও নখে বিষ; মূষিকের শুক্রে বিষ; বিছা, ভ্রমর, মধুমক্ষিকা ও বোল্‌তা প্রভৃতির আলে অর্থাৎ হুলে বিষ; লূতা অর্থাৎ মাকড়শা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর লালা, মূত্র, মল, দংশন, স্পর্শ, শুক্র ও আর্ত্তব সকলই বিষাক্ত; মক্ষিকা ও জলৌকা প্রভৃতির মুখে বিষ; বিষ দ্বারা হত প্রাণীর অস্থিতে বিষ; মৎস্যের পিত্তে বিষ এবং শুঁয়াপোকা প্রভৃতির শূকে অর্থাৎ গায়ের শুঙাতে বিষ আছে। এইরূপে জঙ্গমবিষ সর্ব্বসমেত ষোল প্রকার।

স্থাবর ও জঙ্গমবিষের ক্রিয়া ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। স্থাবরবিষের মধ্যে ১৩ প্রকার কন্দবিষ দশ গুণযুক্ত, সুতরাং অতিশয় উগ্র ও শীঘ্র প্রাণনাশক। আবার জঙ্গমবিষের মধ্যে কালসর্প অর্থাৎ কেউটে, গোক্ষুরা ও জাতিসর্প প্রভৃতির বিষ ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষের ন্যায় দশগুণযুক্ত, সুতরাং শীঘ্র মারাত্মক। ফলতঃ স্থাবরবিষই হউক বা জঙ্গমবিষই হউক, তাহা দশবিধ গুণ-বিশিষ্ট এবং উদরস্থ হইলে তাহাতে মৃত্যু অনিবার্য্য, তবে অবিলম্বে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলে কচিৎ জীবনরক্ষা হইলেও হইতে পারে। যেহেতু দশগুণ-যুক্ত বিষ রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশুকারী, ব্যবায়ী, বিকাশী, বিশদ, লঘু ও অপাকী; সুতরাং শরীরে প্রবেশলাভ করিলে রুক্ষতাবশতঃ বায়ুর প্রকোপ জন্মায়, উষ্ণতাপ্রযুক্ত পিত্তবৃদ্ধি ও রক্ত দূষিত করে, তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত মনোমোহ জন্মায় ও শরীরের সমস্ত বন্ধন শিথিল করে, সূক্ষ্মতাবশতঃ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অতিশীঘ্র প্রসারিত হয় ও শরীরের বিকৃতি জন্মায়, আশুকারিত্বহেতু

ঐসকল কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন ও জীবন নষ্ট করে, ব্যবায়ী বলিয়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসারিত হয়, বিকাশী বলিয়া শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মলক্ষয় করে, বিশদ বলিয়া বিরেচক, লঘু বলিয়া দুশ্চিকিৎস্য এবং অপাকী বলিয়া শীঘ্র জীর্ণ হয় না; সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ ক্লেশ প্রদান করে।

স্থাবর ও জঙ্গম উভয়প্রকার বিষ অত্যন্ত পুরাতন হইলে কিংবা দাবাগ্নি, বায়ু অথবা সূর্য্যকিরণে শোষিত ও বীর্য্যহীন হইলে অথবা ভক্ষিত বিষ বিষঘ্ন ঔষধের প্রভাবে বীর্য্যহীন বা নিস্তেজ হইলে কিংবা শরীরে ঐ বিষের কিয়দংশ রহিয়া গেলে অথবা বিষ স্বভাবতঃই দশটি গুণের একটি, দুইটি বা তিনটি গুণহীন হইলে তাহাকে দূষিবিষ কহে। দূষিবিষ অল্প-বীর্য্য বলিয়া জীবন নষ্ট না করিলেও শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া বহুকাল শরীরে অবস্থান করে; সুতরাং ঐ বিষে পীড়িত ব্যক্তির মলভেদ, শরীর বিবর্ণ, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত, বিরস এবং পিপাসা, মূর্চ্ছাভ্রম, বাক্যের জড়তা ও বমন হয়।

উদরস্থ দূষিবিষ আমাশয়ে অবস্থান করিলে রোগীর বাত ও শ্লেষ্মজনিত বিবিধ রোগ জন্মে; পক্বাশয়ে অবস্থান করিলে বাত ও পিত্তজনিত রোগ উৎপন্ন হয়; পরন্তু রোগীর কেশ ও লোম পতিত হয়। দূষিবিষ শরীরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে রসরক্তাদি সপ্তধাতুকে আশ্রয় করে এবং যে ধাতুকে আশ্রয় করে, সেই ধাতুগত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

বন-জঙ্গলে প্রাণীর পরিত্যক্ত বিষকে দূষিবিষ বা চলিত কথায় এড়াবিষ কহে। ইহা কোন অঙ্গে লাগিলে সেই স্থান শীঘ্রই ফুলিয়া উঠে, পরন্তু ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ কিংবা শ্যামবর্ণ অথচ দগ্ধস্থানের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ স্থান পাকে ও রোগীর জ্বর হয়। হীনবীর্য্য না হইলে এই বিষের প্রভাবও সামান্য নহে, এমন কি উহা হস্ত-পদাদি অঙ্গে লাগিলে সময়-সময় ঐসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ ক্রমশঃ অন্যান্য নির্ব্বিষ বা সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংক্রামিত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে এবং তজ্জন্য রোগীর জীবনরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ সাধারণতঃ দ্বিবিধ। এই উভয়বিধ বিষের মধ্যে কতকগুলি স্বভাবতঃ অতিশয় উগ্র বলিয়া শীঘ্র প্রাণনাশক এবং কতকগুলি স্বভাবতঃ হীনবীর্য্য বলিয়া প্রাণনাশক নহে, কিন্তু রোগোৎপাদক। বিষ সাধারণতঃ প্রাণনাশক বা এবংবিধ অপকারী

হইলেও যথানিয়মে শোধন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে আবার অমৃতের ন্যায় উপকার বা অমৃতবৎ ফল প্রদান করে। বিকারগ্রস্ত রোগীর যখন আর জীবনের কোন আশা থাকে না—মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন বিষ-প্রয়োগেই তাহার জীবনরক্ষা হয়। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অধিকাংশ দ্রব্যই শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। অল্পই হউক বা অধিকই হউক, বিষাক্ত-দ্রব্য শোধন করিয়া প্রয়োগ করিলে তাহা বিষশূন্য হয় এবং শীঘ্র রোগ বিনাশ করে। তামা, দারমুজ বা শেঁকো ও হরিতাল প্রভৃতি ধাতুবিষ, জয়পালবীজ, আফিম ও ধুতুরাফল প্রভৃতি ফল-বিষ এবং সর্পবিষ অতিশয় উগ্র। তজ্জন্য ঐ দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। উত্তমরূপে শোধন না করিয়া প্রয়োগ করিলে তন্মধ্যে বিষের প্রভাব থাকিয়া যায় ও প্রয়োগ করিলে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত বিষ অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলেও বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন-কোন বিকারগ্রস্ত রোগীর এই কারণে মস্তকের চুল এবং গাত্রের লোম উঠিয়া যায়।

স্থাবরবিষের সাধারণ-চিকিৎসা—স্থাবরবিষ উদরস্থ হইলে সর্ব্বাগ্রে বমনই প্রশস্ত, কারণ বমন দ্বারা পাকাশয়ের বিষ সহজে এবং শীঘ্র নির্গত হয় বলিয়া পরিপাক পাইতে বা অনিষ্ট করিতে পারে না। বমনকর ঔষধের মধ্যে তুঁতিয়াচূর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তুঁতিয়া সর্ব্ববিধ বিষনাশক, তদভাবে বিষবজ্রপাতরস বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করিলেও চলে; কিন্তু তামা উদরস্থ হইলে স্বভাবতঃই প্রথমে বমন ও পরে ভেদ হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় তুঁতিয়া বা তীব্র বিরেচন প্রয়োগ না করিয়া উষ্ণ জলে যথেষ্ট লবণ অথবা সরিষা-চূর্ণ মিশাইয়া আকণ্ঠ পান করাইবে। ইহাতেই বমন হইয়া বিষ নির্গত হয়। যাবৎ বাস্ত-পদার্থে ভক্ষিত বিষ বা তাহার গন্ধ নির্গত হইবে, তাবৎ পুনঃপুনঃ বমন করাইবে এবং বমন করাইতে-করাইতে যখন কেবলমাত্র স্বচ্ছ জল নির্গত হইবে, তখন বমনকর-ঔষধ-প্রয়োগ বন্ধ করিবে। বমনের পর বিরেচনের প্রয়োজন হইলে ক্যাষ্টর-অয়েল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অন্যান্য ধাতুবিষ অর্থাৎ শঙ্খবিষ বা শেঁকো ও হরিতাল উদরস্থ হইলে মুখ হইতে ফেনা নির্গত, তালুপ্রদাহ ও মূর্চ্ছা হয়, ইহাতে প্রথমে বমন ও তৎপরে বিরেচন প্রশস্ত। বমনের পর গরমদুধ, ভাতের মাড় কিংবা বার্লি পথ্য দিবে। কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ বা সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ উদরস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ বমন

করাইবে, কিন্তু বিলম্ব হইলে অ্যাসিডের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গলনালী ও পাকাশয় প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বমন করান নিষ্ফল, ঐ অবস্থায় কিঞ্চিৎ গরমদুগ্ধসহ বাদামের তৈল, জলপাইয়ের তৈল কিংবা তদভাবে তিলতৈল, নারিকেল তৈল বা ক্যাষ্টর অয়েল বা অণ্ড-লাল অর্থাৎ ডিমের লালা প্রভৃতি সেবন করাইবে। ঐ অবস্থায় চূণের স্বচ্ছজল ও সোডা অতি উপকারী। এইসকল ঔষধে শীঘ্র প্রদাহ প্রশমিত হয়। প্রদাহ নিবারণ অথচ বিরেচনের জন্য ক্যাষ্টর-অয়েল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অমৃত অর্থাৎ মিঠাবিষ উদরস্থ হইলেও এইরূপ চিকিৎসা করিবে। বিষের প্রভাবে মূর্চ্ছা হইলে অবিলম্বে নস্যপ্রয়োগ দ্বারা মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবে এবং যাবৎ মূর্চ্ছাভঙ্গ না হয়, তাবৎ পিচ্‌কারীতে করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে কোন বিষ যে কোন প্রকারেই হউক উদরস্থ হইলে মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে শীতল জলের ধারা দিবে এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে সৈন্ধবাদিচূর্ণ ও কুষ্ঠাদিচূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধসহ পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে; কিন্তু বিষের প্রভাব অত্যধিক লক্ষিত হইলে অবিলম্বে বিষবজ্রপাতরস এবং ভীমরুদ্ররস প্রয়োগ করা উচিত। স্থাবর বা জঙ্গমবিষের মধ্যে শীঘ্র জীবন-নাশক বিষের প্রভাব বিনষ্ট করিতে ঐ দুইটি মহৌষধ।

এতদ্ব্যতীত স্থাবরবিষে পীড়িত ব্যক্তিকে জঙ্গমবিষ-ঘটিত ঔষধ এবং জঙ্গমবিষে পীড়িত ব্যক্তিকে স্থাবরবিষ-ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিষ বিনষ্ট হয়। কোন কোন মাদক-দ্রব্য অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলেই মাদকতার সঙ্গে সঙ্গে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়; আফিম, ধুতুরা ও সুরা প্রভৃতি এই শ্রেণীর।

সুরা, ধুতুরা ও অহিফেনের বিষক্রিয়া—অধিক পরিমাণে আফিম ভক্ষণ করিলে শীঘ্রই তাহার মাদকক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং অবিলম্বে নিদ্রাবেশ হয় ও সেই নিদ্রা সুষুপ্তিতে পরিণত হয়, তখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, মন্দ মন্দ শ্বাস বহিতে থাকে, পরন্তু শ্বাসের সহিত গলার মধ্যে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু আরক্তিম এবং মুদিত, কনীনিকা কুঞ্চিত, নাড়ী স্থূল অথচ কোমল বোধ হয় এবং উহা মৃদুবেগে স্পন্দিত হইতে থাকে। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে রোগী চৈতন্যলাভ করিলেও জাগরিত হইতে বা কথা কহিতে

নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সুরাপানে অভিভূত ব্যক্তিও এই প্রকার অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই—সুরাপায়ীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে অসঙ্গত উত্তর প্রদান করে কিন্তু অহিফেনভোজী সদুত্তর প্রদান করে। পরন্তু সুরাপায়ীর নিশ্বাসে, ঘর্ম্মে ও বান্ত-পদার্থে সুরার গন্ধ নির্গত হয়।

চিকিৎসা—আফিম-সেবনে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সর্ব্বাগ্রে বমন করাইবে, পরে ষ্টমাক্‌পাম্প প্রয়োগ করিয়া পাকস্থলী ধৌত করিবে। এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া ব্যতীত কেবল বমন দ্বারা সমস্ত আফিম নির্গত হয় না, আবার কেবল ষ্টমাক্‌পাম্প দ্বারাও আফিমের বৃহৎ খণ্ডসকল নির্গত হইতে পারে না। বমনের জন্য তুঁতিয়াচূর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে এবং যাবৎ বমনে অহিফেনের গন্ধ ও তিক্তাস্বাদবিহীন অথচ স্বচ্ছজল নির্গত না হয়, তাবৎ অধিক-লবণ-সংযুক্ত উষ্ণজল বারবার সেবন করাইবে। মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে শীতল জলের ধারা দিবে এবং কোনমতেই নিদ্রা যাইতে দিবে না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া অনবরত ভ্রমণ করাইবে। মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে লবণ-মিশ্রিত উষ্ণজল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ ঘৃত চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। ধুতুরাসেবীকে লবণ-সংযুক্ত জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইবে, পরে চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

কুঁচিলার বিষক্রিয়া—কুঁচিলা অধিকমাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই শরীর বিষাক্ত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন পা হইতে মস্তকের সমস্ত পেশী দ্রুতবেগে আক্ষিপ্ত হইতে-হইতে কঠিন হইয়া উঠে। গ্রীবাদেশের পেশীর আক্ষেপবশতঃ মস্তক পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়, চোয়াল এরূপভাবে সংলগ্ন ও বদ্ধ হয় যে, কোনমতেই মুখ খোলা যায় না। এই অবস্থায় বলপূর্ব্বক মুখ খুলিবার চেষ্টা করিলে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তথাপি কার্য্যসিদ্ধি হয় না; পরন্তু মুখমণ্ডলের পেশীসমূহের আক্ষেপবশতঃ মুখমণ্ডল বিকৃত হয় এবং করতল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশস্থ পেশীর আক্ষেপবশতঃ সমুদয় শরীর ধনুকের ন্যায় পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়।

চিকিৎসা—ইহাতেও পাকাশয় ধৌত করা প্রয়োজন। অতএব তুঁতিয়াচূর্ণ উষ্ণজলসহ প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবে এবং যাবৎ তিক্ততা-

বিহীন স্বচ্ছজল নির্গত না হইবে, তাবৎ অধিক-লবণ-সংযুক্ত উষ্ণজল পুনঃ-পুনঃ পান করাইবে।

জঙ্গমবিষ-চিকিৎসা—সর্প হস্তে বা পদে দংশন করিলে দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে রজ্জু দ্বারা জোরে বন্ধন করিবে, ইহাতে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয় বলিয়া বিষ সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। অতঃপর দষ্টস্থান অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। অপরাজিতার মূল বাটিয়া ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ-অনুপানে সেবন করাইবে। সৈন্ধবাদিচূর্ণ এবং কুষ্ঠাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বিষের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হইলে বিষ-বজ্রপাতরস ও ভীমরুদ্ররস অবশ্যই প্রয়োগ করিবে।

কুকুরবিষ—কুকুরে কামড়াইলে শিরীষবীজ মনসাসীজের ক্ষীরে ঘষিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিবে এবং ধুতুরাপাতার রস, ঘৃত, গুড় ও দুগ্ধ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা একত্র করিয়া অথবা ধুতুরামূল চারি আনা বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করাইবে। এই নিয়মে ১০।১৫ দিন ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

বৃশ্চিকবিষ—বৃশ্চিক বা বিছা দংশন করিলে উষ্ণঘৃত ও সৈন্ধব একত্র করিয়া দষ্টস্থানে মালিশ করিবে, কিংবা জীরা বাটিয়া ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

মক্ষিকাবিষ—মৌমাছি কিংবা ভীমরুল ও বোল্‌তা প্রভৃতি দংশন করিলে দষ্টস্থানে মধু বা ঘৃত ও সৈন্ধব মালিশ করিবে।

মূষিকবিষ—ইঁদুরে কামড়াইলে ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হলুদ ও সৈন্ধব সমানভাগে জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

দূষিবিষ-চিকিৎসা—দূষি অর্থাৎ এড়াবিষ কোন অঙ্গে লাগিলে ঐ স্থানের ত্বক চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এই অবস্থায় শিরীষগাছের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল ইহাদের মধ্যে ২।৩ বা ৪।৫টি যাহা পাওয়া যায়, সমানভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া অবিলম্বে এক আঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে।

বিষরোগে ঔষধ

সৈন্ধবাদিচূর্ণ—স্থাবর বা জঙ্গম যে-কোন বিষে পীড়িত হইলে এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে বমন ও বিরেচনের পর এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, মরিচ ও নিমবীজচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া একত্র করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ—স্থাবর বা জঙ্গমবিষ দ্বারা পীড়িত হইলে এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। কুড় ও তগরপাদুকার চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা।

বিষবজ্রপাতরস—স্থাবর বা জঙ্গমবিষের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হইলে সৈন্ধবাদিচূর্ণ ও কুষ্ঠাদিচূর্ণের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—জল।

বিষবজ্রপাতরস। হরিদ্রা, সোহাগার খৈ, জয়িত্রী ও শোধিত তুঁতে; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ, ঘোষালতার রসে মর্দ্দন। বটী—৵০ দুই আনা।

ভীমরুদ্ররস—স্থাবর বা জঙ্গমবিষের প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হইলে সৈন্ধবাদিচূর্ণ ও কুষ্ঠাদিচূর্ণের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শীতল জল।

ভীমরুদ্ররস। শোধিত মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, দারমুজ, হিঙ্গুল, আপাঙ-মূল, ধুতুরামূল, করবীমূল ও শিরীষবৃক্ষের মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। রুদ্রাক্ষের কাথ ও অপরাজিতার মূলের কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী—৩ রতি।

বিষরোগে পথ্যাপথ্য

বিষার্ত্ত ব্যক্তিকে পলতা প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, থুলকুড়ীশাক, ন'টেশাক, শুষুণীশাক, পুঁইশাক, পুরাতন চাউলের অন্ন, ঝোল ও ঘৃতে সাঁতলান মটরের ডাল প্রভৃতি পথ্য দিবে। দুগ্ধ, ঘৃত ও মাখন প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্য বিষার্ত্ত-ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

রসায়ন

রসায়ন ঔষধসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—কতকগুলি ঔষধ কেবলমাত্র ব্যাধিবিনাশের জন্যই প্রয়োগ করা যায় এবং কতকগুলি সুস্থাবস্থায় সেবনের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সুস্থাবস্থার ঔষধ আবার দুইভাগে বিভক্ত—রসায়ন ও বাজীকরণ। সুস্থাবস্থায় যেসকল ঔষধ সেবন করিলে জরা অর্থাৎ অকালবার্দ্ধক্য উপনীত হইতে পারে না, অথচ রসরক্তাদি সপ্তধাতুর পুষ্টি ও পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহারা রসায়ননামে অভিহিত; আর সুস্থাবস্থায় যেসকল ঔষধ সেবন করিলে রতিক্রিয়ায় পুরুষের অশ্বের ন্যায় সামর্থ্য জন্মে, তাহারা বাজীকরণ-নামে খ্যাত। রসায়নেরও রতিক্রিয়ার সামর্থ্য জন্মাইবার শক্তি অসাধারণ। রসায়ন-সেবনে মানবের পরমায়ু, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, স্মৃতি ও মেধা-বৃদ্ধি এবং আরোগ্য, যৌবন ও কান্তি-লাভ হইতে পারে।

যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবনের শেষে রসায়ন প্রয়োগ করা উচিত। যুবক বা প্রৌঢ় ব্যতীত বালক ও বৃদ্ধকে রসায়ন প্রয়োগ করিবে না, কারণ বালকেরা রসায়ন ঔষধের প্রভাব সহ্য করিতে অসমর্থ এবং বৃদ্ধেরা স্বভাবতঃই জরাগ্রস্ত, এমতাবস্থায় যাহারা ঔষধের প্রভাবই সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগকে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, আর যাহারা স্বভাবতঃই জরাগ্রস্ত, তাহাদিগেরও রসায়নের প্রভাবে বার্দ্ধক্য-মোচন সম্ভবপর নহে, তবে চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধ রোগবিনাশ ও বলবৃদ্ধির জন্য শিশু ও বৃদ্ধব্যক্তিদিগকেও প্রয়োগ করা যায়।

রসায়ন সেবন না করার দোষ—যৌবনে বা যৌবনের শেষে রসায়ন সেবন না করিলে শীঘ্র দেহ ও ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, আয়ুক্ষয় এবং কান্তি, মেধা ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয় ও তৎসঙ্গে অকালে জরা আসিয়া দেহ জীর্ণ করিয়া ফেলে।

রসায়ন-প্রয়োগের পূর্ব্বে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া লইবে, কারণ মলিন বস্ত্রে রং দিলে যেমন সেই বস্ত্র সুরঞ্জিত হয় না, তদ্রূপ মলিন দেহে রসায়ন প্রয়োগ করিলেও তাহা শরীরের উপর যথোচিত ক্রিয়া করে না।

যেসকল দ্রব্য মধুররসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, পুষ্টিজনক, গুরুপাক ও প্রীতিকর, সেইসকল দ্রব্যই রসায়নগুণবিশিষ্ট। ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, তালমূলী, যষ্টিমধু, কেশুযো, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, থুলকুড়ীশাক, কৃষ্ণতিল, বৃদ্ধদারকবীজ, হস্তিকর্ণ-পলাশবৃক্ষের মূলের ছাল, বিশুদ্ধ স্বর্ণভস্ম, লৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম বা তৎসংযুক্ত ঔষধ, আহার্য্য-দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্যমাত্রেই রসায়ন। দুগ্ধ এবং তজ্জাত দ্রব্যসকল অর্থাৎ ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, সর, ননী ও ছানা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রসায়ন। এই সকল দ্রব্য আহার করিলে অকালে জরা উপনীত হইতে পারে না।

রাসায়নিক ঔষধ

রসায়নের জন্য নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যহ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কোন-একটি বা দুইটি-তিনটি একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে মহোপকার সাধিত হয়। তিনটি সেবন করিতে হইলে মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে বহেড়াচূর্ণ, আহারান্তে আমলকীচূর্ণ ও আহার্য্য পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে। ভীমরাজের রস বা চূর্ণ, থুলকুড়ীর রস, যষ্টিমধুচূর্ণ, গুলঞ্চের রস ও শঙ্খপুষ্পীচূর্ণ, এইসকল দ্রব্যের কোনও একটি দুগ্ধ বা ঘৃতসহ সেবন করিলে মেধা, বল, বর্ণ ও কান্তি বৃদ্ধি পায়। অশ্বগন্ধা উৎকৃষ্ট রসায়ন, উহার চূর্ণ বায়ুপ্রধান শরীরে কিঞ্চিৎ তিলতৈলসহ; পিত্তপ্রধান শরীরে দুগ্ধসহ; বাতপিত্তপ্রধান শরীরে ঘৃতসহ ও শ্লেষ্মপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান শরীরে উষ্ণজলসহ সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি পায় ও শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়। অশ্বগন্ধার ন্যায় পুষ্টিকর ঔষধ বিরল। ভৃঙ্গরাজ-চূর্ণ একভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ ও আমলকী-চূর্ণ অর্দ্ধভাগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র জরা উপনীত হইতে পারে না; পরন্তু, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়সকল নির্ম্মল ও দেহ নীরোগ হয়। বৃদ্ধদারকের মূল চূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়; পরন্তু অকালে বার্দ্ধক্য উপনীত হইতে পারে না। হস্তিকর্ণ পলাশবৃক্ষের মূলচূর্ণ ঘৃত বা মধুসহ সেবন করিলে মেধা, পরমায়ু ও রতিশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

উষাপান—প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কেবল জল মুখ বা নাসিকা দ্বারা পানের অভ্যাস করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, নাসাস্রাব এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়, অধিকন্তু পরমায়ু এবং দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ প্রত্যহ উষাকালে মুখ দ্বারা পান করিলেও ঐরূপ ফললাভ হয়। উষাকালে ঐরূপ দুগ্ধ বা জল পান করা বাত বা পিত্ত অথবা বাত-পিত্ত-প্রধান শরীরেই সহ্য হয়—শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে সহ্য হয় না, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে পান করিলে, সর্দ্দি, কাস এবং জ্বর ও পেটের পীড়া প্রভৃতি হইতে পারে।

ঋতু-হরীতকী—হরীতকীর চূর্ণ প্রত্যেক ঋতুতে পৃথক্ পৃথক্ অনুপানে সেবন করার নাম ঋতু-হরীতকী বা হরীতকীরসায়ন। মাত্রা—৵০ দুই আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত। বর্ষাকালে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণসহ; শরৎ ও গ্রীষ্মকালে শীতলজলসহ এবং হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে গরমজল অনুপানে সেব্য। ঋতু-হরীতকী বাতশ্লেষ্মাধিক বা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্ত্তমানে সমধিক ফলপ্রদ। বাতিক ও পৈত্তিক ধাতুতে বা কৃশশরীরে উহা সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হয় না।

ধাত্রীরসায়ন—আমলকীচূর্ণ কাঁচা আমলকীর স্বরসে একুশবার ভাবনা দিয়া উৎকৃষ্ট মধু ও ঘৃত; ইহাদের প্রত্যেকে আমলকীচূর্ণের সমান এবং ইক্ষুচিনি আমলকীচূর্ণের চারি ভাগের এক ভাগ ও পিপুলচূর্ণ আমলকীচূর্ণের আট ভাগের এক ভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ষার প্রারম্ভে ধান্য-রাশির মধ্যে স্থাপন করিবে ও বর্ষান্তে উঠাইয়া লইয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবন করিলে নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়, পরন্তু জরা উপনীত হইতে পারে না এবং রূপ, বর্ণ, কান্তি, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গুডূচ্যাদিচূর্ণ—গুলঞ্চ, আপাঙ্, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া যথামাত্রায় ভক্ষণ করিলে মেধা বৃদ্ধি পায়।

শাল্মলীরসায়ন—কচি-শিমুলগাছের মূল চূর্ণ করিবে, অনন্তর উক্ত শিমুলমূলের রস দ্বারা চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি গুলিয়া পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে নামাইয়া মোদকের ন্যায় প্রস্তুত করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। গোদুগ্ধসহ প্রত্যহ সেব্য। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা।

এতদ্ব্যতীত রসায়নের জন্ত নানাপ্রকার বটিকা, মোদক ও ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। অগ্নি সবল থাকিলে ঘৃত-প্রয়োগে অতি শীঘ্র সমধিক ফললাভ হয়, কিন্তু পেটের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে ঘৃত সহ্য হয় না। ঐ অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক রসায়ন অর্থাৎ সিদ্ধি-সংযুক্ত মোদক এবং ধাতুঘটিত নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। জ্বরচিকিৎসোক্ত ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, মহালক্ষ্মীবিলাস ও মকরধ্বজবটিকা; আমবাতোক্ত মকরধ্বজরস ও অমৃতপ্রাশঘৃত; যক্ষ্মারোগোক্ত বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত, বৃহৎ বসন্ততিলক, বৃহৎ মকরধ্বজ ও বসন্তকুসুমাকররস; কাসরোগোক্ত চ্যবনপ্রাশ ও বসন্ততিলক; গ্রহণীরোগোক্ত বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, জীরকাদিমোদক, শ্রীমদনানন্দমোদক; বাতব্যাধিরোগোক্ত বৃহৎ নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। এইসকল ঔষধের মধ্যে সিদ্ধিসংযুক্ত মোদকে বাজীকরণ-গুণ অত্যধিক বিদ্যমান।

বাজীকরণ

যে ঔষধের প্রভাবে পুরুষ রতিকর্ম্মে অশ্বের ন্তায় শক্তিশালী হয়, তাহাই বাজীকরণ-নামে অভিহিত।

যে ব্যক্তি বাজীকর ঔষধ সেবন করে না, অথচ শুক্রক্ষয় করে, তাহার গ্লানি, কম্প, অবসাদ, কৃশতা, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শোষ, শ্বাস, জ্বর, অর্শ, সর্ব্বধাতুর ক্ষীণতা এবং বাতজ-রোগসকল জন্মে, এমন কি ধ্বজভঙ্গও হইতে পারে। সুস্থদেহেও বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা উচিত, কারণ নানাপ্রকার চিন্তা, ব্যাধি, শ্রমজনককর্ম্ম, উপবাস ও স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি কারণে শুক্র দৈনন্দিন ক্ষয় পাইয়া থাকে। সুতরাং বাজীকর ঔষধ সেবন করিলে শুক্রক্ষয়জনিত ঐসকল রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিলাসী, ধনবান্, রূপবান্, যুবক, বহুস্ত্রীর পতি, বৃদ্ধ অথচ রতিক্রিয়াভিলাষী এবং স্ত্রীদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছুক ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসে দুর্ব্বল, ক্ষীণশুক্র এবং ধ্বজভঙ্গ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ঔষধ অবশ্য সেব্য। ষোলবৎসরের ন্যূন এবং

৭০ সত্তর বৎসরের অধিকবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। মিষ্ট, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও প্রীতিকর; এইসমস্ত দ্রব্যই বাজীকরণ-গুণবিশিষ্ট।

গ্রহণীরোগোক্ত জীরকাদিমোদক, কামেশ্বরমোদক ও শ্রীকামেশ্বরমোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ। এতদ্ব্যতীত বাজীকরণের জন্য নানাপ্রকার বটিকা, ঘৃত ও মোদক প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। পেটের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে বা ঘৃত সহ্য না হইলে বটিকা ও মোদকাদি প্রযোজ্য।

বাজীকরণে ঔষধ

মকরধ্বজরস—প্রমেহসংযুক্ত অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, লিঙ্গশৈথিল্য এবং ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতিতে এই ঔষধ মহোপকারী। পরন্তু ইহা রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অনুপান—পানের রস ও মধু বা ঘৃত ও মধু।

মকরধ্বজরস। স্বর্ণভস্ম ২ তোলা এবং বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জয়িত্রী, জায়ফল, রূপা, কাঁসা, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা। পানের রসে মর্দ্দন। বটী—২ রতি।

স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ—মকরধ্বজ যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। অনুপান—পানের রস ও মধু বা পেটের পীড়া না থাকিলে মাখন ও মিশ্রীচূর্ণ।

স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ। জাতিফল, জয়িত্রী, কর্পূর ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ও কস্তুরী, প্রত্যেকে ৵০ দুই আনা ও স্বর্ণসিন্দূর ৪। তোলা। পানেররসে মর্দ্দন। বটী—৪ রতি।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ—ইহা সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনবীর্য্য। মকরধ্বজ যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পানের রস ও মধু বা মাখন ও মিশ্রীচূর্ণ।

বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ। বিশুদ্ধ স্বর্ণপত্র ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ১৬ তোলা; এইসকল দ্রব্য দ্বারা স্বর্ণসিন্দূর পাক করিবে। উক্ত স্বর্ণসিন্দূর

৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়ফল ৮ তোলা, জয়িত্রী ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা এবং কস্তুরী ৷৹ অর্দ্ধতোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—২ রতি।

মন্মথাভ্ররস—ইহাও সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধ। ধাতুদৌর্ব্বল্য, লিঙ্গশৈথিল্য ও ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। সহপান—মধু ও অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মন্মথাভ্ররস। পারদ, গন্ধক ও অভ্র ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, কর্পূর ৷৹ অর্দ্ধতোলা, বঙ্গ ১ তোলা, তাম্রভস্ম ৷৹ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ২ তোলা এবং বিস্তারকবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়ার বীজ, শ্বেতবেড়েলা, আলকুশীর বীজ, আতইচ, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা ও যমানী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৹ অর্দ্ধতোলা। জলে মর্দ্দন। বটী—২ রতি।

নারসিংহচূর্ণ—ইহা শ্রেষ্ঠরসায়ন ও বাজীকর। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

নারসিংহচূর্ণ। শতমূলীর চূর্ণ দুই সের, গোক্ষুরচূর্ণ দুই সের, বারাহীকন্দ বা তদভাবে চামার-আলু /২৷ সের, গুলঞ্চ /৩৶ পোয়া, রক্তচন্দনচূর্ণ /৪ সের, চিতামূলচূর্ণ /১৷ সের, কৃষ্ণতিলের তণ্ডুলবাটা /২ সের, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মিলিত এক সের, চিনি পৌনে নয় সের, উৎকৃষ্ট মধু /৪৶ পোয়া, ঘৃত /২৶ ছটাক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ দুই সের। এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতাক্ত-পাত্রে একমাস বদ্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা—৷৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

গোক্ষুরাদ্যচূর্ণ—এই চূর্ণ অত্যন্ত রতিশক্তিবর্দ্ধক। সন্ধ্যাকালে ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেব্য। সহপান—মধু ও অনুপান—গরমদুগ্ধ।

গোক্ষুরাদ্যচূর্ণ। গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, শতমূলী, আলকুশীবীজ, গোরক্ষ-চাকুলে ও শ্বেতবেড়েলার মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা।

রতিবল্লভমোদক—বাজীকরণ ঔষধের মধ্যে ইহা সত্বফল-প্রদ অথচ অতিশ্রেষ্ঠ। যাহাদের প্রবল কোন রোগ বা রক্তদোষ বিদ্যমান নাই, অথচ শরীর দুর্ব্বল, লিঙ্গশিথিল, ক্ষুধামান্দ্য বা পাতলা দাস্ত বর্ত্তমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। ফিরঙ্গ প্রভৃতি কারণে রক্তদোষ বিদ্যমান থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রতিবল্লভমোদক। প্রথমতঃ লৌহ বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া মৃদু-অগ্নির উত্তাপে ৩২ তোলা গব্য-ঘৃত চড়াইবে, পরে ঘৃত নিফেন হইলে তন্মধ্যে সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৪০ তোলা নিক্ষেপ করিয়া অল্প সন্তলন করিবে। অনন্তর শতমূলীর রস চারি সের, কাঁচা সিদ্ধির রস বা শুষ্ক সিদ্ধির কাথ চারি সের, গোদুগ্ধ চারি সের ও ছাগদুগ্ধ চারি সের একত্র করিয়া তাহাতে ইক্ষুচিনি চারি সের গুলিয়া পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া উক্ত কটাহে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এইরূপে পাক করিতে-করিতে কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি, ছোট-এলাচি, তেজপাতা, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালাঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, কিসমিস, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডীখেজুর, কুলেখাড়াবীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে। পাক-শেষে কিঞ্চিৎ কস্তুরী ও মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—।০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা।

কামাগ্নিসন্দীপনমোদক—ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লভের ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা অধিক অগ্ন্যুদ্দীপক। অনুপান—দুগ্ধ।

কামাগ্নিসন্দীপনমোদক। পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, পঞ্চ লবণ, শটী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা; জীরা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট-এলাচি, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জাতিফল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, বিদ্ধারকবীজ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা; ধনে, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তিকর্ণ-পলাশ-বৃক্ষের মূলের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ তোলা। সমস্ত চূর্ণের সমান সবীজসিদ্ধিচূর্ণ; সমস্ত চূর্ণের সমান চিনি জলে বা দুগ্ধে গুলিয়া পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া জ্বালে চড়াইবে এবং লেহবৎ ঘনীভূত হইয়া আসিলে সমস্ত চূর্ণ উহাতে মিশাইয়া মোদক বাঁধিবে, অথবা অগ্রে চিনির সমান ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে সিদ্ধিচূর্ণ ঈষৎ সন্তলন করিয়া উহাতে চিনিগোলা-জল বা দুগ্ধ নিক্ষেপ করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

মহাকামেশ্বরমোদক—ইহার প্রয়োগ-প্রণালী রতিবল্লভ-মোদকের ন্যায়। সন্ধ্যাকালে সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মহাকামেশ্বরমোদক। অভ্র ১ তোলা, লৌহ অর্দ্ধতোলা, বঙ্গ চারি আনা এবং জয়িত্রী, জায়ফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, দারুচিনি, ছোট-এলাচি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, সৈন্ধবলবণ, ভীমরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁঠেলা, জটামাংসী, শতমূলী, কুড়, বংশলোচন, কিস্‌মিস্‌বাটা, লবঙ্গ, বহেড়া, গোরক্ষচাকুলে, চই, দেবদারু, যমানী, শুল্‌ফা, আল্‌কুশীবীজ, বেলশুঁঠ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, তালাঙ্কুর, সোহাগার খৈ, শালপাণী, গোক্ষুর, চিতামূল, কুক্কুরশোঁকা, মুরামাংসী, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধামূল, মোচরস, গজপিপুল, কট্‌ফল, তালবৃক্ষের মাথি, যষ্টিমধু, মৌরী, তালীশপত্র, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, বালা, বিস্তারকবীজ, শিমুলমূল, পিণ্ডীখেজুর, ভুঁইকুমড়া, চাকুলে, পদ্মকাষ্ঠ, কুলেখাড়াবীজ, মেথী, পরুষফল, রক্তচন্দন, পরুষফল, রক্তচন্দন, মরিচ, কৃষ্ণতিলের তণ্ডুলবাটা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সরলকাষ্ঠ, কর্পূর ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক সবীজ-সিদ্ধিচূর্ণ এবং সিদ্ধিচূর্ণসহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি। প্রথমে চিনি জলে গুলিয়া পাক করিবে, পরে চিনি পাক করা হইলে উহাতে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং উত্তমরূপে মিশাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া ঘৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে।

বৃহৎ শতাবরীমোদক—ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লভের ন্যায়। অনুপান—দুগ্ধ ও চিনি।

বৃহৎ শতাবরীমোদক। শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী-বীজ, কুলেখাড়াবীজ ও ভুমিকুম্মাণ্ড; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ সাড়ে তিন সের; মহিষদুগ্ধ দুই সের তিন ছটাক; শতমূলীর রস দুই সের তিন ছটাক; ভুমিকুম্মাণ্ডের রস চারিসের ও ইক্ষুচিনি পঁচিশ সের। প্রথমে দুগ্ধ, শতমূলীর রস ও ভুমিকুম্মাণ্ডের রসে চিনি গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া জালে চড়াইবে, পরে উক্ত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে, অনন্তর গাঢ় হইয়া আসিলে উহার মধ্যে শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, বহেড়া, দন্তীমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচ, সৈন্ধব, শটী, ধনে, বালা, মুথা, কস্তুরী, দ্রাক্ষাবাটা, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, গেঁঠেলা, শুল্‌ফা, চই, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, কুড়, জাতীফল, যমানী, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, মেথী, যষ্টিমধু, দেবদারু, মৌরী, তালীশপত্র, পিণ্ডীখেজুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত ও মধুসহযোগে মোদক বাঁধিবে।

বীর্য্যস্তম্ভ

রসায়ন ও বাজীকরণের স্থায় বীর্য্যস্তম্ভকর ঔষধও সুস্থাবস্থায় সেবন করা যায়। রসায়ন-সেবনে জরা বিনষ্ট ও শরীর পুষ্ট হয়, বাজীকরণ সেবনে রতিকর্ম্মে অশ্বের ন্যায় সামর্থ্য জন্মে এবং বীর্য্যস্তম্ভকর-ঔষধ-সেবনে শুক্র শীঘ্র স্খলিত হয় না। বীর্য্যস্তম্ভের জন্য চটকাণ্ডযোগ, অহিফেনযোগ, নাগবল্ল্যাদিচূর্ণ, শুক্রবল্লভ-রস ও কামিনীবিদ্রাবণরস প্রভৃতি ঔষধগুলি অত্যন্ত ফলপ্রদ। বীর্য্যস্তম্ভকর অহিফেনসংযুক্ত ঔষধ স্বপ্নদোষে উপকারী।

চটকাণ্ডযোগ—চড়ুই পাখীর ডিম কতকগুলি সংগ্রহ করিবে এবং তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার শ্বেত তরলাংশ বাদ দিয়া কেবল কুসুম আতপ চাউলে মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে, পরে একছটাক বা অর্দ্ধপোয়া ঐ শুষ্ক তণ্ডুল দ্বারা দুগ্ধ ও চিনিসহযোগে পায়স প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা অত্যন্ত শুক্রস্তম্ভকর।

অহিফেনযোগ—আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জাতিফল, জাতি বা মালতীফুল ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা এবং অহিফেন ৪ তোলা। জলে মর্দন। বটী—৩ রতি। মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ-অনুপানে সেব্য।

নাগবল্ল্যাদিচূর্ণ—পান, শ্বেতবেড়েলার মূল, দূর্ব্বামূল, জয়িত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাঙের বীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, বেনার মূল, যষ্টিমধু ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা—এক হইতে দুই আনা। ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ-অনুপানে সন্ধ্যাকালে সেব্য।

শুক্রবল্লভরস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক; ইহাদের প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, বংশলোচন দুই তোলা এবং সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা। সমস্ত চূর্ণ সিদ্ধির রসে বা কাথে মর্দ্দন করিয়া এক /০ আনা পরিমাণ বটী করিবে। মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ-অনুপানে ভক্ষণ করিবে।

কামিনীবিদ্রাবনরস—আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল,

জায়ফল, জয়িত্রী, রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা ; হিঙ্গুল ও বিশুদ্ধ আমলাসা গন্ধক ; প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এবং আফিম ৮ তোলা। জলে মর্দ্দন। বটী—৩ রতি। মধুসহ মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ-অনুপানে বটিকা সেব্য।

পুংজননেন্দ্রিয়ের রোগ

পুংজননেন্দ্রিয়—পুংজননেন্দ্রিয়ের অপর নাম মেঢ্র, উপস্থ ও শিশ্ন। ইহার অবয়ব কতকগুলি উত্থানশীল তন্তু বা সূত্র দ্বারা গঠিত। শিশ্নের তিনটি অংশ তিন নামে অভিহিত ; লিঙ্গমূল, লিঙ্গ-শরীর ও লিঙ্গ-মুণ্ড। লিঙ্গ-মূল ও লিঙ্গ-মুণ্ডের মধ্যভাগকে লিঙ্গ-শরীর বলা যায়। যেসকল উত্থানশীল পৈশিক সূত্র দ্বারা ইহার অবয়ব গঠিত, সেইসকল সূত্রের অভ্যন্তরে আবার বহু-সংখ্যক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রক্তবাহিনী শিরা আছে। উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই ঐসকল শিরার মধ্যে দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হয় ও পুমঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডের অগ্রভাগস্থ ছিদ্রের নাম প্রস্রাব-দ্বার। যে ছিদ্র বা পথ দ্বারা প্রস্রাব নির্গত হয়, তাহাকে মূত্রনালী, মূত্রমার্গ বা মূত্রপথ বলা যায়। বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় হইতে মূত্রনালী আরম্ভ হইয়া লিঙ্গমুণ্ডে শেষ হইয়াছে।

অণ্ডকোষ—অণ্ডদ্বয়ই শুক্রের আধার অর্থাৎ উহা দ্বারাই শুক্র প্রস্তুত হয়। অণ্ডদ্বয় দুইটি চর্ম্মকোষ বা চর্ম্মস্থলীর মধ্যে অবস্থিত এবং দুইটি রজ্জুদ্বারা লম্বিত।

শুক্রকোষ—একপ্রকার গ্রন্থি পুরুষের বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাকে ইংরেজীতে প্রোষ্টেটগ্রন্থি কহে। প্রোষ্টেটগ্রন্থি মোট দুইটি। এই গ্রন্থিদ্বয়ের নিম্নভাগ সরলান্ত্রের উপর অবস্থিত। উক্ত দুইটি গ্রন্থির মূলে দুইটি শুক্রকোষ, এই শুক্রকোষে শুক্র সঞ্চিত হয় এবং মৈথুনকালে তাহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে। শুক্রে একপ্রকার বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট অবস্থিতি করে, তদ্দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়। ইহাকে ইংরেজীতে স্পার্ম্মাটোজোয়া কহে।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও লিঙ্গ-শৈথিল্য

যাহারা স্বস্থাবস্থায় রসায়ন কিংবা বাজীকরণ ঔষধ সেবন করেন না, অথচ অতিরিক্ত শুক্রপাত করেন, তাঁহাদিগেরও অধিক শুক্রক্ষয়হেতু লিঙ্গ-শৈথিল্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য হইতে পারে। অস্বাভাবিক উপায়ে বা অত্যধিক মৈথুন দ্বারা শুক্রপাত করিলেও ধাতুদৌর্ব্বল্য উৎপন্ন হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে স্বপ্নদোষ, মনের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য, রতিশক্তিহীনতা, শুক্রমেহ বা তরল শুক্র সময়-সময় নির্গত হওয়া, ধ্বজভঙ্গ, স্মৃতিশক্তির অভাব, কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত, অসন্তোষের ভাব, কেশের অকালপক্কতা, দুশ্চিন্তা, কেশাপগম, অণ্ডকোষের বিবৃদ্ধি, কার্য্যে অনিচ্ছা, দৃষ্টির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লোদ্গার, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন, অল্পশ্রমে শ্রমবোধ, শরীরের অবসন্নতা, বিমর্ষভাব, হাত, পা, চক্ষু ও ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বালা, রক্তহীনতা, বিবর্ণতা, গাত্রচর্ম্মের শিথিলতা, সূত্রবৎ শুক্র-নিঃসরণ, উদরে বায়ু সঞ্চিত হওয়া ও মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় অবিলম্বে রসায়ন ও বাজীকরণ সেবন করা উচিত, না করিলে ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্তও হইতে পারে।

পুরুষের বন্ধ্যতা—শুক্র দূষিত হইলে পুরুষের বন্ধ্যতা জন্মে। বিশুদ্ধ শুক্র দ্বারা গর্ভসঞ্চার এবং সন্তানোৎপত্তি হয়, যেহেতু এই শুক্রে জীব বা জীবাণু বিশিষ্টরূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু শুক্র দূষিত হইলে তাহা দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয় না। যে শুক্র স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, চক্‌চকে, মধুররসবিশিষ্ট ও মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, তাহাই বিশুদ্ধ ও গর্ভসঞ্চারের উপযোগী। ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট শুক্র দূষিত, সুতরাং তদ্দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয় না, ইহাই পুরুষের বন্ধ্যতার কারণ। যেমন দুগ্ধের বা ইক্ষুর সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া যথাক্রমে ঘৃত বা গুড় অবস্থিতি করে এবং মন্থন বা পীড়ন দ্বারা দুগ্ধ হইতে ঘৃত ও ইক্ষু হইতে গুড় উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কামভাবাপন্ন হইয়া স্ত্রীগণকে দর্শন, স্পর্শন বা চিন্তা করিলে কিংবা তাহাদের শব্দশ্রবণ অথবা স্ত্রীতে উপগত হইলে শুক্রক্ষরণ হয়। বস্তি বা মূত্রাশয়ের অধোভাগে দক্ষিণদিকে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে মূত্রনালী আছে, তদ্দ্বারা পুরুষের শুক্র ক্ষরিত হইয়া থাকে।

ডাক্তারেরা বলেন, শুক্রে স্পার্ম্মাটোজোয়া-নামক যে জীবাণু থাকে, তাহা কোন কারণে অসুস্থ বা মৃত হইলে অধিক বীর্য্যবান্ ব্যক্তিরও সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়।

চিকিৎসা—শুক্রদুষ্টিরোগে বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত ও অমৃতপ্রাশঘৃত প্রশস্ত। ঘৃত সহ্য না হইলে বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, পূর্ণচন্দ্ররস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, বসন্তকুসুমাকররস ও বসন্ততিলক প্রভৃতি বটিকা ব্যবস্থা করিবে।

শুক্রমেহ—অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রপাত বা হস্তমৈথুন প্রভৃতি নানাকারণে শুক্রমেহ উৎপন্ন হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে জননেন্দ্রিয় এতই শিথিল হইয়া পড়ে যে, বিনা উত্তেজনায় শুক্রক্ষরণ এমন কি নিদ্রিতাবস্থায় বা দিবাভাগে কিংবা মলমূত্রত্যাগকালে অথবা যানারোহণ বা অধিক ভ্রমণ করিলে অর্থাৎ অল্প উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই জলের ন্যায় তরল শুক্র নির্গত হয়। রোগ সাতিশয় প্রবল হইলে অল্প ভ্রমণ করিলে কিংবা অধিকক্ষণ উপবেশন করিলেও শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই রোগেও নানাবিধ শুক্রাল্পতার ও শুক্রবিকৃতির লক্ষণ উপস্থিত হয়। কার্য্যে অনিচ্ছা, আলস্য, ঔদাস্য, পরিপাকশক্তির হীনতা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং মেধা, স্মৃতি, বল, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য প্রভৃতি বিনষ্ট, উদরাধ্মান, অম্লরোগ, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও স্বপ্নদোষ প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়। রোগী নির্জ্জনে ও নীরবে থাকিতে ভালবাসে। অল্পকারণে ভীত বা বিরক্ত হয় এবং দ্রুতবেগে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় ও অল্প শব্দ শুনিলে চমকাইয়া উঠে। উগ্রস্বভাব ও বীভৎস স্বপ্ন-দর্শন প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। সাধারণতঃ লিঙ্গের শিথিল-অবস্থায় অর্থাৎ লিঙ্গের উত্থান না হইয়া যদি বীর্য্যপাত হয়, তাহা হইলে শুক্রমেহ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা—এই রোগে বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ এবং অশ্বগন্ধাঘৃত ও অমৃতপ্রাশঘৃত প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যায়।

কামোন্মাদ

কামোন্মাদ একপ্রকার রোগবিশেষ। রতিসম্ভোগেচ্ছা অত্যধিক বলবতী হইলে লজ্জা, ভয়, মান ও ন্যায়-অন্যায়-বিচার-ক্ষমতা থাকে না, দুর্নিবার-কাম-প্রবৃত্তি-চরিতার্থের জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হয়। ইহার চিকিৎসা ও লক্ষণ উন্মাদরোগে দ্রষ্টব্য।

হস্তমৈথুন—অবৈধ বা অস্বাভাবিক উপায়ে রতিসম্ভোগসুখ-উৎপাদনকে হস্তমৈথুন কহে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়জাতিই এই কর্ম্মের বশীভূত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে বালকবালিকার সংখ্যাই অধিক। তরুণবয়স্ক বালকদিগের লিঙ্গচর্ম্মে ও বালিকাদিগের ভগচর্ম্মে উত্তেজনার উৎপাদক কারণ বর্ত্তমান থাকায় তাহারা স্বভাবতঃই হস্ত দ্বারা ঐসকল স্থান নাড়া-চাড়া করে এবং উহাতে তাহাদের সুখবোধ হইয়া থাকে। এইজন্যই উহারা কদর্য্য হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ উহাতে এত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, সহজে আর ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। অনেকস্থলে কুসংসর্গবশতঃ হস্তমৈথুন অভ্যস্ত হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের মধুমেহরোগবশতঃ যোনির বহির্ভাগে যে কণ্ডু উৎপন্ন হয়, কণ্ডূয়নবশতঃ তাহা সর্ব্বদা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়, সুতরাং এই অবস্থায়ও হস্তমৈথুনে প্রবৃত্তি জন্মে।

হস্তমৈথুনে আসক্ত ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকার জন্মে, মনের স্থিরতা থাকে না, চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয়, অন্যের সঙ্গ ভাল লাগে না, সাতিশয় লজ্জা ও নানাপ্রকার অমূলক চিন্তা উপস্থিত হয়, কাজকর্ম্মে দৃঢ়তা থাকে না, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় এবং স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, শিরঃপীড়া ও প্রবল স্বপ্নদোষ উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—সর্ব্বাগ্রে হস্তমৈথুন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু কারণ ত্যাগ ব্যতীত কার্য্য নষ্ট হয় না। ইহাতে অমৃতপ্রাশঘৃত বা বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত প্রভৃতি ধাতুপোষক ঘৃত ও বটিকা প্রভৃতি সেবন এবং স্নিগ্ধ অথচ ধাতুপোষক তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করা প্রশস্ত।

স্বপ্নদোষ—চঞ্চলমতি যুবকগণের মনোবিকার এই রোগের মুখ্য কারণ, সুতরাং মনের স্থিরতা ব্যতীত এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। কুচিন্তার পরিবর্ত্তে সদালাপ, সচ্চিন্তা ও সাধুসঙ্গ করা উচিত। কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ, বাক্যালাপ ও কু-সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হস্তমৈথুন অভ্যাস করিলে তাহা হইতেও এই কদর্য্য রোগের উৎপত্তি হয়। এই অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থায় প্রত্যহ ২।৩ বারও স্বপ্নদোষ হয়, শরীর কঙ্কালসার হয়, মন সর্ব্বদা হুহু করে, কোন কাজে প্রবৃত্তি থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না, নির্জ্জনে থাকিতে ও সময়-সময় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়, অনির্ব্বচনীয় মনঃকষ্ট উপস্থিত হয়, আদৌ মনের স্বচ্ছন্দতা থাকে না। এই অবস্থায় চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্মে।

চিকিৎসা—বীর্য্যস্তম্ভক-ঔষধ-সেবন ও স্নিগ্ধতৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবার ব্যবস্থা করিবে।

ক্লীবতা বা ধ্বজভঙ্গ

যে রোগে পুরুষ পুমঙ্গের উত্তেজনার অভাবে মৈথুন করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ বলা যায়। এই রোগ সাত প্রকার। ১। ভয়াদি-কারণবশতঃ অথবা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ-প্রযুক্ত ধ্বজ উত্থিত না হইলে তাহাকে মানস-ক্লৈব্য কহে। ২। অধিক লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিলে শুক্রক্ষয়বশতঃ ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পিত্তজ-ক্লৈব্য কহে। ৩। রসায়ন ও বাজীকর ঔষধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত শুক্রপাত করিলে যে ধ্বজভঙ্গ হয়, তাহাকে ক্ষয়জ ক্লৈব্য কহে। ৪। পুমঙ্গে ফিরঙ্গাদি রোগ জন্মিলে তজ্জন্য যে ধ্বজভঙ্গ হয়, তাহাকে রোগজ-ক্লৈব্য কহে। ৫। বীর্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইলে পুমঙ্গের কুব্জতাবশতঃ ধ্বজভঙ্গ হয় ৬। বলবান্ ব্যক্তি কামাসক্ত হইয়া মৈথুন না করিলে শুক্র স্তম্ভিত হইয়া ধ্বজভঙ্গ হয়। ৭। জন্মাবধি ধ্বজভঙ্গ হইলে তাহাকে সহজ-ক্লৈব্য বলা যায়।

অসাধ্য লক্ষণ—জন্ম হইতে জাত ক্লৈব্য অসাধ্য। বীর্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া ধ্বজভঙ্গ জন্মিলে তাহাও অসাধ্য।

ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি

ধ্বজভঙ্গ হইলে অগ্রে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে। শোক, ভয় অথবা স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি বা অনাসক্তিবশতঃ অনেকস্থলে আদৌ জননেন্দ্রিয় উত্থিত হয় না বা হইলেও এরূপ ক্ষণস্থায়ী হয় যে, ঐ অবস্থায় সহবাস অসম্ভব হয়। মনোবিকৃতির কারণ অবশ্যই দূরীভূত করিবে। গাঁজা, আফিম ও সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য অধিকমাত্রায় বা দীর্ঘকাল সেবন করিলে অথবা কোন ক্ষয়কর রোগ হইতেও ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে। মাদকদ্রব্য-সেবনে হইলে মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। রোগবশতঃ হইলে রোগ-নাশক ঔষধ অবশ্যই ব্যবহার্য্য। দীর্ঘকাল হস্তমৈথুন করিলে ধ্বজভঙ্গ হয়। এই অবস্থায় হস্তমৈথুন বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ধ্বজভঙ্গে মদনানন্দমোদক, কামাগ্নিসন্দীপনমোদক, রতিবল্লভমোদক ও মহাকামেশ্বরমোদক প্রভৃতি মোদক, স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, অমৃতপ্রাশঘৃত ও বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সাধারণতঃ সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। এতদ্ব্যতীত গোক্ষুরাদ্যমোদক, কামিনীদর্পঘ্ন, কামদীপক ও সিদ্ধশাল্মলীকল্প প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

ধ্বজভঙ্গে ঔষধ

গোক্ষুরাদ্যমোদক—অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। অনুপান—দুগ্ধ।

গোক্ষুরাদ্যমোদক। গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ভাগ। চূর্ণ-সমষ্টির সমান গব্যঘৃত ও দ্বিগুণ গোদুগ্ধ। প্রথমে চূর্ণগুলি ঘৃত দ্বারা অল্প সাঁতলাইয়া পরে দুগ্ধে চিনি গুলিয়া পাক করিয়া মোদক বাঁধিবে। মাত্রা—৵০ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা।

কামিনীদর্পঘ্ন—রক্তদোষব্যতীত ইহা অন্যান্য অবস্থায় বা সুস্থাবস্থায় প্রযোজ্য। চিনির সহিত সেব্য।

কামিনীদর্পঘ্ন। বিশুদ্ধ আমলাসা গন্ধক ১ একতোলা ও পারদ ১ একতোলা কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত বিশুদ্ধ ধুতুরার বীজচূর্ণ ১ একতোলা মিশ্রিত করিবে এবং ধুতুরার তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা করিবে।

কামদীপক—পিত্তাধিক শরীরে বা হস্ত, পদ ও গাত্রে দাহ কিংবা অম্লপিত্তরোগ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে। অনুপান—দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি।

কামদীপক। শ্বেতপুনর্ণবার মূলচূর্ণ ৪ তোলা কচি শিমুলমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া তৎসহ মোচরসচূর্ণ ৪ চারি তোলা ও বিশুদ্ধ আমলাসাগন্ধক ৪ চারি তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ এক আনা হইতে ৵০ দুই আনা।

সিদ্ধশাল্মলীকল্প—ইহার প্রয়োগ-প্রণালী কামদীপকের ন্যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

সিদ্ধশাল্মলীকল্প। ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেতপুনর্ণবা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ আমলাসাগন্ধক ।০ অর্দ্ধতোলা ও পারদ ।০ চারি আনা এই উভয়ের কজ্জলী; এইসকল একত্র করিয়া কচি-শিমুলমূলের রসে সাতবার ও মহিষদুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা—দুই হইতে চারি আনা।

মতান্তরে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ-প্রস্তুতকরণ

স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ-প্রস্তুত-সম্বন্ধে শাস্ত্রে মতান্তর দৃষ্ট হয়। আমরা যে মত এইগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহাই সহজ ; চারি প্রহরে প্রস্তুত হয়। প্রত্যুষে ছয়টার সময় চড়াইলে সন্ধ্যা ছয়টার সময় বা একটু অগ্রপশ্চাৎ উহার পাক সম্পন্ন হয়। এই নিয়মে মকরধ্বজ পাক করিতে হইলে একখণ্ড খড়ী দ্বারা বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, তৎপরে বোতলের মধ্যস্থ কজ্জলী যখন গলিতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ খড়ী আপনিই উঠিয়া যায়, কিন্তু জ্বাল মৃদু হইলে আপনি উঠিয়া যায় না, খড়ী খুলিয়া ফেলিতে হয় ; তখন দেখা যায় কজ্জলী গলিয়া বোতলের গলায় সংলগ্ন হইয়াছে ও সেইজন্য বোতলের মুখ রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে, তখন একটি লৌহশলাকা (হুকার শলা) আগুনে পোড়াইয়া বোতলের গলা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, মধ্যে-মধ্যে এইরূপ করিলেই চারি প্রহরে বা বারো ঘণ্টায়ই উহার পাক সমাধা হয়। এই সহজ মতই আমরা এই গ্রন্থে লিখিয়াছি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করা যায়।

১। আট প্রহরে বা একদিন-এক রাত্রিতে পাক। ২। বারো প্রহরে বা দুইদিন-এক রাত্রিতে পাক। ৩। ষোল প্রহরে বা দুই দিন-দুই রাত্রিতে পাক। এই তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করা অত্যন্ত কঠিন, ইহাতে যেমন অর্থব্যয়, তেমনি পরিশ্রম, তাহার পর যার জন্য এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম-স্বীকার, তাহা প্রস্তুত হইবে কি না, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। কারণ সাধারণ মকরধ্বজের প্রস্তুত-প্রণালী আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে বোতলের মুখের ছিপি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, সুতরাং বোতলের মধ্যে অনায়াসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় ও পাক নিষ্পন্ন হইল কি না, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু এই তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করিতে হইলে এমনভাবে বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, যেন কোনও প্রকারে ছিপি উঠিয়া যাইতে না পারে ; সুতরাং পাক সমাধা হইল কি না, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় থাকে না ; কেবল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জ্বাল দিয়া হাঁড়ী নামাইতে হয়। বিশেষতঃ উহাতে বোতলের মুখ রুদ্ধ থাকে বলিয়া সময়-সময় বোতলের ছিপি উঠিয়া যাইতে দেখা যায় বা ছিপি উঠিতে না পারিলে বোতল কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া পড়ে অথবা বোতল ফাটিয়া যায়, কারণ মুখ রুদ্ধ থাকায়

বোতলের মধ্যস্থ ধূম নির্গত হইতে পারে না। এইসকল কারণে ঐ নিয়মে তিন-চারিবার মকরধ্বজ-পাকের চেষ্টা করিয়াও একবার কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন; কিন্তু বোতলের মুখ খোলা থাকিলে ঐসকল অসুবিধা কিছুমাত্র ভোগ করিতে হয় না; অথচ পাক-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায়। এইজন্যই আমরা সহজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার মকরধ্বজ আছে। যথা—ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ ও সিদ্ধমকরধ্বজ। ইহাদের পাকের বিধান নিম্নে দ্রষ্টব্য।

ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ—একটি বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে একটি মাটির পাত্র রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে, তৎপরে যে পরিমাণ পারদ দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই পরিমাণে পারদের সমান গন্ধকচূর্ণ উক্ত মাটির পাত্রে প্রদান করিবে এবং উহা গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে তাহাতে সেই পারদ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ছয়গুণ গন্ধক দেওয়া হইলে ও তাহা হইতে ধূমনির্গম রহিত হইয়া আসিলে হাঁড়ী নামাইয়া ঐ পারদ বাহির করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত পারদ আটতোলা ও স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত একতোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক উহার সহিত আটতোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলীকরতঃ স্বর্ণসিন্দুরের ন্যায় চারি প্রহর পাক করিবে।

সিদ্ধমকরধ্বজ—বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত ৪ তোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত বিশুদ্ধ গন্ধক ১৬ তোলা মিশাইয়া আটপ্রহর মর্দ্দনকরতঃ কজ্জলী করিবে। তৎপরে শ্বেত-অঙ্কোট অর্থাৎ ধলা-আঁকড়াফলের রস, রক্তকার্পাসফুলের রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা ঐ কজ্জলী পৃথক্-পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পশ্চাৎ বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া মকরধ্বজের ন্যায় চারি প্রহর পাক করিবে ও পাক সম্পন্ন হইলে নামাইয়া স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিবে। এই স্বর্ণসিন্দূরের সহিত পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটি দ্রব্যের রসে মর্দ্দন-পূর্ব্বক শুষ্ক করিবে ও বোতলের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার চারিপ্রহর পাক করিবে। এইরূপে আরও একবার পাক করিলে সিদ্ধমকরধ্বজ প্রস্তুত হয়।

সম্পূর্ণ